দাওয়াত ও তাবলীগ

ড. ইবনে আশরাফ

দাওয়াত ও তাবলীগ

ড. ইবনে আশরাফ

প্রকাশনায়
মক্কা পাবলিকেশন্স
কাটাবন ■ মগবাজার ■ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগ

ড. ইবনে আশরাফ

ISBN : 978-984-8808-40-5

গ্রন্থস্বত্ব

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম এলাহী

প্রোপ্রাইটর

মক্কা পাবলিকেশন্স

বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১২৫৬৬৯

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারী, ২০১০

দ্বিতীয় প্রকাশ (নতুন কলেবরে)

নভেম্বর-২০১২ ঈসায়ী

জিলহজ্জ-১৪৩৩ হিজরী

কার্তিক-১৪১৯ বাংলা

প্রচ্ছদ

আহসান কম্পিউটার হাউজ

পরিবেশনায়

তবলিগী কুতুবখানা

ইসলামি টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ : আহসান কম্পিউটার

কাটাবন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণ

র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ

২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : চার শত টাকা মাত্র

Dawat O Tabligh written by D. Ebne Ashraf Published by Makkah Publications, Book & Computer Complex 38/3, Banglabazar, Dhaka-1100. Second Edition November 2012 Price **Tk. 400.00** only

www.pathagar.com

পরিমার্জনা ও সহযোগিতায়

হাফেয মুফতি আব্দুর রহমান
মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম খান
মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী
মাওলানা মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ মনজুরে মাওলা
মাওলানা মোঃ মাসুম বিল্লাহ্ বিন রেজা
প্রফেসর ডা. এস আর খান
প্রকৌশলী আমিনুর রহমান খান
নাজমুস সায়াদাত

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পরিপূর্ণ হেদায়াত। আল কুরআন মানব জাতির একমাত্র সন্দেহমুক্ত ও নির্ভুল নির্দেশনা। মানুষের সকল মত-মতবাদ, চিন্তা ও গবেষণা সময়ের পালাবদলে পরিবর্তন হয়; এক সময় ভুল-ত্রুটি-অসারতা ধরা পড়ে। কিংবা এক পর্যায়ে এর প্রয়োজনীয়তাও হারিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন, কুরআন-হাদীস সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনের সত্যতা-যৌক্তিকতা চির শাশ্বত। এটা এতটাই মজবুতভাবে চিরস্থায়ী যে, এর কোন একটি শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি হাজার বছরেও ধরা পড়েনি এবং কেয়ামত পর্যন্ত কেউ ধরতে পারবেও না। পরিতাপের বিষয় মুসলমান হয়েও আমরা ইসলাম শিখিনি। এর সৌন্দর্য বুঝিনি। কুরআনের মর্ম বুঝা তো দূরের কথা, এর অর্থ বুঝার ফুরসত, চেষ্টা কিংবা ন্যূনতম আগ্রহই বা আমাদের ক'জনের কতটুকু আছে। জিন্দেগীর অসীম দাবী মেটাতে ক্লান্ত আমাদের মত দুনিয়াদারদের পক্ষে আল্লাহর হক্ব আর আখেরাতের প্রস্তুতি নেয়ার ফুরসত মেলা কঠিন। দিগভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থা, খোদাবিমুখ শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব আর শয়তানের অবিরাম ওয়াসওয়াসায় ক্রমেই দ্বীনের মূল চেতনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে উম্মাহর বিশাল অংশ। ঈমান ও আমলের লাইন ছেড়ে আমাদের বেশির ভাগই এখন নামধারী মুসলমানের পদ দখল করে আছি। শরীয়তে ইলম অর্জনের তাগীদ অপরিসীম। দ্বীন জানা ও দ্বীন মানা সকল মুসলমানের জন্য ফরয। এভাবে দাওয়াতী কাজও একটি অন্যতম ফরয আমল। আল কুরআনে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে আল্লাহর পথে দাওয়াতের নির্দেশনা নিয়ে। বলা হয়েছে– "তোমাদের উপর ফরয যে, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই হবে প্রকৃত সফলকাম" (সূরা আল ইমরান-১০৪)। "বলুন হে নবী! এটাই আমার পথ; মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকে যাব" (সূরা ইউসুফ-১০৮)। উম্মতকে গোমরাহীর ঘন অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে ঈমান ও আমলের আলোকিত পথে আনার বিশ্বময় মাক্ববুল এক মেহনত ও আন্দোলনের নাম দাওয়াত ও তাবলীগ। এ মেহনতের ওসীলায় দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ নফস ও শয়তানের পায়রবী ছেড়ে আল্লাহর খালেস বন্দেগীর জীবন গ্রহণ করেছেন। ঈমানের দাবী ও হাক্বীকত জেনে তারা আমলী জিন্দেগীতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন, তথা দ্বীন জানা ও মানার অদম্য প্রেরণায় উজ্জীবিত হচ্ছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! দিনে দিনে তাবলীগের পরিধি এবং এর মেহনতকারীদের

www.pathagar.com

সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মাশহুর ও মাক্বুল কিতাব ফাজায়েলে আ'মালের পাশাপাশি দাওয়াতে তাবলীগের উসূল, কার্যপ্রণালী ও ব্যক্তিগত আমলের বিষয়াদি নিয়ে একটি বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য কিতাবের প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট অনেকেই দীর্ঘদিন যাবত অনুধাবন করছেন। এ প্রয়োজন মেটাতে বিদগ্ধ লেখক, গবেষক এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের দীর্ঘদিনে অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ড. ইবনে আশরাফ দীর্ঘ পরিশ্রমের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সময়ের দাবী মেটাতে উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ এ খেদমত আনজাম দেয়ার প্রয়াসকে আমরা মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহর মহত্ত্ব, দ্বীনের সৌন্দর্য, ঈমানের পরিশুদ্ধতা, আমলের প্রয়োজনীয়তা, দাওয়াতের হেকমত ও নিয়মাবলী চমৎকারভাবে উপস্থাপনায় হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও দরদ দিয়ে নিষ্ঠার সাথে তিনি গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। গ্রন্থটির তত্ত্ব ও তথ্যগত নির্ভুলতার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। অভিজ্ঞ আলেম-ওলামা বিশেষত কাকরাইলের মুরব্বীদের দোয়া ও সহযোগিতা নিয়েছেন।

যে কোন পাঠক, বিশেষত দাওয়াতে দ্বীনের কর্মীদের দ্বীন শেখা ও এর সৌন্দর্য অনুধাবনের আকর্ষণীয় গাইড হিসেবে গ্রন্থটি ফলপ্রসূ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ইসলামের বিশালতা, শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ মাসায়েল, কুরআনের সামগ্রিক আহকাম জানার জন্য গ্রন্থটি যথেষ্ট নয়। কুরআন হাদীস তথা ইসলামের সুবিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে আমাদেরকে জানার চেষ্টা করতে হবে অবিরত। আলোচ্য 'দাওয়াত ও তাবলীগ' কিতাবটি সেক্ষেত্রে উত্তম সহায়ক হবে।

দ্বীনি খেদমতের এক সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মক্কা পাবলিকেশন্স গ্রন্থটি দ্বিতীয় প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ্রন্থটি পুরো দেখে দেয়ার জন্য মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজাকেও (গ্রন্থ প্রণেতা, টিভি ব্যক্তিত্ব) ধন্যবাদ জানাই। অনেক সতর্কতার পরও প্রকাশনার ক্ষেত্রে মুদ্রণজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সচেতন পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং তা ধরে দিয়ে পরবর্তীতে সংশোধনের সুযোগ করে দেবেন বলে আমরা আশা করছি। কিতাবটি অধ্যয়ন ও আমল করে পথহারা উম্মত আল্লাহর হুকুম ও বিশ্বনবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদর্শে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদেরকে কামেল হেদায়াত নসীব করুন, জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাযত করুন এবং জান্নাত নসীব করুন। আমীন ॥

মুহাম্মদ গোলাম এলাহী

www.pathagar.com

তুহ্ফা

দাওয়াতের কাজের সাথে সম্পৃক্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল উম্মতে মুহাম্মদীর উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ সারাবিশ্বের মানুষকে হেদায়াত দান করুন এবং ভবিষ্যতের আগত মানুষকেও দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন ॥

- লেখক

www.pathagar.com

লেখকের কথা

সারাবিশ্বের সকল মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা রয়েছে দীনের মাঝে। দীন হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুম (আদেশ-নির্দেশ; করণীয়-বর্জনীয়) এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথেই মানবতার মুক্তি ও শান্তি। এছাড়া অন্য কোন পথ, মত, চিন্তা-চেতনায় মানুষের সুখ, শান্তি ও সফলতা নেই। দীনের পূর্বশর্ত হল, দাওয়াত। দাওয়াত ছাড়া দ্বীন থাকতে পারে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার প্রিয় নবী রাসূলদের দ্বারা যুগে যুগে প্রতিটি জনপদে এবং প্রত্যেক ভাষা-ভাষীদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীতে সর্বশেষ নবী হিসেবে আবির্ভূত হন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই দ্বীনকে পূর্ণতা দেন। এরপর আল্লাহ্ দাওয়াতের নবীওয়ালা দায়িত্বকে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর অর্পণ করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র সরাসরি হুকুম হল, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস কর (সূরা আলে ইমরান-১১০)। বল (হে নবী) এটাই আমার পথ, মানুষকে আমি সজ্ঞানে আল্লাহ্র দিকে ডাকি; এবং আমার অনুসারীরাও (সূরা ইউসুফ-১০৮)। এভাবেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে আমাদের উপর ফরযে আইন বা অত্যাবশ্যকীয় করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়তী পুরো জীবনেই দাওয়াতের কাজ করেছেন। তিনি, আবুবকর রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলেন, আমার যে কাজ তোমারও সে কাজ। আখিরাতের আসল সঙ্গী হল, ঈমান ও আমল। বান্দার ঈমানের বিনিময়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বেহেশত দিবেন। আর ঈমান হল, অর্জন করার বিষয়। আল্লাহ্র রাস্তায়, দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমেই ঈমান অর্জন করতে হয়। আল্লাহ্ প্রত্যেক নবী রাসূল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম); সাহাবা কেরাম (রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুম) ; অলী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) আল্লাহওয়ালাদেরকে আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত এবং

www.pathagar.com

নুসরতের মাধ্যমে ঈমানের মত শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করেছেন। পূর্বের মত, বর্তমান সময়েও, ঈমান অর্জনের এবং সহীহ্ আমলের একমাত্র পথ হল, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দেয়া জান, মাল ও সময়কে দিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথে অবিচলভাবে কাজ করে যাওয়া।

এ যামানার অন্যতম দায়ী মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জীবদ্দশায় ১৩ বছরের দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের ফলে ভারতের মেওয়াতী এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার ৬৫ লক্ষ পথহারা, আল্লাহ্ ভোলা মানুষ, দাওয়াতের ও দ্বীনের সঠিক পথ খুঁজে পায়। যা ছিল এক অকল্পনীয় সাফল্য। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ এ কাজকে কবুল করেছেন, এটা তারই বাস্তব নজীর। বর্তমানে ১৫০টির বেশী দেশে কোটি কোটি মানুষের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সফলভাবে চলছে। এটা কোন নতুন পথ বা পদ্ধতি নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজে এবং তার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা নবী-রাসূলদের দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর উম্মতরাই কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজকে চালিয়ে নিবে। পৃথিবীতে বর্তমানে চলমান অন্যান্য দ্বীনি কর্মসূচিকে ক্ষুদ্র জলাশয়ের সাথে তুলনা করলে দাওয়াত ও তাবলীগের বিশ্বব্যাপী কাজকে মহাসাগরের সাথে তুলনা করতে হবে। দাওয়াত ও তাবলীগের একজন দায়ী, মানুষকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে ডাকে। অথচ অন্যান্য দাওয়াতের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে কোন এক বা একাধিক সম্মানিত ব্যক্তি বা দল বা আল্লাহ্র অলীর দিকে ডাকা বা আকর্ষণ করা হয়। এ জন্যেই দাওয়াত ও তাবলীগের একজন দায়ী আল্লাহ্র সরাসরি গায়েবী মদদ বা সাহায্য পেয়ে থাকেন। দাওয়াতের কাজে কোন নোট, ভোট, জোট, সুনাম, পদ-পদবী তথা দুনিয়াবী লাভ নেই। শত ভাগ আখেরাতমুখী তাওহীদি কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থেকে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই দায়ীরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে। ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধতা (ইসলাহ্), আত্মিক উন্নয়ন এবং আল্লাহ্র রাজিখুশীর জন্যই দাওয়াত ও তাবলীগ। দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মসূচির সাথে যুক্ত মানুষ, অতিদ্রুত ঈমানী লাইনে উন্নতি লাভ করতে থাকে। বিমানের যাত্রীরা, রানওয়েতে বিমানের উঠানামার সময় এর গতিবেগের ধারণা পায়। অথচ আকাশে চলমান বিমানের গতিবেগ অনেক হওয়া সত্ত্বেও যাত্রীরা তা অনুভব করে না। অনুরূপভাবে ইস্তেকামাতের সাথে (অবিচলভাবে) দাওয়াতের কাজে জড়িত ব্যক্তিরা তাদের অজান্তেই ঈমানী লাইনে অনেক উপরে উঠতে থাকে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ একটি চলমান

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া। এটা অর্জনের একমাত্র পথ হল, মৃত্যু পর্যন্ত এর সাথে লেগে থাকা। শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং নফসের ধোঁকা থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল, দাওয়াত ও তাবলীগ করা। কিয়ামতের দিন দায়ীকে আল্লাহ্ বিচারের সম্মুখিন করবেন না। দায়ীরা ইনশাআল্লাহ হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দ্বীন প্রচারে ও দাওয়াতের কাজে আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু নীতিমালা রয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, তা তিনি জানেন এবং কে সৎ পথে আছে তাও তিনি ভালভাবেই জানেন (সূরা নাহ্ল-১২৫)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সতর্কবাণী হল, আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন এর সমৃদ্ধশালী মানুষদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, অথচ ওরা সেখানে অসৎকর্ম করে; অতঃপর এর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি (সূরা বনী ইসরাঈল-১৬)। পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমি সেসবকে শোভা বা লোভনীয় করেছি; মানুষকে এ পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মাঝে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ (সূরা কাহ্ফ-৭)। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের কাছে; পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট (সূরা কাহ্ফ-৪৬) মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই তর্কপ্রিয় (সূরা কাহ্ফ-৫৪)। কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করে দেয়ার পরও সে যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়; তবে এর চেয়ে বড় যালিম আর কে? আমি নিশ্চয়ই ওদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন ওরা কুরআন বুঝতে না পারে এবং ওদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি। তুমি ওদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও ওরা কখনও সৎপথে আসবে না (সূরা কাহ্ফ-৫৭)। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলদের পাঠিয়ে থাকি; কিন্তু অবিশ্বাসীরা মিথ্যা অবলম্বনে তর্কবিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যাদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে তারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে (সূরা কাহ্ফ-৫৬)। আমি সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো তোমাকে (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি (সূরা বনী ইসরাঈল-১০৫)। দায়ীদের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপদেশ হল,

www.pathagar.com

তোমার (হে নবী) পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, পরিণামে তাই বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন (পাকড়াও) করেছে (সূরা আনআম-১০)। ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয়, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য, যাতে তারাও তাকওয়া অবলম্বন করে (সূরা আনআম-৬৯)। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে ওরা শিরক করত না এবং তোমাকে ওদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি; আর তুমি ওদের অভিভাবক নও (সূরা আনআম-১০৭)। অর্থাৎ দায়ীদের দায়িত্ব হিকমতের সাথে মানুষকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে ডাকা ও সবার জন্য দোয়া করা। হিদায়াত পুরোটাই আল্লাহ্র হাতে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন সাধারণ ছাত্র, ঈমান আমলের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের কমজোরি নিয়েই বেড়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে, কর্মজীবনে তার আর ইসলামের পরিপূর্ণ ও উপকারী জ্ঞানার্জনের সুযোগ হয়ে উঠে না। এ বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এ গ্রন্থের শুরুতে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের বয়ানের পর, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত জীবন এবং ঈমান আমলের জরুরি বিষয়গুলোকে সরলভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর সারাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে তাবলীগের মুরুব্বীদের বয়ানের চুম্বক কথাগুলোকে প্রবন্ধাকারে পেশ করা হয়েছে। যার মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, প্রয়োজনীয়তাসহ সব ধরনের প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। ইলমের অধ্যায়ে আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি তথ্য, সার্বক্ষণিক করণীয় আমল ও জরুরি ইসলামী জ্ঞানের সাবলীল বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষের অধ্যায়ে চলমান দাওয়াত ও তাবলীগের হাতে কলমে শিক্ষা করার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনায় দু'শতাধিক গ্রন্থ, কিতাব ও ওয়েব সাইটের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। নাজমুস সায়াদাত ভাই সার্বিকভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। উদ্যোগী প্রকাশকের ঐকান্তিক চেষ্টার জন্য মোবারকবাদ। বিশিষ্ট ক'জন আলেম ওলামা গ্রন্থটির নজরছানী করে গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতায় সহযোগিতা করেছেন। গ্রন্থে ভুলভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। যে কোন ভুল ভ্রান্তি বা তথ্য বিভ্রাটের জন্য পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে, হক্বানী আলেম ওলামা এবং কুরআন হাদীসের সহীহ কিতাবই গ্রহণ ও অনুকরণযোগ্য। পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, যে কোন ব্যাপারে আপনাদের মতামত ও উপদেশ শীরধার্য। গ্রন্থটি সাধারণ মুসলমানদের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য গাইড বই হিসেবে সামান্যতম কাজে লাগলেও পরকালের

www.pathagar.com

পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট। সকলের কাছে সবিনয় অনুরোধ, গ্রন্থটিকে ব্যক্তিগত রচনা না ভেবে দাওয়াত ও তাবলীগের সংক্ষিপ্ত সংকলিত সংগ্রহশালা হিসেবে গ্রহণ করলেই আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সবাইকে দাওয়াতের সঠিক বুঝ, হেদায়াত ও ঈমানের মত শ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্জন করার তৌফিক দান করুন। উপকারী ইলম, দরকারী রিযিক, তাকওয়া ও ইখলাসওয়ালা অন্তর দান করুন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে দায়ী হিসেবে নিজেদের জান, মাল ও সময়কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাস্তায় কুরবানী করার তৌফিক দান করুন। "হে আল্লাহ সারাবিশ্বের সকল মুসলমান ও উম্মতে মুহাম্মদীকে দাওয়াতের মেহনতের সাথে যুক্ত করে কবুল করে নাও। সকল কাফিরদের ন্যূনতম ঈমান ও হিদায়াত দিয়ে দাও। সকল জাহান্নামী লোককে মাফ করে, জান্নাতের জন্য কবুল করে নাও। এ অধমকেও ক্ষমা করে; তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। আমীন।"

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় (ঈমানের মূল কথা)

১. বিজ্ঞান এবং স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের মহাবিস্ময় ॥ ৩২

- মানুষের দুর্বল মস্তিষ্ক ॥ ৩২
- বিস্ময়কর অদৃশ্য জগৎ ॥ ৩৩
- স্রষ্টার সৃষ্টি করার বিস্ময়কর নমুনা ॥ ৩৪
- স্রষ্টার সৃষ্টিতে বিস্ময়কর অনুপাত ॥ ৩৫
- বিস্ময়কর সৌরজগত ॥ ৩৭
- স্রষ্টার সৃষ্টি নিখুঁত ॥ ৩৭
- স্রষ্টার সৃষ্টি সুনির্দিষ্ট ॥ ৩৭
- স্রষ্টার সৃষ্টি নিবিড় নিয়মতান্ত্রিকতায় বাঁধা ॥ ৩৮
- মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতা বিস্ময়কর ॥ ৩৯
- রাত ও দিনের সৃষ্টি বিস্ময়কর ॥ ৪০
- বিস্ময়কর সোলার এপেক্স ॥ ৪১
- বিস্ময়কর আকাশের সৃষ্টি ॥ ৪১
- প্রাণের বিস্ময়কর সংজ্ঞা ॥ ৪২
- ডারউইন তত্ত্ব বাতিল ॥ ৪৪
- ভ্রূণের বিকাশ বিস্ময়কর ॥ ৪৫
- বিস্ময়কর বায়ুমণ্ডল ॥ ৪৭
- পৃথিবীর অক্ষ ঘূর্ণি বিস্ময়কর ॥ ৪৯
- বংশক্রমিক ধারা বিস্ময়কর ॥ ৫০
- নাইট্রোজেন চক্র বিস্ময়কর ॥ ৫১
- জলচক্র বিস্ময়কর ॥ ৫২
- পানির ব্যতিক্রমধর্মী বিস্ময়কর ॥ ৫৩
- খাদ্য বিস্ময়কর ॥ ৫৫
- মৌমাছির বিস্ময়কর জীবন ॥ ৫৬
- মাকড়সার বিস্ময়কর জীবন ॥ ৫৬
- পিপীলিকার বিস্ময়কর জীবন ॥ ৫৭
- পরিযায়ী পাখির বিস্ময়কর জীবন ॥ ৫৭

www.pathagar.com

- উটের বিস্ময়কর জীবন ॥ ৫৯
- দুগ্ধ-উৎপাদনের বিস্ময় ॥ ৫৯
- ফিঙ্গার প্রিন্ট বিস্ময়কর ॥ ৬০
- ত্বকই বেদনাগ্রাহী ইন্দ্রিয় ॥ ৬০
- বিস্ময়কর পৃথিবী পৃষ্ঠ ॥ ৬০
- বিস্ময়কর সমুদ্র বিজ্ঞান ॥ ৬১
- বিস্ময়কর আলোক বিজ্ঞান ॥ ৬২
- বিস্ময়কর মহাকাশ বিজ্ঞান ॥ ৬৩
- গ্যালাক্সি ও আল কুরআন ॥ ৬৫
- ভিন্নগ্রহের প্রাণীর (Alien) ধারণা ॥ ৬৫
- বিস্ময়কর অভিকর্ষ বল ॥ ৬৭
- ভরের নিত্যতার সূত্রটি ত্রুটিযুক্ত ॥ ৬৭
- বিস্ময়কর ব্ল্যাকহোল ৬৮
- বিস্ময়কর অদৃশ্য আলোক রশ্মি ॥ ৭০
- বিস্ময়কর মহাজাগতিক তার ॥ ৭০
- বিস্ময়কর মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ॥ ৭১
- প্রবাবিলিটি থিওরী ও বিস্ময়কর কুরআন ॥ ৭৭

২. স্রষ্টার বাণীর মহাবিস্ময় ॥ ৭৯

৩. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের মহাবিস্ময় ॥ ৮৭

- বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বনবী ॥ ৮৭
- সকল ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী ॥ ৮৮
- পবিত্র কুরআনে বিশ্বনবী ॥ ৯৩
- বিশ্বনবীর পরিচয় ॥ ৯৫
- বিশ্বনবীর ধারাবাহিক জীবন ॥ ৯৬
- নবুয়তের পূর্বের জীবন– প্রায় চল্লিশ বছর ॥ ৯৬
- নবুয়তের পরের জীবন– প্রায় ২৩ বছর ॥ ৯৮
- মক্কী জীবন– প্রায় তের বছর ॥ ৯৮
- মাদানী জীবন– প্রায় দশ বছর ॥ ৯৮
- বিশ্বনবীর ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ ॥ ৯৯
- নবুয়তের প্রথম বছর ॥ ৯৯
- নবুয়তের ২য় ও ৩য় বছর ॥ ৯৯

www.pathagar.com

- নবুয়তের ৪র্থ বছর ॥ ১০০
- নবুয়তের ৫ম বছর ॥ ১০০
- নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছর ॥ ১০০
- নবুয়তের ৭ম, ৮ম এবং ৯ম বছর ॥ ১০১
- নবুয়তের ১০ম ও ১১তম বছর ॥ ১০১
- নবুয়তের ১২তম বছর ॥ ১০২
- নবুয়তের ১৩ তম বছর (প্রথম হিজরী) ॥ ১০২
- নবুয়তের ১৪তম বছর (২য় হিজরী) ১০২
- নবুয়তের ১৫তম বছর (৩য় হিজরী) ॥ ১০৩
- নবুয়তের ১৬তম বছর (৪র্থ হিজরী) ॥ ১০৩
- নবুয়তের ১৭তম বছর (৫ম হিজরী) ॥ ১০৩
- নবুয়তের ১৮তম বছর (৬ষ্ঠ হিজরী) ॥ ১০৩
- নবুয়তের ১৯তম বছর (৭ম হিজরী) ॥ ১০৪
- নবুয়তের ২০তম বছর (৮ম হিজরী) ॥ ১০৪
- নবুয়তের ২১ তম বছর (৯ম হিজরী) ॥ ১০৪
- নবুয়তের ২২তম বছর (১০ম হিজরী) ॥ ১০৪
- নবুয়তের ২৩ তম বছর (১১তম হিজরী) ॥ ১০৫
- কেমন ছিলেন বিশ্বনবী ॥ ১০৭
- বিশ্বনবীর শরীরের গড়ন ॥ ১১১
- বিশ্বনবীর পোশাক ॥ ১১২
- বিশ্বনবীর খাদ্য ॥ ১১৩
- বিশ্বনবীর ব্যবহার্য জিনিসপত্র ॥ ১১৪
- বিশ্বনবীর বসতবাড়ী ॥ ১১৪
- বিশ্বনবীর দৈনন্দিন কাজ ॥ ১১৫
- বিশ্বনবীর অন্যান্য কাজকর্ম ॥ ১১৬
- বিশ্বনবীর ইসলামী রাষ্ট্র ॥ ১১৭
- কেমন ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবারা ॥ ১১৯

৪. সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসারিত ॥ ১২২

৫. নিজেকে চিনি এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মানি ॥ ১৩২

৬. মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বিশ্বাস এবং করণীয় ॥ ১৪১

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায় (মুরব্বীদের বয়ানের মূল কথা)

১. দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য ‖ ১৪৯
২. দাওয়াত ও তাবলীগ : মুক্তির ঠিকানা ‖ ১৫৭
৩. দাওয়াত ও তাবলীগ : শান্তি ও সফলতার পূর্বশর্ত ‖ ১৬২
৪. দাওয়াত ও তাবলীগের প্রেক্ষাপট ‖ ১৬৮
৫. দাওয়াত ও তাবলীগ : সময়ের দাবি ‖ ১৭৩
৭. দাওয়াত ও তাবলীগ ঃ দ্বীন ও দুনিয়া ‖ ১৮০
৮. দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মপদ্ধতি ‖ ১৯১
৯. দাওয়াত ও তাবলীগ : ইসলামের বুনিয়াদ ‖ ২০৬

তৃতীয় অধ্যায় (ইসলামী জ্ঞানের মূল কথা)

১. আযান, ইকামত ও নামাযের ইলম ‖ ২১৯
- আযানের বাক্যসমূহ ‖ ২১৯
- আযানের দোয়া ‖ ২২০
- আযানের জবাব ‖ ২২০
- ইকামাতের বাক্যসমূহ ‖ ২২০
- নামাযের প্রয়োজনীয় দোয়া ও তাস্‌বীহ্‌সমূহ ‖ ২২১
- ছানা ‖ ২২১
- আউযুবিল্লাহ্‌ এবং বিস্‌মিল্লাহ ‖ ২২১
- রুকু ‖ ২২১
- সিজদা ‖ ২২১
- আত্তাহিয়্যাতু ‖ ২২২
- দরূদ শরীফ ‖ ২২২
- দোয়া মাছুরা ‖ ২২৩
- সালাম ‖ ২২৩
- দোয়া কুনূত ‖ ২২৩
- মুনাজাত ‖ ২২৪
- নামায শেষে তাসবীহসমূহ ‖ ২২৪
- ১। তওবা ও ইস্তিগফার ‖ ২২৪
- ২। ছোট দরূদ শরীফ ‖ ২২৪
- ৩। কলেমা সা'ওম ‖ ২২৫

www.pathagar.com

- নামাযের নিয়ত ॥ ২২৫
- নামাযের প্রয়োজনীয় সূরাসমূহ ॥ ২২৫
- সূরা ফাতিহা ॥ ২২৫
- সূরা ক্বদর ॥ ২২৬
- সূরা আছর ॥ ২২৬
- সূরা ফীল ॥ ২২৬
- সূরা কুরাইশ ॥ ২২৭
- সূরা মা'উন ॥ ২২৭
- সূরা কাউসার ॥ ২২৭
- সূরা কা-ফিরুন ॥ ২২৮
- সূরা নাছর ॥ ২২৮
- সূরা লাহাব ॥ ২২৮
- সূরা ইখলাছ ॥ ২২৯
- সূরা ফালাক ॥ ২২৯
- সূরা নাস ॥ ২২৯
- সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত ॥ ২৩০
- আয়াতুল কুরসী ॥ ২৩১
- সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত ॥ ২৩১
- সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত ॥ ২৩৩
- সূরা ইয়াসিন ॥ ২৩৪
- সূরা ওয়াকিয়াহ ॥ ২৪৭
- জুমু'আর খুতবা ॥ ২৫৫
- ঈদের খুতবা ॥ ২৬৩
- ওযুর ফরয ৪টি ॥ ২৭৩
- গোসলের ফরয ৩টি ॥ ২৭৩
- তায়াম্মুমের ফরয ৩টি ॥ ২৭৩
- নামাযের ফরয ১৩টি ॥ ২৭৩
- নামাযের ওয়াজিব ১৪টি ॥ ২৭৩
- নামায ভঙ্গের কতিপয় কারণ ॥ ২৭৪
- যেসব অবস্থায় নামায ভঙ্গ করা জায়েয ॥ ২৭৪
- পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ॥ ২৭৪

www.pathagar.com

- জুমু'আর নামায ॥ ২৭৪
- ছহু সিজদা ॥ ২৭৫
- মাছবুক ॥ ২৭৫
- কাযা নামায ॥ ২৭৫
- কছরের নামায ॥ ২৭৫
- দু'ঈদের নামায ॥ ২৭৬
- রুগ্ন ব্যক্তির নামায ॥ ২৭৬
- নফল নামায ॥ ২৭৬
- বিশেষ নামাযের কথা ॥ ২৭৬
- ১। তারাবীর নামায ॥ ২৭৬
- ২। শবে ক্বদরের নামায ॥ ২৭৬
- ৩। বিশেষ পাঁচ রাত ॥ ২৭৬
- ৪। আশুরা বা মহররমের দিন ও রাত ॥ ২৭৬
- ৫। তাহাজ্জুদ নামায ॥ ২৭৭
- ৬। ইশরাকের নামায ॥ ২৭৭
- ৭। চাশতের নামায ॥ ২৭৭
- ৮। আউয়াবীনের নামায ॥ ২৭৭
- ৯। ছালাতুত তাছবীহ ॥ ২৭৭
- ১০। এছতেখারার নামায ॥ ২৭৮
- ১১। এসতেসকার নামায ॥ ২৭৯
- ১২। ছালাতুল হাজত ও তওবার নামায ॥ ২৭৯
- ১৩। সকল কাজের শুরুতে ও শেষে দু'রাকাত নামায ॥ ২৭৯
- ১৪। জানাযার নামায ॥ ২৭৯
- জানাযার নামাযের ছানা ॥ ২৭৯
- জানাযার নামাযের দরূদ ॥ ২৭৯
- জানাযার নামাযের দোয়া ॥ ২৮০
- ১। মাইয়্যেত বড় পুরুষ বা মহিলা হলে তার দোয়া ॥ ২৮০
- ২। ছোট ছেলে বাচ্চা হলে তার দোয়া ॥ ২৮০
- ৩। ছোট মেয়ে বাচ্চা হলে তার দোয়া ॥ ২৮০
- মৃতকে কবরে রাখার সময় দোয়া ॥ ২৮০
- নামায সম্পর্কিত ৪০ হাদীস ॥ ২৮০

www.pathagar.com

- ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য নামায ও রোযার চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার ॥ ২৮২

২. তাসবীহ্, দোয়া, দরূদ, ফযীলতপূর্ণ আয়াত ও আমল ॥ ২৯৬

- ইসমে আজম ॥ ২৯৬
- সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের মর্তবা ॥ ২৯৬
- সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস এর মর্তবা ॥ ২৯৬
- আয়াতুল কুরসী এর মর্তবা ॥ ২৯৬
- সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এর মর্তবা ॥ ২৯৭
- কুরআন তিলাওয়াত ও হেফাযতকারীর মর্যাদা ॥ ২৯৭
- সূরা ফাতিহার ফযীলত ॥ ২৯৭
- সূরা বাকারার ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা আনআমের ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা কাহফের ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা ইয়াসিনের ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা মুলক এর ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা ওয়াকিয়াহ এর ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা যিলযাল এর ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা কাফিরুন এর ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা নাছর এর ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা ইখলাস এর ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা ফালাক ও নাস এর ফযীলত ॥ ২৯৮
- সূরা আর রহমান এর ফযীলত ॥ ২৯৯
- রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম এর ফযীলত ॥ ২৯৯
- কবর যিয়ারতের দোয়া ॥ ২৯৯
- তাকবীরে তাশরীফ ॥ ২৯৯
- দিনের বেলায় পাঠ করার দোয়া ॥ ৩০০
- ২০ লাখ নেকীর দোয়া ॥ ৩০০
- সর্বোত্তম সম্পদ ॥ ৩০০
- বিপদ দেখলে দোয়া ॥ ৩০০
- বাজারে যাওয়ার সময় পাঠ করার দোয়া ॥ ৩০১
- রাত্রিকালে পাঠ করার দোয়া ॥ ৩০১
- ঘরে প্রবেশের দোয়া ॥ ৩০১

www.pathagar.com

- ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া ॥ ৩০১
- নৌকা, জলযান বা আকাশযানে পড়ার দোয়া ॥ ৩০১
- যে কোন যানবাহনে আরোহণকালে পড়ার দোয়া ॥ ৩০২
- স্থলযানে আরোহণকালে পড়ার দোয়া ॥ ৩০২
- সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে পড়ার দোয়া ॥ ৩০২
- খাওয়া সামনে এলে দোয়া ॥ ৩০৩
- খাওয়া শুরু করার দোয়া ॥ ৩০৩
- খাওয়ার শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে পড়ার দোয়া ॥ ৩০৩
- খাওয়ার পরের দোয়া ॥ ৩০৩
- দাওয়াত খাওয়ার পরে দোয়া ॥ ৩০৩
- নতুন পোশাক পরিধানকালে দোয়া ॥ ৩০৩
- নতুন যানবাহনে চড়ার সময় দোয়া ॥ ৩০৩
- আয়না দেখার দোয়া ॥ ৩০৩
- হজ্জের তালবিয়া ॥ ৩০৪
- মন্দ প্রভাব থেকে মুক্তির দোয়া ॥ ৩০৪
- লেখাপড়া/ইলম বৃদ্ধির দোয়া ॥ ৩০৪
- রোগী দেখে দোয়া ॥ ৩০৪
- হিফাযতের দোয়া ॥ ৩০৪
- হিদায়াত লাভের দোয়া ॥ ৩০৪
- জ্ঞান বৃদ্ধি ও হালাল জীবিকার্জনের দোয়া ॥ ৩০৪
- স্ত্রী সহবাসকালে পড়ার দোয়া ॥ ৩০৪
- শয়নকালের দোয়া ॥ ৩০৫
- ঘুম থেকে জেগে দোয়া ॥ ৩০৫
- কলেমা সাওম ॥ ৩০৫
- খারাপ স্বপ্ন দেখলে পড়ার দোয়া ॥ ৩০৫
- পেশাব-পায়খানায় গমনের পূর্বে দোয়া ॥ ৩০৫
- পেশাব -পায়খানা থেকে বের হওয়ার পরের দোয়া ॥ ৩০৬
- মৃত্যুকালীন সময়ের দোয়া ॥ ৩০৬
- যবানে হালকা, কিয়ামতের দিন মিযানে ভারী কলেমা ॥ ৩০৬
- দোযখ হতে মুক্তি ও বেহেশতে পৌঁছার দোয়া ॥ ৩০৬
- মসজিদে প্রবেশের দোয়া ॥ ৩০৬

www.pathagar.com

- মসজিদ হতে বের হওয়ার দোয়া ॥ ৩০৬
- সালাম ॥ ৩০৬
- সালামের জবাব ॥ ৩০৭
- হাঁচির দোয়া ॥ ৩০৭
- হাঁচির জবাব ॥ ৩০৭
- ইফতারের দোয়া ॥ ৩০৭
- কোলাকোলির দোয়া ॥ ৩০৭
- মুসাফার দোয়া ॥ ৩০৭
- কলেমায়ে তাইয়্যেব ॥ ৩০৭
- কালিমায়ে শাহাদাত ॥ ৩০৮
- কালিমায়ে তাওহীদ ॥ ৩০৮
- কালিমায়ে তামজীদ ॥ ৩০৮
- ঈমানে মুজ্‌মাল ॥ ৩০৮
- ঈমানে মোফাছ্ছাল ॥ ৩০৮
- আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ৯৯ নাম ॥ ৩০৯
- দোয়া কবুল হওয়ার প্রসিদ্ধ সময় ॥ ৩১১
- দোয়া কবুলের জায়গাসমূহ ॥ ৩১১
- যেসব মানুষের দোয়া কবুল হয় ॥ ৩১২
- দোয়া কবুল হওয়ার অবস্থা ॥ ৩১২

৩. **জরুরি ফরযসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা**

- যাকাত ও কিছু কথা ॥ ৩১৩
- রোযা ও কিছু কথা ॥ ৩১৪
- হজ্জ ও কিছু কথা ॥ ৩১৫
- পর্দা ও কিছু কথা ॥ ৩১৬
- হিজাব বা পর্দা সম্পর্কে কুরআন হাদীসের নিয়ম ॥ ৩১৭
- নারীর জন্য মাহরাম (পর্দা শিথিলযোগ্য) ॥ ৩১৭
- পুরুষের জন্য মাহরাম (পর্দা শিথিলযোগ্য) ॥ ৩১৭
- মু'য়ামিলাত (পারস্পরিক লেনদেন, আয়-ব্যয়) ও কিছু কথা ॥ ৩১৭
- সম্পদ উপার্জনের সময় ৪টি বিষয় খেয়াল করা জরুরি ॥ ৩১৭
- সম্পদ ব্যয়ের কিছু নীতিমালা ॥ ৩১৭
- হালাল খাদ্যের উপকার ॥ ৩১৮

www.pathagar.com

- হারাম খাদ্যের অপকার ॥ ৩১৯
- হারাম থেকে বাঁচার উপায় ॥ ৩১৯
- মু'য়াশারাত (মানবসেবা এবং সামাজিকতা) ও কিছু কথা ॥ ৩২০
- আখলাকিয়াত ও কিছু কথা ॥ ৩২২
- মানুষের জরুরি আত্মিক সৎগুণ ॥ ৩২২
- মানুষের মনের কিছু রোগ, যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি ॥ ৩২৩
- মানুষের কিছু বদ অভ্যাস যা ঈমান ও আমলকে ধ্বংস করে দেয় ॥ ৩২৩
- মানুষের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ॥ ৩২৩
- উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য বিশ্বনবীর কিছু উপদেশ ॥ ৩২৪
- দান খয়রাতের (সম্পদের ব্যবহারের) উপকার ॥ ৩২৪
- কৃপণতার (সম্পদ জমা করার) অপকার ॥ ৩২৭
- সৌভাগ্যের ১১টি নিদর্শন ॥ ৩৩০
- দুর্ভাগ্যের ১১টি নিদর্শন ॥ ৩৩০
- ৫ টি বিষয়ের প্রতি সময় থাকতেই কদর ॥ ৩৩১
- আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টির চার নিদর্শন ॥ ৩৩১

৪. **গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের আলোচনা**

- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চল্লিশ হাদীস ॥ ৩৩২
- দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের আদব ॥ ৩৩৩
- কবুল দশ দোয়া ॥ ৩৩৩
- ত্রিশ পারা কুরআনে মুমিনের ত্রিশ গুণ ॥ ৩৩৪
- সূরা তাওবায় বর্ণিত দশগুণ ॥ ৩৩৪
- সূরা মুমিনূনে বর্ণিত দশগুণ ॥ ৩৩৪
- সূরা আহযাবে বর্ণিত দশগুণ ॥ ৩৩৪
- অন্তরের দশ রোগ ॥ ৩৩৪
- আত্মশুদ্ধির দশ উপায় ॥ ৩৩৪
- পুরুষদের সার্বক্ষণিক ফরয ও সুন্নাত ॥ ৩৩৫
- মহিলাদের সার্বক্ষণিক ফরয ও সুন্নাত ॥ ৩৩৫
- খাওয়ার সুন্নাত ॥ ৩৩৫
- পান করার সুন্নাত ॥ ৩৩৬
- ঘুমানোর সুন্নাত ॥ ৩৩৬
- চলার সুন্নাত ॥ ৩৩৭

www.pathagar.com

- চুল, দাড়ি ও গোঁফের সুন্নাত ॥ ৩৩৭
- মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত ॥ ৩৩৮
- মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ॥ ৩৩৮
- জুমু'আর দিনের ছয় সুন্নাত ॥ ৩৩৮
- ঈদের সুন্নাত ॥ ৩৩৮
- মৃত্যুকালীন সুন্নাত ॥ ৩৩৯
- ওমরার করণীয় ॥ ৩৩৯
- ওমরার ফরয দু'টি ॥ ৩৩৯
- ওমরার ওয়াজিব দু'টি ॥ ৩৩৯
- ওমরার সুন্নাত ন'টি ॥ ৩৩৯
- হজের করণীয় ॥ ৩৪০
- হজের ফরয পাঁচটি ॥ ৩৪০
- হজের ওয়াজিব আটটি ॥ ৩৪০
- হজের সুন্নাত এগারটি ॥ ৩৪০
- কুরআন তিলাওয়াতের সুন্নাত ও আদব ॥ ৩৪০
- যিকিরের সুন্নাত ও আদব ॥ ৩৪০
- রোযাদার ব্যক্তির সুন্নাত ॥ ৩৪১
- যাকাত আদায় করার সুন্নাত ও আদব ॥ ৩৪১
- আযানের সুন্নাত ॥ ৩৪২
- ইকামাতের সুন্নাত ॥ ৩৪২
- মসজিদে থাকার (ইতিকাফের) সুন্নাত ও আদব ॥ ৩৪২
- গৃহে প্রবেশের সুন্নাত ও আদব ॥ ৩৪৩
- দাওয়াত ও দায়ীর সুন্নাত ও আদব ॥ ৩৪৩
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিদায় হজ্জের ভাষণ ॥ ৩৪৪
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজে মুক্তির জয়গান ॥ ৩৪৪
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাত উপদেশ ॥ ৩৪৫
- সতের প্রকার কবিরা গুনাহ্ ॥ ৩৪৫
- আল্লাহ্ তায়ালার আরশের ছায়াতলে ৭ ব্যক্তির বিবরণ ॥ ৩৪৫
- নবীর দশ নসিহত ॥ ৩৪৬
- নবীর উপর দরূদ পড়ার প্রয়োজনীয়তা ॥ ৩৪৬

www.pathagar.com

৫. ইসলামের উপকারী ইলম

- নামাযের ৫ লাভ ॥ ৩৪৭
- নামাযের ব্যাপারে অলসতায় ১৫ ক্ষতি ॥ ৩৪৭
- নামাযের ২০টি বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৪৭
- নামাযে নয়টি অর্জন ॥ ৩৪৮
- নামায দ্বীনের খুঁটি এবং এতে ১০ প্রকার উপকারিতা ॥ ৩৪৮
- হজ্জ ও ওমরায় ৬ কাজ নিষিদ্ধ ॥ ৩৪৮
- তওরাত কিতাবের ১০টি অধ্যায় ॥ ৩৪৮
- যে কারণে আদমের তওবা কবুল ॥ ৩৪৮
- যে ৫ কারণে শয়তান অভিশপ্ত ও নাফরমানীতে পতিত ॥ ৩৪৯
- পৃথিবীর ৫ জিনিসের আকর্ষণ আখিরাতের ৫ জিনিসকে ভুলিয়ে দেয় ॥ ৩৪৯
- আত্মার ৫ চিকিৎসা ॥ ৩৪৯
- চার বিষয়ের দাবীদার অথচ কর্মে মিথ্যাবাদী ॥ ৩৪৯
- মোনাফিকের আলামত তিনটি ॥ ৩৫০
- ১০ প্রকার কুপ্রবৃত্তিতে মানুষের ধ্বংস ॥ ৩৫০
- আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৫ অসিয়ত ॥ ৩৫০
- তিনটি বিষয়ের কম-বেশীর অনুপাতে ঈমানের তারতম্য ॥ ৩৫০
- বেহেশত লাভ ও দোযখ থেকে মুক্তির ৬টি গুণ ॥ ৩৫০
- ৫টি বিষয়ে শোকর গোজার জরুরি ॥ ৩৫১
- ব্যভিচারে ছয় ক্ষতি ॥ ৩৫১
- আবু যর গিফারীকে দেয়া নবীর ৭ অসিয়ত ॥ ৩৫১
- উম্মতের পাঁচ ধরনের দোষ ও অসৎ স্বভাব ॥ ৩৫১
- অহংকারীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ৬ আয়াত ॥ ৩৫২
- আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণের গুরুত্ব সম্পর্কে ৬ আয়াত ॥ ৩৫২
- তওবার উপকার সম্পর্কে আল-কুরআনের ৬ আয়াত ॥ ৩৫২
- ৫ প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত ॥ ৩৫৩
- ৫ কাজ ধ্বংসাত্মক ও দোযখে দাখিলের কারণ ॥ ৩৫৩
- পৃথিবীর ৫ রূপ ॥ ৩৫৩
- মানুষ ৪ প্রকার ॥ ৩৫৩
- মু'মিন ৪ বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত ॥ ৩৫৩
- নবীদের বিশেষ ৪ সুন্নত ॥ ৩৫৩

www.pathagar.com

- প্রশ্নের মাধ্যমে ৪ প্রকার লোক উপকার এবং পুণ্য লাভ করে ॥ ৩৫৩
- মৃত্যুর পরও মানুষের ৩টি আমল চালু বা অব্যাহত থাকে ॥ ৩৫৩
- অর্থ উপার্জন ও তার খরচের উপর মানুষ ৪ প্রকারের ॥ ৩৫৪
- ইলমের ব্যাপারে মানুষ চার প্রকার ॥ ৩৫৪
- মোনাফিকের চার বদগুণ ॥ ৩৫৪
- মু'মিনের দু'গুণ ॥ ৩৫৪
- দ্বীনের সহজ ও সরল রাস্তা হাসিলের পাঁচ উপায় ॥ ৩৫৪
- হাশরের ময়দানে চার ধরনের ব্যক্তির মোকাবেলায় চার ব্যক্তি ॥ ৩৫৪
- তিন বিষয়ের উপর আস্থা রাখতে পারলে, দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ ॥ ৩৫৪
- তিন ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিশ্রুতি ॥ ৩৫৫
- জান্নাত লাভের পাঁচ উপায় ॥ ৩৫৫
- যুলুম তিন প্রকার ॥ ৩৫৫
- হযরত ওমর (রা.)-এর পাঁচ নসিহত ॥ ৩৫৫
- তিন শ্রেণীর লোক দ্বিগুন পুরস্কার পায় ॥ ৩৫৫

৬. **আল কুরআনের প্রয়োজনীয় ইলম**

- শয়তানের অনুসারীদের ৪ বৈশিষ্ট্য আর মু'মিনদের ৪ বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৫৬
- আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় বান্দার ১৫ গুণ ॥ ৩৫৬
- আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের ৪ পুরস্কার ॥ ৩৫৬
- আল্লাহ্কে ভালবাসা ও রাসূলের আনুগত্য করার দুই পুরস্কার ॥ ৩৫৬
- শয়তানের দুই প্রকারের ভয় এবং আল্লাহ্র দুই প্রকারের আশ্বাস ॥ ৩৫৬
- মুসলমান এবং মু'মিনদের ব্যাপারে আল্লাহ্র দুই প্রতিশ্রুতি ॥ ৩৫৭
- মুত্তাকীদের ৫ বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৫৭
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মু'মিনের ৫ কাজ ॥ ৩৫৭
- মু'মিনের ৫ লক্ষণ ॥ ৩৫৭
- আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার যোগ্য বান্দার ১৫ গুণ ॥ ৩৫৭
- ৫ প্রকার কাজ আল্লাহ্ সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন ॥ ৩৫৮
- দুই ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না এবং তারা জাহান্নামী ॥ ৩৫৮
- দুই প্রকার লোকের উপর আল্লাহ্র কোন দায়িত্ব নেই ॥ ৩৫৮
- মু'মিনের তিন বন্ধু ॥ ৩৫৮
- দুই কাজে পুরস্কার আর দুইকাজে ধ্বংস ॥ ৩৫৮
- মুনাফিকের ৫ বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৫৮

www.pathagar.com

- মুনাফিকের দুই পরিণাম ॥ ৩৫৮
- যে কাজের কোন ক্ষমা নেই ॥ ৩৫৮
- মানুষ বা বান্দার হক দশ প্রকার (ক্রমানুসারে) ॥ ৩৫৮
- পৃথিবীর ৬ জিনিসের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ ॥ ৩৫৯
- পৃথিবীর অস্থায়ী ৬ জিনিসের পরিবর্তে আখিরাতের স্থায়ী ৬ পুরস্কার ॥ ৩৫৯
- ১০ প্রকার জিনিস হারাম ॥ ৩৫৯
- ১০ প্রকার কাজ হারাম ॥ ৩৫৯
- দুই কাজে আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী ॥ ৩৫৯
- তওবা কবুল হওয়ার তিন শর্ত ॥ ৩৫৯
- আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তিন প্রকার পরীক্ষা ॥ ৩৫৯
- শুভসংবাদ তাদের, যাদের তিন প্রকার যোগ্যতা আছে ॥ ৩৬০
- আল্লাহ্‌র সাহায্য পাওয়ার তিন শর্ত ॥ ৩৬০
- কেয়ামত ভয়াবহ হওয়ার চার কারণ ॥ ৩৬০
- স্থায়ী অগ্নিবাসীর (দোযখের অধিবাসীর) দুই চরিত্র ॥ ৩৬০
- তিন প্রকার কাজে মাশোয়ারা (পরামর্শ) করলে কল্যাণ ॥ ৩৬০
- সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র তিন হুকুম ॥ ৩৬০
- তিনকাজ করলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ॥ ৩৬০
- জান্নাত লাভের জন্য মু'মিনের পৃথিবীতে চার পরীক্ষা ॥ ৩৬০
- কাফেরদের দুই কাজ ॥ ৩৬০
- মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দুই নির্দেশ ॥ ৩৬০
- সত্যপরায়ণ এবং মুত্তাকী বান্দার ছয় গুণ ॥ ৩৬১
- পৃথিবীতে দম্ভ (বা গর্ব) কারীদের চার ক্ষতি ॥ ৩৬১
- মু'মিন হওয়ার তিন শর্ত ॥ ৩৬১
- আল কুরআন কি? ॥ ৩৬১
- আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও সফলকাম মানুষের তিন যোগ্যতা ॥ ৩৬১
- আট জিনিস মানুষকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রামের পথে বাধা দেয় ॥ ৩৬১
- মুনাফিকরা পৃথিবীতে দুই প্রকারের শাস্তি পাবে ॥ ৩৬১
- যাকাতের হক (গ্রহণের যোগ্যতা) ক্রমানুসারে আট প্রকারের ॥ ৩৬১
- আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (কৃপা) পাওয়ার ছয় যোগ্যতা ॥ ৩৬২
- আল কুরআনে রয়েছে তিন জিনিস ॥ ৩৬২
- দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে দুই যোগ্যতা এবং দুই পুরস্কার ॥ ৩৬২

www.pathagar.com

- আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের দুই শর্ত ॥ ৩৬২
- চিরস্থায়ী জান্নাত হাসিলের জন্য নয় যোগ্যতা ॥ ৩৬২
- তিনকাজে কাফিররা ব্যস্ত থাকে ॥ ৩৬২
- রূহ বা আত্মা কি? ॥ ৩৬২
- জাহান্নামের ৫ শাস্তি ॥ ৩৬২
- জান্নাতের ৫ শাস্তি ॥ ৩৬৩
- মানব সৃষ্টির পর্যায়সমূহ ৭টি ॥ ৩৬৩
- আল্লাহ্‌র দু'টি প্রতিশ্রুতি ॥ ৩৬৩
- ঈমান আনয়ন এবং সৎকর্মের দুই পুরস্কার ॥ ৩৬৩
- পবিত্রতা ঘোষণার (নামাযের) সময়সূচী ॥ ৩৬৩
- আল্লাহ্‌র পাঁচ নিদর্শন জ্ঞানীদের জন্য ॥ ৩৬৩
- কাফেরদের পাঁচ শাস্তি ॥ ৩৬৩
- মানুষের পাঁচ দৃষ্টিশক্তি ॥ ৩৬৪
- শয়তান ভর করে বা সওয়ার হয় দু'ব্যক্তির উপর ॥ ৩৬৪
- জান্নাতে চার নহর ॥ ৩৬৪
- সাহাবীদের চার বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৬৪
- মু'মিনদের চার নমুনা ॥ ৩৬৪
- চার কাজ ব্যতীত মু'মিন হওয়া যায় না ॥ ৩৬৪
- মুত্তাকীদের চার কাজ ॥ ৩৬৪
- বিশ্বনবীর ব্যাপারে কাফেরদের পাঁচ সন্দেহ ॥ ৩৬৪
- প্রতিউত্তরে আল্লাহ্‌র দশটি প্রশ্ন কাফেরদের উদ্দেশ্যে ॥ ৩৬৫
- অবিশ্বাসীদের ইলাহ্ এর তিন দুর্বলতা ॥ ৩৬৫
- কাফেরদের ব্যাপারে বিশ্বনবীকে আল্লাহ্‌র পাঁচ উপদেশ ॥ ৩৬৫
- আল্লাহ্‌র দশ সুস্পষ্ট ঘোষণা ॥ ৩৬৫
- আল্লাহ্‌র দশ শক্তি ও ক্ষমতা ॥ ৩৬৬
- আল্লাহ্‌র দশ পবিত্রতা ও মহত্ত্বের বর্ণনা ॥ ৩৬৬
- আল্লাহ্‌র উনিশ প্রকারের বড়ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা ॥ ৩৬৬
- আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ (কর্জ) প্রদানের পুরস্কার দু'টি ॥ ৩৬৬
- ঈমানদারদের অন্তরের (হৃদয়ের) ৩টি বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৬৬
- পৃথিবীর জীবনে পাঁচ জিনিসের সমাহার ॥ ৩৬৬
- শয়তানের দলের বৈশিষ্ট্য দু'টি ॥ ৩৬৭

www.pathagar.com

- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীদের পুরস্কার ৫টি ‖ ৩৬৭
- ঈমানদার নারীদের নমুনা সাতটি ‖ ৩৬৭
- মৃত্যুর ফেরেশতা দু'ভাবে মানব আত্মাকে সংগ্রহ করে ‖ ৩৬৭
- প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার দু'টি ভয়ংকর ক্ষতি ‖ ৩৬৭
- বিশুদ্ধ তওবার পুরস্কার পাঁচটি ‖ ৩৬৭
- জান্নাতী মানুষের দশ বৈশিষ্ট্য ‖ ৩৬৮
- আল্লাহ্ তিন কারণে মানুষের পথকে সুগম করে দেন ‖ ৩৬৮
- আল্লাহ্ তিন ধরনের মানুষের পথকে কঠোর করে দেন ‖ ৩৬৮
- লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশকারী তিন ব্যক্তি ‖ ৩৬৮
- লেলিহান অগ্নি হতে মুত্তাকী তিন বৈশিষ্ট্যের কারণে মুক্তি পাবে ‖ ৩৬৮
- প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার দুই ক্ষতি ‖ ৩৬৮
- চার কাজ মানুষকে ক্ষতি হতে হেফাযত করে ‖ ৩৬৮
- মানুষের সীমালংঘনের মূল কারণ দু'টি ‖ ৩৬৮
- জাহান্নামের সাত শাস্তি ‖ ৩৬৯
- জান্নাতে সাত পুরস্কার ‖ ৩৬৯
- দু'ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে না ‖ ৩৬৯
- উপদেশ প্রত্যাখ্যানকারীদের দু'শাস্তি ‖ ৩৬৯
- সাফল্য অর্জনকারী ব্যক্তির দু'গুণ ‖ ৩৬৯
- স্রষ্টার তিন উপদেশ ‖ ৩৬৯
- আখিরাত বিষয়ে আল্লাহ্র তিন প্রতিশ্রুতি ‖ ৩৬৯
- আখিরাত বিষয়ে কাফেরদের তিন ভুল ধারণা ‖ ৩৬৯
- আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্তিতে থাকতে দেন ‖ ৩৬৯
- সফলকাম জামাতের তিন বৈশিষ্ট্য ‖ ৩৭০
- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হওয়া ও সৎকর্মের লাভ ২টি ‖ ৩৭০
- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের ব্যাপারে ২টি ফায়সালা ‖ ৩৭০
- পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ্ আয়ত্তে ‖ ৩৭০

৭. **দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম**

- তিন লোকের সাথে আল্লাহ্ কেয়ামত দিবসে কথা বলবেন না ‖ ৩৭১
- পাঁচ ইবাদত পাঁচভাবে সম্পন্ন হয় ‖ ৩৭১
- কবরে তিন প্রশ্ন ‖ ৩৭১
- হাশরের ময়দানে তিন বিচার ‖ ৩৭১

www.pathagar.com

- সালামের তিন লাভ ॥ ৩৭১
- হাশরের ময়দানে চার প্রশ্ন ॥ ৩৭১
- তিন ব্যক্তি বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে ॥ ৩৭১
- মৃত্যুর সময় ৫টি জিনিসের ভাগাভাগী ॥ ৩৭১
- মানুষ তিন প্রকারের ॥ ৩৭১
- দশ কাজে দশ ফল ॥ ৩৭১
- আট আমলে আট লাভ ॥ ৩৭২
- পাঁচ অন্ধকারের পাঁচ আলোকবর্তিকা ॥ ৩৭২
- মানুষের পাঁচ ভণ্ডামি ॥ ৩৭২
- হাসতে হাসতে জান্নাতে যাওয়ার চার আমল ॥ ৩৭২
- মুসলমানের হক ৬টি ॥ ৩৭২
- তালিমের লাভ ৫টি ॥ ৩৭২
- মসজিদে নববীতে তিন কাজ চালু ছিল ও আছে ॥ ৩৭২
- চার কারণে গোসল ফরয হয় ॥ ৩৭২
- দু' কারণে গোসল ওয়াজিব হয় ॥ ৩৭৩
- অযু ভঙ্গের কারণ ১০টি ॥ ৩৭৩
- রোযা ভঙ্গের কারণ ॥ ৩৭৩
- আল কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত ॥ ৩৭৪
- ঈমানের শাখা ৭৭টি ॥ ৩৭৪
- অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত শাখা ৩০টি ॥ ৩৭৪
- যবানের সাথে সম্পর্কযুক্ত শাখা ৭টি ॥ ৩৭৫
- বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত শাখা ৪০টি ॥ ৩৭৫
- কতিপয় কুফরীর বিবরণ ॥ ৩৭৫
- কতিপয় কবীরা (বড়) গুনাহের বিবরণ ॥ ৩৭৬
- কতিপয় ছগীরা (ছোট) গুনাহের বিবরণ ॥ ৩৭৮
- কতিপয় কুসংস্কার ও কুপ্রথা (রসম) ॥ ৩৭৯
- কতিপয় শিরকের বিবরণ ॥ ৩৮০
- কতিপয় বিদআতের বিবরণ ॥ ৩৮১
- নামাযের ৫ কাজে ৫ লাভ ॥ ৩৮১
- মসজিদওয়ালা জামাতে দু'টি লাভ ॥ ৩৮১

www.pathagar.com

- মানুষের দুশমন ৪টি ॥ ৩৮১
- মসজিদের সাথে সম্পর্ককারীর পাঁচ পুরস্কার ॥ ৩৮১
- পাঁচ জিনিসের জ্ঞান মানুষের নেই ॥ ৩৮১
- নামাযের লাভসমূহ ॥ ৩৮২
- বিয়ে-শাদী ও ইসলাম ॥ ৩৮২
- বিবাহের উদ্দেশ্য পাঁচটি ॥ ৩৮৩
- কনের গুণাবলীর ক্রমধারা ॥ ৩৮৩
- বিবাহ্ বন্ধনের শর্ত পাঁচটি ॥ ৩৮৩
- বিয়ে তিন ধরনের ॥ ৩৮৩
- স্বামীর কর্তব্য দশটি ॥ ৩৮৩
- ভূমিষ্ঠ সন্তানের প্রতি পাঁচ কাজ ॥ ৩৮৪
- তালাক ॥ ৩৮৪

চতুর্থ অধ্যায় (দাওয়াতের কাজের মূলকথা)

১. ছয় নম্বর ॥ ৩৮৫
২. Six Point ॥ ৪০১
৩. দা'য়ীর গুণাবলী ॥ ৪০৮
৪. হেদায়েতের কথা, সাথীদের কাজ ॥ ৪১১
৫. গাশ্ত ও গাশ্তের আদাবের বয়ানের নমুনা ॥ ৪১৪
৬. গাশ্তের আদাবের বয়ানের নমুনা ॥ ৪১৪
৬. তালিম ॥ ৪২০
৭. মাশওয়ারা (পরামর্শ করা) ॥ ৪২২
৮. এলান ॥ ৪২৩
৯. তারুফি বয়ানের নমুনা ॥ ৪২৪
১০. ফজর বাদ বয়ানের নমুনা ॥ ৪২৬
১১. মাগরিব বাদ বয়ানের নমুনা ॥ ৪২৮
১২. মসজিদ ওয়ার জামায়াতের ৫ কাজ ॥ ৪৩১
১৩. চিল্লার হাকীকত এবং এস্তেকামাতের উপায় ॥ ৪৩৩
১৪. দাওয়াত দেয়ার নিয়ম ॥ ৪৩৫
১৫. দাওয়াত/তাবলীগের চমক কথা শিক্ষা ॥ ৪৪৫
১৬. তাশকিল এবং কিছু উদাহরণ ॥ ৪৫৬

www.pathagar.com

৫ম অধ্যায় (মহিলাদের মর্যাদার মূলকথা)

১. স্রষ্টার বিধানে নারীর বিস্ময়কর মর্যাদা

- ইসলামে নারীর গুরুত্ব ও মর্যাদা ॥ ৪৭৬
- ইসলামে নারীর অধিকার ॥ ৪৭৯
- ইসলাম ও নারীর দায়-দায়িত্ব ॥ ৪৮২
- ইসলামে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব ॥ ৪৮৫
- ইসলামে নারীর সমতা ॥ ৪৮৬
- নারী ও রিসালাত ॥ ৪৮৭
- ইসলাম ও বিয়ে ॥ ৪৮৮
- ইসলাম ও ডিভোর্স/তালাক ॥ ৪৮৯
- নারী ও পুরুষদের সহঅবস্থানের ব্যাপারে আল কুরআন ॥ ৪৯০
- পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম ও নারী ॥ ৪৯১

২. মহিলাদের কিছু প্রশ্নের জবাব ॥ ৪৯৩

৩. মা বোনদের মর্যাদা এবং দাওয়াত ও তাবলীগ ॥ ৪৯৭

- মা বোনদের আট কাজ ॥ ৪৯৭
- মা বোনরা পাঁচটি কাজ করলে বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে যায় ॥ ৪৯৭
- স্বামী স্ত্রীর কর্মের উপর নির্ভর করে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত ॥ ৪৯৭
- মহিলাদের উদ্দেশে মাওলানা সাঈদ আহমদ খানের মূল্যবান নসীহত ॥ ৪৯৭
- মা-বোনদের দ্বীনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে হাদীস ॥ ৪৯৯
- নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্বনবীর বাণী ॥ ৫০২
- মাছতুরাতের (মহিলাদের) মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ॥ ৫০৩
- মহিলাদের ঘরে এবং এলাকায় দ্বীনের মেহনতের তরতীব ॥ ৫০৩
- মাছতুরাতের জামাত বের হওয়ার শর্তাবলী ॥ ৫০৪
- মাছতুরাত জামাতে বের হওয়ার পরে করণীয় কর্মসূচী ॥ ৫০৪

৪. সাহায্যকারী গ্রন্থ, ওয়েব সাইট ও অন্যান্য তথ্য মাধ্যম ॥ ৫০৬

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ঈমানের মূল কথা

www.pathagar.com

বিজ্ঞান এবং স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের মহাবিস্ময়

একটা কথা আছে, যাকে চিনি না তাকে মানি না। একবার এক সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার (সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট) মনের আনন্দে বাড়ী ফিরছিল। ট্রেনে করে গ্রামের বাড়িতে যেতে হবে। ফুরফুরে মন, প্রথম শ্রেণীতে টিকেট কাটল তরুণ অফিসার। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে গন্তব্যে চলল। পথিমধ্যে এক স্টেশনে সামান্য যাত্রা বিরতি করল। তরুণ অফিসারের বগিতে এক বয়স্ক লোক উঠল। সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট বয়স্ক লোকটির সাথে বলিষ্ঠ হাতে করমর্দন করে আলোচনা জমিয়ে তুলল। বয়স্ক লোকটির গন্তব্যস্থলও একই এলাকায়। এমনকি ওরা একই থানার বাসিন্দা। যদিও এরপূর্বে ওদের দেখা হয়নি। তরুণ অফিসার দারুণ উৎসাহ নিয়ে আলাপচারিতা করছে। তরুণটি বারবার তার ট্রেনিংয়ের কথা বলছে আর তার সদ্য অর্জিত সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকের বাহাদুরি করছে। এক পর্যায়ে তরুণ লেফটেন্যান্ট, বয়স্ক লোকটির পরিচয় জানতে চাইল? বয়স্ক লোকটি মৃদু হেসে বলল, বাবা তুমি ছুটি শেষে কোথায় যোগদান করবে? সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট গর্বে সিনা টান করে জবাব দিল, চট্টগ্রামের এক আর্মি ইউনিটে। বয়স্ক লোকটি বলল, আমি চট্টগ্রামের জিওসি (জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ...! তৎক্ষণাৎ তরুণ অফিসার এত ভীত ও সংকুচিত হয়ে গেল যে, পারলে সে ট্রেনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। কেননা, সে জানে জিওসি কী? সে আঁচ করতে পেরেছে তার মর্যাদা! এটি দুনিয়াবি একটি ঘটনা। আসলে আমরা মহান প্রতিপালককে চিনতে পারিনি, তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কতটুকুই বা জেনেছি? আল্লাহ্ তায়ালাকে চিনতে হবে। আল্লাহ্কে চিনতে হলে তার সৃষ্টিজগতকে চিনতে হবে। নিজেকে চিনতে হবে। মানুষের যোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা; বিজ্ঞানের গভীরতা বুঝতে হবে। এ লেখায় এসবের ব্যাপারে সামান্য চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মানুষের দুর্বল মস্তিষ্ক ঃ মানুষ প্রশ্ন করে, আল্লাহ্কে সৃষ্টি করেছে কে? যেহেতু সবকিছুরই স্রষ্টা আছে। এটাই প্রকৃতির বাঁধা-ধরা নিয়ম। তাহলে প্রকৃতি কি? নিশ্চয়ই প্রকৃতি একটি সৃষ্টি। সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা থাকাই স্বাভাবিক। স্রষ্টার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। প্রকৃত অর্থে আমরা স্রষ্টা ও নির্মাতার মাঝে তালগোল পাকিয়ে

www.pathagar.com

ফেলেছি। টেলিভিশন আবিষ্কার করেছে জন বেয়ার্ড; উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেছে রাইট ব্রাদার্স। এভাবে বাড়ী, গাড়ী, দৃশ্যমান প্রায় সব কিছুই নির্মাণ (সৃষ্টি নয়) করেছে মানুষ। এভাবেই সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। এখানে কেউ কোন কিছু সৃষ্টি করেননি; মেধার বিকাশের ফলে স্রষ্টার দেয়া প্রকৃতি ও বস্তু দিয়ে নতুন জিনিস নির্মাণ করেছে মাত্র। আসলে স্রষ্টা একজনই। তিনিই সবকিছু, মৌলিক বিষয়, দৃশ্য ও অদৃশ্যের বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ, পদ্ধতি, প্রকৃতি, কল্পনার মধ্যে ও বাইরের সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছুই, যা তোমরা অবগত নহ (সূরা নাহল-৮)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু আল্লাহ (সূরা সাজদাহ-৬)। আল্লাহ্‌র দৃশ্য ও অদৃশ্য সৃষ্টিজগৎ এত বিশাল যে, তা অনুমান করা দুর্বল মানুষের জন্য দুর্বোধ্য। সামনে এর আলোচনা হবে। মহাকাশ, কোয়াসার, গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ এসব না হয় বাদ দিলাম। শুধু এক দানা লবণের সম্পর্কে মানুষ কতটুকু জানে? লবণের একটি দানায় সোডিয়াম ও ক্লোরিনের এটম সংখ্যা হল $১০^{১৬}$ অর্থাৎ একের পর ১৬টি শূন্য। প্রতিটি এটমের ত্রিমাত্রিক ধারণা নিয়ে গবেষণা করা যাক। পাশাপাশি একজন বুদ্ধিমান মানুষের নিউরনের সংখ্যা (বুদ্ধিবৃত্তিক কোষ) $১০^{১১}$ অর্থাৎ এক এর পর ১১টি শূন্য। কোষগুলোর নিজেদের মধ্যে সমন্বয় হিসাব করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় $১০^{১৪}$ অর্থাৎ একের পর ১৪টি শূন্য। এভাবে আমরা বলতে পারি, একজন বুদ্ধিমান মানুষের মস্তিষ্কের তথ্যের ধারণ ক্ষমতা (জ্ঞানের বহর) $১০^{১৪}$ টি তথ্যের সমানুপাতিক অর্থাৎ এই বুদ্ধিমান মানুষটি বর্ণিত লবণ কণাটির মধ্যস্থিত এটমের সংখ্যার একশত ভাগের একভাগের সমান তথ্য ধারণ করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা রাখে। তাহলে এত দুর্বল একজন মানুষ কি করে মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে বুঝতে পারবে? স্রষ্টাকে বুঝতে তার মস্তিষ্ক কত বড় হওয়া উচিত? সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ এত সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে। এত দুর্বল মস্তিষ্কের একজন মানুষের, স্রষ্টাকে নিয়ে অবান্তর প্রশ্ন করা তার আহাম্মকিকে (বোকামিকে) আরও বড় করে তোলে। সৃষ্টিজগতের সীমাহীন ও অনন্ত নক্ষত্র-রাজি গ্যালাক্সি, কোয়াসার; ব্লাকহোল, মহাজাগতিক রে, আর দৃশ্য-অদৃশ্যের গবেষণাই মানুষকে স্রষ্টার রূপ বলে দিবে।

বিস্ময়কর অদৃশ্য জগৎ ঃ পৃথিবীর ভর ০.৬×১০^{২৫} কেজি বা ছয় কোটি কোটি টন। এর ব্যাস হল, ১২৭৬৫ কি.মি.। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল (আলো আসতে সময় লাগে ৮ মি. ১৯ সেকেণ্ড)। সূর্য একটি দুর্বলতম নক্ষত্র, যা পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুন বড়। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে গড় নক্ষত্রের

সংখ্যা ১০ হাজার কোটি। প্রতিটি গ্যালাক্সির গড় ব্যাস ১ লক্ষ আলোক বৎসর (আলো এক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল অতিক্রম করে। এভাবে এক বৎসর সময়ে আলো যে পথ অতিক্রম করে তাকে বলে ১ আলোকবর্ষ)। সর্বপ্রান্তিক কোয়াসারের মাঝে রয়েছে ১০ কোটি গ্যালাক্সি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন দৃশ্যজগতের সর্বশেষ সীমারেখা এগারশ' কোটি আলোকবর্ষ। এরপর গ্যালাক্সিগুলো আলোর গতিপ্রাপ্ত হয়ে হারিয়ে যায় এক অনন্ত পারাপারে। এরপর কী আছে? বিজ্ঞানীরা জানেন না। আবার সেই সীমাবদ্ধতা। মানুষ কখনই মহাবিশ্বকে জানতে পারবে না। যখন গ্যালাক্সিগুলো আলোর গতিপ্রাপ্ত হয়ে হারিয়ে যায়। তখন শুরু হয় অদৃশ্য জগৎ। দৃশ্য জগতের তুলনায় অদৃশ্য জগৎ অনেক অনেক বেশি সুবিশাল। বিজ্ঞানীরা তা এখনো সঠিকভাবে অনুমান করতে সক্ষম নন। বিজ্ঞানীরা বলেন, দৃশ্যমান জগৎ যদি মহাসমুদ্রে একটি ডুবো ডুবো ক্ষুদ্রাকৃতির দ্বীপ হয়, তবে পুরো মহাসমুদ্র হল, অদৃশ্য জগৎ।

স্রষ্টার সৃষ্টি করার বিস্ময়কর নমুনা ঃ এবার ভাবুন একজন বুদ্ধিমান মানুষের মস্তিষ্কের তথ্য ধারণ ক্ষমতা যদি এক কণা লবণের মধ্যস্থিত এটমের সংখ্যার একশ' ভাগের মাত্র ১ ভাগের সমান হয় তবে সে মানুষটি মহাবিশ্বের (দৃশ্য ও অদৃশ্যের) কতটুকু জানতে, বুঝতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম? এরপর আসে স্রষ্টার কথা। যিনি এতকিছুকে কতটুকু সময়ের মধ্যে তৈরি করেছেন। মাত্র $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ডে (অর্থাৎ ১ সেকেণ্ডের ১০০ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে)। এটাই বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব। কেননা আল্লাহ্ যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছে করেন, তখন বলেন হও, অমনি হয়ে যায় (সূরা আলে ইমরান-৪৭)। এই হচ্ছে আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের (এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত) সীমারেখা এবং তার সৃষ্টি করার নমুনা ও ক্ষমতা। তবে, সৃষ্টিকর্তা কত বড় হতে পারেন তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তার কোন স্রষ্টা নেই, থাকার প্রয়োজন নেই, ব্যাখ্যা নেই, যুক্তি নেই। আল্লাহ্ সকল চিন্তা-চেতনার ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, সৃষ্টি তাকে দর্শন করে না, তিনি সৃষ্টিসমূহকে দর্শন করেন (আনআম-১০৩)। তিনি আল্লাহ তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে?

(ওহে মানুষ) তোমরা কোথায় ছুটে চললে? (ইউনুস-৩২)। আল্লাহ্ তায়ালা অবিশ্বাসীদের বলেন, ওরা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে আহ্বান করে, তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয় (নাহল-২০)। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত, যে সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? তবু কি তোমরা

www.pathagar.com

শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (নাহল-১৭)। এরপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কঠিন ধমক শুনুন। সেদিন (পুনরুত্থান দিবসে) আল্লাহ্ সকলকে পুনরায় উপস্থিত করে তাদেরকে অবগত করবেন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। আল্লাহ সংগ্রহ করে রেখেছেন আর তারা ভুলে গেছে। আল্লাহ সমস্ত বিষয়েরই সম্যক দ্রষ্টা (মুযযাম্মিল-৬)। সেদিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, হায়, আমরা যদি মাটির সাথে মিশে যেতে পারতাম? (আন নাবা-৪০)। প্রতিটি আত্মাই জানবে যা সে আগে প্রেরণ করেছে এবং যা সে পশ্চাতে ফেলে এসেছে (ইনফিতার-৫)। সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য, দিবে তাদের রসনা, তাদের হাত, তাদের পা, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে (আন নূর-২৪)। আল্লাহ্ তায়ালা অবিশ্বাসীদের কিছু প্রশ্নের জবাব দেন এভাবে। তারা বলে, অস্তিত্বে প্রাণ সঞ্চার করবে কে? যখন সে পঁচে গলে যাবে? (ইয়াসীন-৭৮)। বল তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি, যিনি উহা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত (ইয়াসীন-৭৯)। তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান, একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ (লুকমান-২৮)।

স্রষ্টার সৃষ্টিতে বিস্ময়কর অনুপাত ঃ আল্লাহ্ তায়ালা এমন স্রষ্টা, যেখানে যতটুকু দরকার, যাকে যেখানে রাখা দরকার, সেভাবেই নির্ভুল অনুপাতে সবকিছু সৃষ্টি করে একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তিনিই সর্বময় সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন নির্ভুল অনুপাতে (সূরা আনআম-৭৩)। তিনি সূর্য এবং চাঁদকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সর্বদা একই নিয়মে এবং রাত ও দিনকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন (ইব্রাহীম-৩৩)। আল্লাহ্ সঠিক অনুপাতে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য এতে রয়েছে প্রমাণ (আনকাবুত-৪৪)। পৃথিবী সূর্যের থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থান যদি সূর্যের কাছাকাছি হত তাহলে পৃথিবীর সকল গাছপালা, মাটি পুড়ে শুক্রের ন্যায় লাল রূপ ধারণ করত। যেখানে কোন জীবন থাকত না। আবার পৃথিবীর বর্তমান অবস্থান যদি সূর্য থেকে একটু দূরে সরে যেত, তবে মঙ্গল গ্রহের মত চিরকালের জন্য কঠিন বরফে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ত। অনুরূপভাবে চাঁদ যদি পৃথিবীর নিকটবর্তী হত তবে নদী ও সমুদ্রের সমস্ত পানি প্লাবিত হয়ে সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ পানিতে ডুবিয়ে দিত। আবার চাঁদ যদি বর্তমান অবস্থান থেকে একটি দূরে সরে যেত তবে পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হত; কোথাও কোন পানি থাকত না। মহাকাশ যে হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তার চেয়ে

www.pathagar.com

যদি সম্প্রসারণের হার অতি সামান্য ডিগ্রী কম হত, তবে সৃষ্টির পরপরই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। বিপরীতভাবে সম্প্রসারণের হার যদি প্রান্তিক মাত্রায় বৃহত্তর হত তবে মহাবিশ্ব এত বিপুল আকারে বৃদ্ধি পেত যে, সেখানে মহাকর্ষ শক্তি কোনভাবেই কাজ করত না।

অ্যাটমিক মডেলে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পাক খায়। এখানে ৪ ধরনের শক্তি (সবল ও দুর্বল নিউক্লিয় শক্তি, মহাকর্ষ এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি), পরমাণুর গঠন এবং উপাদানগুলোর উপর সক্রিয় রয়েছে। সবল নিউক্লিয় শক্তি দু'টি প্রোটনকে একসঙ্গে আকর্ষণ করে। এ শক্তি যদি সামান্যতম দুর্বল হত, তবে সাব অ্যাটোমিক কণিকাগুলো একসঙ্গে সংযোজিত হয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারত না। কোন বস্তুই তার আকার পেত না। অপরপক্ষে সবল নিউক্লিয় শক্তি যদি আরো বেশি সবল হত, তবে মহাবিশ্বের সকল হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হত। পৃথিবীতে কোন হাইড্রোজেন থাকত না। থাকত না পানি। জীবকোষের গঠন ব্যাহত হত। আবার সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র যারা কোটি কোটি বছর ধরে আলো ও তাপ বিকিরণ করছে ; তাও এ হাইড্রোজেন জ্বালানির ফলেই সম্ভব হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সকল নক্ষত্রই আলো ও তাপ দিতে ব্যর্থ হত। ভেঙ্গে পড়ত আমাদের সোলার সিস্টেম। পৃথিবীর প্রত্যেকটি যৌগ নির্দিষ্ট অনুপাতে মৌলের সংমিশ্রণে গঠিত। এক অণু সোডিয়াম ও এক অণু ক্লোরিন মিলে এক অণু লবণ হয়; দুই অণু হাইড্রোজেন ও এক অণু অক্সিজেন মিলে এক অণু পানি হয়। এটাই নিয়ম, এর কোন ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। আবার বাতাসের মাঝে আছে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন আর ১ ভাগ অক্সিজেন। যদি এ মিশ্রণের অনুপাত এর উল্টো হত, তবে গোটা পৃথিবীকে একবার এক দেশলাই জ্বালিয়ে পুড়ে ফেলা যেত। প্রাণীজগৎ অক্সিজেনের আধিক্যের দরুন নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে জ্বলে যেত। পাশাপাশি নাইট্রোজেনের কমতির ফলে উদ্ভিদ জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। আবার অক্সিজেন যদি অনেক কমে যেত তবে প্রাণিকুল দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠে মরে যেত। কোথাও আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা যেত না। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সবকিছুই সুষম অনুপাতিক ধারায় বিন্যস্ত করেছেন মহান প্রভু এবং সে সুষম অবস্থাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। কেননা, একটু হেরফের হলেই প্রাণিজগৎ ও বস্তুজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী হবে বিরান মরুভূমি, প্রাণহীন, এক ধ্বংসস্তূপ। বিগত ৪৫০ কোটি বছর ধরেই এ পৃথিবীকে সুষম বন্টনে বাঁচিয়ে রেখেছেন আল্লাহ্ তায়ালা। এগুলোই প্রমাণ যে, আল্লাহ সত্য এবং তারা এর পরিবর্তে যাদের আহ্বান করে তা সত্য বিবর্জিত (লুকমান-৩০)।

www.pathagar.com

বিস্ময়কর সৌরজগত ঃ সূর্য তার ১১টি গ্রহ, শতাধিক উপগ্রহ, হাজার হাজার ধূমকেতু, লক্ষ লক্ষ গ্রহাণু, উল্কা, নীহারিকা প্রভৃতি নিয়ে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে যে পরিবার গড়ে তুলেছে, তার নাম সৌরজগৎ (সোলার সিস্টেম)। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সৌরজগতের মোট আবিষ্কৃত গ্রহ ছিল ৯টি। অথচ ১৪৫০ বছর পূর্বে আল কুরআন বলেছে, "স্মরণ কর, যখন ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিতাকে বলল, বাবা আমি এক স্বপ্নে ১১টি গ্রহ, সূর্য ও চাঁদকে দেখেছি।" অর্থাৎ তখনই কুরআন বলেছে সৌরজগতে রয়েছে ১১টি গ্রহ (কাওকাব)। নবীদের স্বপ্ন এক প্রকার ওহী। পাশাপাশি ৩২৩ বছর পূর্বেও (১৬৮৭ সালেও) বিজ্ঞানী নিউটনের সময় মানুষ জানত মোট গ্রহ ৬টি। সেখানে কুরআন ১৪৫০ বছর পূর্বেই বলেছে ১১টি গ্রহ। বর্তমানে আমরা জানি সৌরজগতে মোট গ্রহ ১১টি (সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্রহ ভলকান এবং প্ল্যানেট এক্স)। এর মানে হচ্ছে তোমার প্রভুর বাণীসমূহ বাস্তবতায় ও মধ্যপন্থায় পরিপূর্ণ; তাঁর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই (আনআম-১১৫)। দ্বীনের পথে কোন জোর জবরদস্তি নাই, নিশ্চয়ই সত্য মিথ্যা হতে পৃথক রয়েছে (বাকারা-২৫৬)।

স্রষ্টার সৃষ্টি নিখুঁত ঃ পৃথিবীর আয়তন যদি চাঁদের সমান হত; তবে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হত বর্তমানে যতটুকু রয়েছে তার এক ষষ্ঠাংশ। যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় পানিকে ধরে রাখতে সমর্থ হত না। দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেত পৃথিবী পৃষ্ঠের সমুদয় পানির তরল মজুদ। পৃথিবী হারাতো তার তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। তাপমাত্রা বেড়ে যেত অবিশ্বাস্য মাত্রায়। সূর্যের ইনফ্রারেড রশ্মি সরাসরি জীবমণ্ডলকে জ্বালিয়ে দিত। পৃথিবীর সৌর দূরত্ব বর্তমানের অর্ধেক হলে কক্ষপথের পরিধি নেমে আসত অর্ধেকে, অথচ গতিবেগ হত দ্বিগুন। ফলে সৌর বছর হত ৯০ দিনে। সে অবস্থায় তাপমাত্রা বেড়ে যেত ৪ গুন অর্থাৎ স্ফুটনাঙ্কের অনেক উপরে। জীবন কল্পনা করা যেত না। পৃথিবী যদি শুক্রগ্রহের অবস্থানে থাকত, তবে তার আলোকিত পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত ৪৮০ ডিগ্রী সে. এবং অন্ধকার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত -৩৩ ডিগ্রী সে.। পৃথিবী যদি মঙ্গলের অবস্থানে অবস্থান করত, তবে তার আলোকিত পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত ৩১ ডিগ্রী সে. এবং অন্ধকার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত -৮৬ ডিগ্রী সে. অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থান অন্য কোথাও কল্পনা করা যায় না। এটা স্রষ্টার নিখুঁত সৃষ্টি। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, এ হচ্ছে উপদেশপূর্ণ বিবরণ, অতএব যারা খুশি নিজ পালনকর্তার দিকে পথ অনুসরণ করুক (সূরা দাহর-২৯)।

স্রষ্টার সৃষ্টি সুনির্দিষ্ট ঃ পৃথিবীর কেন্দ্রভাগে লৌহসহ নানারকম ধাতব পদার্থ রয়েছে পুরোপুরি গলিত অবস্থায়। কেন্দ্রের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৫০০ ডিগ্রী সে.। ভূপৃষ্ঠ

হতে কেন্দ্রের দূরত্ব ৩৯৬৩.৫ মাইল। ভূত্বক হতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হলে, প্রতি ১০০০ ফুট গভীরতায় ১৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে ২.৪০ মাইল গভীরে তাপমাত্রা পানির স্ফুটনাঙ্কের (১০০ ডিগ্রী সে.) সমান অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ব্যাসার্ধ বা পুরুত্ব আড়াই মাইল কম হলে সবকিছু টগবগ করে ফুটতে থাকত। যেখানে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারত না। আবার পৃথিবীর জলভাগের উন্মুক্ত তল যদি বর্তমানের অর্ধেক হত তবে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নেমে হত অর্ধেক। তখন সূর্যের সমস্ত জীবন ঘাতক রশ্মিগুলো (ইনফ্রারেড ও লেথাল রে-সমূহ) এমনভাবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করত যে, পৃথিবীতে জীবন ধারণ সম্ভব হত না। চাঁদের অভিকর্ষ প্রভাব না থাকলে (চাঁদ না থাকলে বা চাঁদ অনেক দূরে থাকলে) পৃথিবীর সমুদ্রগুলোর স্রোতধারা থাকত না। সমুদ্রের জীবন ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হত। নদ-নদীর পানিতে স্রোত না থাকায় সেচের অভাবে জমিতে আবাদ হত না, লবণ চাষ হত না (যেহেতু জোয়ার-ভাটা থাকত না) অর্থাৎ পৃথিবীতে আমাদের অবস্থানকে কল্যাণময় ও সুখকর করার জন্যেই আল্লাহ্ তায়ালা সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যাকে, যার যার অবস্থানে রেখেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, এটা মহা প্রতাপশালী মহাজ্ঞানীর পক্ষ হতে নির্ধারিত পরিমাপ (আনআম-৯৭)। আমি সুনির্দিষ্ট করে দিলাম পরিমাপ, আমি কত সুনিপুণ পরিমাপ বিধানকর্তা (মুরসালাত-২৩)। তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ তায়ালা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে, সমস্তই তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? (লুকমান-২০)। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ধমক হল, আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা জ্ঞান খাটায় না, যারা মূক ও বধির (আনফাল-২২)। আল্লাহ্ তাদের চিন্তা, শ্রবণ ও দৃষ্টির উপর মোহরাঙ্কন করে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (বাকারা-৭)।

স্রষ্টার সৃষ্টি নিবিড় নিয়মতান্ত্রিকতায় বাঁধা ঃ সূর্যের ওজন ২×১০^{৩০} কেজি বা ২×১০^{২৭} টন। সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে ওজন হারাচ্ছে ৪০ লক্ষ টন। এর হাইড্রোজেন গ্যাস দগ্ধ হয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে ৫.০৮ কোটি কোটি অশ্বশক্তি বিকিরণ করছে। প্রতি মুহূর্তে সূর্যের মধ্যে কয়েক হাজার বিলিয়ন হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সূর্যের ব্যাস ১৩৮,৬৪০০ কি.মি. হতে আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে। সূর্যের বর্তমান বয়স ৫০০ কোটি বছর। ধরা হয় সূর্য আরও ৫০০ কোটি বছর আলো দিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তখন তার

চেহারা হবে লাল। যাকে বলে লাল দৈত্য (রেড জায়েন্ট)। তখন তার নক্ষত্রের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। তখন সে হবে বৃদ্ধ। মৃত্যুর উপকণ্ঠে। কিন্তু তার ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পাবে। (সূর্যের ব্যাসার্ধ ১০০ গুন বৃদ্ধি পাবে)। তখন তার বাইরের তাপমাত্রা হবে ৩০০০ ডিগ্রী কেলভিন (বর্তমানে তা ৬০০০ ডিগ্রী কেলভিন)। শক্তি শেষ হয়ে (অর্থাৎ হাইড্রোজেন শেষ হয়ে হিলিয়ামে পরিণত হওয়ায়) সূর্যের আয়তন এতই বেড়ে যাবে যে, সে একে একে বুধ, শুক্র, পৃথিবী সবাইকে গ্রাস করতে থাকবে। একসময় সম্পূর্ণ সোলার সিস্টেম (সৌরজগৎ) ভেঙ্গে পড়বে। ধ্বংস হয়ে যাবে সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, সেদিন সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে (তাকভীর-১) আর যখন আকাশ বিচূর্ণ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন সেটা রক্তরঞ্জিত চামড়ার মত রূপ পরিগ্রহ করবে (আর রহমান-৩৭)। তিনি সূর্য ও চাঁদকে কার্যরত করে রেখেছেন। প্রত্যেকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সচল থাকবে। আর আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি নিবিড় নিয়মতান্ত্রিকতায় বাঁধা (রা'আদ-২)। আল্লাহ্ কুরআন সম্পর্কে গ্যারান্টি দেন, এটা মহাগ্রন্থ আল কুরআন (বুরুজ-২১)। লওহে মাহফুযে সংরক্ষিত (বুরুজ-২২)। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ রয়েছে (শুআরা-১৯৬)। তারা কি সতর্কতার সাথে কুরআনকে লক্ষ্য করে না, যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষ হতে হত, তবে তারা এতে বহু অসামঞ্জস্য ও অসংগতি প্রত্যক্ষ করত (নিসা-৮২)।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতা বিস্ময়কর ঃ সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের শাসনে বার্ষিক গতির পাশাপাশি দিন-রাত্রি সৃষ্টিকারী আহ্নিক গতি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর এক পার্শ্বে রয়েছে শুক্র ও অন্য পার্শ্বে মঙ্গল। মঙ্গলের আহ্নিক গতি ২৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিট। পৃথিবীর ২৩ ঘ. ৫৪ মি.। শুক্রের ২৪৩ দিন (যেখানে ১২১.৫ দিনে হয় এক রাত আর ১২১.৫ দিনে এক শুক্রদিন)। বুধের আহ্নিক গতি ৫৪ দিন ১৫ ঘন্টা (এখানেও প্রতিটি দিন, পৃথিবীর ২৭ দিন ৭.৫ ঘন্টার সমান)। আবার চাঁদের আহ্নিক গতি পৃথিবীর ২৯ দিনের সমান। আশ্চর্যের বিষয় ঐ সময় চাঁদের একপিঠে সবসময় দিন এবং অন্যপিঠে সবসময় রাত। চাঁদের আলোকিত পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১১৭ ডিগ্রী সে. আর আঁধার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা-১৬৩ ডিগ্রী সে.। আশ্চর্য বিষয় হল, পৃথিবী ও চাঁদ একই তল, একই দূরত্ব, একই মহাজাগতিক পরিবেশে, একই সূর্যের সমতেজ পেয়েও তার তাপমাত্রা পৃথিবীর তুলনায় সম্পূর্ণ বৈরী। বুধের দিনের তাপমাত্রা ৩৫০ ডিগ্রী সে.। রাতের তাপমাত্রা -১৭০ ডিগ্রী সে.। শুক্রের দিনের তাপমাত্রা ৪৮০ ডিগ্রী সে.। আর রাতের তাপমাত্রা -৩৩ ডিগ্রী সে.। মঙ্গলের দিনের তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রী সে.। আর রাতের

www.pathagar.com

তাপমাত্রা -৮৬ ডিগ্রী সে.। অবস্থা দাঁড়াল এই, বুধ, শুক্র ও মঙ্গল এবং চাঁদ সবাই এ তথ্য দিচ্ছে যে, "তিনিই মহান আল্লাহ যিনি পৃথিবীকে আবাসযোগ্য করেছেন" (মু'মিন-৬৪)। যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছে রাখে, তাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, পরস্পরের অনুগামী হিসেবে (ফুরকান-৬২)। দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ তায়ালার আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীস্থিত সকল সৃষ্টিতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য (ইউনুস-৬)। আবার বাইনারী সিস্টেমে, পৃথিবীর দু'দিকে যদি দুটো সূর্য থাকত কিংবা পৃথিবীর কোন আহ্নিক গতি না থাকত; কিংবা পৃথিবীর একটা রাত যদি ১২১.৫ দিনের সমান হত। তবে কি হত? আল্লাহ্ বলেন, ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে কি, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাতে সক্ষম? যাতে বিশ্রাম নিতে পার; তবু কি তোমরা ভেবে দেখবে না? (কাসাস-৭২)। কোয়াসার সূর্যের চেয়ে লক্ষ কোটি গুন ($১০^{১৩}$) উজ্জ্বলতা সম্পন্ন। কিন্তু তার অবস্থান অনেক দূরে এবং তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। উপরের আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলতে চান, এক্ষেত্রেও যদি বাইনারী সিস্টেম হত অথবা কোন নিকটবর্তী কোয়াসার যদি থাকত আমাদের পৃথিবীর কাছে, তবে পৃথিবীতে কোন রাত থাকত না।

রাত ও দিনের সৃষ্টি বিস্ময়কর ঃ আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ দয়ায় আমরা রাত ও দিন পাচ্ছি। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে কি, যে তোমাদেরকে আলোকময় দিন এনে দিতে পারে, তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না? (কসাস-৭১)। চাঁদে যেমন একদিকে শুধু রাত আর অন্যদিকে শুধু দিন। এমন পরিস্থিতি পৃথিবীরও হতে পারত? মহান দয়াময় প্রভু তা করেননি। অতএব হে জ্ঞানী সমাজ, আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করে চল। যাতে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পার (মায়েদা-১০০)। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে কঠিন প্রশ্ন করেন, আল্লাহ সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে কি যে তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? (ইব্রাহীম-১০)। তারা কি স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? (তুর-৩৫)। অথবা তারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? (তুর-৩৬)। এরপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র মাহাত্ম্যকে স্বীকার করছ না? (মুযযাম্মিল-১৩)। তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র কোন

www.pathagar.com

নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (মু'মিনূন-৮১)। এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য, যাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে (ইব্রাহিম-৫২)।

বিস্ময়কর সোলার এপেক্স ঃ সূর্য তার পরিবারের সকল গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে এক নির্ধারিত মঞ্জিলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এটাকে বলে সৌর চূড়া (সোলার এপেক্স) বা পৃথিবী সৌরজগতের সাথে সোলার এপেক্সের দিকে যে গতিতে আবর্তিত হয় তার নাম সৌরগতি। পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হয়। আবার সূর্যের চারিদিকে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হয়। অথচ সূর্যের কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৫০ লক্ষ আলোক বৎসর। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, সূর্য তার নির্ধারিত অবস্থানের দিকে ধাবিত হচ্ছে (সোলার এপেক্স); এটি সর্বশক্তিমান কর্তৃক আদিষ্ট সীমা, যিনি সর্বজ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহ (ইয়াসীন-৩৮)। তিনি আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছেন, যেন তারা গতিপথ থেকে বিচ্যুত না হয় (ফাতির-৪১)। সূর্য চতুর্দিকে কক্ষপথে ঘুরছে। এর পূর্ণ পরিক্রমণে সময় লাগে ২০ কোটি বছর। আল্লাহ বলেন, সূর্যের ক্ষমতা নেই যে, সে চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাত্রি দিনকে টপকে যেতে পারে না, প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে (ইয়াসীন-৪০)।

বিস্ময়কর আকাশের সৃষ্টি ঃ চাঁদ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ২৩৮৮৫৭ মাইল। মানুষ সাম্প্রতিককালে আবিষ্কার করেছে চাঁদের আলো নেই। কুরআন ১৪৫০ বছর আগে বলেছে তিনি আল্লাহ, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল আলো বিকিরণকারী আর চাঁদকে করেছেন জ্যোৎস্নাময় (ইউনুস-৫)। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্তম আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোর মাঝখানে চন্দ্রকে আলো এবং সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে গঠন করেছেন (নূহ্ ১৫-১৬)। চাঁদ না থাকলে কি হত? পৃথিবীতে সর্বত্র ৩০০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে যেত। জোয়ার-ভাটা থাকত না। লবণ চাষ হত না। চাষাবাদে সমস্যা হত। নদীর পানি সাগরে মিশে পরিশোধিত হত না। মাছ ও জলজ প্রাণী বাঁচত না। সময়ের হিসাব করা কঠিন হয়ে যেত। মানুষ চাঁদে অবতরণ করে ২১ জুলাই ১৯৬৯। এাপোলো-১১ নভোযানে চড়ে তিন নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স এবং এডউইন অলড্রিন প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে চাঁদে পৌছেন (তিনদিন তিনরাত পর)। তখন রাত ১২টা ১৭ মিনিট ৪১

www.pathagar.com

সেকেণ্ড। নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি পৃথিবীতে ফিরে এসে মুসলমান হন। এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ১৪০০ বছর আগেই বলে রেখেছেন, অতি নিকট সময়ে চন্দ্র বিদীর্ণ হবে (ক্বামার-১)। হে জ্বিন ও মানুষ, যদি তোমরা প্রবেশ করতে পার নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে, তবে প্রবেশ কর। তবে মহা ক্ষমতা ব্যতীত তা তোমরা পারবে না (আর রহমান-৩৩)। এ আয়াতে বুঝা গেল যে, মানুষ একদিন মহাশূন্য বিজয় (বর্তমানে আংশিক হয়েছে) করবে। আরও শক্তিশালী স্পেস ক্রাফট আবিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ। আবার নভোচারীরা যে (যেমন নীল আর্মস্ট্রং করেছেন) অপ্রত্যাশিত দৃশ্য অবলোকন করে অভিভূত হবেন, সে কথাও সত্য এবং যা কুরআনে পূর্বেই বলা হয়েছে। যদি আমি আকাশের কোন দরজা তাদের জন্য খুলে ধরতাম এবং তারা এতে আরোহণ করত, তবে নিশ্চিতভাবে বলত, আমাদের চোখ মোহাচ্ছন্নতায় বিভ্রান্ত হয়েছে। আমরা তো যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি (হিজর ১৪-১৫)। জেমস আর উইল, এাপোলো-১৫ এর নভোযাত্রী, ১৯৭২ সালে চাঁদে পদার্পণ করেন ও মুসলমান হয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা আল কুরআনের বর্ণনামতই এক ও অভিন্ন।

একদিকে আণুবীক্ষণিকভাবে এবং অন্যদিকে দূরবীক্ষণিকভাবে, মানুষ বিজ্ঞান জগতের যে দিকেই দৃষ্টি ফেরায় না কেন, সর্বতো মহাপরিকল্পনা, আইন ও শৃঙ্খলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষাৎ মেলে। মহাবিশ্বের প্রকৃতি বড় জটিল রহস্যময় এবং কঠোর নিয়মতান্ত্রিক। সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতিকে যেন ব্যাপকভাবে আমাদের কল্যাণের উপযোগী করে সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিশ্ব প্রকৃতি তার নিজের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক তথ্য বহন করে। যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ১৪৫০ বছর পূর্বেই জানিয়েছেন, নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের পর্যায়ক্রম অনুবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে (ইমরান-১৯০)।

প্রাণের বিস্ময়কর সংজ্ঞা : বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন উপায়ে প্রাণের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সঠিক তথ্যটি আজও জানতে পারেনি মানুষ। যে প্রাণ জীবনের সর্বপ্রধান অপরিহার্য শর্ত, তার সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের এ দীনতার চিত্রটি কুরআনে এসেছে খুবই নিপুণভাবে। তারা রূহ (প্রাণ) সম্পর্কে প্রশ্ন করে? বল, রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুম (নির্দেশ) এবং তাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে (সূরা বনী ইসরাইল-৮৫)। যে মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত প্রাণ সম্পর্কে এত সীমাবদ্ধ জ্ঞান

www.pathagar.com

রাখে, সে মানুষ তার স্রষ্টা ও স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে কত দূর জ্ঞান রাখতে সমর্থ? এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে যখন মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে বোকার মত প্রশ্ন করে আর বলে স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল? (যেমনটি দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেল করেছেন!) তার জবাবে অপর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ফ্রান্সিস বেকন বলেন, সামান্য দর্শন জ্ঞান, মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর গভীর দর্শন জ্ঞান মানুষকে ধর্মের দিকে টেনে আনে। এরিস্টটল নিজেও অনুভব করেছেন, জ্ঞানচর্চায় শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, আত্মিক অনুভব বিবর্জিত হওয়ায় মাঁরাত্মক পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়। বিজ্ঞানী ফ্রেড হোয়েলের বিজ্ঞান বিশুদ্ধ হিসাব হল, স্রষ্টাহীন ও পরিকল্পনাহীন অবাধ বিস্তৃতির ফলে যে জগৎ সৃষ্টি হতে পারে, সেখানে জীবন সৃষ্টির পূর্বশর্ত প্রাণরসের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ১ হলে, সম্ভাবনাহীনতা হবে $১০^{৪০,০০০}$ (১ এর পর ৪০ হাজার শূন্য লিখলে যে সংখ্যা হয় তা)। প্রাণের অস্তিত্বের সৃষ্টির ব্যাপারে স্যার বানার্ড লোভেল বলেন, বিবর্তিত প্রটোজোয়া মানুষ সৃষ্টি করেছে বা তথাকথিত বিবর্তনবাদে বিশ্বাস, এক মূর্খের প্রলাপ বৈ কিছু নয়।

পৃথিবীতে কীভাবে জীবন সৃষ্টি হয়েছে? কোথা থেকে এসেছিল প্রাণ, প্রাণরস, এনজাইম, জীবন, মানুষ? এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর মানুষ আজও দিতে পারেনি। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, এ বিষয়ে তাদের (মানুষের) কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরও তা ছিল না (কাহ্ফ-৫)। তোমরা কেমন করে আল্লাহ্ তায়ালাকে অস্বীকার কর; অথচ তোমরা ছিলে জীবনহীন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে তিনি জীবন দান করেন এবং তোমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে (বাকারা-২৮)। মহান আল্লাহ অতিশয় সুনিপুণ স্রষ্টা (মু'মিনুন-১৪)। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বিধান করেছেন আবাসযোগ্যতা, প্রতিরোধ্যতা, নিরাপত্তা ও ভারসাম্য (মু'মিনূন-৬)। নভোমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তকে তিনিই স্বীয় পক্ষ হতে তোমাদের জন্য করেছেন আয়ত্তাধীন। নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় নিদর্শন (জাসিয়া-১৩)। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে। তাঁর আদেশে সেবা দিয়ে যাচ্ছে নক্ষত্ররাজি। অবশ্যই এতে নির্দশন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য (নাহল-১১)। আল্লাহ্ তায়ালা প্রাণ সৃষ্টির ব্যাপারে বলেন, আমি প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে পানি থেকে তৈরি করেছি। এরপরেও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (আম্বিয়া-৩০)। আল্লাহ্ গোটা প্রাণিজগৎকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে কিছু প্রাণী পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে, কিছু

www.pathagar.com

চার পায়ে হাঁটে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তাই সৃষ্টি করেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান (নূর-৪৫)।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে একমত যে, পানি থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। পানিতে রয়েছে প্রাণ সৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান। ডারউইনের মানব বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি (বানর বা গরিলার সংস্করণই মানব) উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় হাস্যকর গল্পে পরিণত হওয়ায় পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেছে। মানুষ যে স্বয়ম্ভু কিছু নয়, বরং মহাবিশ্বের একমাত্র কারিগর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্ট জীব বিজ্ঞানীরা তা বিশ্বাস করেন। নাস্তিকতাবাদের পক্ষে বিজ্ঞানীদের কাছে সামান্যতম কোন প্রমাণ নেই। কুরআনে এসেছে, মানব সৃষ্টির মূল উপাদান মৃত্তিকা ও পানি। মৃত্তিকার সারনির্যাস (সুলালাত) হল, মানব দেহ গঠনের রাসায়নিক উপাদান। মানবদেহ গঠনের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানসমূহ মৃত্তিকায় বিদ্যমান। এটাই স্বতঃসিদ্ধ মহাসত্য এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। প্রাণীদেহ তৈরি হয় একটার পর একটা কোষ সাজিয়ে। কোষের অভ্যন্তরে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে তার মাঝে রয়েছে DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)। জীবনের শুরু DNA হচ্ছে প্রাণের মৌলিকতম অণু, যা বংশগতির ধারক ও বাহক। মানুষ যে মানুষের মতই, বানর কখনই গরিলার মত নয়। আবার প্রতিটি মানুষই ভিন্নতর। কারও DNA, কারও সাথে মিলবে না। দু'টি মানুষ পাশাপাশি দেখতে, আচরণে, চিন্তায়, কর্মে, বুদ্ধিতে পুরোপুরি ভিন্ন। প্রতিটি প্রাণীই (একটা একটা আলাদাভাবে) স্বতন্ত্র। এজন্যেই আধুনিক বিশ্বে ফিঙ্গার প্রিন্ট হচ্ছে শনাক্তকরণের অব্যর্থ হাতিয়ার। এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, আমি মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম (কিয়ামাহ-৪)। প্রতিটি মানুষ বা প্রাণীর পুরো শরীরের ব্লু-প্রিন্ট হচ্ছে DNA এভাবেই ডারউইনের মানব বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তিমূলক এবং তা পরিত্যক্ত হয়েছে। পাশাপাশি আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর অনুগত হও, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত নারী পুরুষ (নিসা-১)।

ডারউইন তত্ত্ব বাতিল ঃ ডারউইন তত্ত্বের উল্টো দুটো বিশেষ ঘটনার কথা আল্লাহ্ বলেছেন আল কুরআনে। যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল। আমি বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও (বাকারা-৬৫)। যখন তারা সীমা অতিক্রম করতে লাগল, যা থেকে আমি তাদের বারণ করেছিলাম, তখন বললাম,

www.pathagar.com

তোমরা লাঞ্ছিত গরিলা হয়ে যাও (আরাফ-১৬৬)। মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা স্পষ্ট ও বিজ্ঞান স্বীকৃত। অথচ এসব কথা বিশ্ববাসী জেনেছে ১৪৫০ বছর আগে, যখন এ ব্যাপারে মানুষ ছিল পুরোপুরি অজ্ঞ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রকীট থেকে, তারপর জোঁকসদৃশ পিণ্ড থেকে, তারপর মাংসপিণ্ড হতে, যা কোনো আঁকৃতিসম্পন্ন হয় আবার আকৃতিহীনও হয় (হজ্জ-৫)। পড় বা ঘোষণা কর তোমার রব এবং প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তের পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন (আলাক্ব-১ ও ২)। হে মানবসকল! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি পিতা ও মাতার (জননকোষ) থেকে (হুজুরাত-১৩)। ভ্রূণবিদ্যার বিশ্ববরেণ্য প্রফেসর (কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান) ডা. কিথ মুর বলেন, কুরআনে বর্ণিত ভ্রূণবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যগুলো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিল, নির্ভুল ও নিখুঁত। যেখানে বিন্দু পরিমাণ অসঙ্গতি নেই। ডা. কিথ মুর বলেন, আলাক্ব শব্দটির অর্থ হল, জমাট বাঁধা রক্ত যা জোঁকসদৃশ, এমন এক বস্তু যা জড়িয়ে ধরে থাকে। ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা হুবহু একই রকম যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে। তিনি নিজ ল্যাবরেটরিতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর যথার্থতা প্রমাণ করে অভিভূত ও বিস্মিত হয়েছেন এবং ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের দাম্মামে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব মেডিক্যাল কনফারেন্সে প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত The Developing Human (১৯৮২ সালে প্রকাশিত) শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা গ্রন্থ হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। গ্রন্থটি আজও প্রথম বর্ষে (চিকিৎসা বিজ্ঞানে) পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, মানুষ এতটুকুই লক্ষ্য করুক না যে, তাকে কী জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সবেগে স্খলিত পানি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষপিঞ্জরের মাঝ থেকে নির্গত হয় (সূরা তারিক ৫-৭)। ভ্রূণ অবস্থায় পুং ও স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ অর্থাৎ অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের ১১ ও ১২তম হাড়ের মধ্যে কিডনির নিকট, তাদের ক্রমবিকাশ শুরু করে। এরপর নিচের দিকে নামতে থাকে।

ভ্রূণের বিকাশ বিস্ময়কর ঃ পবিত্র কুরআনে কমপক্ষে ১১ বা ১২ জায়গায় বর্ণনা এসেছে, নুতফাহ্ (তরল পর্দাথের ক্ষুদ্র পরিমাণ) থেকে মানবের সৃষ্টি। অল্প কিছুদিন আগে বিজ্ঞান জানতে পেরেছে, একটা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত (গর্ভবতী) করতে ৩০ লক্ষ শুক্রাণুর মধ্যে থেকে একটি মাত্র শুক্রাণু (শুক্রকীট) সফল হয়। আল্লাহ্ বলেন, অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রকণার একটি

www.pathagar.com

বিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করব বলে। অতঃপর তাকে শ্রবণ ও দর্শন শক্তি দান করেছি (দাহর-২)। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, মাতৃগর্ভে মানব ভ্রূণ গঠনের ২৪ সপ্তাহ পর ফিটাস (মাতৃশিশু) প্রথমে শুনতে পারে এবং ২৮ সপ্তাহ পর দর্শন অনুভূতি লাভ করে। ঠিক যে ভাবে কুরআনে এসেছে, হুবহু তাই এবং তিনি তোমাদের দান করেছেন কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তঃকরণ (সাজদাহ-৯)। কুরআনের সর্বত্রই দর্শন শক্তির পূর্বে শ্রবণ শক্তির কথা বলা হয়েছে। আবার ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় শুক্রাণুর দ্বারা, কখনই ডিম্বাণুর দ্বারা নয়। DNA এর ২৩ জোড়া ক্রোমোজমের বিন্যাসের ফলেই মানব শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। শুক্রাণুর মাঝে অবস্থিত (ক্রোমোজমের লিঙ্গবৈচিত্র্য) যা ডিম্বাণুকে গর্ভবতী করে, তার উপরই লিঙ্গ নির্ভর করে থাকে। যদি পুরুষের X গুণসম্পন্ন শুক্রাণুর দ্বারা ডিম্বাণু গর্ভবতী হয়, তবে ভ্রূণটি স্ত্রী লিঙ্গ, আর যদি শুক্রাণুটি Y গুণসম্পন্ন হয় তবে ভ্রূণটি পুংলিঙ্গ হয়। আল্লাহ বলেন, আর আমিই পুরুষ ও নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছি এক প্রকার জীবাণু থেকে, যখন তা নিক্ষিপ্ত হয় (নাজম-৪৫)। আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর নুতফা (বীর্য) থেকে, তারপর জোড়ারূপে (ফাতির-১১)। এটা হচ্ছে ক্রোমোজমের জোড়া বা নিউক্লিক এসিডের জোড়া (DNA বা RNA এর ভিতর)। প্রফেসর ডা. কিথ মূর বলেন, মানব ভ্রূণের বিকাশ হয় তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার ভিতর (জননীর অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, ইউটেরাইন ওয়াল, অ্যামনিয়ো কোরিওনিক ওয়াল)। যা হুবহু কুরআনের বর্ণনার মত, তিনি তোমাদের মায়ের গর্ভে একটার পর একটা অবস্থা তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার আবরণের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সর্বময় কর্তৃত্ব তারই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছ? (যুমার-৬)।.

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে, ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলোর বর্ণনা আল কুরআনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা মু'মিনুনের তিনটি আয়াতে (১২ হতে ১৪) এ ব্যাপারটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। "এবং আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির এক সারবস্তু থেকে, তারপর তাকে এক সুনির্দিষ্ট সংরক্ষিত স্থানে শুক্রকণা হিসেবে গঠন করেছি। তারপর শুক্রকণাকে জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত করেছি। অতঃপর ঐ জমাটবাঁধা রক্তকে মাংসপিণ্ডের আকারে গঠন করেছি। তারপর ঐ মাংসপিণ্ড থেকে অস্থিমজ্জা বানিয়েছি এবং অস্থিমজ্জাগুলোকে মাংস দিয়ে আবৃত করেছি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সৃষ্টির এক নতুনরূপে উন্নীত করেছি।" ফলত আল্লাহ হলেন বড়ই বরকতময়, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা (মু'মিনূন-১২-১৪)।

www.pathagar.com

১৪৫০ বছর পূর্বে যখন এ আয়াত ক'টি একজন উম্মী (নিরক্ষর) মানুষের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তখন আরবের বর্বর মানুষগুলো জ্ঞানবিজ্ঞানের কিছুই জানত না। এরপর কয়েক শত বছর পর দুর্বলতম অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যাতে আণুবীক্ষণীক কোন চিত্র ভালভাবে দেখা যেত না। এরপর ১৪০০ বছর পর শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর মানুষ এসব তথ্য আবিষ্কার করেছে। তবে এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তখন? আল্লাহপাক বলেন, এটা মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ হতে অবতীর্ণ গ্রন্থ (মু'মিন-২)। এটা এমন গ্রন্থ, যার মাঝে কোন সন্দেহ নেই (বাকারা-২)। হে জ্ঞানী সমাজ আল্লাহ্কে ভয় করে চল, যাতে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পার (মায়িদা-১০০)।

এবার আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কিছু সাবধানবাণী ও ধমক শোনা যাক। স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরকে সম্মিলিত করবেন, পুনরুত্থান দিবসে (তাগাবুন-৯)। মৃত্যুর পর আবার তন্মধ্য হতে তোমাদেরকে বের করবেন (নূহ-১৮)। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন (আরাফ-২৯)। যেখানেই তোমরা অবস্থান কর না কেন, আল্লাহ তোমাদেরকে টেনে আনবেনই (বাকারা-১৪৮)। নিশ্চয়ই তিনি পুনঃ সৃষ্টি করতে সমর্থ (তারিক-৮)। সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে অতিশয় তৎপর (মু'মিনুন-১৭)।

বিস্ময়কর বায়ুমণ্ডল ঃ পৃথিবী পৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করা যাক। সূর্যে প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার কোটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে যে সৌর গ্যাস উৎপন্ন ও নিক্ষিপ্ত হয়, তা প্রতি সেকেণ্ড ৫০০ মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয়। ১০ দিন পর তা পৃথিবীতে পৌঁছে। এটা সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়া। এ সৌরবায়ু জীবদেহের জন্য (উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ) অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। জীবদেহের সৌরবায়ুর সাথে সংস্পর্শে বিকৃত ঘটা বা মৃত্যু, মুহূর্তের ব্যাপার। এমনকি এ সৌরবায়ু পৃথিবীর তলকে আঘাত করে প্রচণ্ড শক্তিতে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালার অসীম কুদরতে, আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সৌরবায়ুকে ফিরিয়ে দেয়। ফলে আমরা নিশ্চিত মৃত্যু থেকে প্রতি মুহূর্তে বেঁচে যাচ্ছি। আরেকটি ভয়াবহ তথ্য হচ্ছে, মহাশূন্য থেকে প্রতিদিন গড়ে ২০ লক্ষ উল্কা পৃথিবীকে আঘাত করতে ছুটে আসে। রাতের আকাশে মাঝে মাঝে এসব দেখা যায়। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সেকেণ্ডে ৩০ মাইল বেগে ধাবমান লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ডকে প্রতিরোধ করে এবং বাতাসের সাথে উল্কার সংঘর্ষের ফলে ভস্মে পরিণত হয়। তিনি আকাশকে

www.pathagar.com

নির্মাণ করেছেন সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ (মু'মিনূন-৬৪)। শপথ সে সমুন্নত ছাদের (তুর-৫)। তোমাদের উপরে নির্মাণ করেছি সুদৃঢ় স্তর (নাবা-১২)।

পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি, মহাজাগতিক ক্ষতিকর কণাগুলোকে বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাবে, মানুষ ও জীবমণ্ডলের বসবাসকারী এলাকা অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিক হতে টেনে ও ছেঁকে নিয়ে যায় মেরু অঞ্চলদ্বয়ের দিকে। যেখানে জীবন নেই। কী বিস্ময়কর স্রষ্টার ব্যবস্থাপনা। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলো, গভীরতায় ও গুণাগুণে স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে গঠিত। মহাজাগতিক বিভিন্ন রশ্মিগুলো শোষিত হয় বিভিন্ন স্তরে আর নিরাপদ থাকে পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থা। আমাদের বিস্ময়কর বায়ুমণ্ডল তার পুরুত্ব ভেদ করে শুধুমাত্র কল্যাণকর রশ্মিগুলোকেই পৃথিবীতে আসতে দেয়। পাশাপাশি ক্ষতিকর রশ্মিগুলোকে বাধা দেয়। যেমন অতি বেগুনি রশ্মি, বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর কর্তৃক শোষিত হয়। ভয়ংকর (লেথাল) রশ্মিগুলো কোটি কোটি মাইল নির্বিঘ্নে যাত্রা করে বায়ুমণ্ডলের স্ট্রেটোস্ফিয়ার ও ট্রপোপজে এসে (কয়েক মাইল রাস্তায়) ক্লান্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কে করে এসব? এত দক্ষতার সাথে, নিপুণ হাতে? আল্লাহ পাক মানুষকে প্রশ্ন করেন, আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করি নেই, এক উপযুক্ত আবাসস্থল হিসেবে? (মুরসালাত-২৫)। মহান আল্লাহ কত সুনিপুণ স্রষ্টা! (মু'মিনুন-১৪) মজার ব্যাপার হল, প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ইনফ্রারেড রশ্মি বায়ুমণ্ডলীয় ছাকুনি পেরিয়ে প্রতিদিন পৃথিবীকে জীবন্ত করে। এ ব্যবস্থাটি না থাকলে পৃথিবীর জীবমণ্ডল সূর্যের ভয়ংকর (লেথাল) রশ্মির উত্তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। আবার ইনফ্রারেডের নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি পৃথিবীতে না পৌছাত তবে মৃত্যু শীতলতার দিকে এগিয়ে যেত পৃথিবীর পৃষ্ঠ। পৃথিবীর সকল পানি জমাট বেঁধে যেত। ওজোন স্তর আবার একটি সূক্ষ্ম কাজ করে দিনের বেলায়। যে পরিমাণ সূর্যতাপ পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়ে, রাতে তাকে ধরে রাখে। এটা না করলে, পৃথিবী পৃষ্ঠ এত শীতল হয়ে যেত যে, পৃথিবীর সমস্ত পানি বরফ হয়ে যেত। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল, চন্দ্র। চাঁদে দিনের তাপমাত্রা ১১৭ ডিগ্রী সে. এবং রাতের তাপমাত্রা ১৬৩- ডিগ্রী সে.। কেননা চাঁদের কোন বায়ুমণ্ডল নেই। কে বানালেন এ বায়ুমণ্ডল? কত সুনিপুণ, নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনা? আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের মধ্যস্থিত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে (বাকারা-১৬৪)। আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে বস্তুগুলোকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি! (আম্বিয়া-৬)। এ মধ্যস্থিত বস্তুপুঞ্জই হচ্ছে বায়ুমণ্ডল এবং আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এর গুরুত্ব। ১৪৫০ বছর পূর্বে এসব কথা এসেছে আল কুরআনে। সত্যি বিস্ময়কর।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালার চ্যালেঞ্জের কথা শুনুন। তোমরা কি প্রত্যক্ষ কর না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন এবং "তোমাদের প্রতি তার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনুগ্রহ সম্পন্ন করেছেন। মানুষের মাঝে অজ্ঞতাবশত কেউ কেউ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ক করে। তাদের না আছে পথ নির্দেশক না আছে কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ?" (লুকমান-২০)। কানাডার রয়েল সোসাইটির জীব-পদার্থ বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক এ্যালন বলেন, এ মহাবিশ্ব কখনই আপন হতে সৃষ্টি হয়নি। একে সৃষ্টি করতে হয়েছে। একজন মহাবিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা হাজার সমন্বয়ের সমাবেশ ঘটিয়ে এ সৃষ্টিকে উপযুক্ত করেছেন আমাদের আজকের জীবন ও সুখ শান্তির জন্য।

পৃথিবীর অক্ষ ঘূর্ণি বিস্ময়কর ঃ পৃথিবীর অক্ষ ঘূর্ণির অগ্রগমন চক্র (Precessional Cycle) মানটি ২৬,০০০ বছর। প্রতি ২৬,০০০ বছর পর এ চক্রটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। মহাবিশ্বের মহাগতির সংগে পৃথিবীও তাল মিলিয়ে চলে। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ কি.মি. গতি নিয়ে চলার সময় মাত্র ১-২ ডিগ্রী পরিমাণ তির্যকতার পরিবর্তন আসতে প্রয়োজন হয় হাজার হাজার বছর। আর সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম যে পরিবর্তন তাতে আসতে পারে, তাকেও সংশোধন করার জন্য রয়েছে ব্যবস্থা। প্রতি ২৬,০০০ বছরের একটি আবর্তন চক্রের ফলস্বরূপ একই রূপ থেকে যায় এর পরিবেশ। আমরা পাই এক ও অভিন্ন আবহাওয়া। গতির এক অদৃশ্য শক্তি উত্তর মেরুকে একটি ছোট বৃত্তে ঘুরতে, পাশাপাশি দক্ষিণ মেরুকে একটি বড় বৃত্তে আবর্তিত করে। ঠিক লাটিমের মত। গতি ধর্মের এ ব্যবস্থাপনাটি অতি জটিল আহ্নিক ও বার্ষিক গতির সাথে খাপ খাইয়ে ২৬,০০০ বছরের যে বৃত্তটিতে ঘুরছে, যদি এটা সুনিশ্চিত না হত, তবে পৃথিবী যে তলে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সে তলটি বহু পূর্বে হারিয়ে যেত এবং পৃথিবীতে জীবনের সকল উপযোগিতাই হারিয়ে যেত। পৃথিবীর তল সূর্যের দিকে অগ্রসর হওয়া মানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি আর সূর্যের বিপরীত দিকে অগ্রসর হওয়া মানে তাপমাত্রা হ্রাস। পৃথিবীর এ ২৬,০০০ বছরের অগ্রগমন চক্রটি তল মান ঠিক রেখে যাচ্ছে, অদৃশ্য এক শক্তির প্রভাবে। আরেকটি মজার ব্যাপার হল, চাঁদের প্রভাবময় ঘূর্ণি (Torque) যদি পৃথিবী থেকে তুলে নেয়া হয়, তবে অগ্রগমন চক্র ২৬,০০০ বছরের স্থলে হবে ৮১০০০ বছর। এতে পৃথিবীতে যে পরিমাণ কম্পাংক সৃষ্টি হতে পারে, তা আজকের মানের দশ গুন এবং এতে সমগ্র বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়া পরিস্থিতির আমূল সর্বনাশ ডেকে আনবে। অন্যান্য গ্রহেরও ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে পৃথিবীতে। পৃথিবী হয়ে যাবে জীবন বসবাসের

www.pathagar.com

অনুপোযোগী। এটাই আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি নৈপুণ্য। তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে করেছেন সুষম ও পরিমিত (নামল-৮৮)।

বংশক্রমিক ধারা বিস্ময়কর ঃ জীনবিজ্ঞানী H.J. Muler পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, মানুষের ক্রোমোজমে জিনের বিতরণ পদ্ধতি ও বিন্যাস পরিবর্তন সম্ভাব্যতা ২৫৬ এর পর ২৪০ কোটি সংখ্যক শূন্য যোগ করলে যে অকল্পনীয় সংখ্যাটি হয়, ততটি উপায়ে হওয়া সম্ভব। সংখ্যাটিকে এভাবে বলা যায়, একটি লোক যদি দৈনিক ২৪ ঘন্টা বিরামহীনভাবে লিখে যান, তবে বর্ণিত সংখ্যাটি লিখতে সময় লাগবে ৪৫ বছর। এতে বুঝা যায় মানব শিশু ও তার অপরিবর্তিত বংশক্রমিক ধারা কতটাই ঠুন্‌কো? এবং পরিবর্তিত হওয়া কতটাই সম্ভব? কিন্তু কার ইশারায় মানব ও প্রাণীদের বংশক্রমিক ধারা অব্যাহত রয়েছে, অপরিবর্তিত রয়েছে? ভাই ভাইয়ে, মা ছেলের, বাবা দাদার, মা মেয়েতে মিল রয়েছে। যা কোনভাবেই সম্ভব নয় (গাণিতিক হিসেবে)? আল্লাহ্ তায়ালার ধমক হচ্ছে, আমি তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারতাম এবং এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি, যা তোমরা মোটেই অবগত নও (ওয়াকিয়া-৬১)। আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টির অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, একটির সাথে আরেকটির সাদৃশ্য এবং (এরই মাঝে) সাদৃশ্যহীনতা (আনআম-১০০)। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই (রুম-৩০)। পূর্ব হতে আল্লাহ্‌র এরূপ বিধান চলে আসছে। তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন দেখবে না (ফাতাহ-২৩)। ব্যাপারটি এতটাই জটিল যে, সকল মানুষ মানুষের মতই। অথচ একজন মানুষের সাথে অন্য আরেকজনের মিল নেই অথবা সকল গরু, গরুর মতই, যদিও প্রতিটি গরুই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। আবার বংশাক্রমিক মিল বিদ্যমান। এটাই মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্য। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিধানে তুমি কখনো কোন পরিবর্তন দেখবে না (ফাতহ-২৩)।

গবেষণায় এসেছে উচ্চ শ্রেণীর আড়াই লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ বংশবিস্তারে যৌন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। আশ্চর্যের বিষয় হল, উদ্ভিদের বংশবিস্তারের পুরো ব্যবস্থাটিকে একটা অনিশ্চয়তার উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের মৌলিক সাহায্যগুলো আসে পানি, বাতাস, কীটপতঙ্গ, পাখি ইত্যাদি হতে। ফুলের লক্ষ লক্ষ পরাগরেণু (পুংকেশর) পরিপক্ব হয়ে থাকে। বাহ্যিক সহায়তায় (আলো, বাতাস, পানি, পাখি) পরাগরেণুগুলো গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপিত হলেই নিষিক্তকরণ সম্পন্ন হতে পারে। তথা নিশ্চিত হতে পারে ভবিষ্যতের বংশ বিস্তার ব্যবস্থাপনা। এ প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে হাজারটা সমন্বয়ের দরকার

www.pathagar.com

পড়ে। লক্ষ লক্ষ পরাগরেণু হতে, দু'একটি গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপিত হলেই ফুল নিষিক্ত হয়ে ফল বীজ উৎপন্ন হয়। এদিকে লক্ষ লক্ষ পরাগরেণু ধ্বংস হচ্ছে অবলীলায়। অথচ লক্ষ লক্ষ পরাগরেণু উৎপন্ন না হলে দু'একটি পরাগরেণু যথার্থভাবে গর্ভকেশরে সংস্থাপিত হত না। ব্যাহত হত পুরো প্রক্রিয়া। কী বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা! আবার যে সময় পরাগরেণু পরিপক্ব হয়, ঠিক সে সময় গর্ভকেশর থেকে আঠাল পদার্থ বের হয়ে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখে। এ সময়ে বাতাস বইলে বা পাখি কীটপতঙ্গের মাধ্যমে উড়ন্ত পরাগরেণু এসে গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপিত হয় (পার্শ্ববর্তী ফুল থেকে)। দেখা গেল সূর্যের তাপে কোথাও নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শত শত মাইল দূর থেকে বাতাস বয়ে গেল সেখানে এবং সম্পন্ন হল, বৃক্ষের পরাগায়ন প্রক্রিয়া। এই যে নিম্নচাপের ফলশ্রুতিতে বাতাসের প্রবাহ। এটার যে কি ভূমিকা রয়েছে বৃক্ষের সাথে; মানুষ হয়তো তা বুঝতে পারল না অর্থাৎ ক্ষতিকর এ নিম্নচাপটি সবার অলক্ষ্যে সুচারুভাবে জীবজগত, তথা পরিবেশের সাহায্য করে যাচ্ছে? এজন্যে বলা উচিত, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করনি; তুমি মহান ও পবিত্র (ইমরান-১৯১)। উদ্ভিদের ফুলে ফুলে নানা জাতের বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ রয়েছে। যা কি না পাখি, কীটপতঙ্গকে আকর্ষণ করছে। পাশাপাশি সংঘটিত হচ্ছে পরাগায়ন। কী বিচিত্র ব্যবস্থা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেসবকে (হাজ্জ-৬৫)।

নাইট্রোজেন চক্র বিস্ময়কর ঃ উদ্ভিদজগতের বংশবিস্তার ও বিস্তৃতি পুরো প্রাণিজগৎকে খাদ্যে, পরিবেশগতভাবে, অক্সিজেন দিয়ে নানাভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। নাইট্রোজেন চক্র জীবজগতের বেঁচে থাকার পূর্বশর্ত। পানির পর, উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য সর্বপ্রধান উপাদান হল, নাইট্রোজেন। বায়ুমণ্ডলে সদাসর্বদা ৭৮% ভাগ নাইট্রোজেন বিরাজমান। একটি জটিল প্রক্রিয়া, সামগ্রিকভাবে মাটি ও বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদ দেহে প্রেরণ করে, পরবর্তীতে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীদেহে যায়। অত:পর উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে পুনরায় মাটি ও বায়ুমণ্ডলে ফিরে এসে একটি স্থির নাইট্রোজেন মজুদ নিশ্চিত করে। এ প্রক্রিয়াটির নাম হল নাইট্রোজেন চক্র। প্রকৃতিতে জীবিত প্রজাতিসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে ও জীবন নির্বাহের কাজ চালু রাখে। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জগৎ পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে যে অতি নাজুক, বিস্তৃত ও জটিল সম্পর্ক রক্ষা করে, সে সম্পর্ককে বলে মিথস্ক্রিয়া (Symbiosis)।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারটি সত্যিই বিস্ময়কর। কেননা উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, মাটির বিভিন্ন যৌগ, বায়ুমণ্ডল, বিদ্যুৎক্ষরণ, বৃষ্টিপাত, সৃষ্টি ও ধ্বংস ইত্যাদি অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রক্রিয়া একসাথে মিলে কী করে একটি অত্যন্ত আনুপাতিক ও পরিমিত মিথোষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করে, যার ফলে মাটি ও বায়ুমণ্ডলে একটি সর্বকালীন সুনির্দিষ্ট নাইট্রোজেনের মজুদ রক্ষিত হয়। এটা কি বিস্ময়কর নয়? এ ব্যবস্থাপনায় বিঘ্নিত হলে বা নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম-বেশী হলে, উদ্ভিদ তথা প্রাণিজগৎ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। বায়ুমণ্ডল ও মাটির উপর যুগ যুগ ধরে মানুষের অত্যাচার সত্ত্বেও এর নাইট্রোজেনের পরিমাণ ও অনুপাত সদাসর্বদা ৭৮%। এটাই প্রমাণ করে মহান রবের সুনিয়ন্ত্রণের কথা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনুগ্রহ রদ করবার ক্ষমতা কারো নেই (ইউনুস-১০৭)। আল্লাহ্ তায়ালার বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ (রাদ-৮)। তুমি মহান দয়াময়ের সৃষ্টিতে সামঞ্জস্য ও অনুপাতের ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না (মূলক-৩)।

জলচক্র বিস্ময়কর ঃ আমরা জলচক্রের দিকে নজর দিতে পারি। সূর্যের উত্তাপের কারণে সমুদ্রের পানির বাষ্পীভবন, এরপর ঘনীভবন, এরপর বৃষ্টির পতন যা শুষ্ক অঞ্চলকে প্লাবিত করে নদীর প্রবাহ ও সে পানির সাগরে পতন; আর এটুকু আবর্তন সম্পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে ভূ-ভাগে জীব ও উদ্ভিদের জন্য দৃশ্য ও অদৃশ্য জলের মজুদ নিশ্চিতকরণের ঘটনা চক্রটিই হল জলচক্র। এ প্রক্রিয়াটি অব্যাহত চক্রাকারে একই নিয়মে সৃষ্টির পর হতে ঘুরে ফিরে পৃথিবীর সকল জীবন ব্যবস্থাকে সঞ্জীবিত করে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়াটি সুনিয়ন্ত্রিত সুষম ও আনুপাতিক অথচ জটিল। কিন্তু কীভাবে এ প্রক্রিয়া সম্ভব? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জবাব হল, যারা নির্ভর করতে চায়, তারা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুক (ইউসুফ-৬৭)।

খাদ্য, বাসস্থান এবং পৃথিবীর যাবতীয় সেবা ব্যবস্থাপনাই জলচক্রের কাছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঋণী। আধুনিক বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ এ কথাটি স্বীকার করেন। তিনিই আল্লাহ যিনি বায়ু প্রবাহিত করেন যা উত্থিত করে মেঘমালা, তিনি উহাদের ছড়িয়ে দেন আকাশে যেমন ইচ্ছা, উহাদের ভেঙ্গে খণ্ড বিখণ্ড করেন, পরে তুমি দেখতে পাও যে, উহাদের মধ্য হতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে থাকে। তিনি তার সৃষ্টির কাছে উহাদের পাঠান, যেমন ইচ্ছা; অতঃপর তারা উল্লসিত হয় (রূম-৪৮)। তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং উহাকে বিভিন্ন সূত্রে ভূ-গর্ভের ভিতর প্রবেশ করান। তারপর তিনি

www.pathagar.com

শস্যক্ষেত্রগুলোতে উৎপন্ন করেন নানা ফসল, নানা রঙ্গের (যুমার-২১)। তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত ঘটান, ফলে নদীসমূহ উহাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্রবাহিত হয়, বেগবান প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে যায় বর্ধমান ফেনিল আবর্জনা, এরূপে ফেনিল আবর্জনা উপরিভাগে আসে যেমন অলংকার অথবা তৈজসপত্রাদি নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু আগুনে উত্তপ্ত করা হয়। এভাবে আল্লাহ সত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয়, যা মানুষের উপকারে আসে, তা ভূমিতে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন (রাদ-১৭)। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; এরপর উহা আমি মাটিতে সংরক্ষণ করি; আমি উহাকে অপসারণ করতেও সক্ষম (মু'মিনূন-১৮)।

আসলে আমাদের পানি সুপেয় না হয়ে প্রাকৃতিকভাবে লবণযুক্ত হবারই কথা ছিল। এ না হওয়াটা অবশ্যই অসীম করুণাময়ের করুণার অংশ বৈ আর কি? স্রষ্টার এ করুণা অবশ্যই আমাদের কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে! কেননা সমুদ্রের পানি লবণাক্ত; যা হচ্ছে পানির মূল উৎস। আবার মাটিই হচ্ছে সকল প্রকার লবণের ভাণ্ডার। অথচ মাটির তল থেকে উত্তোলিত পানি সুপেয়। এজন্যে আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, যে পানি তোমরা পান কর? মেঘ হতে কি তোমরা তাকে নামিয়ে আন নাকি আমি? যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাকে লবণাক্ত করতে পারতাম। তাহলে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (ওয়াকিয়া-৬৮-৭০)।

পানির ব্যতিক্রমধর্মী বিস্ময়কর ঃ পানির রয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী গুণাগুণ, যা পৃথিবীর আর অন্য কোন পদার্থে নেই। পানির অস্বাভাবিক রাসায়নিক গুণাবলীর কারণেই জীবমণ্ডল স্বাভাবিকভাবে পানিকে পাচ্ছে। যদি পানি প্রকৃতির আইনকে লংঘন না করত, তবে কখনই জীবনের সঞ্চার হত না এ ধরণীতে। দৃশ্যত এ স্বাভাবিক তরল পদার্থটি, বর্ণনাতীতভাবে অস্বাভাবিক। যা বিজ্ঞানকে তাক লাগিয়ে দেয়। রসায়নের সূত্রানুযায়ী অন্যান্য যৌগের মত পানি সাধারণ তাপমাত্রায় পুরোপুরি বাষ্পায়িত না হয়ে ১০০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় বাষ্পায়িত হয় এবং এর পূর্বে অস্বাভাবিকভাবে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখে। বাকী সব অজৈব পদার্থের বিপরীতে তার এ ধর্ম। সাধারণ তাপমাত্রায় পানি তরল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ বলেন, ভেবে দেখছ কি? যদি ভূতলের সকল পানি অদৃশ্য হয়ে যায়; তবে কে তোমাদের জন্য আনায়ন করবে এ ভুবনে প্রবহমান পানি (মুলক-৩০)।

স্বাভাবিক নিয়মে পানির উবে যাবার কথা। কোনভাবেই পানির তরল অবস্থা ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত হবার কথা নয়। এটা পুরোটাই মহান স্রষ্টার অনুগ্রহ। তারই অনুগ্রহের

www.pathagar.com

প্রতীকস্বরূপ প্রদর্শিত রয়েছে সমুদ্রের ভাসমান জাহাজগুলো (আর রাহ্মান-২৪)। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনুগ্রহে জাহাজগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে; যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনের কিছু প্রদর্শন করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ চিত্তের জন্য (লুকমান-৩১)। পৃথিবীর ৭৫% পানি। জীবদেহের ৬০% থেকে ৭০% পানি। উদ্ভিদের ৫০% পানি। পানির আশ্চর্যরকম দ্রবণীয় গুণাগুণ জীবনকে সম্ভাব্যতার মধ্যে ধরে রাখে। পানির আশ্চর্যরকম তরলীয় গুণাগুণ আছে বলেই জীবকোষ বা উদ্ভিদ কোষের সংকটকালীন জীবন ধারণ সম্ভব। প্রাণীদেহে ও উদ্ভিদের দেহে তাদের খাদ্য ও অপদ্রব্যের বহনের জন্য পানিই একমাত্র মাধ্যম। পানি সূর্য উত্তাপে, স্ফুটনাংকের পূর্বেই জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে বাতাসে উবে গিয়ে পরবর্তীতে মেঘ ও বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে মৃতভূমিকে সজীব করে। পানির বরফ হওয়ার প্রক্রিয়া এক অন্যান্য ধর্ম। পানির ঘনত্ব ৪ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ। ফলশ্রুতিতে শীত প্রধান অঞ্চলে নদী বা সাগরের পানির উপরিভাগ বরফ হলেও নিচের পানি তরলই থাকে এবং বেঁচে থাকে জলজ জীবন। পানির এ ব্যতিক্রমধর্মী সম্প্রসারণ ক্ষমতা না থাকলে শীতল এলাকায় সমুদ্রের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার পানি যখন বরফে পরিণত হয়, তখন সে নিজ দেহ হতে বিপুল পরিমাণ তাপ বের করে দেয়। এ সুপ্ততাপ সমুদ্রের নীচের জীবন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। পানির এ গুণের জন্য মেরু অঞ্চলের (শীত প্রধান এলাকায়) নদনদী বা সাগর উপসাগর পুরোটাই বরফে পরিণত হতে পারে না। অতএব পানির তরলীয় গুণাগুণ, দ্রবণীয় গুণাগুণ, ব্যতিক্রমধর্মী সম্প্রসারণ, স্ফুটনাংকের পূর্বেই বাষ্পীকরণ, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় উবে না যাবার গুণাগুণ ইত্যাদি; পানির এ ব্যতিক্রমধর্মী গুণাগুণগুলোর ফলে পৃথিবীতে জীবন প্রক্রিয়া সচল রয়েছে। অন্যথায় প্রাণী, উদ্ভিদ, জলজ-সকল দৃশ্য-অদৃশ্য জীবন থেমে যেত, নিঃশেষ হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন, তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন; অতঃপর তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (মু'মিন-৮১)। হে মানুষ, তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করছ না (নূহ-১৩)? অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন, তাদেরকে বলে দাও, এ পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং প্রত্যক্ষ কর। অবিশ্বাসীদের কি পরিণতি হয়েছে? (আন আম-১১)। এটা (কুরআন) হচ্ছে উপদেশ; অতএব যার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা গ্রহণ করুক (দাহর-২৯)।

www.pathagar.com

খাদ্য বিস্ময়কর ঃ পৃথিবীর কার্বন চক্র, অক্সিজেন চক্র, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া, সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল, ঘন সন্নিবেশিত শস্যকণা, ফলমূলে ঠাসা উদ্ভিদজগৎ, সর্বত্রই রয়েছে মহান প্রভুর সুনিয়ন্ত্রিত ও বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা। দীর্ঘ রাত কিংবা দীর্ঘ দিন; বৃষ্টিহীনতা কিংবা অতিবৃষ্টি; অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এসবের কমবেশী হলে; প্রকৃতিতে জীবন রক্ষাকারী পরিবেশ বজায় থাকত না। কেবল যেমনটি হওয়া দরকার, যে পরিমাণে যা থাকা দরকার, এমনকি যখন থাকা দরকার; এর কমবেশী বা আগে পরে হলে জীবন হয়ে যাবে ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। পৃথিবীর জীবন এতটাই নাজুক ও স্পর্শকাতর। অথচ মহান প্রতিপালক অনাদিকাল থেকে আমাদের প্রতিপালন করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ বলেন, মানুষ তার স্বীয় খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক! (আবাসা-২৪)। অবশ্যই আল্লাহ বীজের অঙ্কুরোদগম করে থাকেন। তিনি প্রাণহীন হতে জীবনের বিকাশ ঘটান (আনআম-৯৬)। দয়াময়ের সৃষ্টিতে সামঞ্জস্য ও অনুপাতের ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না (মূলক-৩)

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ, পানি ও (প্রাণীদেহের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে উৎপাদিত) কার্বন ডাই অক্সাইড হতে (প্রাণীদের জন্য খাদ্য হিসেবে) শর্করা এবং (প্রাণীদের বেঁচে থাকার মূল) অক্সিজেন উৎপন্ন করে (H_2O+CO_2+ সূর্যালোক/ক্লোরোফিল= $C_6H_{12}O_6$+O_2)। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, তিনিই সে সত্তা, যিনি নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য সম্ভার সরবরাহ করেন (মু'মিন-১৩)। অতএব আকাশ থেকে খাদ্য সরবরাহ বলতে সূর্যালোক ও পানির ফলে যে, উদ্ভিদের জীবন যাত্রা তথা ফল-ফসল শস্যকণা পাচ্ছি তা বুঝান হচ্ছে বৈকী? আরেকটি আয়াতে মজার একটি তথ্য উৎঘাটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে একটি হচ্ছে আকাশে বিদ্যুৎ চমক, যার মাঝে ভয়ও আছে আশাও আছে এবং তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে নির্জীব জমিনকে সজীব করেন। অবশ্যই এ সবের মাঝে প্রকৃত সংকেত রয়েছে তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে (রূম-২৪)। বিদ্যুৎ চমকের ভয় হল জীবন হরণ, সম্পদের ধ্বংস, বিকট শব্দে শ্রবণ শক্তির ক্ষতি ইত্যাদি। তবে আশাটা কি? আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, বিদ্যুৎ চমকের ফলে বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে নাইট্রেট যৌগের সৃষ্টি হয় এবং পানির সাথে মাটিতে নেমে আসে এবং মাটির ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির সাথে বিভিন্ন নাইট্রেট যৌগমূলক গঠন করে, যা বৃক্ষ ও ফল ফসলের জন্য জরুরি খাদ্য। অতএব বিদ্যুৎ চমকের ভিতর আল্লাহ্ রেখেছেন কল্যাণ। আল্লাহ্ বলেন, তিনি

www.pathagar.com

তোমাদের বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (মু'মিন-৮১)।

মৌমাছির বিস্ময়কর জীবন ঃ মৌমাছির জীবন ও কার্যকলাপ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে ভন ফিশ ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন, মৌমাছি পাহাড়ের কোলে, বৃক্ষের ডালে ও বাড়ীঘরের সাথে বাসা বাঁধে। কঠোর পরিশ্রম করে মধু সংগ্রহ করে। এরা কোন নতুন বাগান বা ফুলের সন্ধান পেলে, বাসায় ফিরে গিয়ে সমস্ত মৌমাছিকে সংবাদ দিয়ে, সে বাগান বা ফুলের দিকে যথাযথ পথ নির্দেশনা দিয়ে সঠিক জায়গায় নিয়ে আসে। মৌমাছিরা সবসময় সোজা ও সরলপথে চলে। এরা ২০০ মাইলের ভিতর এ কাজটি সুনিপুণভাবে করে, যা সত্যিই বিস্ময়কর। এরা কাজে অলসতা করে না এবং রাণী মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। আধা কেজি মধু উৎপাদনে ৫৫০ টি মৌমাছিকে ২৫ লক্ষ ফুল থেকে রস ও নির্যাস সংগ্রহ করতে হয়। ফুল না পেলে মৌমাছিরা ফল থেকে রস সংগ্রহ করে। আধা কেজি মোমে ৩৫০০০ টি মৌকক্ষ হয়, যাতে ১০ কেজি মধু সংরক্ষিত থাকে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মধু রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে। মধু ডিটারজেন্ট টু আলসার, ব্যাকটেরিয়ার এক নম্বর শত্রু, এন্টিবায়োটিকের মত কাজ করে, ডায়রিয়ার সময় রোগ প্রতিরোধ করে ইত্যাদি গুণে ঠাসা। অথচ ১৪৫০ বছর পূর্বে আল কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা কি চমৎকারভাবেই না বলেছেন? আপনার প্রভু মধু মক্ষিকাকে এ মর্মে ওহী করেছেন, তোমরা গাছের ডালে, পাহাড়ে ও ঘরবাড়ীর কাছে বাসা নির্মাণ কর। অতঃপর সর্বপ্রকার ফল ভক্ষণ কর এবং আপন প্রভুর পথে চল যা অতিসরল। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙ্গের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নির্দেশনা (নাহ্ল ৬৮-৬৯)।

মাকড়সার বিস্ময়কর জীবন ঃ আল্লাহ্ মাকড়সার জালের দুর্বল দিক তুলে ধরেন মানুষের জন্য। যারা আল্লাহ্ তায়ালার পরিবর্তে অন্যকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ হল মাকড়সার মত। সে নিজের ঘর তৈরী করে, আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘর হল, সবচেয়ে ভঙ্গুর, যদি তারা তা জানত (আনকাবুত-৪১)। সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কার হয়েছে, মাকড়সার জালের দুর্বল গঠনের পাশাপাশি আরও অতি দুর্বল অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা। তা হল, স্ত্রী মাকড়সা অধিকাংশ সময় তার সঙ্গী পুরুষ মাকড়সাকে মেরে ফেলে। এজন্যই আল্লাহ্ মানুষকে এ ঘটনার কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু

www.pathagar.com

ওয়া তায়ালাকে রব, প্রতিপালক বা সৃষ্টিকর্তা না মেনে অন্য কাউকে তার আসনে বসালে (শিরক করলে) তার অবস্থাও হবে এমন ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী, ঠুনকো ও বিপদসংকুল।

পিপীলিকার বিস্ময়কর জীবন ঃ আল্লাহ্ পিপীলিকার বিস্ময়কর জীবন ধারার কথা বলেছেন আল-কুরআনে। সুলাইমানের সামনে জ্বিন, মানুষ ও পাখিদের থেকে, তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল এবং তাদের সকলকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল। শেষ পর্যন্ত তারা এক পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল। এক পিপীলিকা বলল, ওহে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, অন্যথায় সুলাইমান ও তার সৈন্যদল তোমাদেরকে পিষে মারবে অথচ তারা টেরও পাবে না (নামল ১৭-১৮)। প্রাচীনকালে অনেক লোক আল কুরআন নিয়ে এ বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত যে, এখানে পিপীলিকা, মৌমাছি, মাকড়সার আলোচনা করা হয়। তাদের কথাবার্তার কথা লেখা হয়। সাম্প্রতিককালে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা করে একমত হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণী ও পতঙ্গের জীবনধারার সঙ্গে মানুষের খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিল রয়েছে। পিপীলিকার জীবনধারার সাথে মানুষের যে সব মিল রয়েছে তা অবশ্যই বিস্ময়কর। পিপীলিকারা তাদের মৃতদেহকে মানুষের মতই সমাধিস্থ করে। তাদের শ্রম বিভাজন কাঠামোতে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে ম্যানেজার, ফোরম্যান, সাধারণ কর্মী সব রয়েছে। পিপীলিকারা একত্রিত হয়ে আড্ডা মারে। তাদের মাঝে উন্নত যোগাযোগ প্রক্রিয়া বিদ্যমান। এরা বাজারে গিয়ে জিনিসপত্রের লেনদেন করে। শীতকালীন বা বর্ষাকালীন সময়ের জন্য খাদ্য মজুত করে। আবার খাদ্য কণাগুলোর মাঝে যদি অংকুরোদগম হয় বা মুকুল বের হয়ে পড়ে, তাহলে মুকুলগুলোকে কেটে ফেলে। যদি তাদের খাদ্য কণাগুলো বর্ষার কারণে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়, তবে শুকানোর জন্য এগুলোকে রোদে বের করে শুকিয়ে এবং পুনরায় গর্তের ভিতর সংরক্ষণ করে। পিপীলিকার জীবনধারা এতটাই বিস্ময়কর। এরপর আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের বলেন, আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এ কুরআনে কোন ত্রুটি নেই; (অতএব) তারা যেন সংযত হয় (যুমার-২৮)। পশু ও পাখিরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। আল্লাহ্ বলেন, পৃথিবীতে বিচরণশীল যত প্রকার প্রাণী রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানা যোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই এক একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী (আনআম-৩৮)।

পরিযায়ী পাখির বিস্ময়কর জীবন ঃ এখানে একটা বিষয় না বললেই নয়। পরিযায়ী পাখিরা (Migratory Bird) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিযান করে এবং

www.pathagar.com

এদের দীর্ঘ উড়ন যাত্রায় একটি সামাজিক বন্ধন কাজ করে। এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, পরিযায়ী পাখিরা দলবদ্ধ হয়ে আকাশে ভ্রমণ করে এবং একে অন্যের সাথে ভাষা (তাদের ভাষা) ও ভাব বিনিময় করে। এরা কিছু শব্দ ও আকার ইঙ্গিতে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে। সম্প্রতিকালে একটি বিষয়ে প্রমাণ মিলেছে যে, সাইবেরিয়া অঞ্চলের পরিযায়ী পাখিরা, সেখানে ভয়াবহ শীত আসার পূর্বেই উড়তে শুরু করে। এরপর হাজার হাজার মাইল উড়ে এসব পাখিরা ভারত উপমহাদেশে আসে এবং পুরো শীতকাল কাটিয়ে আবার গরম আসার পূর্বেই সেখানে ফিরে যায়। তাদের কে জানিয়ে দেয় যে, কখন শীত আসবে? কোথায় যেতে হবে? এতবড় যাত্রায় কে তাদের পথ দেখিয়ে নেয়? বিভিন্ন গন্তব্যে তাদের গাইড করে কে? কে তাদের দীর্ঘ ভ্রমণপথে খাওয়ায়? পুরো ব্যাপারটি রহস্যে ঘেরা এবং বিস্ময়কর। আসলে আল্লাহ্ তায়ালাই সব করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, তারা কি পাখিদের দিকে দেখে না? আকাশের শূন্যলোকে তারা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য (নাহল-৭৯)। তারা কি তাদের উপর উড়ন্ত পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করে না? যেগুলো তাদের পাখা বিস্তার করে ও গুটিয়ে নেয়। মহান রহমান আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কেউ ধরে রাখে না, নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখেন (মুলক-১৯)। প্রফেসর হ্যাম বার্গার তার রচিত Power and Fragility গ্রন্থে মাটন বার্ড এর উদাহরণ দেন। যারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাস করে এবং যারা ৪ আকৃতিতে ১৫০০০ মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করে। পরিযায়ী পাখি হিসেবে তাদের যাত্রাকাল ছয় মাসেরও অধিক স্থায়ী হয় এবং নির্দিষ্ট রওয়ানা স্থলে ফিরে আসতে খুব বেশী হলে এক সপ্তাহ বিলম্ব হয়। এ ধরনের দীর্ঘ ও জটিল ভ্রমণ নির্দেশনা অবশ্যই পাখিদের স্নায়ুবিক কোষের মাঝে নিহিত রয়েছে। অবশ্যই তারা নিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়। নিশ্চয়ই তাদের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক স্বয়ং মহান প্রতিপালক। মহান আল্লাহ্ পাখিদের ডানা সংকোচন ও সম্প্রসারণের কথা বলে, শক্তি উৎপাদনের পৌনঃপৌনিকতার প্রয়োজনের তাকিদ দিয়েছেন। যেমনটি বর্তমানে আইসি (গ্যাস টারবাইন) বা ইসি (রকেট) ইঞ্জিনে হয়ে থাকে এবং মানুষ উড়োজাহাজে পাখির মত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। আবার আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতেই আকাশযানের মুক্তগতি (Escape Velocity) ১১ কি.মি./সেকেণ্ডের ভিতরে থাকায় পৃথিবীর অভিকর্ষ গোলকে আবদ্ধ হয়ে উড়োজাহাজ পৃথিবীর বক্রতার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত

www.pathagar.com

করতে পারছে। অন্যথায় আমাদের পৃথিবী যদি চাঁদ বা প্লুটোর মত ছোট গ্রহ হত তবে পাখির এক ডানা ঝাঁপটায় বা উড়োজাহাজ যাত্রা শুরু করলে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে অনন্তে হারিয়ে যেত। উড়োজাহাজের বর্তমান প্রযুক্তি কাজে লাগত না। কি অপূরূপ ভারসাম্য এবং মহান নিদর্শন রেখেছে মহান সৃষ্টিকর্তা।

উটের বিস্ময়কর জীবন ঃ স্রষ্টার আরেক বিস্ময়কর সৃষ্টি হল, উট। উট তার দেহে পানি সংরক্ষণ করে রাখে। সে একসাথে ১৫ গ্যালন (৫৭ লিটার) পানি পান করে। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর S. Nielson গবেষণায় বের করেন যে, উটের নাসারন্ধ্রে পানির অণু ধরে রাখার এক ধরনের ঝিল্লি আছে। ফলে উটের নাকে মেমব্রন বা ঝিল্লি থাকার কারণে উট ৬৮% জলকণা (নিশ্বাস প্রশ্বাস থেকে নিসৃত) দেহে সংরক্ষণ করে। ফলে মরুভূমিতে সে অনেকদিন পানি পান না করেও বেঁচে থাকে। আবার মরুঝড়ের সময়, উট বালির গর্তে মাথা গুজে রেখে ১৫ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, তার ফুসফুসের তলে একটি পাতলা আবরণী যুক্ত থলি থাকে। ঐ থলিতে অক্সিজেন সংরক্ষিত থাকে। ফলে মরু ঝড়ের সময়, বালিতে চোখ বন্ধ করে মাথা গুজে রেখে ১৫ দিন পর্যন্ত বহাল তবিয়্যতে বেঁচে থাকে উট। সত্যিই উট বিস্ময়কর প্রাণী। আল্লাহ্ উটকে নিয়ে মন্তব্য করেন এভাবে, তারা কি উটগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দেখে না, কিভাবে এদের সৃষ্টি করা হয়েছে? (আল গাশিয়া-১৭)। উটনী যখন মরুভূমিতে পানি পায় না, তখন তার দুধ ঘন হওয়ার পরিবর্তে পাতলা হতে থাকে এবং পরিমাণে বাড়তে থাকে। কেননা উটনীর বাচ্চার পানির ব্যবস্থা এভাবেই করে থাকেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

দুগ্ধ-উৎপাদনের বিস্ময় ঃ গবাদি পশুর দেহে দুগ্ধ-উৎপাদন সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক শারীর বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য একেবারেই একই সূত্রে গাঁথা। আর তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের মধ্য হতে অন্ত্ররস এবং দুধের মধ্য হতে নিষিক্ত এক প্রকার পানি আমি তোমাদের পান করাই, তা হল, ঘাঁটি দুধ; যা পানকারীর জন্য খুবই উপাদেয় (নাহল-৬৬)। ড. মরিস বুকাইলী এ বিস্ময়কর ও বৈজ্ঞানিক আয়াতের ব্যাখ্যায় অভিভূত হয়ে আল কুরআনকে বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

ফিঙ্গার প্রিন্ট বিস্ময়কর ঃ স্যার ফ্রান্সিস গল্টের দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৮০ সালে সনাক্ত করণের বৈজ্ঞানিক পন্থা হয়ে উঠেছে ফিঙ্গার প্রিন্ট। বিশ্বের বুকে দু'জন

www.pathagar.com

ব্যক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট কখনই এক হবে না। অপরাধীদের সনাক্ত করণের জন্যও বিশ্বব্যাপী পুলিশ বাহিনী ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবহার করে থাকে। অথচ ১৪০২ বছর পূর্বেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিগুলো একত্রিত করতে পারব না। কখনও নয়, বরং আমি তো তার অঙ্গুলির ছাপকেও (পুনরায়) সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম (ক্বিয়ামাহ ৩-৪)। কি বিজ্ঞানময় এ মহাগ্রন্থ; ভাবলেই অভিভূত হয়ে মাথা নুইয়ে আসে স্রষ্টার স্মরণে।

ত্বকই বেদনাগ্রাহী ইন্দ্রিয় ঃ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, ত্বকের মধ্যেই বেদনাগ্রাহী ইন্দ্রিয় বিদ্যমান। আল্লাহ্ বলেন, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞান করেছে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের চামড়াগুলো জ্বলে পুড়ে গলে যাবে, তখন তদস্থলে অন্য চামড়া পাল্টে দেব, যেন তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রকৌশলী (নিসা ৫-৬)। থাইল্যাণ্ডের চিয়াংমাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডা. তাগাতাত জেজাসেন, বেদনাগ্রাহী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বস্তু গবেষণায় এক সুদীর্ঘ সময় কাটান। তিনি কুরআন পাকের উপরের আয়াত দুটোর উপর গবেষণা করে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে অভূতপূর্ব মিল দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান এবং রিয়াদে অষ্টম সৌদী মেডিক্যাল কনফারেন্সে দীপ্ত কণ্ঠে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান। মানুষের শরীরের চামড়াই তার অনুভূতি বা বেদনার পরখকেন্দ্র। আল কুরআন এ তথ্য দিয়েছে ১৪৫০ বছর আগে।

বিস্ময়কর পৃথিবীপৃষ্ঠ ঃ পৃথিবীপৃষ্ঠ বা ভূতল অনেকগুলো অনমনীয় প্লেটে বিন্যস্ত ও বিভাজিত। এর গভীরতা বা তলের ঘনত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। এ প্লেটগুলো ভাসছে এক একটা গলিত অঞ্চলের উপর, যাকে এসথোনোস্ফেয়ার (Aesthenosphere) বলে। প্লেটগুলোর সীমান্তে পর্বতগুলো পরিকল্পিতভাবে নির্মিত। সমুদ্রের তলদেশে ভূ-ত্বকের বেধ বা ঘনত্ব ৫ কিলোমিটার। মহাদেশীয় স্থলভাগের ভূতলের নিচে এ গভীরতা প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। অথচ বিশাল পর্বতমালার নিচে এর গভীরতা ৮০ কিলোমিটার। পর্বত এলাকাগুলোর ভিত্তি হল, খুব শক্তিশালী যার উপর পর্বতগুলো দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ্ বলেন, পর্বতমালাকে আমি দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করেছি (নাযিয়াত-৩২)। Earth বইটি ভূ-তত্ত্ব বিদ্যার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ্য বই। বইটির লেখকদ্বয়ের অন্যতম একজন হলেন, ডা. ফ্রাঙ্ক প্রেস; যিনি প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ভূপৃষ্ঠের পর্বতগুলো গোঁজ আকৃতির (পেরেকের মত) বলে উল্লেখ করেন। তিনি

www.pathagar.com

আরও বলেন, পবর্তগুলো ভূ-পৃষ্ঠের অতল গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। এটা বর্তমান কালের আবিষ্কার। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, আমি কি জমীনকে বিস্তীর্ণ শয্যা এবং পাহাড়কে পেরেকস্বরূপ বানাইনি? (নাযিয়াত ৭-৮)। এখানে আওতাদ শব্দের অর্থ পেরেক বা কীলক এবং আমি পৃথিবীতে পর্বতমালা খাড়া করে দিয়েছি। যাতে সেগুলো নিয়ে পৃথিবী কেঁপে ঢলে না পড়ে (আম্বিয়া-৩১)। আল কুরআনের এসব তথ্য পুরোপুরি বিজ্ঞান সম্মত ও সঙ্গতিপূর্ণ। সত্যিই বিস্ময়কর আল কুরআন এবং এর তথ্য ভাণ্ডার।

বিস্ময়কর সমুদ্র বিজ্ঞান ঃ সমুদ্র বিজ্ঞানের এক রহস্যময় বৈশিষ্ট্যের কথা এসেছে আল কুরআনে। দু'টি সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন তারা পরস্পর মিলিত হয়। তা সত্ত্বেও উভয়ের মাঝে রয়েছে এক প্রাচীর, যা সে দু'টি অতিক্রম বা লঙ্ঘন করে না (আর রহমান ১৯-২০)। এ আয়াত দু'টিতে দু'টি বিপরীত ধর্মী শব্দ ও তথ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। বারযাখ মানে প্রাচীর বা বিভাজন। যা হল. দৃশ্যমান বস্তু। আবার মারজান অর্থ হল, তারা উভয়েই পারস্পরিকভাবে মিলিত ও মিশ্রিত হয়। সমুদ্রের ক্ষেত্রে এ দু'টি বিপরীতধর্মী অর্থ; অর্থাৎ তারা মিলিত এবং মিশ্রিত হয়; অথচ একই সময়ে তাদের উভয়ের মাঝে এক প্রাচীর বিদ্যমান। প্রাচীন তাফসীরকারকরা এ দু'টি বিপরীত শব্দের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। আধুনিক বিজ্ঞান, এ রহস্যের উন্মোচন করেছে। মানুষ কুরআনের এমন জ্ঞানগর্ভ কথোপকথনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে। আসলে দু'সমুদ্রের মাঝে এক অদৃশ্য ক্রমনিম্ন গতিসম্পন্ন তির্যক পানি প্রাচীর রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে এক সমুদ্রের পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে। কিন্তু যখন এক সমুদ্রের পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে, তখন সে তার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে অন্য পানির সমগুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। এ পানি প্রাচীর দু'সমুদ্রের মাঝে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার কাজ করে। ড. উইলিয়াম হে, বিশ্ব বরেণ্য সমুদ্র বিজ্ঞানী ও আমেরিকার কালোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রফেসর ও প্রধান। তিনি আল কুরআনের এরূপ জ্ঞানপূর্ণ আয়াতে অভিভূত হয়েছেন এবং এর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেছেন। আরেকটি আয়াতে বিষয়টি আবারও ব্যক্ত হয়েছে। পানির দু'টি ধারার মাঝে তিনি এক বিভাজন প্রাচীর তৈরী করেছেন (নামল-৬১)। ভূ-মধ্যসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে (জিব্রাল্টার প্রণালী) এবং আরও বহু জায়গায় এ ধরনের বিভাজক পানিপ্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে। আবার কুরআনে সুস্বাদু ও লবণাক্ত পানির মধ্যে বিভাজক পানি প্রাচীরের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে এক দিকের পানি অন্যদিকে প্রবেশ

www.pathagar.com

করে না। যেমন, তিনি আল্লাহ যিনি দু'সমুদ্রকে মুক্তভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি হল মিষ্টি সুস্বাদু আর অপরটি হল লবণাক্ত এবং বিস্বাদ এবং উভয়ের মাঝে তিনি এক প্রাচীর ও দুর্ভেদ্য বিভাজক নির্মাণ করেছেন (ফুরক্বান-৫৩)। সাম্প্রতিককালে সমুদ্র বিজ্ঞানীরা মোহনা অঞ্চলে এ পরিস্থিতির হুবহু মিল পেয়েছেন। এখানে দু'ধরনের স্বাদের এবং দু'ধরনের ঘনত্বের পানির সংমিশ্রণের পরও, যার যার স্বাদ অক্ষুণ্ন থাকার ব্যাপারটি প্রমাণিত। কর্ণফুলী এবং বঙ্গোপসাগরের মিলিত স্থল, নীলনদ আর ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থল, ইত্যাদি জায়গায় এ আয়াতের বিস্ময়কর মিল রয়েছে। কিভাবে দু'ধরনের পানি তাদের নিজস্ব স্বাদ অক্ষুণ্ন রাখছে, আল্লাহ্ তায়ালাই তা ভাল জানেন, যা স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থি।

বিস্ময়কর আলোক বিজ্ঞান ঃ আল কুরআনে আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে সাগরের অন্ধকারাচ্ছন্নতার ব্যাপারে। (অবিশ্বাসী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত) গভীর সমুদ্রের বুকে ঘন কাল অন্ধকারমালা, যাকে তরঙ্গের মেঘমালা ছেয়ে রেখেছে। একের পর এক (স্তর) সম্পন্ন। যখন সে নিজের হাত বের করে, তখন সে তা প্রায় দেখতেই পায় না, বস্তুত আল্লাহ্ যাকে নূর (আলো) দেননি, তার জন্য কোন নূর নেই (নূর-৪০)। আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রফেসর দুর্গারাও (জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান প্রফেসর) বলেন, আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের বদৌলতে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, সমুদ্রের গভীরতম অংশে প্রগাঢ় অন্ধকার। সমুদ্রের অভ্যন্তরভাগে তরঙ্গ স্তরের নিচ থেকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা শুরু হয়। এমনকি সমুদ্রের গভীরতম অংশে যে সমস্ত মাছ বাস করে তারাও একে অন্যকে দেখতে পায় না। তাদের দেহ থেকে নিঃসৃত আলোই একমাত্র আলোর উৎস। সমুদ্রের ২০০ মিটারের পর কোন আলো নেই। সমুদ্রের ২০ থেকে ৩০ মিটার গভীরে কোন আলোর সাহায্য ছাড়া ডুব দেয়া কঠিন। আলোর সাতটি রং সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে শোষিত হয়। আলোক রশ্মি পানিকে উত্তপ্ত করলে, আলোর প্রতিসরণ ঘটে। পানির উপরিভাগ ১০ থেকে ১৫ মিটার স্তর লাল রং শুষে নেয়। এ কারণে ২০ মিটার গভীরে একজন ডুবুরী ক্ষতবিক্ষত হলেও, তার রক্তের কোন (লাল) রং শোষিত হয় না বা দেখা যায় না। এরপর ১০০ মিটারের মধ্যে হলুদ রং, ২০০ মিটার গভীরতায় সবুজ রং এবং এরপর বেগুনি ও আকাশী রং শোষিত হয়। ধারাবাহিকভাবে এক একটি রংয়ের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণে একের পর এক স্তরে সমুদ্র ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে অর্থাৎ আলোর স্তরগুলোতে অন্ধকারাচ্ছন্নতা গভীর হয়। আমি (এ গ্রন্থের লেখক) নিজেও বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

সাবমেরিনে এ রহস্যময় ব্যাপারটির সত্যতা যাচাই করেছি। এক হাজার মিটার নিচে কেবলই ঘন ও কাল অন্ধকার। প্রফেসর দুর্গারাও বলেন, ১৪০২ বছর পূর্বে একজন নিরক্ষর মরুদেশের লোকের পক্ষে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেয়া সম্ভব নয়। অবশ্যই অতি প্রকৃতিক উৎস থেকে এ তথ্য এসেছে। তিনি ঈমানের তাড়নায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তাকে হিদায়াত দান করেছেন।

উপরের দীর্ঘ আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, পৃথিবীর ভর, ঘনত্ব, আকার, পানির পরিমাণ, পানির গুণাগুণ, বায়ুমণ্ডলীয় গুণাগুণ, পৃথিবীর তীর্যকতা, অক্ষঘূর্ণি, কক্ষঘূর্ণি, মধ্যাকর্ষণ, অভিকর্ষণ, সূর্য, চাঁদ, পৃথিবীর দূরত্ব, পৃথিবীর গঠন, পাহাড় পর্বত, নদীনালার অবস্থান, সমুদ্রের রূপ, গাছপালা, পানি, উদ্ভিদের অবস্থান, মাটির গুণাগুণ এভাবে আরও অসংখ্য দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়; যাদের একটির পরিমাণ কমবেশী, আগে পরে, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট অনুপাতে না হলে পৃথিবীসহ এর পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ত। পৃথিবী হয়ে যেত জীবনশূন্য এক মরুভূমি অথবা বরফে ঢাকা ধূ ধূ চর। কি করে সম্ভব হল এত কিছুর সুষম সমন্বয়? কে করেছে এ মহৎ ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মটি? নিশ্চয়ই তিনি মহান প্রতিপালক। নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্যই তার প্রাপ্য (নাহল-৫২)। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; দুনিয়া ও আখেরাতের প্রশংসা তাঁরই। তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন (কাসাস-৭০)। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতে, ধর্মবিহীন বিজ্ঞান হল খোঁড়া, বিজ্ঞানবিহীন ধর্ম হল অন্ধ। যদিও আল কুরআন, কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়; এটা হচ্ছে নির্দশন ও মানুষকে স্রষ্টার দিকে আহ্বান করার ধর্মগ্রন্থ। আল কুরআনের ছয় হাজারের অধিক আয়াতের ভিতর এক হাজারের অধিক আয়াতে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী বিজ্ঞান থেকে ইউটার্ন করে পুরোপুরি উল্টো তত্ত্ব ও মত প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু ১৪৫০ বছর পূর্বে নাযিলকৃত আল কুরআনে এ পর্যন্ত কোন অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি এবং যাবেও না। কেননা মহান স্রষ্টা একথার চ্যালেঞ্জ করেছেন ও গ্যারান্টি দিয়েছেন।

বিস্ময়কর মহাকাশ বিজ্ঞান ঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোর মাঝে চন্দ্রকে আলোক এবং সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে গঠন করেছেন (নূহ-১৫ ও ১৬)। আয়াতে উল্লিখিত সাবআ সামাওয়াতি মূলত সপ্ত বা সাত নয় বরং অসংখ্য আকাশের উল্লেখ। আমরা যেমন বলি সাত রাজার ধন- এখানে আক্ষরিক অর্থে সাত মানে অসংখ্য, বিপুল। আরবীও এমন একটি উন্নত ভাষা। যেখানে সপ্ত

www.pathagar.com

আকাশ কথাটি সমাসবদ্ধ শব্দ। যার অর্থ অসংখ্য, অগণিত। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেন যে, আমাদের পৃথিবী একটি নগণ্য নক্ষত্র পরিবারের অতিনগণ্য গ্রহ। বিংশ শতাব্দীতে এসে ইডুইন হাবেলের যুগান্তকারী শক্তিশারী দূরবিক্ষণ যন্ত্রের (টেলিস্কোপ) আবিষ্কারের পর, মানুষ রাতের আকাশের বিশালতা দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। যেখানে শুধুমাত্র একটি গ্যালাক্সিতেই রয়েছে ১০ হাজার কোটির বেশী নক্ষত্র। বিজ্ঞানের জানা মতে মহাবিশ্বে দৃশ্যমান (দূরবীক্ষণের যন্ত্রের সাহায্য) ন্যূনতম গ্যালাক্সির সংখ্যা হল ১০৯ বা ১০০ কোটি। গ্যালাক্সি (Galaxy) গুলো আবার দলগতভাবে গুচ্ছায়িত (Clustered) হয়ে উপগ্রহ গ্যালাক্সি (Satellite Galaxies) এবং স্থানীয় গ্যালাক্সি দল (Local Group) তৈরী করে। প্রতিটি গ্যালাক্সি পরপর থেকে গড়ে এক মেগা পরসেক দূরত্বে (৩৩ লক্ষ আলোকবর্ষ) অবস্থান করে। প্রতিটি গ্যালাক্সির গড় ব্যাস ১০০০০০ (এক লক্ষ) আলোকবর্ষ। আমাদের গ্যালাক্সির নাম মিলকিওয়ে, যা অতিসাধারণ ও দুর্বলতম একটি গ্যালাক্সি। আমেরিকার আকাশবিদ হাবলো শাপলে বলেন, এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাসের আমাদের গ্যালাক্সিটির নক্ষত্রের সংখ্যা ১০ হাজার কোটি। তার মধ্যে সূর্য অত্যন্ত অনুল্লেখযোগ্য। এ নক্ষত্রটি গ্যালাক্সির কেন্দ্র হতে ৩০০০০ আলোক বৎসর দূরের কোন সীমায় পড়ে আছে। অতএব মহাবিশ্বের মহাশূন্যতার মহাসমুদ্রে এক একটা গ্যালাক্সি এক একটা দ্বীপ জগতের বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে ব্যপ্ত রয়েছে। এ দ্বীপ জগতের ধারণা মানুষ জানতে পেরেছে ১৯২৪ সালে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা ১৪০২ বছর আগে জগৎবাসীকে জানিয়েছেন, তোমরা কি নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর না যে, আল্লাহ কেমন করে অসংখ্য আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (নূহ-১৫)। তিনি স্তরসমূহের অধিপতি (মাআরিজ-৩)। মানুষ যাকে দ্বীপ জগৎ বলে জেনেছে, কুরআন তাকে স্তর হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। গ্যালাক্সি, অবস্থানগত দিক দিয়ে, একটি অন্যটির উর্ধ্বে বা নিচে রয়েছে। সে হিসেবে এদেরকে দ্বীপ জগৎ (যা সমুদ্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত) না বলে স্তর বলাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্টভাবেই বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপরে অসংখ্য স্তর সৃষ্টি করেছি (মু'মিনুন-১৭)। আকাশ ও পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তু তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নহে এবং উহা হতে ক্ষুদ্রতর এবং তদপেক্ষা বৃহত্তর কিছু নেই, যা সুস্পষ্ট ও জ্ঞানময় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই (ইউনুস-৬১)। আমরা যে মহাকাশকে চোখের এক দৃষ্টিতে রাতের আকাশে দেখতে পাই- মূলত তা সবটুকুই আমাদের মাতৃগ্যালাক্সির (ছায়াপথের) রাজ্য। দৃশ্যমান সকল নক্ষত্রই সূর্যের সহোদর। অন্যান্য কোটি কোটি গ্যালাক্সিতে আমাদের গ্যালাক্সির

www.pathagar.com

চেয়েও অধিক সংখ্যক নক্ষত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। আকাশের রঙ, রূপ ও সৌন্দর্য আমাদের চিন্তা ভাবনার মাত্রা থেকে বহুগুণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত। আকাশে রয়েছে বিপুল রঙের ছড়াছড়ি। এ রঙের উৎস কি? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, আল্লাহর রঙ অপেক্ষা কাহার রং উত্তম হবে (বাকারা-১৩৮)।

গ্যালাক্সি ও আল কুরআন ঃ আল কুরআনের সূরা হিজরের ১৬ নম্বর, সূরা ফুরকানের ৬১ নম্বর আয়াতে (আরও বেশ কয়েক জায়গায়) দুটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বুরূজ (বহুবচনে বুরোওজ) এবং জায়লা। আরবীতে জায়লার আভিধানিক অর্থ হল, স্থাপন করা, রাখা বা স্থানগত করা। আরবীতে বুরূজের অনেক গুলো অর্থ আছে। যার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অর্থ হল, সুরক্ষিত দুর্গ, গুচ্ছমান তারকা, ধাবমান তারকাগুচ্ছ অর্থাৎ গ্যালাক্সি। এখানে আরেকটি বিস্ময়কর বিষয় হল, বর্ণিত আয়াত গুলোতে খালাক্ব শব্দটি (সৃষ্টি করা) ব্যবহৃত না হয়ে জায়লা (স্থাপন করা) ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মহান সৃষ্টিকর্তা তার বাণীতে উজ্জ্বল জ্ঞানগর্ভ ও বিজ্ঞানময় কথা বলেছেন। যা আজকের গ্যালাক্সির অস্তিত্বের সম্পর্কে সুদৃঢ় সাক্ষ্য দিচ্ছে। সূরা ফুরকানের ৬১ নম্বর আয়াতের অর্থ হচ্ছে, অতিশয় উচ্চ মর্যাদাময় তিনিই সে মহান আল্লাহ, যিনি মহাকাশে সংস্থাপন করেছেন বুরুজ (বা গালাক্সিসমূহ) সূর্য এবং চন্দ্র। আয়াতে পর্যায়ক্রমে অবস্থান দেখলেও বুঝা যায় বুরূজ বা গ্যালাক্সির অবস্থান প্রথমে, তারপর নক্ষত্র এবং শেষে উপগ্রহ। প্রতিটি বুরূজে রয়েছে গড়ে ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র (বা সূর্য)। কি বিস্ময়করভাবে আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে এসব আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত তথ্যগুলো সন্নিবেশিত করেছেন। আল্লাহ্ মানুষের চোখে, তার কুদরতি আঙ্গুল দিয়ে বলেন, তারা কি সতর্কতার সাথে আল কুরআনকে অনুধাবন করে না? আর যদি উহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও নিকট হতে প্রকাশ পেত, তবে তারা অবশ্যই এতে বহু অসামঞ্জস্য ও অসংগতি প্রত্যক্ষ করত (নিসা-৮২)। বলে দাও এটা তোমার প্রভুর পক্ষ হতে নাযিলকৃত জ্ঞানের কথা ও বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ এবং দয়া (আ'রাফ-২০৩)।

ভিনগ্রহের প্রাণীর (Alien) ধারণা ঃ বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাকাশের তীব্র তেজস্ক্রিয়তার পরিবেশে কিংবা বৈদ্যুতিক নির্গমন দ্বারা আমাদের জানা গঠনের চেয়ে অধিকতর জটিল এমাইনো এসিডের উৎপত্তি এবং পরিণামে অধিকতর দক্ষ জীবন দল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। ফলশ্রুতিতে অত্যন্ত সংগত কারণেই বিজ্ঞানীরা আমাদের চাইতে উন্নততর জীবনের কল্পনায় আজ বিভোর। এখন আর প্রশ্ন নয়, বিস্ময় নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

গ্রহান্তরের জীবন (Alien) সভ্যতার মান প্রযুক্তির পরিমাপে আমাদের তুলনায় অনেক অগ্রগামী। এবার দেখা যাক আল্লাহ্ আল কুরআনে কি বলেছেন। তোমরা তো সামান্য মানুষ মাত্র, তাদেরই মত যাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (মায়িদা-১৮)। এ আয়াতে মনে হয়, মহাবিশ্বের কোন অজ্ঞাত ঠিকানায় আমাদের চেয়ে উন্নত কোন প্রাণী বা ভিনগ্রহের জীবের বসবাস রয়েছে। যারা জ্ঞান, বিজ্ঞানে ও যোগ্যতায় আমাদের চেয়ে উন্নত। আমরা পৃথিবীবাসীরা দুর্বল ও তুচ্ছ, তাদের তুলনায়। কুরআনের আরেক জায়গায় এসেছে, তিনি এমন আরো সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা অবগত নও (নাহল-৮)। যারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভাল করেই জানেন (বনী ইসরাইল-৫৫)। এ আয়াতেও ভিনগ্রহের (Alien) প্রাণী বা জীবের যথার্থতা মিলে। মহাবিশ্বের বস্তু কণার সর্বত্র জৈব রাসায়নিক বস্তুকণার অবাধ বিস্তৃতি বিজ্ঞানকে মহাবিশ্বের সর্বত্রই জীবন রয়েছে- এ ধারণার প্রভূত উৎসাহিত করে। ১৯৫৩ সালে বিজ্ঞানী (Stanley Miller) স্টেনলি মিলার পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, জীবনের মূল শর্ত এ্যামাইনো এসিড অণু মহাকাশের পরিবেশে সৃষ্টি হতে পারে। এখন অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, মহাবিশ্বে Alien বা ভিনগ্রহের জীব রয়েছে। সাম্প্রতিককালে একটি তত্ত্বেও আবিষ্কার হয়েছে যে, প্রতিবছর প্রতিটি গ্যালাক্সিতে সূর্যের ন্যায় অনুরূপ ২০টি করে নক্ষত্র নতুনভাবে জন্ম নিচ্ছে। এদের মাঝে অর্ধেকটির (১০টির) গ্রহ ব্যবস্থাপনা রয়েছে। যেখানে ৫টিতে গ্রীন লাইন বেল্টে জীবনের উন্মেষ ঘটতে পারে। তাহলে পুরো ঘটনা দাঁড়াল কি? আল্লাহ্ তায়ালাই জগৎসমূহের প্রতিপালক (মু'মিন-৬৪)। আল্লাহ্ হলেন তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য আকাশ আর অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী। উহাদের উপরেও আল্লাহ্র নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। (এ তথ্যটি) এজন্য যে, তোমরা যেন অবগত হও, আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ (তালাক-১২)। অতএব বিজ্ঞান আর কুরআনের সুরে বলতে হয়, মহাবিশ্বের পৃথিবীর মানুষই একমাত্র উন্নত জীব নয়। বরং আমাদের চেয়ে আরও উন্নত ভিন্নগ্রহের জীব (Alien) রয়েছে। যারা জীবন যাপন করছে আরও যোগ্যতা ও উন্নত প্রযুক্তির জ্ঞান নিয়ে। মহান প্রভু তাদেরও প্রতিপালক। সত্যি বিস্ময়কর। যদিও বিজ্ঞান এখনও সেসব জগৎসমূহের (বা পৃথিবীর অনুরূপ গ্রহসমূহের) সন্ধান লাভ করেনি। আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে বিজ্ঞান। প্রমাণের অপেক্ষায় দিন গুনছে মানুষ। অথচ আল কুরআন সামনের দিনের জন্যও আগাম ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছে। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসমূহ এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক। যদি তোমরা নিশ্চিত

www.pathagar.com

বিশ্বাসী হও (শুআরা-২৪)। আল্লাহ্ তিনি তো অতিশয় সুউচ্চ ও সুমহান (লুকমান-৩০)।

বিস্ময়কর অভিকর্ষ বল ঃ অভিকর্ষ বল একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ব বিরাজমান শক্তি বা বল। অভিকর্ষ বল নক্ষত্র সৃষ্টি, নানাবিধ মৌল সৃষ্টি, সকল রকম পদার্থ সৃষ্টি, জীবন ক্ষেত্র, গ্রহ ও সহযোগী উপগ্রহ, এমনকি জীবন সৃষ্টি ও বসবাসের প্রয়োজনীয় অলংঘনীয় শর্ত। আল কুরআনে এর বর্ণনা এসেছে খুব সূক্ষ্মভাবে। সূরা নাযিয়াতের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ওয়ান নাযিআতি গারক্বান। প্রাচীনকালে গারক্বানের কোন সঠিক অর্থ না করতে পেরে তাফসীরকারকগণ বেছে নিয়েছিলেন ফেরেশতামণ্ডলী শব্দার্থটি। অথচ আরবী অভিধানে গারক্বানের অর্থ লেখা আছে যা প্রবলভাবে টানে; সবেগে (কেন্দ্রভিমুখ) ধাবিত করে, সর্বসমেত আকর্ষণ করে; সজোরে ছিঁড়েকুড়ে টানতে থাকে। কি চমৎকার অর্থমালা। বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত মহাকর্ষ বলের সাথে প্রতিটি অর্থই মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ সূরা নাযিয়াত এর প্রথম আয়াতের অর্থ হল, শপথ যা প্রবলভাবে টানে (বা শপথ মহাকর্ষ বলের) (নাযিয়াত-০১)। সত্যি বিস্ময়কর আল্লাহ্ তায়ালার বাণী। বল আল্লাহ্র যুক্তি চূড়ান্ত ও অবিনশ্বর (আনআম-১৪৯)। তিনি তোমাদের বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে (মু'মিন-৮১)।

ভরের নিত্যতার সূত্রটি ত্রুটিযুক্ত ঃ বিংশ শতাব্দীতে এসেও মানুষ বিশ্বাস করত, বিশ্বে যত পদার্থ আছে তাদের মোট ভরের কোন পরিবর্তন হয় না এটিই ভরের নিত্যতা সূত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের পর মানুষ জানল ভরের নিত্যতার সূত্রটি ত্রুটিযুক্ত। ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম ২৩৯ নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়াসের বিভাজনে মোট ভর সামান্য কিছু কমে যায়। হারিয়ে যাওয়া সে সামান্য ভরই বিস্ফোরণের সময় বিপুল শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পদার্থ যে, শক্তিরূপে রূপান্তরিত হতে পারে তা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকবাদে। কোন পদার্থের শক্তি পদার্থটির মোট ভর ও আলোর গতিবেগের বর্গের গুনফলের সমান ($E=MC^2$)। অর্থাৎ এক কেজি পদার্থকে ধ্বংস করলে প্রাপ্ত মোট শক্তির পরিমাণ ৯০ হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন জুল (৯×১০^{১৬})। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, সূর্যে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ লাখ টন হাইড্রোজেন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে। আর তা থেকে বিকিরণ হচ্ছে আলো, তাপ ও তেজশক্রিয়ার মৌল (সৌরবায়ু)। সূর্যের কাছে প্রতিমহূর্তে

www.pathagar.com

৪০ লাখ টন হারান অতিশয় নগণ্য ব্যাপার। সূর্য গত ৫০০ কোটি বছর ধরে তার এ প্রক্রিয়া বা ওজন হারান অব্যাহত রেখেছে এবং বিজ্ঞানীরা বলেন, আগামী ৪৫০ কোটি বছর তা অব্যাহত থাকবে। অবশ্য এরপর সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সবকিছুই একসময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। শুধু সে মহাশক্তিধর স্রষ্টা ছাড়া। আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ব্যতীত সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু ধ্বংসের অধীন (কসাস-৮৮)। এখানে শব্দ ব্যবহার হয়েছে ফানা, যার অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।

আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হল, জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে (আম্বিয়া-৩৫)। বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার বর্ণনা স্পষ্ট ও বিস্ময়কর। তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা (আনআম-১০২)। যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর এদের পথ নির্দেশ করেছেন (তাহা-৫০)। সর্বদা তিনি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে সুপ্রতিষ্ঠিত (রহমান-২৯)। প্রতিপালক সকল বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন (হুদ-৫৭)। আকাশমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুই আল্লাহ্ তায়ালার, তিনি সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছেন (নিসা-১২৫)। শেষের আয়াতটিতে আল্লাহ বলতে চান যে, তার নিয়ন্ত্রণ শক্তিই পদার্থের অণুতে বাঁধন সৃষ্টি করে আর রাসায়নিক আসক্তিতে (নিউক্লিয়াসের বলের জন্য) উপযোগী পদার্থ সৃষ্টি করে। বস্তুদের উপযোগ গুণাগুণই, আল্লাহ্ তায়ালার বস্তুকে পরিবেষ্টন করে থাকার স্বাক্ষর। আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ন্ত্রণ শক্তিই এদের মাঝে উপযোগিতা সৃষ্টি করেছে। পদার্থের বিনাশ সম্ভব, তা আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে বলেছেন এবং ১৯৪৫ সালে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ ১৪০২ বছর পূর্বেই আল্লাহ্ সে কথা কুরআনে বলেছেন। যাবতীয় বস্তুই ক্ষয়শীল (আর রহমান-২৬)। আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ব্যতীত সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুই ধ্বংসের অধীন (কাসাস-৮৮)।

বিস্ময়কর ব্ল্যাকহোল ঃ সূরা ওয়াকিয়ার ৭৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (বা শপথ ব্ল্যাকহোলের)। প্রাচীনকালে আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'মাওয়াকিয়া' অর্থ করা হয়েছে অস্তাচল। অথচ মহা জাগতিকভাবে অস্তাচল বলে কিছু নেই। আরবী অভিধানে মাওয়াকিয়ার অর্থগুলো হল, ধ্বংস হওয়া, ধ্বংসের টানে পতিত হওয়া, বিস্ফোরিত হওয়া। আরবী অভিধানে ওয়াকিয়ার অর্থ কখনই অস্তাচল বা অস্তগমন করা হয়নি। অতএব আয়াতের অর্থ হবে শপথ সে পতন স্থানের যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এবার বিজ্ঞানের কাছে যাওয়া যাক। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান তার জ্ঞানে শুধুমাত্র ব্ল্যাকহোলকেই চিহ্নিত করতে পেরেছে, যেখানে নক্ষত্রসমূহ পতিত হয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব আমরা যাকে ব্ল্যাকহোল বলে থাকি, সে জ্ঞানটি সম্পর্কে

www.pathagar.com

আল কুরআনের প্রভু অবগত রয়েছেন এবং তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শপথ বাক্যে মানুষকে তা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা ওয়াকিয়ার ৭৫ নম্বর আয়াতে। কি বিস্ময়কর, বিজ্ঞানময় এ কুরআন। ব্ল্যাক হোলের নামকরণই বলে যে, এর অভিকর্ষ টানের তীব্রতা এতই প্রকট যে, ব্ল্যাকহোল হতে কোন তথ্যই প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। আলোকরশ্মিকেও (ফোটনকে) ব্ল্যাকহোল শোষণ করে নেয়। কোন আলোকরশ্মি, ব্ল্যাকহোল (মৃত্যুকূপ) হতে বের হতে পারে না অর্থাৎ ব্ল্যাকহোলের কোন তথ্যই মানুষ জানতে পারবে না। অতএব ব্ল্যাকহোলের ভিতর কি আছে তা রহস্যবৃত্তই থেকে যাবে। ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে বিজ্ঞান যতটুকু জেনেছে তার বিবরণ এরূপ ঃ কোন নক্ষত্রের ভর যখন সূর্যের ১০ গুন হয় তবে সে নক্ষত্র তার বিবর্তনের এক পর্যায়ে একটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হতে পারে। এ ধরনের নক্ষত্র সাধারণত অতি দ্রুত তার জ্বালানি নিঃশেষ করে ফেলে। এ ধরনের নক্ষত্রের ভিতর প্রথমে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে, পরে হিলিয়াম কার্বন ও অক্সিজেনে পরিণত হওয়ার পর, নক্ষত্রের ভিতর ভয়াবহ জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয় এবং বহির্মুখী চাপ কমে যায়। ফলে অভিকর্ষ বলের প্রাধান্য সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরীণ বহির্মুখী চাপ কমার ফলে, অভিকর্ষণ বল মারাত্মক আকার ধারণ করে। শুরু হয় মহা সংকোচন প্রক্রিয়া। এক পর্যায়ে অতি মহাসংকোচনের ফলে কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় মহা বিস্তার তাপমাত্রা। এভাবে নক্ষত্রের ভিতর নানারকম মৌলের সৃষ্টি হয় এবং লক্ষ লক্ষ বছর পর নক্ষত্র শিথিতে লৌহ মৌল সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে অভিকর্ষ বলের মহা সংকোচনের বিপরীতমুখী কোন কার্যক্ষম অভ্যন্তরীণ বলই থাকে না, যা নক্ষত্রের দেহকে অভিকর্ষের ধ্বংসাত্মক চাপ হতে রক্ষা করতে সমর্থ। অভিকর্ষ সংকোচনের ফলে তখন শুরু হয় এক অচিন্তনীয় ধ্বংসলীলা। বাহিরের অংশ কেন্দ্রের দিকে তীব্র ভরবেগে প্রচণ্ডভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। শিথিতে লৌহমৌল থাকার কারণে নক্ষত্রকেন্দ্রে চাপ হয় বিপুল ও ভয়াবহ। সেখানে তৈরী হয় সর্বভোজী মৃত্যুকূপ। বাইরের স্তরসমূহ তীব্র বেগে ধাপিত হয় কূপের দিকে। পদার্থের ধ্বংস পতন এত তীব্রভাবে হয় যে, অভিকর্ষ বলের চাপ ও তাপমাত্র হয় কল্পনাতীতভাবে বেশী। অতি তাপে হয় মহাবিস্ফোরণ। মহাবিস্ফোরণে নক্ষত্রের অংশ টুকরো হয়ে মহা শূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে যায়। থেকে যায় অতিশয় ঘনত্ব ও অস্বাভাবিক গুণাগুণসম্পন্ন ছোট নক্ষত্র শিথিটি। এটা পরিণত হয় নিউটন স্টার বা পালসারে অথবা মহাজাগতিক কোন দৃশ্যমান বস্তুতে পরিণত না হয়ে শিথির অবশিষ্টাংশ বিস্ফোরণের অতিশয় চাপজনিত মহাসংকোচনের ফলে অস্তিত্বের বাইরে চলে যায়। এ মহাসংকোচন বিন্দুতেই সৃষ্টি হয় একটি ব্ল্যাকহোল

www.pathagar.com

(সূত্র ঃ Hamlyn Encyclopedia of Space)। ব্ল্যাকহোল হওয়ার জরুরি শর্ত হল, এর মুক্তিগতি কমপক্ষে আলোর গতির সমান হতে হবে। অকল্পনীয় ঘনত্বের এ ব্ল্যাকহোলে বস্তু পতনের সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে যাবে। পৃথিবীর মত একটি বস্তু ব্ল্যাকহোলে পতিত হলে এর ব্যাসার্ধ হবে এক সেন্টিমিটার। একটি বড় ব্লাকহোলের আয়তন আমাদের সৌরজগতের সমান হতে পারে। যার পদার্থ ভক্ষণ করার (ধারণ করার) ক্ষমতা একশত লক্ষ কোটি সূর্যের ভরের সমান (সূত্র ঃ The Cambridge Atlas of Astronomy)। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার কোন সাদৃশ্য সৃষ্টি কর না (নাহল-৭৪)। করলে পরিণামে নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে (নাহল-২২)। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কখনও কোন অসংগতি দেখতে পাবে না। তোমরা সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেখ, তেমন কিছু দেখতে পাও কি? অতঃপর আবার তোমার দৃষ্টিকে নিক্ষিপ্ত কর এবং আবারও। তোমার দৃষ্টি তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে আহত ব্যথিত, লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হয়ে (মুলক-৩)।

বিস্ময়কর অদৃশ্য আলোকরশ্মি ঃ বর্তমান বিজ্ঞান বলছে, ৯৯% এর বেশী আলোক রশ্মিই অদৃশ্য। এর সাথে রয়েছে অদৃশ্য পদার্থ। যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ তাদের অস্তিত্ব ও অবস্থানের সত্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা দৃশ্য জগতের সীমানা জানি না। আবার তা অদৃশ্য জগতের তুলনায় সসীম। সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সবকিছুই সম্প্রসারিত হচ্ছে। যখন কোন গ্যালাক্সির গতিবেগ ১৮৬০০০ মাইল /সেকেণ্ড হয়ে যায় (আলোর গতিবেগের সমান), তাকে আমরা আর দেখতে পারি না। দৃশ্যমান বিশ্বের সর্বশেষ সীমানা ১১ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের পর প্রতিটি গ্যালাক্সিই আলোর গতিতে অনন্ত মহাবিশ্বে হারিয়ে যায় বা অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষের মনে উদিত অতিশয় অস্বাভাবিক চিন্তাগুলো যা সৃষ্টির বিষয়ে পথ দেখায়, তা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমেই হয়। আল্লাহ্ বলেন, আত্মার শপথ ও তার ত্রুটিবিহীনতার (শামস-৭)। এবং উহার শুভ ও অশুভ চিন্তা করার সামর্থ্যের (শামস-৮)। এতএব বৈজ্ঞানিক মানুষিকতা হল স্রষ্টারই নির্দেশ এবং তা হল, আল্লাহ্ তায়ালার রহমত।

বিস্ময়কর মহাজাগতিক তার ঃ বর্তমান বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাজগতের সংগঠন মূলত মহাজাগতিক তার (Cosmic String) নামক বিস্ময়কর বস্তুর প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল। এ তারগুলো অতিশয় সূক্ষ্ম ও দৈর্ঘ্যে কয়েক লক্ষ আলোক বৎসরের সমান। এদের আকার বিভিন্ন ধরনের। এদের পদার্থ ভর অকল্পনীয়, অচিন্তনীয় ও বিশাল। এরা আলোর গতিতে চলে। এসব তারের ব্যাস হল $১০^{-৩০}$ (১ কে ১০০ কোটি কোটি কোটি কোটি দিয়ে ভাগ করলে যা হয়) অথচ এত সূক্ষ্ম তারটির

www.pathagar.com

কয়েক কিলোমিটারের ভর পৃথিবীর ভরের চেয়ে বেশী। এ তার এত সূক্ষ্ম যে, একটি পরমাণুর ভিতর এ তারকে স্থাপন করলে, মনে হবে পরমাণুটি সৌরজগৎ আর তারটি একটি ভাইরাস। আদিম মহাবিস্ফোরণের (বিগ ব্যাঙ) সময় এ তার গুলোর মাঝে সঞ্চিত হয়েছিল অকল্পনীয় অভিকর্ষ বল। প্রায় ১০০০ কোটি বছর পূর্বে এ আদি বিস্ফোরণে যে অকল্পনীয় শক্তি সৃষ্টি হয়েছিল, মহাজাগতিক তার সে শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও বহন করে চলছে। ১৯৮৫ সালে বিজ্ঞানীরা জানান যে, মহাজাগতিক তারের ঘনত্ব ব্ল্যাক হোলের চেয়েও বেশী। যার গাণিতিক মান হল $১০^{২৭}$ গ্রাম/সিসি। আল্লাহ্ সূরা যারিয়াতের ৭ নম্বর আয়াতে বলেন, শপথ সে আকাশ অঞ্চলের যা হুবুক এর মধ্যে ধারণকৃত। হুবুকের আরবী শাব্দিক অর্থ হল ঃ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বুনন সৃষ্টি করা, একত্রে সংলগ্ন করে ঘন ও সুদৃঢ় করা, সুতা বা রশিকে পাক দেয়া, আটক করা ও সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করা। অতএব হুবুকের ভাবার্ত হল মহাজাগতিক তার বা Cosmic String এর অনুরূপ। আরেকটি আয়াতের দিকে খেয়াল করি। আল্লাহ উর্ধ্বাদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন অবলম্বন ব্যতীত (রাদ-২ অথবা লুকমান-১০)। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিগাইরী ইমাদ অর্থাৎ খুঁটিবিহীন। গাইর শব্দের পূর্বে বি যুক্ত হলে এর আরও একটি অর্থ দাঁড়ায় অতিসূক্ষ্ম বা হ্রাসপ্রাপ্ত আকারযুক্ত। এভাবে বর্ণিত আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ উর্ধ্বাদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন অতিসূক্ষ্ম তার বা Cosmic String এর মাধ্যমে (রাদ-২, বা লুকমান-১০)। অতএব মহাজাগতিক তার নিজেই অদৃশ্য, যা মহাবিশ্বের সৃষ্টির মৌলিক কৃতিত্বের দাবীদার। যা অদৃশ্যে থেকে মহান প্রভুর অস্তিত্বের দাবীকে সুদৃঢ় করেছে। জানিয়ে দাও, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালারই। যারা আল্লাহ্র অংশরূপে অপরকে আহ্বান করে, তারা কিসের অনুসরণ করে? তারাতো শুধু অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা শুধু মিথ্যাই বলে (ইউনুস-৬৬)।

বিস্ময়কর মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ঃ এবার মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang Theory) নিয়ে আলোচনা করা যাক। আজ থেকে ১০ হাজার মিলিয়ন (১০০০ কোটি বছর) আগের কথা। তখন কোন বস্তু, শক্তি, সময় বলে কিছু ছিল না। স্রষ্টাবিহীন কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এমন একটা অবস্থার মাঝে অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে ঘটে মহাবিস্ফোরণ। সৃষ্টি হয় বস্তু ও শক্তি এবং শুরু হয় সময়ের চলা। আদি মহাবিশ্ব ছিল অতিক্ষুদ্র। যার ব্যাস ছিল $১০^{-৩৩}$ সে.মি (অথবা $১০^{-২৮}$ কি.মি.) অর্থাৎ একটি পরমাণুর হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। এ

মহাক্ষুদ্র বিন্দুতে মহাবিশ্বের জন্ম হতে সময় লেগেছিল $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড। অর্থাৎ ১ সেকেণ্ডের ১০০ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের ১ ভাগ। জন্মলগ্নে উত্তাপ ছিল $১০^{৩২}$ ক্যালভিন বা ১০ হাজার কোটি কোটি কোটি ক্যালভিন। মহাবিস্ফোরণের পর থেকে শুরু হয় মহাসম্প্রসারণ। ঠিক ক্রমাগত বাতাসে ফুলে ওঠা বেলুনের মত। মহাবিশ্ব তখন থেকে দুর্বার গতিতে অসীমের দিক সম্প্রসারিত হচ্ছে। রূপকথার মত মনে হলেও এটিই বিজ্ঞানের বিস্ময় এবং তত্ত্বগতভাবে নির্ভুল সৃষ্টিতত্ত্ব। এ তত্ত্বটি ১৯৬৫ সালে Black Ground Radiation আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ লাভ করে। এ তত্ত্ব মতে এ কথাটি প্রমাণ হয়েছে যে, শূন্য বা অস্থিত্বহীন হতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং কোন মহাশক্তিশালী ও মহাক্ষমতাবান এটি করেছেন অর্থাৎ বল, তিনিই আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নয়, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয় নাই, তার সমতুল্য কেহ নাই (সূরা ইখলাস-১-৪)। তারা কি কোন স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে বা নিজেরাই তারা নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? (তুর-৩৫)। অথবা তারাই এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? (তুর-৩৬)। তারা কি তাদের সামনে ও পশ্চাতে আকাশে ও পৃথিবীতে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আল্লাহ্ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে (সাবা-৯)।

আল কুরআনের সূরা আরাফের ৫৪, ইউনূসের ৩, হুদের ৭, ফুরকানের ৫৯ এবং কাফের ৩৮ নম্বর আয়াতে মহাবিশ্বের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়টি পর্যায়কালে সৃষ্টি করেন। আল কুরআনের আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত শব্দটি হল ইয়াওম, যার অর্থ হল, সূক্ষ্ম হতে দীর্ঘ পর্যন্ত যে কোন দৈর্ঘ্যের কাল বা পর্যায়, সিত্তাতি আইয়াম বা ছয় দিবস মূলত ছয়টি পর্যায়কালের ধারণাকে নির্দেশ করে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, ইয়াওম শুধু কাল নয় বরং এ কাল বা পর্যায়টি অতি ক্ষুদ্রও হতে পারে আবার অতি দীর্ঘও হতে পারে। আরবীতে ইয়াওম মানে পর্যায়কাল, দিবস নয়। এবার মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর্যায়কালগুলোকে বিগ ব্যাঙের সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক :

১ম পর্যায়কাল- Plank Time. সময় $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড। তাপমাত্রা $১০^{৩২}$ ডিগ্রী ক্যালভিন (K)। এ সময়ের অস্তিত্ব অনুমান অসম্ভব। তখন পদার্থ ছিল অতিশয় সরল। ঘটনাটি এক সেকেণ্ডের ১০০ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের

www.pathagar.com

এক ভাগের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ যখন কোন কিছুকে সৃষ্টি করতে চান, তখন বলেন হয়ে যাও, এবং তা হয়ে যায় (আল ইমরান-৪৭)।

২য় পর্যায়কাল– Inflationary Epoch. সময় $১০^{-৩৫}$ হতে $১০^{-৩২}$ সেকেণ্ড। তাপমাত্রা $১০^{২৭}$ ডিগ্রী K। এ পর্যায়ে অতিদ্রুত সম্প্রসারণ শুরু হয়। প্রোটনের চেয়ে কয়েক সহস্র লক্ষ বিলিয়ন ক্ষুদ্র মহাবিশ্ব এ সময়ের মধ্যে কমলা লেবুর সমান আকৃতি ধারণ করে। এ সময় বস্তু, শক্তি এক অস্বাভাবিক ফুটন্ত তরলে একত্রিত ছিল।

৩য় পর্যায়কাল– Formation of Proton & Neutron. সময় $১০^{-৬}$ সেকেণ্ড। তাপমাত্রা $১০^{১৩}$ ডিগ্রী K। সৌর জগতের সমান মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়। দুর্বল বল, সবল বল হতে আলাদা হয়ে যায়। প্রোটন ও নিউটন তৈরী হয়।

৪র্থ পর্যায়কাল– Formation of Proton & Nuclius. সময় ৩ মিনিট। প্রোটন ও নিউট্রন মিলে বস্তুর নিউক্লিয়াস গঠন করে। তাপমাত্রা $১০^{৯}$ ডিগ্রী K।

৫ম পর্যায়কাল– Formation of Matter & Separation of Radiation. সময় $১০^{৫}$ বৎসর। তাপমাত্রা ৩০০০ ডিগ্রী K। নিউক্লিয়াসের চার পাশে ইলেক্ট্রন এসে বৃত্ত রচনা করে। পদার্থের মৌলিক কণিকা তৈরী হয়। আলো মুক্তভাবে চলা শুরু করে। বিকিরণ শক্তি পদার্থ থেকে পৃথক হয়ে যায়।

৬ষ্ঠ পর্যায়কাল– Familiar Universe. $১০^{৯}$ বৎসর সময়। তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রী K। পদার্থ, অভিকর্ষ, গ্যালাক্সি, সুপার গ্যালাক্সি, কোয়াসার, ব্ল্যাকহোল, নক্ষত্র, গ্রহ, জীবন সৃষ্টি ও জীবন বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়। আকার ২০ বিলিয়ন আলোক বৎসরের সমান হয়। আমরা এ সময়ের অধিবাসী। (বিঃ দ্রঃ বিজ্ঞানীরা অনেক সময় ৪টি পর্যায়কাল বলেন। সেক্ষেত্রে প্রথম তিনটি পর্যায় একত্রিত হয়ে একটি পর্যায়কাল হবে। তখন ৬টি পর্যায়কাল হবে ৪টি। বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের কোন বিভেদ নেই।)

আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়টি পর্যায়কালে সৃষ্টি করেছেন। (আরাফ-৫৪, ইউনুস-৩, হুদ-৭, কুরআন-৫৯, কাফ-৩৮)। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী পরস্পর সংযুক্ত ছিল, একটি একক গলিত বস্তুপিণ্ডের মত। অতঃপর আমি তাকে পৃথক করে দিয়েছি (আম্বিয়া-৩০)। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীর দিকে লক্ষ্য করলেন, তখন তা ছিল শুধুই ধোঁয়া; তোমরা উভয়ে আস স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। আমরা আসলাম অনুগত হয়ে (হা-

www.pathagar.com

মিম-আস সাজদাহ-১১)। অতএব দেখা গেল পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির অনেক পরে। আল কুরআনের বিবরণের সাথে বিজ্ঞানের বিবরণ পুরোপুরি এক ও অভিন্ন। কোন অসংগতি নেই কোথাও। ওহে মানুষ, কোন বস্তু তোমাকে তোমার রব হতে মোহান্ধ করে রেখেছে? (ইনফিতার-৬)।

স্মরণ কর তোমার প্রভু বা প্রতিপালকের অনুগ্রহ, তোমাদের প্রতি। আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন স্রষ্টা আছে কি যে, তোমাদিগকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত যে আর কোন ইলাহ্ নেই। অতএব তোমরা কোন ভ্রান্তির পানে ছুটে চললে? (ফাতির-৩)। এটাই সঠিক দ্বীন, সুতরাং যার ইচ্ছা নিজ পালন কর্তার সকাশে ঠিকানা খুঁজে নিক (নাবা-৩৯)। আল্লাহ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে; তা হল, এ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া, কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয় আর পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি মানুষ তা জানত? (আনকাবুত-৬৪)।

বিগ ব্যাং তত্ত্বে বিজ্ঞানীরা আজ শূন্য সময়ের (Time Zero) কথা বলছেন অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না, এরপর ১০$^{-৪৩}$ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে মহাবিস্ফোরণ ঘটে গেল কথাটি আল কুরআনেও এসেছে। তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দিলেন (আনকাবুত-১৯)। বল, পৃথিবীতে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাও এবং অনুসন্ধান কর? আল্লাহ্ কিভাবে প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? (আনকাবুত-২০)। আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি শক্তি বলে (যারিয়াত-৪৭) আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী (বাকারা-২২৮)। তিনি ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান (রূম-৫৪)। তোমার প্রতিপালক মহাশক্তিমান ও মহাক্ষমতাবান (হূদ-৬৬)।

বিগ ব্যাঙ তত্ত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, মহাবিস্ফোরণের (প্রচণ্ড শক্তির ফলে) পর পরই মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণ শুরু হয়েছে। দু'টি ঘটনা পাশাপাশি হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালাও আল কুরআনে অনুরূপভাবেই বলেছেন, আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি শক্তি বলে; আমি উহাকে সম্প্রসারিত করছি (যারিয়াত-৪৭)। কি বিস্ময়কর ও নির্ভুল সংগতি। আল্লাহ্ বলেন, সে সত্তাই মহাবিশ্ব ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন সঠিক সমতায় (আন আম-৭৩)। আসলেই, আল্লাহ্ তায়ালার বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এটা এক মহা সাফল্য (ইউনুস-৬৪)। কুরআন তোমাদের জ্ঞানচক্ষু হিসেবে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। সুতরাং যে ব্যক্তি দেখতে পেল সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করল (আনআম-১০৪)।

www.pathagar.com

আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। অথচ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই তর্ক প্রিয় (কাহ্ফ-৫৪)। এসব হচ্ছে উপদেশপূর্ণ বিবরণ, অতএব যার ইচ্ছা, সে নিজ পালনকর্তার দিকে পথ গ্রহণ করুক (দাহর-২৯)। কুরআনকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সংরক্ষণ করবেন এবং এর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, এটা মহা সম্মানিত কুরআন (বুরূজ-২১)। লওহে মাহফুযে সুরক্ষিত (বুরূজ-২২)। আল কুরআন কোন জ্যোতিষীর উক্তি নয় যদি তোমরা বুঝে থাক (হাক্কা-৪২)। বরং উহা জগৎসমূহের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ (হাক্কা-৪৩)। যদি মুহাম্মদ আমার উপর কোনরূপ বানিয়ে বলত; আমি তার দক্ষিণ হস্ত কব্জা করতাম; অতঃপর তার জীবনী শিরাটি কর্তন করে দিতাম (হাক্ক-৪৪-৪৬)। কুরআন তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য এক মহাসম্মানের বিষয়, তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (যুখরুফ-৪৪)।

আল কুরআনের সূরা আর রহমানের সাত নম্বর আয়াতের অর্থ হল, তিনি (আল্লাহ) আকাশকে করেছেন সমুন্নত (সম্প্রসারণশীল) এবং স্থাপন করেছেন মীযান (বা মাপযন্ত্র বা মানদণ্ড)। সাম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে নিজেকে কেন্দ্রে অবস্থিত মনে হবে। যদি এমন একজন যোগ্যতা সম্পন্ন দর্শক পাওয়া যেত যার দৃষ্টি টেলিস্কোপ ও স্পেকস্ট্রস্কোপ; যন্ত্রদ্বয়ের গুণসম্পন্ন। তিনি দেখতে পেতেন যে, পৃথিবী হতে গ্যালাক্সিরা কেবল দূরে সরে যাচ্ছে। যে গ্যালাক্সির যত বেশী দূরত্ব তার সরে যাবার গতিও তত বেশী। আবার আকাশের বস্তু যত দূরেই হোক; দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য; মহাবিশ্বের সর্বত্রই মাপ ব্যবস্থা বা মীযান সংযুক্ত হয়েই আছে। এমনকি প্রতিটি গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহের এই যে ভেসে বেড়ানো। প্রতিক্ষণ প্রতিটি বিন্দুতে অবস্থানের সময় বলে যাচ্ছে কি তাদের গতি? কি তাদের দূরত্ব? কি পদার্থে তাদের গঠন? কত তাদের উত্তাপ? কি তাদের বৈশিষ্ট্য? কোথায় তাদের অবস্থান? কি তাদের আকার ও আকৃতি? যাবতীয় ইতিহাস ও ভূতভবিষ্যৎ। একটি মাত্র আয়াত এবং একটি মাত্র শব্দ দিয়ে (মীযান) আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এতকিছুর ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যি বিস্ময়কর। অতএব হে জ্ঞানী সমাজ! আল্লাহ্কে ভয় করে চল। যাতে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পার (মায়িদা-১০০)। যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না (নাহ্ল-১০৪)।

www.pathagar.com

আরেকটি বিজ্ঞানময় আয়াতের উল্লেখ করছি: তুমি কি লক্ষ্য কর না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন, তিনি চাইলে তাকে নিশ্চল রাখতে পারতেন। অনন্তর আমি সূর্যকে করছি এর নির্দেশক (ফুরকান-৪৫)। এ আয়াতে কত ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত রয়ে গেছে? পৃথিবীর জীবনালো নির্বাপণের মহাদুর্যোগময় দুসংবাদ, গোপনে আমাদের একটি আতঙ্কের কথা বলে; সাবধান, আসন্ন ঘটনা আগত পায় (নাজম-৫৭)। মহাপ্রলয় তো হঠাৎই উপস্থিত হবে (আনআম-৩১)। গবেষণায় এসেছে, পৃথিবীর মহাঘটনা বা ধ্বংস শেষ পর্যন্ত একটি সূর্য গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ঘটনাতে সম্ভবত: সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ এসে পূর্ণ ছায়াপাত করবে। সৃষ্টি হবে এক ত্রয়ী-বিন্দু শক্তি লাইন (সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী)। আকাশ হতে নেমে আসবে এক ধ্বংসের আগন্তুক। এক অতি উজ্জ্বল কাওকাব (নাজমুস সাকিবুন) ধ্বংস করবে পৃথিবীকে। সে সময় পৃথিবী কেবল একটি নিশ্চল ছায়ার শিকার হবে। সূর্য হবে যার নির্দেশক। এ নিশ্চল ছায়াটিই ডেকে আনবে ভয়ঙ্কর অন্ধকারময়তা। ত্রয়ী-বিন্দু শক্তি লাইন সৃষ্টি করবে মহাবিপদ। সূর্য ও ছায়া হবে পৃথিবীবাসীর মহাধ্বংস বা কিয়ামতের নির্দেশক। হুবহু যেন ঐ আয়াতের (ফুরকান-৪৫) পূর্ণ ব্যাখ্যা। এমনকি আল্লাহ্ এ ছায়া দিয়ে পৃথিবীর অবস্থান ও গতি, সূর্যের গতি ও গন্তব্য, আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, পৃথিবী ও সূর্যের সম্পর্ক, রুবুবিয়াতের বিস্ময়কর প্রতিপালন, পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার তথ্য (যার পরিধি ৪০,০০০ কি.মি.), কিয়ামতের আলামতসহ নানারকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন। সত্যিই অভিভূত হতে হয় আমাদের। আল্লাহ্ বলেন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন (আনকাবুত-২০)। জিয়োসেন্ট্রিক বা হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্ব যেখানে কেবল মাত্র সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে আল কুরআনের ছায়াতত্ত্ব সূর্য-পৃথিবীর সর্বপ্রকার অবস্থানের সঠিক ব্যাখ্যাসহ কিয়ামত এবং রুবুবিয়াতের উভয় দৃশ্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে। আল্লাহ্ বলেন, যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নাই- তারা তা অস্বীকার এবং রুবুবিয়াতের উভয় দৃশ্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে। আল্লাহ্ বলেন, যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নাই তারা তা অস্বীকার করে (ইউসুফ-৩৯)। যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় ও বিনীতভাবে উপস্থিত হয়। তাদের বলা হবে শান্তির সাথে (বেহেস্ত) উহাতে প্রবেশ কর। এটা তো অনন্ত জীবনের দিন (কাফ-৩৩-৩৪)।

www.pathagar.com

প্রবাবিলিটি থিওরী ও বিস্ময়কর কুরআন ঃ প্রবাবিলিটি থিওরীতে আল কুরআনের বিচার করলে কি দেখা যায়? কুরআনে উল্লিখিত এক হাজারের বেশী আয়াতে বিজ্ঞানের যেসব বিবরণ দেয়া হয়েছে, সবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যারা বলেন, অনুমানে কুরআনে অনেক কিছু বলা হয়েছে; তাদের কথাকে সত্য ধরে নিয়ে প্রবাবিলিটি থিওরীতে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাদের কথার সত্যতা ১ এর পর এক কোটি শূন্য দিলে, যে ভয়াবহ সংখ্যা হবে; তার এক ভাগও (অনেক বেশী করে বললেও) সত্য নয়। গণিত বলে, কোন কিছুর সত্যতা যদি ১০-৫০ হয়; যার অর্থ হল শূন্য অর্থাৎ কথাটি মিথ্যা। আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব এবং আল কুরআন নিয়ে বানিয়ে কথা বলা; এসব এখন আর বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিকভাবে ধোপে টিকে না। ইসলাম ধর্ম, আল কুরআন এবং মহান সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ এখন কোয়াসারের (সূর্যের থেকে ১০ হাজার বিলিয়ন গুন বেশী) চেয়েও উজ্জ্বল এবং বৈজ্ঞানিকভাবে স্বতঃসিদ্ধ। আল্লাহ্ বলেন, আসমান ও জমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন (আল ইমরান-১৯০)। পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ স্পষ্টতই এর ঐশ্বরিক উদ্ভবের কথা প্রমাণ করে। ১৪০২ বছর পূর্বে এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংবলিত কোনো গ্রন্থ, রচনা তো দূরের কথা, কারো পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না। কুরআন কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। বরং এটা হল নিদর্শনসমূহের একটি গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষেই কুরআন হল বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্ তায়ালার এক অনুপম বাণী ও বার্তা। আল কুরআনে "তারা প্রশ্ন করে" কথাটি এসেছে ৩৩২ বার। এর উত্তরে কুল বা "বলে দিন বা বল" কথাটি এসেছে ৩৩২ বার। এভাবে আল কুরআন মানুষের সকল ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। এরপরও অনেক মানুষ রয়েছে এবং থাকবে, যারা শত সহস্র নিদর্শন দেখার পরও সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে। তাদের উদ্দেশেই আল্লাহ্ বলেন, বধির, বোবা, অন্ধ যারা, তারা (সত্যপথে) ফিরে আসবে না (বাকারা-১৮)। স্বয়ং স্রষ্টা ব্যতীত আর কে উত্তম পথ প্রদর্শন করতে পারে? মানুষ বুঝতে পারুক আর নাই পারুক (কেউ যদি বুঝতে না চায় বা বুঝার চেষ্টা না করে) আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম তথা আল কুরআনের প্রদর্শিত পথই হল উৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ। আর কোন বিকল্প পথ নেই। আল্লাহ্ আমাদের বুঝার তৌফিক দিন। চলুন আমরা বলি, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমার ক্ষমা চাই; আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট (বাকারা-২৮৫)। হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও কর না। হে আমাদের প্রতিপালক,

www.pathagar.com

আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছো, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ কর না। হে আমাদের প্রতিপালক এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ কর না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদের ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক। সুতরাং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর (বাকারা-২৮৬)।

আল্লাহ্ তায়ালার দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান এবং সফল মানুষ হল তারা, যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র; তুমি আমাদেরকে দোযখের শাস্তি হতে রক্ষা কর (আল ইমরান-১৯১)। চলুন, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি, তার শিখিয়ে দেয়া শ্রেষ্ঠ প্রার্থনার মাধ্যমে। সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালারই। যিনি দয়াময় পরম দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর। তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট (সূরা ফাতিহা ১-৭)।

www.pathagar.com

স্রষ্টার বাণীর মহাবিস্ময়

শপথ জ্ঞানগর্ভ আল কুরআনের (ইয়াসীন-২) যা অবতীর্ণ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে (যুমার-০১)। পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র এর সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ তায়ালা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় (সূরা লুকমান-২৭)। বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবুও আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, যদিও অনুরূপ আরো অন্যান্য সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনা হয় (কাহফ-১০৯)। বল এ কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে যদি মানবকুল ও জ্বীন জাতি সমবেত হয় পরস্পরের সহযোগিতায়; তবুও তারা এটা সম্ভব করতে পারবে না (বনী ইসরাইল-৮৮)।

আজ থেকে প্রায় ১৪০২ বছর পূর্বে আরব মরুর বুকে একজন অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের (বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও প্রভু আলাহ্ রাব্বুল আলামীন। মহান প্রভু কুরআন অবতীর্ণ করেই সারা বিশ্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছেন। তার মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন। তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে প্রগাঢ় চিন্তা করে না? (মুহাম্মদ-২৪)।

এটা কোন জ্যোতিষীর উক্তি নয়। যদি তোমরা বুঝে থাক (হাক্কা-৪২)। বরং এটা সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ (হাক্কা-৪৩)। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এ কুরআনের কোন ত্রুটি নাই; তারা যেন সংযত হয় (কুরআন নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ থেকে) (যুমার-২৮)। সংখ্যাতত্ত্বের এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন হচ্ছে এই আল কুরআন। এতে সংখ্যাতত্ত্বের উপর যে নিপুণতার বিশেষণ রয়েছে তা যে কোন মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এ পবিত্র কুরআনে রয়েছে অনন্য এক সংখ্যা "১৯" এর অদ্ভুত বুনন। সূরা মুদদাচ্ছিরের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ "এটার উপর উনিশ" অত্যন্ত চমকপ্রদ এই আয়াত। এই আয়াতের বিশ্লেষণ করলে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয় সংখ্যাতত্ত্বের এক অদ্ভুত নিদর্শন। যেমন, পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম সূরাটি ছিল সূরা আলাক। এটি পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৯৬ নম্বর সূরা। ১১৪ থেকে পিছন দিকে গুনলেও এ সূরা হয় ১৯ নম্বর। এ সূরার আয়াতের

www.pathagar.com

সংখ্যা ১৯। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে সর্বপ্রথম হাজির হয়েছিলেন সূরা আলাক এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে। দ্বিতীয়বার তিনি হাজির হয়েছিলেন সূরা ক্বলম এর প্রথম চারটি আয়াত নিয়ে। তৃতীয় সাক্ষাতে তিনি হাজির হয়েছিলেন সূরা মুযযাম্মিল এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে। চতুর্থবার তিনি হাজির হয়েছিলেন সূরা মুদদাচ্ছির এর প্রথম ৩০টি আয়াত নিয়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, তৃতীয় বার যখন আল্লাহ্ তায়ালা সূরা মুযযাম্মিল এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল করেন তখন তিনি পঞ্চম আয়াতটিতে বলেছিলেন : "অবশ্যই আমি আপনার প্রতি অচিরেই এক গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করছি।" চতুর্থবার সূরা মুদদাচ্ছির এর ৩০টি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। সূরা মুদদাচ্ছির এর সর্বমোট আয়াতের সংখ্যা হচ্ছে ৫৬। কিন্তু চতুর্থ সাক্ষাতে নাযিল হয়েছিলো প্রথম ৩০টি আয়াত। অথচ এই সূরার ৩১ নং আয়াতটি চতুর্থ সাক্ষাতে অবতীর্ণ হলে সুরাটির প্রথম রুকু সম্পূর্ণ হতো। এ ছাড়া বাকি ২৬টি আয়াত নাযিল হলে সূরাটি পুরাপুরি সম্পূর্ণ হতো। অথচ, আল্লাহ তা'আলা তা করেননি। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায় কেন এমন হলো? এ প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে সূরা মুদদাচ্ছির এর ২৪ নং আয়াত থেকে ৩০ নং আয়াতের দিকে নজর দিতে হবে। অবশেষে সে ঘোষণা করল: এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। এ তো নিছক মানুষের কথা। শীঘ্রই আমি তাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবো। আর তোমাকে কী করে বুঝাই যে, দোযখের আগুন কিরূপ? এটা (এমন ভয়ংকর যে) কোন কিছু বাকিও রাখবে না এবং কোন কিছু ছেড়ে দেবে না। এটা মানুষের বর্ণ (চামড়ার চেহারাকে ঝলসিয়ে বা পুড়িয়ে) কালো করে পরিবর্তন করে দেবে। এটার উপর উনিশ। (সূরা মুদদাচ্ছির ২৪-৩০)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে লক্ষণীয় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের শাস্তির বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে ৩০ নং আয়াতে এসে বিস্ময়কর এক সংখ্যার কথা বলেছেন, যেটির প্রথম হচ্ছে ১ এবং শেষটি হচ্ছে ৯। অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ৯ অসীম সংখ্যা শুধুমাত্র হিসাব মিলানোর জন্যই ০ কে যোগ করে সসীম সংখ্যা তৈরি করা হয়। ১ হচ্ছে প্রথম, আদি, একক। ৯ হচ্ছে শেষ, সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ, অনন্ত অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্ তায়ালা এক, একক, আদি, অনন্ত, সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ ও সুমহান। আবার ১৯=১+৯=১০ = ১+০=১ অর্থাৎ ফলাফল এক, একক, অদ্বিতীয়। এখানে আবার আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের বা দোযখীদের শাস্তিকে ১৯ সংখ্যাটির জালে জড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

www.pathagar.com

বাক্যটিতে ১৯টি অক্ষর রয়েছে এবং চারটি শব্দ রয়েছে। শব্দগুলো হচ্ছে : (১) 'ইসম' যার অর্থ হচ্ছে নাম, (২) 'আল্লাহ' যার অর্থ হচ্ছে প্রভু, (৩) 'আর রহমান' যার অর্থ হচ্ছে পরম করুণাময়, (৪) 'আর রহীম' যার অর্থ হচ্ছে অনন্ত দাতা। অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এ শব্দগুলো পবিত্র কুরআনে যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রতিটি সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। লক্ষ্য করুন।

اِسْمِ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১৯ বার, ১৯×১ = ১৯

اللّٰه শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ২৬৯৮ বার, ১৯×১৪২ = ২৬৯৮

اَلرَّحْمٰنِ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৫৭ বার, ১৯×৩ = ৫৭

اَلرَّحِيْمِ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১১৪ বার, ১৯×৬ = ১১৪

আমরা জানি পবিত্র কুরআনে সূরার সংখ্যা ১১৪টি, যা কি না ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য ১৯×৬ = ১১৪। কী অদ্ভুত এ মিল! কী অপূর্ব এ কিতাব! শুধু তাই নয়, বিস্ময়ের এ হচ্ছে শুরু। একটু সতর্কতার সাথে যদি পবিত্র কুরআনের দিকে দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন এর প্রতিটি সূরাই শুরু হয়েছে বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম এর ১৯টি শব্দের বুনন দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৯ নং সূরা তওবার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম ব্যবহার করেননি। এতে সৃষ্টি হয় ১৯ সংখ্যার জটিলতা, কেননা এতে ১১৪ বার বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম এর জায়গায় সূরা তওবার কারণে এর উপস্থিতির সংখ্যা হয়ে যায় ১১৩টি। যা কি না ১৯ সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল অতুলনীয়ভাবে আল্লাহ তা'আলা এ সমস্যাটির সমাধান দিয়েছেন। তিনি তাঁর পবিত্র কুরআনের ২৭ নং সূরা নমল এর ৩০ নং আয়াতে হযরত সোলায়মান আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়কার তাঁর পার্শ্ববর্তী দেশে বসবাসকারী রাণী বিলকিসের কাহিনীর বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম সংযোজিত করে সমগ্র কুরআনে এর ব্যবহার সংখ্যা ১১৪ তে উন্নীত করেছেন এবং ১৯ ফর্মুলার প্রয়োগের চমৎকার সমাধান দিয়েছেন অর্থাৎ ১৯×৬ = ১১৪। অভূতপূর্বভাবে অংকটি মিলিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সূরা নমল এ এর দু'বার ব্যবহারই এ জটিল সমস্যার সমাধান হয়েছে।

পবিত্র কুরআন শরীফে কতগুলো বর্ণ এবং বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত কিছু রহস্যময় শব্দ রয়েছে। এগুলোকে আরবী ভাষায় মুকাত্তাত বলে। এদের সংখ্যা ১৪টি। এ অক্ষরগুলো পবিত্র কুরআনে মোট ২৯টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহৃত এ অক্ষরগুলো হচ্ছে, আলিফ, হা, রা, সীন, সাদ, তোয়া, আইন, কফ, ক্বাফ,

www.pathagar.com

লাম, মীম, নূন, হা, ইয়া। এই ১৪টি বর্ণ সূরাগুলোর শুরুতে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আলীফ লাম মীম, আলীফ লাম রা, হা মীম, তোয়া সীন, ইয়া সিন, তোয়া হা, সাদ, নূন, ক্বাফ, আলীফ লাম রা, হা মীম, তোয়া সীন, আলীফ লাম মীম সাদ, আইন সীন ক্বাফ তোয়া সীন মীম, কাফ হা ইয়া আইন সাদ, আলীফ লাম মীম রা। ১৪টি বর্ণ ১৪টি আঙ্গিকে ২৯টি সূরায় ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ গাণিতিকভাবে যদি এদের হিসাব করি তাহলে দেখা যায় এরাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন : ১৪+১৪+২৯=৫৭। অর্থাৎ ৫৭ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য ১৯×৩=৫৭। ড. রাশীদ মিসরী অত্যন্ত চমৎকারভাবে এ ১৪টি শব্দের সংখ্যাতাত্ত্বিক ফল তার গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যখন কোন একটি সূরা এরকম কোন বিশেষ শব্দের দ্বারা শুরু হয় তখন সে বর্ণ বা বর্ণসমূহ সে সূরাতে যতবার ব্যবহৃত হয় সে সংখ্যাটি পৃথকভাবে সকল সময়েই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

৫০ নম্বর সূরা এবং ৪২ নম্বর সূরাতে ব্যবহৃত বর্ণগুলোতে যথাক্রমে একক অক্ষর ক্বাফ এবং একাধিক অক্ষর সমষ্টি হা-মীম, আইন সীন ক্বাফ এদের মধ্যে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত ক্বাফ এর সংখ্যা ৫৭, যা কিনা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আবার সমষ্টিগতভাবে যোগ করলেও ৫৭+৫৭ = ১১৪। এটাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য ১৯x৬ = ১১৪। এখানে আশ্চর্য হবার মত চমৎকার একটা ঘটনা লুকিয়ে আছে ৫০ নম্বর সূরার ১৩ নম্বর আয়াতে। একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন, দেখবেন এখানে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শব্দের ব্যবহার। اخْوَانُ لُوْطٍ (ইখওয়ানুলুত) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে লুত সম্প্রদায়কে সর্বমোট ১২টি স্থানে উল্লেখ করেছেন এবং শুধুমাত্র ৫০ নম্বর সূরার ১৩ নম্বর আয়াত ব্যতীত সকল স্থানেই তিনি قَوْمُ لُوْطٍ (ক্বওমে লুত) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্যান্য আয়াতের মত ৫০ নম্বর সূরার ১৩ নম্বর আয়াতে যদি তিনি ক্বওমে লুত শব্দটি ব্যবহার করতেন তাহলে সূরা ক্বাফের মোট ব্যবহৃত ক্বাফ এর সংখ্যা হয়ে যেত ৫৮টি, যা কিনা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। সে কারণেই তিনি উক্ত আয়াতে ইখওয়ানুলুত শব্দটি ব্যবহার করে ১টি ক্বাফের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে ১৯ এর ফর্মুলার ব্যবহার সার্থক করে দিয়েছেন। নতুবা ৫০ এবং ৪২ নম্বর সূরায় সম্মিলিত ক্বাফ এর সংখ্যা দাঁড়াত ১১৫টিতে। ১৯ এর বুনন হয়ে যেত নস্যাৎ। ভেঙ্গে যেত অলৌকিক এ সামঞ্জস্য।

পবিত্র কুরআনে সংখ্যাতত্ত্বের আবিষ্কৃত বহু উপমার ভিতরে আরও একটি উল্লেখযোগ্য উপমা লুকিয়ে আছে সূরা আরাফ এর ৬৯ নং আয়াতে। এখানে যে

www.pathagar.com

শব্দটি রয়েছে بَصْطَةً (বাছতাতান) সাধারণত এ শব্দটি লেখা হয় সোয়াদ এর জায়গায় সীন দিয়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২৪৭ নং আয়াতে এ বাছতাতান শব্দটির উল্লেখ বা বানান করেছেন সীন অক্ষরটি দিয়ে بَسْطَةً। কিন্তু সূরা আরাফ এর ৬৯ নং আয়াতে বাছতাতান শব্দটি বানান করতে তিনি সোয়াদ অক্ষরটি ব্যবহার করেছেন। উচ্চারণ সহীর উদ্দেশ্যে সোয়াদ এর উপরে তিনি হযরত জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারফত একটি ছোট সীন অক্ষর লিখবার কথা বলে দিয়েছেন। সূরা আরাফ এর উল্লিখিত শব্দটি যদি সোয়াদ এর পরিবর্তে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সীন দিয়ে লেখা হত তাহলে মুকাত্তাত বিশিষ্ট সূরা আরাফ সুরা মারইয়াম এবং সূরা সাদ এ ব্যবহৃত সোয়াদ এর সংখ্যা ১৫২টির স্থলে হয়ে যেত ১৫১টি। যা কি না ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। সাথে সাথেই ঘটত বিপত্তি। ভেঙ্গে যেত ১৯ এর অলৌকিক বুনন।

সূরা মারইয়াম এর শুরুতে পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট্য মুকাত্তাত রয়েছে। বর্ণগুলো হচ্ছে كهيعص (ক্বাফ হা ইয়া আইন সদ) যার মধ্যে কাফ অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে ১৩৭ বার, হা অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে ১৭৫ বার, ইয়া অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে ৩৪৩ বার, আ'ইন ব্যবহৃত হয়েছে ১১৭ বার এবং সদ ব্যবহৃত হয়েছে ২৬ বার। এদের সম্মিলিত যোগফল হচ্ছে ১৩৭+১৭৫+৩৪৩+১১৭+২৬ = ৭৯৮, যা কিনা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য ১৯×৪২ = ৭৯৮। সূরা আরাফ এর শুরুতে মুকাত্তাত আছে المص (আলীফ লাম মীম সদ)। সমগ্র সূরাতে বর্ণগুলোর ব্যবহৃত সংখ্যার যোগফল হচ্ছে ৫৩২০, যা কিনা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯×২৮০ = ৫৩২০। তেমনিভাবে সূরা রাদ এর প্রথমে ব্যবহৃত মুকাত্তাত হচ্ছে المر (আলীফ লাম মীম রা), সমগ্র সূরাতে এ বর্ণসমূহের ব্যবহৃত সংখ্যার যোগফল হচ্ছে ১৪৮২, যা কিনা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯×৭৮ = ১৪৮২।

সূরা ইউনুস, সূরা হুদ, সূরা ইউসুফ, সূরা ইব্রাহীম এবং সূরা হিজর এর শুরুতে ব্যবহৃত মুকাত্তাত হচ্ছে الر (আলীফ লাম রা)। এদের মধ্যে সূরা ইউনুসে ব্যবহৃত বর্ণ (মুকাত্তাত)সমূহের যোগফল ২৪৮৯ যা কিনা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯×১৩১ = ২৪৮৯। সূরা হুদেও তেমনিভাবে ব্যবহৃত এ বর্ণসমূহের যোগফল ২৪৮৯ এবং এটাও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। সূরা ইউসুফে ব্যবহৃত এ বর্ণসমূহের যোগফল ২৩৭৫। এটাও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯×১২৫ = ২৩৭৫। তেমনিভাবে সূরা ইব্রাহীম এ ব্যবহৃত এসব মুকাত্তাত বা বর্ণসমূহের যোগফল ২৪৮৯ এবং এটাও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। সূরা ইউসুফে ব্যবহৃত এই বর্ণসমূহের যোগফল ২৩৭৫। এটাও ১৯ দিয়ে দিয়ে বিভাজ্য ১৯×১২৫ = ২৩৭৫। তেমনিভাবে সূরা

www.pathagar.com

ইব্রাহীম এ ব্যবহৃত এসব মুকাত্তাত বা বর্ণসমূহের যোগফল ১১৯৭। যা কিনা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯×৬৩ = ১১৯৭। সূরা হিজর এ ব্যবহৃত মুকাত্তাতসমূহের সংখ্যা ৯১২। ১৯×৪৮ = ৯১২, এটাও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। সূরা বাকারা, সূরা আল ইমরান, সূরা আনকাবুত, সুরা রূম, সূরা লুকমান এবং সূরা সাজদা এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত মুকাত্তাত বা বিশিষ্ট বর্ণগুলো হচ্ছে الم (আলীফ লাম মীম)। সূরা বাকারাতে এদের মোট ব্যবহারের সংখ্যা ৯৮৯৯ বার। অর্থাৎ ১৯×৫২১ = ৯৮৯৯। সূরা আল ইমরানে মোট ৫৬৬২ বার। ১৯×২৯৮ = ৫৬৬২। সূরা আনকাবুতে ১৬৭২ বার। ১৯×৮৮ = ১৬৭২। সূরা রূম এ ১২৫৪ বার। ১৯×৬৬ = ১২৫৪। সূরা লুকমান এ ৮১৭ বার। ১৯×৪৩ = ৮১৭ এবং সূরা সাজদাতে মোট ৫৭০ বার অর্থাৎ ১৯×৩০ = ৫৭০।

সূরা আশশূরাতে ব্যবহৃত মুকাত্তাত হচ্ছে عسق (আ'ইন সীন ক্বাফ)। সমগ্র সূরাতে এদের সর্বমোট ব্যবহার হচ্ছে ২০৯। যা কিনা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯×১১ = ২০৯। যুক্ত অক্ষর ছাড়া স্বতন্ত্র কিছু অক্ষর দিয়েও পবিত্র কুরআনে কিছু সূরা শুরু হয়েছে। সূরাগুলো হচ্ছে সূরা মারইয়াম, সূরা ত্বাহা, সূরা শুআরা, সূরা নামল এবং সূরা কাসাস। এসব সূরা শুরুর পূর্বে ব্যবহৃত স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন অক্ষর। এ অক্ষরগুলো হচ্ছে ه (হা) طه (তোয়াহা) طس (তোয়া সীন) طسم (তোয়া সীন মীম) এবং طسم (তোয়া সীন মীম)। এ পাঁচটি সূরার বর্ণিত অক্ষরগুলোর যোগফল হচ্ছে ১৭৬৭ যা কিনা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯×৯৩ = ১৭৬৭। তেমনিভাবে সূরা মু'মিন, সূরা হা-মিম আস সাজদা, সূরা শুরা, যুখরুফ, সূরা দুখান, সূরা জাছিয়া এবং সূরা আহকাফ এর শুরুতে ব্যবহৃত বর্ণ হচ্ছে حم (হা-মীম)। ৭টি সূরাতে এদের সর্বমোট ব্যবহার হচ্ছে ২১৪৭ বার। যা কিনা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯×১১৩ = ২১৪৭। সূরা ইয়াসীন-এর শুরুতে দু'অক্ষর বিশিষ্ট মুকাত্তাত يس (ইয়াসীন) রয়েছে। সমগ্র সূরাটিতে এই দু'টি অক্ষর সর্বমোট ২৮৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। যা কিনা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ১৯×১৫ = ২৮৫। তবে এটা বলে রাখা ভাল যে, (এসব হিসাব এবং গবেষণার পরও বলা উচিত যে) একমাত্রই আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন এসবের আসল রহস্য কী? মানুষ কিছুই জানে না।

অনেক বিধর্মী জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত জনসমক্ষে বলে বেড়ান যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের রচয়িতা। যদিও তারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মহানবী একজন উম্মী বা নিরক্ষর নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে তাদের অপরিণামদর্শী অজ্ঞতাই বোধকরি মূলত এর কারণ। পবিত্র

www.pathagar.com

কুরআনের শুধুমাত্র সংখ্যাতত্ত্বের এ উদাহরণ দেখলেই যে কেউ একবাক্যে স্বীকার করে নেবেন যে, এ পুস্তকের রচয়িতা পৃথিবীর অধিবাসীদের কেউ নয়। শুধু তাই নয় এ পবিত্র গ্রন্থটিতে ১৯ সংখ্যার জটিল বুননকে যেভাবে এঁটে দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে সমপরিমাণ শব্দে, সমবাক্য সংখ্যায় সমসংখ্যক অক্ষরে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের একটি গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন পড়বে ৬.২৬×১০^{২৬} বছর। তাও কিনা একটি মানুষ যদি অতটুকু পরিমাণগত কাজ প্রতিদিন অবিরামভাবে করবার ক্ষমতা রাখেন। পরিমাপটুকু কেবল তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ গবেষণাটি হয়েছে খোদ মার্কিন বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কম্পিউটারে এবং তা হয়েছে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। উল্লিখিত সেপটিলিয়ন সংখ্যাটির মান আমাদের কল্পনারও অনেক বাইরে। সংখ্যাগতভাবে এর পরিমাপ ৬২৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০ অর্থাৎ ৬২৬ এর পরে ২৪টি শূন্য। আমরা জানি পৃথিবীর বয়স মাত্র ৪৫০,০০০০০০০ (৪৫০ কোটি বছর) বর্তমান বিশ্বের ৭৫০ কোটি মানুষ যদি ৪৫০ কোটি বছর ধরে আল কুরআনের অনুরূপ একখানি গ্রন্থ লেখার চেষ্টা করে, তাহলে দেখা যায় যে, মানব জাতির এ মহাসম্মেলন প্রসূত কাজের অগ্রগতির মান হবে $৪৫০,০০০০০০\times৭৫০০,০০০০০০ = ২৩৭.৫\times১০^{১৭}$ কর্মবছর। যা সেপটিলিয়ন সংখ্যাটির একশ কোটিভাগের মাত্র ৩৮ ভাগের সমান। অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার সমান মানুষ যদি পবিত্র কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য কাজ করতে থাকতো তবে ৪৫০ কোটি বছর বয়সে আজকের দিন পর্যন্ত যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হত, তার পরিমাণ হতো সমস্ত প্রকল্পটির মোট কাজকে একশ কোটি ভাগ করে তা থেকে মাত্র ৩৮ ভাগ নিলে যতটুকু পরিমাণ হয় ততটুকু (.০০০০০০৩৮)।

বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কম্পিউটার এর গবেষণালব্ধ এ ফলের দিকে এক নজর তাকালে সহজেই বোঝা যায় যে, এ পবিত্র পুস্তকখানি মানুষের রচনা নয় এবং মানুষের দ্বারা এটা রচনা করা সম্ভবপরও নয়। তাই তো আল্লাহ তা'আলা সূরা বনী ইসরাইলের এর ৮৮নং আয়াতে সে কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েছেন : "আপনি বলে দিন, যদি সকল মানুষ ও জ্বিন এ উদ্দেশ্যে সমবেত হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করে আনবে এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয় তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ গ্রন্থ আনতে পারবে না।" অনুরূপভাবে সূরা কাহফ এর ১০৯ নং আয়াতে আল্লাহ আরও ঘোষণা করেছেন, "বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লেখার জন্য সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

যদিও অনুরূপ আরো অন্যান্য সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনয়ন করা হয়।" আল্লাহ্ রচিত কুরআনের বিজ্ঞানময়তা, শৈল্পিকতা, ছন্দময়তা, ভাষা শৈলিতা, জ্ঞানময়তা, বিশালতা, বিচক্ষণতা, শ্রেষ্ঠত্বের কথা কোন মানব মস্তিষ্কের পক্ষে অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করা পুরাপুরি সম্ভব নয় এবং তা করার জন্যও চাই মহান প্রভুর বিশেষ দয়া। আল্লাহ্ বলেন, তারা সতর্কতার সাথে কুরআনকে অনুধাবন করে না? আর যদি এটা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উৎস হতে অবতীর্ণ হত, তবে অবশ্যই এতে বহু অসামঞ্জস্য ও অসংগতি থাকত (নিসা-৮২)। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না সম্মুখ হতে কিংবা পশ্চাৎ হতে। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাসহ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হতে অবতীর্ণ (হা-মীম আস সিজদা-৪২)। আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এর নিরাপত্তা বিধায়ক (হিজর-০৯)। এটা এমন এক গ্রন্থ, যার নিদর্শনগুলো সুদৃঢ় করা হয়েছে, অতঃপর পরিষ্কারভাবে সহজ করে বর্ণনা করা হয়েছে এক সর্বজ্ঞানময় তত্ত্বজ্ঞের পক্ষ হতে (হূদ-০১)। পৃথিবীতে অনুরূপ কোন দ্বিতীয় গ্রন্থ নেই, হতে পারে না কোন দিনও। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালার বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এটা এক মহাসাফল্য (ইউনুস -৩৪)।

www.pathagar.com

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের মহাবিস্ময়

বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বনবী

স্বামী বিবেকানন্দ, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈশ্বর প্রেরিত অবতার (Prophet) হিসেবেই চিহ্নিত করে উচ্চ মর্যাদার আসন দেন। এবং বলেন, "কৃষ্ণের প্রাচীন বাণী, বুদ্ধ, খ্রিষ্ট ও মোহাম্মদ (সা.) এই তিন মহাপুরুষের বাণীর সমন্বয়। খ্রিষ্টানরা যীশুর নামে রাজনীতি এবং পারসিকরা দ্বৈতভাবে প্রচার করছে দেখে মোহাম্মদ (সা.) বললেন, আমাদের ঈশ্বর এক। যা কিছু আছে, সব কিছুরই প্রভু তিনি। ঈশ্বরের সাথে অন্য কারও তুলনা হয় না। বাস্তবে এটাই হচ্ছে সকল ধর্মের মূলকথা।" বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল বলেন, "মোহাম্মদকে মনে হয়েছিল প্রমাণ হয়ে জ্বলে উঠেছে দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত"। বিখ্যাত পণ্ডিত মাইকেল এইচ হার্ট তার সাড়া জাগানো 'দি হান্ড্রেড' নামক গ্রন্থে বিশ্বনবী (সা.) কে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে প্রথম স্থানে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। এনসাইক্লোপডিয়া ব্রিটানিকায় লেখা আছে, পৃথিবীর ধর্মনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছেন হযরত মোহাম্মদ (সা.)।"

জন ডেভেনপোর্ট বলেন, "কোন ধর্মনেতা বা বিজয়ীর জীবনই বিস্তৃতি ও ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের তুলনা হতে পারে না।" বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত ধর্মগ্রন্থ কোরআন চৌদ্দশ-বছর পরও অবিকৃত রয়েছে এবং থাকবে, এ ঘোষণা আল্লাহপাক কোরআনেই দিয়েছেন। "আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তার বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী" (সূরা আনআম-১১৫)। বর্তমানে কম্পিউটারলব্দ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে (ড. রাশাদ খলীফা)। "আল-কোরআন ১৯ সংখ্যার বন্ধনে আবদ্ধ। ১টি হরফও এদিক সেদিক হলে এই হিসাব মিলবে না।" এছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ কেউ মুখস্থ রাখে না বা রাখতে পারে না। একমাত্র কোরআন শরীফই আল্লাহর অশেষ রহমতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মুসলমান আরবীতেই অবিকল মুখস্থ রাখছে। এমনকি বাচ্চা শিশু-কিশোর-কিশোরীও হুবহু কোরআন মুখস্থ রাখতে পারছে।

www.pathagar.com

ইংরেজ লেখক ডঃ স্প্রীঙ্গার তার "লাইফ অফ মোহাম্মদ" গ্রন্থে আরব জাতি ও বিশ্বনবী মোহাম্মদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাস্তবে বিশ্বনবীর (সা.) মহান জীবনাদর্শ বা সীরাতুন নবী এমন এক মহাসমুদ্র, যার কুল-কিনারা নির্ধারণ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, "আমাদের প্রিয়নবী (সা.) জন্মের পর থেকে এ নশ্বর জগত ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বাধিক কলুষমুক্ত ও সুপবিত্র ছিলেন এবং বিশ্বের সর্বস্তরের সকল মানুষের জন্যে তিনি ছিলেন অনুপম অনুকরণীয় আদর্শ।" বিশ্বনবী (সা.) প্রেমের নমুনা পাবেন এই হাদীস থেকে ঃ "একদিন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কিয়ামত কখন হবে? বিশ্বনবী (সা.) বললেনঃ তোমার ধ্বংস! তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত করেছ? সে বলল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি এবং এছাড়া আমি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। তিনি (সা.) বললেনঃ তুমি তাঁর সাথে যাকে ভালবাস।" এই হাদীস বর্ণনা করে আনাস (রা.) বলেন যে, "ইসলামে দাখিল হওয়ার পর মুসলমানদেরকে অন্য কোন জিনিস এ সংবাদের চেয়ে বেশি খুশি হতে দেখিনি!" (বুখারী ও মুসলিম) মুসলমানদের চোখে নবী (সা.) এতটাই প্রিয় ছিলেন এবং থাকবেন। যুদ্ধের ময়দানে সাহাবীরা (রা.) নিজেদের বুক পেতে দিতেন। তীর বিদ্ধ হয়েছেন। তবুও নবীজির (সা.) দেহ থেকে এক ফোটা রক্ত ঝরতে দেননি। ওহুদের যুদ্ধের বিবরণে ইতিহাস হয়ে আছে সেসব ঘটনা। যার পুনরাবৃত্তি হয়নি বা হবেও না। বিশ্বনবীর (সা.) অনুসারীরা তাঁকে (সা.) এমনই ভালবাসতেন ও আনুগত্য করতেন।

সকল ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী

বেদ, পুরান, জিন্দাবেস্তা, দিঘানিকায়া, তাওরাত, জবুর, বাইবেল- পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থেই মোহাম্মদ (সা.)-এর গুণাবলী ও তাঁর আগমনের বর্ণনা এসেছে। কিন্তু বর্ণপ্রথার কুসংস্কারে নিমজ্জিত কৌলিন্যাভিমানী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বেদ পাঠ ও পৌরহিত্যের একচেটিয়া অধিকার সংরক্ষণের ফলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পক্ষে মোহাম্মাদ (সা.) যে শেষ এবং প্রতিশ্রুত রাসূল ও ঋষি– এই মহাসত্য জানা বা উদঘাটন করা সম্ভব ছিল না। অপরপক্ষে খৃষ্টানদের পুরাতন ও নতুন নিয়মের বাইবেলের দ্বারা একত্ববাদী গসপেলে শেষ ও শ্রেষ্ঠনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনবার্তা উল্লিখিত ছিল। কিন্তু ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নিকিও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজকীয় দণ্ডাজ্ঞাবলে তা ধ্বংস ও গোপন করার কারণে খ্রিষ্টান জগতে শেষ নবীর আগমন বার্তা জনসাধারণরা জানতে পারেনি। কিন্তু মহা সত্য এই যে,

www.pathagar.com

সত্য কখনই চাপা থাকে না। তাই বোধকরি ১৫০০শত বছরের গোপনকৃত বার্ণাবাসের গসপেলে খ্রিষ্টান বিশপ ফ্রা মেরিনো কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে। অপরদিকে আই টি এর আধুনিক যুগে বেদ পাঠও আর গোপন নেই। ফলে সত্যকে ঠেকানোর কোন পথই খোলা নেই। আল কোরআনের বাণী সত্য প্রমাণিত হচ্ছে ঃ "সত্য সমাগত অসত্য অপসারিত, অসত্য চিরকালই অপসারিত হবে (১৭:৯)।"

প্রফেসর ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় (ভারতের প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরিচালক, শাশ্বত বেদান্ত প্রকাশ সংঘ) হিন্দি ভাষায় তিনটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থগুলোর একত্রে বাংলা সংকলনের নাম "বেদ ও পুরানে হযরত মুহাম্মদ"। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়। বর্ণিত গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় লিখেছেন, "ঐতিহাসিক বিষয়ে গবেষণা করার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অন্তরে সর্বদা পোষণ করি। বেদ, বাইবেল ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে যে ঋষি ও মহামানবের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাতে, সর্বসম্মতভাবে মোহাম্মদই প্রমাণিত হন। অতঃপর আমার অন্তরে এ প্রেরণা জাগ্রত হয় যে, সত্য প্রকাশ করা আবশ্যক। আমি ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার পক্ষপাতি নই। বেদসমূহে দ্বাদশ পত্নীধারী এক উষ্ট্রারোহী ব্যক্তির আগমনের কথা বলা হয়েছে যার নাম নরাশংস হবে। আমার মতে নরাশংস শব্দ এমন নর অর্থাৎ ব্যক্তিকে সূচিত করে যার নামের অর্থ হবে "প্রশংসিত"। মুহাম্মদ আরবী শব্দ এবং এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত। অতএব নরাশংস এবং মুহাম্মদ একার্থবোধক শব্দ। বেদ, পুরান এবং উপনিষদে আল্লাহ্ রাসূল মুহাম্মদ ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। অর্থবেদীয় উপনিষদে আছে (যার ভাবার্থ হচ্ছে) : ঠিক সে সময় মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি যার বাস মরুস্থলে, শিষ্যগণসহ আবির্ভূত হবেন। হে আমাদের প্রভু, হে জগতগুরু তোমার প্রতি আমাদের স্তুতিবাদ। জগতের সমুদয় কলুষতা নাশ করার উপায়সমূহ তুমি জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও। অল্লোপনিষদের অন্য এক জায়গায় উল্লেখ আছে (যার ভাবার্থ হচ্ছে) ঃ আল্লাহ্ সকল গুণের অধিকারী । তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থেই হিন্দুধর্ম কথাটির উল্লেখ নেই। সনাতন ধর্ম নামে সেখানে এটা বর্ণিত হয়েছে। এ ধর্মের মূল গ্রন্থ, বেদ, গীতা, পুরান, উপনিষদ ইত্যাদি। এসব গ্রন্থে শেষ অবতার বা শেষনবী (সা.)-এর আগমন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। হিন্দুশাস্ত্রের একসেবা দ্বিতীয় মূলমন্ত্রটি ইসলামের লা

ইলাহা ইল্লাল্লার প্রতিধ্বনি। তা হচ্ছে 'ইল্লা কবর ইল্লা ইল্লাল্লোত ইলাল্লাং' অর্থাৎ পৃথিবী ও এর মধ্যের সূক্ষ্ম পদার্থের স্রষ্টা আল্লাহ। আল্লাহ পুণ্যবানদের প্রভু। একমাত্র আল্লাহকেই আল্লাহ বলে আহবান কর। পাশাপাশি শেষ ঋষি বা মহামানবের নাম 'আহমদ' এর উল্লেখ রয়েছে ঋগবেদের 'কীরি' শব্দের মধ্যে। আবার কলির অবতারও তিনিই। সামবেদে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গন্ধও নেই। সেখানে নামের প্রথম অক্ষর ম ও শেষ অক্ষর দ এবং বৃষ মাংস ভক্ষণ সর্বকালের জন্য বৈধ করবেন। তিনিই হবেন বেদ অনুযায়ী ঋষি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন সেই মহামানব।

ঋজুবেদে মুহাম্মদ (সা.)-এর উল্লেখ আছে এভাবে 'আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ এবং বরস্য।' অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং পরম বরণীয়। ভাগবত পুরানের ১২-২-২০ শ্লোকের অর্থ হচ্ছে ঃ বেগবান অশ্ব দ্বারা বিচরণকারী, অপ্রতিম, কান্তি ময়, লিংগের অগ্রভাগ ছেদিত, রাজার বেশে অগণিত দুশমনকে সংহার করবেন। তিনিই শেষ ঋষি অথার্ৎ মুহাম্মদ (সা.)। অপরদিকে শেষ মহাঋষি (কল্কির) বা শেষনবীর পিতার নাম বিষুযশা (বিষু- স্রষ্টার গুণবাচন নাম আর যশা অর্থ- দাস। অর্থাৎ এ শব্দের অর্থ আল্লাহর দাস। যেমনটি মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতার আরবী নাম আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দাস)। তার (কল্কির) মাতার নাম সুমতি (যার অর্থ শান্ত এবং মননশীল স্বভাব। যেমনটি মুহাম্মদ (সা.)-এর মাতার আরবী নাম আমিনা, যার অর্থও মননশীল স্বভাব।

শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব'-এর ৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, (যার ভাবার্থ হচ্ছে) ঃ যে সব লোক সৎপথ ছেড়ে দিয়ে শয়তানির পথে গেছে রাসূল করবেন না তাদের শাফায়াত। গ্রন্থ সাহেবের ১৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে (যার ভাবার্থ হচ্ছে) ঃ বর্তমানে বেদ পুরানের যুগ শেষ হয়েছে। এখন কোরআনই সমস্ত মানুষের একমাত্র পথ প্রদর্শক ঐশীগ্রন্থ। কেন মানুষ বর্তমানে অশান্তিময় নরকের পথে ধাবমান। এর একমাত্র কারণ চিরস্থায়ী, সত্য, শাশ্বত ইসলামের নবীর প্রতি আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস নেই। একই ধর্মগ্রন্থের ২২১ থেকে ২২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে (যার ভাবার্থ হচ্ছে)ঃ একমাত্র কলেমা তৈয়্যব সতত পড়বে। ইহা ভিন্ন সংগের সাথী কিছুই নেই। যে ইহা পড়বে না, সে দোযখে যাবে। বে নামাযীর স্বভাব ঠিক কুকুরের ন্যায়, যে রত থাকে সমুদয় পার্থিব অপকারিতায়। পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য যে একবারও যায় না মসজিদে।

ইরানী বা ফার্সী (অগ্নি উপাসকদের) জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবেস্তা' ও

'দসাতির'। এ ধর্মের প্রবর্তন হলেন জরথুষ্ট (প্রায় ৬০০ খৃঃ পূর্ব) এর ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ (সা.) আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আহমদ শব্দটির উল্লেখ আছে। জেন্দাবস্তায় পৃষ্ঠা ১৬০ (ম্যাক্সমূলার অনূদিত) এ উল্লেখ আছে : আমি ঘোষণা করছি হে স্পিতাম জথেষ্ট্র পবিত্র আহমদ নিশ্চয় আসবে। যার নিকট হতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে। 'দসাতির' গ্রন্থেও একই ভবিষ্যদ্বাণী আছেঃ যখন ফার্সীরা নিজেদের ধর্ম ভুলে গিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত হবে। তখন আরব দেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবে। যার শিষ্যরা পারস্য দেশ জয় এবং দুর্ধর্ষ পারসিক জাতিকে পরাজিত করবে। মন্দিরে অগ্নিপূজা না করে তারা কাবা ঘরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে। কাবা প্রথামুক্ত হবে। যে মহাপুরুষের শিষ্যরা বিশ্ববাসীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হবে।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ 'দিঘানিকায়া' তে ঘোষণা করা হয়েছে, যখন মানুষ বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে তখন আর এক বুদ্ধের আবির্ভাব হবে। তার নাম হবে মৈত্রেয়' অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ। এখানে এই মৈত্রেয় শব্দ দ্বারা মোহাম্মদ (সা.) কে বুঝানো হয়েছে। তিনিই (সা.) একমাত্র ধর্ম প্রচারক যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন বা জগতের করুণার আধার নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। সিংহল হতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত তথ্যের উপরের কথার প্রতিধ্বনি রয়েছেঃ ভিক্ষু আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদের উপদেশ দিবে? বুদ্ধ বললেন, আমি শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আরেকজন বুদ্ধ আসবেন। তিনি আমার চেয়েও পবিত্র এবং অধিকতর আলোক প্রাপ্ত। তিনি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত ও পথ প্রচার করবেন। আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে আমরা কিভাবে চিনতে পারব? বুদ্ধ জবাব দিলেন, তার নাম হবে মৈত্রেয় (গসপেল অব বুদ্ধা কেরাস)।

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ পুরাতন নিয়ম বাইবেলের ৩৯ খানা পুস্তকের মধ্যে 'পেন্টাটিটিশ' নামক মাত্র পাচখানি মূসা (আ.) নিকট তৌরাত নামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ পুস্তকের দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ নং অধ্যায়ের ১৮ এবং ১৯ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ 'তখন সদা প্রভু আমাকে (মূসাকে) বললেন-তোমরা ভালই বলেছ। আমি ওদের জন্য ওদের (ইসরায়ীলদের) ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদি (নবী) উৎপন্ন করব এবং তাঁর মুখে আমার বক্তব্য দিব।" এখানে উল্লেখ্য যে, মূসা (আ.) এবং মোহাম্মদ (সা.) উভয়েই একত্ববাদী। অপরপক্ষে খৃষ্টীয় মতে যীশুখৃষ্ট (আ.) ত্রিত্ববাদী দর্শন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। মূসা (আ.) এবং মোহাম্মদ (সা.) উভয়েই নবী এবং শাসনকর্তা ছিলেন। তাদের

www.pathagar.com

জীবদ্দশায় দেশবাসী তাদের নবী, নেতা ও শাসনকর্তার স্বীকৃতি দিয়েছিল। অপরপক্ষে যীশুকে (আ.) তাঁর জীবদ্দশায় দেশবাসী স্বীকৃতি দেয়নি। আবার মূসা (আ.) ও মুহাম্মদ (সা.) ধর্মযুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু যীশু (আ.) শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে ধৃত হয়েছেন অর্থাৎ যীশু (আ.) মূসার ন্যায় নন। মুহাম্মদ (সা.) মূসার ন্যায়।

পুরাতন নিয়ম বাইবেলের শলমনের পরমগীত অধ্যায়ের ৫ম সংগীতের ১৬ নং শ্লোকে শেষ নবী মুহাম্মদের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু পাদ্রীগণ বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের প্রণীত অনুবাদে, "অতিশয় মনোহর" (মুহাম্মদ এর অর্থ করছেন) বাস্তবে সঠিক অনুবাদ হবে "অতিশয় প্রশংসিত"। বস্তুতঃ হিব্রূ ও আরবী ভাষায় মুহাম্মদের অর্থ প্রশংসিত। মনোহর নয়। ডঃ মরিস বুকাইলি তার বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "বাইবেলের নতুন নিয়মের প্রথম তিনটি সুসমাচারে যীশুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ এবং তৎসংক্রান্ত বর্ণনার অনুপস্থিতির কারণ যেমন রহস্যময় তেমনি দুর্বোধ্য।" আসলে এ ভাষণটি বাদ দেবার মূল কারণ হচ্ছে মুহাম্মদ (সা.)-এর স্বীকৃতিকে অস্বীকার করা। যোহানের গসপেলেও বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও সত্যাশ্রয়ীদের বুঝতে অসুবিধা হয় না বাইবেলে কি বলা হয়েছে? বাংলা বাইবেলে যোহান ১৬, ১৩-১৪ এ বলা হয়েছে ঃ "পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সত্যে নিয়ে যাবেন। কারণ তিনি আপনা হতে কিছু বলবেন না। ঈশ্বরের কাছ থেকে যা শোনবেন তাই বলবেন। আগামী ঘটনা তোমাদেরকে জানাবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন।" এখানে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না এই সত্যের আত্মাকে? এই মহামানব কে? তিনি নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.)।

এভাবেই সব ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী (সা.) জগতের শেষ ভরসা, সর্বশেষ নবী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ করুণার আধার ও মহাঋষি। সকল মত, পথ ও আদর্শের উর্ধ্বে স্রষ্টার প্রতিনিধির নামই আহমদ, মুহাম্মদ (সা.) এবং তার (সা.) কাছেই স্রষ্টা প্রেরণ করেছেন আল-কোরআন এবং তার (সা.) ধর্মের নামই ইসলাম এবং দ্বীন ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ও শুধুমাত্র মুক্তির পথ তথা স্রষ্টার কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন। কেননা ইসলামের জ্যোতির্ময় আলোতে অন্যান্য ধর্মমত ও পথ বাতিল হয়ে গেছে। সকল বিতর্কের উর্ধ্বে রেখেই আল-কোরআনের আদর্শ এবং বিশ্বনবীর (সা.) পথেই ফিরে আসতে হবে পৃথিবীর সব মানুষকে।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে বিশ্বনবী

“তিনি উম্মী নবী, তাঁর কথা লিপিবদ্ধ আছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে” (৭/১৫৭) “তিনি মহান চরিত্রের অধিকারী” (৬৮/৪) “তিনি তোমাদেরই মত মানুষ, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়।” (১৮/১১৩) “তাঁর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের আকাঙ্ক্ষা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।” (৩৩/২১) “তিনি ছিলেন ইয়াতীম, নিঃস্ব এবং মানুষের মুক্তির পথ অন্বেষণকারী। আল্লাহ তাঁকে আশ্রয় দেন, অভাবমুক্ত করেন এবং পথের দিশা দেন।” (৯৩/৬-৮) “তিনি এমন এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন। যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে তাদের আঁধার থেকে আলোতে আনার জন্য।” (৬৫/১১) “যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কাজ তো কেবল প্রচার করে যাওয়া” (৪২/৪৮)। “আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি তো একজন উপদেশদাতামাত্র। আপনি তো তাদের উপর কর্মনিয়ন্ত্রক নন। (৮৮/২১-২২) “আপনি প্রচার করুন- যা আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।” (৫/৬৭) “আল্লাহ্ পাক বিশ্বনবীকে (সা.) এভাবে বলতে বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়, তোমাদের ইলাহ তো একমাত্র আল্লাহ্। অতএব তার পথই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তারই কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা কর।” (৪১/৬) “হে আহলে কিতাব! তোমরা শুধু এ কারণেই আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি” (৫/৫৯) “আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি তোমাদের ইষ্ট- অনিষ্টের মালিক নই। কেউ আমাকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই। তিনি ছাড়া আমার কোন আশ্রয় নেই। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচার ও তাঁর বাণী পৌঁছানই আমাকে বাঁচাবে”। (৭২/২০-২৩)

আল্লাহ বলেন, “হে নবী! প্রত্যেক জাতির জন্যে যেরূপ পথ প্রদর্শক ছিলেন, আপনিও পথ প্রদর্শক হিসেবে মানুষের জন্যে সতর্ককারী” (সূরা আল রা'আদ) “হে নবী! আমি আপনাকে বিশ্ব মানবের প্রতি সু- সংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।” (সূরা আল সাবা) “হে নবী! আমি আপনাকে সত্যসহ সু-সংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।” (সূরা আল বাকারা) “হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদের

www.pathagar.com

প্রতি আল্লাহ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।" (সূরা আল যারিয়াত) "হে নবী! আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা নিশ্চয়ই উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।" (সূরা আল-যারিয়াত) আল্লাহ পাক কোরআনে নবীকে এভাবে বলতে শিখিয়েছেন, "আপনি বলুন হে দুনিয়ার মানুষ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" (সূরা আল আনআম) "হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিন। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে আছে মহাঅনুগ্রহ। আপনি কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না। তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করবেন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন।" (৩৩/৪৫-৪৮)

আল্লাহ পাক বিশ্বনবী (সা.)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন "আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। এরা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে এদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল- তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ। তারপর আমি কাফিরদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ংকর আমার শাস্তি।" (৩৫/২৪-২৬ এবং ১৩/৩০-৩১) বিশ্বনবী (সা.)-এর মাধুর্যের বর্ণনা এসেছে আল কোরআন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আল আহযাব-২১) "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপেই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল আম্বিয়াঃ ১০৭) কট্টর অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে নবীজিকে (সা.) আল্লাহপাক নিজেই আশ্বস্ত করেছেন এভাবে, "নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে আপনি সতর্ক করুন আর নাই করুন, কোন অবস্থাতে তাঁরা ঈমান আনবে না।" (সূরা আল বাকারা : ৬) "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না" (সূরা আল বাকারা : ১১৯) বিশ্বনবীর কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন, "আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। যিনি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে আবৃত্তি করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমরা যা জানতে না, তা শিক্ষা দেন।" (সূরা আল বাকারা : ১৫১) নবীর মর্যাদার ব্যাপারে আল কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ

www.pathagar.com

করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং ফিরিশতাগণ নবী (সা.)-এর উপর দরূদ পেশ করছেন" (৩৩ : ৫৬)।

বিশ্বনবীর পরিচয়

আল কুরআনে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু আরব বা পশ্চিমাদের নবী নন, তিনি সমস্ত বিশ্বজগতের নবী বা পথ প্রদর্শক। আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি (আম্বিয়া- ১০৭)। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাদের প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না (নাবা-২৮)। আলিফ লাম রা। এ কিতাব তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোতে (ইব্রাহীম-১)। রমযান মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সমগ্র মানব জাতির পথের দিশারীরূপে (বাকারা-১৮৫)। আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ (সফ-৯)। আল্লাহ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ যেন, ইসলাম অন্যসব মতবাদের উপর থাকে (ফাতহ্-২৮)। নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে একমাত্র দ্বীন (ইমরান–১৯)। দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুম এবং বিশ্বনবীর সুন্নাত। সারাবিশ্বের সকল মানুষের দুনিয়ার ও আখেরাতের জীবনের সফলতা রয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী জীবনের মধ্যে। বিশ্বনবীর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই আমাদের সফলতা। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হল, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং অনুগত্য কর রাসূলের (নিসা-৫৯)। কেহ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্ তায়ালারই আনুগত্য করল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুসরণ ও অনুকরণের পুরস্কার অনেক বড়। আর কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী (নিসা-৬৯)। চলুন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি।

নাম	ঃ মুহাম্মদ (আল্লাহর পক্ষ থেকে আহমদ)
পিতা	ঃ আবদুল্লাহ
মাতা	ঃ আমেনা বিনতে ওয়াহাব

www.pathagar.com

দাদা	ঃ আবদুল মোত্তালিব
দাদি	ঃ ফাতেমা বিনতে আমর
নানা	ঃ ওয়াহাব ইবনে মান্নাফ
নানি	ঃ বারা বিনতে আবদুর উযযা
চাচা	ঃ ৯ জন। হারেছ, যুবায়ের, আবু তালিব, হামযা, আবু লাহাব, গাইদাক মাকহুম, সাফারক, আব্বাস।
ফুফু	ঃ ৬ জন। বায়েজা, বাররা, আতিকা, ছাফিয়া, আরোয়া, উমাইয়া।
ভাই-বোন	ঃ বিশ্বনবীর (সাঃ) কোন ভাই-বোন ছিল না। তাঁর (সাঃ) বাবা-মার কোন সন্তান ছিল না।

বিশ্বনবীর ধারাবাহিক জীবন

নবুয়তের পূর্বের জীবন– প্রায় চল্লিশ বছর

জন্ম ঃ ১২ রবিউল আউয়াল, ২৯ আগস্ট ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে, সোমবার সুবহে সাদিকের সময় মক্কায় জন্মগ্রহণ

বিশ্বনবী (সাঃ) যখন মায়ের গর্ভে ঃ তখন তাঁর (সাঃ) পিতা ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমনের পথে ২৫ বছর বয়সে মদিনায় মারা যান।

প্রথম থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত ঃ বিশ্বনবী মা আমিনা ও দুধমাতা হালিমার ঘরে অবস্থান করেছেন। রাসূল (সাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁর মা, দাদা আবদুল মোত্তালিবের নিকট সংবাদ দিলে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে নাতির নাম রাখেন মুহাম্মদ। মা আমেনা দৈব (ফিরিশতা মারফত) নির্দেশে নাম রাখেন আহমদ। সপ্তম দিনে নাতির খাতনা করান (এ রকম আরবের রেওয়াজ ছিল)। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি খাতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মা আমেনা ৭ দিন দুধপান করানোর পর আবু লাহাবের দাসী সাওবিয়া তাকে ৮ দিন দুধ পান করান। আরবের নিয়ম মোতাবেক ধাত্রী হালিমা সাদিয়ার (রা.) কাছে তাঁকে সোপর্দ করা হয়। দু'বছর বয়স হলে হালিমা দুধ পান বন্ধ করিয়ে মা আমেনার কাছে ফেরত দেন। তার ইচ্ছে ছিল মুহাম্মদ (সাঃ) আরো কিছু দিন তার কাছে থাকুক। মা আমেনা এ ইচ্ছা পূরণ করে ছেলেকে আবার হালিমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। চার বছর পর্যন্ত দুধ মাতা হালিমার (রা.) ঘরে লালিত-পালিত।

www.pathagar.com

চার বছর বয়সে ঃ বিশ্বনবীর (সাঃ) সিনাচাক (বক্ষ বিদীর্ণ) হয়েছিল। সিনাচাক ঘটনার পর হালিমা ভীত হয়ে শিশু মুহাম্মদকে তার মায়ের কোলে দিয়ে যান।

ছয় বছর বয়সে ঃ মা আমেনা স্বামীর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যান। সাথে ছেলে মুহাম্মদ, শ্বশুর আবদুল মোত্তালিব ও স্বামীর রেখে যাওয়া দাসী উম্মে আয়মান ছিলেন। যিয়ারত শেষে মক্কা ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মা আমেনা মারা যান। লালন-পালনের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে দাদা আবদুল মোত্তালিবের উপর।

আট বছর ঃ দাদা আবদুল মোত্তালিব মারা যায়। দাদা মারা যাওয়ার পর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বড় হন। বিশ্বনবীর (সাঃ) বাবা আব্দুল্লাহ ও চাচা তালিব দুজন এক মায়ের সন্তান।

দশ বছর ঃ দ্বিতীয় বারের মত সিনাচাক (বক্ষবিদীর্ণ হয়)।

বার বছর ঃ পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফর। খ্রিষ্টান পাদ্রী বুহাইরা কর্তৃক শিশু নবীর স্বীকৃতি।

পনের বছর ঃ ফুজ্জারের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) অংশগ্রহণ করেন।

সতের বছর ঃ হিলফুল ফুযুল শান্তি সংঘে যোগদান।

তেইশ বছর ঃ খাদিজার (রা.) সাথে পরিচয় এবং তার ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ।

চব্বিশ বছর ঃ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন।

পঁচিশ বছর ঃ খাদীজা (রাঃ) কে বিয়ে।

ত্রিশ বছর ঃ আল-আমীন উপাধি লাভ। বড় মেয়ে জয়নবের (রা.) জন্ম।

পয়ত্রিশ বছর ঃ হাজারে আসওয়াদ পুনঃস্থাপনে নেতৃত্ব দান।

সায়ত্রিশ বছর ঃ আলীর (রা.) দায়িত্বভার গ্রহণ। হেরাগুহায় ধ্যান মগ্ন থাকেন। বড় ছেলে কাশেমের জন্ম।

চল্লিশ বছর ঃ বিশ্বনবীর (সাঃ) নবুওয়াত লাভ, কুরআন নাযিল শুরু (২৭ রমযান)। ১ ফেব্রুয়ারি ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।

www.pathagar.com

নবুয়তের পরের জীবন– প্রায় ২৩ বছর

চলুন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বৎসরের নবুয়তি জীবনের মূল ঘটনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের জীবনকে সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

মক্কী জীবন– প্রায় তের বছর

১. গোপন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ– নবুয়তের প্রথম তিন বছর। নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর বিশ্বনবী গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। আপনজন, বন্ধু ও পরিচিতজনের মাঝে তাবলীগ করেন। খাদিজা (রা.), আলী (রা.), আবুবকর (রা.), যায়েদ (রা.), ওসমান (রা.), যুবায়ের (রা.), আবদুর রহমান (রা.), তালহা (রা.), সাদ (রা.), আবু উবাইদা (রা.), উম্মে রুকাইয়া (রা.), আয়মন (রা.), আরকাম (রা.), উসমান (রা.), কুদামা (রা.), আব্দুল্লাহ (রা.) উবাইদা (রা.), ফাতেমা (রা.), উম্মে ফযল (রা.), আসমা (রা.), আয়েশা (রা.), সাঈদ (রা.), যাব্বার (রা.), উমাইর (রা.), বেলাল (রা.), জাফর (রা.) ইসলাম গ্রহণ। মক্কার নিকট আরকামের (রা.) ঘরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন। কুরাইশ নেতাদের ভোজনান্তে ইসলামের দাওয়াত প্রচার।

২. মক্কাবাসীদের মাঝে প্রকাশ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ– নবুয়তের ৪র্থ বছর থেকে দশম বছর পর্যন্ত।

৩. মক্কাবাসীদের বাইরে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ– নবুয়তের দশম বছরের শেষ থেকে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত (নবুয়তের ১৩তম বছর পর্যন্ত)।

মাদানী জীবন– প্রায় দশ বছর

১. প্রথম পর্যায়– এ পর্যায়ে ফেতনা, সংকট, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, অভ্যন্তরীণ ও বাইরের নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। মক্কা ও বাইরের শত্রুরা, দ্বীনকে মিটিয়ে দিতে সশস্ত্র আক্রমণ ও অভিযান চালিয়েছে। ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির মধ্য দিয়ে এ পর্যায় শেষ হয়েছে। মদীনা ও এর আশেপাশে ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ হয়েছে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়– বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধি চুক্তি হয়েছে। অষ্টদশ হিজরী সনের রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ পর্যায় শেষ হয়েছে। এ পর্যায়ে সারা বিশ্বের রাজা বাদশাহ ও ক্ষমতাবানদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে পত্র ও দূত প্রেরণের মাধ্যমে। বিশ্বব্যাপী ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ হয়েছে।

www.pathagar.com

৩. তৃতীয় পর্যায়– দলে দলে বিভিন্ন জাতি, গোত্র, গোষ্ঠী দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছে। দাওয়াতে তাবলীগের ব্যাপক কাজ হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়েছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের শেষ দিন (বারই রবিউল আউয়াল) পর্যন্ত (হিজরী একাদশ সন) প্রলম্বিত হয়েছে এ পর্যায়কাল।

বিশ্বনবীর ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

নবুয়তের প্রথম বছর

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত ও রিসালত প্রাপ্ত হন। এটা ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার। তার স্ত্রী হযরত খাদিজা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চার কন্যা জয়নব, ফাতেমা, রুকাইয়্যা কুলসুম রাদি আল্লাহু আনহুম ইসলাম গ্রহণ করেন। পুরুষদের মধ্যে আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু বালকদের মধ্যে আলী রাদি আল্লাহু আনহু পালক পুত্র যায়েদ রাদি আল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। রিসালাতের সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তার পরিবারের ভেতর, এরপর অতি বিশ্বস্ত জন ও বন্ধু-সহযোগীদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন। আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেই জিজ্ঞেস করেন, আমার কাজ কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার যে কাজ, তোমারও একই কাজ। অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগ। আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিনেই ওসমান, যুবায়ের, সাদ, আবদুর রহমান বিন আওফ, তালহা রাদি আল্লাহু আনহুম এবং অন্য এক সাহাবীসহ মোট ছয়জনকে সফলভাবে দ্বীনের দাওয়াত দেন ও দ্বীন ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন। দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ব্যক্তি পর্যায়েও গোপনে চলছিল।

নবুয়তের ২য় ও ৩য় বছর

ব্যক্তিগত পর্যায়ে গোপনভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চলে। এ সময় ঈমানদারদের একটি দল তৈরী হয়। এরপর আল-কুরআনে প্রকাশ্য তাবলীগের নির্দেশ আসে। সূরা শোয়ারার– এ আয়াত নাযিল হয়, হে নবী তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর।

নবুয়তের ৪র্থ বছর

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ প্রকাশ্যে শুরু করেন। তিনি সাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীদের প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন। নবীর চাচা আবু লাহাব উত্তেজিত হয়ে বলেন, মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও (নাউযুবিল্লাহ)। এরপর সূরা লাহাব নাযিল হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে মুশরিক/পৌত্তলিকতাকে পথভ্রষ্টতা বলে প্রচার করেন। এক আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্বের, রিসালাত এবং আখেরাতের দাওয়াত দিতে থাকেন। ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার, অত্যাচার শুরু হয়। হযরত সুমাইয়া রাদি আল্লাহু আনহা (মহিলা সাহাবী) ইসলামে প্রথম শাহাদত বরণ করেন (আবু জাহল কর্তৃক)।

নবুয়তের ৫ম বছর

মক্কার কাফিরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে, মুসলমানদের প্রথম দল আবিসিনায় (হাবসায়) হিজরত করতে বাধ্য হয়। প্রথম দলের সাথে ওসমান রাদি আল্লাহু আনহু ও তার স্ত্রী নবী কন্যা রুকাইয়া রাদি আল্লাহু আনহা ছিলেন। এ দলের নেতৃত্ব দেন জাফর বিন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু। এটাই মুসলমানদের প্রথম হিজরত।

নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছর

মক্কার কাফিরদের ইসলামকে প্রতিরোধ তথা মুসলমানদের নির্যাতনের ধরন ছিল ভয়াবহ। তারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ-উপহাস এবং মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিত। কাফিররা নবীর কথাকে বিকৃত করত। কথায় সন্দেহ, অবিশ্বাস সৃষ্টি করত এবং মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবারা যেখানেই যেত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করত, সেখানে কাফিররা হাজির হয়ে হাসি ঠাট্টা ও যুলুম শুরু করে দিত। আবু লাহাবের দুই পুত্র, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই কন্যাকে তালাক দিয়ে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানরা হাটে মাঠে ঘাটে, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। সম্ভ্রান্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করলে সমাজ তাকে বয়কট করত, গালমন্দ করত। গরীব, দাস-দাসীরা ইসলাম গ্রহণ করলে, তাদেরকে প্রহার, কয়লার ওনুনে পোড়া দেয়া হত। মরুর তপ্ত বালুর উপর খালি গায়ে শুইয়ে রেখে টানা হেঁচড়া করা হত। উচ্ছৃংখল বালকদের

www.pathagar.com

লেলিয়ে দেয়া হত। এ বছর ওমর রাদি আল্লাহু আনহু ও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হামযা রাদি আল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।

নবুয়তের ৭ম, ৮ম এবং ৯ম বছর

মক্কাবাসীরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের (বনু হাশিমকে) সামাজিকভাবে বয়কট করে এবং নবম বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখে। এতে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে। মুশরিকরা, মক্কার বাইরে থেকে যে খাদ্য শস্য আসত, তা কিনে নিত। বনু হাশিমের বংশধররা গাছের পাতা ও চামড়া খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। এমন কঠিন অবরোধের মধ্যেও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখেন। তারা হজ্বের উদ্দেশ্যে আসা লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। শিশু ও নারীরা ক্ষুধা ও পিপাসায় দিনরাত চিৎকার ও কান্নাকাটি করত।

নবুয়তের ১০ম ও ১১তম বছর

বনী হাশিমের সাথে কুরাইশবাসীদের বয়কট সমাপ্তি হয়। খাদিজা রাদি আল্লাহু আনহা এবং নবীর চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পালক পুত্র যায়েদ (রা.) দাওয়াত ও তাবলীগের প্রথম জামাত হিসেবে তায়েফে যান। সেখানে তারা ২৬ দিন দাওয়াতের কাজ করেন। তায়েফের ধনী ও সর্দার শ্রেণীর লোকেরা নবীকে ঠাট্টা করে বলে, দুনিয়াতে আল্লাহ আর কোন নামীদামী লোক খুঁজে পেল না, আপনাকে নবুয়ত দিল? (নাউযুবিল্লাহ)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের প্রতি ঘরে ঘরে, ধনী গরীব সকল মানুষের কাছে দাওয়াত পৌছান। তায়েফবাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীনকে গ্রহণ না করে তার উপর নির্যাতন ও যুলুম করে এবং এক পর্যায়ে শহরের বালকদের লেলিয়ে দেয়। তারা ৬ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পাথর মেরে তাড়া করে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এসময় পাহাড়ের ফিরিশতারা এসে নবীকে আযাবের হুকুম করতে বলেন। জিব্রাইল আ. তায়েফ বাসীদের শায়েস্তা করার অনুমতি চান, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে। দয়াল নবী, তায়েফবাসীদের জন্য দোয়া করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ফিরে আসেন। এভাবেই সমাপ্ত হয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত ও তাবলীগের প্রথম জামাতের কার্যক্রম।

www.pathagar.com

নবুয়তের ১২তম বছর

বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচবেলা নামায ফরয হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসয়াব ইবনে ওযায়র রাদি আল্লাহু আনহুকে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলামী শিক্ষার (তালীমের) জন্য মদীনায় পাঠান। এ সাহাবী রাদি আল্লাহু আনহু মদীনায় দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন এবং অনেক লোককে (নবীর হিজরতের পূর্বেই সর্বমোট ৭০ জনকে) মুসলমান হতে সহায়তা করেন। এসময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের কাছে (মক্কার বাইরে) ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান। খুব কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। আবু যর গিফারী রাদি আল্লাহু আনহু মক্কার বাইরের সাহাবী এসময় মুসলমান হন।

নবুয়তের ১৩ তম বছর (প্রথম হিজরী)

কুরাইশ ও মক্কার কাফিররা যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার জঘন্য প্রস্তাব পাশ করল। জিবরাইল আ. সে ষড়যন্ত্রের কথা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে ৫০০ কি. মি. দূরে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি সেখানে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে একটি নতুন সমাজের রূপায়ণ, বিনির্মাণ ও পথপ্রদর্শনার নেতৃত্ব দেন। মদীনায় তিন ধরনের লোক ছিল। সাহাবা কেরাম রাদি আল্লাহু আনহু (আনসার ও মুহাজের), মুশরিক এবং ইহুদী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, যুদ্ধ, সন্ধি, হালাল, হারাম, ইবাদত, স্বভাব চরিত্র (আখলাক), লেনদেন, অর্থনীতি, আচার ব্যবহার, বান্দার হক ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ের উপর ইসলামের নিয়ম, রীতি, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুমের বাস্তব ভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন ও বাস্তবায়ন করে দেখান। একাজ মদীনা জীবনের প্রথম দিন হতেই শুরু হয়। কুবায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। সেখানে প্রথম জুমা আদায় করেন। এ বৎসরই যাকাত ফরয হয়। নামাযের রাকাত বৃদ্ধিসহ নামাযের পূর্ণতা আসে। দাওয়াত ও তাবলীগ অব্যাহত থাকে।

নবুয়তের ১৪তম বছর (২য় হিজরী)

মক্কা মুসলমানদের নতুন কিবলা হয়। রমযানের রোযা ফরয হয়। নামাযের মধ্যে সালাম ও কালাম নিষিদ্ধ হয়। দু'ঈদের নামায কায়েম হয়। বদরের যুদ্ধ সংঘটিত

www.pathagar.com

হয়। আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। যুদ্ধে আবু জাহল নিহত হয়। ফাতেমা রাদি আল্লাহু আনহা এবং আলী রাদি আল্লাহু আনহু এর মাঝে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মদীনার আসে পাশে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত থাকে। এ বছর বেশকিছু সামরিক অভিযান চলে।

নবুয়তের ১৫তম বছর (৩য় হিজরী)

মদ পান নিষিদ্ধ হয়। উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হামযা রাদি আল্লাহু আনহু যুদ্ধে শহীদ হন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উহুদ যুদ্ধে দু'টি দাত শহীদ হয় এবং তিনি ভয়াবহভাবে আহত হন। বেশকিছু সামরিক অভিযান চলে। অব্যাহত থাকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ।

নবুয়তের ১৬তম বছর (৪র্থ হিজরী)

দাওয়াত দিতে গিয়ে বি'রে মাউনায় ৭০ জন হাফিয সাহাবী রাদি আল্লাহু আনহুম মৃত্যুবরণ করেন। আল কুরআনে পর্দার হুকুম আসে। একটি ছোট সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।

নবুয়তের ১৭তম বছর (৫ম হিজরী)

খন্দকের যুদ্ধ। বনু কুরাইজার যুদ্ধ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মুনাফিকদের অশালীন উক্তি ও ব্যবহার অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন গোত্রের কাছে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত থাকে।

নবুয়তের ১৮তম বছর (৬ষ্ঠ হিজরী)

হুদাইবিয়ার সন্ধি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের কাছে দূত (সাহাবী রাদি আল্লাহু আনহু) মারফত বিশ্বনবীর দ্বীনের দাওয়াতের চিঠি প্রেরণ। বহিঃ বিশ্বে এটিই প্রথম দ্বীনের দাওয়াত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হাবশার বাদশাহ নাজজাশী (যিনি দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হন), মিসরের বাদশাহ মোকাওকিস, পারস্য সম্রাট খসরু, রোম সম্রাট কায়সার, বাহরাইনের শাসনকর্তা মোনযের, ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওয়া বিন আলী (তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন), আম্মানের বাদশাহ জেফার, দামেশকের শাসনকর্তা হারেস বিন আবী। এসব চিঠির মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। জবাবে খুব কম জাতিই ঈমান এনেছে। তবে যারা কুফরের উপর অটল থেকেছে, তাদেরও ইসলামের উপর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। এ বছর বেশ কিছু সামরিক তৎপরতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

নবুয়তের ১৯তম বছর (৭ম হিজরী)

খায়বারের যুদ্ধ। অন্যান্য সামরিক অভিযান ও তৎপরতা অব্যাহত থাকে। ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ হয়।

নবুয়তের ২০তম বছর (৮ম হিজরী)

মক্কা বিজয়। মক্কায় প্রবেশকালে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর মাথা নুইয়ে ফেলেন। কাবা শরীফে রক্ষিত মূর্তি ধ্বংস করেন। চিৎকার করে শয়তান (ইবলিস) ক্রন্দন করে। মোতার অভিযান। আরও কিছু সামরিক অভিযান ও তৎপরতা চলে। বেশকিছু গোত্রে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সফলভাবে অব্যাহত থাকে।

নবুয়তের ২১ তম বছর (৯ম হিজরী)

মুনাফিক সর্দার (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) এর জানাযায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অংশগ্রহণ। বেশকিছু সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। তবুকের যুদ্ধ। দলে দলে মানুষ ও বিভিন্ন গোত্র গোষ্ঠী ইসলামে প্রবেশ করে। দ্বীনের প্রসার ও প্রচার হয় ব্যাপকভাবে। দাওয়াত ও তাবলীগের সফলতা আসে ব্যাপকভাবে।

নবুয়তের ২২তম বছর (১০ম হিজরী)

বিদায় হজ্ব। আরাফাতের ময়দানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বে দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশ দেন। উপস্থিত সাহাবা কেরামদের, একটি বাণী বা আয়াত জানা থাকলে, তা পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এসময় লক্ষাধিক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। আল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আয়াত নাযিল হয়। আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর আমি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং দ্বীন হিসাবে একমাত্র ইসলামকেই পছন্দ করলাম (মায়েদা-৩)। বেশ কিছু সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণ শেষে উপস্থিত সাহাবীদের প্রশ্ন করেন (জাবাল আল রহমতের উপর দাঁড়িয়ে)ঃ বল, আমি কি সঠিকভাবে তাবলীগ করেছি? সাহাবী রাদি আল্লাহু আনহু সাক্ষী দেন, আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের হক আদায় করেছেন। এবছর রমযানে মসজিদে নববীতে ২০ দিন এতেকাফ করেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পূর্বের বছরগুলোতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানের শেষের ১০ দিন মসজিদে এতেকাফ করতেন।

www.pathagar.com

নবুয়তের ২৩ তম বছর (১১তম হিজরী)

জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রোম সাম্রাজ্য, মদীনা ভিত্তিক মুসলমানদের নয়া জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বেশ কিছু বড় বড় সামরিক অভিযান পরিচালনা করেও সফল হতে পারেনি। বিশ্বনবীর বিরামহীন (২২ বছরের) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ব্যাপক সাফল্য লাভ হয়। যাতে আরবসহ পুরো বিশ্ব অবাক হয়ে যায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বর্বর, অশিক্ষিত ও জাহেলিয়াতে আচ্ছন্ন জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেন। পুরো আরবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতি সত্তাগুলো একত্রিত হয় এবং মানুষ, মানুষের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দাসত্বে প্রবেশ করে। সেখানে কেউ শোষক শাসক নয়, কেউ শোষিত শাসিত নয়, কেউ যালেম মযলুম নয়, কেউ আর মালিক গোলাম নয়, কারো রক্তচক্ষু কাউকে ভীতসন্ত্রস্ত করে না। বরং সকল মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা এবং পরস্পর পরস্পরের ভাই ও বোন। গর্ব, অহংকার, পরনিন্দা, অহমিকা, দলাদলি, হিংসা, লোভ, বিবাদ, ফ্যাসাদ, চোগলখোরী, গীবত বন্ধ হয়। আরব অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ, ধনী-গরীব, চাকর-মনিব, এসব আর বড়ত্ব মহত্ত্বের মাপকাঠি নয়। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে খোদাভীতি (তাকওয়া), এখলাস, আখলাক। দ্বীনের দাওয়াতের ফলে আরবে ঐক্য, মানবীয় ও সামাজিক ন্যায়নীতি, সুবিচার অস্তিত্ব লাভ করে। দাওয়াতের ফলে জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর হয়ে, পচা বিবেকের দুর্গন্ধ সরে গিয়ে, মূল্যবোধের আলো আর মানবতার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী দাওয়াত যখন মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন মানবাত্মা অলীক ধ্যান-ধারণা, প্রবৃত্তির দাসত্ব নোংরামি, অন্যায় অত্যাচার, নৈরাজ্য, স্বেচ্ছাচারিতা ও অরাজকতা থেকে মুক্তি লাভ করে। মানুষ তখন দয়া, মায়া, বিনয়, নম্রতা, আবিষ্কার, নির্মাণ, স্বাধীনতা, সংস্কার, মারেফাত, ঈমান, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, আমলের ভিত্তিতে জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যের ন্যায্য হকের নিশ্চয়তা বিধান করে। এসব পরিবর্তনের ফলে পুরো আরব, এমন এক জগতের আংগিনা প্রত্যক্ষ করে। যার উদাহরণ মানব ইতিহাসের কোন স্থানে বা কোন জাতিতে কখনই দেখা যায়নি। পুরো বিশ্ববাসী, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয় আরবদের প্রতি। এ বছর ২৯শে সফর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথায় ব্যথা শুরু হয়। অসুস্থতার মোট মেয়াদ থাকে ১৩ বা ১৪ দিন। শেষ বিদায়ের ৫ দিন পূর্বে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত কর না বা পূজা কর না। আনসাররা আমার অন্তর ও কলিজা। যদি

www.pathagar.com

আমার প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। অসুখের তীব্রতা সত্ত্বেও ওফাতের তিন দিন আগ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের নিজেই ইমামতি করেন (মাগরিবের নামায পর্যন্ত) এবং এশার নামাযে রোগ বেড়ে যায়। তাঁর জীবন দশায়, তাঁর নির্দেশে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ১৭ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করেন। এসময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদি আল্লাহু আনহা কে বেহেশতে মহিলাদের নেত্রী হওয়ার সুসংবাদ দেন। শেষদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার পরিজনকে ওয়াস নসীহত (দাওয়াতের কাজ) করেন। বারবার বলেন, নামায ও তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসী। মৃত্যুর আগেও মেসওয়াকের দিকে তাকিয়ে থাকায়, আয়েশা রাদি আল্লাহু আনহু তাকে নতুন মেসওয়াক চিবিয়ে দেন। শেষ মুহূর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মৃত্যু বড় কঠিন। বিড়বিড় করে বলেন, হে আল্লাহ নবী, সিদ্দিক, শহীদ, সৎ ব্যক্তি, যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের দলভুক্ত কর। আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ আমাকে মার্জনা কর। আমার উপর রহম কর। আমাকে রফিকে আলায় পৌঁছে দাও। শেষ কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। এরপর তিনি তাঁর পরম বন্ধু আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন (আমরা সবাই আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে)। সেদিন ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার। ঠিক যেমন একটি দিনে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন; ওমন একটি দিনে চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। বিশ্বনবী (সা.) চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন এবং সে অবস্থায় তাকে গোসল করানো হয়। আলী, আব্বাস (রা.), আব্বাসের দুই ছেলে ফযল ও কুছাম (রা.) এবং উসামা বিন যায়েদ (রা.) গোসল করান। রাসূল (সা.) এর মুক্ত গোলাম শুকরান (রা.) শরীরে পানি ঢালেন। ১৩ রবিউল আউয়াল, মঙ্গলবার রাতে জানাযা শেষ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জানাযায় কেউ ইমামতি করেননি। লাইন ধরে দশ দশ জন লোক এসে দোয়া করে চলে যান। আলী, ফযল, কুছাম ও শুকরান (রা.) কবরে নেমে লাশ রাখেন। বেলাল (রা.) কবরে পানি ছিটিয়ে দেন। রাসূল (সা.) এর মোট জীবনকাল ৬৩ বছর ৪ মাস অথবা ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘণ্টার মত।

এ ছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংক্ষিপ্ত জীবন। নবুয়তের ২৩ টি বছরই ছিল দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে মহিয়ান। নবুয়তের ১২তম বছরে নামাযের হুকুম আসে। নামাযের পূর্ণতা আসে ১৪তম বছরে। রোযা ফরয

www.pathagar.com

হয় ১৪তম বছরে। যাকাত ফরয হয় ১৩তম বছরে। প্রথম সম্মুখ প্রতিরোধ যুদ্ধ হয় ১৪তম বছরে। মদ পান নিষিদ্ধ হয় ১৫তম বছরে। পর্দার হুকুম আসে ১৬ তম বছরে। অথচ দাওয়াতের হুকুম আসে নবুয়তের প্রথম দিন থেকে এবং অব্যাহত ছিল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এবং বিদায় হজ্জে বিশ্বনবী তাঁর নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের সার্টিফিকেট (দাওয়াতের পূর্ণতা ও দায়িত্বের ব্যাপার) নিয়ে সাহাবীদের প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তর আদায় করেছেন এবং সকল সাহাবীকে সারাবিশ্বে কিয়ামত পর্যন্ত দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর এটিই মূল কাজ। দাওয়াত ফরযে আইন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মুসলমানদের এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাঁটি প্রেমিকদের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে যেতে হবে। এটিই বিশ্বনবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নবুয়তি জীবনের সর্বমোট সময়ের ৮০% এর বেশী সময় দাওয়াত ও তাবলীগ এব দ্বীনের জন্য ব্যয় করেছেন। তিনিই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম নিজের পরিবার থেকে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। এরপর আত্মীয় স্বজন, নিজের জাতি গোষ্ঠী, নিজের শহর (প্রথমে মক্কা ও পরে মদীনা), নিজের দেশ (পুরো আরব) এবং শেষে সারাবিশ্বে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন এবং দাওয়াত ও তাবলীগের হক পুরোপুরি আদায় করেছেন। সাহাবা কেরাম রাদি আল্লাহু আনহু তারাও একাজ করেছেন এবং সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন। তিনিই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম প্রতি ঘরে ঘরে, দুয়ারে দুয়ারে, হাটে বাজারে, মহল্লাতে, অলি-গলিতে, মজলিসে, জনসমাবেশে দাওয়াত ও তাবলীগ করেছেন। তিনিই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাবলীগের আমীর হয়ে (যায়েদ রাদি আল্লাহু আনহু কে নিয়ে) তায়েফে ২৬ দিন অতিবাহিত করেছেন। এ জামাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেছেন। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তি জীবনের কোন দিন, কোন বেলা, দ্বীনের দাওয়াত থেকে দূরে থাকেননি।

কেমন ছিলেন বিশ্বনবী

বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের চরিত্র কেমন ছিল? তার মানবিক বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল? তিনি ছিলেন মানবীয় সকল গুণের আধার। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমাশীলতা ও ধৈর্য সহিষ্ণুতার প্রশিক্ষণ দিয়ে এক ব্যতিক্রমধর্মী মানবে পরিণত করেছিলেন। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন সুন্দর ও উন্নত ছিল যে, দুর্বৃত্তরা তাঁকে

www.pathagar.com

যতই উত্ত্যক্ত, হাসি ঠাট্টা ও বাড়াবাড়ি করত, শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট দিত, তার ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা ততই বেড়ে যেত। তিনি কখনো রেগে যেতেন না বা উত্তপ্ত হতেন না। তিনি নিজের জন্যে কার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। মহান স্রষ্টার আদেশ ক্ষুণ্ন করা হলে, আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন (বুখারী)। গুনাহের কাজ না হলে, দু'টো কাজের মধ্যে সহজ কাজটিই বেছে নিতেন। কখনো এমন হয়নি যে, কেউ তার কাছে কিছু চেয়েছে, অথচ তিনি দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন (বুখারী)। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কখনও বিচলিত হতেন না, দৃঢ়চিত্তে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেন। পিছপা হওয়া বা পলায়ন করা তো দূরের কথা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় তিনিই সবচেয়ে বেশী শত্রুর কাছাকাছি থাকতেন। বিপদের সময় তিনিই প্রথম যেতেন ঘটনাস্থলে বীরদর্পে (বুখারী)। সকলের প্রতি সহজেই রাযি হয়ে যেতেন। তিনি ক্রোধ থেকে মুক্ত ছিলেন। তার দান ও দয়াশীলতার বর্ণনা অসম্ভব। দান খয়রাতের সময় নিজের দারিদ্র্যতার আশংকা থেকে মুক্ত থাকতেন। ফলে হাতের সর্বশেষ মুদ্রা, নিজের খাবার পর্যন্ত দান করে দিতেন। রমযানে তার দানশীলতা বেড়ে যেত। কল্যাণ ও দানশীলতায় তার চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা কেউ কল্পনাও করতে পারত না (বুখারী)। প্রতি রমযানে তিনি জিবরাইল আ. কে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন।

বিশ্বনবী অলংকারপূর্ণ ও সাবলীল ভাষায় কথা বলতেন। তিনি অল্প কথায় স্পষ্টভাবে, সঠিক শব্দ চয়নে, বাক্য গঠনে, বিশুদ্ধতায় পারদর্শী ছিলেন। দুর্লভ জ্ঞান, নিখুঁত কর্মকৌশল আর আরবী ভাষার উপর চমৎকার দখল ছিল বিশ্বনবীর। তিনি প্রত্যেক গোত্র বা গোষ্ঠীর সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতেন। তিনি শহরের মানুষের সাথে বিশুদ্ধ ভাষা আর বেদুঈনদের সাথে তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে সবার মন জয় করেছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল আল্লাহ্ তায়ালার ওহী ভিত্তিক পূর্ণ সহযোগিতা। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ, পাক পবিত্র, সত্যবাদী এবং শ্রেষ্ঠ আমানতদার। তার ঘোর শত্রুরাও একথা স্বীকার করেছে। নবুয়তের পূর্বেই তিনি আল আমিন (সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং জনতার বিচার ফয়সালার দায়িত্ব পেতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রধানতম শত্রুও (আবু জাহেল) বলেন, আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলি, কিন্তু আপনার আনীত দ্বীনকে মিথ্যা বলি (নাউযুবিল্লাহ)। আল কুরআন একথার সাক্ষী দেয়, তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, অথচ সীমালংঘনকারী যালেমরা আল্লাহ্ তায়ালার আয়াত অস্বীকার করে (আনআম-

www.pathagar.com

৩৩)। তিনি লাজুক ছিলেন। লজ্জা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পর্দানশীল কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি দৃষ্টিকে অবনত করে রাখতেন (বুখারী)। কারো দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতেন না। কারো মুখের উপর কখনো অপ্রিয় সত্য কথাও বলতেন না। কাউকে বিব্রত করতেন না। তার ছিল প্রবল লজ্জাশীলতা ও আত্মসম্মান বোধ। পোশাক পরিধানে তিনি ছিলেন শালীন। অধিকাংশ সময় নীরবতা পালন করতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কেউ অপ্রাসঙ্গিক কথা বললে, চুপ থাকতেন। কোন সাহাবী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে উচ্চৈঃস্বরে হাসতেন না। বাহুল্য কথা বলতেন না। নীরবতা বজায় রাখতেন এবং মাথা নিচু করে কথা শুনতেন। শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শেষ হলেই প্রশ্ন করতেন। ইহসানের বিনিময় ছাড়া কোন ব্যাপারেই অন্যের প্রশংসা তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। আবার অপরিচিত কোন লোক কথা বলায় অসংযমী হলে, তিনি ধৈর্যচ্যুত হতেন না। তিনি নরম স্বভাবের ছিলেন। তার চেহারায় প্রফুল্লভাব ফুটে থাকত। রুক্ষতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কখনই অতি জোরে কথা বলতেন না। কারো প্রতি রেগে গেলেও ধমক দিতেন না। কাউকে হতাশ করতেন না। যা পছন্দ করতেন না, তা ভুলে যেতেন। অহংকার, বাহুল্যতা এবং অর্থহীন কথা থেকে তিনি সর্বদাই মুক্ত থাকতেন। পরনিন্দা, অন্যকে লজ্জা দেয়া ও গিবত (অন্যের দোষ প্রকাশ করা) থেকে দূরে থাকতেন। পরিমিত আহার করতেন। প্রায় সময় না খেয়ে থাকতেন। খাওয়ার সময় পেটের একভাগ খাদ্যে, একভাগ পানিতে পূর্ণ করে, এক ভাগ খালি রাখতেন।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতেন, তাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হতে দিতেন না। সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোকদের সম্মান করতেন। সম্মানিত লোকদের হাতে নেতৃত্ব দিতেন। অন্যের অনিষ্ট, দুষ্কৃতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতেন। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ হতেন না। সবার খবরাখবর নিতেন। কুশল জিজ্ঞেস করতেন। ভাল বিষয়ের প্রশংসা এবং খারাপ বিষয়ের মার্জিত সমালোচনা করতেন। সববিষয়েই মধ্যপন্থা পছন্দ করতেন। সববিষয়েই মনোযোগী ছিলেন। যে কোন পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে পক্ষ নিতেন। অসত্য তার কাছে ভিড়তে পারত না। তার সাথী, সাহাবা কেরামরা ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। এদের মাঝেও কল্যাণকামী ও পরোপকারীরা তাঁর কাছে অধিক পছন্দনীয় ছিল। যারা অন্যের দুঃখে সমবেদনা সহমর্মিতা প্রকাশকারী ও সাহায্যকারী হতেন, তাদের তিনি মর্যাদা

www.pathagar.com

দিতেন। তিনি ছিলেন অতি বিনয়ী, নিরাহংকার। তিনি গরীব, মিসকিন, অসুস্থদের খোঁজ খবর নিতেন। গরীবদের সাথে ওঠাবসা করতেন। ক্রীতদাসের দাওয়াতও গ্রহণ করতেন। সাহাবাকেরামদের মধ্যে সাধারণ মানুষের মতোই বসতেন। অতি সাধারণ জনতার মতই সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় সর্বদাই আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করতেন। তার বসার জন্য নির্ধারিত কোন জায়গা ছিল না। কোন সমাবেশে বা মজলিসে গেলে, যেখানে খালি জায়গা পেতেন, সেখানেই বসে পড়তেন। এ ব্যাপারে সবাইকে নির্দেশও দিতেন। উপস্থিত সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। কেউ কারো কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে আসলে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, তা পূরণ করার। প্রার্থিত ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে এবং সুন্দর কথা বলে সন্তুষ্ট করতেন। সবার সাথে অভিভাবক বা পিতৃতুল্য দায়িত্ববান ব্যবহার করতেন। কারো শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা নির্ণয় করতেন তার তাকওয়ার ভিত্তিতে। তার মজলিস ছিল, জ্ঞান, ধৈর্য, লজ্জাশীলতা ও আমানতদারীর মজলিস। সেখানে কেউ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলত না, তাকওয়ার ভিত্তিতেই একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করত। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ ছিল, সবার আচরণের মূল মন্ত্র। কার হাত বা মুখের দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত বা লাঞ্ছিত হত না। অপরিচিত লোকদের কেউ অবজ্ঞা করত না (বুখারী, মুসলিম)।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাজ নিজ হাতে করার চেষ্টা করতেন। নিজের জুতা মেরামত করতেন। নিজের কাপড় সেলাই করতেন। ঘরের সাধারণ কাজ কর্ম নিজ হাতে করতেন। তার আচরণ ছিল বাকী সব সাধারণ মানুষের মত। নিজ হাতে কবরীর দুধ দোহন করতেন। সাংসারিক কাজে হাত দিতেন। তিনি অংগীকার (ওয়াদা) পালন করতেন। অতিথিপরায়ণতা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিশেষ খেয়াল করতেন। তার কোমল হৃদয়তা ও আন্ত রিকতা ছিল উল্লেখ করার মত। তিনি উদার মনের মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। অশালীন কথা কখনো বলতেন না। অসৎচরিত্রতাকে ঘৃণা করতেন। কাউকে অভিশাপ দিতেন না। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা বা চিল্লাপাল্লা করতেন না। মন্দের বদলা ভাল দিয়ে দিতেন। পিছন থেকে কেউ ডাকলে, পুরো ঘুরে তার সাথে কথা বলতেন। পিছন থেকে কেউ আসতে শুরু করলে, তাকে পিছনে ফেলে যেতেন না। ঘরের দাস দাসীর মতই পানাহার ও সাধারণ সজ্জায় বিশ্রাম করতেন। খাদেমের প্রতি কখনো বিরক্ত হতেন না। গরীব মিসকিনদের সাথে মিশতেন, ওঠাবসা, পানাহার ও তাদের জানাযায় যেতেন। জামাতে বা সফরে থাকা অবস্থায়

www.pathagar.com

কঠিন দায়িত্বের ভার (খেদমতের) নিজে নিতেন। এ ধরনের কাজে স্বতন্ত্র অবলম্বন করতেন। কারো উপরে নিজের দায়িত্ব চাপাতেন না। তিনি সর্বদা গভীর চিন্তায় চিন্তিত থাকতেন। আরাম আয়েশ ও ভোগবিলাসের চিন্তা কখনই করতেন না। নীরবতা পছন্দ করতেন। শুধু প্রয়োজনেই কথা বলতেন। কোন কিছুর নিন্দা ও সমালোচনা করতেন না। পানাহার দ্রব্যের ও খাদ্যের সমালোচনা করতেন না। জাঁকজমক ও শান সৈকত পছন্দ করতেন না। আনুষ্ঠানিকতা ও লোক দেখান কাজকর্ম থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতেন। সাহাবীদের কারো মাঝে সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী কোন আচরণ বা কর্ম প্রকাশ পেলে, বিরক্ত বোধ করতেন। কারো প্রতি আঙ্গুল তুলে ইশারা করতেন না, পুরো হাত নেড়ে তা করতেন। কখনো রেগে গেলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। খুশী হলে দৃষ্টি নিচু করতেন। মাঝে মাঝে মৃদু হাসতেন, তখন দাঁতের সামান্য অংশ ঝকমক করত। আল্লাহ্ তাকে অতুলনীয় স্বভাব বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনমুগ্ধকর চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য মানুষ তার কাছে ছুটে আসতো। মনের থেকেই মানুষ তাকে ভালবাসতেন। তার নেতৃত্ব ছিল উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়। মানুষ তার প্রতি ছিল নিবেদিতপ্রাণ। তার রুক্ষ স্বজাতিরা নবীজির কোমলতায় বলিষ্ঠতায় ও নমনীয়তায় আদর্শ জাতিতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এখানে যে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে তা তাঁর চরিত্র মাধুর্যের সামান্য অংশবিশেষ মাত্র। প্রকৃত বিচারে তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী ছিল ব্যাপক, বিস্তৃত, বিশাল ও গভীর। তিনি মানবতার ও আদর্শের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাকে সারাবিশ্বের এবং সর্বকালের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল আল্ কুরআনেরই বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন। এমনকি তার সংস্পর্শে থেকে সাহাবা কেরাম রাদি আল্লাহু আনহু নিজেদের চরিত্রকে এমন উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাদের যে কাউকে অনুকরণ করলেও, একজন মানুষ মানব চরিত্রের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে উন্নীত হতে পারে।

বিশ্বনবীর শরীরের গড়ন

মাথা : বিশ্বনবীর (সা.) এর মাথা ছিল আকারে একটু বড়।

চুল : মাথার চুল ছিল কানের লতি বরাবর কিছুটা কোঁকড়ানো ও ঢেউ খেলানো বাবরী। তিঁনি মাথার মধ্যখানে সিথি করতেন। চুলে তেল ও আতর মাখতেন। চুল ঘন ও কালো ছিল। ইন্তিকালের পূর্বে ১৮/২০ টি চুলে পাক ধরেছিল। রাসূল

www.pathagar.com

(সা.) তিন রকমের চুলই রেখেছেন - বাবরী, কেটে ছোট করে ও মাথা মুণ্ডন করে।

কপাল : প্রশস্ত ও মসৃণ।

নাক : নাকের ডগার মধ্যভাগ উঁচু এবং ছিদ্র ছিল সংকীর্ণ।

দাঁত : সামনের দাঁত ছিল উজ্জ্বল ও সামান্য একটু ফাঁকা।

চোখ : ডাগর ডাগর। চোখের মণি খুব কালো। সাদা অংশে সামান্য লাল আভা। পাতা ছিল বড়। মনে হত চোখে সুরমা দিয়েছেন।

ভ্রু : প্রশস্ত ও জোড়া লাগানো।

চেহারা : নূরানী চেহারা! মুখায়ব গোলাকার। দুধে আলতা মেশানো রং। ফর্সা ও ঝকঝকে।

আকার : খুব লম্বাও নয়, খুব খাটোও নয়। মধ্যমের চেয়ে একটু বড়। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর মত আর কাউকে দেখা যায়নি।

দাড়ি : মানানসই ঘন ও বড়, জীবনের শেষের দিকে থুতনীর ছোট দাড়ি ও চিপে একটু পাক ধরেছিল। লম্বা চওড়ায় সুন্দর (সাইজ) করে করতেন।

হাত : হাতের আঙ্গুলগুলো লম্বা। কব্জী হতে কনুই পর্যন্ত পশম ছিল। তালু মাংশে ভরা বেশ প্রশস্ত।

বুক : বুক কিছুটা উঁচু ও প্রশস্ত। বীরের মত। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের একটা সরু রেখা ছিল। এছাড়াও শরীরে পশম ছিল।

পেট : মোটা কিম্বা ভুঁড়ি ছিল না। বেশ সুন্দর সমান ছিল। বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী।

ঘাম : ঘামলে মতির মত দেখাতো। ঘামের মধ্যে মিশক আম্বরের ন্যায় সুগন্ধ ছিল।

পা : পায়ের গোছা সরু ছিল। পায়ের পাতার মধ্য ভাগে কিছু খালি ছিল। চলার সময় সামনে ঝুঁকে চলতেন।

কাঁধ/পিঠ : কাঁধ ছিল প্রশস্ত। দুই কাঁধের মাঝখানে (একটু নিচের পিঠে) মহরে নবুওয়াত ছিল। দেখতে কবুতরের ডিমের মত। রং ছিল তাঁর গায়ের রংয়ের সাথে মিলানো।

বিশ্বনবীর পোশাক

৮

পোশাক ব্যবহারে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তিনি চাদর ও লুঙ্গি পরতেন। তিনি জামা পোশাককে বেশি পছন্দ করতেন। পায়জামা পরতেন না, তবে মিনার

www.pathagar.com

বাজার থেকে একটা পায়জামা কিনেছিলেন। সাদা কাপড় বেশি পছন্দ করতেন। সবুজ ও জাফরানীসহ্ সব রঙ্গের কাপড় ব্যবহার করেছেন। মোজা পরার অভ্যাস ছিল না। তবে আবিসিনার নাজ্জাশী বাদশাহর পাঠানো চামড়ার মোজা ব্যবহার করেছেন। মাথার সাথে লেগে থাকা টুপি ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ সময়ে কালো পাগড়ি ব্যবহার করতেন।

পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন। তার তিনটি টুপি ছিল। ১. সাদা সুতার কাজ করা। ২. ইয়ামেনি চাদর দ্বারা বানানো। ৩. কান পর্যন্ত লম্বা টুপি। ইয়ামেনের ডোরাযুক্ত চাদর তিনি খুব পছন্দ করতেন। শেরওয়ানি পরতেন। জুতা ছিল দুই ফিতা লাগানো, বর্তমান সেন্ডেলের মত। তিনটা জুব্বা ছিল। তার মধ্যে ১টি সবুজ রংয়ের রেশমি সুতার তৈরী। একটি জিহাদের ময়দানে ব্যবহার করতেন। জিহাদের ময়দানে রেশমি বস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয। খেজুর পাতা ভর্তি করা (তৈরি) গদি ছিল। দড়ির তৈরি শোয়ার খাট ছিল। সিল দেয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য রুপার আংটি ছিল। তিনি চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। পোশাকের ব্যাপারে সাদা-সিধা জীবনযাপন করতেন।

বিশ্বনবীর খাদ্য

তিনি হালুয়া ও মধু খুবই পছন্দ করতেন। কদুর তরকারি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। সামুদ্রিক মাছ খেয়েছেন। উট, ভেড়া, মুরগি ও বকরির গোশত খেয়েছেন। বন্য গাধা ও খরগোশের গোশত খেয়েছেন। পরবর্তীতে গাধা খাওয়া নিষেধ করেছেন। খাঁটি দুধ ও পানি মিশানো দুধ খেয়েছেন। ছড়া থেকে আঙ্গুর খেতেন। পানি মেশানো মধু ও খেজুর ভিজানো পানি খেতেন। ছাতু, দুধ ও আটা দিয়ে তৈরি পিঠা, পনির, কাঁচা পাকা খেজুর খেতেন। সিরকা দিয়ে রুটি খেতেন। গোশতের ঝোলে রুটি ভিজিয়ে (ছরীদ) খেয়েছেন। ভুনা গোশত, চর্বির ইহালা ও কলিজা খেয়েছেন। তবে তিনি গুর্দা ও কলিজা বেশি পছন্দ করতেন না। যয়তুন ও মাখন দিয়ে শুকনো খেজুর খেতেন। তিনি কখনো কখনো ঘি দিয়ে রুটি খেয়েছেন। নরম খেজুরের সাথে তরমুজ খেয়েছেন। তিনি তরমুজ খাবার সময় দু'হাত ব্যবহার করতেন। খাবার সময় তিন আঙ্গুল দিয়ে ধরে খেতেন। তিনি যবের রুটি খেয়েছেন। সফরে মাটিতে বসে খেতেন। হালাল ও পবিত্র খানা যা পেতেন, তা তৃপ্তির সাথে খেতেন। বেশির ভাগ সময়ে তিনি ক্ষুধা সহ্য করতেন। রোযা রাখতেন। দিনের পর দিন আর মাসের পর মাস না খেয়ে কাটাতেন। পেট ভরে খেতেন না, খাদ্যের প্রাচুর্যের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। খুবই কম খেতেন।

www.pathagar.com

পেটের একভাগ খাদ্যে, একভাগ পানিতে এবং একভাগ খালি রাখতেন। তিনি অত্যধিক গরম খাবার খেতেন না। তিনি রসুন, পেয়াজ ও কুররাস (রসুনের মতো গন্ধযুক্ত এক প্রকার তরকারি) খেতেন না। তিনি কোনো খাদ্যের দোষ-ক্রটি বলতেন না। রুচিপূর্ণ না হলে খেতেন না।

বিশ্বনবীর ব্যবহার্য জিনিস পত্র

পিতার একখানা ভিটাবাড়ি। উম্মে আয়মান নামে একজন দাসী। ৯টি তরবারি। এগুলোরি বাট ছিল রৌপ্যখচিত। ৭টি বর্ম। জাতুল ফযুল বর্মটি অভাবের কারণে ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন। ৬টি বর্শা। বর্শার ফলক রাখার জন্য 'কাফুর' নামে একটি থলে। সুদাদ নামে একটি ধনুক। ৩টি ঢাল। রুপায় বাঁধানো একটি কমরবন্দ। পাঁচটি নেযা। বারদা নামের নেযাটি বড় ছিল। গেমরা একটু ছোট। এটা নামাযের সময় সামনে গেড়ে দেয়া হত। ২টি হেলমেট। ১টা লোহা তামা মেশানো টুপি। আরেকটি লৌহ নির্মিত মুখোশ। ১টি তাঁবু (কনু নামক তাঁবু)। ৩টি লাঠি। ১টি ডান্ডা। এটির নাম ছিল 'মউত'। সকব নামে ধুসর রংয়ের ঘোড়াসহ মোট ৭টি ঘোড়া। দুলদুল নামে সাদা খচ্চর। কাসওয়া নামে উটে চড়ে হিজরত করেন। মোট ৪৫টি উট। একশটি বকরি। ৭টি পাহাড়িয়া ছাগল যা উম্মে আয়মান চরাতেন। ৩টি পেয়ালা। ১টি লোহার পাতযুক্ত মোটা কাঠের পেয়ালা ছিল। রাতে পেশাবের জন্য চৌকির নিচে কাঠের পাত্র রাখতেন। সাদির নামে একটি মশক। ওযূ করার জন্য একটি পাথরের পাত্র। কাপড় ধোয়ার জন্য একটি পাত্র। 'সিককা' নামে একটি বড় পেয়ালা। হাত ধোয়ার থালা। তেলের শিশি ও আয়না। চিরুনি রাখার একটি থলে। চিরুনি ছিল সেগুন কাঠের। একটি সুরমাদানি। কাঁচি (বা কেঁচি) ও মিসওয়াক। থলের মধ্যে রাখতেন। চারটি আংটা লাগানো একটি বড় পাত্র। পরিমাপের জন্য ছা' ও মুদ। দড়ির তৈরি একটি খাট। খাটের পায়া ছিল সেগুন কাঠের। চামড়ার তৈরি একটি গদীর ভেতরে খেজুরের ছোবড়া ভরা ছিল।

বিশ্বনবীর বসতবাড়ী

বিশ্বনবী (সাঃ) শৈশবে দাদার বাড়িতে লালিত-পালিত হন। ২৫ বছর পর্যন্ত চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে থাকেন। বাবার কিছু ভিটামাটি ছিল। মদিনায় হিজরত করার পর সে বাড়ি আকিল (আবু তালেবের ছেলে। তখনো মুসলিম হয়নি) দখল করে নেয়। হিজরত করে আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) এর বাড়িতে ছয় মাস অবস্থান করেন। নিজের জন্য মসজিদের (নব্বী) পাশে ছোট ছোট দুটো ঘর তৈরি

www.pathagar.com

করেন। তখন স্ত্রী ছিল দু'জন - হযরত সওদা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)। দুজনকে দুটো ঘর দেন। হারেছ ইবনে নোমান আনসারী (রাঃ) এর দেয়া জায়গার উপর ঘরগুলো তৈরি করেন। খেজুর গাছের কাণ্ড, ডাল ও পাতা দ্বারা ঘরগুলো তৈরি। ছাদ ও দেয়ালে কাদামাটির আস্তর করা ছিল। ঘরগুলোর কোনো আঙ্গিনা বা বারান্দা ছিল না। ছাদের উচ্চতা ছিল ৭/৮ ফুটের মত অর্থাৎ মানুষের মাথা বরাবর উঁচু। ঘরের দরজায় থাকত চট অথবা কম্বলের পর্দা।

'মাশরাবা' নামে তাঁর একটি দোতলা ঘর ছিল। নবম হিজরীতে যখন তিনি স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঘোড়া থেকে পড়ে আঘাত পান; তখন একমাস এ দোতলায় অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত ঘরের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল এগারোখানা। ঘরের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট। দরজা সাড়ে চার ফুট উঁচু ও পৌনে দুই ফুট চওড়া ছিল। এগারোটি ঘরের মধ্যে ৪টির কাঁচা ইটের দেয়াল ও বাকিগুলো খেজুর শাখায় তৈরি। হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘর মসজিদের পূর্ব বরাবর ছিল। এ ঘরেই বিশ্বনবীর (সাঃ) রওজা মুবারক। খলীফা উমর (রাঃ) শাসনকাল পর্যন্ত হুজরাগুলো অপরিবর্তিত ছিল। পরে ঘরগুলো ভেঙ্গে মসজিদের সাথে শামিল করা হয়েছে।

বিশ্বনবীর দৈনন্দিন কাজ

বিশ্বনবী (সাঃ) দিন রাতের তিন ভাগের একভাগ ইবাদত-বন্দেগী, একভাগ পরিবার-পরিজন ও গৃহকর্মের জন্য এবং আরেকভাগ সমাজের দুঃস্থ-নিঃস্ব জনের সেবায় ব্যয় করতেন। বিশেষ জরুরি অবস্থা সৃষ্টি না হলে, এ অবস্থার ব্যতিক্রম হতো না। ফজরের নামায শেষ করে জায়নামাযে লোকজনের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে বসতেন। তাদের ওয়াজ নসীহত, দাওয়াত ও উপদেশ দিতেন। প্রশ্নের জবাব দিতেন। কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে সে সম্পর্কে পরামর্শ করতেন। মাঝে মাঝে সাহাবীদের স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করতেন। লোকজনেরা জাহিলিয়াতের কাহিনী বর্ণনা করত। কবিতা পাঠ হাসি-খুশির কথাবার্তা বলত। বিদেশি প্রতিনিধি ও বিভিন্ন গোত্রের লোকের সাথে সাক্ষাৎ দিতেন। বিচার সালিসি অভিযোগ শোনা ও মীমাংসা করতেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেন। মালে গনীমত, ভাতা ও খারাজের মাল বন্টন করতেন। চার রাকাত অথবা আট রাকাত চাশতের নামায পড়ে ঘরে ফিরতেন (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ)।

ঘরে ফিরে গৃহস্থালির কাজে লেগে যেতেন। উট বকরির খাবার দিতেন। দুধ দোহন করতেন। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতেন। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস

www.pathagar.com

কিনে আনতেন। নিজের পুরানো কাপড়, জুতা সেলাই করতেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতেন। যোহরের নামাযের আগে খাবার খেয়ে নিতেন। কিছু সময় বিশ্রাম করতেন (কায়লালু করতেন)। যোহরের নামায শেষে আবার দাওয়াতী কাজ করতেন। অথবা বাইরে কোথাও দাওয়াত ও তালিমের কাজে যেতেন। আসরের নামাযের পর ঘরে গিয়ে সকল স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বলতেন ও খোঁজ-খবর নিতেন। যার ঘরে পালা আসত সকল স্ত্রীগণ সেখানে জড়ো হতেন। এ সময় তিনি মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আলাপ করতেন। দাওয়াত, তাবলীগ ও তালিমের কাজ করতেন। এভাবে ইশার আগ পর্যন্ত কাটাতেন (বুখারী)।

এশার পর যে স্ত্রীর ঘরে পালা পড়ত তাঁর ঘরে চলে যেতেন। এশার পর কথাবার্তা বলা বা রাতজাগা পছন্দ করতেন না। নিদ্রা যাওয়ার আগে নিয়মিত কুরআন মাজীদের কোনো সূরা (সূরা বনী ইসরাইল, যুমার, হাদীদ, হাশর, সফ, তাগাবুন, জুমু'আ) পাঠ করে শয়ন করতেন। শোয়ার সময় দোয়া পড়তেন। জেগেও দু'আ পাঠ করতেন। রাতের অর্ধপ্রহর পার হওয়ার সাথে সাথে জেগে উঠতেন। হাতের কাছে মিসওয়াক ও ওযুর পানি রাখতেন। ভালোভাবে মিসওয়াক ও ওযু করতেন। নিজ বিছানায় নামায আদায় করতেন (তাহাজ্জুদ)। কোনো কোনো সময় এশার নামাযের পর সামান্য বিশ্রাম করে ফজর পর্যন্ত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। ডান কাতে ডান হাতের উপ মাথা রেখে শয়ন করতেন। ঘুমে অতি সামান্য নাক ডাকা শব্দ অনুভূত হত। সাধারণত চামড়ার বিছানায় অথবা চাটাইয়ের উপর অথবা মেঝেতে শুয়ে আরাম করতেন। প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অর্থাৎ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যস্ত থাকতেন।

বিশ্বনবীর অন্যান্য কাজকর্ম

১. নফল নামায। ২. নফল রোযা। ৩. কুরআন তিলাওয়াত। ৪. যিকির ও দোয়া। ৫. আহার (সকাল, দুপুর, রাত)। ৬. নাশতা। ৭. পায়খান-পেশাব। ৮. ওযু, গোসল (তাহারাত অর্জন)। ৯. চুল, দাড়ি, মোছ, নখ, বগল ও গুপ্তাঙ্গ পরিষ্কার করা। ১০. চুল, দাড়ি, আঁচড়ানো। ১১. আতর, সুরমা লাগানো। ১২. খাওয়া-দাওয়া। ১৩. জানাযা পড়া। ১৪. রোগী দেখাশোনা। ১৫. অতিথি সেবা করা। ১৬. জিহাদে শরীক হওয়া। ১৭. বিচার সালিস করা। ১৮. হাট-বাজার করা। ১৯. স্ত্রীদের ফরমায়েশ পূরণ করা। ২০. শিশুদের সাথে আনন্দ-কৌতুক করা। ২১. মিরাজে গমন করা। ২২. ওহী নাযিল হওয়া। ২৩. যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। ২৪. যুদ্ধ অভিযানে লোক পাঠানো। ২৫. বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের নিকট

www.pathagar.com

চিঠি দেয়া। ২৬. জীবিকা নিবার্হের জন্য কাজ করা। ২৭. মদিনায় শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। ২৮. বায়তুল মালের খোঁজ রাখা। ২৯. প্রতিবেশী ও দুঃস্থদের প্রতি নজর রাখা। ৩০.ইয়াতীম ও আত্মীয়দের হক আদায় করা। ৩১. হজ্জ ও ওমরা পালন করা। ৩২. সফর করা। ৩৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করা। ৩৪. জুমার খুতবা দেয়া। ৩৫. বিবাহ করা ও দেয়া। ৩৬. বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ। ৩৭. জিব্রাইলের (আ.) সাথে সময় দেয়া। ৩৮. কাফির-মুশরিকদের প্রশ্নের জবাব দেয়া। ৩৯.আহলে সুফফাদের প্রতি নজর দেয়া। ৪০. মা ফাতেমা ও অন্যান্য সাহাবীদের বাড়িতে যাওয়া।

উপরে স্বাভাবিক অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর দৈনন্দিন কাজের একটা নকশা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় এর ব্যতিক্রম হয়েছে। যেমন-জিহাদের সময়, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জিহাদের ময়দানে অবস্থান করতে হয়েছে। সফরে, হজ্জে, বিশেষ দাওয়াতী মিশনে, ওহী নাযিলের সময় অথবা কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। একজন সফল মানুষ হিসেবে জীবনে অসংখ্য ঘটনা ও অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৈনন্দিন কাজের যে তালিকা তৈরী করা হয়েছে। তা হুবহু কোন হাদীস গ্রন্থে লেখা নেই। তবে সিহাহ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থ, সীরাতের কিতাবসমূহ, শামায়েলে তিরমিযী, সীরাত কোষ, ইসলামী বিশ্বকোষসহ বিশ্বনবীর (সাঃ) উপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে বর্ণিত তালিকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিশ্বনবীর ইসলামী রাষ্ট্র

বিশ্বনবীর (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সে রাষ্ট্রের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তার একটি সুসংগঠিত কাঠামো ছিল। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সে দায়িত্বে আনজাম দেন। মদীনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বনবীর (সাঃ) রাষ্ট্রীয় দপ্তরসমূহের বন্টন নিম্নরূপ ঃ

১. নিরাপত্তা বিভাগ : নিয়মিত পুলিশ বাহিনী ছিল না। কিছুসংখ্যক সাহাবী স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করতেন। বায়তুল মাল থেকে তাঁদের ব্যয়ভার বহন করা হত। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন কায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ)।

২. বিচার বিভাগ : এ বিভাগের প্রধান ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে। এছাড়া আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, মুয়ায ইবনে জাবাল, আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ ও উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

৩.শিক্ষা বিভাগ : এ বিভাগ ছিল বিশ্বনবীর (সাঃ) তত্ত্বাবধানে। ইবনে আবুল আরকামের বাড়ি ছিল প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। তাছাড়া মসজিদে নববী ছিল মুসলমানদের সার্বিক শিক্ষাকেন্দ্র। মদীনায় শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আস ও মহিলাঙ্গনে আয়েশা (রাঃ) বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

৪. জনস্বাস্থ্য বিভাগ : নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হত। বিশিষ্ট চিকিৎসক হারিস ইবনে সালাহকে এ বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। চিকিৎসকগণ বায়তুলমাল থেকে ভাতা পেতেন।

৫. নগর প্রশাসন বিভাগ : ওমর (রাঃ) এর উপর এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল। তাঁর কাজ ছিল নাগরিক হয়রানি, ধোঁকা ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় না হয়, এ বিষয় নিশ্চিত করা। তিনি কঠোর প্রকৃতির ন্যায় বিচারক ছিলেন। শয়তান ইবলীস পর্যন্ত তাঁকে ভয় করত।

৬. বায়তুল মাল বিভাগ : বিশ্বনবী (সাঃ) নিজেই এ বিভাগের কাজ তদারকি করতেন। মুয়ানকি ইবনে আবী ফাতিমা (রা.) এ বিভাগের সাথে জড়িত ছিলেন।

৭. যাকাত ও সাদাকাহ বিভাগ : যাকাত ও সাদাকাহ বিভাগের অর্থ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতেন যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ও যুহাহির ইবনে সালাত (রা.)। আঞ্চলিক স্বতন্ত্র আদায়কারী নিয়োজিত ছিলেন।

৮. পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ : আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ), যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রাঃ) ও মুয়াবিয়া (রাঃ)।

৯. যোগাযোগ বিভাগ : মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) ও হাসান ইবনে নুসীরা (রাঃ)।

১০. পরিসংখ্যান বিভাগ : বিশ্বনবী (সাঃ) দু'বার আদমশুমারি করেছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে প্রথম বার এবং পরে আরেকবার এ কাজ করেন। তাতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন।

১১. সিলমোহর বিভাগ : মুকার ইবনে আবী ফাতিমার কাছে রাসূল (সাঃ) এর সিল মোহরকৃত আংটি সংরক্ষিত থাকত।

১২. অভ্যর্থনা বিভাগ : আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও বারাহ (রাঃ)।

১৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ : মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাদেশিক এলাকা ছিল। 'ওয়ালী' নামে পরিচিত এ সমস্ত এলাকায় শাসন কর্তা নিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

১৪. প্রতিরক্ষা বিভাগ : সে সময় বেতনভুক্ত কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনে প্রত্যেক মুসলমানকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হত। রাসূলুল্লাহ সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। সেনাপতিগণ হলেন - ১. আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), ২. আবু ওবায়দা ইবনে যাররাহ (রাঃ), ৩. আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ), ৪. যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ), ৫. আবু ওবায়দা ইবনে যাররাহ (রাঃ), ৬. উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ), ৭. হামযা ইবনে মুত্তালিব (রাঃ), ৮. মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাঃ), ৯. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ), ১০. আমর ইবনুল আস (রাঃ), ১১. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ), ১২. যায়েদ ইবনে হারিস, ১৩. ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ), ১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়া (রাঃ), ১৫. সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), ১৬. জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ)।

১৫. রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ : এ বিভাগে কাজ করতেন- ১. হানযালা ইবনে আল রবী (রাঃ)। (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একান্ত সচিব)। ২. শুরাহবিল ইবনে হাসান (রাঃ) সচিব। ৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)।

১৬. দণ্ড (শাস্তি) বিভাগ : প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের শাস্তি কার্যকর করার কাজে দায়িত্বান ছিলেন - ১. যুবায়ের (রা.)। ২. হযরত আলী (রা.)। ৩. মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.)। ৪. মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (রা.)। ৫. আসেম ইবনে সাবিদ (রা.)। ৬. দাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবি (রা.)।

১৭. ওহী লিখন বিভাগ : ওহী লিখনে মহান দায়িত্ব পালন করতেন- ১. যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), ২. আবু বকর (রাঃ), ৩. ওমর ফারুক (রাঃ), ৪. উসমান (রাঃ), ৫. আলী (রাঃ), ৬. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), ৭. আবদুল্লাহ (রাঃ), ৮. যুবাযের ইবনে আওয়াম (রাঃ), ৯. খালিদ ইবনে সাঈদ (রাঃ), ১০. আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ), ১১. খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ), ১২. মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ), ১৩. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)সহ প্রায় চল্লিশ জন।

কেমন ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবারা

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় অনুসারী সাহাবা কেরাম এমনই যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন যে, তাদের উপর আল্লাহ্ রাযি খুশী ছিলেন এবং কুরআন পাকে তাদের উপাধি ছিল, রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন এবং তাঁর ওফাতের (প্রস্থানের) পর তারা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারা তো মক্কা মদীনাতেই ছিলেন। সেখানে বসে

www.pathagar.com

ইবাদত করলে এবং মৃত্যুর পর জান্নাতুল বাকীতে তাদের দাফন কাফন হলে, কোন অসুবিধা হওয়ার কথা ছিল না। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের ব্যাপারে কুরআনে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যবানে অনেক মর্যাদা ও পুরস্কারের কথা ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব ইতিহাস বলে, নবী এর লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের সমাধি রচিত হয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, চীনসহ বিশ্বের আনাচে কানাচে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ নিয়ে তারা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনাদরে পড়ে আছেন। পুরো আরব ভূখণ্ডে মাত্র দশ হাজার সাহাবা কেরামের কবর রচিত হয়েছে। বাকী লক্ষাধিক সাহাবী দাওয়াতের কাজে ঘরবাড়ি, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে করতে হিজরতের (সফরের) মাঝেই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। আসলে এটাই বিশ্বনবীর নির্দেশ ও উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের সত্যিকারের কাজ। আবু আইউব আনসারী রাদি আল্লাহু আনহু শুয়ে আছেন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। আবু তালহা আনসারী রাদি আল্লাহু আনহু রোমের বোখারার কোন নির্জন বনে ঘুমিয়ে আছেন। বদরী সাহাবী হিশামত বিন আসের রাদি আল্লাহু আনহু লাখো টুকরোগুলো পড়ে আছে আজরাদিনের ময়দানে। নোমান ইবনে মোযায রাদি আল্লাহু আনহু ছটফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নেহাওয়ান্দের ময়দানে। ইয়েমেনের সর্দার মায়ামার ইবনে মাহদী রাদি আল্লাহু আনহু-এর কবর নেহাওয়ান্দের বিজন মাঠে। আলী এবং ৭০ জন সাহাবীর কবর ইরাকের কুফায়। ওকবা বিন নাফে রাদি আল্লাহু আনহু বিসকেরাতে। আবু লাবাবা রাদি আল্লাহু আনহু ও আবু জম্মা রাদি আল্লাহু আনহু তিউনিসিয়াতে। মাআবাদ ইবনে আব্বাস, আবু দুর ইবনে আব্বাস সুমালিতে। কাশেম বিন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু সমরকন্দ, রাশিয়ায়। হুযাইফা বিন মুসলিম রাদি আল্লাহু আনহু ফারগানাতে। মা'আয ইবনে জাবাল রাদি আল্লাহু আনহু ইয়ারমুকের মরুভূমিতে। ওবায়দুল্লাহ বিন জাররাহ, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহ, জায়িদ বিন হারিসা, জাফর বিন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু ও আরও ২৫ হাজার সাহাবী রাদি আল্লাহু আনহু ও তাবেঈনের কবর রয়েছে জর্দানের মুতায়। সত্তর জন সাহাবীর কবর লিবিয়ায়। হোসাইন রাদি আল্লাহু আনহু এর কবর ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে। ৫০০ সাহাবীর কবর মিসরে। ওকবা বিন আমের ও ফযল বিন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু এর কবর সিরিয়ায়। শত শত সাহাবীর কবর কেনিয়া, সুদান, মরক্ক, লিবিয়াসহ পুরো

www.pathagar.com

আফ্রিকা মহাদেশে। আবদুল্লাহ্ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি আল্লাহু আনহু এর কবর চীনের কেন্টনে। সাহাবীদের ছোট একটা ঘটনা বলছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'আয ইবনে জাবাল রাদি আল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠাচ্ছেন। বলছেন, মনে হয় তোমার আর আমার এটাই শেষ দেখা। যখন তুমি ফিরে আসবে তখন হয়ত আমাকে দেখবে না। কিন্তু আমার কবর দেখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে সাহাবীদের নিজ হাতে সারাবিশ্বে পাঠাতেন। সাহাবা কেরাম রাদি আল্লাহু আনহুমরা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন কোন উদ্দেশ্যে? ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, সম্পদ, ভোগবিলাস? না এসব কিছুই না। শুধুমাত্র তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের দাওয়াত নিয়েই (দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যেই) সব ছেড়ে ঘরবিমুখী হয়েছিলেন তারা। নিজেদের কবরকে সারাবিশ্বে রচিত করেছেন। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজই উম্মতে মুহাম্মদীর একমাত্র প্রধান কাজ। বাকী কাজ হচ্ছে এর সহযোগী বা উপযোগী দায়িত্ব। দাওয়াতের ময়দানে থেকেই আমরা আমাদের আখলাক, ইবাদত, মোয়ামিলাত, মোয়াশিরাত এবং সবচেয়ে মূল্যবান ঈমানকে বুঝব, শিখব এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন করব। এটাই উম্মতে মুহাম্মদীর জীবনের আসল উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসারিত

সারা বিশ্বে বহুল প্রচলিত, ইয়ার বুক আল মানাক ১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যানে জানিয়েছে, বিগত ৫০ বছরে (১৯৩৪ হতে ১৯৮৪ পর্যন্ত) ধর্ম বিস্তারের শতকরা প্রবৃদ্ধি প্রসঙ্গে। ইসলাম ধর্মের প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৫%, খ্রিষ্টান ধর্মের প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৭% অন্যান্য ধর্ম অতি সামান্য। আমেরিকাতে বছরে দেড় লাখ মুসলমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী এসব উন্নত দেশগুলোতে মুসলমানরা এখন দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। ইউরোপ, আমেরিকার বর্ধনশীল ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম এক নম্বরে। এটা কিভাবে হচ্ছে? কোন জবরদস্তি, অস্ত্র, প্রলোভন, বাধ্য বাধকতা, প্রচারণা? কোনটিতেই সম্ভব নয়। উন্নতবিশ্বে ওসব টিকে না। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা গরীব, সম্পদহীন, প্রচারহীন হিসেবেই পরিচিত। বিগত ১৫০ বছরের মধ্যে ৬০,০০০ এর বেশী বই লেখা হয়েছে ইসলামের বিপক্ষে (টাইম ম্যাগাজিনের আর্টিকেল, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭৯)। সালমান রুশদির লেখা স্যাটানিক ভার্সেস বইটিকে পশ্চিমা মিডিয়া বড় করে প্রচার করেছে। যেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামকে অযৌক্তিক গালাগাল দেয়া হয়েছে। বোকার স্বর্গে বসে, ইসলাম বিদ্বেষীরা সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল। ফলাফল কি হল? আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইউরোপের জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইসলাম নিয়ে লেখাপড়া শুরু করলেন। বিশেষ করে অমুসলিম নারীরা। ফলে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলেন। যারা বলে, ইসলাম জোর জবর দোস্তি করে এবং অস্ত্রের ভয় দেখায় তাদের কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। মুসলমানরা ১০০০ বছর ভারত শাসন করেছিল। ভারতে ৮০% লোক অমুসলিম। মুসলমান শাসকরা জোর করে ভারতের সকল মানুষকে মুসলমান বানাতে পারত। তাদের সে ক্ষমতা ছিল। তারা তা করেনি। স্পেনে মুসলমানরা ৮০০ বছর শাসন করেছিল। তারা জোর করে স্পেনের সকল মানুষকে মুসলমান বানায়নি। অথচ খ্রিষ্টানদের ক্রুসেড আন্দোলন ও তাদের নেতারা যখন পুনরায় স্পেনের ক্ষমতা পায় তখন স্পেনের প্রত্যেকটি মুসলমানকে হত্যা করা হয়। তখন স্পেনে আযান দেয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ মুসলমানরা বিগত ১৪০০ শত বছর যাবত আরব বিশ্ব শাসন করলেও, সেখানে এখনও ১৫০ মিলিয়ন (দেড় কোটি) উত্তরাধিকার সূত্রে

www.pathagar.com

খ্রিষ্টান বসবাস করছে। তারা শান্তিতেই বসবাস করছে। স্পেনের মত মুসলিম নিধন করা হয়নি। এটাই ইসলামের শিক্ষা। যারা আজ ধর্মের স্বাধীনতার শ্লোগান দিচ্ছেন, তারা এর কি জবাব দিবেন? মুসলমান ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে অপপ্রচার চালান হচ্ছে ও বলা হচ্ছে ঃ মুসলমানরা যুদ্ধ, অস্ত্র, রক্ত, হানাহানি, হত্যা এসব পছন্দ করে। আবার ইতিহাস দেখা যাক। বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে অমানুষিকভাবে নির্যাতিত হন মক্কায়। তার জীবন যখন বিপন্ন, তিনি হিজরত করে ৫০০ কি.মি. দূরে মদীনায় চলে যান। মক্কার মুশরিকরা সেখানেও তাকে আক্রমণ করে বসে। এভাবে বিশ্বনবী ও মুসলমানরা নিজেদের জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। বিশ্বনবীর ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনে সর্বমোট ৮৭ টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যার ২৭টিতে তিনি নিজেই নেতৃত্ব দেন এবং বাকী ৬০টিতে তার নির্বাচিত অনুসারীরা নেতৃত্ব দেন। এই ৮৭ টি যুদ্ধে মুসলমান ও অমুসলমান মিলিয়ে সর্বমোট মাত্র ১০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এবার আসুন প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে ভাবি। অমুসলিমরাই এ যুদ্ধের কারণ এবং তারাই এর অংশগ্রহণকারী। প্রথম মহাযুদ্ধে দুই কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং দু'কোটি লোক আহত হয়। যার মধ্যে এককোটি সাধারণ জনতা এবং এককোটি সৈনিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নেতা ও হোতা কারা? অবশ্যই অমুসলিমরা (খ্রিষ্টান)। হিটলার মুসলমান ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিন কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। আরও তিন কোটি লোক আহত হয়। হিটলার একাই ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করে। মুসোলিনী লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। জাপানের হিরোসিমা-নাগাসাকিতে এক মিনিটেই হত্যা করা হয় কয়েক লক্ষ মানুষকে অর্থাৎ হিসাব দাঁড়াল অমুসলিমদের মাত্র দু'টি যুদ্ধে পাঁচ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করেছে এবং পাঁচ কোটি লোক আহত হয়েছে।

ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ওলেবী বলেন, মুসলমানরা তাদের ধর্মের অগ্রযাত্রার পথে অস্ত্রের মাধমে বিস্তার লাভ করেছে এটি একটি বাস্তব বিবর্জিত উদ্ভট পৌরাণিক গল্প। যা ঐতিহাসিকগণ বার বার উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল বলেন, ইসলাম হল, একটি আদর্শের অস্ত্র। যা নিজেই তার প্রচার কার্য চালাতে পারে। ডাঃ যোশেফ বলেন, ইসলাম পারমাণবিক বোমার চেয়েও শক্তিশালী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা অপ্রতিরোধ্য। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের পর থেকেই এ বোমার শক্তি ক্রমাগত বেড়েই চলছে এবং তা অব্যাহত থাকবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, ইসলামে কোন জোর জবরদস্তি নেই। আজ সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে গেছে (বনী ইসরাইল-৮১)। তোমরা মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার পথে ডাক প্রজ্ঞাসহকারে আর উত্তম উপদেশের দ্বারা। আর তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর অতি উত্তম পন্থায় (নাহল-১২৫)। তিনি সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীনসহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল জীবন ব্যবস্থার উপরে বিজয়ী করতে পারেন (তওবা-৩৩, সফ-৯)। ইসলামের নামে অপপ্রচার করা হচ্ছে, এর শুরু থেকেই। নারীদের পর্দা প্রথাকে মধ্যযুগীয় নিয়ম বলা হয়। অথচ যারা এসব বলছে, তাদের দৃষ্টিতে উন্নত একটি দেশের অভ্যন্তরীণ চিত্র দেখুন। আমেরিকার নারী ধর্ষণের পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করা যাক। এফ বি আই এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে আমেরিকাতে প্রত্যেক দিন ১৭৫৬ টি নারী ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে আমেরিকার ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক দিন ১৯০০ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ প্রতি মিনিটে প্রায় দুটি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে নারী ধর্ষণের ঘটনা দিন দিন বাড়ছেই। বর্তমান সময়ে আমেরিকার নারী ধর্ষণের হার মিনিটে ২ টি ছাড়িয়ে কোথায় যে গিয়ে ঠেকেছে? আজ উন্নত দেশে নারীরা ইসলামের প্রতি আরও ঝুঁকে পড়ছে। এবার দেখা যাক বিচারের অবস্থা। আমেরিকাতে গড়ে ১২৫ জন ধর্ষণকারীর একজনের বিচার হয়। বিচারের সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছর হলেও, মাত্র একবছরের কারাদণ্ড পায় গড়ে ১২৫টি ধর্ষণ করা একজন ধর্ষক। অপর পক্ষে ইসলাম পুরুষদের পর্দা করতে বলেছে। আল্লাহ্ পুরুষদের দৃষ্টি নত রাখতে বলেছেন (সূরা নূর-৩০)। ইসলামে নারীকে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলা হয়েছে। ইসলামী আইনে ধর্ষণ মহাপাপ এবং শাস্তিও সর্বোচ্চ অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড। মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী দেশগুলোতে দেখুন, মাসে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটাও বিরল। যারা নারী স্বাধীনতার কথা বলেন তাদের জন্য লোমহর্ষক একটি তথ্য দিচ্ছি। ভারতে প্রতিবছর এক কোটির অধিক মেয়ে ভ্রূণ শিশুকে হত্যা করা হয়, গর্ভপাতের মাধ্যমে। ভ্রূণ শিশুগুলোর অপরাধ হল, তারা নারী। ইসলামে এ ধরনের অবৈধ গর্ভপাত নিষিদ্ধ ও হারাম। নারীকে ইসলাম বিশেষ মর্যাদা দেয়। ইসলাম বলে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত। আর প্রত্যেক পুরুষের মা হচ্ছে নারী। এটা বিশ্বনবীর কথা।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। সকলের সাথে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করাই মুসলমানদের আসল কাজ। ইসলাম ধর্মে কার উপাসনালয় ধ্বংস করা নিষেধ। কার উপাসনালয়ে গিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করা নিষেধ। অন্য ধর্মের

লোকদের কোনরকম অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, হামলা নিষেধ। যে কোন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম ইসলামে নিষেধ। এরপরও যদি কোন মুসলমান (নামধারী মুসলমান) এ ধরনের কোন অপকর্ম করে, এর জন্য ইসলাম দায়ী নয়। হিটলার ছিল খ্রিষ্টান, সে একাই ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেছে। এর অর্থ কি? খ্রিষ্টানরা সন্ত্রাসী বা খারাপ? কখনই নয়। এক হিটলারের জন্য পুরো খ্রিষ্টানদের দায়ী করা বোকামি। অনুরূপভাবে কোন সন্ত্রাসী, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, তার জন্য অন্যকে বা কোন গোষ্ঠীকে বা ধর্মকে খারাপ বলা মহা ভুল। ইসলাম হত্যা, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলাকে নিষেধ ও নিন্দা করে। ইসলাম বলে, এসব অন্যায়, পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। স্বয়ং মহান স্রষ্টার হুকুম শুনুন, এজন্যেই আমি বনী ইসরাইলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি নিজ ব্যতীত অন্য কোন লোককে হত্যা করল অথবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করল, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল (মায়িদা-৩২)।

আসলে মিডিয়াতে কোন কিছুকে বদলে দেয়া সহজ। হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস্ বলতেন, তুমি যদি একটি মিথ্যা কথাকে হাজারবার বল, দেখবে একসময় জনতা তা বিশ্বাস করছে। আজ কোন ৫০ বছরের মুসলমান পুরুষ যদি ১৫ বছরের কোন মেয়েকে বিয়ে করে, তা ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচার করা হয় (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে)। অথচ যখন কোন ৫০ বছরের অমুসলিম, ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে, তা পত্রিকার ভিতরের পাতায় ছোট্ট করে প্রকাশ পায়। তবে ইতিহাস বলে, সত্য ঘটনা এবং আদর্শকে কখনই ধামাচাপা দেয়া যায় না। জিহাদ শব্দটি নিয়ে নানারকম অপপ্রচার চালান হয়। আল্ কুরআন বলে, শুধু মুসলিমরাই নয়, বরং খারাপ লোকেরাও জিহাদ করে। যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহ্ তায়ালার পথে জিহাদ (সংগ্রাম) করে এবং যারা অবিশ্বাস (কুফুরী) করেছে, তারা তাগুতের (খারাপের) পথে জিহাদ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর (নিসা-৭৬)। এখানে স্পষ্ট হল যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ তায়ালার পথে সংগ্রাম করে এবং অবিশ্বাসীরা শয়তানের পথে (ভোগ বিলাস ও মোজ মাস্তির জন্য) সংগ্রাম করে। অতএব আমাদের ভাল কিছুর জন্য, সমাজ, জাতি, দেশ তথা মানুষের উপকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এটাই মহান আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ। দাওয়াতের কাজ করা হল, পৃথিবীর যাবতীয় ভাল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অতএব মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে ডাকা এবং মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেয়া হল, শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম। একবার আয়েশা রাদি আল্লাহু আনহু, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কি জিহাদে যাওয়া উচিত? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল, একটি নির্ভুল হজ্জ (বুখারী)। আরেকবার এক লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত? ঘরে তার বৃদ্ধ বাবা-মা ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল, তোমার বাবা-মায়ের সেবা করা (বুখারী)। একবার এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিহাদটি সর্বশ্রেষ্ঠ? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবসময় সত্য কথা বলতে হবে, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে (নাসাঈ)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে চেষ্টা করে, নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির কারণে। আবার আর একজন মুজাহিদ যিনি দেশত্যাগ করে, হিজরত করে, মন্দ হতে ভালোর দিকে হিজরত করে (নাসাঈ)। অতএব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ, এক এক সময় এক এক রকম হয়েছে। জিহাদ সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা পেতে, মানুষকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল কুরআন, হাদীস গ্রন্থ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী থেকে পাওয়া যাবে ইসলামের সত্যিকারের জ্ঞান। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, হে ঈমানদাররা, তোমরা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না (বাকারা-২০৮)। আর হে নবী বলুন, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য (ইসরা-৮১)। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অনুমান এবং মিথ্যে প্ররোচনায় সমাজে ও জাতিতে বিশৃঙ্খলা করতে নিষেধ করেছেন। যদি কোন ফাসিক (খারাপ) ব্যক্তি এমন কোন সংবাদ নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যাতে তোমরা অজ্ঞাতভাবে কোন জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও (হুজুরাত- ৩-৬)।

বর্তমানে আরেকটি অপপ্রচার হল, মুসলমানরা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত। যেখানে স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না (আল ইমরান-১০৩)। সেখানে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি ও দল উপদল করার কোন সুযোগ নেই। মুসলমানদের আল কুরআন এবং সহীহ হাদীসসমূহ তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন অনুকরণ করা উচিত। এখানে পরস্পর মতপার্থক্য দলাদলি, গ্রুপিং এর সুযোগ নেই। শিয়া, সুন্নী, হানাফী, শাফেয়ী,

www.pathagar.com

আহলে হাদীস, মালেকী, হাম্বলী, দেওবন্দি, বেরলভী, ইত্যাদি সবাই এক। সবার পরিচয় মুসলমান (বিশ্বের ১৫০ কোটি বা মোট জনতার ২৫% মানুষ মুসলমান)। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সংশ্লিষ্টতা নাই। তাদের বিষয় আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যা তারা করত (আন্‌আম-১৫৯)। পূর্বের সকল নবী রাসূল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় ছিল মুসলমান। আল্লাহ্ বলেন, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইহুদী বা খ্রিষ্টান কোনটিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম (আলে ইমরান-৫২)। আর তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি আহ্বান করে এবং নিজেও সৎকাজ করে। আর বলে, আমিতো একজন সাধারণ মুসলমান (হামিম আস সিজদা-৩৩)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিম রাজা বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। সেসব চিঠিতে তিনি আল কুরআনের এ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব। এসো সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তা হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি। কোন কিছুকেই যেন তাঁর শরিক সাব্যস্ত না করি। আর আমাদের কেউ যেন আল্লাহ্ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান (আলে ইমরান-৬৪)। হ্যাঁ আমরা সকল মুসলিম মনীষীর আলোচনা, মতামত, লেখা, পথ সম্বন্ধে জানব, শুনব, মানব। সবই ঠিক। তবে কখনো বলব না, আমরা এ পন্থি বা সে পন্থি। এ গ্রুপের বা সে গ্রুপের অনুসারী ইত্যাদি। আমাদের আসল পরিচয় হল, আমরা সবাই মুসলমান। এ পরিচয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। এর কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন বা নবায়নের দরকার নেই। আমাদের কাজ কি? আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে অনুকরণ করা। আল্লাহ্ আল্ কুরআনে মানুষের সঠিক দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন এভাবে, সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যের ব্যাপারে পরস্পরকে দাওয়াত দিয়েছে (আসর ঃ ১-৩)। মুসলমানদের আসল কাজ হল, আল্লাহ্ তায়ালার উপর ঈমান আনা, সৎকর্ম করা, মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকা এবং সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করা। শান্তি, সাম্য, শৃংখলা, বজায় রাখা।

www.pathagar.com

দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতাই মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস এবং দম্ভ অহংকার ও হঠকারিতার জন্য সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠাননি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, অন্যায় অত্যাচার অবিচার ও যুলুমের মাঝে ডুবে আছি। এসব থেকে মুক্তির একমাত্র পথ, মহান স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করা। দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও সফলতার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ও বিশ্বনবীর সুন্নাত তথা দ্বীনের অনুকরণ করা। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত দিয়ে তার অনুগত বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

সাম্প্রতিককালে যেসব বিধর্মী মনীষী মুসলমান হয়েছেন তাদের নামের সংক্ষিপ্ত তালিকা :

তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারে (তাঞ্জানিয়া)

বিশ্বখ্যাত পপ সংগীত তারকা ক্যাট্স স্টিভেনস (ইংল্যান্ড)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ডঃ রোজার গারোদী (ফ্রান্স)

শীর্ষস্থানীয় হিন্দু ধর্মগুরু ডঃ শিবশক্তি স্বরূপজী (ভারত)

সুইডিস রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ কুনুত (সুইডেন)

শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞানী ডঃ আর্থার জে. এলিসন (ব্রিটেন)

প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ ও জার্মান রাষ্ট্রদূত ডঃ ওলফ্রেড হকম্যান (জার্মানী)

বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ ডঃ যায়েদ ভ্যানকভ (আমেরিকা)

কর্নেল এলবার্ট রেমস এলসি (ব্রিটেন)

জেনারেল আনাতোলি আন্দ্রোপভ (রাশিয়া)

আল কুরআনের প্রখ্যাত অনুবাদক মার্মাডিউক পিকথল (ব্রিটেন)

উচ্চ শিক্ষিত গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মগুরু জে. এল. সি ভান বীটেম (হল্যান্ড)

গবেষক ও খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক গ্যারী মিলার (কানাডা)

প্রাক্তন হিন্দু পণ্ডিত হানওয়ারী লাল (পাঞ্জাব)

মার্কিন মহাশূন্য বিজ্ঞানী জেমস আরউইন (আমেরিকা)

ক্যাথলিক পাদ্রী মাইকেল লেলং (ফ্রান্স)

প্রখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক ইভা দ্য ভিদ্রে মেয়েরোভিন (ফ্রান্স)

www.pathagar.com

প্রভাবশালী পাদ্রী ইলাম কার্কিস (ইরিত্রিয়া)
প্রখ্যাত বাস্কেট বল খেলোয়াড় ক্রিস জ্যাকসন (আমেরিকা)
লর্ড হেডলী স্যার রোল্যান্ড জর্জ অ্যালানসন (ইংল্যান্ড)
প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলি (ফ্রান্স)
বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও গ্রন্থকার ডঃ হামিদ মার্কাস (জার্মানী)
ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ কোতাকী (জাপান)
সমাজ বিজ্ঞানী উইসল জেজিরস্কি (পোল্যান্ড)
নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ রউফ ফ্রিহার গন ইরেনফেল (অস্ট্রিয়া)
টেক্সাসের প্রাক্তন মেয়র চার্লস এডোয়ার্ড জেনকীনস (আমেরিকা)
বিশ্ব হেভিওয়েট রেসলিং চ্যাম্পিয়ন এনটনি এনোকী (জাপান)
প্রখ্যাত পাদ্রী ডঃ দীলু সানতোষ (ফিলিপাইন)
ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ওলাদ্যো লর্জ ওয়েলসন (ডেনমার্ক)
অধ্যাপক আইয়ুব খান ওমায়া (আমেরিকা)
প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও গ্রন্থকার লিওপোল্ড উইস (পোল্যান্ড)
প্রখ্যাত খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ফাদার মার্টিন জন মাইপ পল (তাঞ্জানিয়া)
প্রখ্যাত সমাজকর্মী টমাস ইরভিং (কানাডা)
হিন্দু ধর্মযাজক শ্রী প্রতাপচন্দ্র সেন (বাংলাদেশ)
প্রখ্যাত ধর্মযাজক জিয়ন ডাকলিন (কোরিয়া)
বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক লি হোচা (চীন)
প্রখ্যাত ধর্মযাজক, ইংরেজ লেখক এ. কেইন. (ইংল্যান্ড)
ইংলিশ মুসলিম মিশনের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েবস্টার (ইংল্যান্ড)
বিখ্যাত কবি ও গ্রন্থকার রোল্যান্ড স্লোলিং (আমেরিকা)
বিপ্লবী কবি লেয়ন জেমস (নিউ জার্সি)
বিশিষ্টপাদ্রী ও গোত্রপতি মিঃ আবুবকর কোশো (নাইজেরিয়া)
প্রাক্তন খ্রিস্টধর্ম প্রচারক রেভালেন্ড পল (উগাণ্ডা)
বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথ রায় (বাংলাদেশ)

www.pathagar.com

আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব (আমেরিকা)
শব্দবিজ্ঞানী প্রফেসর হারুন মোস্তফা লিয়ন (ইংল্যান্ড)
প্রফেসর রেভারেন্ড ডেভিড বেঞ্জামিন কেলদানী (ইরান)
প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্যকার আব্দুল্লাহ আদিয়ার (ভারত)
অধ্যাপক মাখনলাল ধর (বাংলাদেশ)
বিখ্যাত গ্রন্থকার উইলিয়াম বার্চের পিকার্ড (ইংল্যান্ড)
বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ ও ধর্মপ্রচারক মোহাম্মদ আমান হবম (জার্মানী)
মানব জাতিতত্ত্ব বিশারদ মোহাম্মদ সুলাইমান তাকীউচী (জাপান)
রাষ্ট্রনায়ক স্যার জালালউদ্দীন লডার ব্রুনটন (ইংল্যান্ড)
অধ্যাপক ডঃ জুলিয়াস জার্মানাস পি.ডি (হ্যাঙ্গেরী)
চন্দ্রবিজয়ী নীল আর্মস্ট্রং (আমেরিকা)
নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসর আর. এল. মেল্লামা (হল্যান্ড)
অধ্যাপিকা ডঃ বারবারা নেলসন (ইংল্যান্ড)
অধ্যাপক ডঃ জিয়াউর রহমান আযমী (ভারত)
অধ্যাপক ব্ল্যাঙ্কিন শিপ (আমেরিকা)
ডাঃ মীর্জা দেহলীন, চিকিৎসাবিজ্ঞানী (আমেরিকা)
শিল্পপতি ও ধনকুবের মালিক লর্ড ওয়ার্সলে (লণ্ডন)
প্রফেসর ইয়াকুব জাকী (ব্রিটেন)
ডাঃ হিরু ফুজী মাসু (জাপান)
ডাক ও তার মন্ত্রী জোশিরো কুমিয়ামা (জাপান)
মনোবিজ্ঞানী ইব্রাহীম জোরার্ড (আমেরিকা)
বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ন ডঃ ক্যাসিয়াস ক্লে (আমেরিকা)
ওকীং স্পিরিচুয়ালিস্ট চার্চের প্রেসিডেন্ট জর্জ ফাউচার (ইংল্যান্ড)
কর্ণেল ডোনাল্ড এস. রকওয়েল, সমরবীদ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
ডঃ মালিক রাম (ভারত)
প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক ডঃ আহমদ দীদাত (দক্ষিণ আফ্রিকা)

www.pathagar.com

শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক শ্রী দুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ (ভারত)
বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন (আমেরিকা)
প্রখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ম্যালকম এক্স (আমেরিকা)
ব্ল্যাক পান্থার পার্টির নেতা এইচ. র‍্যাপ ব্রাউন (আমেরিকা)
আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয় খ্রিস্টান মিশনারীর প্রধান পাদ্রী ইসহাক (কেনিয়া)
আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্নস মুনএম (আর্জেন্টিনা)
প্রখ্যাত আর্চ-বিশপ হাজী আবুবকর (তানজানিয়া)
ডাঃ মারিয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
পাঁচটি ভাষার পারদর্শী সাংবাদিক মিত্রসূতারো ইয়ামাওকা (জাপান)
বিখ্যাত ব্যবসায়ী বুম্পাচিরো আরিজা (জাপান)
ডঃ মিসেস সানথা, চিকিৎসাবিজ্ঞানী (ব্রিটেন)
রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ইসা ম্যানুয়েল ম্যাকলালেদ (ফিলিপাইন)
শীর্ষস্থানীয় খ্রিস্টান পাদ্রী ইসা (বুলগেরিয়া)
সাবেক খ্রিস্টান, ধর্মযাজক মিঃ সাঈদ ফাকাদ্ (ইথিওপিয়া)
ডঃ কীথ মুর, চিকিৎসা বিজ্ঞানী (কানাডা)
মাইকেল জ্যাকসন, পপ সম্রাট (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রফেসর ডাঃ তাগাতাত জেজাসেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানী (থাইল্যান্ড)
প্রফেসর দুর্ঘারাও, সমুদ্র বিজ্ঞানী (ভারত)
প্রফেসর ডঃ ইউলিয়াস হে, সমুদ্র ও ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানী (আমেরিকা)
প্রফেসর ডঃ ফারুক আবদুল্লাহ, তড়িৎ প্রকোশলী, (বাংলাদেশ)

[সারাবিশ্বের হাজার হাজার বিজ্ঞানী, প্রফেসর, চিকিৎসক, সমরবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, লেখক, শিল্পপতি, ধর্মযাজক, মনীষী ও গুণী ব্যক্তি প্রতিদিনই ইসলামে প্রবেশ করছেন। এছাড়া সাধারণ জনতা ইসলাম গ্রহণ করছেন স্রোতের মত। বর্তমানে পথভুলা, দ্বীনহারা লক্ষ লক্ষ মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ ও হেদায়াত পাচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের উছিলায়।]

www.pathagar.com

নিজেকে চিনি এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মানি

আমাদের আত্মা, রূহ ও নফ্স নামক দু'টি উপাদানে গঠিত। রূহ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তার হুকুমের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং নফ্স দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়। রূহ ও নফ্স বিপরীতধর্মী হলেও, একে অপরের সহযোগী। আল্লাহ্ নফ্সকে রূহের অনুগত করেই সৃষ্টি করেছেন। নফ্স রূহের যন্ত্র হাতিয়ার বা কর্মচারী। নফস রূহকে সহযোগিতা না করলে, আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম বাস্তবায়িত হয় না। যেমন, বিবাহ করা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম। এ হুকুমকে বাস্ত বায়িত করতে নফসের কামরিপু নারী পুরুষকে, একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট করবে। এ আকর্ষণ না থাকলে, নারী পুরুষ বিবাহ করত না। মানুষের নফস, রূহের অনুগত ও অধীনস্থ। এ ভারসাম্যের ভিত্তিতে আমাদের নফস যতক্ষণ রূহের প্রতি অনুগত থাকে, ততক্ষণ আমাদের দুনিয়ার আকর্ষণ রূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ন্ত্রণে থাকে। আল্লাহ্ তখন রূহের মাধ্যমে আমাদের দুনিয়ার আকর্ষণকে তার হুকুম পালনের জন্য যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করেন তখন দুনিয়ায় সংঘটিত আমাদের সকল কর্ম ও আচরণই আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতরূপে গণ্য হয়। বিপরীত দিকে আমাদের নফস, যদি দুনিয়ার সাথে অধিক সম্পর্কের ফলে দুনিয়ার প্রতি মাত্রাতিরিক্তভাবে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তবে নফস শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ভারসাম্যের লংঘন তথা রূহ (যা আল্লাহ্র হুকুমের এর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করে। তখনি নফস, রূহের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং মানুষ, নিজের কামনা বাসনা ও খেয়াল খুশীমত বা প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। নফসের, মন চাই জীন্দেগী বা খেয়াল খুশীমত চলাকেই রিপু বা প্রবৃত্তির উপাসনার সাথে তুলনাযোগ্য। এ ভয়াবহ অবস্থাকে আল কুরআনের ভাষায় এভাবে বলা হয়েছে, তুমি কি তাকে দেখেছ যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিজের মা'বুদ বা আল্লাহ্ বানিয়ে নিয়েছে (সূরা জাসিয়া-২৩)। অজ্ঞাতবশত সীমালংঘনকারীরা তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে থাকে (সূরা রূম-২৯)। অতএব আমরা যখন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হই, তখন আমাদের যাবতীয় আচরণ প্রবৃত্তির উপাসনা বলে গণ্য হয়। প্রবৃত্তির উপাসনা দুনিয়ার উপাসনারই নামান্তর। ব্যক্তিপূজা, বস্তুপূজা, স্থানপূজা, ক্ষমতার পূজা, অর্থ পূজা, সম্পদের পূজা, পদ-পদবীর পূজা

www.pathagar.com

ইত্যাদি পূজাই আল্লাহ্ তায়ালার উপাসনার পরিপন্থী। এসব পূজা বিভিন্ন পটভূমিতে প্রবৃত্তির বা দুনিয়ার উপাসনার বহিঃ প্রকাশ।

আল্লাহ্ তায়ালার সুস্পষ্ট ধমক হল, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছো। অথচ আখেরাত, দুনিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী (সূরা আ'লা-১৭)। আল্লাহ্ বলেন, হে নবী! বলে দিন যদি তোমাদের বাপ-দাদা, পুত্র-প্রপৌত্র, ভাই, স্ত্রী, পরিবার, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ এবং ব্যবসা যার মন্দার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসগৃহ যা তোমরা পছন্দ করছ। এ সবকিছু যদি আল্লাহ, তার রাসূল এবং তার রাস্তায় সংগ্রাম করা অপেক্ষা তোমার নিকট অধিক প্রিয় হয়; তবে অপেক্ষা করতে থাক, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র হুকুম এসে পৌঁছে। আর আল্লাহ্ অবাধ্যগণকে হেদায়েত করেন না (সূরা তওবা-২৪)।

অপর পক্ষে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির জন্য আমাদের নফস, যদি দুনিয়ার আকর্ষণকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে ফেলে অর্থাৎ আমাদের আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি আমাদের আকর্ষণ প্রবল হয় তথা অন্ধমোহ বা ভাবাবেগে রূপান্তরিত হই। তখন আমাদের মাঝে ধর্মান্ধতা ও বৈরাগ্যের উদ্ভব ঘটে। দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা বা দুনিয়া বিবর্জিত বৈরাগ্যও সীমালংঘনজনিত অপরাধ। আল্লাহ্ বলেন, দ্বীনে বাড়াবাড়ি নাই (সূরা বাকারা-২৫৬)। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নাই (হাদীস)। দ্বীনের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি বা দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা দ্বীন ইসলামের পরিপন্থী। ইসলাম হল, দ্বীন ও দুনিয়ার সরল মধ্যপন্থার নাম; যেমনটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হুকুম করেছেন এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায়ে গঠন করে দিয়েছি। যারা একেবারে মধ্যপন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত (সূরা বাকারা-১৪৩)। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একটা সোজা, সহজ ও সরল পথ সৃষ্টি করেছেন, যার দু'পার্শ্বে দু'টি প্রাচীর রয়েছে। উক্ত প্রাচীরদ্বয়ের মাঝে পর্দাবৃত দু'টি খোলা দরজা রয়েছে। এ পথের উপর এক সতর্ককারী রয়েছে, যে নির্দেশ দেয় সোজা, সহজ ও সরল পথে চল; বক্র পথে গমন কর না। উক্ত সতর্ককারীর উপর আরও একজন সতর্ককারী রয়েছে, যিনি যে কেউ উল্লিখিত দরজা অতিক্রম করতে চাইলে, তাকে এ বলে সতর্ক করেন যে, দরজা অতিক্রম করো না, করলে নিচে পড়ে যাবে। এখানে সোজা, সহজ ও সরল পথ হল, ইসলাম এবং দরজা হল আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পথ নির্দেশ, দরজার পর্দা হল, ঐ নিষিদ্ধ পথে আল্লাহ্

www.pathagar.com

সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আরোপিত বিধি নিষেধের সীমারেখা। এ পথের প্রথম সতর্ককারী হল, আল কুরআন এবং শেষোক্ত সতর্ককারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজে যিনি মানুষের আত্মায় সবসময়ই উপস্থিত। সীমালংঘনজনিত দু'টি চরম অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা হল, আল কুরআনের ভাষায়, সিরাতুল মুস্তাক্বীম বা সোজা, সহজ ও সরল পথ। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা প্রসঙ্গে একটি সরল রেখা টানলেন এবং তার ডানে বামে দু'টি করে ৪টি রেখা টানলেন। এরপর মধ্যবর্তী লম্বা সরল রেখার প্রতি আঙ্গুলি দেখিয়ে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন, দেখ, এটাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সরল পথ, তোমরা এটাই অনুসরণ করে চল। সাবধান ডানে-বায়ের অন্যপথগুলোতে চলতে যেও না, ওগুলো তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে (সূরা আনআম-১৫৩)।

মানুষ পৃথিবীতে আসার পূর্বেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সকল আত্মাগুলো থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন ঃ তাদের প্রভু কে? সকল আত্মাই স্বীকার করেছে, হে আল্লাহ আপনিই আমাদের প্রভু! কুরআনে এসেছে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা সকলেই বলল, নিশ্চয়ই (সূরা আরাফ-১৬২)। আল কুরআনে, আল্লাহ্ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের আত্মা হচ্ছেঃ আল্লাহ্র হুকুম। দুনিয়াতে এসে আত্মাগুলো দুনিয়ার মোহে পড়ে, পথ হারা হয়ে যায়। দুনিয়ার মোহ; অর্থ সম্পদ, পদ-পদবী ক্ষমতা, সম্মান-প্রভুত্ব, আভিজাত্য-বড়ত্ব, বাড়ী-গাড়ী পোশাক আসবাব, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, বিপরীত লিঙ্গের সাথে অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। মানুষকে অহংকারী করে। বিপথগামী মানুষদের তিন ধরনের দুনিয়াবী অহংকার থাকে :

১. অর্থ ও সম্পদের অহংকারীরা, সাদ্দাদ ও কারুনের মত। কেয়ামতের ময়দানে ওদের নেতৃত্বেই দলভুক্ত হবে এ ধরনের অহংকারীরা।

২. ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অহংকারীরা নমরুদ ও ফিরাউনের দলভুক্ত। পরকালে ভয়াবহ শাস্তিতে পতিত হবে।

৩. অভিজাত্য ও বিশিষ্টতার অহংকারীরা আবু জাহল, আবু লাহাব ও হামানের দলভুক্ত হয়ে কেয়ামতের ময়দানে হাজির হবে।

মানুষের মধ্যে যখন দুনিয়ার অহংকার ও জাহিলিয়াত আধিপত্ত লাভ করে তখন তার মধ্যে বিশেষ কিছু বদগুণের প্রকাশ ঘটে। যেমন - অহংকার দাম্ভিকতা, গর্ব, তোষামোদ ও বাহবা প্রিয়তা, প্রশংসার লিপ্সা, হীনমন্যতা ও নীচতা, সংকীর্ণতা ও

www.pathagar.com

স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ভয়-ভীতি, দুর্নীতি, ব্যভিচার, শরাবপান, নগ্নতা, অশালীনতা ও লজ্জাহীনতা, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ, যুলুম, দয়াহীনতা, নিষ্ঠুরতা, অপবিত্রতা, ক্ষমতা লোলুপতা, প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা, অপব্যয়, কৃপণতা, অপচয় ইত্যাদি।

মানুষের মাঝেই বেহেস্ত ও দোযখ নিহিত রয়েছে। মানুষের জীবদ্দশায় তার মাঝেই বেহেস্ত ও দোযখ বহন করে মানুষ। মৃত্যুর সাথে সাথে তার মাঝে বহনকৃত বেহেস্ত বা দোযখই তাকে বেষ্টন করে বা তার নিজের মাঝে বিদ্যমান বেহেস্ত বা দোযখে সে প্রবেশ করে। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই দোযখ কাফেরদেরকে বেষ্টন করে রয়েছে (আনকাবুত-৬)। তোমরা যদি বিশ্বস্তজ্ঞানে জেনে নিতে, নিশ্চয় তোমরা দোযখ দেখতে পেতে (সূরা তাকাছুর-১)। আল্লাহ্ বলেন, হে জাতি! কেবল এক আল্লাহ্র দাসত্ব ও বন্দেগী কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেহ মা'বুদ নেই (সূরা আরাফ-৬৫)। হে নবী বলে দিন যে, সে আল্লাহই প্রকৃত মা'বুদ তিনি এক ও একক এবং আমি নিজে তোমাদের শিরক কখনই পছন্দ করি না। আমি উহা হতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত (সূরা আন আম-১৯)। বল হে নবী, আমাকে এ আদেশ করা হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মালিক মাত্র একজন। তোমরা কি তার অধীন ও অনুগত হবে না? (সূরা আম্বিয়া-১০৮)। আল্লাহ্ বলেন, হে নবী, তোমার পূর্বে যত নবীই আমি প্রেরণ করেছি, তাদের প্রত্যেককে আমি এ আদেশ করেছি যে-আমি ছাড়া আর কেহ মা'বুদ বা ইলাহ নাই। অতএব তোমরা সকলে, কেবল আমার দাসত্ব ও বন্দেগী কর (সূরা আম্বিয়া-২৫)। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘোষণা হল, যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য কোন অভিভাবকের শরণাপন্ন হয়, তাদের উদাহরণ হল, মাকড়সার জালের মত। মাক্ড়সার সে ঘর ক্ষণভঙ্গুর হয়ে থাকে। হায় তারা যদি এ সত্যটুকু অনুধাবন করতে পারত (সূরা আনকাবুত-৪১)। পথহারা অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা হল, কাফেরদের অবস্থা ঐ জন্তুর মত, কেহ ঐরূপ জন্তুর পিছে চিৎকার করে আহ্বান করছে, অথচ তারা শুধুই চিৎকার শুনছে। এসব কাফেরগণ বধির মূক ও অন্ধ। সুতরাং কিছুই বুঝতে পারে না (সূরা বাকারা-১৭১)। আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণসমূহের উপর ও কর্ণসমূহের উপর মোহর অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ রয়েছে, আর তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে গুরুতর (সূরা বাকারা-৭)।

আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক, কাম্য বস্তুর সুখাস্বাদ, স্বীয় সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং পরস্পরের গর্ব প্রকাশ এবং ধনে জনে বৃদ্ধি কামনা করা

www.pathagar.com

(সূরা হাদীদ-২০)। আল্লাহ্ তায়ালার হুঁশিয়ারী হল, যারা অবাধ্য হয়েছে এবং পার্থিব জীবনকে অধিক পছন্দ করেছে, নিশ্চয়ই তাদের স্থান দোযখে (সূরা নাযিয়াত-৩৭-৩৯)। মাত্র কয়েক দিনের সম্ভোগ, অনন্তর তাদের বাসস্থান জাহান্নামে এবং যা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান (আল ইমরান-১২৫)। কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদা হল, কাফেরদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত মনে হয়। আর তারা মুসলমানদের সাথে বিদ্রূপ করে। (সূরা বাকারা-২১২)। প্রকৃত কথা হল, যারা পরকাল মানে না তাদের জন্য আমি তাদের কাজ কর্মকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। এ কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে (সূরা নামল-৪)। তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতে তা ভোগ করেছ (সূরা আহকাফ-২)। নিশ্চয়ই ধন-সম্পদ এবং সন্তান- সন্ততি তোমাদের জন্য ফেৎনা (সূরা তাগাবুন-১৫)। তুমি তাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকতে দাও, যেন তারা খুব করে খায়-দায় আর দুনিয়ার মজা লুটে বেড়ায়। আমার দেয়া রঙিন স্বপ্ন তাদেরকে ঔদাসিন্যে ডুবিয়ে রেখেছে। শীঘ্রই তারা মূল অবস্থাটা টের পাবে (সূরা হিজর-৩)। অহংকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হল, আমি দুনিয়ার অহংকারীদের আমার বিধান হতে দূরে রাখব। কারণ তার উপর তাদের অধিকার নাই (সূরা আরাফ -১৪৫)। সন্দেহ নাই, আল্লাহ্ অহংকারীদের পছন্দ করেন না (কুরআন)। আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা হল, যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানানুযায়ী জীবন যাপন করে না, তাঁরা কাফির (সূরা মায়েদা-৪৩)। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করবে, উহা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গৃহীত হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (সূরা আল ইমরান-৮৫)। আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া বিধান পরিত্যাগ করে, যে ব্যক্তি নিজের নফসের ইচ্ছামত চলে, তার চেয়ে বড় গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট আর কেহই নাই। এ ধরনের যালিম লোকদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা কখনই সৎপথের সন্ধান দেন না (সূরা কাছাছ-৫০)। আল্লাহ্ বলেন, হে পবিত্রাত্মা নিশ্চিন্ত এবং সন্তুষ্ট অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের নিকট আস, আমার বান্দাদের দলভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর (সূরা ফাজর-২৭-৩০)।

সৎকাজ, অসৎকাজের বিপরীত। একটি প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যটি মিটে যায়। এদের সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। সৎকাজের পূর্বশর্ত হল, অসৎকাজের বর্জন ও বিরুদ্ধাচরণ। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হল, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না (সূরা বাকারা-৪২)। সৎকাজের দ্বারাই সত্য বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, কল্যাণ ও মঙ্গল সাধিত হয়। আল্লাহ্ হচ্ছেন চরম ও পরম সত্য সত্তা। তার হুকুমের বাস্ত

বায়ন হল সঠিক ও সত্যের প্রতিফলন। আবার জ্ঞান, অজ্ঞতার বিপরীত ও পরিপন্থী। জ্ঞান স্বাভাবিকভাবে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধাচরণ করে। জ্ঞান ও অজ্ঞতার সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। জ্ঞান হতে যাবতীয় সৎকাজ এবং অজ্ঞতা হতে অসৎকাজের উৎপন্ন হয়। এজন্যেই আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত জ্ঞানার্জন প্রতিটি মানুষের জন্য ফরয বা অত্যাবশ্যকীয়। দ্বীন ইসলাম হল, আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম অনুসারে সৎকাজ করা এবং অসৎকাজ বর্জন ও অসত্যের বিরুদ্ধাচরণ করা। তাওহীদ হল, অন্তরে, মুখে, কাজে কর্মে, আচার আচরণে, লেনদেনে, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল উপাসককে বর্জন ও বিরুদ্ধাচরণ করা; তথা আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ নিষেধের উপর নিঃশর্তভাবে ও পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা। আর আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ, নিষেধ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের পূর্ণ বিবরণ এসেছে আল কুরআনে। যা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য অক্ষত অবিকৃত ও পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান থাকবে।

আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশমত যারা সৎকর্ম করে ও অসৎকর্ম বর্জন তথা এর বিরুদ্ধাচরণ করে অর্থাৎ প্রতীকিভাবে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এ প্রকাশ করার নাম হল, ইবাদত। এর প্রথমটি হল, নামায। নামাযের মাধ্যমে বান্দা নিঃশর্ত ও পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করে। দেহ-মন, কাজে কর্মে ও আচার আচরণে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ পালনে আত্ম সমর্পণ করে। নামাযের দু'টি দিক - একটি বাস্তব দিক ও অন্যটি আনুষ্ঠানিকতার দিক। বাস্তব ও আনুষ্ঠানিক নামায একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত; একে অপরের পরিপূরক ও পূর্বশর্ত। আল্লাহ্ বলেন, নামায মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে (সূরা আনকাবুত-৪৫)। সত্যিকারের নামায, মানুষকে অন্যায় ও অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে। পাশাপাশি নামায, মানুষের সৎকাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সঠিক ও সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে দেয়। বাস্তব সৎকাজ প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিক নামায হতে বিচ্ছিন্ন নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম হল, শুধু পূর্ব বা পশ্চিম হয়ে দাঁড়ানোতে কোন পুণ্য অর্জন হয় না; বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে; আল্লাহ্ তায়ালার প্রেমে তারা অভাগী আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকিন, পথিক ও প্রার্থীকে ধন-সম্পদ দান করে; মানুষকে তাদের ঋণ, দাসত্ব বা বন্দী দশা হতে মুক্তি লাভের ব্যাপারে সাহায্য করে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, বস্তুত এরাই পুণ্য লাভ করতে পারে। আর যারা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, বিপদ, ক্ষতি, লোকসান ও সংগ্রামের সময় ধৈর্যধারণসহ আল্লাহ্ তায়ালার পথে

www.pathagar.com

দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে; তারাই খাঁটি মুসলমান; তারাই মুত্তাকী এবং পরহেযগার (সূরা বাকারা-১৭৭)। অনুরূপভাবে রোযা হল, মনে-মুখে; কাজে কর্মে; আচার আচরণে; অন্যায়, অসৎ ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত থাকা। আর হজ্জ হল, দুনিয়ার মোহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করা। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম পালন করার আনুষ্ঠানিক ও বাস্তব রূপ হল যাকাত, ছদকা, ফেৎরা বা দান-খয়রাত। আবার আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশে তাঁর ও তাঁর উপাসনার পরিপন্থী সকল আকর্ষণ ও আচার আচরণকে বিসর্জন দেয়াই হল, কুরবানী। সৎকর্মের বাস্তবায়নে অসৎকর্মকে বিসজর্ন বা ত্যাগ করাই কুরাবানীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে, মনে প্রাণে, কাজে কর্মে সকল অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধাচরণ করাই হল, জিহাদ। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জান ও মালের কুরবানী করে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হওয়ার নামই হিজরত। এটাই হল, সকল ইবাদতের মধ্যে সর্বোচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত এবং আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করাকে সকল নবী রাসূলের জন্য প্রধান কর্ম হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ শেষ নবীর উম্মতের জন্যও একাজ জরুরি এবং যারা একাজ করবে, তারা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে। এব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা হচ্ছে, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব। তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর ও অন্যায় কাজ হতে ফিরাইয়া রাখ (সূরা আল ইমরান-১১০)। উপদেশ দাও, নিশ্চয়ই উপদেশ মু'মিন লোকের উপকার করবেই (সূরা যারিয়াত-৫৫)। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম হল, বিশ্বাসীগণ একে অপরের ভাই। (সূরা হুজুরাত-১০)। সীমালংঘনকারীরা একে অপরের বন্ধু (সূরা জাসিয়া-১৯)। মু'মিনরা, মু'মিন ছাড়া কাফেরদে: সংগে বন্ধুত্ব করবে না। যে কেহ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না (সূরা আল ইমরান-২৮)

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুমের তথা তাঁর দাসত্বের পূর্ণ বাস্তবায়নকারী; এমনকি আল্লাহ্র যথার্থ উপাসনাকারী ও সার্থক মানবরূপে সর্বকালের ও সর্বজনের জন্য একমাত্র অনুকরণীয় জীবনাদর্শ। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার শ্রেষ্ঠতম প্রশংসাকারী এবং আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ প্রশংসিত মানুষ। তিনি সত্য সাধনা ও সত্যের মানদণ্ডস্বরূপ সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। তিনিই একমাত্র

সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্বের অধিকারী আদর্শ মানুষ। তার নেতৃত্ব পরকালেও কার্যকর অর্থাৎ একমাত্র শাফায়াতকারী। তিনি দ্বীন ইসলামের মানবিক রূপ। তিনি আল কুরআনের জীবন্ত প্রতীক। তিনি পূর্ণতম বিবেক ও করুণার মূর্ত প্রতিক। তিনিই সত্যের সঠিক প্রতিচ্ছবি। মানবতার সার্থক প্রতিফলন। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। একটি সুষ্ঠু-সংগঠন। সার্থক, পরিপূর্ণ ও পূত পবিত্র সত্তা। অন্যায়, অবিচার, যুলুম, অসত্য পাপের বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদকারী, আপোসহীন সংগ্রামী ও সকল সত্য বাস্তবায়নকারী। সকল ভাষা, বর্ণ, গোত্র, বংশ, কাল ও বিশ্বের জন্য আদর্শ ভিত্তিক ও চিরন্তন সফল ব্যক্তিত্ব। তিনি সকল দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যের একমাত্র ও সঠিক মীমাংসাকারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালেমা তাইয়্যেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকার ও অবহেলা করা মানে কালেমাকে অস্বীকার করা। তিনি আল্ কুরআনের তথা দ্বীন ইসলামের যথার্থ, পরিপূর্ণ ও সার্থক মানবিকরূপ।

এজন্যে তাঁর অনুসরণহীন বা অনুকরণহীন, ইসলামকে কল্পনা করা যায় না। মুসলমানদের জন্য আল কুরআন ও দ্বীন ইসলামের এমন একটা নির্দিষ্ট, নির্ভুল ও বাস্তব মানদণ্ড থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল যে, যার আলোকে মুসলমানরা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে যে, আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম, কুরআন তথা দ্বীন ইসলামের, প্রকৃত ও বাস্তবরূপ কি? এর প্রকৃত ও বাস্তবভিত্তিক জবাব হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পুরো জীবন। এজন্যে আমরা যদি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আনুগত্য সহকারে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুকরণ করার চেষ্টা করি; তবে আশা করা যায়, তার আলোকে ও মাধ্যমে আমাদের দুর্বল, অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণ ইবাদত বন্দেগীও পূর্ণপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন যে, যে যাকে ভালবাসে ও অনুকরণ করে, সে তার সংগে এবং পরকালে তাদের একত্রে হাশর নশর হবে। আলহামদু লিল্লাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুকরণ ও অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অভিমত হল, আল্লাহ্র রাসূলের জীবনই তোমাদের জন্য মহত্তর আদর্শ (সূরা আহ্যাব-২১)। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে চল (সূরা নিসা-৫৯)। নিশ্চয়ই আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরিত্রের উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন (সূরা ক্বালাম-৪)। যদি তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর, তবেই তোমরা সৎপথের সন্ধান পাবে। যদি তোমরা খোদাকে ভালবাসতে চাও, তবে রাসূলের আনুগত্য কর। তবে খোদাও তোমাদের ভালবাসবেন (সূরা

www.pathagar.com

আলে ইমরান-৩১)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চরিত্র মাধুর্যের পূর্ণতার জন্যই আমার আবির্ভাব (হাদীস) অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্তই হল, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ অনুকরণ করা।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সুস্পষ্ট ঘোষণা হল, আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করবে, যা আমার নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (সূরা আলে ইমরান-৮৫)। অজ্ঞাতবশত সীমালংঘনকারীগণ তাদের খেয়ালখুশীকে অনুসরণ করে থাকে অর্থাৎ তাদের খেয়ালখুশীকে তারা আল্লাহ্ তায়ালারূপে সাব্যস্ত করে থাকে (সূরা রূম-২৯)। তোমরা কি কুরআনের এক অংশের উপর ঈমান আনছ আর অপর অংশকে অবিশ্বাস করছ? (আল কুরআন)। হে মু'মিনগণ, তোমরা পুরাপুরি ইসলামে দাখিল হয়ে যাও, জীবনের কোন দিকেই শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না (সূরা বাকারা-২০৮)। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন-ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করলাম (সূরা মায়েদা-৩)। আল্লাহ্ বলেন, ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার নারীরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের বন্ধু ও সহানুভূতিশীল। তাদের পরিচয় বা লক্ষণ হল-তারা নেক কাজের আদেশ করে; অন্যায় ও পাপকর্ম হতে মানুষকে ফিরাইয়া রাখে; তারা যথারীতি নামায কায়েম করে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতিই আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষিত হয়ে থাকে (সূরা তাওবা-৭১)। হে মুসলমানগণ, তোমাদের প্রকৃত বন্ধু ও সাহায্যকারী হল, একমাত্র আল্লাহ, তার রাসূল ও ঈমানদার লোকেরা। ঈমানদার তারাই, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করে অর্থাৎ যারা তার রাসূল ও ঐসব ঈমানদার লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দল বলে গণ্য হবে এবং আল্লাহ্র দলই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী হবে (সূরা মায়েদা : ৫৫-৫৬)। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, বিশ্ববাসীদের জানিয়ে দিয়েছেন, জেনে রাখ, আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, ইহাই মহাসাফল্য (সূরা ইউসুফ : ৬২-৬৪)।

www.pathagar.com

মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বিশ্বাস এবং করণীয়

সূচনা. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 'সফল তারা, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং সালাত কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে' (বাকারা-৩)। প্রকৃত অর্থে, অদৃশ্যে বিশ্বাসই এখন বিজ্ঞানের আধুনিক ধ্যান ধারণার মূলমন্ত্র। বিজ্ঞানী আলবার্ড আইনস্টাইন বলেন, কল্পনা, জ্ঞানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। অনুমানই– জ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ। অদৃশ্য জগৎ, দৃশ্যমান জগতের তুলনায় বিশাল, কল্পনাতীত ও বিস্ময়কর। কোয়ানটাম পদার্থ বিদ্যায় ফোটন (আলোর কণা) মানে এক অদৃশ্য কণা যার কোন মাত্রা, চার্জ, ওজন, কিছুই নেই। অথচ আলোকশক্তিকে বহন করে ফোটন। মহাজাগতিক তার (Cosmic String) একটি অনুমান করা অদৃশ্য বস্তু। যা দিয়ে বিশ্বের বৃহৎ পরিসরের গঠন ও উৎস ব্যাখ্যা করা যায় অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে। অথচ অদৃশ্য। পদার্থের (সর্বশেষ আবিষ্কৃত) ক্ষুদ্রতম উপাদানের নাম কোয়ার্ক ও লেপটন। অথচ এদেরকে দেখা যায় না। এরা অদৃশ্য। যদিও এদের দিয়েই সকল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হচ্ছে। এ অদৃশ্য বস্তুটির গুণাবলী ও গঠন প্রণালী নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। কি বিস্ময়কর ব্যাপার? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বজগতে অনেক অদৃশ্য মৌলিক কণার অস্তিত্ব আছে এবং তা অস্বীকার করা কঠিন। গ্যালাক্সি যখন আলোর গতি নিয়ে ১১ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে (মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে) চলে যায়, তা তখন অদৃশ্য হয়ে মহাবিশ্বের অদৃশ্য জগতে হারিয়ে যায়। মহাবিশ্বের অদৃশ্য জগৎ, দৃশ্যমান জগতের চেয়ে এত অসীম যে, দৃশ্যমান জগৎ যদি অতিক্ষুদ্র ডুবো ডুবো দ্বীপ হয়, তবে মহাসমুদ্র হল, অদৃশ্য জগৎ। আর অদৃশ্যে বিশ্বাসই ঈমান– মুসলমান হওয়ার বা ইসলামে প্রবেশ করার মূল শর্ত। আল্লাহ্ বলেন, বল তিনি আল্লাহ, এক। চিরস্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি কাউকে জন্মদান করেননি এবং তিনিও কারো দ্বারা জন্মাননি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই (ইখলাস : ১-৪)। তিনিই আদি এবং তিনিই অন্ত। তিনি প্রকাশ্যে প্রতীয়মান এবং অপ্রকাশ্যে বর্তমান এবং সব বিষয়ে তিনি পূর্ণ জ্ঞানবান (হাদীদ-৩)। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন (মায়েদা-১৭, নূর-৪৫)। আল্লাহ্ বলেন, তুমি কি দেখ

www.pathagar.com

না, আল্লাহ্‌র সমীপে সবকিছু অবনত হয় (সিজদা করে), যা আছে নভোমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে, রবি, শশী, গ্যালাক্সি, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, চতুষ্পদ জন্তু, কীট পতঙ্গ এবং মানবজাতির মধ্যকার বহু লোক (হজ্জ-১৮)।

ঈমান ঃ ঈমান হচ্ছে অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস। অন্তরকে, দেখা ও অনুভব করা সবকিছু থেকে খালি করে; মহাশক্তিধর মহাপ্রভু, সৃষ্টা, মহান প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ঈমানের কলেমা হচ্ছে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। নাই কোন প্রতিপালক, শুধু আল্লাহ্‌ ছাড়া। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ তায়ালার রাসূল। আমরা যা কিছু দেখি বা দেখি না, সবই মাখলুক (সৃষ্টিজগত)। এসব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌ (খালেক)। মাখলুক কিছুই করতে পারে না, আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া। আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা তা করেন, মাখলুক ছাড়া। মাখলুক মানে, মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, টাকা, অর্থ, সম্পদ, পদ-পদবী, ক্ষমতা, শক্তি, আকাশ, বাতাস, আগুন, পানি, এ্যাটমবোম, সবকিছুই মাখলুক। এসব কিছুই করতে পারে না, যদি না আল্লাহ্‌ তায়ালা হুকুম করেন। অন্তরে এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে রাখাই হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কলেমার দ্বিতীয় অংশ হল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রেরিত রাসূল। এ কথাকে বিশ্বাস করা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী তরীকার মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের সকল শান্তি ও সফলতা। মানুষের কামিয়াবী নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতের অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই রাখা হয়েছে। এদুটো বিষয়কে বিশ্বাস করার নামই ঈমান। ঈমানকে কিভাবে পরিমাপ করব? ওহুদের যুদ্ধে তরুণ সাহাবী ওমায়ের রাদি আল্লাহু আনহু অংশগ্রহণের জন্য চেষ্টা করছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট বিধায় তাকে বাড়ী ফিরে যেতে বললেন। তরুণ সাহাবী পুনরায় এ বলে যুদ্ধে যাবার আবেদন করলেন যে, আল্লাহ্‌ চাইলে আমি হয়তবা শহীদ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যেতে পারি। এই হচ্ছে তাদের ঈমান। আর আমরা ঈমান শেখার জন্য দশ পনের মিনিট মসজিদে বসতে পারি না। সাহাবা কেরামদের ঈমান যদি বিলিয়ন টনে মাপা হয়, তবে আমাদের ঈমান হবে দু-তিন গ্রাম (রূপক অর্থে)। কুরবানী দিতে দিতে; আল্লাহ্‌ তায়ালার দেয়া জান, মাল ও সময়কে আল্লাহ্‌ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় করেই ঈমান শিখতে হয়। ঈমান মজবুত হলে, ত্যাগ স্বীকার বা কুরবানী করা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করে, দাওয়াতের কাজ করে, আল্লাহ্‌র নেয়া পরীক্ষায় পাশ করেই ঈমানদার হতে হয়। যার মাঝে

www.pathagar.com

ঈমান আছে, সে হচ্ছে মু'মিন। আল্লাহ্ কুরআনে মু'মিনদের ঈমান আনতে বলেছেন অর্থাৎ ঈমানকে পাকাপোক্ত করতে বলেছেন। ঈমানের আলোচনা করলে, ঈমানের মজলিসে বসলে, ঈমানদারদের সাথে ওঠা-বসা করলে ঈমান বাড়ে। মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের লাইনে মেহনত করে ঈমানকে ঠিক রাখতে হয়। এটাই ঈমানের দাবী।

একীন ঃ আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদার উপর বিশ্বাস করার নাম একীন। আল্লাহ্ যা বলেছেন, সেসবকে যুক্তি দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করাই একীন। নবী, রাসূল, আসমানী কিতাব, ফেরেশতা, ভাগ্য, কিয়ামত দিবস, হাশর, পুলসিরাত, মিযান, বেহেশত, দোযখ, কবরের জীবন, আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কার; সবই আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদা। এসবকে বিশ্বাস করা। চাকুরী, ব্যবসা, সম্পদ, অর্থ, ক্ষমতা থেকে হয় না। গাছ, মাছ, বাস থেকে হয় না। মানুষ, পশু, আগুন, পানি, বাতাস কিছু করতে পারে না। শুধু আল্লাহ্ থেকেই হয়। আল্লাহ্ যেখানে যেভাবে যখন চান তাই হয়। হওয়া এবং না হওয়ার মালিক আল্লাহ্। আগুন পোড়াতে পারে না; পানি ভাসাতে পারে না; ছুরি কাঁটতে পারে না; যদি না আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম থাকে। আল্লাহ্ মা বাবা থেকে মানুষ পয়দা করেন। আবার শুধু মা থেকেও মানুষ বানান (যেমন ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার পুরুষ থেকেও মানুষ বানান (যেমন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার মা বাবা ছাড়াও মানুষ বানান (যেমন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনিই সব করেন। আল্লাহ্ তায়ালাই সকল ক্ষমতার মালিক। তার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির উপর সরল বিশ্বাস রাখাই একীন। এভাবে আল্লাহ্ নির্দেশিত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথেই মানুষের মুক্তি, শান্তি ও কামিয়াবী। এ বিশ্বাস হচ্ছে ঈমান। ঈমান ও একীনকে ঠিক করাই মু'মিনের প্রথম কাজ। এদুটোকে অর্জন করতে হয়। ঈমানের লাইনে মেহনতের মাধ্যমে ঈমান শিখতে হয়। নবীরা ঈমান শিখেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকে। নবীদের সাথীরা বা সাহাবা কেরামরা ঈমান শিখেছেন নবীদের কাছ থেকে। এভাবে নিচের দিকে ঈমান শেখানো ও শিখনে ওয়ালারা ধারাবাহিকভাবে ঈমানের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলছেন এবং নিজেদের ঈমানও তরতাজা করেছেন। আমাদের একইভাবে ঈমানকে মেহনত করে শিখতে হবে।

এখলাস ঃ ঈমানের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত বিষয় হল এখলাস অর্থাৎ নির্ভেজাল ও ত্রুটিমুক্ত বিশ্বাস। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমেই সবকিছু হয়। আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই সকল কাজকর্ম বা আমল এবং চিন্তাভাবনা করব।

www.pathagar.com

প্রতিটি কর্মের উদ্দেশ্যই হবে আল্লাহ্ তায়ালার রাজি খুশি। মহান প্রতিপালককে খুশি করার জন্যেই কোন কিছু করব অথবা কোন কিছু করার থেকে বিরত থাকব। এমনকি মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা কোন পরিকল্পনা বা চিন্তার মধ্যেও আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির চিন্তা থাকতে হবে। পৃথিবীর কোন মাখলুক বা মানুষ বা শক্তি বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কোন কাজই করা যাবে না। এভাবে আমাদের বিশ্বাসকে পাকাপোক্ত করে, কোন কাজ করার নামই এখলাস। পূর্ণ এখলাসের সাথে সামান্য আমলও আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অনেক প্রিয়। এখলাসবিহীন পাহাড় সমান আমলের কোন মূল্য নেই আল্লাহ্ তায়ালার কাছে। আল্লাহ্ মানুষের অন্তরের এখলাসকে দেখেন। যা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। প্রতিটি মানুষ নিজের থেকেই বুঝেন, তার কর্মের মাঝে কতটুকু এখলাস আছে। বাহ্যিকভাবে এখলাসকে নিরূপণ করা যায় না। কারও সাথে সম্পর্ক করা আর সম্পর্ক ত্যাগ করার মাঝেও এখলাস থাকতে হবে। মু'মিনের কোন কর্ম ও চিন্তা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমের পরিপন্থী বা তার রাজিখুশি বিহীন অন্য কোন উদ্দেশ্যে হতে পারে না।

তাকওয়া ঃ ঈমানের সাথে আরেকটি জরুরি বিষয় হল, তাকওয়া বা খোদাভীতি। ঈমানের মূলে রয়েছে, তাকওয়া। সব সময়, সকল কর্মে, আল্লাহ্ তায়ালার ভয় এবং তার উপর আশা রাখার নামই তাকওয়া। আমরা যা কিছু করছি, আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন এবং ফেরেশতা মারফত রেকর্ড করছেন। আমাদের প্রতিটি কর্মের পিছে কি উদ্দেশ্য ছিল? কাকে খুশি করতে চেয়েছি? এসব অটোমেটিক রেকর্ড হচ্ছে। হাশরের ময়দানে আমাদের হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সবকিছু সেসবের সাক্ষী দিবে। আল্লাহ্ এসব কথা আল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্র হুকুমেই মানুষ মুখ দিয়ে পৃথিবীতে কথা বলছে। শেষ বিচারের দিনে, তিনি মুখ বাদে অন্যান্য অঙ্গ দিয়ে কথা বলাবেন। এটা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে খুব সহজ। বিচারের দিনে সকলের সামনে আমাদের রেকর্ডকৃত সকল কর্ম ও চিন্তাকে প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সেসব কর্ম ও উদেশ্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। সেদিন মানুষের কোন কিছুই করা বা বলার থাকবে না। এরপর কেউ হবে সফল এবং পুরস্কার হিসেবে পাবে চিরশান্তির ও অনন্ত কালের বসবাসের জন্য বেহেশত। আবার কেউ হবে চরমভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপমানিত এবং বিফল। তার ফয়সালা হবে ভয়াবহ আগুনের মধ্যে বসবাস অর্থাৎ জাহান্নাম। আল্লাহ্ জান্নাতের ফয়সালাকে মহাসাফল্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ পুরো বিষয়টিকে মাথায় রেখে আল্লাহ্ তায়ালাকে সর্বময় ক্ষমতার

www.pathagar.com

অধিকারী মনে করে, তার ভয়ে ভীত হয়ে, প্রতিটি কর্ম ও চিন্তা করার নামই তাকওয়া। যার যত বেশী তাকওয়া, সে তত বেশী পরহেযগার বা মুত্তাকী বা মু'মিন। বিপথগামীরা, অবিশ্বাসীরা, কাফেররা, মুশরিকরা, তাকওয়ার কমতি হওয়ার কারণে বা তাকওয়া না থাকার কারণে পাপকর্ম, খারাপচিন্তা, তথা নিজেদের খেয়াল খুশিমত জীবন যাপন করে। মানুষের তাকওয়ায় যখন পূর্ণতা আসে, সে তখন চরম ও পরম উপকারী সৃষ্টি জীবে বা আশরাফুল মাখলুকাতে পরিণত হয়। সে তখন ফেরেশতার চেয়েও উন্নত। নবী রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরাম রাদি আল্লাহু আনহু এমন উন্নত মানুষ ছিলেন। মানুষের মাঝে যখন তাকওয়ার চরম ঘাটতি দেখা দেয় বা তাকওয়া একেবারেই থাকে না; তখন সে শয়তানের মতই নিম্ন শ্রেণীর মাখলুকে পরিণত হয়। তখন সে মানুষটি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য ভয়ংকর ও ক্ষতিকর। এরাই ইবলিসের দোসর বা সঙ্গী। আল্লাহ্ বলেন, তাদেরকে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে রাখা হবে।

ঈমানী পরিবেশ ঃ এখলাস ও তাকওয়ার মত ঈমানী গুণকে অর্জন করতে হলে, আমাদের ঈমানী পরিবেশে গিয়ে, বেশী বেশী ঈমানী কথা শুনতে ও বলতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা আলোচনা করতে হবে, কুদরতের চিন্তা করতে হবে এবং অন্যদের দাওয়াত দিতে হবে। আমাদের নির্জনে বসে স্রষ্টার ক্ষমতা ও তার সৃষ্টি জগৎ নিয়ে ভাবতে হবে। অন্তরে সবসময় আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ জাগ্রত রাখতে হবে। মুখে থাকবে যিকির বা আল্লাহ্ স্মরণ। অন্তরে থাকবে আল্লাহ্ তায়ালার ভয় এবং আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে রহমতের আশা। মানুষ মহাসফলতা অর্জন করবে বা জান্নাতে যাবে তার ঈমানের জন্য। আর জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে আমলের বিশুদ্ধতা ও এর পরিমাণের কারণে। ঈমান না থাকার কারণেই মানুষ জাহান্নামে যাবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনের প্রথম বার বছরের (মক্কার জীবনে) নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির কোন হুকুম আল কুরআনে আসেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মক্কার ঘরে ঘরে, পথে প্রান্তরে, অলি গলিতে, হাটে বাজারে, বারে বারে শুধু ঈমানের দাওয়াত (কলেমার কথা) দিয়ে গেছেন। সাহাবা রাদি আল্লাহু আনহুম প্রথমে ঈমান শিখেছেন। এরপর মদীনার জীবনে বিভিন্ন আমলের আদেশ, নিষেধ, হালাল হারামের নির্দেশ এসেছে। ঈমান এতই জরুরি ও দামী বিষয়। অনেক সাহাবী কোন আমলবিহীন পৃথিবী থেকে চলে গেছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন, শহীদ হয়েছেন)। তাদের মর্যাদা কত উপরে হবে? এটা আমরা কল্পনাও করতে পারব না অর্থাৎ ঈমান, একীন,

www.pathagar.com

এখলাস এবং তাকওয়াকে ঠিক করতে পারলে, মহাসফলতা বা জান্নাত অবধারিত। আল্লাহ্ বলেন, আমি তাদের সাথেই আছি, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ (সূরা নাহল-১২৮)। ইহা এক উপদেশ অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক (সূরা দাহর-২৯)। যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে তারাই সফলকাম (সূরা বাকারা-৫)। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত (সূরা বাকারা-২৫)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তোমার নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে ও তোমার খারাপ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে, তবে তুমি মু'মিন (হাকেম)। ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তি পাবে, যার মধ্যে ৩টি জিনিস পাওয়া যাবে (১) তার অন্তরে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী হবে। (২) যে কোন ব্যক্তির সাথেই তার ভাল সম্পর্ক হবে, তা শুধুই আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। (৩) ঈমানের পরে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া তার নিকট এরূপ ঘৃণিত ও যন্ত্রণাদায়ক হবে, যেরূপ অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়লে হয় (বুখারী)। যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল হিসেবে কবুল করেছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে (বুখারী, মুসলিম)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বার বার বলতে থাক। ফলে তোমাদের ঈমান তরতাজা হবে (আহমাদ, তাবারানী)। সমস্ত যিকিরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যিকির হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সমস্ত দোয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দোয়া হল, আলহামদুলিল্লাহ (তিরমিযী)। মানুষ যদি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর সত্যিকারভাবে নির্ভর করে, আল্লাহ্ মানুষকে এমনভাবে রিযিক দিবেন, যেভাবে পাখিদের রিযিকি দেয়া হয়। পাখিরা সকালে খালি পেটে বের হয়, আর বিকেলে ভরা পেটে ফিরে আসে (তিরমিযী)। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে মানুষ তোমরা যদি হেদায়াত চাও, আমার কাছে চাও। আমি তোমাদের হেদায়াত দিব (মুসলিম)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তার বান্দাকে তাদের মায়ের মমত্বের চেয়েও বেশী ভালবাসেন (মুসলিম)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করতে বলেছেন। কবর প্রতিদিন বলে, আমি অপরিচিতের ঘর, একাকিত্বের ঘর, মাটির মাঝে অন্ধকার ঘর, পোকা-মাকড়ের ঘর (তিরমিযী)। আল্লাহ্ আমাদের বেহেস্তের নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

www.pathagar.com

আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতকে প্রস্তুত করে রেখেছি। যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি আর কোন অন্তর তা চিন্তা করেনি (বুখারী)। জান্নাতে মুমিনরা আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখে অভিভূত হয়ে যাবে (মুসলিম)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবী আনাস রাদি আল্লাহু আনহু কে বলেন, কেয়ামতের দিন তুমি তারই সাথে থাকবে, যাকে তুমি দুনিয়াতে ভালবাস (বুখারী)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফেৎনা ফাসাদের যামানায় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরবে, সে শহীদ হবার সওয়াব পাবে (তারগীব, তাবারানী)।

খেলাফত ঃ আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে নেতৃত্ব (খেলাফত) দান করব (সূরা নূর-৫৫)। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক, তবে সাহস হারিয়ে ফেলো না, দুঃখ করো না, কেননা তোমরাই বিজয়ী হবে (সূরা ইমরান-১৩৯)। যে আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট (সূরা ত্বলাক-৩)। আল্লাহ্ মু'মিনদের সুসংবাদ দেন আল কুরআনে। নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিবসের উপর এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রবের পক্ষ থেকে রয়েছে মহাপুরস্কার এবং তাদের কোন ভয় নাই, তাদের কোন দুঃখ নাই (সূরা বাকারা-৬২)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে এরূপ জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ জারি থাকবে এবং তাতে সে অনন্তকাল থাকবে। আর এটা হচ্ছে মহা সফলতা (সূরা নিসা-১৩)। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাশালী, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু (সূরা হুজুরাত-১৩)। আল্লাহ্ বলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী (সূরা ক্বাফ-১৬)। স্মরণ রেখ, দু'জন ফেরেশতা ডানে ও বায়ে থেকে মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা রেকর্ড করার জন্য সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে (সূরা ক্বফ-১৭)। আল্লাহ্ বলেন, হে মু'মিনগণ আল্লাহ্কে এমনভাবে ভয় কর, যেভাবে ভয় করা উচিত এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না (সূরা ইমরান-১০২)। আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন, আমিই তোমাদের বন্ধু, দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে। জান্নাতে তোমাদের মন যা চাইবে, তাই দেয়া হবে এবং যা দাবী করবে, তাই পাবে (সূরা হামীম সেজদাহ-৩১)। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর

www.pathagar.com

তোমাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা আমারই কাজ (সূরা গাশিয়া ২৫-২৬)। যারা কাফের, তাদের জন্য দোযখের আগুন রয়েছে, তারা সেখানে মরবে না; আর না দোযখের শাস্তি লাঘব করা হবে। আমি প্রত্যেক কাফেরকে এভাবেই সাজা দিয়ে থাকি (সূরা ফাতির-৩৬)। ঈমানের পরীক্ষায় পাশ করেই ঈমানদার হতে হয়। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, কিছুটা ভয়ভীতি, ক্ষুধা এবং জানমাল ও ফল ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর ধৈর্য-অবলম্বনকারীদের জন্য সুসংবাদ (সূরা বাকারা-১৫৫)। মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আমি অবশ্যই প্রকাশ করে দিব, কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী (সূরা আনকাবুত : ২-৩)। আল্লাহ্ তার ক্ষমতার কথা বলেন এভাবে, আমি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করি, তখন কেবল বলি হও; তখনই তা হয়ে যায় (সূরা ইয়াসিন-৮২)। আল্লাহ্ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে পরিচয় করিয়ে দেন, আমি তাকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি (সূরা আম্বিয়া-১০৭)। হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে ভালবাস, তবে আমার অনুকরণ কর। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দিবেন (সূরা ইমরান-৩১)। হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে রাসূলের কর্তব্য তাই যার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে আর তোমাদের কর্তব্য তাই, যার দায়িত্ব তোমাদের দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য কর তবে সুপথ প্রাপ্ত হবে। রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া (সূরা নূর-৫৪)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুরব্বীদের বয়ানের মূলকথা

দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য

দাওয়াত ও তাবলীগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৃজিত জীব মানুষকে তার সৃষ্টির লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে জীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে মানুষকে সাহায্য করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান, মানুষ যেন ক্ষতি থেকে বেঁচে যায় এবং কল্যাণের উচ্চতর স্তরে পৌঁছে যায়। সমস্ত নবী ও রাসূল আল্লাহ্ তায়ালার সে অভিপ্রায় অত্যন্ত দরদ ও গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করার জন্য জান ও মাল বাজি রেখে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ প্রচেষ্টার পরিপূর্ণতা দান করেছেন সর্বশেষ ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা পতঙ্গের মত জাহান্নামের আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ আর আমি তোমাদের কোমর ধরে জান্নাতের দিকে টানছি (বুখারী)। নবী জীবনের কর্মধারার মূল প্রেরণা হল, মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে কল্যাণের পথের উপর স্থাপন করা। এটাই দাওয়াত ও তাবলীগের মূল প্রেরণা। এ কল্যাণমুখী প্রেরণা উৎসাহিত হয় তথা মানুষের প্রতি মহব্বত তৈরী হয় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে আমাদের মহব্বতের গভীরতা অনুযায়ী। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে আমাদের মহব্বতের সম্পর্ক যে পরিমাণ গভীর হবে, সে পরিমাণ আমরা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য ত্যাগ স্বীকার (কুরবানী) করতে পারব। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ্ তায়ালা মিল্লাতে ইব্রাহিমের উপর স্থাপন করেছেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত হাজেরা আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যেমন তাঁদের জান, মাল ও সময়কে সর্বতোভাবে আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন; তেমনি উম্মতে মুহাম্মদীও তাদের জান, মাল ও সময়কে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে তাঁর নির্দেশিত রাস্তায় উৎসর্গ করবে। আর আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তা হল, আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা বা তরীকা বা পথ। এ পথেই মানুষের মুক্তি, সফলতা ও শান্তি। এ পথে নিষ্ঠার সাথে চলার মাঝেই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য লুকায়িত। দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নবী ও রাসূল আলাইহিস সালামগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ প্রেরিত নবীর নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রেরিত নবী ও রাসূলদের এ উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা যে কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার নাম দাওয়াত ও তাবলীগ। মনে রাখতে হবে, দাওয়াত ও তাবলীগ বলতে শুধু কথা দ্বারা দাওয়াত দেয়াকে বুঝায় না, বরং এর সাথে ঈমান, একীন, আমল, আখলাক, মুয়ামালাত ও মোয়াশারাতের দ্বারা দাওয়াতকেও বুঝায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কর্মধারার প্রেরণায় সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহু সবাই উজ্জীবিত ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সাহাবা কেরামকে মানুষের কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ প্রেরণাই তাঁদেরকে যুদ্ধে ধৃত কাফির শত্রুদেরকে পাতলা রুটি খেতে দিয়ে নিজেরা মোটা রুটি খেতে এবং সফরে সওয়ারীর উপরে তুলে, নিজেরা পায়দল চলার কষ্ট বরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি মানুষের (হোক সে কাফির বা মুশরিক) কল্যাণকামী ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার বাণীর প্রতি কাফির মুশরিকদের ঈমান না আনার কারণে তিনি এতই ভেঙ্গে পড়তেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আল কুরআনে আয়াত নাযিল করেন, "মনে হয় আপনি এদের ঈমান না আনার কারণে (দুঃখে) নিজের জীবন বিসর্জন দিবেন (সূরা শুয়ারা-৩)।" উম্মতের দাওয়াতের প্রতি এতটাই মমতা ও ভালবাসা পোষণ করে তিনি দ্বীন পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্বনবীর দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য সাধনে তিনি যে সব দায়িত্ব পালন করেন, তা আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তাদের প্রতি তাদের মধ্যে থেকে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত পড়ে শুনান; তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত বিষয়ে জ্ঞান দান করেন (সূরা আলে ইমরান-১৬৪)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের কর্মধারা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ঐ অভীষ্ট জ্ঞান, গুণ ও

www.pathagar.com

যোগ্যতায় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাদেরকে নবুয়তি কার্যক্রম অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে প্রথম থেকেই শরীক করেছিলেন। এর ফলে তাদের মধ্যে ঐসব জ্ঞান, গুণ ও যোগ্যতা দ্রুত বিকশিত হয়েছিল। তিনি, তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে সাহাবীরা (রাদি আল্লাহু আনহুম) যেন দাওয়াতের মিশনকে সুষ্ঠুভাবে আদায়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং পরবর্তীদের দ্বীনি জ্ঞান, গুণ ও যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে তারা উদাহরণ হয়ে যায়। পরবর্তী উম্মতদের প্রতিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা ও কল্যাণকামিতার অকাট্য প্রমাণ মেলে এ আয়াতে। আল্লাহ্ বলেন তোমাদের নিকট আগমন করেছেন তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার নিকট তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতিশয় দুর্বিষহ মনে হয়, তিনি তোমাদের অতিশয় কল্যাণকামী, তোমাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময় (সূরা তওবা)। এজন্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের জ্ঞানে, গুণে, কর্মঠ, কর্মী ও দ্বীনের দায়ী বানানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের জীবনে সামান্যতম অবসর, আরাম আয়েশ করেননি। নিজের জান, মাল ও পুরো সময় দিয়ে উম্মতের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল কুরবানী। অতএব রাসূলের সত্যিকারের উম্মত হল সে, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিন্তা-ফিকির, ধ্যান-খেয়াল, মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ, লেন-দেন, আয়-রোজগার, আদব-আখলাক, ধর্ম-কর্ম, জীবন-যাপন, আদর্শিক আধ্যাত্মিক, চাল-চলন মেলা-মেশা এভাবে পুরো জীবনকে তার নির্দেশিত ও প্রদর্শিত পন্থায় হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করে। এটাই হচ্ছে কলেমা তাইয়্যেবার দ্বিতীয় অংশ, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ও অভিপ্রায়কে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া তথা আল্লাহ্ তায়ালার দিকে আহ্বান করাকেই বলে দাওয়াত ও তাবলীগ। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন। একাজের ধারা বা পথ হচ্ছে দুটি। একটি প্রত্যক্ষ কর্মের দ্বারা। আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনের দিকে সরাসরি আহ্বান বা কথার দ্বারা সরাসরি দাওয়াত। দ্বিতীয়টি পরোক্ষ কর্মের দ্বারা। সৎকর্ম বা আমল, আখলাক, মুয়ামালাত, মুয়াশারাত দ্বারা মানুষকে আকর্ষণ করা। এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্ম দ্বারা মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন প্রচার, প্রসার ও কায়েম হয়। ফলে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর হয়। পথভোলা মানুষগুলোকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক করে দেয়াই দাওয়াতের উদ্দেশ্য। তাওহীদ বা আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত এবং

www.pathagar.com

আখেরাতের উপর দাওয়াত পেশ করাই তাবলীগের মূল কাজ। পথহারা মুসলমান, অন্যান্য কিতাবী উম্মত, মুশরিক এবং কাফের সবাইকে দাওয়াত দিতে হবে। সারাবিশ্বের মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিতে হবে। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য হল, দাওয়াত অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে অনুপ্রাণিত করা, আল্লাহ্র সাথে পরিচয় ঘটানো এবং আল্লাহ্র সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করানো। একজন দায়ী নিজ এলাকায় এবং হিজরত করে অন্য এলাকায় দাওয়াতের কাজ সম্পন্ন করে। জান ও মালের কুরবানী ব্যতীত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ বা প্রচেষ্টা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এজন্যেই আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, আল্লাহ্র রাস্তায় জান ও মালের কুরবানীসহ প্রচেষ্টা চালানোই জেহাদ। দাওয়াত ও তাবলীগের এ জেহাদের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ঈমান ও আমলের প্রবৃদ্ধি ঘটে। মানুষ তার সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়। সমস্ত নবী ও রাসূলগণ দাওয়াত ও তাবলীগের মিশন নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন। আর শেষ নবীর উম্মত হিসেবে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের উপর। এ থেকে পাশ কাটানোর কোন উপায় নাই। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার সরাসরি নির্দেশ হল, বলুন এটাই আমার রাস্তা যে, আমি ও আমার অনুসারীরা পরিপূর্ণরূপে জেনে বুঝে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে আহ্বান করে থাকি (সূরা ইউসুফ-১০৮)। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার পক্ষ থেকে মানুষকে পৌঁছাতে থাক, যদিও তা একটি মাত্র আয়াত বা বাণী হয় (বুখারী)। তোমাদের জান, মাল ও মুখ দ্বারা মুশরিকদের সাথে জেহাদ কর (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীরা, পুরুষ-মহিলা, যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল বর্ণ ও গোত্রের সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সূরা ইউসুফের ১০৮ এবং আল ইমরানের ১১০ আয়াত অনুসারে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেয়া সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং যা ফরযে আইন। আবার জামাতবদ্ধ হয়ে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেয়া উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ফরযে কেফায়া (সূরা আলে ইমরান ১০৪ এবং সূরা তওবা ১২২)। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে যথার্থ সাবধানতা অবলম্বন কর আর সাবধান, মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না। আর আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, এমনিভাবে যে তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধ থাক এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ...আর তোমাদের মধ্যে এরূপ

www.pathagar.com

এক জামাত থাকা আবশ্যক, যেন তারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বারণ করতে থাকে, আর এরাই হল সফলকাম জামাত। আর তোমরা ঐ সমস্ত লোকের মত হয়ো না, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তাদের নিকট স্পষ্ট বিধান পৌঁছার পরও, আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি (আলে ইমরান ১০২-১০৫)। বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের যামানার শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানেরা একতাবদ্ধভাবেই ছিল এবং সারাবিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। অথচ এরপর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজ, শত পথ ও মতে বিভক্ত। এর প্রধান কারণ হল, মুসলমানদের ঈমান ও আমলের দুর্বলতা। দ্বীনের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য। ব্যক্তিগত ও জামাতবদ্ধভাবে পরস্পরকে আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনের দিকে ডাকা, সৎকাজে অনুপ্রাণিত করা, অসৎকাজে নিরুৎসাহিত করা; এসব বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এরপর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পুনরায় চালু হয়েছে। অনেকের কাছে এটা নতুন মনে হলেও বাস্তবে তা মুসলমানদের বুনিয়াদী (আদি) কাজ। একাজ জরুরি ও ফরয। দলগতভাবে একাজ করলে পরস্পরের ভুল ভ্রান্তি সংশোধনের পথ খোলা থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, পূর্ণ মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে; অতঃপর তাতে সন্দেহ করেনি, অধিকন্তু স্বীয় ধন সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে ত্যাগ স্বীকার (জেহাদ) করেছে, এরাই হল সত্যবাদী (সূরা হুজুরাত-১৫)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রকৃত মু'মিন সে, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে এবং ঐ ব্যক্তিও যে পাহাড়ের গুহায় নির্জনে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকে, এ উদ্দেশ্যে যে, ঈমানের ক্ষতি সাধনকারী অসৎলোকদের যাতনা থেকে রক্ষা পায় (আবু দাউদ)।

পৃথিবীতে একজন ঈমানদার লোকও বেঁচে থাকলে, তার উপর দায়িত্ব হল, সারা বিশ্বে দাওয়াত পৌছানো। সে তখন সারা বিশ্বের জিম্মাদার। প্রতিটি দায়ী সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করে এবং সকল মানুষের জন্য আফসোস করে। তার অন্তর সবসময় এ কারণে কাঁদে যে, সারা বিশ্বের মানুষ কি করে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়। দায়ীর দোয়া নবীদের দোয়ার মত কবুল হয়। দায়ীদের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার গায়েবী মদদ থাকে। দায়ীদের চারটি গুণের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। (১) নিয়তের উপর সকল কর্ম নির্ভরশীল (২) হালাল হারাম মেনে চলতে হবে (৩) নিজের জন্য যা পছন্দ অন্যের জন্যও তা করা (ফিকির করা) (৪) অযথা কথা, কাজ, খরচ করা হতে বেঁচে থাকতে হবে। কেয়ামত পর্যন্ত আর ওহী

www.pathagar.com

আসবে না। তাই সর্বাবস্থায় সুন্নাতের উপর চলতে হবে। মুসলিম ও অমুসলিম সবার জন্য হেদায়াতের দোয়া করতে হবে। শেষ নবীর আনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে সবার কাছে পৌঁছাতে হবে। এটা সকল উম্মতের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করে প্রথম দিনেই ছয়জনকে ইসলামে দীক্ষিত করে (মুসলমান বানিয়ে) সাথে নিয়ে এলেন। খাদিজা রাদি আল্লাহু আনহা নবুওতের প্রথম দিনে নবীজিকে অভয় দিয়েছেন। আলী রাদি আল্লাহু আনহু বালক বয়সে আবু যর গিফারী রাদি আল্লাহু আনহুকে রাহবারী করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। দাওয়াতের দায়িত্ব নিলে আল্লাহ্ তায়ালার গায়েবী মদদ বা সাহায্য পাওয়া যাবে।

মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে। আমরা বাচ্চার ভাল ফলাফলের জন্য শিক্ষকের, মামলা মোকাদ্দমায় উকিলের, ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যবসায়ীর, অসুখে ডাক্তারের, টাকার জন্য চাকুরীর, সম্পদের জন্য অর্থের, লবণ মরিচের জন্য দোকানদারের; এভাবে প্রয়োজন অনুসারে সবার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। কিন্তু আমাদের আসল সম্পর্ক করা উচিত প্রতিপালকের সাথে, যিনি সকল সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তিনি হও বললেই হয়ে যায় (আল কুরআন)। অতএব নিবিড় সম্পর্ক তার সাথেই। আমি মূর্খ; আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞানী। আমি দোষী, তিনি গুণী। আমার সব দরকার, তার কিছুই দরকার নেই। আমি নিঃস্ব দুর্বল, তিনি মহা সম্পদশালী, শক্তিশালী। আমি অসহায় রিযিকের মোহতাজ, তিনি পরম সাহায্যকারী ও রিযিকতাদা। আমি গোলাম, তিনি প্রভু। আমি ছোট ও নিকৃষ্ট, তিনি কল্পনার চেয়েও বড় ও মহৎ। আমি নাপাক, তিনি পূত পবিত্র। আমি সম্মানহীন, ইজ্জতহীন ও ভিখারী, তিনি শ্রেষ্ঠ, ইজ্জতওয়ালা ও সকল খাজানার মালিক। এভাবে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার মর্যাদার কথা কখনই ভাবিনি। তার ব্যাপারে কতটুকু ভাবা উচিত ও কেমন সম্পর্ক করা উচিত? আমরা একবার ডাকলে, তিনি ৭০ বার ডাকেন। আমরা তার দিকে এক পা আগালে, তিনি ৭০ কদম আগান। আমরা তার দিকে হেঁটে গেলে, তিনি দৌড়ে আসেন। আমরা তাকে ভালবাসার ভান করলে, তিনি চরমভাবে ভালবাসেন। আমাদের আল্লাহ্ তায়ালাকে চিনতে হবে। তার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। যার আল্লাহ্ আছে, তার আর কোন কিছুরই দরকার নেই।

দাওয়াতের কাজ নিজের জন্য। দাওয়াতের দ্বারা অন্যরা দ্বীনের পথে আসতেও পারে, আবার নাও পারে। কিন্তু দাওয়াতের দ্বারা দাওয়াত দেনেওয়ালা উপকৃত হবেই। দাওয়াতকে অন্যের কাছে পৌঁছানো জরুরি নয়; নিজের অন্তরে পৌঁছাতে

www.pathagar.com

হবে। যে অন্যের হেদায়েতের জন্য তাবলীগ করে, সে একাজের সাথে থাকতে পারবে না। নিজের আমল, একীন ও হেদায়েতের জন্য তাবলীগ করতে হবে। যে এভাবে নিজের জন্য একাজ করবে, সেই সারাজীবন দাওয়াতের কাজের সাথে লেগে থাকতে পারবে। যে জিনিসের দাওয়াত দিব, তা আমার ভিতরে আসবে। এটাই দাওয়াতের মহত্ত্ব। পৃথিবীতে কলেমাওয়ালা লোক বা জাতির কাছে বেশী নবী এসেছে অর্থাৎ স্বজাতি, কলেমাওয়ালা ও কলেমাভুলা লোকদের কাছে বেশী তাবলীগ করতে হবে। কাফেরদের কাছেও তাবলীগ করতে হবে। তবে কলেমা ভুলা লোকগুলো দ্বীনের উপর এসে গেলে, সারাবিশ্বে দাওয়াতের কাজ সহজ হবে। নবীজি, সাহাবা কেরামদের বলতেন, তোমরা ঈমান নবায়ন কর। আরো বেশী বেশী ঈমানের আলোচনা কর ও কলেমা পড়। ঈমানও পুরাতন বা দুর্বল হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্বের আলোচনা, ঈমানদারদের সাথে ওঠা বসা, কুরআনকে পড়া ও বুঝা, সাহাবীদের জীবনী আলোচনা করা, এসবের মাধ্যমে ঈমান তরতাজা হয়। দু'ঘন্টা যিকির করলে আর ২২ ঘন্টা দুনিয়ার আলোচনা করলে, অন্তরে কলেমা ঢুকবে কিভাবে? সাহাবা কেরামরা ছিলেন ঈমানের লাইনে সবার জন্য আদর্শ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকেও ঈমানের আলোচনা বেশী বেশী করতে তথা ঈমান নবায়ন করতে বলেছেন। তাহলে আমাদের কি করা উচিত? সাহাবা কেরামরা ঈমানের মজলিসে বসে ঈমানের আলোচনা করতেন। তাদের অন্তর মসজিদের সাথে জুড়ে থাকত। বর্তমানে আমাদের মাঝে দুনিয়ার চিজ আসবাবের (বৈষয়িক জিনিসের) ঈমান বেশী। এসব নিয়ে আমরা আছি। ঈমান বিল গাইব বা অদেখা জিনিসের কথা তথা ঈমানের আলোচনা নেই। আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত, বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, আজমত, জান্নাত, জাহান্নাম, কবর, মিযান, পুলসিরাত, এসবের আলোচনা হল ঈমান বিল গাইব। আর অদেখা বিষয়ের উপর ঈমানই হল আসল শক্তি। আজ আমরা ততটুকুই ইবাদত করছি, যতটুকু করলে আমার দুনিয়া ঠিক থাকে। এ ইবাদতে আল্লাহ্ তায়ালার রাজি খুশি বলে কোন কিছু আছে কিনা? তা ভেবে দেখার বিষয়। এ ইবাদত পরকালের মুক্তির জন্য কতটুকু কাজে লাগবে তা বিবেচনা করতে হবে। যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, মু'মিনের জান ও মালের বিনিময়ে বেহেশতকে খরিদ করতে হবে। আমাদের জান ও মালের কতটুকু দিচ্ছি আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায়? তা হিসাব করতে হবে।

বিশ্বনবীর প্রতিটি সুন্নাতের মাঝে হাজার হাজার গুন শক্তি। পৃথিবীর সকল শক্তির

www.pathagar.com

তুলনায় তা অনেক বেশী। মু'মিন ও কাফেরের পার্থক্য হল, নামায। নামায ঠিক হয়ে গেলে বাকী ইবাদতও ঠিক হয়ে যাবে। দ্বীনের উপর চলা সহজ হবে। সাহাবা কেরামদের মত নামায পড়তে হবে। নামাযের দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম তাদের সমস্যার সমাধান করতেন। আর সবার আগে জরুরি বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জান, মাল ও সময়কে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার মাধ্যমে নিজের হেদায়েতের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল ব্যয় করা মানে, দুনিয়া ও দুনিয়ার ভেতর যা আছে, তার চেয়েও বেশী দামী ও মঙ্গলময়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাতকে সকালে আল্লাহ্র রাস্তায় রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন (মুতার উদ্দেশ্যে)। জামাত যথাসময়ে রওয়ানা হয়ে গেছে। দুপুরে জুমার নামায পড়ে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিআল্লাহু আনহু তখনও যাননি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দেরি করার কারণ কি? সাহাবী বললেন, ভাবলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুম্আ পড়ে যাই। তাছাড়া আমার কাছে দ্রুতগামী ঘোড়া আছে। আমি অগ্রবর্তী জামাত ধরে ফেলব। নবীজি বললেন, আব্দুল্লাহ তুমি কি জান, এজন্য তুমি কতটুকু পিছিয়ে পড়লে? অগ্রবর্তী জামাতের থেকে ৫০০ বছর পিছিয়ে পড়লে। তাদের সাথে তোমার দূরত্ব পূর্ব থেকে পশ্চিমের চেয়েও বেশী। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাস্তায় এক বেলার গুরুত্ব এতটাই দামী, যার কোন ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। আমরা যারা ঘরে বসে সফলতার স্বপ্ন দেখছি, তাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে।

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগ : মুক্তির ঠিকানা

দাওয়াত ও তাবলীগে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা কেরামদের জীবনী ও কার্যক্রমের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 'মন চায় জিন্দেগী' থেকে, 'আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চায় জিন্দেগীতে' ফিরে আসার বাস্তবভিত্তিক স্বউদ্যোগী পথ দেখানো হয়। নিজের ইচ্ছানুযায়ী চললে হেদায়াত আসে না। তাই নিজ এলাকার মসজিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মসজিদ ভিত্তিক পাঁচ কাজের সাথে যুক্ত হলে দৈনন্দিন জীবনে দ্বীনের উপর চলা সহজ হয়। মসজিদ ভিত্তিক পাঁচ কাজকে এভাবে বলা যায় ঃ দুই দুই আড়াই তিন; মাশওয়ারা প্রতিদিন অর্থাৎ দুই তালিম। দুই গাশত। দৈনিক আড়াই ঘণ্টার দাওয়াতের মেহনত। মাসে তিন দিন আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় জান, মাল, সময়, দিল দিমাক, হিকমাত ইত্যাদি দেয়া। প্রতিদিন মাশওয়ারায় অংশগ্রহণ করা।

ছোট ছোট জামাত বানিয়ে এলাকায় কাজ করতে হবে। দুই দুই সাথী মিলে, জোড় মিল মহব্বতের সাথে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। নবী ও সাহাবীদের জীবন ও তাদের কাজকে যারা নিজেদের জীবন ও কাজ বানিয়েছে; তারা পৃথিবীর নেতৃত্ব পেয়েছে। বর্তমানে মুসলমানরা এ কাজ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় গোলাম হয়ে অত্যাচারিত হচ্ছে। আমাদের তওবা করে, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কুরবানীর সাথে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। এ উম্মত যত কুরবানী করবে, সারা বিশ্বের মানুষ তত হেদায়েত পেয়ে যাবে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদে নববীতে তিন কাজ চালু ছিল। দাওয়াত, ইলম বা তালীম এবং ইবাদত। বর্তমানে প্রথম দুটো আমরা ভুলেই গেছি। ফলে বরকত ও রহমত উঠে গেছে। মুসলমানের পুরো জীবনে পাঁচ কাজ জরুরি ঃ ঈমান, ইবাদত, আখলাক, মুয়ামালাত, মুয়াশারাত (অর্থাৎ ঈমান, ইবাদত, চরিত্র গঠন, আচার আচরণ, লেন-দেন)। এসব বিষয়গুলো সঠিক হতে হবে। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ (কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত) অর্থাৎ ইসলাম নামের ঘরটির পাঁচটি খুঁটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাহলে সে ঘরের ছাদ, মেঝে, বেড়া, সাজ সরঞ্জাম কোথায়? আমাদের প্রয়োজনীয় ইসলামী ইলম্ হাসিল করতে

www.pathagar.com

হবে। প্রথমে ঈমান অর্জন করতে হবে। পরিশ্রমের মাধ্যমে জান, মাল ও সময় খরচ করে ঈমান অর্জন করতে হয়। শক্তিশালী আমল হচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে মানুষকে ডাকা বা দাওয়াত। কুরআন পড়া ও বুঝা এবং যিকিরের মত ব্যক্তিগত (ইনফারাদি) আমল করা। পাশাপাশি ইলম্ অর্জন বা তালিমের মত দলগত (ইজতেমায়ী) আমল করা জরুরি। এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে, যেন আল্লাহ্ তায়ালাকে শুনাচ্ছি। যিকিরের মাধ্যমে যবানকে তরতাজা রাখা চাই। সারাবিশ্বের সকল উম্মতের উপকার ও সেবার (ইকরামের) নিয়ত করব। তাদের হেদায়াত ও মুক্তির জন্য চিন্তা-ভাবনা (ফিকির) করব। তাদের জন্য দোয়া করব। তাদের কষ্টে দুঃখিত হব। সকল মানুষের উপকার (খেদমত) করব। এ কাজে আল্লাহ্ তায়ালা খুশী হবেন। পৃথিবীতে আমাদের সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন।

ঈমান শিখতে হবে। ঈমান শিখার বিষয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা নবী রাসূলদের ঈমান শিখিয়েছেন। নবীরা তাদের সঙ্গীদের (সাহাবী) ঈমান শিখিয়েছেন। এ ধারাবাহিকতায় ঈমান শিখার দাওয়াত ও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। পৃথিবীর বৈষয়িক সকল জ্ঞানার্জন তথা বড় বড় ডিগ্রী হাসিল করা কোন মহা কাজ নয়। এর বিপরীতে শুধু মহান প্রতিপালককে জানা ও মানা হচ্ছে সবচেয়ে মহৎ কাজ। আমাদের জানতে হবে ঈমান আমাদের কাছে কি চায়? ঈমানের তাকাজা কি? মানুষের সত্যিকারের সফলতা (কামিয়াবী) কোথায় বা কিসে? পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক হওয়া বা সকল ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার মাঝে সফলতা নেই। ঈমান অর্জন (হাসিল) করতে পারলেই একজন লোক সফল। আসল সফলতার মাপকাঠি হচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালার উপর খাঁটি ঈমান রাখা। এ ঈমান অর্জন করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা না খেয়ে থেকেছেন, চরম কষ্ট সহ্য করেছেন, দেহের রক্ত ঝরিয়েছেন; পেটে পাথর বেঁধেছেন, ঘর বাড়ি ছেড়ে হাটে, মাঠে, ঘাটে, পথে প্রান্তরে জীবনের মূল সময়কে কাটিয়েছেন। তাদের জান, মাল ও সময়ের ত্যাগের (কুরবানীর) বিনিময়েই তারা ঈমানের মত শ্রেষ্ঠতম সম্পদ অর্জন করেছিলেন। বিশ্বনবীর সাহাবীরা পুরো জীবনের সমস্ত অর্জনকে বিলিয়ে দিয়ে ইসলামকে পৃথিবীতে প্রচার করেছেন। সকল ধরনের কষ্ট (মোজাহেদা) ও ত্যাগ (কুরবানী) স্বীকার করেছেন। সাহাবীরা ঈমানের তাগিদেই দাওয়াত নিয়ে সারাবিশ্ব ভ্রমণ (সফর ও হিজরত) করেছেন। তারা পায়ে হেঁটে, নদীপথে, পশুর বাহনে আরোহণ করে, সারাবিশ্বে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। নবীর সাহাবীদের

www.pathagar.com

সাথে কোন খানাদানা, সম্পদ, অর্থ-কড়ি, ক্ষমতা বা পথিমধ্যে চিকিৎসার কোন সরঞ্জাম বা দল ছিল না। তাদের এ কষ্ট সহিষ্ণুতার বিনিময়ে ঈমান অর্জন হয়েছে। মুখে কলেমা উচ্চারণ করলেই ঈমান অর্জন করা যায় না। ঈমানের কঠিনতম পরীক্ষায় পাস করেই ঈমান হাসিল করতে হয়। আল্লাহ্ তায়ালা একথা আল কুরআনেও জানিয়েছেন। মানুষ যেন মনে না করে যে, তাদের কোন পরীক্ষা না নিয়ে এমনিতেই ঈমানের মত এত বড় চিরস্থায়ী সম্পদ দান করা হবে (আনকাবুত-২)।

পৃথিবীতে একজন আরেকজনকে ধোঁকা দিতে পারে। ছাত্র, শিক্ষককে; মহিলা পুরুষকে; পুরুষ, মহিলাকে; বাচ্চা, মা-বাবাকে ধোঁকা দিতে পারে। মোনাফিকরা নবীদের ধোঁকা দিত। কিন্তু কেউ আল্লাহ্ তায়ালাকে ধোঁকা দিতে পারে না। স্রষ্টা আমাদের অন্তরের খবর জানেন। তার কাছে কোন ধোঁকা চলে না। অন্তরকে জিজ্ঞেস করুন? মন কিসের উপর বিশ্বাস করে? বস্তু, চাকুরী, ব্যবসা, মানুষ, ক্ষমতা, পদবী, টাকা, ধন না অন্য কোন মাখলুক? নিজের ঈমানকে যাচাই বাছাই করুন। মু'মিনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরকাল (আখেরাত)। মু'মিন দুনিয়ার কোন কিছুতেই লাভ খোঁজে না। ক্ষুদ্র ধূলিকণার মত (যাররা পরিমাণ) ঈমান নিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে হাজির হতে পারলেও, দশটা পৃথিবীর সমান জান্নাত পাওয়া যাবে। ঈমান এতবড় সম্পদ। বিশ্বনবীর সাহাবীরা জান্নাতকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই মুখের লোকমা ফেলে, বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ হয়েছিলেন।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব নিবেন আল্লাহ্। সম্পদ, অর্থ, সম্মান, ক্ষমতা, এক এক করে হিসাব দিতে হবে। ঈমান সঠিক না হলে, কোন আমলই ঠিক হবে না। আল্লাহ্ তায়ালাই সবকিছু করেন। তার কাছেই সকল ক্ষমতা। এ বিশ্বাসকে অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। এজন্যেই আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হয়ে দাওয়াতের কাজ করতে করতে সাহাবী, তাবে তাবেঈনদের মেহনতে আরব ভূখণ্ডে এমন শান্তি শৃংখলা ফিরে এসেছিল যে, পুরো মদীনা ও ইয়েমেনের রাস্তায় একজন মহিলা হেঁটে গেছেন। কোন ছিনতাইকারী, লম্পট ও বদনজরকারীর কবলে পড়তে হয়নি। পথের সকল পুরুষকে মনে হয়েছে আপন ভাই বা বাবা-চাচা। এতটাই নিরাপত্তা ও শান্তিময় পরিবেশ কায়েম হয়েছিল। দাওয়াত ও ঈমানী পরিবেশের সত্যিকারের মডেল হল, ওটা। এখন আমরা সে পরিবেশ ও ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের তওবা করে, দাওয়াতের কাজে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা থেকে সব কিছু হওয়ার

www.pathagar.com

বিশ্বাস অর্থাৎ অন্তরে একীন পয়দা করতে হবে। দাওয়াতের কাজ করতে করতে দায়ী হয়ে যেতে হবে। দায়ীর তিন বৈশিষ্ট্য ঃ একীন ঠিক করতে হবে; শরীয়ত সম্মত আমল করতে হবে ও সারা বিশ্বের মানুষের হেদায়াতের জন্য অনুভূতি (শওক) পয়দা হতে হবে। এরপর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উম্মত যখন দায়ী হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালার অদৃশ্য সাহায্য (মদদ) আসবে। প্রতিপালকের কুদরতী সাহায্যের সামনে মাখলুকের আস্ফালন অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। তখন দায়ীকে কেউ ঠেকাতে বা বিরত রাখতে পারবে না। যারা দাওয়াতের কাজ করবে, তাদেরকে নবীওয়ালা গুণ দেয়া হবে। তাদের হাশর হবে নবী রাসূলদের সাথে। তারা নবী রাসূলদের সাথেই জান্নাতে থাকবে।

সাহাবীরা নিজে ও পুরো পরিবার না খেয়ে মেহমানকে খাইয়েছেন। আল্লাহ্ খুশী হয়ে গেছেন। বিনিময়ে আল্লাহ্ সাহাবীদের অন্তরে ঈমান ও একীনের স্বাদ ঢেলে দিয়েছেন। তারা সফল হয়ে গেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তার ইবাদতের জন্যেই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তার একত্ব ও বড়ত্বের দাওয়াত দিতেই আমাদের যমীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের তওবা করে, খাঁটি অন্তরে (দিলে) নিয়ত করতে হবে। আমাদের দায়ী হিসেবে গভীর সংকল্প করতে হবে। নবীওয়ালা, সাহাবীওয়ালা জীবন বানাব। সারাবিশ্বে দাওয়াত পৌছাব। দাওয়াত ফেরি করে বেড়াব। আমরা দাওয়াতের ফেরিওয়ালা হব। বিশ্বনবীর জীবনকে অনুকরণ করব। সারাবিশ্বের কোটি কোটি মানুষ কলেমা ছাড়া হয়ে চলে যাচ্ছে। কি করে আমরা নিজেদের নবীর উম্মত বলে দাবী করছি অথচ আমাদের অন্তরে কোন ব্যথা নেই কোন চোট লাগছে না? আমাদের এ দাবী কতটুকু সত্য ভাবতে হবে? ঈমানী পরিবেশে ওঠাবসা করব। কুকুর নাপাক হওয়া সত্ত্বেও ভাল সঙ্গীর সাথে থাকার কারণেই, আসহাবে কাহফের কুকুরের জন্য বেহেশতের ফয়সালা হয়েছে। যারা নবীওয়ালা জীবন যাপন করে, তাদের সাথে চলব। আমরা যদি নবীর মত জীবন কাটাবার চেষ্টা করি। নবীর মত সর্বাবস্থায় দাওয়াতের মেহনতের সাথে লেগে থাকার চেষ্টা করি। তবে ইনশাল্লাহ হাশরের ময়দানের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবীর সুপারিশ পেয়ে যাব।

সারাবিশ্বে লক্ষাধিক নবী এসেছেন। তাদের দাওয়াতের এলাকা নির্ধারিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং বিশেষ এলাকা বা গোষ্ঠীর জন্য নবীদের পাঠান হয়েছে। এমন কোন এলাকা বা ভাষা নেই যেখানে নবী পাঠান হয়নি। কোন কোন নবী এসেছেন শুধু পরিবারের মধ্যে দাওয়াত ও হেদায়েতের জন্য। আবার

কেউ কেউ এসেছেন শুধু আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দাওয়াতের জন্য। এভাবে কেউ এসেছেন শুধু একটি গোষ্ঠী বা কওমের জন্য। কেউ এসেছেন নির্দিষ্ট শহর বা লোকালয়ের জন্য। আবার কেউবা এসেছেন একটি রাষ্ট্রের জন্য। প্রত্যেক নবীই তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব (বা দাওয়াতের কাজ) পালন করে (পরিবার, আত্মীয় স্বজন, গোষ্ঠী, শহর বা রাষ্ট্রের মধ্যে) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সবার উপর রাজি খুশি হয়েছেন। নবীদের এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী হিসাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি কোন পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, গোষ্ঠী, শহর বা রাষ্ট্রের জন্য আসেননি। তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল সারা বিশ্বের ও সারা সৃষ্টিজগতের (আলমের)। কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ ও জ্বীন পৃথিবীতে আসবে, তাদের কাছে আল্লাহ্ তায়ালার দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু সে দায়িত্ব পালন করেননি; বরং তাঁর হকও আদায় করেছেন। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবী তথা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন দাওয়াতে তাবলীগের। যে তাকে নবী বলে স্বীকৃতি দিবে তার কাজও এক ও অভিন্ন। মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো। দাওয়াত দিতে দিতে আমরা এ কাজকে শিখব। আর দাওয়াতের কাজ শিখতে শিখতে মরব। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ কাজ করে যাব। দাওয়াত দেয়াকে জীবনের উদ্দেশ্য (মাকসাদ) বানাব। একাজ যেমন বড়। একাজের মর্যাদাও তেমন বড়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা এতবড় যে, হাশরের ময়দানে বিচারের শেষে কোন নবীই বেহেশতে প্রবেশ করবেন না, যদি না নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতে প্রবেশ করেন। দাওয়াতের কাজে সকল নবী সম্মিলিতভাবে যে কষ্ট সহ্য করেছেন; শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই তার চেয়ে বেশী কষ্ট বা মোজাহেদা করেছেন। শেষ নবীর উম্মতরাও, অন্যান্য নবীর উম্মতের চেয়ে অগ্রগামী। শেষ নবীর উম্মতরা পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দায়ীর কোন বিচার করবেন না। সত্যিকারের দায়ী বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। কেননা দায়ীরা নবীর বৈশিষ্ট্যে আলোকিত ও উদ্ভাসিত। দায়ীদের উপর আল্লাহ্ এত বেশি রাজি ও খুশী যে, তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেও আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করবেন। দায়ীরা এতটাই দামী।

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগ : শান্তি ও সফলতার পূর্বশর্ত

মহাবিশ্বের দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ মানুষ ধ্বংস হবে না। প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হাশরের ময়দানে তার সামনে দাঁড় করাবেন। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কর্ম ও চিন্তার বিচার করবেন। পরকাল থেকে আমাদের মুক্তি (রেহাই) নেই। আমরা চাই বা না চাই। আমাদের আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দাঁড়াতে হবেই। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে মৃত্যুকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই আসল জীবন। মানুষের মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তার আত্মা (রূহ) অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে। আল কুরআনে সে জীবনকেই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে আমাদের আসল সফলতা হচ্ছে, মৃত্যুর পরের জীবনের সফলতা। আল্লাহ্ তায়ালার রাজি খুশির বিনিময়ে অনন্ত অনাদি বেহেশতের টিকিট অর্জন করাই হচ্ছে আসল সফলতা।

মানুষকে খুব অল্প সময়ের জন্যই পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে। মানুষের স্থায়ী ও অনন্তকালের পরকালীন জীবনই হল, আসল জীবন। সেখানে সুখ বা দুঃখ যেটাই আসুক না কেন তা হবে স্থায়ী। পরকালীন সুখ বা দুঃখের ব্যবস্থা করার জায়গা বা কর্মক্ষেত্র হচ্ছে পৃথিবী। পৃথিবীতে যে যেমন চাষ করবে, সে তেমনি ফসল পাবে আখেরাতে। এখানে ভাল ও মন্দ, দুরকম অবস্থার মাধ্যমেই পরীক্ষা চলছে। আল্লাহ্ তায়ালা কাউকে অর্থ, সম্পদ, সম্মান, পদ-পদবী, প্রাচুর্য দিয়ে পরীক্ষা করছেন। আল্লাহ্ তায়ালা দেখতে চান বান্দা এসবের সঠিক ব্যবহার করছে কি না? শুকরিয়া আদায় করছে, নাকি এসবের ভিতর ডুবে থেকে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দে ধোঁকায় পড়ে আছে? অপরপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা কাউকে হীনতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, অর্থহীন, সম্পদহীন, ক্ষমতাহীন, তুচ্ছতার মধ্যে রেখে পরীক্ষা করছেন। আল্লাহ্ তায়ালা দেখতে চান, এত সমস্যা ও স্বল্পতার মধ্যে থেকেও সে ধৈর্যধারণ করছে কিনা? শুকরিয়া আদায় করছে কিনা? পরকালের সফলতার কথা ভেবে প্রস্তুতি নিচ্ছে কিনা? প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল অবস্থাই ক্ষণস্থায়ী ও পরীক্ষার উপকরণমাত্র। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, লোকেরা কি এটা ভেবেছে যে, তারা এ বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে ঈমান এনেছি। অথচ তাদের পরীক্ষা

www.pathagar.com

করা হবে না (সূরা আনকাবুত-২)। আমাদের আসল অবস্থা আসছে মৃত্যুর পরের জীবনে। চিরস্থায়ী ও শান্তিময় বেহেশত পাওয়ার নামই সফলতা। আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমার মধ্যে থাকাই কামিয়াবী। কষ্ট ও দুর্বিষহ দোযখে দাখিল হওয়াই ব্যর্থতা। আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষোভের ভিতর পতিত হওয়াই হলো বোকামী। পৃথিবী হচ্ছে ধোঁকা। মানুষ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরাম আয়েস, ভোগ বিলাসকে সফলতা ভাবছে। অথচ পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের ভিতর থেকেও একজন মানুষ সফলতা অর্জন করতে পারে। পৃথিবীতে কেউ সম্পদ, অর্থ, ক্ষমতা বা রাজত্ব অর্জন করলে, মানুষ তাকে সফল ভাবে। অথচ এ মানুষটি যদি আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথের পরিপন্থীভাবে এসব অর্জন করে, আল্লাহ্কে রাজি খুশি করতে ব্যর্থ হয়। তবে সে বিফল। অপরপক্ষে একজন মানুষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে থেকেও সফল হতে পারে। যদি সে তার স্রষ্টাকে রাজি খুশি করতে পারে। সত্যিকারের সফল মানুষ সেই, যে সকল পরিস্থিতিতে বা অবস্থাতে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ (হুকুম) পালন করে। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম পুরা করে, চাকুরী, ব্যবসা, রাজত্ব দাসত্ব, সকল অবস্থাতেই সফলতা ও শান্তি অর্জন করা যায়। শান্তি মনের ব্যাপার। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম পালনের মধ্যেই শান্তি। ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলখানায় থেকে এবং পরবর্তীতে রাজত্ব পেয়ে; দু অবস্থাতেই শান্তিতে ছিলেন। আইয়ুব আলাইহিস সালাম রোগের ভিতর ও রাজত্বের ভিতর; উভয় অবস্থাতেই শান্তিতে ছিলেন। কেননা তারা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম পালন করেছেন। রমযানের সময় না খেয়ে ত্যাগ শিকার করেও মানুষ আত্মিক সুখ পায়। অন্তরে খুশী অনুভব করে। হজের মধ্যে অনেক শারীরিক কষ্ট থাকা সত্ত্বেও হাজিরা শান্তি পায়। সত্যিকারের নামাযী, শারীরিক কসরত করেই অন্তরে শান্তি অর্জন করে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মানার ভিতর প্রকৃত শান্তি ও সফলতা। পৃথিবীর চাকচিক্য মস্তবড় ধোঁকা। এর মধ্যে শান্তি নেই। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস আর মোজ-মাস্তিতে আছে হতাশা ও ব্যর্থতা। আমরা যারা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম পালন করে শান্তির ঠিকানা চেনার চেষ্টা করছি, আমাদের দায়িত্ব হল, দুনিয়াবী ও পথভোলা মানুষকে শান্তির দাওয়াত পৌঁছান। নিজের যোগ্যতা ও জান মালকে কাজে লাগান। দাওয়াতের কাজে এসব ব্যয় করার ভিতর আসল সফলতা। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমকে পুরোপুরি মেনে সফলতা অর্জন করেছিলেন নবীর সাহাবীরা। আমরাও তাদেরই অনুসরণ ও অনুকরণ করব। আমাদের দায়িত্ব হল, ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মানা। পাশাপাশি পুরো মানবজাতি যেন আল্লাহ্ তায়ালার

হুকুম মানতে পারে, সেজন্য চেষ্টা করা। মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানি থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। আল কুরআনেও ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের বাধাদানের ব্যাপারে তাগিদ এসেছে। সারাবিশ্বের সকল মানুষ কিভাবে পুরো দ্বীনের উপর আসতে পারে; আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানতে পারে, সে ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদীকে গুরু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দাওয়াতের মাধ্যমেই এ দায়িত্বকে পালন করা সম্ভব। এ দায়িত্বকে কঠিন মনে না করাও মু'মিনের একটা বৈশিষ্ট্য। এক কথায় আমাদের দায়িত্বকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। প্রথমত আমি যেন আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মানতে পারি ও নবীর পথে চলতে পারি। দ্বিতীয়ত আমি যেন এমন কাজ করতে পারি। যাতে করে পুরো মানবজাতিও আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মানতে পারে। তার জন্য জান, মাল ও সময় দিয়ে চেষ্টা অব্যাহত রাখব। দাওয়াতের কাজে যখন যে প্রয়োজন সামনে আসবে, লাব্বায়েক বলে রাজি হয়ে যাওয়ার মত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতের কাজে সাহাবীদের যখনই কোন নির্দেশ দিতেন, তারা সাথে সাথেই প্রস্তুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

শান্তি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এটা বাহির থেকে বুঝা যায় না। একজন ইউরোপিয়ান বাংলাদেশের একটি চটপটি দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। একলোক খুব ঝাল ও টক দিয়ে একপ্লেট চটপটি খেল। খাওয়ার সময় সে ঘামছে। এমনকি চোখে পানি এসে গেছে। এরপর লোকটি আবারও দ্বিতীয় প্লেট চটপটি খেল। এবার সে আরও ঘামছে, হা হুতাস করছে আর চোখ মুছছে। ইউরোপিয়ান ভাবছে, লোকটি নিশ্চিত পাগল। এত কষ্টের জিনিস সে বার বার খাচ্ছে কেন? প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে- লোকটি ঝাল ও টক মিশ্রিত চটপটি খেয়ে মজা পাচ্ছে। আনন্দ করছে। অথচ পাশে দাঁড়ান ইউরোপিয়ান ভাবছে তার উল্টো। ঠিক এমনিভাবে মু'মিন যখন আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম পালন করতে গিয়ে কষ্ট করে, ত্যাগ স্বীকার করে; সে অন্তরে শান্তি পায়। অথচ দুনিয়াবী ও পরকালবিমুখ মানুষ মনে করে, আহা ধার্মিক লোকটি না জানি কত কষ্টে আছে? কী দরকার ছিল এত ত্যাগ স্বীকার করার। এভাবেই বিপথগামী তথা আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমান মানুষগুলো ভুল হিসাব করে। পাপের পথে উন্নতি লাভ করে। শয়তান তাদের ধোঁকায় ফেলে রাখে। মু'মিনকে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মানার মাঝে বাহ্যিকভাবে কষ্টের মধ্যে (পেরেশানীতে) আছে বলে মনে হলেও, আসলে সে শান্তিতে আছে। পাশাপাশি পৃথিবীর অনেক সফল মানুষকে বাহ্যিকভাবে শান্তিতে আছে মনে হলেও, প্রকৃতভাবে সে হতাশা ও অশান্তিতে ডুবে আছে। আল কুরআনে এসেছে,

www.pathagar.com

শান্তি আসে আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকে। মানুষের অন্তরে শান্তি দেয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তায়ালা। শান্তির ব্যাপারে অন্য কোন মত বা পথের সন্ধান করা বোকামি। এজন্যেই বলা হয়েছে, মানুষের বাহ্যিক ও অন্তরের অবস্থা এক হলে, পৃথিবীর সকল মানুষ ঈমান আনত। মানুষের ঈমানের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হত না। পরীক্ষার মধ্যেই সফলতা বা বিফলতা।

একটা উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক। একলোক টিকিট না কেটে ট্রেনে প্রথম শ্রেণীতে বসে আছে। লোকটি মনে মনে ভয়ে ও টেনশনে আছে। যদিও সে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছে। তার মনের অবস্থা শুধু সেই জানে। আরেক লোক টিকিট কেটে তৃতীয় শ্রেণীতে গাদাগাদি করে ভ্রমণ করছে। যদিও সে কষ্ট করে ভ্রমণ করছে। তবুও তার মনে কোন সংশয় বা ভয় নেই। তৃতীয় এক লোক এ দু'জনকে দেখে ভাবছে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি কতই না সুখে আছে। আর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীটি কতই না দুঃখে আছে। তৃতীয় লোকটি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীটি গরমের মধ্যে দিব্যি সুখনিদ্রায় বিভোর। পাশাপাশি প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি নিয়ম পরিপন্থি কাজ করার দরুন টেনশনে ছটফট করছে। পুরো ব্যাপারটিতে ব্যাপকভাবে প্রথম শ্রেণীর যাত্রিকে সফল ও শান্তিতে আছে বলে মনে হলেও, প্রকৃত শান্তিতে আছে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীটি।

এভাবেই পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মেনে সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী কষ্টের মধ্যে "আল্লাহ্ চায় জীবনের মধ্যে" থাকাই হচ্ছে সফলতা ও শান্তির সোপান। অপরপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমের পরিপন্থী কাজ করে "মন চায় জীবনের মধ্যে" সাময়িক ভোগ বিলাস এবং ক্ষণস্থায়ী অর্থ, পদ, পদবী ও ক্ষমতার ধোঁকা থাকলেও, প্রকৃত অর্থে তাতে কোন শান্তি ও সফলতা নেই। যুগে যুগে নবী রাসূল ও তাদের সঙ্গী-সাথীরা অতি সাধারণ ও ত্যাগী জীবন যাপন করে পৃথিবী ও পরকালের জন্য চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মানার জন্যই তারা পৃথিবী ও আখেরাতের জীবনে মর্যাদা ও সফলতা পেয়েছেন। ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে আছে। মুহাম্মদ, ঈসা, মূসা, ইব্রাহীম, হারুন, মরিয়ম, আসিয়া, খাদিজা, ফাতেমা, আবুবকর, ওমর, আলী- এ থোকা থোকা সফল নামগুলো কিয়ামত পর্যন্ত মর্যাদার সাথে উচ্চারিত হবে। অথচ এদের কেউ অর্থ, সম্পদ, পদ, পদবীর, ধার ধারেননি। অতি সাধারণ ও দরিদ্রতার ভিতর দিয়েই জীবন কাটিয়েছেন। অথচ আজও মানুষ তাদের বাচ্চাদের নাম রাখে এসব ত্যাগী ও পরকালমুখী সফল মানুষের নামানুসারে। পাশাপাশি আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমের বিপরীতে চলে, ভোগবিলাসী জীবন যাপন

www.pathagar.com

করে, ব্যর্থ ও অশান্তিতে পতিত হয়েছেন নামকরা অনেক লোক। ফিরাউন, নমরুদ, হামান, কারুন, লাহাব, জেহেল, হিটলার, মুসোলিনি। এরা রাজা, মহারাজা, মন্ত্রি, সম্পদশালী, ক্ষমতাবান, বড় বড় পদ পদবীর অধিকারী ছিলেন। অথচ তাদের স্থান হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে (ডাস্টবিনে)। আজও মানুষ ঘৃণাভরে তাদের নাম উচ্চারণ করে। এসব নামে কোন বাচ্চার নামকরণ হয় না। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রীয় অতিথিদের গাড়ী কখনই রাস্তার সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকে না। অথচ গাড়ী যতই দামী হোক, তার আরোহী সাধারণ মানের হলে, তাকে সিগনালে দাঁড়াতে হয়। এখানে আসল দাম হল, মানুষের। ঠিক তেমনি, যে মানুষ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবে, সে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দামী হবে। দায়ী বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। মিযানের পাল্লায় তার আমলনামা মাপা হবে না। সে ভিআইপি। আখেরাতে তার মর্যাদা অতি উন্নত।

মানুষকে সত্যিকারের সফলতা ও শান্তির দিকে ডাকতে হবে। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমেই দুনিয়াতে দ্বীন জীবন্ত হবে। মানুষ বুঝতে পারবে কিসে তার সফলতা? কোথায় তার শান্তি? জীবনের পূর্বশর্ত হল, দাওয়াত। দাওয়াত থাকবে তো দ্বীন থাকবে। দ্বীন থাকবে তো দুনিয়া থাকবে। দুনিয়া থাকবে তো দুনিয়ার নেয়ামত চালু থাকবে। মানুষের কামিয়াবী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুম মানার মধ্যে। দ্বীনের মধ্যেই সফলতা। নবীর পথেই মুক্তি। শান্তির একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জাত। বাহ্যিকভাবে কাউকে দেখে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিরূপণ করা বোকামি। যে আলোচনায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বড়ত্ব ও একত্ববাদের কথা উচ্চারিত হয়, তা সফল আলোচনা। এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন হয়। ঈমান যখন মজবুত হয়ে যায়, শয়তান তখন হতাশ হয়ে ফিরে যায়। ওমর রাদি আল্লাহু আনহুকে শয়তান ভয় করত। মানুষের ঈমান যখন ঠিক হয়ে যায়, তখন তার সকল কাজের উদ্দেশ্যই হয় আখেরাত। তার লেন-দেন, ওঠাবসা, চাল-চলন, ব্যবসা, চাকুরী, সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার রাজিখুশিই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষ রিযিকের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। অথচ রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তায়ালাই করেন। পৃথিবীতে শুধুমাত্র মানুষই রিযিক নিয়ে এত পেরেশান থাকে। অন্য কোন প্রাণী, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ রিযিক নিয়ে ভাবে না। একটা নীল তিমি প্রতি লোকমায় ৮-১০ লাখ টাকার মাছ খায়। অথচ সে কোন ব্যবসা বা চাকুরী করে না। শহরের কোটি কোটি কাক প্রতি সন্ধ্যায় ভরাপেটে নীড়ে ফিরে। আল্লাহ্ তায়ালাই এদেরকে রিযিক দেন। দুনিয়াবী লোকদের সকল কাজের মধ্যে দুনিয়া অর্জনই মুখ্য

উদ্দেশ্য। অথচ মু'মিনের সকল কাজ আখেরাতমুখী। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মানার মধ্যেই মুমিন, সফলতা ও শান্তি পায়। কবরের মধ্যে বেহেশতি মানুষকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বেহেশতের নাজ নেয়ামত দেখানো হবে। বেহেশতি মানুষ খুশী হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোয়া করবে, হে আল্লাহ্ তাড়াতাড়ি কেয়ামত কায়েম কর। আমাকে আমার ঠিকানায় পাঠাও। অপরদিকে কবরে দোযখী মানুষ আযাবে থাকে এবং তার জন্য অপেক্ষা করে দোযখের ভয়াবহ শাস্তি। সে আফসোস করে এবং এমনভাবে চিৎকার করে যে, তা যদি কোন মানুষ দেখত, তবে পাগল হয়ে মৃত্যুবরণ করত। আল্লাহ্ আমাদের হেদায়েত দান করুন। ক্ষমা করে দিন। আমীন।

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রেক্ষাপট

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব; তোমরা মানুষকে সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে বিরত রাখবে আর আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখবে (সূরা আল ইমরান-১১০)। বর্তমানে শত শত কোটি লোক জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এদেরকে ফেরাতে হবে। মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হল, কাউকে চিরকালের জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা। আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল, আমরা ভাল কাজের আদেশ করি ও অসৎ কাজের নিষেধ করি এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখি। আল্লাহ্ বলেন, ঐ ব্যক্তি ঈমান আনে নাই, যে আল্লাহ্‌র ঘোষণাকৃত হারামকে হারাম মনে করে না। এবার আমরা নিজেদেরকে যাচাই করি। আমরা কোথায় আছি? "মন চায় জীন্দেগির" নাম ইসলাম নয়। আমার যা ভাল লাগে তাই করি, এটা ঈমানের পরিপন্থী বা বিপরীত কথা। এক সাহাবীর হাতে লাল ফুল ছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি বলি তোমার হাতে হলুদ ফুল। তুমি কি জবাব দিবে? সাহাবী জবাব দিল, আপনি ঠিক। কেননা আমার দেখা ভুল হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দেখা ভুল হতে পারে না। আজকাল ইউরোপ আমেরিকায় অনেক লোক খাঁটি মুসলমানদের জীবন, চরিত্র (আখলাক) ও চালচলন দেখে ও যাচাই করে মুসলমান হচ্ছে। সুসময়ে ও দুঃসময়ে উভয় অবস্থাতেই সুন্নতি জীবনযাপন করা এবং আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমের উপর চলা ঈমানের দাবী। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনায় (৯/১১) অনেক মুসলমান ভয়ে দাড়ি টুপি ছেঁটে পায়জামা পাঞ্জাবী ছেড়ে দিয়েছিল। এটা ঈমানের পরিপন্থী কাজ। কোন অবস্থাতেই সুন্নতকে ছাড়া যাবে না। এর উপর অটল থাকতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা রাখতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে, নিজেও নেক আমল করে এবং বলে আমি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে একজন (সূরা হামিম সেজদাহ-৩৩)। আমরা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কতটুকু প্রিয়? তার যাচাইয়ের একটা মাপকাঠি আছে। তা হচ্ছে, যে যতটুকু আল্লাহ্ তায়ালার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছি (দাওয়াতের কাজে), সে

www.pathagar.com

ততটুকুই আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে দাওয়াত। আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের দিয়েই একাজ করিয়েছেন। যুগে যুগে সবচেয়ে দামী মানুষ অর্থাৎ নবীদের দিয়েই দাওয়াতের কাজ করান হয়েছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ তায়ালার অতি প্রিয় ব্যক্তিরা দাওয়াতের কাজ করবে। আল্লাহ্ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ করে বলেন, বলুন এটাই আমার রাস্তা যে, আমি ও আমার অনুসারীরা পরিপূর্ণভাবে জেনে বুঝে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে থাকি। আল্লাহ্ পবিত্র ও অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নন (সূরা ইউসুফ-১০৮)। এ আয়াত অনুযায়ী দাওয়াত ফরযে আইন ও আল্লাহ্ তায়ালার সরাসরি নির্দেশ। আল্লাহ্ তায়ালার দিকে আহ্বান করাই মু'মিনের অন্যতম কাজ। দাওয়াতে তাবলীগ করা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতিটি নর-নারী, ধনী-গরিব, শিক্ষিত অশিক্ষিত, যুবক-বৃদ্ধ, সবার উপর অত্যাবশ্যকীয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদের বলেন, তোমরা আমার পক্ষ থেকে মানুষকে পৌছাতে থাক, যদিও তা একটি মাত্র আয়াত বা কথা হয় (বুখারী শরীফ)। এতে বুঝা যায় উম্মতে মুহাম্মদীকে দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করাবেন এবং তাদেরকে সে যোগ্যতাও দিয়েছেন। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন। যে একাজকে নিজের অর্জিত দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করবে, সে সফলকাম হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ্ স্বীয় বিধান দ্বারা জান্নাত ও ক্ষমার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি তার আয়াতসমূহকে মানুষের নিকট এজন্য পেশ করেন, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে (সূরা বাকারা-২২১)। রাসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া (সূরা আনকাবুত-১৮)। আল্লাহ্ বলেন, আমি যে সমস্ত জনপদ ধ্বংস করেছি, তার সবগুলোতেই সতর্ককারী নবী এসেছিলেন আল্লাহ্‌র বাণী পৌছানোর জন্য। এটা উপদেশ আর আমি অবিচারী নই (সূরা শু'আরা ২০৮-২০৯)। নবীর কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে, হে নবী নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি এ হিসেবে যে, আপনি সাক্ষ্য প্রদানকারী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী; আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাহার দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ। আর মু'মিনদের সুসংবাদ দিন যে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ (সূরা আহযাব-৪৫-৪৭)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম। এ মানবজাতির যে কেউ

www.pathagar.com

ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান হোক, আমার কথা শুনবে অথচ যা সহকারে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামী এবং সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য হবে (মুসলিম, মিশকাত)। বিদায় হজ্জে বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষণের পর আল্লাহ্ কুরআন পাকের বাণীতে ইসলামের পূর্বাতার ব্যাপারটি জানিয়ে দেন। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করলাম। আর আমি তোমাদের দ্বীন হিসেবে ইসলামের উপর সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করলাম (সূরা মায়েদা-৩)। আল কুরআনের ১১৪টি সূরার মাঝে ৮৬ টিতে ঈমান, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ও দাওয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা লক্ষাধিক নবী ও রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করেছেন। তারা স্ব স্ব উম্মতের কাছে আল্লাহ্ তায়ালার বাণীকে পৌঁছে দিয়েছেন। তখন আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব তাঁদের উপরই ন্যস্ত ছিল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতগণ ব্যতীত অন্যান্য নবী ও রাসূল এর উম্মতদের উপর আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানোর কাজ দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করা হয়নি। কেননা আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানোর জন্য পরবর্তীতে আরো নবী বা রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের পূর্বে নবী ও রাসূলরাই দাওয়াতের কাজ করতেন। তাদের উম্মতদের উপর দাওয়াতের কাজ ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। অথচ শেষ নবীর উম্মতের উপর এ কাজ ফরয হয়ে গেছে। দাওয়াত এখন অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। দাওয়াতের কাজকে অস্বীকার করার আর কোন উপায় নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মু'মিনরা তিনভাগে বিভক্ত। সর্বোত্তম মু'মিন তারা যারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্ তায়ালা ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় জান ও মাল নিয়ে বের হয়। দ্বিতীয় প্রকারের মু'মিন হল তারা, যাদের হাত থেকে অন্যান্য মুসলমানের জান ও মাল নিরাপদ থাকে। আর তৃতীয় প্রকারের মু'মিন হল, যাদের অন্তরে দুনিয়ার লোভ ও মোহ উদিত হলে আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে ও তার সন্তুষ্টির আশায় তারা তা বর্জন করে (মিশকাত, আহমাদ)। আল্লাহ্ তায়ালার হুশিয়ারী হচ্ছে, হে ঈমানদারগণ। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন কর। আর সাবধান, মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না (সূরা আলে ইমরান-১০২)। আল্লাহ্ বলেন, সময়ের কসম। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। ঐ সব লোক ছাড়া, যারা

www.pathagar.com

ঈমান এনেছে, নেককাজ করেছে, হক কথার দাওয়াত দিয়েছে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে (সূরা আসর)। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে, যে তার নফসকে (ভোগবিলাসের ইচ্ছাকে) সংশোধন করেছে। আর সে ব্যর্থ ও বিফল হয়েছে, যে তার নফসকে পাপে নিয়োজিত রেখেছে (সূরা আশ শামস ৯-১০)। আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আমাকে সাহায্য কর (অর্থাৎ দ্বীনের দাওয়াত দাও) তবে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব। আর তোমাদের দৃঢ়পদে বহাল রাখব (সূরা মুহাম্মদ-৭)। আল্লাহ্ তায়ালা নারী পুরুষ উভয়কেই দাওয়াতের কাজ করতে বলেছেন। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণ হচ্ছে একে অন্যের বন্ধু। তারা সৎকাজে আদেশ করে, অসৎকাজে বারণ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে। এসব মানুষের প্রতি আল্লাহ্ অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমতাবান ও সুকৌশলী (সূরা তওবা-৭১)।

আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রিয় নবীকে দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশ দিয়েছেন আল কুরআনে। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত (রাসূল) উঠুন এবং সতর্ক করুন এবং আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব বর্ণনা করুন (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৩)। এভাবেই আল্লাহ্ তায়ালার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করাকে মানুষের কাজ বানিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। তিনি দাওয়াতের কাজ নম্রতা ও হেকমতের সাথে করতে বলেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা নবী মূসা ও তার ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে যখন ফেরাউনের কাছে পাঠালেন তখন বললেন, তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও। সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, আশা করা যায় সে নসীহত গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে (সূরা ত্বহা ৪৩-৪৪)। এখানে দু'টি বিষয় স্পষ্ট। নম্রতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াত দিতে হবে। অত্যাচারীকে অত্যাচার থেকে নিবৃত করাই দাওয়াতের মূল লক্ষ্য নয়। বরং অত্যাচারী যেন উপদেশ গ্রহণ করে অথবা ভয় পেয়ে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে ফিরে আসে অর্থাৎ অত্যাচারীর ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধন করাই দাওয়াতের মূল লক্ষ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের কল্যাণ কামনা করাই দ্বীন (মুসলিম)।

আজ পৃথিবীর সর্বত্র মাখলুকের দাওয়াত চলছে। ফলে অন্তরে মাখলুকের একীন ঢুকে গেছে। মাখলুকের একীন অন্তর থেকে বের করতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বড়ত্বের ও মহত্ত্বের দাওয়াতের মাধ্যমেই মাখলুকের একীন অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে। এভাবে ঈমান ও একীন ঠিক হয়ে গেলে অল্প আমলও অনেক দামী হবে। আমলে শান্তি পাওয়া যাবে। আমলের আগ্রহ (শওক) পয়দা

www.pathagar.com

হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হায়াতে তাইয়েবা দান করবেন। জীবন হবে সফল ও শান্তিময়। একলোক শহরে নতুন এসেছেন। বন্ধুর বাড়ীতে যাবেন। বাড়ী চিনেন না। পথিমধ্যে এক শহুরে লোককে জিজ্ঞেস করলেন। শহুরে লোকটি ঠিকানা বুঝিয়ে আগন্তুককে সাহায্য করল। আগন্তুক খুব খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। শহুরে লোক আগন্তুকের কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য বোধে খুশী হয়ে নিজের গাড়ীতে করে তার বন্ধুর বাড়ী পৌছে দিল। ঘটনাটির ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া হেদায়েতের মত বড় নেয়ামতকে পেয়ে কোন বান্দা যখন খুশী হয়ে; আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। আল্লাহ্ তায়ালা সে বান্দাকে পূর্ণ হেদায়াত দান করেন। ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন সহজ হয়ে যায়। এজন্যেই নেয়ামতের বেশী বেশী শুকরিয়া আদায় করা জরুরি কর্তব্য।

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগ : সময়ের দাবি

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের (রাদি আল্লাহু আনহুম) পরকালের ব্যাপারে একবার সুসংবাদ দিয়েছেন। আর পরবর্তী উম্মতদের যারা সাহাবীদের মত দাওয়াতের কাজ করবে তাদের সুসংবাদ দিয়েছেন সাত বার। একদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে উম্মতের জন্য দোয়া করছিলেন। তিনি বললেন, আমার ভাইয়েরা কোথায়? নবীজির সাহাবীরা বললেন, হুজুর আমরা হাজির আছি। নবীজি বললেন, না তোমরা আমার সে ভাই নও। আমার সে ভাইয়েরা আমারই উম্মত। যারা পরবর্তী যামানায় আসবে এবং কলেমার দাওয়াত নিয়ে সারাবিশ্বে তাবলীগ করবে। বর্তমান সময়ে দাওয়াতে তাবলীগের তুলনা হচ্ছে নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নৌকার মত। যারা এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে; এ নৌকায় আরোহণ করবে, তারাই রক্ষা পাবে। সফলকাম হবে। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দাওয়াতের কাজ খুবই প্রিয়। এরচেয়ে উত্তম কোন কাজ হতে পারে না। বর্তমান যামানায় দাওয়াতের কাজের সাথে জড়িত দায়ীরা, পূর্ববর্তী যামানার বনী ইসরাইলের নবীরা যে পরিমাণ আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য (মদদ) পেতেন, অনুরূপ গায়েবী মদদ পাবেন। শেষ নবীর একজন সাহাবী যে পরিমাণ মদদ পেয়েছেন, বর্তমান যামানার একজন দায়ী তার চেয়ে পঞ্চাশ গুন বেশী আল্লাহ্র মদদ পাবেন। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হয়ে কোন নেক আমল করলে, তার সওয়াব উনপঞ্চাশ কোটি গুন বাড়িয়ে দেন মহান রাব্বুল আলামীন (তিরমিযী ও আবুদাউদ) অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার পথে একবার সুবহানাল্লাহ, ঘরে বসে থেকে উনপঞ্চাশ কোটি সুবহানাল্লাহ বলার সমান। ঘটনাটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কোন লোক যদি খাওয়া-দাওয়া কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে ২৪ ঘন্টা সোবহানাল্লাহ বলতে থাকে, তবে ১৬ বছর সময় লাগবে ৪৯ কোটি সোবহানাল্লাহ বলতে। অথচ আল্লাহ্র পথে একবার সোবহানাল্লাহ বলতে সময় লাগে মাত্র এক সেকেন্ড। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় জান, মাল ও সময় ব্যয় করে, দাওয়াতে তাবলীগের কাজ করলে এতটাই লাভ। কোন লোককে যদি বলা হয়, তোমাকে তিন দিনের জন্য প্রেসিডেন্ট বানানো হবে এবং তিনদিন পর আগুনে ফেলে হত্যা করা হবে।

www.pathagar.com

তবে কি লোকটি এ প্রস্তাবে রাজি হবে? কোন বুদ্ধিমান ও স্বাভাবিক বিবেকসম্পন্ন লোক এ ধরনের প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না। পরকালের একদিন পৃথিবীর ৫০ হাজার বছরের সমান। একবার ভাবুন, পৃথিবীর ৭০ বা ৮০ বছরের জীবন, পরকালের তিন মিনিটের সমান। তাহলে আমরা কেন এ তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য এত ভোগবিলাস, অন্যায়, অবিচার করব? সেই বুদ্ধিমান, যে এ সময়টাকে যথার্থভাবে ব্যবহার করে। পৃথিবীর সময়ের সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছান এবং পরকালের জীবনের জন্য কোটি কোটি সওয়াব সঞ্চয় করা। যে যতটুকু সময় একাজে ব্যয় করবে, তার সঞ্চয়ও ততবেশী হবে। এজন্যেই দেখা গেছে অনেক আল্লাহ্ওয়ালা লোক পৃথিবীর কাজে অল্পসময় ব্যয় করার লক্ষ্যে সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। এক বুজুর্গ ৪০ বছর পর্যন্ত ছাতু খেয়ে প্রাত্যহিক জীবন ধারণ করেছেন। তার যুক্তি ছিল, এ খাদ্যাভাসের জন্য (খাওয়ার জন্য) তিনি ৭০ বার করে বেশি সুবহানাল্লাহ বলতে পেরেছেন। অথচ আমরা কত সময়কে বেহুদা ব্যয় করছি। এক লোক তার বাচ্চার কাছে চা খেতে চাইলেন। বাচ্চাটি বাবাকে খুব ভালবাসে। বাচ্চাটি দ্রুত রান্নাঘরে গিয়ে দেখল চা বানানোর সব উপকরণ আছে, অথচ জ্বালানি নেই। বাচ্চাটি তার বাবার আলমারি খুলে হাজার টাকা নোটের দু বান্ডিল নিয়ে আগুন জ্বালাল এবং চা রান্না করল। বাবা তৃপ্তিসহকারে চা খেতে খেতে বলল, কিভাবে চা বানালে বাপধন? পুত্র ঘটনা খুলে বলল। বাবা চিৎকার করে উঠলেন, কি বললি? এক কাপ চা না হয় ফাইভ স্টার হোটেল থেকে নিয়ে আসতি। তাতে খরচ পড়ত দু'শো টাকা। তুই দু লাখ টাকা পুড়িয়ে এক কাপ চা বানালি? বাবা, বাচ্চার উপর প্রচণ্ড নাখোশ হয়ে তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন। আমরা যারা পৃথিবীর ৭০ বা ৮০ বছরের জীবনকে হাসি খেলা মনে করে কাটাচ্ছি। তারা বুঝতেই পারছি না, এ জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড কত দামী হতে পারে। কত কোটি কোটি সওয়াব (বা নেকী) অর্জনের পথ বাতলে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বুদ্ধিমান তো সেই, যে পৃথিবীর জীবনকে উত্তম কাজে ব্যবহার করে অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে বের হয়ে জান, মাল ও সময়কে ব্যয় করে দাওয়াতের কাজে। আমরা দুনিয়ার জন্য মেহনত করছি, ফলে দুনিয়ার মহব্বত আমাদের অন্তরে বাসা বাধছে আর দুনিয়ার জন্য কষ্ট করা সহজ হচ্ছে। দ্বীনের জন্যও মেহনত করলে, কুদরতের উপর মহব্বত আসবে দ্বীন মানা সহজ হবে। হুকুমের উপর জীবন চালান সহজ হবে।

আমাদের ব্যক্তিগত (ইনফারাদি) ও দলগত (ইজতেমায়ী)ভাবে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। দ্বীনের দাওয়াতকে ছেড়ে দিলে, দুনিয়ার দাওয়াত অন্তরে ঢুকবে। দ্বীনের উপর চলা কঠিন হয়ে যাবে। শয়তান খুশী (কামিয়াব) হবে। পৃথিবীর লোভ লালসা থেকে বাঁচার জন্য দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে। হোযায়ফা রাদি আল্লাহু আনহু রোম সম্রাটের বন্দী ছিলেন। তাকে রোম সাম্রাজ্যের অর্ধেক দেয়ার প্রলোভন দেখান হয় এবং দ্বীনকে ছাড়তে বলা হয়। হোযায়ফা রাদি আল্লাহু আনহু বলেছিলেন, আমাকে পুরো পৃথিবীর মহারাজা বানানো হলেও দ্বীন থেকে এক কদমও বিচ্যুত হব না। দলগতভাবে (ইজতেমায়ী) দাওয়াতের আমল বন্ধ হয়ে গেলে ব্যক্তিগত আমল করাও কষ্ট হয়ে যাবে। দাওয়াতের কাজকে সাধারণ আমল মনে করলে, ব্যক্তিগত (ইনফারাদী) আমলও একসময় বন্ধ হয়ে যাবে। যে দাওয়াত দেয়, মেহনত করে, ঈমানকে পাকাপোক্ত করে, আর শরিয়ত মেনে আমল করে, সেই প্রকৃত মুসলমান। নিজের দ্বীনকে ঠিক রাখার জন্যই দাওয়াতকে ফরযে আইন করা হয়েছে। দাওয়াতের জন্য অন্তরে ঈমানের নূর সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মাঝে কারো কারো ধারণা দাওয়াতের কাজ সমাজের কিছু লোক করলে বাকীদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এটা ভুল। জানাযার নামাযে (ফরযে কেফায়া) সমাজের কিছু লোক অংশ গ্রহণ করলে বাকীদের দায়িত্ব পালন হয়ে যায়। দাওয়াতের ক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটি এর উল্টো। এখানে কেউ দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। মাখলুক থেকে হওয়ার একীন অন্তর থেকে বের করার জন্য দাওয়াত অত্যাবশ্যকীয় আমল। আল কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদারদের ঈমান আনার কথা বলেছেন অর্থাৎ ঈমানের মেহনত ঈমানদারদের জন্য। ঈমান স্থির থাকার বিষয় নয়। এটা বাড়ে অথবা কমে। ঈমানের আলোচনায় ও মেহনতে ঈমান বাড়ে। দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানের নবায়ন হয়। সাহাবীরা সময় পেলেই ঈমানের আলোচনা করতেন। তারা বলতেন, চল ঈমান বানাই। চল ঈমানকে তরতাজা করি।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন মাখলুক থেকে হওয়াকে অস্বীকার করলেন, তখনকার বাদশা নমরুদ, ইব্রাহিমকে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে আগুনকে জ্বালালেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনের মাঝে বেঁধে রাখলেন। আগুনের তেজ এতবেশী ছিল যে, উড়ন্ত পাখিরা সে আগুনের তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, জিব্রাইল এর সাহায্য গ্রহণ করলেন না। এরপর আল্লাহ্ আগুনকে সরাসরি নির্দেশ দিলেন, হে

www.pathagar.com

আগুন ইব্রাহিমের জন্য শান্তিময় হয়ে যাও। যে আগুন সবকিছু পোড়াচ্ছে। সে একই আগুন ইব্রাহীমের জন্য শান্তিময় হয়ে গেল। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বলেন, আমার জীবনের সবচেয়ে শান্তিময় সময় ছিল নমরূদের প্রজ্বলিত আগুনের মধ্যে চল্লিশ দিন বসবাস। নমরুদের কন্যা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস করে আগুনে প্রবেশ করল, সেও নিরাপদ রইল অর্থাৎ মাখলুকের উপর বিশ্বাস ছেড়ে, খালেকের উপরি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মাখলুককে নিয়ে চিন্তা করেই খালেককে চিনতে হবে। মাখলুককে চিনতে পারলে, আল্লাহ্কে চেনা সহজ হবে। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। এ বিশ্বাস অন্তরে ঢুকাতে হলে, দাওয়াতের মেহনত করা জরুরি। দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহ বা শখ পয়দা হলে আল্লাহপাক হেদায়াত নসীব করেন। আবু তালিব ও আবু লাহাব মক্কায় ছিলেন, নবীর পাশেই ছিলেন, তাদের দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না। ফলে হেদায়াত নসীব হয়নি। অথচ সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহ আনহু হাজার মাইল দূর থেকেও দ্বীনের শখ ছিল প্রখর। আল্লাহ হেদায়াত নসীব করেছেন। হরকতেই বরকত। কাফেররা মাখলুক নিয়ে ব্যস্ত আর মুসলমানরা খালেকের গোলাম। ঈমান মজবুত করার রাস্তা চারটি।

প্রথমত ঈমানের ফেরিওয়ালা হওয়া। বেশী বেশী দাওয়াতের কাজ করা। ঈমানের দাওয়াতের মধ্যে ভয় ও আশার সৃষ্টি হয়। আগ্রহ জন্ম নেয়। অন্তরে, বুদ্ধিতে ও কর্মে দাওয়াতের হাকিকত বসে। দাওয়াতের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা জরুরি কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত নবী ও সাহাবীদের জীবন ও ঘটনাগুলোকে বেশী বেশী পড়া, আলোচনা করা ও অন্তরে বিশ্বাস করা। মনে রাখতে হবে দাওয়াতের কাজে স্বয়ং আল্লাহ্ দায়ীকে সরাসরি সাহায্য করেন। এটা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একাজে নবী ও সাহাবীদের মত গায়েবী মদদ দিয়ে সাহায্য করবেন। নিজেকে একা না ভাবা। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যকে হাযির নাযির জানা।

তৃতীয়ত দাওয়াতের কাজে যেকোন ধরনের সমস্যা ও নমুনার জন্য সাহাবী ও নবীদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা ও গাইড-লাইন নিব। যেকোন সমস্যাকে সমাধানযোগ্য ভাবব। দাওয়াতের কাজে পৃথিবীর কোন বাধাই জয়যুক্ত হতে পারে না। দাওয়াতের বিপরীতে যে শক্তি দাঁড়াবে, সে সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার সাথে মোকাবেলা করবে। আল্লাহ্র মোকাবেলায় কোন শক্তি বা মাখলুক টিকতে পারে না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মদদ সময়ের (যামানার)

www.pathagar.com

সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্য ঈমান ও আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য দায়ী ও দুর্বলের সাথে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরবর্তী যামানায় প্রতিটি মুমিনকে ১০ থেকে ৫০জন সাহাবীর সমান সাহায্য করা হবে। বান্দা যেমন ভাল ধারণা করবে, আল্লাহ্ তায়ালাও তেমনি সাহায্য করবেন। বর্তমান যামানায় যদি মুসলমানদের আমল ও একীন ঠিক হয়ে যায়, তবে নবী ও সাহাবীদের মতই আল্লাহ্ তায়ালার গায়েবী সাহায্য আসবে। হেদায়াতের জন্য কুরবানী জরুরি। আলী রাদি আল্লাহু আনহু তার বিরত্ব; ওসমান রাদি আল্লাহু আনহু তার সম্পদ; ওমর রাদি আল্লাহু আনহু তার অহংকার বা মেজাজ এবং আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু তার পুরো জীবনকে দ্বীনের জন্য কুরবানী করেছেন। তারা নিজেদেরকে মিটিয়ে দিয়েছেন দ্বীনকে মিটতে দেননি।

চতুর্থত ঈমানকে বার বার যাচাই করা। এর প্রথম আলামত হচ্ছে তাকওয়া। সকল কর্ম ও চিন্তায় আল্লাহ্ তায়ালার ভয়। মখলুককে সামান্যতম ভয় না করা। কলেমার সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। এখলাসের সাথে কলেমা পড়লেই জান্নাত। এখলাস, মানুষকে সকল হারাম ও অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখে। মাখলুকের ভয়ে নয়, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। কাউকে খুশী করার জন্য কোন কাজ না করা। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার রাজি ও খুশীর জন্য কর্ম করা। নির্ভেজাল বিশ্বাস। ঈমানের জন্য আরেকটি যোগ্যতা হচ্ছে শোকর ও সবর। আল্লাহ্ তায়ালা যেভাবে রেখেছেন তাতেই খুশী হওয়া এবং সকল অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা। ধৈর্যের দ্বারাই তাকওয়া অর্জন সম্ভব। তাকওয়ার সাথে ধৈর্যের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। অপরপক্ষে তাকওয়াবিহীন সবরের কোন লাভ নেই। এ অবস্থায় কোন গায়েবী সাহায্য আসবে না। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা মার খাচ্ছে। তারা অসহায়, ধৈর্যধারণ করছে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য আসছে না। কারণ, বর্তমান যামানার মুসলমানদের মধ্যে তাকওয়া নেই। তাকওয়া না থাকায় তারা মযলুম হিসেবে গণ্য হচ্ছে না। ফলে তাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না। মুসলমানরা তাকওয়া ও ধৈর্যের সাথে অত্যাচারিত হলে, তারা মযলুম হিসেবে স্বীকৃত হবে। আর মযলুম আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোয়া করলে, তা কবুল হবে এবং সেক্ষেত্রে মুসলমানরা গায়েবী সাহায্য পাবে। যারা আখেরাতকে উদ্দেশ্য বানায়; দুনিয়া তাদের সহজ হয়ে যায়। যারা দুনিয়াকে উদ্দেশ্য বানায় দুনিয়া তাদেরকে পেরেশানিতে ফেলে দেয়।

আল্লাহ্র রাস্তায় ঈমান মজবুত করলে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তরফ থেকে চার প্রকারের পুরস্কারের ঘোষণা ঃ

www.pathagar.com

প্রথমত আল্লাহ্ সমস্ত সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিবেন। তাকওয়া অর্জিত হলে, মুক্তির পথ খুলে যাবে। ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জুলেখার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়ে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। তখন একটা একটা করে দরজা খুলে যাচ্ছিল আর ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবশেষে পাপ প্রস্তাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়ে গেলেন। ঈমানী তাকওয়ায় সকল সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তায়ালা এমন জায়গা থেকে রিযিকের ফয়সালা করবেন, যা মানুষ কল্পনাও করেনি। রিযিক মানে, খাদ্য, সম্পদ, অর্থ, সম্মান, পদবী, সফলতা ইত্যাদি। রিযিকের সমাধান হয়ে যাওয়া মানে দুনিয়াবী সফলতা। এর সাথে থাকবে পরকালীন সফলতা। দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে লোহা গলে যেত। তিনি সে লোহা দিয়ে বর্ম বানাতেন। রিযিকের ফায়সালা হয়ে যেত।

তৃতীয়ত আল্লাহ্ তায়ালা তার কাজ কর্মকে সহজ করে দিবেন। অতি সহজেই সকল জায়গায় সফলতা আসবে। কারও মুখাপেক্ষি হতে হবে না। ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বাকী ভাইয়েরা কূপে ফেলে দিয়েছিল। আল্লাহ্ তাকে সেখান থেকে রক্ষা করে, পরবর্তীতে দেশের বাদশা বানিয়েছিলেন।

চতুর্থত আল্লাহ্ তায়ালা শান্তি ও সফলতার ব্যবস্থা করবেন। মাখলুকের কাছে সম্মানিত করবেন। যার ক্ষমতা পুরাপুরিই আল্লাহ্ তায়ালার হাতে। ঈমানের পর আমলের গুরুত্ব। আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল রুজি। তাকওয়া ঠিক থাকলে রুজিও হালাল হবে। হারাম মালে গঠিত শরীরের আমল কবুল হয় না। শরীরের যে মাংসপিণ্ডটি হারাম মালে বর্ধিত হয়েছে, তা বেহেশতে যাবে না। এটা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। রোজগার হতে হবে সুদ-ঘুষ ও যুলুমমুক্ত। কোন অবৈধ আয় গ্রহণযোগ্য নয়। নামাযের মধ্যে ফরয তিন পাক হচ্ছে জায়গা পাক, শরীর পাক ও কাপড় পাক। এসব হচ্ছে বাহ্যিক পাক সাফ। অভ্যন্তরীণ পাক হল, শরীরের মাংস ও রক্ত পাক হতে হবে। অনেক লোক দাওয়াতের কাজ করে, অথচ কোন ফল পায় না। এদের আয় রোজগারে হালাল হারামের সমস্যা আছে। উপার্জন হারাম হলে, সব ধ্বংস। অনেক দাওয়াতের কর্মী দাওয়াত থেকে নিজে উপকৃত হয় না। পেট্রোল গাড়ীতে ডিজেল দিলে গাড়ী চলে না। তেমনি হারাম উপার্জনে গড়া শরীরে দাওয়াতের কাজে উপকার পাওয়া যায় না। দুনিয়ার কাজেও চিজ-আসবাবকে (বস্তুকে) উদ্দেশ্য (মাকছুদ) বানানো যাবে না। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে পেশ করার জিনিস হচ্ছে অহংকারমুক্ত আমল।

www.pathagar.com

দুনিয়ার চিজ আসবাব (সম্পদ, বৈষয়িক জিনিস) পরীক্ষার উপকরণ মাত্র। নবী সুলায়মান আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়ার বাদশা ছিলেন। কিন্তু তিনি চিজ আসবাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। আমলে কমতি করেননি। ওসব কমবেশী যাই থাকুক, আমল সঠিক হতে হবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার ও সাহাবীদেরকে আমলের দিকে নিয়ে নিতেন। দুনিয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে দিতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তাঁর কন্যা ফাতেমা রাদি আল্লাহু আনহা সত্যিকার প্রয়োজনেই গোলাম বা দাসী চেয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কলেমা সাওম দিয়েছেন। দুনিয়া থেকে আমলের দিকে দাওয়াত দিলেন। চিজ আসবাবে একীন হলে, আমলের বরকত উঠে যাবে। তাকওয়া, এখলাস, মুয়ামালাত, মুয়াশারাত, আখলাক এসব ঠিক করতে হবে। এরপর ইবাদতে প্রাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তখন অল্প ইবাদতেও অনেক লাভ হবে। একীন মজবুত করার উপায় হচ্ছে দাওয়াত। দাওয়াতের মেহনতে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, জাতি, এলাকা, দেশে ও সারা বিশ্বে পরিবেশ কায়েম হবে। তবে হ্যাঁ, অন্তরের অবস্থা যাই থাকুক, দাওয়াতের কাজ করে যেতে হবে। দাওয়াতের কাজ করলে একীন ঠিক হয়ে যাবে। এরপর আমলও ঠিক হবে। অনেকে বলে, নিজে আগে পুরোপুরি ঠিক হয়ে, তারপর দাওয়াতের কাজ করব। এটা একটা ধোঁকা। কেননা পুরোপুরি ঠিক হওয়ার কোন মাপকাঠি নেই। মানুষ এ ধোঁকায় পড়ে জীবন পার করে দেয়। তার ঈমান ও আমলের লাইনে সঠিক বুঝ আসে না। দাওয়াত দিলে ঈমান ও একীন ঠিক হতে থাকে। আমলের ইচ্ছা (শওক) পয়দা হয়। সর্বাবস্থায় দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। দাওয়াতের কাজ করলে শয়তানের মাজা ভেঙ্গে যায়।

নবীরাই ছিলেন সবচেয়ে বড় দুনিয়াবাদী মানুষ- কেননা তারাই দুনিয়া থেকে বেশি ফয়দা বা লাভ উঠিয়েছেন। নবীরা আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। আর মাখলুকরা নবীদের হুকুম মত চলেছে। এক দোকান থেকে দু'দোকান। দশ হাজার টাকা থেকে বিশ হাজার টাকা। দিনে দিনে পদ-পদবী ক্ষমতা আর সম্পদ বাড়ার নাম বরকত নয়। বরং যে যাই করুক না কেন, তার দোকান, চাকুরী, ব্যবসা কর্ম হতে চাহিদা পুরা হয়ে যাচ্ছে; জরুরাত পুরা হচ্ছে- এটাই বরকত। কিন্তু সম্পদ, পদ, ক্ষমতা যতই মূল সমস্যা- সব থেকেও কিছু নেই। শুধু খাই খাই আর আমার আমার। এভাবেই ধ্বংস আসে; শান্তি চলে যায়। বরকত উঠে যায়।

দাওয়াত ও তাবলীগ ঃ দ্বীন ও দুনিয়া

পৃথিবীতে চার ধরনের মানুষ আছে: প্রথমত যাদের ঈমান ও আমল সঠিক। সুন্নাতি জীবন যাপন করে। দাওয়াত ও তাবলীগের মত নবীওয়ালা কাজ করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এদের দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার জিম্মাদার। এদের দায়িত্ব আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজে নেন। আল্লাহ্ তার কুদরতী রহমতের ও সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন এদের দিকে।

দ্বিতীয়ত যাদের ঈমান ও আমল সঠিক। সুন্নাতি জীবন যাপন করে। অথচ দাওয়াতের কাজ করে না। আল্লাহ্ তায়ালা এদের দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে জিম্মাদার নন। আল্লাহ্ এদের দায়িত্ব নেন না। পরকালে বিচারের ফয়সালায় এদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। দুনিয়ার জীবনে এদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার কোন দায়িত্ব নেই। পুঙ্খানুপঙ্খ বিচারের পর এদের জান্নাতের ফয়সালা হবে।

তৃতীয়ত যারা ঈমানের দাবি করে। অথচ কাফেরদের মত জীবন যাপন করে। এদের জীবনে আমলে, কাজ কর্মে, চালচলনে, লেনদেনে, উঠাবসায়, পোশাক আশাকে, চরিত্রে, ইসলামী জীবন ধারায়, কুরআন ও সুন্নার কোন প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও অনুকরণ পাওয়া যায় না। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার ফয়সালা হল, পৃথিবীতে এদেরকে কাফেরদের দ্বারা অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করা হবে। কাফেরদের অনুসরণ ও অনুকরণ করায় এরা আল্লাহ্ তায়ালার রাগ ও প্রচণ্ড ক্ষোভে পতিত হয়। এরা জান্নাতে যাবে কিনা বা জাহান্নামে কতদিন থাকবে? আল্লাহ্ তায়ালাই তা ভাল জানেন।

চতুর্থত এরা কাফের, অবিশ্বাসী। বাহ্যিকভাবে এদেরকে সুখে শান্তিতে থাকতে দেখলেও বাস্তবে এদের অন্তরে শান্তি নেই। কেননা শান্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ। ফলে এরা পৃথিবীর জীবনে ব্যর্থ ও দুখী। পরকালে এদের জন্য রয়েছে অনন্তকালের চিরস্থায়ী শাস্তি বা দোযখের আগুন। জাহান্নামই এদের ঠিকানা।

আল কুরআনে ব্যাপকভাবে বনী ইসরাঈলের আলোচনা এসেছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মিসরে হিজরত করালেন।

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব দিলেন। ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসরের ক্ষমতা পেলেন। এরপর মুসলমানরা নবীর সুন্নাত ভুলে গেলেন ও দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিলেন। বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা ফেরাউনকে কর্তৃত্ব দিলেন। মুসলমানরা অত্যাচারিত হতে লাগল। অনেক বছর কেটে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা নবী মূসা আলাইহিস সালামকে পাঠালেন। সাথে হারুন আলাইহিস সালামকে দিলেন। নবীরা (আলাইহিস সালাম) দাওয়াতের কাজ করলেন। মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের মুখোমুখি হলেন। মূসা আলাইহিস সালাম এর অনুসারীরা নিজেদের দুর্বল মনে করল। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমাদের সাথে আল্লাহ্ তায়ালা আছেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে হিজরত করলেন। লোহিত সাগর পাড়ি দিলেন। ফেরাউনের অনুসারীরা মূসাকে ধাওয়া করল। আল্লাহ্ তায়ালা ফেরাউনকে তার দলবলসহ সাগরে ডুবিয়ে মারলেন এবং তার দেহকে পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হিসেবে রেখে দিলেন (সূরা ইউনুস ৯০-৯৩)। মুসার উম্মতরা ফেরাউনের রেখে যাওয়া ধন সম্পদের মালিক হলেন। মূসা আলাইহিস সালাম এর উম্মতরা শুকরিয়া আদায় করলেন ও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখলেন। তারা কয়েকশ বছর শান্তিতে কাটালেন। আস্তে আস্তে আবার দাওয়াতের কাজ উঠে গেল। মানুষের মধ্যে অশান্তি আসল। আল্লাহ্ নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে পাঠালেন। আবার দাওয়াতের কাজ চাঙ্গা হল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ঈসার উর্ধ্বাকাশে গমনের পর দুনিয়া থেকে দ্বীন পুরোপুরি মিঠে যাওয়ার উপক্রম হল। মানুষ, পশুর থেকেও বর্বর হয়ে গেল। এরপর নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন হল শেষ নবী রাহমাতাললিল আ'লামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমনের সময় পৃথিবী ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। কাবাঘরে ছিল ৩৬০টি মূর্তি। বিশ্বনবী তাঁর ২৩ বৎসরের নবুয়তি জীবনে দাওয়াতের মাধ্যমে পুরো আরব রাষ্ট্রে পূর্ণ দ্বীন কায়েম করেন এবং সারা বিশ্বকে ইসলামের মডেল রাষ্ট্রের নমুনা দেখান। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী কয়েকশ বছর সারাবিশ্বে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও বিজয় অব্যাহত থাকে। এরপর আবার দাওয়াতের কাজে ভাটা পড়ে। মানুষ দুনিয়ামুখী হতে থাকে। ফলে ইসলামের জয়যাত্রায় ভাটা পড়ে। মুসলমানরা সংকোচিত হতে থাকে। যখনই কোন নবীর উম্মতরা আল্লাহ্ তায়ালার দাওয়াতকে ছেড়ে দিয়েছে। তখনই তারা মার খেয়েছে, অপমানিত হয়েছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে। দাওয়াত থাকবে তো দ্বীন থাকবে। দ্বীন থাকবে তো দুনিয়া থাকবে।

www.pathagar.com

কুদরত হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম। আদত হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম। মোবাইল সেট যদি আদত হয়, সিম হচ্ছে কুদরাত। বৈদ্যুতিক বাল্ব যদি আদত হয়, বিদ্যুৎ হচ্ছে কুদরত। গাড়ী যদি আদত হয়, পেট্রোল হচ্ছে কুদরত। আদত, কুদরত ছাড়া চলবে না। আগুন, পানি, ছুরির ধার সবই আদত। এদের মাঝে অভ্যন্তরীণ গুণ হচ্ছে কুদরত। আসলে কুদরত হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুম ছাড়া, আদত বা মাখলুক কিছুই করতে পারে না। এ বিশ্বাসকে অন্তরে বসানোর নাম একীন। একীন হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদার উপর বিশ্বাস। দাওয়াতের কাজে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে সরাসরি মদদ (সাহায্য) আসে। শেষ নবীর উম্মতের উপর দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। অতএব তাদের জন্য গায়েবী মদদ আসবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদি আল্লাহু আনহুম এ ব্যাপারটি বুঝতেন। ফলে তারা আল্লাহ্ তায়ালার সরাসরি সাহায্য পেয়েছেন। তাদের কথা, আগুন, পানি, বাতাস শুনত। দাওয়াতের কাজ যারা করে তারা নির্ভীক। তাদের সাথে আল্লাহ্ তায়ালা থাকেন। তাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াবী কোন শক্তি মোকাবেলা করলে; সে শক্তি সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার সাথে মোকাবেলা করে। ফলে দায়ীরা জয়ী হয়। দাওয়াতের কাজের কোন নির্ধারিত সময় নেই। সর্বাবস্থায় দাওয়াতের কাজ করা যায়। যে দাওয়াত অস্বীকার করবে, সে সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালাকে মোকাবেলা করবে। আল্লাহ্ তায়ালা সরাসরি দায়ীর জিম্মাদার।

মানুষ যদি দিব্য চোখে আখেরাত দেখত; কবর, হাশর, পুলসিরাত বুঝত; তবে পাগল হয়ে যেত। দুনিয়া চলত না। আমরা যারা ঈমানের দাবীদার আমাদের কাজ কাম দেখে বুঝা যায় না, আমাদের ঈমান কতটুকু পাকাপোক্ত? আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নষ্ট একীনওয়ালা মানুষরূপী পাগলা বাঘ বসে আছে। পরিবার, এলাকা, সমাজ, শহর, রাষ্ট্র, বিশ্ব সকল স্তরে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। আরও চাই, পুরো দুনিয়াকে গিলে খেতে চাচ্ছে মানুষ। একমাত্র দাওয়াত, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এ পাগলা বাঘকে। একবার এক ঘুষখোরকে রাগ করে নদীর ঘাটে বেকার বসিয়ে রাখা হয়েছিল। ঐ ঘুষখোর সেখানেও অর্থ কামানোর ব্যবস্থা করে ফেলে। সে ঘাটের সব নৌকা ও মানুষগুলোকে বলল, এখন থেকে এ ঘাট ব্যবহার নিষেধ। কেননা, আমি ঘাটের ঢেউ গোনার কাজে নিয়োজিত। তোমরা ঘাট ব্যবহার করলে, ঢেউ গোনা সম্ভব নয়। এরপর লোকজন ঘুষখোরকে টাকা দিতে শুরু করল। কদিন পর উপর থেকে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ঘুষখোর নদীর ঘাটে বসেও তার কুকর্ম অব্যাহত রেখেছে। মানুষের অভ্যন্তরীণ চিকিৎসার ঔষধ

www.pathagar.com

বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করলে, এর কোন উপকার পাওয়া যাবে না। আরেকটি ঘটনার কথা বলছি। এক গোয়ালা দুধে পানি মেশায়। বাড়ির মালিক বা ক্রেতা তার চাকরকে ঘটনাটি তদারকি করতে দিল। এরপর থেকে দুধ আরও পাতলা হতে লাগল। ক্রেতা, তার বিশ্বস্ত আরেক চাকরকে পুরো ঘটনা দেখতে বলল। এরপর দেখা গেল, দুধ এতবেশী পাতলা হয়েছে যে, পানিতে দুধ মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। সবশেষে ক্রেতা গোয়ালাকে বড় বকশিশ দিয়ে বলল, পুরো ঘটনার ব্যাখ্যা কর? গোয়ালা জানাল, শুরুতে সে দুধে সামান্য পানি মেশাত। এরপর দু'দুজন তদারক নিয়োগ করায় ওরাও দুধে ভাগ বসায়। ফলে গোয়ালা পানিতে দুধ মেশাচ্ছে। কেননা তার তো ব্যবসা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্যেই বলা হচ্ছে, নষ্ট একীনওয়ালা লোক দিয়ে কোন ভাল কাজ করা য়ায় না। ঈমান না থাকলে বা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর সত্যিকারের ভয় না থাকলে, মানুষকে যেখানেই রাখা হোক, সে অন্যায় ও খারাপ কাজ করবে। আর সমাজের সকলে এমনিতেই যদি দরিদ্র হয়, তবে অরাজকতার পরিমাণ হবে সীমাহীন, লাগামহীন। নষ্ট একীন ওয়ালা মানুষগুলো যে, এত খাই খাই করছে, এটা তাদের পেট ভরার জন্য নয়। এটা তাদের শয়তানি ক্ষুধা। সাপ যেমন দংশন করে, পেট ভরার জন্য নয়। এটা সাপের স্বভাব। একটা কুকুরের সামনে আস্ত মরা গরু থাকলে, সে নিজের পেট ভরার জন্য নয়, স্বভাবের কারণেই অন্য কুকুরকে তাড়া করে। পুরা গরুকে তার নিজের আয়ত্তে রাখতে চায়। যদিও সে জানে সে পুরা গরু খেতে পারবে না। তবুও সে তার কুস্বভাবের কারণেই অন্য কুকুরকে তাড়া করে। মানুষও একীনহারা হলে স্বার্থপর হবে, নিজের কথা ভাববে, আমার আমার করবে। সমাজে দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে; ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ও আল্লাহ্ তায়ালার ভয় উঠে গেলে; মানুষ প্রথমে সাধারণ গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়। খায় দায় ও নিজের চিন্তা করে। এরপর বনের হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হয়। সাপ, বাঘ, সিংহ হয়ে অন্যকেও হত্যা করতে শুরু করে। এরাই আবার মুখে বলে, আমি মানব সেবায় রত আছি। কত বড় যালিম? হারাম মালে গঠিত দেহের ইবাদত কবুল হয় না। সম্পদ বা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য যদি হয় বড়লোকী, অহংকারী, সম্পদশালী ব্যক্তি হওয়া। তবে পরকালে ভয়ংকর বিপদ। নিয়তকে ঠিক করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যতই বাহাদুরি করি না কেন; মরতে আমাকে হবেই। আজ থেকে ১০০ বৎসর পূর্বে ছিলাম না; আর ১০০ বৎসর পরে আমি থাকব না। তাহলে আমি যাচ্ছি কোথায়? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালার কাছে।

www.pathagar.com

উপার্জনের উদ্দেশ্য হল, অভাব থেকে বাঁচা তথা পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করা। ভালবাসার জন্য চাই স্বার্থহীনতা। মিলেমিশে থাকার জন্য চাই সহীহ্ একীন। একই গোয়াল ঘরে দশ বছর বসবাস করেও গরুর মধ্যে ভালবাসা পয়দা হয় না। খাওয়ার সময় গরু অন্যকে গুতো দিবেই। ঈমান আনলে মহব্বত পয়দা হয়। আল্লাহ্ তায়ালাই মানুষের মাঝে ভালবাসার উদ্ভব ঘটান। আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ভালবাসেন, ফেরেশতারাও তাকে ভালবাসে। সব মাখলুকও তাকে ভালবাসে। মানুষের মাঝে হেদায়েত এসে গেলে, ঈমান ও আমল ঠিক হয়ে যাবে। আর হেদায়েত পাওয়ার জন্য চাই দাওয়াত। হেদায়েতকে বুঝতে হলে, আখেরাতকে বুঝতে হবে। হেদায়েতের উল্টো হল, গোমরাহী। গোমরাহীর ফলে সকল ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। দুনিয়াকে বড় মনে হবে, গোমরাহ ব্যক্তির কাছে। গোমরাহ ব্যক্তি, আখেরাতকে ছেড়ে দুনিয়াকে আকঁড়ে ধরে। সাহাবীদের উপর হেদায়েতের কলেমা বুঝে পড়ার সাথে সাথে দুনিয়ার যুলুম এসে গেছে। বেলাল, আবু বকর, আবু যর গিফারী, খাব্বাব, সুমাইয়া রাদি আল্লাহু আনহুমার উপর চরম যুলুম এসেছিল। কিন্তু তারা ঈমান থেকে বিচ্যুৎ হননি। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক হয়ে গেলে, দুনিয়ার কোন শক্তিই বান্দাকে দুর্বল করতে পারে না। হেদায়েতওয়ালা মানুষরা, দুনিয়াতে বসে জান্নাত জাহান্নামের, নাজ নেয়ামত ও দুঃখ কষ্ট বুঝতে পারেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অন্তরকে প্রসারিত করে দেন। তাদের দৃষ্টিতে নূর ঢেলে দেন। হেদায়েত প্রাপ্ত বান্দার নামায তার মিরাজ। তখন বান্দা ও আল্লাহ্ তায়ালার মাঝে কোন পর্দা থাকে না। হেদায়েতের পূর্বশর্ত দাওয়াত। দাওয়াতের পূর্বশর্ত পরিবেশ। মসজিদওয়ালী জামাত। দামী জিনিসের সাথে সম্পর্ক করতে হবে। একই ইট দিয়ে পায়খানা হয়, আবার মসজিদও হয়। ইটের ব্যবহার কোথায় হচ্ছে, দেখতে হবে। আমার জীবন কোথায় ব্যয় হচ্ছে, হিসাব মিলাতে হবে। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু পুরো জীবন, সম্পদ ও সময়কে দ্বীনের জন্য কুরবানী করেছেন। তিনি সমাজের ধনী ও সম্মানী লোক ছিলেন। জান, মাল ও সময়কে এমনভাবে দাওয়াতের কাজে এবং ইসলামের জন্য পেশ করলেন যে, তার গায়ের কাপড়ে তালি উঠেছে। জামাতে বোতাম ছিল না। ঘরে খাবার নেই। দাদা, নাতিনীকে (আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু এর মেয়েকে) জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে খাদ্য শস্য মজুত আছে কি না? নাতিনী পাথরের উপর চাঁদর বিছিয়ে অন্ধ দাদাকে হাত দিয়ে দেখালেন। দাদা আশ্বস্ত হলেন। অথচ ঘরে কিছুই ছিল না। এমনভাবে দরিদ্র হয়েছিলেন আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু। কিসের জন্য? ইসলামের জন্য।

www.pathagar.com

সারাবিশ্বের মানুষের হেদায়েতের জন্য। তিনি ছিলেন আদর্শ দায়ী। আল্লাহ্ তায়ালাও তার উপর খুশী হয়েছেন। মানুষ বেহেশতে গিয়ে খুশী হবে। আর বেহেশত, আবুবকরকে পেয়ে খুশী হবে। আল্লাহ্ তায়ালা জিব্রাঈল মারফত তাকে সালাম পাঠিয়েছেন। সারাবিশ্বের মু'মিনের ঈমান আমলের সমষ্টিগত পাল্লার চেয়ে তার একার ঈমান ও আমলের পাল্লা ভারী হবে। দায়ীর মর্যাদা এমন। আবু জাহেল বলত, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার এবং তোমার আল্লাহ্ তায়ালার নামে কোন নোকতাযুক্ত অক্ষর (হরফ) নেই। তোমার কলেমায় কোন নোকতাযুক্ত হরফ নেই। তোমার এ কলেমা যে গ্রহণ করবে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে না। তাই আমি তোমার কলেমার কাছে মাথা নত করছি না (নাউযুবিল্লাহ)। আসলে আবু জাহেল ঠিকই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চিনেছিল। কলেমার হাকিকত বুঝেছিল।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং মূসা আলাইহিস সালাম উভয় দিক থেকে বিপদের মাঝে পড়েছিলেন। তাঁরা ঈমানের পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য এসেছিল। তাঁদের জন্য যথাক্রমে এক এক করে ঘরের দরজাগুলো খুলে গিয়েছিল এবং সমুদ্রের ভিতর বারটি রাস্তা বের হয়েছিল। বর্তমান যামানায় যতই সমস্যা থাকুক; আমাদের অন্যায়, পাপ ও খারাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। সামনে আগাতে হবে। দুনিয়াকে ছেড়ে দাওয়াতকে ধরতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় মেহনত করতে হবে। দুনিয়া ও হেদায়াতের তুলনা নৌকা ও পানির মত। নৌকাকে পানিতেই ভাসাতে ও চালাতে হবে। নৌকার ভিতর পানি ঢুকলে বের করে দিতে হবে। পানিকে দামী মনে করে নৌকা ভর্তি করলে নৌকা ডুবে যাবে। দুনিয়ার ভিতর থাকতে হবে। কিন্তু দুনিয়াকে অন্তরে স্থান দিলে বা অন্তরে দুনিয়া ঢুকে গেলে, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। সতর্কতার সাথে দুনিয়াকে ব্যবহার করতে হবে। আমার কাপড়, বাড়ি, গাড়ি, খানাদানা, সাজসজ্জা দামী হলেই আমি দামী হব, ব্যাপারটি এমন নয়। মানুষ হিসেবে আমাকে দামী হতে হবে। খাদিজা রাদি আল্লাহু আনহাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম মারফত ছালাম পাঠিয়েছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নবী আগমন শেষ না হলে পরবর্তী নবী হতো ওমর অর্থাৎ ওমর রাদি আল্লাহু আনহু নবী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কিভাবে সম্ভব হয়েছে? ঈমান ও আমলের দ্বারা। তারা যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, নিজেদের জান, মাল ও সময়কে দ্বীনের জন্য কুরবানী করে। নিজেদের কর্মের জন্যই মানুষ দামী হয়। মুসলমান দাওয়াত দিবে

www.pathagar.com

খালেকের দিকে। দুনিয়া, মানুষকে দাওয়াত দিবে তার নিজের চিজ আসবাবের (বস্তুর) দিকে। খালেক (সৃষ্টিকর্তা) চিরস্থায়ী, বস্তু ক্ষণস্থায়ী। আজ আমরা আমাদের আসল উদ্দেশ্যকেই ভুলে গেছি। এজন্যেই আমরা পদে পদে অপমানিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও মার খাচ্ছি। দাওয়াতের কাজে মহিলারাও অনেক এগিয়ে। ইকরামা রাদি আল্লাহু আনহাকে দ্বীনের পথে আনেন তাঁর স্ত্রী। সুমাইয়া রাদি আল্লাহু আনহা ইসলামে প্রথম শহীদ হন। ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহা দাওয়াত দেন তার ভাই ওমর রাদি আল্লাহু আনহুকে এবং সফল হন। খাদিজা রাদি আল্লাহু আনহা ছিলেন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা। তিনি তাঁর সকল সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আয়েশা রাদি আল্লাহু আনহা যুদ্ধের ময়দানে সাহাবীদের খেদমত করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য সমাজের বিশিষ্ট লোক হওয়ার দরকার নেই। ঈমান, একীন ও আমলের ভিত্তিতেই মানুষ দামী হয়। আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাখতুম রাদি আল্লাহু আনহু অন্ধ সাহাবী ছিলেন। বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমাজের বিশিষ্ট লোকদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাখতুম রাদি আল্লাহু আনহু সেখানে এসে কিছু জানতে চাইলেন। নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনঃপূত হল না। সাথে সাথে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আবাসা নাযিল করলেন। নবীকে শুধরে দিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এ অন্ধ গরীব সাহাবীর (রাদি আল্লাহু আনহু) মর্যাদা এতটাই বেশী ছিল। দরিদ্র লোকেরা প্রথমে দ্বীন মেনেছে। নামী-দামী লোকেরা পরে দ্বীনে প্রবেশ করেছে। সকল নবীর ক্ষেত্রেই এমনটা ছিল। দাওয়াতের কাজ সকল লোকের জন্য। সবাইকে একাজের সাথে জুড়তে হবে। দাওয়াতের কাজকে জোস ও হুসের সাথে করতে হবে। খুব বাতাসে যখন ঘুড়ি উড়তে থাকে। নাটাইকে শক্ত করে ধরে রাখতে হয়। মনে হয় নাটাই ছেড়ে দিলে ঘুড়ি আরও উপরে উঠবে। বাস্তবে নাটাই হাত ছাড়া হলে ঘুড়ি মাটিতে পড়তে থাকে। দাওয়াতের কাজ করতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা কেরামের তরীকায়। মাল ও সম্মানের মহব্বত থেকে অন্তরে বাতেল আশ্রয় নেয়। দাওয়াত, বাতেলকে দিল থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে, আখেরাত ও আযাবের ভয়ে, কাঁদতে হবে। দোযখের আগুন চোখের পানিতে নিভে। সামান্য এক ফোঁটা পানিতেই কাজ হয়ে যাবে।

মানুষ ৭০-৮০ বছরের ভিসা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। মানুষের দেহ হচ্ছে যানবাহন। আয়ু শেষ মানে, ভিসার মেয়াদ শেষ। রূহ দেহ, ফেলে চলে যায়। রূহ মরে না। মানুষের পৃথিবীর এ স্বল্প সময়কে ফসল চাষের সময় বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

যে যেমন চাষাবাদ করবে, আখেরাতে তেমন ফসল পাবে। ফসলের মাঠে কেউ কাঁথাবালিশ নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে না। ফসলের মাঠে সবাই পরিশ্রম করে। দুনিয়ার ৭০-৮০ বছরের জীবন ভোগবিলাস, মোজমাস্তির জন্য নয়। এখানে পরিশ্রম করতে হবে। কুরবানী, মোজাহেদা ও কষ্ট করতে হবে। জান, মাল ও সময় দিয়ে আখেরাতের ফসলের চাষাবাদ করতে হবে। আর উপভোগের জায়গা হচ্ছে আখেরাত। পরকালে কোন আমল নেই। ফসল উপভোগ করার জায়গা। আমাদের দেখার, চিন্তা করার, কল্পনা করার এবং অতীতকে ভাবার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি রয়েছে। মৃত্যুর পর রয়েছে আরেক দৃষ্টি, যা হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের রূহ বা আত্মা দেখবে, অন্য জগৎ। যে জগতের নিখুঁত বর্ণনা করে গেছেন লক্ষাধিক নবী ও রাসূল। যারা ছিলেন সময়ের সর্বাধিক সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান মানুষ।

মানুষ তার অন্তরকে যাচাই করতে পারে। আমরা যখন নামাযে দাঁড়াই, বলি আল্লাহ্ আকবার। আমাদের অন্তরে লাইট বা আলো জ্বলে ওঠে। তখন দেখি অন্তরে জাগ্রত রয়েছে পরিবার, সম্পদ, অর্থ, চাকুরী, ব্যবসা, মাল, যানবাহন, বাড়ি ইত্যাদি। এতেই বুঝা যায়, অন্তরে কতটুকু খালেক, কতটুকু মাখলুক রয়েছে? আমরা যখন মৃত্যুবরণ করি, এ অন্তর নিয়েই আত্মা পরপারে পাড়ি জমায়। এমন মাখলুক প্রেমিক অন্তর নিয়ে কবরে ঢুকলে খুবই বিপদের কথা। এজন্যেই অন্তর থেকে মাখলুক ও বাতেলকে বের করার কথা বলা হয়েছে। দাওয়াতের মাধ্যমে হেদায়েতের নূরই পারে অন্তরের বাতেলকে বের করতে। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে জানিয়েছেন, তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। (মুলক-৩) এখানে মৃত্যুকে আগে বলা হয়েছে অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই আসল জীবন। পৃথিবীর এ জীবন পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় কিছুই না। হাশরের ময়দানে দুনিয়াবাসীরা আফসোস করে বলবে, হায় আমি যদি এ জীবনের জন্য আগে কিছু পাঠাতাম (আল কুরআন)। অবিশ্বাসীরা আফসোস করে বলবে, হায় আমি যদি মাটিতে মিশে যেতে পারতাম (সূরা নাবা-৪০)। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবনই আসল জীবন। মনে রাখতে হবে, কোন মৃতদেহকে কেউ নাম ধরে ডাকে না। মৃতদেহকে সবাই লাশ বলে। তাহলে দেহের অধিকারী সে লোকটি কোথায়? আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অবিনশ্বর। সবাইকে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দাঁড়াতে হবে। মানুষ বিজ্ঞান নিয়ে মাতামাতি করে। আসলে আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনেক। মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি, সপ্তাকাশ, ইলেক্ট্রনের বিন্যাস, শক্তির উৎস, মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিনাশ- এসবই বিজ্ঞানের অজানা।

মানুষের জ্ঞানের সীমানা যেখানে শেষ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জ্ঞান সেখান থেকে শুরু। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এতটাই বড় ও ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ তায়ালার উপর ঈমানকে বাড়াতে হবে। ঘরে বসে থাকলে ঈমান কমে। ঈমানী পরিবেশে ঈমানী আলোচনায় এবং দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে। ব্যাপারটি বানরের তৈলাক্ত বাঁশে ওঠার মত। বানর যখন পরিশ্রম (মেহনত) করে, তখন বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠে। আবার চুপচাপ বসে থাকলে, নিচে নেমে যায়। ঈমানের লাইনে (আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায়) মেহনত করলে ঈমান বাড়ে। ঘরে বসে থাকলে, ঈমান কমতে কমতে শূন্যের কাছাকাছি এসে যায়। সাহাবা কেরামরা জীবনের মূল সময়টাকে দাওয়াতের কাজে, জেহাদের ময়দানে, দ্বীন প্রচারে, নবীর কাছে ঈমান শেখা ও পরবর্তীদের জন্য শেখানোর কাজে ব্যয় করেছেন। আজ আমরা মসজিদে ১৫-২০ মিনিট সময় বসব, তাতেও ধৈর্যবিচ্যুতি হচ্ছে। দুনিয়া আমাদের কতটুকু গ্রাস করেছে। আমাদের ঈমান যদি বাটখারায় গ্রামে মাপা হয়, তবে সাহাবীদের ঈমান বিলিয়ন, মিলিয়ন টনেও মাপা কঠিন হবে (রূপক অর্থে)।

মানুষ হচ্ছে মুসাফির বা পথিক। পৃথিবী হচ্ছে একটা স্টেশন। এ স্টশনে সে সামান্য সময় যাত্রা বিরতি করে। আখেরাতের সামনে পৃথিবীর জীবনটা, তিন মিনিটের সমান। পৃথিবীর কোন মানুষ কোন স্টেশনে যাত্রা বিরতির সময় সেখানে ব্যবসা, বাণিজ্য, বাড়ি, ঘর বানিয়ে দিব্যি সংসার পাতে না। বরং হালকা নাশতা করে, হাতমুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়। নতুন যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নেয়। আমরা পৃথিবী নামক স্টেশনে দুনিয়াকে এবং এর চিজ আসবাবকে এমনভাবে ভালবাসি তথা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, মনেই হয় না আমাদের যাত্রাবিরতি মাত্র তিন মিনিটের। এভাবে হেলায় ফেলায়, আজেবাজে কাজে জীবনের মূল সময়কে নষ্ট করে, শেষে শূন্য হাতে, পরকালের উদ্দেশে যাত্রা করছি। আমাদের দীর্ঘ পথের পাথেয়, সংগ্রহ করা হয়নি। ফলে আখেরাতের জীবনে থেকে যাবে শত কোটি আফসোস। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হয়ে মানুষ এসব বিষয়কে বুঝতে পারে। নিজের প্রস্তুতি দেখতে পারে। ফলে ঈমান আমলকে শুধরে নেয়ার ইচ্ছা পয়দা হয়। ঘরে বসে থাকলে এত জরুরি বিষয় থেকে সে থাকে গাফেল। অহমিকা আর দীর্ঘ আশার মধ্য দিয়ে মানুষ এগিয়ে যায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। নিঃস্ব ও রিক্ত হাতে পাড়ি জমায় পরপারে। যে বোতলে কেরোসিন তেল আছে; তাতে মধু নিলে সে মধু খাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে, দিল থেকে দুনিয়া বের

না করে, যতই দ্বীনি ইলম অর্জন করা হোক না কেন; তা মানুষের উপকার করবে না।

আখেরাতের বিশ্বাস ও ঈমানের কমতি থাকার কারণে আমরা রিযিক ও রোজগারের ধান্দায় সারাদিন ব্যস্ত থাকি। পৃথিবীর চিজ আস্‌বাব, চাকুরী, ব্যবসা, পরিবার, বাড়ি, গাড়ি, গাছ, মাছ সবকিছুই আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। আমরা বলি, আল্লাহ্ তায়ালাই সব করেন কিন্তু মানুষকে চেষ্টা করতে হয়। ঈমানের ব্যাপারেও সব মানি অথচ একটা 'কিন্তু' যোগ করে দেই। আসলে এই 'কিন্তু' টাই হল, ধোঁকা ও শিরক। বিশ্বাসের অভাব। মানুষের দৃষ্টি, শোনা, বলা, চিন্তা, হাত, পা, জ্ঞান, সবই ধোঁকা। আসলে ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, সবকিছুই আল্লাহ্ তায়ালার কাছে। আমরা অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা, পদবী পেয়ে মনে করি আমরা এসবের মালিক। প্রকৃত অর্থে আমরা এসরের মালিক নই। কেননা, মালিক তার সবকিছুকে, তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তুমি এসবের মালিক নও। কেননা তোমার উপার্জিত অর্থ বা সম্পদ, কখনও কখনও তোমার অপকারে বা ক্ষতির জন্য ব্যবহার হয়। তুমি চাইলেই, তোমার অর্থ, তোমার উপকার করতে পারে নাঃ উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানুষ নিজের কেনা দামি গাড়িতে এক্সিডেন্ট করে মারা যায়। নিজের হাতে তিলে তিলে গড়া সংসার, একসময় তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। নিজের অসুস্থতা, সন্তান, স্ত্রী বা স্বামী বেঈমানী করে। বাড়ির দারোয়ান বা কাজের লোক, মালিককে হত্যা করে। নিজের অসুখের কারণে, দামি দামি খাবার খেতে পারে না মানুষ। এমনিভাবে মানুষের চাওয়ার মতই সব হয় না। মানুষ বড় অসহায় প্রাণী। মানুষ কোন কিছুরই মালিক নয়। তার কোন ক্ষমতাও নাই। এভাবে পৃথিবীর সবকিছুই ধোঁকা। বুদ্ধিমান তারাই, যারা এ ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। যারা দুনিয়া ছেড়ে, দাওয়াতের কাজ করে; দুনিয়া তাদের পিছে পিছে ঘোরে। যে মানুষ, হেদায়েতের মত সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়ের সন্ধান পেয়ে যায়, সে হয় সফল মানুষ। ফেরাউনকে আল্লাহ্ তায়ালা অনেক সুযোগ দিয়েছিলেন। পর্যায়ক্রমে নয়টি আযাব দিয়েছিলেন। ব্যাঙ, পঙ্গপাল, মশা, রক্ত, খরা, বৃষ্টি, ফসলহানি ইত্যাদি। তারপরও ফেরাউন শিক্ষাগ্রহণ করেনি। সবশেষে তার ধ্বংস হয় অনিবার্য। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সাগরে চুবিয়ে মারেন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরও সুযোগ দিয়েছেন। চলুন, আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জান, মাল ও সময়কে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে ঈমান ও আমলকে পাকাপোক্ত করি। পৃথিবী ও পরকালে সফলতা অর্জন করি। আল্লাহ

www.pathagar.com

পাকের হুকুম, কুদরত এবং বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাতের উপর একীনের ঈমান। দুনিয়ার চিজ আসবাবের উপর একীনের নাম গোমরাহী। মানুষের হাজত ও জরুরত পুরা করার মালিক আল্লাহ। একথাকে দেলে বসাতে হবে। মাখলুক কোন লাভ করতে পারে না। মাখলুক হতে হাজত ও জরুরত পুরা করতে দেখলে, মানুষ মাখলুকের গোলামি করতে থাকে। আল্লাহ পাকও তখন, বান্দাকে মাখলুকের কাছে সোপর্দ করে। সেটাই নাকামী। এভাবেই বান্দা নাফরমানী শুরু করে এবং শেষে ধ্বংস হয়ে যায়। ফেরাউন সমুদ্রে আর কারুন সম্পদে সফলতা দেখেছিল। স্রষ্টা ফেরাউনকে সমুদ্রে চুবিয়ে আর কারুনকে মাটিতে পুতে ধ্বংস করেছেন। নবীদের জীবন পর্যালোচনা করলেই বুঝা যাবে, আল্লাহর হুকুম ও নবীদের সুন্নাতের মাঝেই উভয় জগতের সফলতা। বান্দা খালেকের হুকুম মানলে, মাখলুক বান্দার হুকুম মানবে- এটাই খালেকের ওয়াদা। নবী ও সাহাবারা একথার সাক্ষী। চিজ আসবাবের লাইনে আমরা মেহনত করছি বলেই, এদের একীন বুঝতে পারছি। হেদায়াতের লাইনে আমরা মেহনত না করায় আল্লাহর কুদরত আর মদদের শক্তি সম্পর্ক বুঝতে পারছি না। এজন্যেই দাওয়াতের মেহনত এতটাই জরুরি।

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মপদ্ধতি

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পথ নির্দেশ করবেন। তাদের ঈমানের কারণে শান্তির উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে (সূরা ইউনুস-৯)। আল্লাহ মানুষকে আশ্বস্ত করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদা সত্য এবং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। ঐ (শয়তান) প্রতারক যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে (সূরা সিজদাহ-৩৩)। আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াবাদী ও অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, আর যারা পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে এবং তাতেই পরিব্যাপ্ত থাকে আর যারা আমার বাণীসমূহ থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন; এরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের কার্যকলাপের কারণে (সূরা ইউনুস-৭-৮)। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী (সা.) মারফত জানান, আমি বান্দার সাথে ঐরূপ ব্যবহার করে থাকি, যেরূপ সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গী হয়ে যাই। যদি সে তার অন্তর দিয়ে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তর দিয়ে স্মরণ করি। যদি সে মজলিশে আমার আলোচনা করতে থাকে, আমিও ফেরেশতাদের মজলিশে তার কথা আলোচনা করি। যদি সে এক হাত আমার নিকটবর্তী হয়, আমি দুই হাত আগে বেড়ে যাই। যদি সে হেঁটে আমার দিকে আগায়, আমি দৌড়ে তার দিকে যাই (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাযা, নাসাঈ, আহমদ)। আল্লাহ্ খুব দরদের সাথে মানুষকে আহ্বান করছেন, ওহে মানব, কিসে তোমাকে, তোমার এমন দয়াময় প্রভু থেকে বিভ্রান্ত করেছে (সূরা ইনফিতার-৬)। হে প্রশান্ত আত্মা, ফিরে আস তোমার প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দাদের মধ্যে দাখিল হও, অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ কর (সূরা আল ফজর ২৭-৩০)। স্বয়ং আল্লাহ্ মানুষকে দাওয়াত দেন। আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা জান্নাত ও ক্ষমার দিকে দাওয়াত দেন (সূরা বাকারা-২২১)। আল্লাহ্ উম্মতে মুহাম্মদীকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

www.pathagar.com

আর আল্লাহ্ তায়ালার উপর ঈমান রাখবে (সূরা আলে ইমরান-১১০)। এখানে, মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে বলা হয়েছে। সৎকাজ হল তাই, যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। আর অসৎকাজ হল, এর বিপরীত। যা আমাদের অমঙ্গল সাধিত করে। আমাদের জন্য কল্যাণকর যে কাজ, সেগুলো সৎকাজ। আর অকল্যাণকর কাজ হল, অসৎকাজ। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, সত্যকথা বলা সৎকাজ। সত্যকে গোপন করা বা মিথ্যা বলা অসৎকাজ। চুরি করা অসৎকাজ। চুরি না করা বা আমানতদারী রক্ষা করা বা প্রতিবেশীকে চুরি বা ক্ষতি করার টেনশন থেকে প্রশান্তিতে বা আশ্বস্ত রাখা সৎকাজ। সৎকাজে আল্লাহ্ খুশী হন। যে কাজে আল্লাহ্ অখুশী হন, তা বান্দার জন্য অকল্যাণ হয়। সেটাই অসৎকাজ। সৎকাজের আদেশ বা উৎসাহের মাধ্যমে অসৎকাজ প্রতিহত হয়। আবার অসৎকাজের নিষেধের মাধ্যমে সৎকাজে আদেশ করা হয়। তবে কাউকে আদেশ বা উপদেশ দিয়ে কথা না বলা ভাল। বরং নিজেকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে, অপরকে সংশোধনের চেষ্টা করাই উত্তমপন্থা। এভাবে বলা যায়, আল্লাহ্ বড়ই খুশী হন, যখন আমরা সালাম কায়েম করি। আনাস রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আমি বাল্যকালে সাত বৎসর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি একদিনও আমাকে শাসাননি (বা একথা) বলেননি যে, অমুক কাজটি কেন করলে না? বা এরূপ কেন করলে? (আবু দাউদ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধে এমন ব্যবহার তথা আচার আচরণ ও বাক্যাবলী ব্যবহার করেছেন, যা মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎকাজ করতে বা অসৎকাজ থেকে বিরত রাখতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এসব কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ যেন আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ওমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতের সময় রাতে মরুভূমি অতিক্রমকালে একবার এক তাঁবুর মধ্যে একাকিনী এক মহিলার প্রসব বেদনার কথা জানতে পেরে বাড়িতে ফিরে এসে তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম রাদি আল্লাহু আনহা এর উদ্দেশ্যে বললেন, তোমার সামনে বড় একটা সওয়াবের কাজ এসেছে। এরপর ঘটনা খুলে বললেন। উম্মে কুলসুম বলেন, হ্যাঁ তোমার অনুমতি হলে, আমি তৈরি। এরপর তারা সৎকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এখানে লক্ষণীয় যে, ওমর রাদি আল্লাহু আনহু সৎকাজে তাঁর স্ত্রীকে আদেশ করেননি। বরং উৎসাহিত করেছেন। এটা দাওয়াতের পদ্ধতি। একবার এক ব্যক্তি আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু কে গালি দিচ্ছিল। বিশ্বনবী করিম (সা.) পাশে বসা ছিলেন এবং মৃদু

www.pathagar.com

হাসছিলেন। এক পর্যায়ে আবু বকর তার কথার প্রতিবাদ করলেন। এতে নবী রাগ করে উঠে গেলেন। আবু বকরও, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছে পিছে গেলেন এবং তাঁর রাগের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বিশ্বনবী বললেন, হে আবু বকর, তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিলেন। সে লোকটির প্রতিটি কথার উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু যখন তুমি জবাব দিতে লাগলে, তখন ফেরেশ্তা চলে গেল ও শয়তান তোমাদের মাঝে ঢুকে গেল। এরপর নবী বললেন, যে বান্দার উপর কোন প্রকার যুলুম করা হয়, আর সে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তার কোনই প্রতিবাদ করে না, আল্লাহ্ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন ও সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনের সাহায্যের উদ্দেশ্যে দানের (সদাকার) দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ্ তার ধন সম্পদ আরো বৃদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে ও ধন বৃদ্ধির আশা করে' আল্লাহ্ তার ধন আরও কমিয়ে দেন (মিশকাত, আহমদ)। নবী বলেন, তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। অত্যাচারীকে সাহায্য মানে তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখ, এটাই তার প্রতি তোমার সাহায্য (মিশকাত)। মুসলমানদের উচিত তাদের একে, অপরের সংশোধন করার ক্ষেত্রে আর সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় হওয়া। দেহের এক অঙ্গের কষ্ট হলে, সমুদয় দেহ সতর্ক হয়ে অস্থির হয়ে ওঠে (তাম্বিহুল গাফেলিন)। বিশ্বনবী বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দয়াশীল, প্রতিটি বিষয়ে নম্র ব্যবহার তিনি পছন্দ করেন। নম্রতা অবলম্বনের ফলে তিনি যা দান করেন, কঠোরতার কারণে তা দেন না (মুসলিম)।

আল্লাহ্ বলেন, ভাল আর মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে দূর কর, ভাল দিয়ে। অনন্তর তুমি দেখবে, তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে। এটা তাদের ভাগ্যেই ঘটে। যারা অতিশয় ধৈর্যশীল এবং যারা মহাভাগ্যবান (সূরা হামিম সিজদাহ-৩৪, ৩৫)। সৎকাজের প্রসার ঘটিয়ে অসৎকাজ দূর করা অত্যন্ত ধৈর্যের কাজ। ধৈর্যের সাথে একাজ করলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং সফলতা আসে। পাশাপাশি মন্দ কাজ দূর করতে যদি সমতুল্য মন্দ কাজ প্রয়োগ করা হয়, যেমন মারের বদলে মার; খুনের বদলে খুন। তবে অসৎকাজ দূর না হয়ে বরং অসৎকাজের প্রসার ঘটবে। সমাজে সুখ-শান্তি, দয়ামায়া, ভ্রাতৃত্ববোধ উঠে গিয়ে দুঃখ, অশান্তি, নির্মমতা, শত্রুতা এসব কায়েম হবে।

আমরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পথে কাঁটাপোঁতা বুড়ির ঘটনা জানি। নবী যদি পথের কাঁটাগুলো তুলে নিয়ে বুড়ির বাড়ীতে পুঁতে

www.pathagar.com

রাখতেন, তবে তা শরীয়ত সম্মত হলেও ফল হত উল্টো। আক্রোশ আরও বাড়ত। বুড়ী আরও কঠিন কোন কুকর্মের কথা ভাবত। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বুড়ির মাঝে ব্যবধান আরও বেড়ে যেত। নবীজি ধৈর্যের সাথে কাজ করেছেন। উল্টো বুড়ির অসুস্থতার সময় তার খোঁজ করেছেন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। বুড়ি নবীর দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। এভাবেই নবী দাওয়াতের হক আদায় করেছেন। ব্যক্তিগত কারণে দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে দুর্ব্যবহার করা হলে মানুষের দ্বীন গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়। এটা দাওয়াতের বিপরীত কর্ম। আয়েশা (রা.) বলেন, নবী কে কখনও ব্যক্তিগত কারণে কারও থেকে যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি (তিরমিযী)। ওমায়ের বিন ওয়াহাব ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জঘন্যতম শত্রু। সে তরবারীতে বিষ মাখিয়ে মদিনায় উপস্থিত হয়েছিল নবীকে মারতে (নাউযুবিল্লাহ)। নবী তাকে তাঁর কাছে বসিয়ে কথা বলেন এবং কুমতলব জেনে ফেলেন। নবী তাকে মাফ করে দেন। ওমায়ের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উদারতা ও নমনীয়তায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হিন্দা ওহুদের ময়দানে নবী (সা.) এর চাচা আমীর হামযার (রা.) বুক চিরে কলিজা চিবিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর, নবী তাকে ক্ষমা করে দেন। হিন্দা ইসলাম কবুল করে এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদারতায় তার পুরোপুরি পরিবর্তন আসে। হিন্দা ইসলাম কবুলের পর, ঘরে ফিরে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং বলেন, তোদের কারণেই আমি এতদিন ধোঁকার মধ্যে ছিলাম। আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহু প্রথম দিকে কাফির ছিলেন। তিনি নবীজিকে গালি দিতেন। আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু, নবী এর দরবারে একথা তুলে ধরেন। বিশ্বনবী রাগ করার পরিবর্তে, ক্ষমার জন্য দোয়া করেন (বুখারী)। নবী মক্কার জুল মায়াজ বাজারে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। পিছনে দাঁড়িয়ে আবু জাহেল নবীজিকে ধুলাবালি ছুঁড়তেন। অথচ নবী আবু জাহেলের দিকে পিছন ফিরে তাকাতেন না এবং কোন উত্তর দিতেন না বা তর্ক করতেন না (আহমদ)। বিশ্বনবী নিজ বংশের লোকদের পানাহারের ব্যবস্থা করে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু জোড়া জোড়ি করেননি। নবী ছিন্নমূলদের সেবা যত্ন করার মধ্য দিয়ে দ্বীনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এক্ষেত্রেও পীড়াপীড়ি করেননি। আল্লাহ্ বলেছেন, নরম কথায় দ্বীনের দাওয়াত দাও। যাতে অন্তর স্পর্শ করে। কর্কশ ভাষা ব্যবহার করা নিষেধ। কেননা তাতে ভাল কথাও কেউ গ্রহণ করবে না। দাওয়াতের লাইনে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। এতে দ্বীনি পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

www.pathagar.com

সবার সাথে সর্ববিষয়ে উত্তম ও যথাযথ আখলাক দেখাতে হবে। মুসলমানদের চালচলন, ওঠাবসা, চরিত্র মাধুর্যে মানুষ আকৃষ্ট হবে। আল কুরআনের বাণী দিয়ে দাওয়াত দেয়া উত্তম। প্রথমে স্রষ্টার করুণা, দয়া ও সুসংবাদ দিতে হবে। ভয় দেখিয়ে দাওয়াত দেয়া উচিত নয়। প্রতিটি ব্যবহারে ভালবাসা ও তাদের কল্যাণ কামনার পরশ থাকতে হবে। কোন প্রকার লেনদেন বা বিনিময় চেয়ে দাওয়াত দেওয়াকে নিষেধ করেছেন আল্লাহ্। দাওয়াতকে ইলম ও হিকমতের সাথে পেশ করতে হবে। দ্বীনের দাওয়াতে কোন প্রকার বৈষয়িক স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য দাওয়াত দিতে হবে। দায়ী লাভ খুঁজবে আখেরাতে। দুনিয়া তার কাছে তুচ্ছ। দুনিয়ার দাম আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে একটা মশার পাখার সমানও নয়। দুনিয়া এতটাই মূল্যহীন। একবার আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু নবীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে নবী, কাফির মুশরিকদের সাথে জেহাদ করা ব্যতীত আর কোন প্রকার জেহাদ আছে কি? নবী বললেন, হ্যাঁ আছে। তা হল এই যে, মাটির উপর এমন কিছু মুজাহিদ বান্দা আছে। যারা শহীদ অপেক্ষাও উত্তম। আল্লাহ্ তাদের নিয়ে আরশে আজীমে গর্ব করেন। আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, হুজুর তারা কারা? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ঐ ব্যক্তি, যারা সৎকাজে আদেশ করে এবং অসৎকাজে নিষেধ করে; আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালাবাসে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্যই ক্রোধ প্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র এমন বান্দাদের মধ্যে কোন কোন বান্দা শহীদানের বালাখানা থেকেও উর্ধ্বতন বালাখানায় বসবাস করবে (ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন)।

একবার আলী রাদি আল্লাহু আনহু এক যুদ্ধের ময়দানে কাফের বীরসেনাকে পরাস্ত করে বুকের উপ চেপে বসে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। সে সময় কাফের সেনা আলী রাদি আল্লাহু আনহু এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। আলী রাদি আল্লাহু আনহু আরও উত্তেজিত হলেন অথচ কাফেরকে ছেড়ে দিলেন। কাফের সেনা অবাক হয়ে গেল এবং জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে কেন। আলী বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার রাজি খুশির জন্যই যুদ্ধ করি। কিন্তু তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করায়, আমার অন্তরে তোমার প্রতি রাগের সঞ্চার হয়েছে। এ মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করলে, তা ব্যক্তিগত কারণে হবে বিধায় আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। কাফের সেনা আলী (রা.) এর ঈমানী শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তখনই ইসলাম গ্রহণ করে। এখানে আলী, চরম পর্যায়েও এখলাস বজায় রাখায় উভয়েই কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্

www.pathagar.com

তায়ালার পরিবার। সৃষ্টির মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা আল্লাহ্‌র প্রিয়, যে আল্লাহ্ তায়ালার পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে (মিশকাত)।

মু'মিন হচ্ছে ভালবাসার কেন্দ্রস্থল। যার মধ্যে ভালবাসা নেই, অন্যের কল্যাণ করার মত মন নেই, অন্যরাও তাকে ভালবাসে না (মিশকাত)। তোমরা পৃথিবীতে বসবাসকারীদের প্রতি দয়া কর; আসমানের প্রভু তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (তিরমিযী, আবু দাউদ)। প্রকৃত উম্মতে মুহাম্মদীর পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের প্রতি অন্তরে দরদ থাকা জরুরি। নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণের জন্য অন্তরে ফিকির (ব্যাকুলতা) থাকাকে আল্লাহ্ খুবই পছন্দ করেন। আল্লাহ্ সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর সেনাদলের পদতলে নিষ্পেষিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য ক্ষুদ্র এক পিপীলিকার ফিকিরকে আল কুরআনে তুলে ধরেছেন। তুচ্ছ এক পিপীলিকার ফিকিরকে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এতই পছন্দ হয়েছিল। এমনকি যখন তারা পিপীলিকাদের ময়দানে পৌছলেন তখন একটি পিপীলিকা বলে উঠল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর। যেন সুলায়মান ও তার সেনাদল অজ্ঞাতসারে তোমাদের নিষ্পেষিত করতে না পারে (সূরা নামল-১৮)। অতএব মানুষ যখন নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য ফিকিরে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খুশী হন। আর আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হচ্ছে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। এটা করা সম্ভব একমাত্র তাওহীদের দাওয়াতের মাধ্যমেই।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একবার আল্লাহ্ জিব্রাঈলকে নির্দেশ দিলেন, অমুক শহরকে সকল অধিবাসীসহ উল্টিয়ে দাও। জিব্রাইল বললেন, হে রব সেখানে তো তোমার এক বান্দা আছে। যে কখনও তোমার নাফরমানী করেনি। তখন আল্লাহ্ বললেন, তাকে সহ শহরকে উল্টিয়ে দাও। কারণ তার সম্মুখে পাপাচার হলেও, তার চেহারায় মলিনতা আসেনি। অন্যদের পাপাচার থেকে ফিরিয়ে দ্বীনের দিকে আহ্বান সে করেনি। অন্যদের পাপাচারে নিষেধ করেনি এমনকি তাদের ঘৃণাও করেনি। অতএব সেও দোষী (মিশকাত)।

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে নবী বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার সীমারেখার মধ্যে এবং এর বহির্ভূত অংশের দৃষ্টান্ত ঐ সম্প্রদায়ের মত যারা একটি জাহাজের যাত্রী এবং লটারীর মাধ্যমে জাহাজের উপর ও নীচতলায় ভাগ হয়ে গেছে। নীচ তলার যাত্রীদের যখন পানির দরকার হয় উপরতলায় যেতে হয়। যাতায়াতের দরুন উপরতলার যাত্রীদের সামান্য কষ্ট

হয় বিধায় নিচতলার যাত্রীরা যদি তাদের অংশে (জাহাজের তলদেশে) একটি ছিদ্র করতে উদ্যত হয়। আর উপরতলার যাত্রীরা যদি তাদের প্রতিহত না করে তবে উভয় দলই পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি বাধা প্রদান করে তবে উভয় দলই জাহাজডুবি থেকে বেঁচে যাবে। (বুখারী, তিরমিযী)

আল্লাহ্ বলেন, যারা আমার জন্য আমার পথে সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করে আমি অবশ্যই তাদের প্রদর্শন করব আমার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের সকল পথ। নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের সাথে আল্লাহ্ আছেন (সূরা আনকাবুত-৬৯)। মানুষের সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার রাজি-খুশির জন্য। তবেই অন্তরে আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া শান্তির পরশ হবে নির্ভেজাল তথা দুনিয়ার প্রভাবমুক্ত। এজন্যেই দাওয়াত ও তাবলীগ করতে হবে এখলাসের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ বলেন, আমি আপনাকে (হে নবী) কেবলমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনি বলে দিন যে, আমি এর (তাবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কোন বিনিময় চাই না (সূরা ফুরকান ৫৬-৫৭)। কোন নবী ও রাসূল আল্লাহ্ তায়ালার দিকে দাওয়াতের বিনিময়ে জনতার কাছ থেকে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ চাননি। মান-সম্মান, প্রতিপত্তি, পদ পদবী, নেতৃত্ব বাদশাহী, ধন-সম্পদ, অর্থ ক্ষমতা প্রত্যাশা করেননি। তারা মানুষের কল্যাণ চেয়েছেন। মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য, জান্নাতের খোশখবরী, আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশমত না চলার ক্ষতি, জাহান্নামের ভয় এসব বিষয়গুলোকে ইলম ও হিকমতের সাথে মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যেন বদদ্বীনি থেকে বের হয়ে কল্যাণের পথে অর্থাৎ দ্বীনের কাজে উৎসাহিত হয়। দাওয়াতে তাবলীগের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা এটাই। ঠিক নবী রাসূলরা যেভাবে করেছেন, একইভাবে করতে হবে দাওয়াতের কাজ।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের লোকদের কাছে দাওয়াত দিতেন। তাঁর কওম, তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারত। নূহকে পাথরের নিচে ডুবিয়ে দিত। হযরত মূসা ও হারুন, ফেরাউন ও তার কওমের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন। তারাও অত্যাচারিত হয়েছেন। ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে যেতে হয়েছে। যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে করাত দিয়ে কাঁটা হয়েছে। ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে কতল করা হয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। আইয়ুব আলাইহিস সালাম এর কুষ্ঠরোগ হলে তাঁর কওম তাঁকে তাড়িয়ে

দিয়েছে। এভাবে সকল নবী রাসূলদের উপর অত্যাচার এসেছে। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরও কঠিন অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের নবী প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু প্রথম দিনই দাওয়াত কবুল করেন। সেদিনই তিনি ছয়জনকে মুসলমান বানান। বিশ্বনবী এর নবুয়তের ২৩ বছরের মধ্যে ১৩ বছর কেটেছে মক্কায়। এসময় ইসলামী শরিয়তের তেমন কোন হুকুমের বা বিধানের প্রচলন বা নির্দেশ আসেনি আল কুরআনে। মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের আলোচনাই মুখ্য। এমনকি আল কুরআনের ৮০% হচ্ছে এ তিন বিষয়ের আলোচনা। আর দাওয়াত ও তাবলীগের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। দাওয়াতে তাবলীগ এতটাই জরুরি। এটাই মু'মিনের আসল কাজ। বিশ্বনবীর সারা জীবনই হচ্ছে আল্লাহর দিকে দাওয়াত। এমন কোন পদ্ধতি নেই বা এমন কোন জায়গা নেই বা এমন কোন বুদ্ধিবিবেচনা নেই, যা নবী (সা.) দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করেননি।

নবী জুল মাজাজের বাজারে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন (হায়াতে সাহাবা) তিনি তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজনকে অর্থাৎ বনু আব্দুল মুত্তালিবকে সমবেত করে, আতিথেয়তা করে খাইয়ে দাওয়াত পেশ করেছেন। সফররত অবস্থায় বিশ্বনবী দাওয়াত দিতেন। বিভিন্ন গোত্রের কাছে এবং পথিমধ্যে দাওয়াত অব্যাহত রাখতেন। নবী পায়ে হেঁটে তায়েফে পৌছেন এবং দাওয়াত পেশ করেন। তায়েফে ২৬ দিন অবস্থান করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং সমাজের নামী-দামী ও দরিদ্র সকল মানুষের কাছে দাওয়াত পৌছান। তাঁর সাথে ছিলেন যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেননি, বরং তাকে পাথর মেরে ও ছোট বাচ্চাদের লেলিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত করেছে।

হযরত হারেস (রা.) বলেন, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, নবুয়তের প্রাথমিক যুগে বিশ্বনবী লোকদের সমাবেশ করে দাওয়াত দিতেন। লোকেরা তা অস্বীকার করত। নবীজি খুব দরদ ও হিকমতের সাথে দাওয়াত অব্যাহত রাখতেন। নবী ইয়ামেনের অধিবাসীদের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি ছয়মাস যাবত ইয়ামেনবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌছান। কিন্তু একজন লোকও ইসলাম কবুল করেনি। এরপর সেখানে আলী (রা.) যান। আগের জামাত ফিরে আসে। আলী নবীজির পত্র পড়ে শুনান। এরপর হামদা গোত্রের সকল লোক ইসলাম কবুল করে। দাওয়াতে তাবলীগের কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু করেন এবং

www.pathagar.com

সাহাবীদের দিয়ে তা অব্যাহত রাখেন। নবী মোসয়াব ইবনে ওমায়েরকে মদীনায় দাওয়াতের কাজে পাঠান এবং তিনি দীর্ঘ সময় মদীনায় আসয়াদ ইবনে যোরারা (রা.) এর ঘরে থেকে তাবলীগ শুরু করেন। তিনি আর মক্কায় ফিরে আসেননি। বাকী জীবন মদীনাতেই কাটিয়েছেন। হযরত জাফর রাদি আল্লাহু আনহু নবী এর নির্দেশে সারা জীবনই তাবলীগ করেছেন। বিশ্বনবী আবু বারা'র অনুরোধে তার সাথে ৭০ জন সাহাবীর একটি দলকে দাওয়াতে তাবলীগের জন্য বীরে মাউনায় প্রেরণ করেন। তারা পায়ে হেঁটে সেখানে যান। কিন্তু সেখানে মাউনার কূপের কাছে পৌঁছলে আল্লাহ্ তায়ালার দুশমন আমের বিন তোফায়েল ও তার দলবল পুরো জামাতকে হত্যা করে। শুধু বেঁচে যান কাব ইবনে যায়দ নাজহার (রা.)। তিনি খন্দক যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন (বুখারী)। নবী ১০ জন সাহাবীর জামাতকে রাজী নামক ঝর্ণার নিকট হোযায়ল গোত্রের কাছে তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এখানেও সকল সাহাবীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় (বুখারী)। নবী সপ্তম হিজরীতে বনু কোরায়যা গোত্রের লোকেদের কাছে ১৫ জন সাহাবীকে তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এদের জিম্মাদার ছিলেন কাব ইবনে ওমায়র (রা.)। এ দলটিও সে এলাকার লোকদের নিক্ষিপ্ত তীরে শহীদ হন। শুধু একজন সাহাবী বেঁচে যান (রাহমাতুললিল আলামীন ২য় খণ্ড পৃ.২৩১)। একই সময় আবুল আওজা (রা.)-এর জিম্মাদারীতে ৫০ জন সাহাবীর একটি জামাত বনু সোলায়ম গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন। এলাকাবাসী দাওয়াত কবুল না করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে দলনেতা আহত হন। মুসলমানরা ২০০ শত্রু সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে আসে। নবম হিজরীতে বনু কেলাব গোত্রের কাছে একটি জামাত প্রেরণ করা হয়। এলাকাবাসী জামাতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুসলমানরা যুদ্ধে জয়ী হয়। এভাবে নবী সকল গোত্রে তাবলীগের জামাত পাঠাতে থাকেন। দাওয়াতের কাজে সাহাবীদের জামাতকে সারা আরবে প্রেরণ করেন। পরিশেষে নবুয়তের সুদীর্ঘ বিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামে ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক সাফল্য লাভ হয়। সমগ্র জাযিরাতুল আরব তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুগত হয়ে পড়ে। আরবের দিগন্ত থেকে জাহেলিয়াতের কাল মেঘ কেটে যায়। অসুস্থ বিবেক সুস্থ হয়ে ওঠে। তারা মূর্তি শুধু ছেড়েই দেয় না বরং ভেঙ্গে ফেলে।

ইসলামী দাওয়াত যখন মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন মানবাত্মা অলীক ধ্যান-ধারণা প্রবৃত্তির দাসত্ব, অন্যায়, অত্যাচার, নৈরাজ্য, স্বেচ্ছাচারিতা ও অরাজকতা থেকে মুক্তি লাভ করে। মানব সমাজকে যুলুম, অত্যাচার, হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য, ধ্বংস, শ্রেণী বৈষম্য, শাসকদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দান করে। বিশ্ব

www.pathagar.com

তখন দয়া, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা, আবিষ্কার, নির্মাণ, স্বাধীনতা, সংস্কার, ঈমান, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও আমলের ভিত্তিতে জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি ও ন্যায্য হক লাভের নিশ্চয়তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। বিশ্বনবীর নবুওয়াতের দীর্ঘ ২০ বছরের দাওয়াতের ফলে সম্পূর্ণ জাযিরাতুল আরব এমন এক জগতের আংগিনা প্রত্যক্ষ করে, যার উদাহরণ মানব অস্তিত্বের কোন যুগে অথবা কোন দেশে দেখা যায়নি। এরপর আসে বিখ্যাত বিদায় হজ্জের মওসুম। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ই যিলহজ্জ মাসে আরাফার ময়দানে লক্ষাধিক সাহাবীর উদ্দেশে বিদায় হজ্বের ভাষণ দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবীদের তাবলীগি মিশনকে অব্যাহত রাখতে বলেন। সাহাবীদের সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে বলেন। তিনি বলেন, আমার একটি কথা বা কুরআনের কোন বাণী জানলে, তা পরবর্তীদের জন্যে পৌঁছে দাও। এ সময় সমবেত সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তায়ালার দাওয়াতের এ আমানত পৌঁছে দিয়েছি। তখন সাহাবীরা সাক্ষ্য দেন, হে নবী, আপনি যথার্থ তাবলীগ করেছেন। প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন এবং দাওয়াতের হক পুরোপুরি আদায় করেছেন। এখানেই আল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ বাণী নাযিল হয় ঃ আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম (সূরা মায়েদা-৩)। এ সময় ওমর রাদি আল্লাহু আনহু কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন, পূর্ণতার পর তো অপূর্ণতাই শুধু বাকী থাকে (বুখারী)। এরপর দশম হিজরীতে রমযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে ২০ দিনের ইতেকাফ পালন করেন। এর আগে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানে ১০ দিন ইতেকাফ করতেন। বিশ্বনবী এ সময় বলেন, আমি এ আশংকা পোষণ করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরক করবে। বরং এ আশংকা করছি যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

বিশ্বনবী নিজে সর্বত্রই লোকের কাছে গিয়ে দাওয়াত পৌঁছাতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় প্রেরণ করেছেন। তিনি এ আশা করে নিজের অবস্থানে বসে থাকেননি যে, লোকেরা দ্বীন গ্রহণ করতে বা দ্বীন শিখতে তাঁর কাছে আসবে। দ্বীনকে দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে, এটাই নবী ও সাহাবা কেরামদের শিক্ষা। এখানে কোন কাট ছাঁট নেই। অন্য কোন তরিকা বা পদ্ধতি নেই। আল্লাহ্ বলেন, মু'মিনদের এক সঙ্গে অভিযানে

www.pathagar.com

বাহির হওয়া সংগত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বাহির হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন ইলমে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তারা ফিরে এসে নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে। আর যেন তারা সতর্ক হয় (সূরা তাওবা-১২২)। এ আয়াতে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, দ্বীনি ইলম, ঈমান, আমল শেখার জন্য প্রতি এলাকা থেকে (মহল্লা, গ্রাম, পাড়া, শহর, ফ্লাট, বিল্ডিং, বস্তি) এক একটি জামাত আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় ঘর ছেড়ে নিয়মিত বের হওয়া জরুরি। এ জামাতগুলো প্রয়োজনীয় ইল্‌ম, ঈমান, আমল শিখে আসবে এবং এলাকায় এসে তার চর্চা ও দাওয়াত দিবে। ফলে সবাই মিলে দ্বীনের উপর টিকে থাকতে পারবে। আল্লাহ্ দ্বীন প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো বা জেহাদকে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর অত্যাবশ্যকীয় করেছেন। দাওয়াত ও তাবলীগ একাজই করছে। এজন্যে দাওয়াতে তাবলীগ হচ্ছে উত্তম জেহাদ। শুধু মারামারি, হানাহানি ও খুনাখুনি, মারের প্রতিবাদে মার, আঘাতের প্রতিবাদে আঘাতকে যারা জেহাদ বলছে, তারা ভীষণ গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। এটা কোন নবী রাসূলের সুন্নত নয়। কোন সাহাবীর কর্ম নয়। এটা বর্তমান সময়ের মনগড়া ব্যাখ্যা। নিজের এলাকা, শহর, দেশ, বিশ্ব সকল জায়গায় দাওয়াতে তাবলীগের কাজ করার জন্য জামাত প্রেরণ ইসলামের সৌন্দর্য ও নবীর সুন্নত তথা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম। আর দ্বীন প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেহাদের যে নির্দেশ রয়েছে তা সফর বা হিজরতের মাধ্যমেই যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে দাওয়াতে তাবলীগ সেভাবেই, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। আল্লাহ্ দাওয়াতের এ কাজকে কবুল করেছেন। সারাবিশ্বে একাজকে চালু রেখেছেন। সারাবিশ্বে ১৫০ টির বেশি দেশে দাওয়াতে তাবলীগের কাজ চলছে।

আল্লাহ্ বলেন, তোমরা বের হও, হালকা অবস্থায় হোক বা ভারী অবস্থায় হোক এবং আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জেহাদ কর (সূরা তওবা-৪১)। বিশ্বনবী বলেন, আমার উম্মতের দেশের সফর হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ (রিয়াদুস সালেহীন)। আল্লাহ্ এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়াকে (জেহাদকে) খুব বেশী তাকিদ ও ফযিলতের কাজ বলেছেন। কেননা দ্বীনের প্রচার প্রসার ও কায়েম করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। ঈমান একীন শিখা ও আমল ঠিক করার এটাই উত্তম পন্থা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, আপনি (হে নবী) আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন হিকমত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা এবং বিতর্ক করুন তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে (সূরা নাহল-১২৫)। দ্বীনের জন্য নবী

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকির, চিন্তা, ভাবনা, দরদ এবং তরীকার সমষ্টির নাম হল, হিকমত। সাহাবাকেরামকে দেখা গেছে ধৃত কাফির শত্রুকে পাতলা রুটি খাইয়ে নিজেরা মোটা রুটি খেয়েছেন। নিজেরা পায়ে হেঁটে, তাদেরকে উঠের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। তাদের হিকমতের জন্যই অনেক কাফের আর ফিরে যাননি বরং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বিশ্বনবী সকল সাহাবীকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। মানুষকে কদর ও দরদ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। দাওয়াত ও তাবলীগের মূল প্রেরণাই হল, আল্লাহ্ তায়ালার রাজিখুশির উদ্দেশ্যে মানুষকে ভালবাসা ও তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করা। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য নবী এবং সাহাবীদের জীবন অনুধাবন, অনুশীলন ও অনুকরণ করতে হবে। যেখানে থাকবে তাকওয়া, এখলাস ও উত্তম আখলাকের সমন্বয়। নিজের খেয়াল খুশীমত সংগ্রাম করার নাম দাওয়াত নয়। আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জান, মাল ও সময় নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম সাধনা ও জেহাদ বা চেষ্টা প্রচেষ্টা করার নামই দাওয়াত ও তাবলীগ। এর মডেল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাকেরাম। এর নির্দেশ ও কর্মপদ্ধতি হচ্ছে আল কুরআন।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ক'টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। মানুষকে দাওয়াত দেয়ার সময় কোন বিনিময় বা প্রতিদানের আশা করা যাবে না। উত্তম প্রতিদানের মালিক আল্লাহ্। মানুষ যে পরিমাণ কষ্ট দেয়, সে পরিমাণ প্রতিশোধ নেয়া শরিয়ত সম্মত হলেও, ধৈর্য ও ক্ষমা উত্তম (সূরা নাহল- ১২৬)। দাওয়াতের কাজ উত্তম, তাই এক্ষেত্রেও উত্তম কাজটি করতে হবে অর্থাৎ মানুষকে ক্ষমা করে দিতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন, (হে নবী) আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনার ধৈর্যধারণ আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। তাদের জন্য দুঃখ করবেন না। তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ইহসান (সৎকর্ম ও সৎব্যবহার) করে (সূরা নাহল ১২৭-১২৮)। দাওয়াত ও তাবলীগের মূল প্রেরণা হচ্ছে, মানুষের প্রতি দরদ ও ভালবাসা, তথা কল্যাণ কামনা। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে নম্রভাবে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতে হবে। ধৈর্যসহকারে, মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে দাওয়াত দিতে হবে। কাউকে অহেতুক কষ্ট দেয়া যাবে না। হিকমতের সাথে এবং ব্যক্তির কল্যাণের উদ্দেশ্যে কথা বলতে হবে। তার কোন মর্যাদা বা সম্মানে আঘাত করা যাবে না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আনাস রাদি আল্লাহু আনহুকে দাওয়াতের ব্যাপারে বলেন, সহজ কর, কঠিন কর না। আল্লাহ্ তায়ালার সুসংবাদ শোনাও, নিরাশ ও পালিয়ে যেতে বাধ্য কর না। আল্লাহ্

www.pathagar.com

তায়ালার একত্ববাদ (তাওহীদ), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত এবং আখেরাতের লাভ-ক্ষতির আলোচনার মাধ্যমেই দাওয়াত দিতে হবে। কোনভাবেই কাউকে লজ্জিত বা অপমানিত করা যাবে না। দাওয়াতের কথা কেউ না মানলেও আফসোস করতে নেই। প্রতিপক্ষের হেদায়াতের জন্যও দোয়া করতে হবে। নবী বক্তা ও সম্বোধিতদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে দাওয়াত পেশ করতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "হে আমার জাতি" এ বলে তাবলীগ ও দাওয়াত পেশ করতেন। নবী মানুষের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করতে বলেছেন (আবু দাউদ)। নবী রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট যে দাওয়াত পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সেখানে তিনি রোম সম্রাটকে রোমের মহান অধিপতি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সৌন্দর্য, ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করে মানুষকে দাওয়াতের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। নবী নিজের ঘরে, আত্মীয় স্বজনের কাছে, স্বজাতির কাছে, বাজারে, মেলায়, সমাবেশে, অন্য এলাকায়, মানুষের ঘরে ঘরে, পথে প্রান্তরে গিয়ে গিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন। যেখানে যেতে পারেননি, সেখানে সাহাবাকেরামদের পাঠিয়েছেন। এমনকি বিশ্বের নামকরা শাসক, ক্ষমতাবান জাতি, রাষ্ট্রকেও দাওয়াত দিয়েছেন। সবার কাছেই দাওয়াত ও তাবলীগের জামাত প্রেরণ করেছেন। এ কাজে তিনি নিজের শারীরিক, আর্থিক ও সকল প্রকার সঙ্গতিকে ব্যবহার করেছেন। দাওয়াতে তাবলীগের কাজ চলতে থাকবে। জামাত সফর করতে থাকবে। মানুষ মুসাফির বা পথিক। প্রবহমাণ পানি যেমন পচন মুক্ত থাকে, দ্বীনের দাওয়াত চলতে ফিরতে থাকলে, মানুষের ঈমান ও আমল দুর্বল হওয়ার সুযোগ পায় না। বরং ঈমান ও আমলের উৎকর্ষতা সাধিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল মদিনায় এসে দশ-বিশদিন থেকে ইলম আমল হাসিল করে নিজ বাড়িতে ও এলাকায় গিয়ে পুনরায় দাওয়াতের কাজ করত। কখনও কখনও মদীনার সাহাবায়ে কেরামদের বিশেষ দল বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে সেখানে অবস্থান করে ঈমান, ইলম, আমল ও আখলাকের দাওয়াত দিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মসজিদে নববীতে একদল সাহাবী আসহাবে সুফ্ফা হিসেবে সারা দিন রাত থাকতেন। তারা সর্বক্ষণ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষার প্রশিক্ষণ নিতেন এবং নির্দেশ পালন করতেন। তাদের কোন ঘরবাড়ি পরিবার পরিজন ছিল না। তারা কোন জীবিকার অন্বেষণেও ব্যস্ত থাকতেন না। বিশ্বনবী তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে দ্বীনের তালিমে পাঠাতেন। নবী করিমের

www.pathagar.com

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যামানায় মানুষদের দ্বীনি তালীমের জন্য জ্ঞানীদের সংস্পর্শে রাখা হত। তারা সাধারণ মানুষদের মৌখিক, মাছলা মাছায়েল, যিকির, ইল্‌ম ইবাদত, এখলাস সবকিছুর প্রশিক্ষণ দিতেন। এভাবে নবী মদীনায় ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সারা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মডেল রাষ্ট্র, সমাজ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি হাতে কলমে শিক্ষা দেন।

বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগের যে কাজ চলছে, এটা নতুন কোন পথ, মত বা পদ্ধতি নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একই আদলে দাওয়াত ও তাবলীগের পুনরুজ্জীবন। এ কাজকে পুনরায় শুরু করেন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। তার পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, নিজাম উদ্দীন আউলিয়া এর মাজার সংলগ্ন এক বাড়ীতে বাস করতেন। সে সময় মেওয়াতী গরীব মুসলমান কাজের সন্ধানে দিল্লীতে আসত। তারা দ্বীন সম্পর্কে প্রায় বেখবর ছিল। মাওলানা ইসমাইল সাহেব তাদেরকে দ্বীনের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু দ্বীনের প্রয়োজনীতা তারা বুঝত না। অন্যদিকে দিন মজুরী না করলে তাদের খাবার জুটত না। তিনি একবার কয়েকজন মেওয়াতী শ্রমিককে মজুরী প্রদানের কথা বলে মসজিদে নিয়ে এসে সালাত ও কুরআন শিক্ষা দেয়া আরম্ভ করলেন। দিন শেষে মজুরী দিলেন। এভাবে কাজ না করিয়ে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক দিতে লাগলেন। ক'দিন এভাবে চলার পর মেওয়াতী শ্রমিকরা দ্বীনের গুরুত্ব ও মাওলানার পবিত্র ইচ্ছা বুঝতে পারল। তারা সারাদিন কাজ করে রাতে দ্বীন শিখতে আসতে লাগল। এভাবে অশিক্ষিত শ্রমিকদের নিয়ে বয়স্ক দ্বীনি শিক্ষা মাদ্রাসার সূচনা হলো। এর কিছুদিন পর হিজরী ১৩১৫ সালে মাওলানা ইসমাইল মারা যান। তার পুত্র মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে শুরু থেকেই সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। মাওলানা ইলিয়াস ছিলেন হাফেয। তিনি ১৫ বৎসর মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর কাছে তিরমিযী ও বুখারী শরীফ পড়েন। মাওলানা ইলিয়াস এর মাতা, পিতা, এমনকি বংশের সকলেই হাফেয ছিলেন। তিনি শুধু নিজামুদ্দিনের মাদ্রাসায় দ্বীনি শিক্ষা যথেষ্ট নয় মনে করে মেওয়াতে বেশ কিছু মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। সাথে সাথে দ্বীনি জীবন গঠনের জন্য চেষ্টা ও চিন্তা করেন। তিনি মেওয়াতীদের বাড়ীঘর থেকে বের হয়ে দ্বীনি ইলম, দাওয়াত ও হিজরতের ব্যবস্থা করেন। এতে মেওয়াতী সাধারণ দরিদ্র ও শ্রমিক মানুষগুলোর দ্বীনি জীবন যাপনে উন্নতি লক্ষ্য করেন। হিজরী ১৩৬৫ সালে মাওলানা ৪র্থ বারের মত হজ্জে গিয়ে তদানীন্তন সউদী সরকারের নিকট দাওয়াত

www.pathagar.com

ও তাবলীগের কাজ পেশ করেন। সেখান থেকে পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন এবং সউদী আরবে এ কাজের প্রসার করেন। এরপর দিল্লীতে এসে খুব উদ্যোগ নিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন। মেওয়াত থেকে অনেক জামাত আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রেরণ করেন। বর্তমানে মেওয়াতে এ কাজের বরকতে দ্বীনি ইলম ও আমলের ময়দান হয়ে গেছে। সেখানকার মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাহাবায়ে কেরামদের কথা মনে করিয়ে দেয়। মেওয়াতে খাদ্যে, কৃষিকাজে, ফল-ফলাদিতে, গবাদী পশুতে চোখে পড়ার মত বরকত এসেছে। চারিদিকে শুধু শান্তি আর শান্তি। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বলেন, তাবলীগ জামাতের আমলী কাজ দেখে আমার অন্তর পূর্ণ শান্তি লাভ করেছে। একাজ নৈরাশকে আশায় পরিবর্তন করেছে। বর্তমান বিশ্বে ১৫০ টির বেশী দেশে লক্ষ লক্ষ মসজিদে একাজ চলছে। এটা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার কাজের পুনঃ প্রচলন। এখানে কোন নতুন সংযোজন বা বিয়োজন নেই। আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জান মাল ও সময় দিয়ে, ঈমান ও আমল শেখা তথা ব্যক্তিগত দ্বীনি উন্নতি লাভের স্বউদ্যোগী চেষ্টা করা হয়। সকল মতাদর্শের সকল শ্রেণীর সকল পেশার লোক এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে আল্লাহ্, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে সকলের জন্য সহজ ও গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক বিশ্ব ইজ্তেমার দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় এর গ্রহণযোগ্যতা সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে।

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগ : ইসলামের বুনিয়াদ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের একটি সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক, হিকমত ও সদুপোদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তার পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, তা ভালকরেই জানেন এবং কারা সৎপথে আছে, তা তিনি ভালভাবেই জানেন" (সূরা নাহল-১২৫)। নবী ও রাসূলদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, মানবজাতিকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে দাওয়াত প্রদান করা। এরপর তাঁদের (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে, এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। পুরো কুরআনের পনের আনাই (৯০%) হচ্ছে দাওয়াতের আলোচনা। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের আলোচনাই কুরআনের মূল উদ্দেশ্য। নবী ও রাসূলদের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুমকে পৌছে দেয়া বা শুনিয়ে দেয়াই নয় বরং তা পালনের প্রতি মানুষকে উত্তম পন্থায় দাওয়াত দেয়া তথা দ্বীনি বিষয়াবলীর শিক্ষা, হাতে কলমে প্রশিক্ষণের (আমল) মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিনিধির জ্ঞান, গুণ ও যোগ্যতায় উন্নীত করা। পাশাপাশি প্রতিপালকের সাথে মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে দেয়া। আর এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ করা। এভাবে দাওয়াতে তাবলীগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জীবনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। অপর পক্ষে শয়তান হচ্ছে মানুষের চির শত্রু। শয়তান মানুষের নফস বা প্রবৃত্তিকে প্ররোচনা দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকে ভুলিয়ে রাখে। মানুষকে খারাপ চিন্তা ও ভোগবিলাসে ডুবিয়ে রাখে। যখন মানুষ আখেরাতের বিষয়ে উদাসীন হয়ে দুনিয়ার আসক্তিতে নিমজ্জিত হয়, তখন মানুষ দুনিয়াদার হয়ে যায়। ফলে তার উপর শয়তানের সাময়িক প্রভাব হয় অপ্রতিরোধ্য। দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কোন কোন মানুষের বিদ্বেষের আসল কারণ হচ্ছে তাদের উপর শয়তানের সাময়িক প্রভাব ও প্ররোচনা। তাই দাওয়াতী কাজের সাথে জড়িত লোকদের কোনভাবেই ওসব মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে বরং শয়তানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত। মনে রাখতে হবে, শয়তানের সাময়িক ধোঁকা কেটে

www.pathagar.com

গেলে প্রতিটি মানুষেরই, দাওয়াতী কাজের প্রতি সুধারণার উন্মেষ ঘটবে। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ও আশ্রয় ছাড়া শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্যেই বলা হয়েছে হেদায়েত আল্লাহ্ তায়ালার হাতে। এটাও মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের সকল ধর্মীয় কাজের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজেই শয়তানের গাত্রদাহের মূল কারণ। শয়তান তার সর্বশক্তি দিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, "তুমি ধৈর্যধারণ কর, তোমার ধৈর্যতো আল্লাহ্ তায়ালারই সাহায্যে। (দাওয়াতের কর্মে বিদ্বেষী) মানুষদের জন্য দুঃখ কর না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্মপরায়ণ (নাহল-১২৭-১২৮) অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে অংশগ্রহণকারীদের কোন কারণেই আফসোস বা মনোক্ষুণ্ন বা বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই। বরং এভাবে উৎফুল্ল ও শুক্রিয়া আদায় করা উচিত যে, স্বয়ং আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি কিছু বিভ্রান্তি এবং এর জবাব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অনেকেই মনে করেন, মুসলমানদের উপর এত যুলুম হচ্ছে আর তাবলীগের লোকেরা চুপচাপ দাওয়াতের কাজ নিয়ে মহাসুখে আছে। তরবারি নিয়ে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন? ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে কোন শোরগোল ও প্রতিবাদ করছে না কেন? এর জবাবে আমাদের বিশ্বনবীর জীবনকে পর্যালোচনা করতে হবে। বিশ্বনবী যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন, তখন পুরো পৃথিবীর মানুষরা ছিল তার প্রতিপক্ষ। তিনি উত্তমপন্থায়, হিকমত ও সুদোপদেশের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার করেন। প্রথমে গোপনে তিন বছর; এরপর প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর নিজের ও তাঁর অনুসারীদের উপর যুলুম ও নির্যাতন আসতে থাকে। তদুপরি মুসলমানদের মধ্যে দু'টো বিশেষ গুণের জন্য তারা সফলতা অর্জন করতে থাকেন এবং সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য পেতে থাকেন। সূরা নমলের শেষ দু'আয়াতে এ দু'টো গুণের কথা বলা হয়েছে। সবর (ধৈর্য) এবং তাকওয়া (খোদাভীতি)। বর্তমান যামানার শতকোটি মুসলমানদের মধ্যে এ দুটো বিশেষগুণের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। যার কারণে মুসলমানরা বহুধাবিভক্ত, পথহারা, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত। আজ মযলুম হয়েও মুসলমানরা আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য পাচ্ছে না। কারণ সবর ও তাকওয়াবিহীন (নামধারী) মুসলমানরা মযলুমের যোগ্যতা রাখে না। ফলে এ যামানার তথাকথিত মযলুমের দোয়াও আল্লাহ্ কবুল করছেন না। তাই যারা

www.pathagar.com

মুসলমানের মূল শক্তি ঃ ঈমানী জোর, তাকওয়া, এখলাস, সবর, আখলাক এসব ঠিক না করেই, জেহাদের কথা বলে লম্ফঝম্ফ করছেন; তাদের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য নেই। আর আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ছাড়া দুনিয়াবী শক্তি দিয়ে মুসলমানরা কোন দিনই বিজয় অর্জন করবে না। মুসলমানদের প্রথমে নিজেদের ঈমান, একীন, আমল ও আখলাক ঠিক করতে হবে। সত্যিকারের মুসলমান না হয়ে, ইসলাম বিদ্বেষীদের উপর জেহাদের কথা বলে ঝাঁপিয়ে পড়লে ফল হবে উল্টো। সফলতা তো আসবেই না বরং ইসলাম সম্পর্কে সবার ধারণা হবে খারাপ এবং দুর্বল ঈমানদারদের ঈমানের লাইনে অগ্রসর হওয়াও কঠিন হবে। এর প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে তথাকথিত জঙ্গিবাদের কারণে আজ ইসলামী সুন্নত পালনকারী সাধারণ মুসলমানরা, পর্দানশীন মুসলিম নারীরা এমনকি ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন। সারা বিশ্বে যারা আজ কারণে অকারণে, চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে, বোম ফোটাচ্ছে, গ্রেনেড চার্য করছে, অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে যুদ্ধংদেহী হয়ে চিৎকার করছে, তাদের সাথে কোনভাবেই ইসলামের সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। এভাবে কখনই পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম হতে পারে না। ইতিহাস দেখুন, এভাবে কি ইসলাম এসেছে? বিশ্বনবীর নেতৃত্বে মক্কা বিজয় হয়েছিল রক্তপাতহীনভাবে, যে শত্রুরা ৫০০ কিলোমিটার দূরে মদীনায় নিরহ মুসলমানদের আক্রমণ করেছিল; তাদের পুরোপুরি মাফ করে দেন বিশ্বনবী। এটাই ইসলামের শিক্ষা। লক্ষাধিক বিশ্বনবী রাসূল কি এভাবে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ২৩ বছরের নবুয়াতি জীবনের প্রথম তের বছর (মক্কা জীবনে) দাওয়াত ছাড়া কোন কাজ ছিল কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ৫০০ কি.মি. হিজরত করে মদীনায় যাননি? সেখানে গিয়ে শত্রুর হামলার শিকারের পরই শুধু অস্ত্রহাতে আত্মরক্ষা করেছেন। যে সব সাহাবী নবীর সাথে আক্রান্ত হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন তাদের ঈমানী শক্তি, তাকওয়া, ধৈর্য কোন পর্যায়ের ছিল? কি পরিস্থিতিতে তারা তা করেছিলেন? আল কুরআনের পুরোটা পর্যালোচনা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সঠিক জ্ঞান অর্জন না করে শুধু প্রতিবাদের কথা বলে, সারা বিশ্বকে ইসলাম সম্বন্ধে ভুল তথ্য দেয়া অন্যায়। যারা তাবলীগের মত শান্তিপ্রিয় ইসলামী দাওয়াতের মাঝে অহেতুক ইসলাম বিরোধী উত্তেজনা ছড়াতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য আর যাই হোক ইসলামের মঙ্গল নয়। বাস্তবে দাওয়াতের কাজ কারও খেয়াল খুশীমত চলতে পারে না। এটা চলবে নবী রাসূল ও সাহাবাকেরামদের দেখানো পথে। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত ও রাসূল

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথে। এটা কার পছন্দ হল বা কার অপছন্দ হল, তাতে কিছুই যায় আসে না। মুসলমানদের আসল উদ্দেশ্যই হল, আল্লাহ্ তায়ালার রাজিখুশী। তাই যারা দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদের উত্তেজিত করতে চায়, তাদেরকে বিনীতভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকেই দাওয়াত দিতে হবে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে, আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জান, মাল ও সময়কে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার নামই উৎকৃষ্ট জেহাদ। বিশৃঙ্খলাকে হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় বলে অবহিত করেছেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা (সূরা বাকারা-১৯১ ও ২১৭)। মানব সমাজে বিশৃঙ্খলার অধিকার আল্লাহ্ কাউকে দেননি। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই আমরা ঈমান, একীন, শিখব; আমলে সালেহ অর্জন করব আর তাকওয়া, সবর, এখলাস ও আখলাকের মত প্রয়োজনীয় গুণাবলীর উন্মেষ ঘটাব নিজেদের জিন্দেগীতে। আমরা দাওয়াত দিয়ে যাব আর হেদায়েতের মালিক আল্লাহ্ নিজে।

আবার অনেকে বলেন, দাওয়াতে তাবলীগের কাজ কি নফল, সুন্নাত না ফরয? এটা না করলে কি ক্ষতি হবে? নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আর দান খয়রাত করলেই তো চলে। ঈমান তো আছেই। তবে সুযোগ সুবিধা হলে, দেখা যাবে। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্বেই দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ্ নিজেই মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ্ নবী রাসূলদের দিয়ে দাওয়াতে তাবলীগের কাজ করিয়েছেন। আমাদের নবী হলেন, শেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। এজন্যে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছান শেষ নবীর উম্মতের উপর অর্পিত দায়িত্ব। আল্লাহ্ আল-কুরআনে বারবার নানা ঘটনার উল্লেখ করে, নানাভাবে একথাকে বুঝিয়েছেন। বিশ্বনবী তাঁর নবুয়তি পুরো জীবন দিয়ে একাজ করে গেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে একাজের সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। নবী (সা.) সাহাবা কেরামদের একাজ শিখিয়েছেন, বুঝিয়েছেন, করিয়েছেন এবং একাজের সাথে জীবনকে জুড়ে রাখতে বলেছেন। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ উম্মতের জরুরি দায়িত্ব। উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্ব নির্ভর করে এ দায়িত্ব পালনের উপর। আল্লাহ্ তায়ালার সরাসরি সাহায্য পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগ। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ছাড়া মুসলমানরা পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও পারবে না। মুসলমানদের সাফল্য ও বিজয়ের মূল হাতিয়ার হল, আল্লাহ্ তায়ালার গায়েবী সাহায্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনদশায় মুসলমান কখনই লোকবল, অস্ত্রবল আর

www.pathagar.com

বাহুবলে বিজয় অর্জন করেনি। বর্তমান যামানায়ও মুসলমানকে স্বাভাবিকভাবে তার ঐতিহ্য ধরে রেখে, ইসলামী জীবন যাপন করতে হলে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। একথা যদি আমাদের বুঝে না আসে, তবে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তওবা করে হেদায়াত চাইতে হবে। আল্লাহ্ যেন আমাদের সঠিক বুঝ দিয়ে দেন। আর শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

বর্তমান যামানায় ইসলাম নিয়ে নানা পথ, মত, দল ও সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। নানাজন নানাভাবে মানুষের মনে কুধারণা দিচ্ছে। যে কেউ যে কোনভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারে। দেখতে হবে তাদের দাওয়াতের সাথে আল কুরআন এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দাওয়াতের মিল আছে কিনা? বিশ্বের সকল নবী রাসূল, সাহাবাকেরাম যেভাবে দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহ্ যেভাবে দাওয়াত দিতে বলেছেন, তার সাথে মিল রেখে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে। এর পরিপন্থী যত ভালকাজই হোক না কেন, তাতে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য পাওয়া যাবে না এবং তাকে আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন না। আমাদের দেখতে হবে দাওয়াতের কাজ কেমন হওয়া উচিত? এবং দাওয়াতের কাজের কর্মীর (দায়ীর) চরিত্র কেমন হওয়া উচিত? দাওয়াতের কাজে, নবী রাসূলরা মানুষকে শুধু আল্লাহ্ তায়ালার দিকেই ডেকেছেন এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক করে দিয়েছেন। "আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চায়" জীবন গঠনে পথনির্দেশ দিয়েছেন। দাওয়াতের কাজ শুধু আল্লাহ্‌কে ঘিরেই। আমাদের নবী কখনই মানুষকে নিজের দিকে ডাকেননি। নিজেকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কোন কাজ করেননি। সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। অনাহারে অর্ধাহারে থেকেছেন। দারিদ্র্যতার ভিতর চলেছেন। দুনিয়ার চাকচিক্য, জৌলুস ও ভোগবিলাস থেকে পুরোপুরি বিমুখ ছিলেন। বর্তমান যামানার দল, মত ও দলনেতাদের কার্যক্রম লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে কারা সঠিকপথে আছেন? বর্তমান যামানার তাবলীগ জামাতের ভেতর কোন ব্যক্তিপূজা নেই। এখানে কোন দলও নেই, দলনেতাও নেই। নোট ও ভোট নেই। কোন অর্থ নেই, কোন ব্যক্তিগত ক্ষমতাও নেই। তাবলীগ জামাত মানুষকে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দিকেই দাওয়াত দেয়। মানুষকে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা নিজ দলের বা গ্রুপের বা জামাতের দিকে আকৃষ্ট করে না। এখানে যে কেউ যে কোন সময় নিজের জান মাল ও সময়কে নিজ ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় করে ঈমান, একীন ও আমল শিখতে পারে। দ্বীনের সঠিক বুঝ পেতে পারে। নিজেকে পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে

www.pathagar.com

পারে। আবার ভাল না লাগলে, নিজে নিজে দাওয়াতের কাজকে অব্যাহত রাখতে পারে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, কোন নবী রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের বিনিময়ে মানুষের কাছে কিছু প্রাপ্তির আশা করেননি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে দাওয়াত পেশ করেছেন। ঘর থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হতে হবে। এটাই জেহাদ। যা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। দ্বীনের প্রচার প্রসার ও কায়েমের জন্য নিজের জান, মাল ও সময়কে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় করাই জেহাদ। নবী রাসূলরা যেভাবে একাজ করেছেন, সেভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করাই আল্লাহ্ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য। নিজের খেয়াল খুশীমত দাওয়াত বা জেহাদের কাজ করা নিষেধ। আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ বলেছেন মন্দকে, ভাল দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। সৎকাজের প্রসার ঘটিয়ে, অসৎকাজকে দূর করতে হবে। সৎ কাজের উদ্দেশ্যই হল, মানুষের কল্যাণ। মানুষকে ভালবাসতে হবে এবং অন্তরে দরদ রাখতে হবে। মানুষ যেন জাহান্নামে না যায় সেভাবে দাওয়াত দিতে হবে। রাগ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ এসব আল্লাহ্ তায়ালার রাজি-খুশীর জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য নয়। এযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ইসলামের মূলমন্ত্র হল, সমতা। কাল-সাদা, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সমান। যার যার কাজ, নিজে নিজে করতে হবে। অপরভাইকে খেদমত করতে হবে। অহংকার ও আমিত্বকে মিটিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দামী বিষয় হল, তাকওয়া, এখলাস ও ঈমান। দাওয়াত ও তাবলীগের যাত্রীরা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার কাছেই সাহায্য চাবে। পৃথিবীর কোন মানুষ, ক্ষমতা, পদ, পদবী, অর্থ সম্পদের কাছে সাহায্য চাওয়া নিষেধ। দায়ীরা সর্বাবস্থায় মহান প্রতিপালকের কাছেই সাহায্য চাবে। মানুষের অর্থ, সম্মান, সম্পদ, স্বাস্থ্য, পদপদবী, সুখ, দুঃখ, শান্তি, দুর্গতির মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তার খাজানায় কোনকিছুর অভাব নেই। সমাজের মধ্যে ধনি-গরিব, ছোট-বড়, অশিক্ষিত-শিক্ষিত, দুর্বল সবল, সবই আল্লাহ্ তায়ালার তৈরী। মুসলমানদের মাঝে অনেক মতপাথর্ক্য থাকতে পারে। তাই বলে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষেধ। আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে চলতে হবে। বিভিন্ন দল, মত, পথ থাকতে পারে। দাওয়াতের কাজে কারও সমালোচনা করা, খারাবি চাওয়া, বিদ্বেষী হওয়া নিষেধ। আমরা শুধু মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকেই ডাকব। মানুষের কল্যাণ চাব। বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে একতাবদ্ধ হব, মিলেমিশে চলব। অপরের ভালটার কথা বলব। কারও দোষ ধরব না। বর্তমান তাবলীগ জামাতের মাঝে এ গুণগুলো রয়েছে। এখানে নানা মত, পথ,

www.pathagar.com

দল, গ্রুপ, দেশী, বিদেশী, নানা ভাষা-ভাষির মানুষ রয়েছে। সবাই মিলেমিশেই দাওয়াতের কাজ করছে। আল্লাহ্ বলেন, যারা আমার জন্য সাধনা বা জেহাদ করবে, তাদেরকে আমার নৈকট্য বা হেদায়েতের পথ দেখাব। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে চূড়ান্ত সাফল্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালার হেদায়েতের পথের সন্ধান লাভ। তাবলীগের কাজে নানা জাতের শয়তানি উস্কানি বা বিপদগামিতার প্ররোচনা আসবে। সেসব ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করাই আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ। বর্তমান যামানার তাবলীগের জামাতও সকল উস্কানির মুখে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ, মানুষকে ঈমানে আমলে ও আচরণে বিশুদ্ধতা (এখলাস) অর্জনে সহায়তা করে। দাওয়াত হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তবে এটা কখনই একমাত্র কাজ নয়। দাওয়াতের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে সংসার, চাকুরী, ব্যবসা, দোকানদারী তথা সকল পেশা বা শ্রেণীর কাজ করতে হবে এবং হালাল রুজি অর্জন করতে হবে। তাকে সফল সংসারী, সমাজসেবী, পরোপকারী, দরদী মানুষ হতে হবে। সংসার ত্যাগী, দরবেশ, পীর ফকির বা বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য তাবলীগ নয়। সকল মানুষের জন্য সমভাবে দ্বীন ও দাওয়াত জরুরি। কেননা হেদায়েত রয়েছে দাওয়াতের মাঝে। যুগে যুগে প্রেরিত নবী রাসূলদের সাথীরা ছিলেন সমাজের সাধারণ মানুষ। দাওয়াতের কাজ সাধারণ মানুষের দ্বারাই হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হবে। এ কাজে যে কেউ তার তাকওয়া ও এখলাসের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করতে পারে। দাওয়াতে তাবলীগ হচ্ছে, আখেরাতমুখী কাজ। দাওয়াতের কাজে এখলাসের কমতি থাকলে, যতবড় দুনিয়াদার আলেম বা ক্ষমতাবান বা সম্পদশালী মানুষ হোক না কেন, সে কখনই সফলতা অর্জন করবে না। সঠিক নিয়তের অভাবে একাজে বরকত হয় না। আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে হেদায়েতের জন্য পরিপূর্ণ এখলাস ও সঠিক নিয়তের সাথেই জান মাল ও সময়ের কুরবানী করতে হবে। দাওয়াতে তাবলীগের কাজে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যত শ্রমই ব্যয় করা হোক না কেন, কোন লোক সফলতা অর্জন করবে না। দাওয়াতের কাজের জন্য আলেম, ওলামা, ক্ষমতাবান, সম্পদশালী, মর্যাদাবান, শিক্ষিত কিংবা বিশিষ্ট লোক জরুরি নয়। এখলাসওয়ালা, তাকওয়াওয়ালা, আখলাকওয়ালা, মানব কল্যাণকামী, দরদী সাধারণ মানুষরাই দাওয়াতে তাবলীগের মূলশক্তি। যুগে যুগে সমাজের সাধারণ লোক দিয়েই আল্লাহ্ দাওয়াতে তাবলীগের কাজ করিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও করাবেন। আল্লাহ্ তার পছন্দের লোকদের দিয়েই এ কাজ করান। সবার ভাগ্যে এ কাজের নসীব হয় না। দুনিয়া

www.pathagar.com

টিকে থাকার জন্য দ্বীন জরুরি। দ্বীন টিকে থাকার জন্য দাওয়াত জরুরি। দাওয়াতের জন্য দায়ী জরুরি। আর দায়ী হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার খাস রহমত প্রাপ্ত মানুষ। আল্লাহ্ তায়ালার খাস রহমত ছাড়া কেউ দায়ী হতে পারে না বা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে পারে না। হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ দায়ীদের বিচার করবেন না। নবী, রাসূল, সিদ্দিক, শহীদ, সালেহীনদের সাথে দায়ীদের হাশর করাবেন ও বেহেশতে জায়গা দিবেন। দায়ীরা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার খাস মেহমান। তাদের মর্যাদাও খাস (স্পেশাল)।

অনেকে বলেন, আজকাল ভদ্র, নরম ও মিঠে কথায় কাজ হয় না। দাওয়াতের কাজেও গরম কথা বলতে হবে। অথচ আল্লাহ্ দাওয়াতের কাজ নরম মেজাজেই করতে বলেছেন। বিশ্বনবী করিম (সা.) বলেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার পূর্বশর্তই হচ্ছে নম্র ব্যবহার করা। অনেকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে জরুরি মনে করেন না। এটা শয়তানের ধোঁকা। এর চেয়ে জরুরি দ্বীনি কাজ দ্বিতীয়টি হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অনেকে আবার মনে করেন, একাজের সাথে সবসময় জুড়ে থাকার দরকার কি? আসলে শয়তান মানুষকে আস্তে আস্তে দাওয়াতের কাজ থেকে দূরে সরাতে থাকে। যারা একাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। তারা একসময় একাজ বন্ধ করে দিবে। অনেকে অতি আগ্রহে, (জোশের সাথে) একাজ করতে গিয়ে, পরিবার আত্মীয় বা চাকুরী বা ব্যবসার কাজে অবহেলা করে। এটাও অন্যায়। জোশের সাথে হুশ (বিবেক বুদ্ধি) থাকতে হবে। এভাবেও শয়তান দায়ীদের ধোঁকায় বা সমস্যায় ফেলতে পারে। অনেকে আবার আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যের উপর নিয়মবিরোধী নির্ভরশীল হয়ে, স্বাভাবিক কাজ কর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। অথচ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েও সংসারত্যাগী হননি। এভাবে সংসার ও সমাজত্যাগী মানুষ তাবলীগ জামাতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কেননা হালাল উপার্জন করা জরুরি ফরয। কারও মুখাপেক্ষী হওয়া নিষেধ। অতএব দুনিয়া ও দ্বীনের সমতা রেখে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্র কন্যা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ, বন্ধুবান্ধব সবার হক আদায় করাও দাওয়াতে কর্মীর জরুরি কর্তব্য। দুনিয়ার কাজে উদাসিন হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার উপর নির্ভরতা দেখানো এক ধরনের বোকামি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে উট ভালভাবে বেঁধে রেখে আল্লাহ্ তায়ালার উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছেন। তিনি বলেননি উটকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার উপর নির্ভর কর। অপরদিকে আমরা যারা বস্তুবাদী হয়ে স্রষ্টাকে ভুলতে বসেছি,

www.pathagar.com

আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে গেছি। সেটা আরও বড় নারফমানী বা ক্ষতি। আসলে প্রতিটি কাজ কিভাবে করব, তার দিক নির্দেশনা নিতে হবে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ও নবীজির সুন্নত থেকে। নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করতে হবে, কোনটি উচিত ও কোনটা অনুচিত? নফস বা প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিলে হেদায়াত আসবে না। বিশ্বনবী তাঁর নবুয়তি জীবনের (২৩ বৎসরের) মোট সময়ের প্রায় আশি ভাগ সময় দিয়েছেন দাওয়াতের কাজে। উম্মতি মুহাম্মদীর অন্তত বিশভাগ সময় দাওয়াতের কাজে দেয়া উচিত। যুক্তি কি বলে? আসলে আবেগের উপর, বিবেকের স্থান দিতে হবে। ভোগের উপর, দেমাগের গুরুত্ব দিতে হবে। দাওয়াতের কাজ কুরবানীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে যত কুরবানী করবে, সে তত সফল হবে, হেদায়েতের নূরের সন্ধান পাবে। উম্মতে মুহাম্মদীকে সারাবিশ্বের মানুষের হেদায়েতের চিন্তা ফিকির করতে হবে। যার যেমন সামর্থ্য আছে, সেভাবেই আগাতে হবে। আল্লাহ্ সবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অবহিত। যে দুর্বল ও তুলনামূলক কম সামর্থ্যবান, তাকেও নিজ এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করতে হবে। দাওয়াতে তাবলীগের কাজ নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যামানার মত হিজরত ও নুসরত, তথা মোহাজের ও আনসারদের তরীকায় চলবে। একাজ থেকে কারই দূরে থাকা উচিত নয়। কেননা হেদায়েত সবার জন্যই জরুরি। দাওয়াত ও তাবলীগের বিরোধিতাকারী লোকদের উপর উত্তেজিত হওয়া যাবে না। কেননা যারা আজ বিরুদ্ধাচরণ করছে; তারাই একসময় হেদায়েত পেয়ে যাবে। নবী রাসূলদের যামানাতেও এমনটি হয়েছে। তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। নবী অন্যায়কে ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন। কিন্তু অন্যায়কারীকে ঘৃণা করা যাবে না। কেননা অন্যায়কারীকে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দিয়ে, তার সংশোধনের পথ রুদ্ধ করলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্ নবী কে বলেন, আপনি আল্লাহ্র করুণায় তাদের প্রতি বিনম্র রয়েছেন। আর যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর স্বভাব হতেন; তবে তারা আপনার নিকট হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করুন (সূরা আলে ইমরান-১৫৯)। অর্থাৎ নম্র স্বভাবে দাওয়াত দিতে হবে। কর্কশ মেজাজ ও কঠোর স্বভাব লোকদের থেকে কেউ দ্বীন গ্রহণ করবে না। এ তিন গুণের সমন্বয়ে, দায়ীর দাওয়াত ও তাবলীগের কার্যপ্রণালী চালিয়ে যেতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, তাবলীগ জামাতের লোকেরা রাজনীতি করে না কেন? ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বেটারা গাট্টি বস্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? বিশ্ব ইজতেমায় ত্রিশ

লাখ লোক হচ্ছে, ইসলামী বিপ্লব হচ্ছে না কেন? এসব উস্কানিমূলক কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শয়তানের প্ররোচনা। শয়তান চাচ্ছে, মুসলমানদের ঈমান, আমল, আখলাক ও এখলাসের উন্নতির পথ এবং সারাবিশ্বের মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর গ্রহণযোগ্য সর্বশেষ প্রচেষ্টাও যেন বন্ধ হয়ে যায়। এটা বলা বা করা খুব সহজ। বর্তমান সময়ের শত শত ইসলামী রাজনৈতিক দলের মত একাজকেও রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট করা যায়। কিন্তু তাতে লাভ কি? তাবলীগ জামাতের সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ তায়ালার দিকে, কল্যাণের পথে মানুষকে আহ্বান করাই এর মূল্য উদ্দেশ্য। তবে দাওয়াতের কাজে অনেক সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। তাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার বাণী হচ্ছে ঃ তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলো না, বিষণ্ন হয়ো না, যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন হও, তবে তোমরাই বিজয়ী থাকবে। (সূরা আল ইমরান-১৩৯)

আবার দাওয়াতের কাজে বেশী বেশী সফলতা আসলেও খুশী হয়ে অহংকারী হওয়া নিষেধ। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় এসে পৌছবে, আর আপনি লোকদেরকে ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন স্বীয় প্রতিপালকের তসবিহ, তাহমিদ পাঠ করুন, আর তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী (সূরা নাসর ১-৩)।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ খুব সতর্কতার সাথে করতে হয়। কেননা, এর প্রতি পদে পদে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে হয়। দাওয়াতের কাজ যেমন দামী, এর ভুল ভ্রান্তিও তেমন ভয়াবহ রকমের ক্ষতিকর। চোখ কান খোলা রেখে, মাশোয়ারা করে, স্রষ্টার কাছে দোয়া করে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হয়। দৃষ্টির হেফাযত এবং মুখের ব্যবহারে সতর্ক হওয়া জরুরি। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে সঠিকভাবে বুঝাও আল্লাহ্ তায়ালার খাস রহমত। এজন্যেই দাওয়াতের কাজকে নবীওয়ালা মেহনত বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দনীয় ও খাস বান্দারাই এ কাজ করতে পারে। এ কাজের পুরস্কার জান্নাত ব্যতীত অন্যকিছু হতে পারে না। আল্লাহ্ একাজের সাথে আমাদের সকলকে জোড়ার ও একাজ করার তওফিক দিন।

আল্লাহ্ তায়ালার স্পষ্ট ঘোষণা হল, প্রথম ভাগের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার এবং যারা যথার্থভাবে নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট। অনন্ত আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত; যাতে

www.pathagar.com

তারা অনন্তকাল বাস করবে; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা (সূরা তওবা-১০০)। দাওয়াতে তাবলীগের কাজে আমাদেরকে সাহাবা কেরামদের মত জান মাল কুরবানী করতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, পরমুখাপেক্ষিতাকে ঘৃণা করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনড় থাকতে হবে। অঙ্গীকার রক্ষাকারী, আমানতদার হতে হবে, বান্দার হক আদায়ে সচেষ্টা হতে হবে। নিজ চাহিদাকে দমিয়ে রেখে আল্লাহ্ তায়ালার পথে অধিক সময় ব্যয় করতে হবে। ইলম, হিকমত, দক্ষতা ও সুন্নাতের অনুকরণকারী হতে হবে। চেষ্টা ও দোয়া পাশাপাশি করতে হবে। সবরকারী ও শুকরগুজারী হতে হবে। তাকওয়া ও এখলাসওয়ালা হতে হবে। অপরের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। উম্মতের হেদায়েতের চিন্তায় ফিকিরবান হতে হবে। উম্মতের জন্য দরদী ও কল্যাণকামী হতে হবে। সঠিক দাওয়াতের কর্মীর প্রতি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন এবং আমরাও ইনশাল্লাহ জান্নাত পেয়ে যাব।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের প্রথম ১৩ বছর বিরামহীনভাবে মক্কার পথে প্রান্তরে ঘরে ঘরে, বারে বারে তাওহীদ রিসালাত আর আখেরাতের দাওয়াত দিয়েছেন। তার সকল চেষ্টার মূলে ছিল, মানুষ কিভাবে আল্লাহ্কে চিনতে পারে, পৃথিবী ও আখেরাতের জীবন কিভাবে সুন্দর ও সফল হয়ে যায়, কলেমাকে মেনে নেয়। তিনি মানুষের মুক্তির জন্য নিদারুণ অস্থিরতা, গভীর ব্যাকুলতা নিয়ে, দিনরাত কাটাতেন। মানুষের জন্য পরম দরদ ও অনন্ত ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রতিটি কর্মে ও চিন্তা চেতনায়। মানুষ তাকে ভুল বুঝে যুলুম নির্যাতন করত, আর তিনি তাদের ক্ষমা ও দোয়া করতেন। মক্কার জীবন যখন হুমকির মুখে এসে যায়' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন। সেখানেও সে একই চিন্তা, উম্মতের জন্য ভালবাসা আর দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য পেরেশানি। অবশেষে মদিনার দশ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে দাওয়াতে তাবলীগের কাজে পূর্ণতা আসে। এখানে অক্লান্ত পরিশ্রম, পেরেশানি, আর গভীর রাত জেগে উম্মতের জন্য দোয়া করতেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিশ্বনবীর নবুয়তের ২৩ বছর যেন দাওয়াত ও তাবলীগের বাস্তব মডেল। পুরো নব্রুয়তি জিন্দেগীই যেন দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য উৎসর্গকৃত। নবী জীবনের এমন কোন দিন নেই, এমন কোন বেলা নেই, যখন তিনি দাওয়াতে তাবলীগ থেকে অবসর থেকেছেন। সাহাবা কেরামরাও ঐ একই কাজ করেছেন। আল্লাহ্ উম্মতে মুহাম্মদীর উপর একই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ দায়িত্ব হিসাবে অর্পণ করেছেন। এটা উম্মতে

www.pathagar.com

মুহাম্মদীর বুনিয়াদী দায়িত্ব। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যথাযথ গুরুত্বের সাথে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় সম্পাদনের মাধ্যমেই একজন মুসলমান নবীর উম্মতের প্রকৃত দাবিদার হতে পারে। আল্লাহ্ এ যামানার দুর্বল উম্মতে মুহাম্মদীকে দাওয়াতে তাবলীগের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং সে মতে কাজ করার তৌফিক দান করুন। হে মহান প্রতিপালক, সারা বিশ্বের মানুষকে তুমি ক্ষমা করে দাও এবং হেদায়েত দিয়ে দাও। আমাকেও ক্ষমা করে দাও আর তোমার পছন্দনীয় বান্দা হিসাবে কবুল করে নাও। সবশেষে আল কুরআন থেকে কিছু আয়াত তুলে ধরছি, যা আমাদের দাওয়াতের কাজে উৎসাহিত করবে ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ্ বলেন, হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসার সন্ধান দিব কি, যা তোমাদেরকে কঠোর আযাব থেকে রক্ষা করবে? তা হল, তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনবে, মেহনত (জেহাদ) করবে আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদের মাল ও জান দিয়ে (সূরা আস সফ্ফ-১১)। হে মু'মিনগণ, তোমাদের কি হল যখন তোমাদের বলা হয়, বের হও আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় তখন তোমরা মাটি কামড়ে বসে থাক। তবে কি তোমরা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত দুনিয়ার জীবনের সামান্য ভোগবিলাস, আখেরাতের তুলনায় কিছুই নহে, তুচ্ছ (সূরা আত তওবা-৩৮)। মু'মিনদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার মসজিদগুলো আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহ্র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (সূরা আত তওবা-১৮)। হে নবী, আপনি মুসলমানদের বলুন যদি তোমাদের পিতা-পুত্র, ভাই ও স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্রীয়রা আর তোমাদের অর্জিত সম্পদ, ব্যবসা, বাণিজ্য, যার ক্ষতির আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস; তোমাদের নিকট, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হতে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়া থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর সে পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ শাস্তির নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ্ তার আদেশ নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে পথ দেখান না (সূরা আত তওবা-২৪)। হে নবী, আপনি বলে দিন, আমার পথ তো এটাই যে, আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে (মানুষকে) ডাকি এবং যারা আমার অনুসারী তারাও (অর্থাৎ তাদেরও একই কাজ) (সূরা ইউসুফ-১০৮)।

www.pathagar.com

(হে নবী) দ্বীনের আলোচনা করতে থাকুন, কেননা এটা ঈমানদারদের সুফল প্রদান করবেই (সূরা যারিয়াত-৫৫)। হে বস্ত্রাবৃত রাসূল; আপনি উঠুন; আর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং আপনার রবের বড়ত্বের কথা বলুন (সূরা মুদদাসসির-১-৩)।

নিশ্চয়ই আমি আপনার পূর্বেও পাঠিয়েছি নবীদের, বহুজাতির জন্য। আর যখনই তাদের নিকট নবী যেত, তখন তারা নবীদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত (সূরা হিজর-১০-১১)। যারা আমার দ্বীনের জন্য মেহনত করে, আমি তাদের জন্য আমার হেদায়েতের যাবতীয় পথ খুলে দেই। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছি (সূরা আনকাবুত-৬৯)। মু'মিন তারাই যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্ তায়ালার নাম লওয়া হয়, তখন তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পড়ে শোনান হয়, তখন তাদের ঈমান আরও মজবুত হয় এবং তারা নিজেদের রবের উপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল-২)

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞানের মূল কথা

আযান, ইকামত ও নামাযের ইলম

আমাদের আরবী হরফ (অক্ষর) মাখরাজসহ শিক্ষা করা তথা শব্দ শিক্ষা করা এবং উচ্চারণ শেখা জরুরি। কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা এবং কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করা অত্যাবশ্যকীয় ফরয। শুধু আরবী বই ও কুরআন দেখে এর সঠিক উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। সঠিক উচ্চারণ শিক্ষা করা একমাত্র আরবী ভাষার উস্তাদের মাধ্যমেই সম্ভব। তবে আমাদের শেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি। কেননা প্রয়োজনীয় ইলম (কুরআন পাঠসহ) শিক্ষা করা প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফরয। প্রাথমিক ও জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য নিচে নামায সংক্রান্ত বিষয়াদি উল্লেখ করা হল,

আযানের বাক্যসমূহ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ – اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লা-হু আকবার (আল্লাহ্ মহান)– ৪ বার।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আশহাদু আল্লা– ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই)– ২ বার।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ – اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ –

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ্ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল)– ২ বার।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

হাইয়া আ'লাসসালা-হ্ (নামাযের জন্য এসো)- ২ বার।

www.pathagar.com

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

হাইয়া আলাল ফালা-হ্ (কল্যাণের জন্য এসো)- ২ বার।

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

আসসালা-তু খাইরুম মিনান নাওম (নামায নিদ্রা হতে উত্তম- শুধু ফজরের আযানে)- ২ বার।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লা-হু আকবার- ২ বার।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই)- একবার।

আযানের দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ.

আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত তাম্মাতি, ওয়াস সালাতিল কৃ-য়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াছীলাতা ওয়াল্ ফাযীলাতা ওয়াব্'আ'ছ্হু মাক্বামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়াআ'ত্তাহ্ (হে আল্লাহ্, তুমি এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উছিলা ও সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে ঐ প্রশংসিত স্থান দান কর, যা তাঁর জন্য তুমি ওয়াদা করেছ।)

আযানের জবাব ঃ নামায আদায়ের মাধ্যমে আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব এবং মৌখিকভাবে আযানের জবাব দেয়া সুন্নাত বা মুস্তাহাব। আযানের জবাবের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়া জরুরি। আযানের মৌখিক জবাবের জন্য প্রতিটি বাক্যের জবাবে অনুরূপ বাক্য বলাই নিয়ম। শুধু حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ "হাইয়া আ'লাসসালাহ্ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ "হাইয়া আ'লাল ফালাহ্"-এর জবাবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ "লা- হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্" বলা জরুরি। ফজরের আযানের সময় "আসসালা-তু খাইরুম মিনান্নাওম্" এর জবাবে সাদাকতা ওয়া বারাকতা বলার নিয়ম।

ইকামাতের বাক্যসমূহ ঃ অনুরূপ আযানের মত। "হাইয়া আ'লাল ফালা-হ্"

www.pathagar.com

বাক্যটির পর অতিরিক্ত "ক্বদকা-মাতিসস্বালা-হ্‌- দু'বার বলা। ইকামতের জবাব আযানের জবাবের অনুরূপ বলা। "ক্বদকা-মাতিস স্বালা-হ্‌" বাক্যটির জবাবে লা-হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ বলা।

নামাযের প্রয়োজনীয় দোয়া ও তাস্‌বীহ্‌সমূহ

ছানা ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَاۤاِلٰهَ غَيْرُكَ.

সুব্‌হানাকা আল্লা-হুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা-জাদ্দুকা ওয়ালা-ইলা-হা গায়রুক। (হে আল্লাহ্‌! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমার জন্যই। তোমার নাম মঙ্গলময়, তোমার মহিমা অতিউচ্চ, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই)।

আউযুবিল্লাহ্‌ এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌ ঃ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আউ-যু বিল্লা-হি মিনাশ্‌শাইত্বা-নির রাজীম (বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা হতে আল্লাহ্‌ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম (পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে শুরু করছি)।

রুকু ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

সুবহা-না রব্বিয়াল আ'যীম (আমার মহিমান্বিত প্রভু পবিত্র)।

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

সামীআল্লা-হু লিমান হামিদাহ্‌ (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রশংসা করেন, তিনি তা শোনেন)।

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

রব্বানা- লাকাল হাম্‌দ (হে আমার প্রভু, সকল প্রশংসা আপনার জন্য)।

সিজদা ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى

www.pathagar.com

সুব্‌হা-না রব্বিয়াল আ'লা- (আমার আল্লাহ্ অতি বড় ও পবিত্র)।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ মহান)।

আত্তাহিয়্যাতু ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه- اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ-

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াস্‌সলাওয়া-তু ওয়াত্‌ত্বাইয়্যিবাতু, আস্‌সালা-মু আ'লাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ্। আস্‌সালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লা-হিছ ছা-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্‌দুহু ওয়া রসূলুহু। (মৌখিক, শারীরিক, আর্থিক সমস্ত ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। হে নবী, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। হযরত মুহাম্মদ আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা ও রাসূল)।

দরূদ শরীফ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আল্লা-হুম্মা সল্লি আ'লা- মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আ'লা- ইব্রাহীম ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুমা বা-রিক আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাক্‌তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। অর্থ ঃ (হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি সেরূপ শান্তি বর্ষণ কর, যেরূপ তুমি ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বর্ষণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে

www.pathagar.com

আল্লাহ্, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল কর, যে রূপ তুমি ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।)

দোয়া মাছুরা ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِـرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

আল্লা-হুমা ইন্নি যালামতু নাফ্সী যুলমান কাছীরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুযযুনূবা ইল্লা- আন্তা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম। (হে আল্লাহ্, আমি আমার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া পাপ মার্জনাকারী কেউ নেই। অতএব, হে আল্লাহ্, অনুগ্রহপূর্বক তুমি আমার গুনাহগুলো মাফ কর এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি দয়াময় ও পাপ মার্জনাকারী)।

সালাম ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

আস্‌সালা-মু আ'লাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ্। (তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)।

দোয়া কুনুত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْـكَ الْخَيْـرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَنَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَـكَ نُصَـلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَـذَابَكَ اِنَّ عَـذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

আল্লা-হুমা ইন্না নাস্‌তাইনুকা ওয়া নাস্‌তাগ্‌ ফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছনী আলাইকাল খইরা, ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়ানাখলাউ, ওয়ানাত্‌রুকু মাইইয়াফজুরুকা। আল্লা-হুম্মা ইয়াকানা'বুদু ওয়ালাকা নুছল্লী ওয়া নাস্‌জুদু, ওয়া ইলাইকা নাস্‌আ, ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজু রহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব। (হে আল্লাহ্, নিশ্চয়ই আমরা তোমার সাহায্য চাচ্ছি এবং তোমার নিকট

www.pathagar.com

ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমাকেই বিশ্বাস করি এবং তোমারই কাছে কল্যাণ কামনা করি। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। যারা তোমার অবাধ্য তাদের সাথে আমাদের কোন সংস্রব নেই। আমরা তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই জন্য নামায পড়ি ও তোমাকেই সিজদা করি। তোমার আদেশ পালন ও তাবেদারীর জন্য সব সময় প্রস্তুত আছি। আমরা সব সময় তোমার রহমতের আশা ও তোমার আযাবের ভয় অন্তরে পোষণ করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট)।

মুনাজাত ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَاَتُوْبُ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا.

রব্বানা- আ'তিনা- ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান্নার। রব্বানা তাক্কাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আ'লীম। ওয়াতুব্ আ'লাইনা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়্যাবুর রহীম। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্না-র। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্য়ালুকাল জান্নাত। লা- ইলা-হা ইল্লা আন্তা সুবহা- নাকা ইন্নি কুনতু মিনায যোয়ালিমিন। রব্বীর হামহুমা- কামা- রব্বাইয়া-নী ছগীরা।

নামায শেষে তাসবীহসমূহ ঃ

১। তওবা ও ইস্তিগফার ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ.

আসতাগ্ফিরুল্লা-হ রব্বী মিনকুল্লি যাম্বিও ওয়া আ'তুবু ইলাইহি। লা- হাওলা- ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি আলিউল আযীম। (১০০ বার)

২। ছোট দরূদ শরীফ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا.

আল্লা-হুমা সল্লিয়ালা মুহাম্মাদিনি নাবিয়্যাল উম্মিইয়ি, ওয়া 'আলা- আ-লিহি ওয়া সাল্লিম তাসলি-মা-। (১০০ বার)

www.pathagar.com

৩। কলেমা সাওম ঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ.

সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু আল্লা-হু আকবার। (১০০ বার)

নামাযের/অযুর পূর্বে মিসওয়াক করা : প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে ভালভাবে মিসওয়াক করে অযু করে নিলে নামাযের ফযিলত ৭০ গুন বৃদ্ধি পায়।

নামাযের নিয়তঃ নামাযের নিয়ত অন্তরে (মনে মনে) করতে হবে। মুখে আরবী বা বাংলা নিয়ত জরুরি নয়। নামাযের খুশু খুজু (একাগ্রচিত্ততা, ধ্যান, খেয়াল) খুব জরুরি। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তায়ালাকে হাজির নাজির জেনে তাঁকে সামনে রেখেই নামায পড়ছি। তিনি সবকিছু দেখছেন।

নামাযের প্রয়োজনীয় সূরাসমূহ

সূরা ফাতিহা ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ. اٰمِيْن.

আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল আ'লামীন। আর রাহ্মা-নির রাহীম। মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন। ইহ্দিনাস সিরাতাল মুসতাক্বিম। সিরাত্বা'ল্লাযীনা আনআ'মতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদু-বি আ'লাইহিম ওয়ালাদ্দোয়ালীন। আ-মীন। (রব বা সর্বসৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও বিধানদাতা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য সমুদয় গুণগান। যিনি পরম করুণাময়, দয়াশীল, অসীম দয়ালু, বিচার দিনের প্রভু। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে সরল সোজা পথে চালাও। ঐ মহান ব্যক্তিদের পথে, যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছ। পথভ্রষ্ট নাফরমানদের পথে পরিচালিত কর না। হে মা'বুদ আমাদের এ প্রার্থনা কবুল কর)।

www.pathagar.com

সূরা ক্বদর ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ. سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

ইন্না আন্‌যাল্‌না-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদর। ওমা আদ্‌রা-কা মা লাইলাতুল্‌ ক্বাদর। লাইলাতুল্‌ ক্বাদরি খাইরুম্‌ মিন্‌ আল্‌ফি শাহ্‌র। তানায্‌যালুল্‌ মালা'য়িকাতু ওয়াররু-হু ফীহা'- বিইযনি রব্বিহিম মিন্‌ কুল্লি আম্‌র। সালা-মুন্‌ হিয়া হাত্তা-মাত্বলাই'ল ফাজর। (আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি শবে ক্বদরে। আপনি জানেন শবে ক্বদর কি জিনিস? শবে ক্বদর এমন এক মহিমান্বিত রাত, যা হাজার মাস হতেও উত্তম। এ রাতে ফেরেশতারা ও রুহুল কুদুছ (জিব্রাইল আলাইহিস সাল্লাম) স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে অবতরণ করে। এ রাত পুরাপুরি শান্তি, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।)

সূরা আছর ঃ

وَالْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

ওয়াল্‌ আ'স্‌রি। ইন্নাল ইন্‌ছানা লাফী খুছ্‌রিন। ইল্লাল্লাযীনা আমানূ ওয়া আ'মিলুস্‌ সো-য়ালিহাতি ওয়া-তাওয়া-সোয়াও- বিল্‌হাক্বকি ওয়া-তাওয়া-সোয়াও- বিস সোয়াবর্‌। (সময়ের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ভয়াবহ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, একে অন্যকে সৎপথের আদেশ করে এবং বিপদে আপদে ধৈর্যের দাওয়াত দেয়, তারা নহে)।

সূরা ফীল ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ. وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ.

আলাম তারা কাইফা ফাআ'লাও রাব্বুকা বিআসহা-বিল ফীল। আলাম্‌ ইয়াজআ'ল্‌ কাইদাহুম ফী তাদলীল। ও-আরসালা আলাইহিম ত্ব'ইরান আবা-বীল। তারমি-হীম বিহ্‌জারাতিম মিন সিজজীল। ফাজাআ'লাহুম কাআসফিম মা'কুল। (তুমি কি দেখ নাই, তোমার প্রতিপালক হাতীওয়ালাদের সাথে কিরূপ

www.pathagar.com

আচরণ করেছেন। তিনি কি তাদের কুচক্রকে আগাগোড়া ব্যর্থ করে দেননি? আর তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবীল পাখি পাঠিয়েছেন। যারা তাদের উপর কঙ্কর জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে চর্বিত ভূষির মত ধ্বংস করে দিয়েছেন)।

সূরা কুরাইশ ঃ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ. اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ. الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ. وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.

লি ঈলা-ফি কুরাইশ। ঈলা-ফিহিম রিহ্লাতাশ শিতা-য়ি ওয়াছ্ছাইফ। ফালইয়াবুদু- রব্বাহা-যাল বাইত। আল্লাযি- আত্ আ'মাহুম মিন জুইও ওয়া আ-মানাহুম মিন খউফ। (যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি। অতএব তাদের উচিত এ (কাবা) ঘরের মালিকের ইবাদত করা। যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্তকালে খাদ্য দিয়েছেন, আর ভয় হতে নিরাপত্তা দিয়েছেন)।

সূরা মা'উন ঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ. فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ. وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

আরাআইতাল্লাযী ইউকায্যিবু বিদ্দীন। ফাযা-লিকাল্লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীম। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা ত্বোয়ামিল মিছকীন। ফাওয়াই লুল্লিল মুছাল্লীন। আল্লাযি-না হুম আনছলা-তিহিম ছা-হুন। আল্লাযীনা হুম ইউর-উনা। ওয়াইয়ামনাউ'নাল মা-উন। (তুমি কি সে লোকটিকে দেখছ। যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? অনন্তর সে ঐ ব্যক্তি, যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়। আর মিসকিনকে খাদ্য দানের প্রেরণা দেয় না। অতএব ঐ নামাযীদের জন্য ভয়াবহ অনিষ্ট রয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে অমনোযোগী থাকে। যারা লোক দেখান কাজ করে এবং গৃহকাজে ব্যবহারযোগ্য সাধারণ দ্রব্যাদি ধার দিতে নিষেধ করে)।

সূরা কাউসার ঃ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ.

www.pathagar.com

ইন্না- আ'ত্বাইনা-কাল কাউসার। ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না- শা-নিআকা হুয়াল আবতার। (অবশ্যই আমি তোমাকে (হে নবী) কাউসার (হাউজ) দান করেছি। অতএব তুমি স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় ও কুরবানী কর। নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুই নাম নিশানাহীন নিরবংশ)।

সূরা কা-ফিরুন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ. لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ. وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ.

কুল ইয়া-আইয়ুহাল কা-ফিরুন। লা- আ'বুদু মা তা'বুদু-ন। ওয়ালা আন্তুম 'আবিদু-না মা আ'বুদ। ওয়ালা আনা আ-বিদুম্মা- আ'বাততুম। ওয়ালা আন্তুম 'আ-বিদুনা মা আ'বুদ। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া'দ্বীন। (হে নবী, বলুন কাফেরদেরকে। তোমরা যার ইবাদত কর, আমি তার ইবাদত করি না। আমি যার উপাসনা করি তোমরা তার উপসনাকারী নও। তোমরা যার পূজা কর, আমি তার পূজক নই এবং আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম)।

সূরা নাছর ঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ. وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا.

ইযা জা-আ নাছরুল্লা-হি ওয়ালফাতহ্। ওয়ারা য়াইতান্না-ছা ইয়াদখুলু-না ফী দীনিল্লা-হি আফওয়াজা। ফাছাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু ইন্নাহু- কা-না তাউওয়া-বা-। (হে নবী, যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্য আসবে ও (মক্কা) বিজয় হবে এবং আপনি লোকদেরকে দলে দলে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করবেন ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রেষ্ঠ তওবা কবুলকারী।)

সূরা লাহাব ঃ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَاَتُهٗ. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ.

www.pathagar.com

তাব্বাত্ ইয়াদা আবী লাহাবিও ওয়া তাব্বা। মা'আগনা- আনহু, মা-লুহু- ওয়ামা-কাছাব। ছাইয়াস লা-না-রান্ যাতা লাহাবিও ওয়াম্‌রায়াতুহু। হাম্মা-লাতাল হাত্বাব। ফী-জীদিহা- হাবলুম মিম মাছাদ। (আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন সম্পদ, উপার্জিত অর্থ তার কোন উপকারে আসে নাই। শীঘ্রই সে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মাঝে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীও, যে কণ্টকবিশিষ্ট কাঠের বোঝা বহনকারিণী। তার গর্দানে খেজুর গাছের বাকলে নির্মিত রজ্জু।)

সূরা ইখলাছ ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউ-লাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লা-হু কুফুওয়ান আহাদ। (হে নবী, বলে দাও আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন সকলে তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহারও জন্মদাতা নহেন, তাকেও কেউ জন্ম দেয় নাই। তার সমতুল্য অন্য কেহই নহে। হতেও পারে না।)

সূরা ফালাক ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

কুল আউ-যু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা- খলাক্ব। ওয়া মিন্‌শাররি গ-সিকিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফফা-ছা-তি ফিল উক্বাদ। ওয়া মিনশাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ। (হে নবী, আপনি বলে দিন, আমি প্রভাতকালের প্রভুর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতা হতে এবং অন্ধকারাচ্ছন্নতার অপকারিতা হতে, যখন তা অন্ধকারাচ্ছাদিত হয়ে থাকে এবং গিরাসমূহে ফুৎকারদাত্রী স্ত্রীলোকগণের অনিষ্ট হতে এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে)

সূরা নাস ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. اِلٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

www.pathagar.com

কুল আউ-যু বিরব্বিন্নাস। মালিকিন্নাছ। ইলা-হিন্না-ছ। মিন শাররিল ওয়াছওয়া-ছিল খন্নাছ। আল্লাযী ইউওয়াছওয়েছু ফী-ছুদু-রিননা-স। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-ছ। (হে নবী, আপনি বলে দিন। আমি মানুষের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। মানুষের মা'বুদের কাছে সাহায্য চাচ্ছি। পশ্চাৎ গমনকারী শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে। যা মানব হৃদয় নিয়ে করে থাকে ঐ কুমন্ত্রণাদাতা। জ্বিন ও মানবের কুমন্ত্রণা হতে।)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত ঃ

اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ. هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

(আউ-যু বিল্লা-হিস্ সামীইল আ'লীমি মিনাশ শাইত্বা-নির রজীম- তিনবার এ বাক্য পাঠ করতে হবে)। হুওয়াল্লা-হুল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা-হু, আলিমুল গইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রাহমা-নুর রাহীম। হুয়াল্লা-হুল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা-হু, আল মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালা-মুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বিরু, সুবাহা-নাল্লা-হি, আম্মা ইউশরিকূন। হুয়াল্লা-হুল খালিকুল বারিউল মুসাওয়িরু লাহুল আস্মা-উল হুস্না-। ইউসাব্বিহু লাহু- মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদি, ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম। (আমি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অভিশপ্ত শয়তান হতে নিরাপত্তা চাচ্ছি। আল্লাহ্ শ্রবণ করেন ও সব যানেন। তিনি আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময় পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি অধিপতি। তিনি পবিত্র। তিনি শান্তি। তিনি অতীব মহিমান্বিত। তারা, যাকে শরিক স্থির করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়)।

www.pathagar.com

আয়াতুল কুরসী :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ط یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَایُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلاَّ بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَایَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ.

আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কইয়ুম লা-তা'খুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নাউম। লাহূ মা- ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আরদি, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ। ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী, ইয়ালামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শা'আ, ওয়াসিআ' কুরসিয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদা, ওয়ালা ইয়াউ-দুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম। (আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে। তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ)। বি:দ্র: পূর্ণ আয়াতুল কুরসী ৩ আয়াত অর্থাৎ خٰلِدُوْنَ পর্যন্ত।

সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত :

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ. اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَانُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَیْكَ الْمَصِیْرُ. لَایُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِیْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَآ اِصْرًا

www.pathagar.com

كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ط وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْلَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

লিল্লা-হি মা ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদ্বি, ওয়া ইনতুবদু মা ফী আন্‌ফুসিকুম আওতুখফুহু ইউহা-সিবকুম বিহিল্লা-হ, ফাইয়াগ্ ফিরু লিমাই ইয়াশাউ ওয়া ইউআ'যযিবু মাই ইয়াশাউ ওয়াল্লা-হু আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর। আ-মানার রসূলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মুমিনু-ন। কুল্লুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কতুবিহী ওয়া রুসুলিহী লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহী, ওয়া কলূ সামি'না ওয়া আতা'না গুফ রা-নাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা উসআ'হা লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত, রব্বানা লা তুআখিযনা ইন্ নাসীনা আও আখতা'না রব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন কবলিনা, রব্বানা ওয়ান তুহাম্মিলনা মালা- তোয়াকাতা লানা বিহী, ওয়া'ফু আ'ন্না ওয়াগফির লানা, ওয়ারহামনা আন্‌তা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কাওমিল কা-ফিরীন। (আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত– আল্লাহ্ তায়ালারই। তোমাদের মনে যাহা আছে, তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ উহার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। রাসূল, তার প্রতি তার পতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা আল্লাহ্, ফিরিশতা, কিতাবসমূহ ও রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। তারা বলে, আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না, তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট। আল্লাহ্ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা কিছু অর্জন করে, তার প্রতিফল তারই। সে খারাপ যা কিছু অর্জন করে, তার প্রতিফল তারই। হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা ভুলে যাই, ভুল করি, তবে তুমি আমাদের পাকড়াও কর না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছ, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ কর না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ কর না

www.pathagar.com

যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর)।

সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত ঃ

الٓمٓ ج ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ لا الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ لا وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ط اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ লাম মীম। যা-লিকাল কিতা-বু লা রাইবা ফীহ্, হুদাললিল্ মুত্তাকীন, আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিলগইবি ওয়া ইউকীমুনাস সলা-তা ওয়া মিম্মা রঝাক্না-হুম ইউন্ফিকু-ন। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনূনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়ামা উনযিলা মিন কবলিক। ওয়া বিল আ-খিরাতি হুম ইউকিনু-ন। উলা-ইকা আলা হুদামমির রব্বিহিম ওয়া উলা-য়িকা হুমুল মুফলিহুন। (আলিম লাম মীম। এটা সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নাই। মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে বিশ্বাস করে, পূর্ববর্তীদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাও বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।)

www.pathagar.com

সূরা ইয়াসীন

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) يٰسٓ ـ (٢) وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ـ (٣) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ
(٤) عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ (٥) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ـ (٦) لِتُنْذِرَ
قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ـ (٧) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ـ (٨) اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلاً فَهِىَ اِلَى
الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ـ (٩) وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ
خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ ـ (١٠) وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ـ (١١) اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ
الذِّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ج فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ـ
(١٢) اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط وَكُلَّ
شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ـ (١٣) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً اَصْحٰبَ
الْقَرْيَةِ م إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ـ (١٤) اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا إِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ـ (١٥) قَالُوْا
مَآ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا لا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ لا اِنْ اَنْتُمْ إِلاَّ
تَكْذِبُوْنَ ـ (١٦) قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ـ (١٧) وَمَا

www.pathagar.com

عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۔ (١٨) قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ج لَئِنْ لَّمْ
تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔ (١٩) قَالُوْا
طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۔ (٢٠) وَجَآءَ
مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۔
(٢١) اتَّبِعُوْا مَنْ لاَّ يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۔ (٢٢) وَمَا لِيَ لآَ
اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۔ (٢٣) ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ
يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلاَ يُنْقِذُوْنَ ۔
(٢٤) اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔ (٢٥) اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ
فَاسْمَعُوْنِ ۔ (٢٦) قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۔
(٢٧) بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۔ (٢٨) وَمَآ اَنْزَلْنَا
عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ۔
(٢٩) اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ۔ (٣٠) يٰحَسْرَةً
عَلَى الْعِبَادِ ج مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۔
(٣١) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لاَ
يَرْجِعُوْنَ ۔ (٣٢) وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۔ (٣٣) وَاٰيَةٌ
لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ۔
(٣٤) وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ

www.pathagar.com

الْعُيُوْنِ ـ (٣٥) لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ط اَفَلاَ
يَشْكُرُوْنَ ـ (٣٦) سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ
وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ (٣٧) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ج نَسْلَخُ مِنْهُ
النَّهَارَ فَاِذَاهُمْ مُّظْلِمُوْنَ ـ (٣٨) وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط
ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ (٣٩) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ
كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ـ (٤٠) لاَ الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ (٤١) وَاٰيَةٌ لَّهُمْ
اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ـ (٤٢) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ
مِّثْلِهٖ مَايَرْكَبُوْنَ ـ (٤٣) وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيْخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ
يُنْقَذُوْنَ ـ (٤٤) اِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ـ (٤٥) وَاِذَا قِيْلَ
لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ (٤٦) وَمَا
تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلاَّ كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ـ (٤٧)
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ لا قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ صلى اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ـ (٤٨) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ
(٤٩) مَا يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ـ
(٥٠) فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلآ اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ـ (٥١) وَنُفِخَ

www.pathagar.com

فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ـ (٥٢) قَالُوْا
يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سكته هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُوْنَ ـ (٥٣) اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا
مُحْضَرُوْنَ ـ (٥٤) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ (٥٥) اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ـ
(٥٦) هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ـ (٥٧) لَهُمْ
فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ـ (٥٨) سَلٰمٌ قف قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ـ
(٥٩) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ـ (٦٠) اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ
يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ (٦١) وَّاَنِ
اعْبُدُوْنِىْ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ـ (٦٢) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا
كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ـ (٦٣) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ ـ (٦٤) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ـ (٦٥) اَلْيَوْمَ
نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ـ (٦٦) وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا
الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ـ (٦٧) وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ
فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ـ (٦٨) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى
الْخَلْقِ ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ـ (٦٩) وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ ط

www.pathagar.com

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ـ (٧٠) لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ
الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ـ (٧١) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ
اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ـ (٧٢) وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ
وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ـ (٧٣) وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلاَ يَشْكُرُوْنَ.
(٧٤) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ـ (٧٥) لاَ
يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ـ (٧٦) فَلاَ يَحْزُنْكَ
قَوْلُهُمْ م اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ـ (٧٧) اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ
اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ـ (٧٨) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً
وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ـ (٧٩) قُلْ
يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ نِ ـ (٨٠) الَّذِيْ
جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ـ
(٨١) اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ
مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ـ (٨٢) اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا
اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ (٨٣) فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ
شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

উচ্চারণ : (১) ইয়া-সী– ন। (২) ওয়াল কুরআ-নিল হ়াকীম। (৩) ইন্নাকা লা-মিনাল মুরস়ালীন। (৪) ‘আলা- সিরা-ত্বিম মুস্‌তাক্বীম। (৫) তাংঝীলাল ‘আঝীঝির রহ়ীম। (৬) লিতুংযিরা ক্বওমাম মা–উংযিরা আ-বা–উহুম ফাহুম গা-

ফিলূন। (৭) লাক্বদ হাক্বক্বাল ক্বওলু 'আলা-আকছারিহিম ফাহুম লা- ইয়ু'মিনূন। (৮) ইন্না- জা'আলনা ফী- আ'না-ক্বিহিম আগলা-লান ফাহিয়া ইলাল আযক্বা-নি ফাহুম মুক্বমাহুন। (৯) ওয়া জা'আলনা- মিম বাইনি আইদীহিম স্বাদ্দাও ওয়া মিন খলফিহিম স্বাদ্দান ফাআগশাইনা-হুম ফাহুম লা- ইয়ুবসিরূন। (১০) ওয়া স্বাওয়া-উন 'আলাইহিম আ আংযারতাহুম আম লাম তুংযিরহুম লা- ইয়ু'মিনূন। (১১) ইন্নামা- তুংযিরু মানিত্তাবা'আয যিকরা ওয়া খশিয়ার রহ্‌মা-না বিলগাইবি, ফাবাশশিরহু বিমাগফিরাতিও ওয়া আজরিন কারীম। (১২) ইন্না- নাহ্‌নু নুহ্‌য়িল মাওতা- ওয়া নাকতুবু মা- ক্বদ্দামূ ওয়া আ-ছা-রাহুম; ওয়া কুল্লা শাইয়িন আহ্‌সাইনা-হু ফী-ইমা-মিম মুবীন। (১৩) ওয়াদ্বরিব লাহুম মাছালান আসহা-বাল্ ক্বরইয়াহ। ইয জা-আহাল মুরস্বালূন। (১৪) ইয আরস্বলনা- ইলাইহিমুছ নাইনি ফাকাযযাবূহুমা- ফা'আঝঝাঝনা- বিছা-লিছিন ফাক্বা-লূ- ইন্না- ইলাইকুম মুরস্বালূন। (১৫) ক্ব-লূ মা- আংতুম ইল্লা- বাশারুম মিছলুনা- ওয়া মা- আংঝালার রহ্‌মা-নু মিন শাইয়িন ইন আংতুম ইল্লা- তাকযিবূন। (১৬) ক্ব-লূ রব্বানা- ইয়া'লামু ইন্না- ইলাইকুম লামুরস্বালূন। (১৭) ওয়া মা- 'আলাইনা-ইল্লাল বালা-গুল মুবীন। (১৮) ক্ব-লু- ইন্না- তাত্বাইয়ারনা- বিকুম, লাইল্লাম তাংতাহূ লানারজুমান্নাকুম ওয়া লাইয়ামাসস্বান্নাকুম মিন্না- 'আযা-বুন আলীম। (১৯) ক্ব-লূ ত্বা-য়িরুকুম মা'আকুম; আয়িন যুক্কিরতুম; বাল আংতুম ক্বওমুম মুস্‌রিফূন। (২০) ওয়া জাআ মিন আক্বসাল মাদীনাতি রজুলুই ইয়াস্‌'আ- ক্ব-লা ইয়া- ক্বওমিত্তাবি'উল মুরস্বালীন। (২১) ইত্তাবি'উ মাল লা- ইয়াস্‌আলুকুম আজরাও ওয়া হুম মুহতাদূন। (২২) ওয়া মা- লিয়া লা- আ'বুদুল্লাযী ফাত্বারানী ওয়া ইলাইহি তুরজা'উন। (২৩) আ আত্তাখিযু মিং দূনিহী- আ-লিহাতান ইইয়ুরিদনির রহ্‌মা-নু বিদ্বুররিল লা- তুগনি 'আন্নী শাফা-'আতুহুম শাইআও ওয়া লা- ইয়ুংক্বিয়ু-ন। (২৪) ইন্নী-ইযাল্লাফী দ্বালা-লিম মুবীন। (২৫) ইন্নী- আ-মাংতু বিরাব্বিকুম ফাস্‌মা'উন। (২৬) ক্বীলাদ খুলিল জান্নাহ; ক্ব-লা ইয়া-লাইতা ক্বওমী ইয়া'লামূন। (২৭) বিমা- গফারালী রব্বী ওয়া জা'আলানী মিনাল মুকরামীন। (২৮) ওয়া মা- আংঝালনা- 'আলা- ক্বওমিহী মিম বা'দিহী মিং জুন্দিম মি- নাস্‌সামা-য়ি ওয়া মা- কুন্না- মুংঝিলীন। (২৯) ইং কা-নাত ইল্লা- সইহাতাও ওয়া-হিদাতান ফাইযা-হুম খ-মিদূন। (৩০) ইয়া-হাস্‌রাতান 'আলাল 'ইবা-দ, মা-

ইয়া'তীহিম মির রসু-লিন ইল্লা- কা-নূ বিহী-ইয়াস্তাহঝিউন। (৩১) আলাম ইয়ারাও কাম আহলাকনা- ক্বলাহুম মিনাল কুরূনি আন্নাহুম ইলাইহিম লা-ইয়ারজি'উন। (৩২) ওয়া ইং কুল্লুল লাম্মা- জামী'উল লাদাইনা- মুহ্দ্বারূন। (৩৩) ওয়া আ-ইয়াতুল লাহুমুল আরদ্বুল মাইতাতু আহ্ইয়াইনা-হা- ওয়া আখরাজনা- মিনহা- হ্বাব্বান ফামিনহু ইয়া'কুলূন। (৩৪) ওয়া জা'আলনা- ফীহা-জান্না-তিম মিন নাখি-লিও ওয়া আ'না-বিও ওয়া ফাজজারনা- ফিহা মিনাল উইয়ু-ন। (৩৫) লিয়া'কুলূ মিন ছামারিহী ওয়ামা- 'আমিলাতহু আইদীহিম; আফালা-ইয়াশকুরূন। (৩৬) সুবহ্বা-নাল্লাযী খলাক্বাল আঝওয়া-জা কুল্লাহা- মিম্মা- তুম্বিতুল আরদ্বু ওয়ামিন আংফুসিহিম ওয়া মিম্মা-লা- ইয়া'লামূন। (৩৭) ওয়া আ-ইয়াতুল লাহুমুল্লাইলু নাস্লাখু মিনহুন নাহা-রা ফাইযা-হুম মুয্লিমূন। (৩৮) ওয়াশ শামসু তাজরী লিমুস্তাক্বাররিল্লাহা; যা-লিকা তাক্বদীরুল 'আঝীঝিল 'আলীম। (৩৯) ওয়াল ক্বমারা ক্বদ্দারনা-হু মানা-ঝিলা হ্বাত্তা- 'আ-দাকাল 'উরজু-নিল ক্বদীম। (৪০) লাশশামসু ইয়াম্বাগী লাহা- আং তুদরিকাল ক্বমারা ওয়ালাল্লাইলু স্বা-বিক্বুন নাহা-র; ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিই ইয়াস্বাহুন। (৪১) ওয়া আ-ইয়াতুল লাহুম আন্না- হ্বামালনা- যুররিয়য়াতাহুম ফিল ফুলকিল মাশহুন। (৪২) ওয়া খলাক্ব না- লাহুম মিম মিছলিহী মা- ইয়ারকাবূন। (৪৩) ওয়া ইন নাশা' নুগরিক্বহুম ফালা- সরীখা লাহুম ওয়া লা- হুম ইয়ুংক্বাযু-ন। (৪৪) ইল্লা- রহ্মাতাম মিন্না- ওয়া মাতা-'আন ইলা-হ্বীন। (৪৫) ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুমুত্তাক্বু- মা- বাইনা আইদীকুম ওয়ামা- খলফাকুম লা'আল্লাকুম তুরহ্বামূন। (৪৬) ওয়ামা- তা'তীহিম মিন আ-ইয়াতিম মিন আ-ইয়া-তি রব্বিহিম ইল্লা- কা-নূ 'আনহা-মু'রিদ্বীন। (৪৭) ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম আংফিক্বু- মিম্মা- রঝাক্বাকুমুল্ল-হু ক্ব-লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানু-আনুত্ব'ইমু মাল লাও ইয়াশা-উল্ল-হু আত্ব'আমাহূ-ইন আংতুম ইল্লা-ফী দ্বালা-লিম মুবীন। (৪৮) ওয়া ইয়াক্বু-লূনা মাতা- হা-যাল ওয়া'দু ইং কুংতুম স-দিক্বীন। (৪৯) মা- ইয়াংযুরূনা ইল্লা- সইহ্বাতাও ওয়া-হিদাতান তা'খুযুহুম ওয়া হুম ইয়াখিসসিমূন। (৫০) ফালা- ইয়াস্তাত্বী'উনা তাওসিয়াতাও ওয়ালা- ইলা- আহলিহিম ইয়ারজি'উন। (৫১) ওয়া নুফিখা ফিসসু-রি ফাইযা-হুম মিনাল আজদা-ছি ইলা- রব্বিহিম ইয়াংসিলূন। (৫২) ক্ব-লূ ইয়া- ওয়াইলানা- মাম বা'আছানা- মিম মারক্বাদিনা। হা-যা- মা- ওয়া'আদার রহ্মা-নু ওয়া সদাক্বাল

মুরস্‌ালূন। (৫৩) ইং কা-নাত ইল্লা- সইহ্‌াতাও ওয়া-হিদাতান ফাইযা-হুম জামী'উল লাদাইনা- মুহ্‌দ্বারূন। (৫৪) ফাল ইয়াওমা লা- তুয্‌লামু নাফসুন শাইআও ওয়ালা- তুজঝাওনা ইল্লা- মা- কুংতুম তা'মালূন। (৫৫) ইন্না আসহ্‌া-বাল জান্নাতিল ইয়াওমা ফী শুগুলিন ফা-কিহূন। (৫৬) হুম ওয়া আঝওয়া-জুহুম ফী যিলা-লিন 'আলাল আরা-য়িকি মুত্তাকিউ-ন। (৫৭) লাহুম ফীহা- ফা-কিহাতুও ওয়া লাহুম মা- ইয়াদ্দা'উন। (৫৮) স্‌ালা-মুন, ক্বওলাম মির রব্বির রহীম। (৫৯) ওয়ামতা-ঝুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমূন। (৬০) আলাম আ'হাদ ইল-াইকুম ইয়া-বানী- আ-দামা আল্লা- তা'বুদুশ শইত্বা-না, ইন্নাহূ লাকুম 'আদুব্বুম মুবীন। (৬১) ওয়া আনি'বুদূনী; হা-যা- সিরা-তুম মুস্‌তাক্বীম। (৬২) ওয়া লাক্বদ আদ্বাল্লা মিংকুম জিবিল্লান কাছীরা-; আফালাম তাকূনূ তা'ক্বিলূন। (৬৩) হা-যিহী জাহান্নামুল্লাতী কুংতুম তু-'আদূন। (৬৪) ইসলাওহাল ইয়াওমা বিমা- কুংতুম তাকফুরূন। (৬৫) আল ইয়াওমা নাখতিমু 'আলা- আফওয়া-হিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা- আইদীহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা- কা-নূ ইয়াকসিবূন। (৬৬) ওয়া লাও নাশা-উ লাত্বামাস্‌না- 'আলা- আ'ইয়ুনিহিম ফাস্‌তাবাকুস সিরা-ত্বা ফাআন্না- ইয়ুবসিরূন। (৬৭) ওয়া লাও নাশা-উ লামাস্‌াখনা-হুম 'আলা-মাকা-নাতিহিম ফামাসৃতাত্বা-'উ- মুদ্বিয়্যাও ওয়ালা- ইয়ারজি'উন। (৬৮) ওয়া মান নু'আম্মিরহু নুনাককিস্‌হু ফিল খালক্ব; আফালা- ইয়া'ক্বিলূন। (৬৯) ওয়ামা-'আল্লামনা-হু শি'রা ওয়ামা- ইয়াম্বাগী লাহ; ইন হুওয়া ইল্লা- যিকরুও ওয়া ক্বুরআ-নুম মুবীন। (৭০) লিয়ুংযিরা মাং কা-না হ্‌াইয়াও ওয়া ইয়াহিক্বক্বাল ক্বওলু 'আলাল কা-ফিরীন। (৭১) আওয়া লাম ইয়ারাও আন্না- খলাক্বনা- লাহুম মিম্মা- 'আমিলাত আইদীনা- আন'আ-মান ফাহুম লাহা- মা-লিকূন। (৭২) ওয়া যাল্লালনা-হা- লাহুম ফামিনহা- রকূবুহুম ওয়া মিনহা- ইয়া'কুলূন। (৭৩) ওয়া লাহুম ফীহা- মানা-ফি'উ ওয়া মাশা-রিব; আফালা- ইয়াশকুরূন। (৭৪) ওয়াত্তাখাযু- মিং দু-নিল্লা-হি আ-লিহাতাল লা'আল্লাহুম ইয়ুংসারূন। (৭৫) লা- ইয়াস্‌তাত্বী'উনা নাসরাহুম ওয়াহুম লাহুম জুনদুম মুহ্‌দ্বারূন। (৭৬) ফালা- ইয়াহ্‌ঝুনকা ক্বওলুহুম, ইন্না- না'লামু মা- ইয়ুসি্‌ররূনা ওয়ামা- ইয়ু'লিনূন। (৭৭) আওয়ালাম ইয়ারাল ইংস্‌া-নু আন্না-খলাক্বনা-হু মিন নুত্বফাতিন ফাইযা- হুওয়া খাসীমুম মুবীন। (৭৮) ওয়া দ্বারাবা লানা- মাছালাও ওয়া নাসি্‌য়া খলক্বাহ; ক্ব-লা মাই ইয়ুহ্‌য়িল 'ইয়া-মা ওয়া হিয়া

রহীম। (৭৯) কুল ইয়ুহ্য়ীহাল্লাযী-আংশাআহা-আওওয়ালা মাররাহ; ওয়া হুওয়া বিকুল্লি খলক্বিন 'আলীমু। (৮০) নিল্লাযী জা'আলা লাকুম মিনাশশাজারিল আখদ্বারি না-রান ফাইযা- আংতুম মিনহু তূক্বিদূন। (৮১) আওয়া লাইসাল্লাযী খলাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা বিক্বা-দিরিন 'আলা- আই ইয়াখলুক্বা মিছলাহুম; বালা- ওয়া হুওয়াল খল্লা-কুল 'আলীম। (৮২) ইন্নামা- আমরুহূ- ইযা- আরা-দা শাইয়ান আই ইয়াকু-লা লাহূ কুন ফাইয়াকূন। (৮৩) ফাসুবহা-নাল্লাযী বিয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িও ওয়া ইলাইহি তুরজা'উন।

অর্থ: (১) ইয়া সীন। (২) মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ! (৩) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত, (৪) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) (কুরআন) মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালুর নাযিল করা (কিতাব)। (৬) যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করতে পারেন যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা উদাসীন। (৭) এদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। অতএব তারা ঈমান আনবে না। (৮) আমি তাদের ঘাড়ে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তাদের মাথা উর্ধমুখী হয়ে গিয়েছে। (৯) আমি তাদের সামনেও প্রাচীর এবং তাদের পিছনেও প্রাচীর স্থাপন করেছি, এভাবে তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। ফলে তারা দেখে না। (১০) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তাদের জন্য উভয়টিই সমান। তারা ঈমান আনবে না। (১১) যে ব্যক্তি উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেই দয়াময় রহমানকে ভয় করে আপনি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারবেন। অতএব আপনি তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন। (১২) নিশ্চয়ই আমিই মৃতদের জীবিত করি এবং তাদের কার্যকলাপ ও তাদের (কাজের) প্রতিক্রিয়াসমূহ লিখে রাখি। আমি প্রতিটি বিষয় স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি। (১৩) আপনি এক লোকালয়ের দৃষ্টান্ত তাদের নিকট বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট দু'জন রাসূল পাঠালে তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো। অতঃপর আমিম তৃতীয়জনের দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করলাম। তারা বললেন, নিশ্চয়ই আমাদেরকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে। (১৫) তারা বললো, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। দয়াময় রহমান তো কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছো। (১৬) তারা বললো, আমাদের প্রভু জানেন, আমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের নিকট রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

www.pathagar.com

(১৭) পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) লোকজন বললো, আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমরা নির্মম শাস্তির শিকার হবে। (১৯) রাসূলগণ বললেন, তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তোমরা নিজেরাই। তা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদের সদুপদেশ দিচ্ছি? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী এক সম্প্রদায়। (২০) ইতিমধ্যে শহরের উপকণ্ঠ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা রাসূলগণকে মেনে নাও। (২১) যারা তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করেন না এবং যারা সঠিক পথে রয়েছেন তোমরা তাদের অনুসরণ করো। (২২) আমার কী যুক্তি আছে, যে মহান সত্তা আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না? (২৩) আমি কি তাঁকে ছেড়ে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করবো? অথচ দয়াময় রহমান যদি আমার ক্ষতিসাধন করতে চান তাহলে ওদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না এবং ওরা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) আমি যদি তাই করি তাহলে আমি পরিষ্কারভাবেই পথভ্রষ্ট হবো। (২৫) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনলাম। অতএব তোমরা আমার কথা শোনো। (২৬) বলা হলো, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বললো, আহা! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো। (২৭) যে আমার প্রভু কেনো আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন! (২৮) তার (নিহত হওয়ার) পর আমি আকাশ থেকে কোনো সামরিক বাহিনী পাঠাইনি এবং আমার তা পাঠানোর প্রয়োজনও ছিলো না। (২৯) কেবলমাত্র একটি বিকট শব্দ। ফলে তারা সাথে সাথে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। (৩০) হায় আফসোস বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এসেছেন তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৩১) তারা কি দেখে না, আমি তাদের পূর্বেকার কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি? তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না। (৩২) গোটা মানবগোষ্ঠীকেই একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। (৩৩) মানুষের জন্য একটি নিদর্শন হলো মৃত পৃথিবী। আমি একে জীবিত করি এবং তাতে ফসল উৎপন্ন করি যা তারা আহার করে। (৩৪) আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি ঝর্ণাসমূহ। (৩৫) যাতে তারা এর ফল খেতে পারে। এসব তাদের হাতে গড়া

www.pathagar.com

নয়। তবুও কি এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? (৩৬) পবিত্র-মহান তিনি যিনি জমিতে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানব প্রজাতিকে এবং তাদের অজানা বহু কিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) মানুষের জন্য আরো একটি নিদর্শন হচ্ছে 'রাত'। আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে দেই, ফলে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। (৩৮) আর সূর্য, তা তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। এটা প্রবল পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রিত হিসাব। (৩৯) আর চাঁদ, তার জন্যও আমি বিভিন্ন মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রমশেষে তা শুকনো খেজুর ডালের ন্যায় (ক্ষীণ) হয়ে যায়। (৪০) সূর্যের পক্ষে চাঁদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয় এবং রাতও দিনকে অতিক্রম করতে পারে না। প্রতিটিই শূন্যলোকে সাঁতার কাটছে। (৪১) মানুষের জন্য আরো একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরগণকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। (৪২) এবং তাদের জন্য অনুরূপ আরো যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে থাকে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তাদের ফরিয়াদ শোনার মতো কেউ নেই এবং তারা কোনোক্রমে রক্ষাও পেতে পারে না। (৪৪) কিন্তু আমার পক্ষ থেকে দয়াই (তাদের তীরে পৌঁছায়) এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জীবন উপভোগের সুযোগ দেয়। (৪৫) যখন তাদের বলা হয়, সামনে তোমাদের যে পরিণতি আসছে এবং যা তোমাদের পিছনে রয়ে গেছে তা থেকে আত্মরক্ষা করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো (তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে)। (৪৬) তাদের প্রভুর নিদর্শনসমূহের মধ্যকার যে কোনো নিদর্শনই তাদের কাছে আসে তারা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। (৪৭) কখনো যদি তাদের বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করো, তখন অবাধ্যাচারী এই লোকেরা ঈমানদারগণকে বলে, আমরা কি আহার করাবো যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আহার করাতে পারেন? তোমরা স্পষ্টতই বিভ্রান্তির মধ্যে আছো। (৪৮) ওরা আরো বলে, এই প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) কখন পূর্ণ হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪৯) আসলে এরা এক বিকট শব্দের অপেক্ষায় আছে, যা তাদেরকে আঘাত হানবে এমন অবস্থায় যখন তারা (পার্থিব স্বার্থ নিয়ে) বিবাদে লিপ্ত থাকবে। (৫০) তখন তারা ওসিয়াত করার সুযোগও পাবে না এবং নিজেদের পরিবারেও ফিরে আসতে পারবে না। (৫১) আর শিংগায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে তারা কবরসমূহ থেকে তাদের প্রভুর দিকে ছুটে আসবে। (৫২) তারা

বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের আরামের বিছানা থেকে উঠালো? (বলা হবে) দয়াময় রহমান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এটা তাই এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন। (৫৩) মাত্র একটি বিকট শব্দ, তাতে সহসাই তাদের সকলকে আমার কাছে হাযির করা হবে। (৫৪) আজ কারো প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যেরূপ কাজ করেছো তদনুসারেই প্রতিদান দেয়া হবে। (৫৫) অবশ্যই আজ জান্নাতের অধিকারীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ছায়াঘেরা পরিবেশে রাজকীয় আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত বা দাবিকৃত সবকিছু। (৫৮) শান্তি, পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে সম্ভাষণ। (৫৯) আর হে দুষ্কৃতকারীরা! তোমরা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। (৬০) হে আদম-সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের পথনির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬১) আর তোমরা আমারই ইবাদত করো, এটাই সরল পথ। (৬২) সে তো তোমাদের বহু দলকে বিপথগামী করেছে। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করো না? (৬৩) এই সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিলো। (৬৪) আজ তোমরা তাতে দাখিল হও, কারণ তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখ সীলমোহর করে দিবো, তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তারা যা উপার্জন করেছে সেই সম্পর্কে সাক্ষী দিবে। (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথ চলতে চাইলে কিভাবে দেখতে পেতো! (৬৭) আর আমি ইচ্ছা করলে তাদের নিজ নিজ স্থানে তাদের দৈহিক কাঠামো বিকৃত করে দিতে পারতাম। ফলে তারা সামনেও যেতে পারতো না এবং পিছনেও হটতে পারতো না। (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার দৈহিক কাঠামো সংকুচিত করে দেই। তবুও কি তারা বোঝে না? (৬৯) আমি তাঁকে (মুহাম্মাদকে) কবিতা শিখাইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এতো একটি উপদেশমালা এবং সুস্পষ্ট কুরআন। (৭০) যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। (৭১) মানুষেরা কি দেখে না, আমার নিজ হাতে তৈরী বস্তুনিচয়ের মধ্যে তাদের জন্য গবাদি পশুও সৃষ্টি করেছি এবং এখন তারাই এগুলোর মালিক? (৭২) আর আমি সেগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি।

www.pathagar.com

এগুলোর কতক তাদের যানবাহন এবং কতকের গোশত তারা আহার করে। (৭৩) এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে নানাবিধ কল্যাণ, উপকারিতা ও পানীয় (দুধ)। তবুও কি তারা শোকরগুজার হবে না? (৭৪) এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে। (৭৫) অথচ এগুলো তাদেরকে সাহায্য করতে মোটেই সক্ষম নয় এবং এগুলোকে তাদের বাহিনীরূপে হাযির করা হবে। (৭৬) অতএব ওদের কথাবার্তা যেনো আপনাকে কষ্ট না দেয়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। আমি অবশ্যই জানি তারা যা লুকায় এবং যা প্রকাশ করে। (৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ সে হয়ে গেলো এক প্রকাশ্য ঝগড়াটে; (৭৮) এবং সে আমার সামনে উদাহরণ পেশ করে আর নিজের সৃষ্টিরহস্য ভুলে গেছে। সে বলে, এই জরাজীর্ণ হাড়গুলো আবার কে জীবিত করতে পারে? (৭৯) আপনি বলুন, এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত। (৮০) তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ গাছপালা থেকে আগুন উৎপন্ন করেন এবং তার দ্বারা তোমরা (চুলায়) আগুন ধরাও। (৮১) যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সেগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই সক্ষম। তিনি তো মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। (৮২) তিনি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন সেটিকে বলেন, 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র-মহান সেই সত্তা যাঁর হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব নিহিত এবং তাঁর কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

www.pathagar.com

সূরা আল-ওয়াকিয়াহ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ـ (٢) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ـ (٣) خَافِضَةٌ
رَّافِعَةٌ ـ (٤) اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ـ (٥) وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ـ
(٦) فَكَانَتْ هَبَاۤءً مُّنْبَثًّا ـ (٧) وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ـ (٨) فَاَصْحٰبُ
الْمَيْمَنَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ـ (٩) وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَاۤ اَصْحٰبُ
الْمَشْئَمَةِ ـ (١٠) وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ـ (١١) اُولٰۤئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ـ
(١٢) فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ـ (١٣) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ـ (١٤) وَقَلِيْلٌ مِّنَ
الْاٰخِرِيْنَ ـ (١٥) عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ـ (١٦) مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا
مُتَقٰبِلِيْنَ ـ (١٧) يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ـ (١٨) بِاَكْوَابٍ
وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ـ (١٩) لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ـ
(٢٠) وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ـ (٢١) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ـ
(٢٢) وَحُوْرٌ عِيْنٌ ـ (٢٣) كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ـ (٢٤) جَزَاۤءً
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ (٢٥) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ـ
(٢٦) اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ـ (٢٧) وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَاۤ اَصْحٰبُ
الْيَمِيْنِ ـ (٢٨) فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ـ (٢٩) وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ـ
(٣٠) وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ـ (٣١) وَّمَاۤءٍ مَّسْكُوْبٍ ـ (٣٢) وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ـ

www.pathagar.com

(٣٣) لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ـ (٣٤) وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ـ (٣٥) اِنَّآ
اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءً ـ (٣٦) فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ـ (٣٧) عُرُبًا اَتْرَابًا ـ
(٣٨) لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ـ (٣٩) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ـ (٤٠) وَثُلَّةٌ مِّنَ
الْاٰخِرِيْنَ ـ (٤١) وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ـ (٤٢) فِيْ
سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ـ (٤٣)ـ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ـ (٤٤) لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ـ
(٤٥) اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ـ (٤٦) وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى
الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ـ (٤٧) وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ـ (٤٨) اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ـ (٤٩) قُلْ اِنَّ
الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ـ (٥٠) لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ـ
(٥١) ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ـ (٥٢) لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ
مِّنْ زَقُّوْمٍ ـ (٥٣) فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ـ (٥٤) فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ
الْحَمِيْمِ ـ (٥٥) فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ـ (٥٦) هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ
الدِّيْنِ ـ(٥٧) نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ـ (٥٨ـ) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا
تُمْنُوْنَ ـ (٥٩) ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ـ (٦٠) نَحْنُ قَدَّرْنَا
بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ـ (٦١) عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ
وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ (٦٢) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى
فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ـ (٦٣) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ـ (٦٤) ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ

اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ـ (٦٥) لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ـ
(٦٦) اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ـ (٦٧) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ـ (٦٨) اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ
الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ـ (٦٩) ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ـ
(٧٠) لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُوْنَ ـ (٧١) اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ
الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ـ (٧٢) ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ـ
(٧٣) نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ـ (٧٤) فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ـ (٧٥) فَلآَ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ـ (٧٦) وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ
لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ـ (٧٧) اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ـ (٧٨) فِىْ كِتٰبٍ
مَّكْنُوْنٍ ـ (٧٩) لاَّ يَمَسُّهٗٓ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ ـ (٨٠) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ـ (٨١) اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ـ (٨٢) وَتَجْعَلُوْنَ
رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ـ (٨٣) فَلَوْلآَ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ـ (٨٤) وَاَنْتُمْ
حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ـ (٨٥) وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ ـ
(٨٦) فَلَوْلآَ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ـ (٨٧) تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ـ (٨٨) فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ (٨٩) فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ
وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ـ (٩٠) وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ـ (٩١) فَسَلٰمٌ لَّكَ
مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ـ (٩٢) وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ـ
(٩٣) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ـ (٩٤) وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ـ (٩٥) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ
حَقُّ الْيَقِيْنِ ـ (٩٦) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ : (১) ইযা- ওয়াক্বা'আতিল ওয়া-ক্বি'আতু। (২) লাইস্য লিওয়াক্বা'আতিহা- কা-যিবাহ। (৩) খ-ফিদ্বাতুর র-ফি'আহ,। (৪) ইযা-রুজ্জাতিল আরদ্বু রজ্জাও। (৫) ওয়া বুস্সাতিল জিবা-লু বাস্সা। (৬) ফাকা-নাত হাবা-আম মুম্বাচ্ছা। (৭) ওয়া কুংতুম আঝওয়া-জান ছালা-ছাহ। (৮) ফাআসহ্বা-বুল মাইমানাতি মা- আসহ্বা-বুল মাইমানাহ। (৯) ওয়া আসহ্বা-বুল মাশআমাতি মা-আসহ্বা-বুল মাশআমাহ। (১০) ওয়াস্সা-বিকুনাস্ স্যা-বিকূ-ন। (১১) উলা =য়িকাল মুক্বররাবূন। (১২) ফী জান্না-তিন না'ঈম। (১৩) ছুল্লাতুম মিনাল আওওয়ালীন। (১৪) ওয়া ক্বলীলুম মিনাল আ-খিরীন। (১৫) 'আলা- সুরুরিম মাওদ্বূনাতিম। (১৬) মুত্তাকিঈনা 'আলাইহা- মুতাক্বা-বিলীন। (১৭) ইয়াতৃফু 'আলাইহিম বিলদা-নুম মুখল্লাদূন। (১৮) বিআকওয়া-বিও ওয়া আবা-রীক্ব ওয়া কা'সিম মিম মা'ঈনিল। (১৯) লা- ইয়ুসাদ্দা'উনা 'আনহা- ওয়ালা- ইয়ুংঝিফূন। (২০) ওয়া ফা-কিহাতিম মিম্মা- ইয়াতাখাইয়ারূন। (২১) ওয়া লাহমি ত্বইরিম মিম্মা- ইয়াশতাহূন। (২২) ওয়া হূরুন 'ঈনুন। (২৩) কাআমছা-লিল লু'লুয়িল মাকনূন। (২৪) জাঝা-আম বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। (২৫) লা- ইয়াস্মা'উনা ফীহা- লাগওয়াও ওয়ালা- তা'ছীমা-। (২৬) ইল্লা- ক্বীলান স্যলা-মান স্যলা-মা। (২৭) ওয়া আসহ্বা-বুল ইয়ামীনি মা- আসহ্বা-বুল ইয়ামীন। (২৮) ফী স্যিদরিম মাখদ্বূদ। (২৯) ওয়া ত্বলহিম মানদ্বূদ্ব। (৩০) ওয়া যিল্লিম মামদূদ। (৩১) ওয়া মা-য়িম মাস্কূব। (৩২) ওয়া ফা-কিহাতিন কাছীরাতিল। (৩৩) লা-মাক্বতূ'আতিও ওয়ালা- মামনূ'আতিও। (৩৪) ওয়া ফুরুশিম মারফূ'আহ। (৩৫) ইন্না আংশা'না-হুন্না- ইংশা-আ। (৩৬) ফাজা'আলনা-হুন্না আবকা-রা-। (৩৭) 'উরুবান আতরা-বাল। (৩৮) লিআসহ্বা-বিল ইয়ামীন। (৩৯) ছুল্লাতুম মিনাল আওওয়ালীন। (৪০) ওয়া ছুল্লাতুম মিনাল আ-খিরীন। (৪১) ওয়া আসহ্বা-বুশ শিমা-লি মা-আসহ্বা-বুশশিমা-ল। (৪২) ফী স্যমূমিও ওয়া হ্বামীম। (৪৩) ওয়া যিল্লিম্মিই ইয়াহমূম। (৪৪) লা- বা-রিদিও ওয়ালা- কারীম। (৪৫) ইন্নাহুম কা-নূ ক্বলা যা-লিকা মুতরাফীন। (৪৬) ওয়া কা-নূ ইয়ুসিররূনা 'আলাল হ্বিনছিল 'আযীম। (৪৭) ওয়া কা-নূ ইয়াকূ-লূনা আইযা- মিতনা- ওয়া কুন্না- তুরা-বাও ওয়া 'ইযা-মান আইন্না- লামাব'উ-ছূন। (৪৮) আওয়া আ-বা-উনাল আওওয়ালূন। (৪৯) ক্বুল ইন্নাল আওওয়ালীনা ওয়াল আ-খিরীন। (৫০) লামাজমূ'উ-না ইলা-

মীক্বা-তি ইয়াওমিম মা'লূম। (৫১) ছুম্মা ইন্নাকুম আইয়ুহাদ্দ্বা–ল্লূনাল মুকাযযিবূন। (৫২) লাআ-কিলূনা মিন শাজারিম মিং ঝাক্কূ-ম। (৫৩) ফামা-লিউ-না মিনহাল বুতু-ন। (৫৪) ফাশা-রিবূনা 'আলাইহি মিনাল হামীম। (৫৫) ফাশা-রিবূনা শুরবাল হীম। (৫৬) হা-যা- নুঝুলুহুম ইয়াওমাদ্দীন। (৫৭) নাহ্নু খলাক্বনা-কুম ফালা-ওলা- তুসাদ্দিকূ-ন। (৫৮) আফারাআইতুম মা- তুমনূন। (৫৯) আ আংতুম তাখলুকূ-নাহূ–আম নাহ্নুল খ-লিকূ-ন। (৬০) নাহ্নু ক্বদ্দারনা- বাইনাকুমুল মাওতা ওয়ামা- নাহ্নু বিমাস্বূক্বীন। (৬১) 'আলা– আন নুবাদ্দিলা আমছা-লাকুম ওয়া নুনশিআকুম ফী মা- লা- তা'লামূন। (৬২) ওয়া লাক্বদ 'আলিমতুমুন নাশআতাল উলা- ফালাওলা- তাযাক্কারূন। (৬৩) আফারাআইতুম মা- তাহ্রুছূন। (৬৪) আ আংতুম তাযরা'উনাহূ–আম নাহ্নুঝ ঝা-রি'উন। (৬৫) লাও নাশা–উ লাজা'আলনা-হু হুত্বা-মান ফায্লতুম তাফাক্কাহূন। (৬৬) ইন্না- লাম-গরামূন। (৬৭) বাল নাহ্নু মাহ্রূমূন। (৬৮) আফারাআইতুমুল মা–আল্লাযী তাশরাবূন। (৬৯) আ আংতুম আংঝালতুমূহু মিনাল মুঝনি আম নাহ্নুল মুংঝিলূন। (৭০) লাও নাশা উজা'আলনা-হু উজা-জান ফালাওলা- তাশকুরূন। (৭১) আফারাআইতুমুন না-রাল লাতী তূরূন। (৭২) আ আংতুম আংশা'তুম শাজারাতাহা আম নাহ্নুল মুংশিউন। (৭৩) নাহ্নু জা'আলনা-হা- তাযকিরাতাও ওয়া মাতা-'আল লিল মুক্বীন। (৭৪) ফাস্যাব্বিহ্ বিস্মি রব্বিকাল 'আযীম। (৭৫) ফালা– উক্বসিমু বিমাওয়া-ক্বি'ইন নুজু-ম। (৭৬) ওয়া ইন্নাহূ লাক্বাসামুল লাও তা'লামূনা 'আযীম। (৭৭) ইন্নাহূ লাকুরআ-নুন কারীম। (৭৮) ফী কিতা-বিম মাকনূন। (৭৯) লা-ইয়ামাস্সুহু– ইল্লাল মুত্বাহহারূন। (৮০) তাংঝীলুম মির রব্বিল 'আ-লামীন। (৮১) আফাবিহা-যাল হাদীছি আংতুম মুদহিনূন। (৮২) ওয়া তাজ'আলূনা রিঝক্বাকুম আন্নাকুম তুকাযযিবূন। (৮৩) ফালাওলা–ইযা- বাল-াগাতিল হুলকূ-ম। (৮৪) ওয়া আংতুম হীনায়িযিন তাংযুরূন। (৮৫) ওয়া নাহ্নু আক্বরাবু ইলাইহি মিংকুম ওয়ালা-কিল লা- তুবসিরূন। (৮৬) ফালাওলা–ইং কুংতুম গইরা মাদীনীন। (৮৭) তারজি'উনাহা– ইং কুংতুম স-দিক্বীন। (৮৮। ফাআম্মা ইং কা-না মিনাল মুক্বররাবীন। (৮৯) ফারাওহুও ওয়া রইহা-নুও ওয়া জান্নাতু না'ঈম। (৯০) ওয়া আম্মা– ইং কা-না মিন আসহা-বিল ইয়ামীন। (৯১) ফাসালা-মুল লাকা মিন আসহা-বিল ইয়ামীন। (৯২) ওয়া আম্মা ইং কা-না

www.pathagar.com

মিনাল মুকাযযিবীনাদ্ব দ্বা-ল্লীন। (৯৩) ফানুঝুলুম মিন হ্বামীম। (৯৪) ওয়া তাসলিয়াতু জাহ্বীম। (৯৫) ইন্না হা-যা- লাহুওয়া হাক্কুল ইয়াক্বীন। (৯৬) ফাসাব্বিহ্ বিস্‌মি রব্বিকাল 'আযীম।

অর্থ : (১) যখন ঘটনাটি (কিয়ামত) সংঘটিত হবে। (২) তখন তার সংঘটিত হওয়াকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবে না। (৩) তা কাউকে করবে নীচু এবং কাউকে করবে সমুন্নত। (৪) যখন প্রবল কম্পনে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে। (৫) এবং পর্বতমালা গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে। (৬) ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে। (৭) আর তোমরা তখন তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। (৮) অতএব ডান দিকের দল, কতো ভাগ্যবান ডানদিকের দল! (৯) আর বাম দিকের দল, কতো বদনসীব বাম দিকের দল। (১০) আর অগ্রগণ্য দল, (সব ক্ষেত্রে) তো অগ্রগামী। (১১) এরাই হলো (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভকারী। (১২) নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে থাকবে। (১৩) তাদের বেশিরভাগ হবে আগেকার কালের লোকদের মধ্য থেকে। (১৪) এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তী কালের লোকদের মধ্য থেকে। (১৫) তারা সোনা ও মণিমুক্তা খচিত আসনে উপবিষ্ট থাকবে। (১৬) পরস্পর মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে। (১৭) চির-কিশোরেরা (তাদের আপ্যায়নে) তাদের চারপাশে ঘুরাফিরা করবে। (১৮) হাতলবিহীন বড়ো বাটি, চঞ্চুবিশিষ্ট কাঁচের পাত্র এবং প্রবহমান স্বচ্ছ ঝর্ণার সুরাপূর্ণ পেয়ালাসহ। (১৯) তা পানে তাদের মাথাব্যথাও হবে না এবং তারা মাতালও হবে না। (২০) তাদের চাহিদা মাফিক ফলমূল নিয়ে। (২১) এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা মাফিক পাখির গোশতসহ। (২২) আরো থাকবে আয়তলোচনা হূর। (২৩) সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ। (২৪) তারা যেসব উত্তম কাজ করেছিল তার পুরস্কারস্বরূপ। (২৫) তারা সেখানে কোনো বাজে কথা বা পাপ-পঙ্কিল বাক্য শোনবে না। (২৬) শান্তি আর শান্তির বাণী ব্যতীত। (২৭) আর ডানদিকের দল, কতো ভাগ্যবান ডানদিকের দল। (২৮) তারা থাকবে কাটাবিহীন কুল গাছের কুঞ্জবনে। (২৯) কাঁদিভরা কলার বাগানে। (৩০) সুবিস্তারিত ছায়াঘেরা জায়গায়। (৩১) সদা প্রবহমান পানির পাশে। (৩২) পর্যাপ্ত ফলমূলে ভরপুর। (৩৩) যার শেষ নেই, সরবরাহও নিষিদ্ধ হবার নয়। (৩৪) আরো আছে সুউচ্চ শয্যাসমূহ। (৩৫) আমি এই হূরদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) তাদেরকে করেছি কুমারী। (৩৭) প্রেমময়ী, সমবয়স্কা। (৩৮) ডানদিকের দলের লোকজনের জন্য। (৩৯) তাদের অনেকে

হবে পূর্বকালের লোকজনের মধ্য থেকে। (৪০) এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (৪১) আর বাম দিকের দল, কতো বদনসীব বাম দিকের দল। (৪২) তারা থাকবে লু-হাওয়ার প্রবাহ ও উত্তপ্ত পানির মধ্যে। (৪৩) কালো ধোঁয়ার ছায়ায়। (৪৪) যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। (৪৫) ইতিপূর্বে তারা ভোগবিলাসিতায় মগ্ন ছিলো। (৪৬) তারা অবিরত জঘন্য পাপকাজে লিপ্ত ছিলো। (৪৭) তারা বলতো, আমরা যখন মারা যাবো এবং হাড় ও মাটিতে পরিণত হবো তারপরও কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে? (৪৮) আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও কি? (৪৯) আপনি বলুন, অবশ্যই পূর্বকালের লোকজন এবং পরবর্তী কালের লোকজন। (৫০) সকলকেই সমবেত করা হবে নির্দিষ্ট একটি দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। (৫১) অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীরা! তোমাদেরকে। (৫২) অবশ্যই আহার করতে হবে যাক্কুম গাছ থেকে। (৫৩) তার দ্বারা উদর পূর্তি করতে হবে। (৫৪) তার উপর পান করতে হবে টগবগে ফুটন্ত পানি। (৫৫) পিপাসার্ত উটের ন্যায় পান করতে হবে। (৫৬) কিয়ামতের দিন এমনটিই হবে তাদের পানাহারের আয়োজন। (৫৭) আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তবে কেনো তোমরা তার সত্যতা স্বীকার করো না? (৫৮) তোমরা যে বীর্যপাত করো সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি? (৫৯) তা (থেকে) কি তোমরা মানুষ সৃষ্টি করো, না আমিই তার স্রষ্টা? (৬০) আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করে দিয়েছি এবং আমাকে প্রতিহত করা যায় না। (৬১) তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ অন্য লোক আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন দৈহিক গঠনে সৃষ্টি করতে যা তোমাদের জ্ঞানবহির্ভূত। (৬২) তোমরা অবশ্যই প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পেরেছ। তবুও তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো না কেনো? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন করো সে সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছ কি? (৬৪) তা থেকে তোমরা ফসল উৎপন্ন করো না কি আমি ফসল উৎপন্ন করি? (৬৫) আমি চাইলে একে অবশ্যই খড়-কুটায় পর্যবসিত করতে পারি। তাতে তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে (এবং বলবে)। (৬৬) আমরা অবশ্যই ঋণের দায়ে পড়ে গেলাম। (৬৭) বরং আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। (৬৮) তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) মেঘমালা থেকে তোমরা কি তা নামিয়ে আনো নাকি আমি নামিয়ে আনি? (৭০.) আমি ইচ্ছা করলে তাকে অবশ্যই লবণাক্ত করে দিতে পারতাম। তবুও তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না কেনো? (৭১) তোমরা যে

www.pathagar.com

আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) জ্বালানি কাঠের গাছ কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, নাকি আমি সৃষ্টিকারী? (৭৩) আমি এ আগুনকে করেছি উপদেশ গ্রহণের বস্তু এবং প্রয়োজন পূরণার্থীদের জীবনোপকরণ। (৭৪) অতএব আপনি আপনার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন। (৭৫) আমি অবশ্যই শপথ করছি তারকাসমূহের অস্ত যাওয়ার স্থানের। (৭৬) অবশ্যই এ এক মহাশপথ, যদি তোমরা উপলব্ধি করতে। (৭৭) নিশ্চয়ই এটি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কুরআন। (৭৮) একখানি সুরক্ষিত কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ। (৭৯) পবিত্র সত্তাগণ (ফেরেশতারা) ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না। (৮০) মহাবিশ্বের প্রভুর তরফ থেকে নাযিলকৃত। (৮১) তারপরও কি তোমরা এ বাণীকে অবহেলা করবে? (৮২) এবং তোমরা মিথ্যা আরোপকেই তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নিয়েছ? (৮৩) তবে কেনো নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় (তখন মৃত্যু ঠেকাও না কেনো)। (৮৪) এবং তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ। (৮৫) আর আমি তখন তোমাদের চেয়েও তার অতি নিকটে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। (৮৬) তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাকো তবে এরূপ কেনো হয় না যে। (৮৭) তোমরা সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আনো না কেনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো? (৮৮) অতএব সে যদি (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। (৮৯) তবে তার জন্য রয়েছে শান্তি-স্বস্তি, সৌরব ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। (৯০) আর যদি সে হয়ে থাকে ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত। (৯১) তবে হে ডান দিকের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি! তোমার জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। (৯২) আর যদি সে হয়ে থাকে মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত। (৯৩) তবে (তার জন্য রয়েছে) ফুটন্ত পানির আপ্যায়ন। (৯৪) এবং দোযখে দাখিল হওয়া। (৯৫) নিশ্চয়ই এসব কিছু চূড়ান্তভাবে সত্য। (৯৬) অতএব আপনি আপনার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন।

www.pathagar.com

জুমু'আর খুতবা

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلِيِّ الذَّاتِ عَظِيْمِ الصِّفَاتِ سَمِيِّ السِّمَاتِ كَبِيْرِ الشَّانِ — فَخِيْمِ الْاِسْمِ عَزِيْزِ الْعِلْمِ وَسِيْعِ الْحِلْمِ كَثِيْرِ الْغُفْرَانِ. (٢) جَمِيْلِ الثَّنَاءِ جَزِيْلِ الْعَطَاءِ مُجِيْبِ الدُّعَاءِ عَمِيْمِ الْاِحْسَانِ — سَرِيْعِ الْحِسَابِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ اَلِيْمِ الْعَذَابِ عَزِيْزِ السُّلْطَانِ. (٣) وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ فِى الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ. (٤) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ — اَلْمَنْعُوْتُ بِشَرْحِ الصَّدْرِ وَرَفْعِ الذِّكْرِ. (٥) وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ خُلاَصَةُ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ — وَخَيْرُ الْخَلاَئِقِ بَعْدَ الْاَنْبِيَاءِ. (٦) اَمَّا بَعْدُ فَيٰاَيُّهَا النَّاسُ وَحِّدُوا اللّٰهَ فَاِنَّ التَّوْحِيْدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ. (٧) وَاتَّقُوا اللّٰهَ فَاِنَّ التَّقْوٰى مِلاَكُ الْحَسَنَاتِ. (٨) وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنَّ السُّنَّةَ تَهْدِىْ اِلَى الْاِطَاعَةِ. (٩) وَمَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدٰى. (١٠) وَاِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ فَاِنَّ الْبِدْعَةَ تَهْدِىْ اِلَى الْمَعْصِيَةِ — وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوٰى. (١١) وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِىْ وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ — وَعَلَيْكُمْ بِالْاِحْسَانِ — فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. (١٢) وَلاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ —

www.pathagar.com

وَلَاتُحِبُّوا الدُّنْيَا فَتَكُوْنُوْا مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. (١٣) اَلاَ وَاِنَّ نَفْسًا لَّنْ
تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا
عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ. (١٤) وَادْعُوْهُ فَاِنَّ رَبَّكُمْ مُّجِيْبُ
الدَّاعِيْنَ — وَاسْتَغْفِرُوْهُ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ. (١٥) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (١٦) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ — بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا
وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ — وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ
— اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : (১) আলহামদু লিল্লা-হি 'আলিইয়িয যা-তি 'আযি-মিস সিফা-তি স্বামমি ইস্‌স্বামা-তি কাবীরিশ শা-ন। ফাখি-মিল ইস্‌মি আঝি-ঝিল ইলমি ওয়া সি-ইলহিলমি কাছীরিল গুফরা-ন। (২) জামি-লিছ ছানা-য়ি জাঝি-লিল 'আত্বা-য়ি মুজি-বিদ দুআ-য়ি 'আমি-মিল ইহ্‌সা-নি। স্বারি-ইল হিসা-বি। শাদি-দিল ইকা-বিল আলি-মিল 'আযাবি। 'আঝি-ঝিস্ সুলতা-ন। (৩) ওয়া নাশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু- লা শারি-কা লাহু- ফিল খলকি ওয়াল আমর। (৪) ওয়া নাশহাদু আন্না সাইয়িদানা- ওয়া মাওলা-না- মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসু-লুহুল মাবউ-ছু ইলাল আস্ওয়াদ ওয়াল আহ্‌মার। আল মানউ-তু বিশারহিস সদরি ওয়া রফায়িয যিকরি। (৫) ওয়া সল্লাল্লা-হু আলাইয়ি ওয়া 'আলা- আ-লিহি ওয়া আস্‌হা-বিহিল লাযীনা হুম খুলা-সাতুল 'আরাবিল 'আরবা-য়ি। ওয়া খইরুল খলা-য়িক্বি বা'দাল আমবিয়া-য়ি। (৬) আম্মা-বা'দু ফাইয়া আইয়ু হান্না-সু ওয়াহ্‌হিদুল্লা-হা। ফাইন্নাত তাওহীদা র'সুত্ব ত্বাআতি। (৭) ওয়াততাকুল্লা-হা ফাইন্নাত তাকওয়া মিলা-কুল হাসানা-তি। (৮) ওয়া আলাইকুম বিস্‌সুন্নাতি ফাইন্নাস সুন্নাতা তাহদী ইলাল ইতাআতি। (৯) ওয়া মান আত্বা-আল্লা-হা ওয়া রসূলাহু

ফাকূদ রশাদা ওয়াহ্তাদা- (১০) ওয়া ইয়্যাকুম ওয়াল বিদ্'আতা ফাইন্নাল বিদ'আতা তাহ্দী ইলাল মা'সিয়াতি। ওয়া মাই ইয়া'সিল্লা-হা ওয়া রসূলাহূ- ফাক্বদ দ্বাল্লা ওয়া গওয়া-। (১১) ওয়া 'আলাইকুম বিল সিদক্বি ফাইন্নাস সিদক্বা ইউনজি ওয়াল কিযবু ইউহ্লিকু। ওয়া 'আলাইকুম বিল ইহ্সা-নি ফাইন্নাল্লা-হা ইউহিব্বুল মুহ্সিনীন। (১২) ওয়া লা তাক্বনাতু-মির রহমাতিল্লা-হ ফাইন্নাহূ- আরহামুর রা-হিমীন। ওয়ালা তুহিব্বুদ দুনইয়া ফাতাকূনূ মিনাল খ-সিরীন। (১৩) আলা ওয়া ইন্না নাফসাল লান তামূতা হাত্তা তাস্তাকমিলা। রিঝক্বাহা- ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আজমিলূ- ফিত ত্বলাবি ওয়া তাওয়াক্কালূ- 'আলাইহি ফাইন্নাল্লা-হা ইউহিব্বুল মুতাওয়াককিলীন। (১৪) ওয়াদউহূ- ফাইন্না রব্বাকুম মুজীবুদ দা'-ই-ন। ওয়াস্তাগফিরু-হু ইউমদিদকুম বিআমওয়ালিও ওয়া বানীন। (১৫) আউ-যুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম। (১৬) ওয়া ক্ব-লা রব্বুকুমুদ 'উ-নি- আস্তাজিব লাকুম। ইন্নাল লাযীনা ইয়াস্ তাকবিরু-না 'আন 'ইবা-দাতি- স্যইয়াদখুলু-না জাহান্নামা দা-খিরীন। বারাকাল্লা-হু লানা- ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম। ওয়া নাফা'না- ওয়া ইয়্যা-কুম বিল আ-ইয়া-তি ওয়ায যিকরিল হাকি-ম। আসতাগফিরুল্লা-হা লী ওয়া লাকুম ওয়া লিসা-ইরিল মুস্লিমীন। ফাসতাগফিরু-হু ইন্নাহূ- হুওয়াল গফুরুর রহীম ॥

অর্থ : (১) পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র নিমিত্ত, যাঁর সত্তা সকলের উর্ধ্বে, যাঁর গুণ মহত্তম এবং যিনি মহিমাময়, যিনি অধিকতর শান ও সম্মানের অধিকারী; যাঁর যিক্র সবচেয়ে মহান ও আদেশ অবশ্য পালনীয়। যাঁর দলিল-প্রমাণ স্পষ্ট, নাম সবচেয়ে বড়, ইলম, সর্বজয়ী, হিলম (সহনশীলতা) ব্যাপক এবং যিনি অতি ক্ষমাশীল। (২) সুন্দরতম প্রশংসার অধিকারী; সবচেয়ে বড় দাতা, দু'আ কবুলকারী ও অসীম দয়াশীল, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, কঠিন শাস্তিদাতা, কঠোর আযাব প্রদানকারী ও প্রবল সম্রাট। (৩) আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, একক, সৃষ্টি ও আদেশ দানে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। (৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের নেতা ও অভিভাবক মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও লাল কাল নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল। তিনি প্রসারিত বক্ষ ও সর্বোচ্চ প্রশংসায় ভূষিত। (৫) মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিজন এবং তাঁর সেই সাহাবীদের ওপর যাঁরা খাঁটি আরবদের মধ্যে বিশিষ্ট এবং সমগ্র সৃষ্টির

www.pathagar.com

মধ্যে নবীদের পরেই যাঁরা শ্রেষ্ঠ। (৬) অতঃপর, হে মানুষেরা! আল্লাহকে এক বলে জানবে, কেননা একত্বে বিশ্বাস করাই হলো সকল ইবাদতের মূল। (৭) আল্লাহকে ভয় কর, কেননা খোদাভীতি হলো সমস্ত নেকীর উৎস। (৮) তোমরা সুন্নাতের অনুসরণ করবে, কেননা সুন্নাতই আনুগত্যের পথ প্রদর্শক। (৯) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, সে সত্য সরল পথের সন্ধান পায় ও সঠিক রাস্তায় চলে। (১০) সাবধান, বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা বিদ'আত নাফরমানীর পথে নিয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, সে নিশ্চয়ই গোমরাহ ও বিপথগামী। (১১) তোমরা অবশ্যই সত্যকে আঁকড়ে ধরবে, কেননা সত্য মুক্তিদাতা এবং মিথ্যা ধ্বংসকারী। তোমরা অবশ্যই সৎকাজ করবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা নেক্কারদের পছন্দ করেন। (১২) আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেননা, তিনি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিকতর দয়াশীল। জগতের মোহে পড়ো না, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে। (১৩) মনে রাখবে, রিযক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কারো মৃত্যু ঘটে না। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর ও সঠিক পন্থায় রিযক খোঁজ কর এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ভরসাকারীদের পছন্দ করেন। (১৪) আল্লাহ্র কাছে দু'আ চাও। (কেননা, তোমাদের পালনকর্তা প্রার্থনাকারীদের দু'আ কবুল করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও, আল্লাহ তোমাদের ধনবল ও জনবল দ্বারা সাহায্য করবেন। (১৫) বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (১৬) তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন : আমার নিকট দু'আ কর, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। নিঃসন্দেহে, যারা আমার ইবাদত থেকে গর্বভরে বিরত থাকে, তারা অতি শীঘ্রই লজ্জিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাঁর পবিত্র মহাগ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে আমার ও আপনাদের জন্য বরকত দান করুন এবং আয়াতসমূহ ও হেকমতপূর্ণ বাণীসমূহ থেকে আমাকে এবং আপনাদের উপকৃত করুন। আমি আমার, আপনাদের এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনারাও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

ছানী খুতবা

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ. (٢) وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا.(٣) مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ. (٤) وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ. (٥) وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ. (٦) وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. (٧) اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ. (٨) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لاَيَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهٗ – وَلاَيَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. (٩) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (١٠) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. (١١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ – وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ. (١٢) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْ بَكْرٍ – وَاَشَدُّهُمْ فِىْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ – وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ – وَاَقْضَاهُمْ عَلِىٌّ – وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ – وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ – وَحَمْزَةُ اَسَدُ اللّٰهِ وَاَسَدُ رَسُوْلِهٖ. (١٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً لاَّ تُغَادِرُ ذَنْبًا. (١٤) اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لاَتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ – فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ

www.pathagar.com

اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ. (١٥) وَخَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ
الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ. (١٦) وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِى الْاَرْضِ – مَنْ اَهَانَ
سُلْطَانَ اللهِ فِى الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللهُ. (١٧) انَ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ-
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. (١٨) فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ
وَلَا تَكْفُرُوْنَ.

উচ্চারণ : (১) আলহামদু লিল্লা-হি নাহ্মাদুহু- ওয়া নাস্তা'য়িনুহু- ওয়া নাস্তাগফিরুহু- (২) ওয়া নাউ-যুবিল্লা-হি মিংশুরু-রি আংফুসিনা- (৩) মাই ইয়াহ দিল্লা-হু ফালা মুদ্বীল্লালাহু- (৪) ওয়া মাই ইউদ্বলিল ফালা হা-দিয়া লাহু- (৫) ওয়া নাশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু- লা-শারি-কা লাহু- (৬) ওয়া নাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু- ওয়া রসূলুহু- (৭) আরসালাহু- বিল হাক্বক্বি বাশীরাও ওয়া নাযি-রান বাইনা ইয়াদায়িস্ সা-'আহ। (৮) মাই ইউতিইল্লা-হা ওয়া রসূলাহু ফাক্বদ রশাদা ওয়া মাই ইয়া'সিহিমা ফাইন্নাহু- লা ইয়াদুররু ইল্লা নাফস্াহু- ওয়ালা ইয়াদুররুল্লা-হা শাইয়া- (৯) আউ-যুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রজীম। (১০) ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালা-য়িকাতাহু- ইউসল্লূনা 'আলান নাবিয়্যি ইয়া আউয়ুহাল্লাযীনা আ-মানু সল্লু-'আলাইহি ওয়া সাল্লিমু- তাস্লীমা- (১১) আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন 'আবদিকা ওয়া রসূলিক ওয়া সল্লি 'আলাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়াল মুস্লিমীনা ওয়াল মুস্লিমা-তি ওয়া বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আঝওয়াজিহি- ওয়া যুররিয়্যইয়াতিহী। (১২) ক্ব-লান নাবিয়্যু সল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরহামু উম্মতি বিউম্মাতি আবু-বাকরিন ওয়া আশাদ্দুহুম ফি আমরিল্লা-হি উমারু ওয়া আসদাক্বুহুম হ্যায়াআন 'উছমা-ন ওয়া আক্বদা-হুম 'আলিয়্যু। ওয়া ফা-তিমাতু সাইয়িদাতু নিসা-য়ি আহলিল জান্নাতি। ওয়াল হ্াসান ওয়াল হুস্াইন সাইয়িদা শাবা-বি আহলিল জান্নাতি। ওয়া হ্ামঝাতু আস্াদুল্লা-হি ওয়া আস্াদু রসূলিহি- (১৩) আল্লা-হুমাগ ফির লিল আব্বাসি ওয়া ওয়ালাদিহি মাগফিরাতান য্-হিরাতান ওয়া বা-ত্বিনাতাল লা-তুগা- দিরু যামবা-

(১৪) আল্লা-আল্লা- ফি- আস্‌হা-বি-লা- তাততাখিযু-হুম গারাদ্বান মিম বা'দি-ফামান আহ্‌াব্বাহুম ফাবিহুব্বি- আহাব্বাহুম ওয়া মান আবগাদ্বাহুম ফাবি বুগদ্বি-আবগাদ্বাহুম। (১৫) ওয়া খইরু উম্মাতি ক্বরনী ছুম্মাল্লাযীনা ইয়ালু-নাহুম, (১৬) ওয়াস্‌ সুলত্বা-নু যিল্লুল্লা-হি ফিল আরদ্ব। মান আহানা সুলত্বানাল্লা-হি ফিল আরদ্বি আহানাহুল্লা-হু। (১৭) ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মুরু বিদ আদলি ওয়াল ইহ্‌সা-নি ওয়া ইয়-তায়িযিল ক্বুরবা- ওয়া ইয়ানহা- 'আনিল ফাহ্‌শা-য়ি ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগয়ি। ইয়ায়িযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন- (১৮) ফাযকুরুনী আযকুরকুম ওয়াশ কুরু-লী ওয়ালা তাকফুরুন।

অর্থ : (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, আমি তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা চাই। (২) আর আমরা আমাদের আত্মার কুচক্র থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি। (৩) আল্লাহ তা'আলা যাকে সঠিক পথ দেখান তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। (৪) আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে সঠিক পথ দেখান না তাকে কেহ হেদোয়াত করতে পারে না। (৫) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। (৬) আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁরই বান্দা ও রাসূল। (৭) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে আসন্ন শেষ বিচার দিবসের পূর্বে সত্য ধর্ম সহকারে সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে পাঠিয়েছেন। (৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে সে-ই সঠিক পথ পাবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের নাফরমানী করবে, সে শুধু নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি হবে না। (৯) বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (১০) তিনি এরশাদ করেন নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি (যথাক্রমে) রহমত বর্ষণ ও রহমত প্রার্থনা করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও অগণিত সালাম পাঠ কর। (১১) হে আল্লাহ্‌! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং সকল ঈমানদার মুসলমান নর-নারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আর মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিদেরকে বরকত দান করুন। (১২) নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক কোমলমতি আবু বকর (রা) এবং আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার বিষয়ে ওমর সর্বাধিক দৃঢ়, ওসমান তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খাঁটি লাজুক এবং আলী শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

বিচারক। ফাতেমা জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী ও হাসান হুসাইন জান্নাতী যুবকদের নেতা। আর হামযাহ আল্লাহ্‌র বাঘ ও তাঁর রাসূলের বাঘ। (১৩) হে আল্লাহ্! আপনি হযরত আব্বাস (রা) ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদেরকে যাহেরী-বাতেনী সর্বতোভাবে ক্ষমা করুন। যেন একটি পাপ বাদ না পড়ে। (১৪) সাবধান! সাবধান!! তোমরা আমার সাহাবীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো। আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে শত্রুতার লক্ষ্যস্থল বানাবে না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবাসবে তা আমার প্রতি ভালোবাসার দরুনই তাঁদের ভালোবাসবে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ থাকার দরুন তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। (১৫) আমার এ বর্তমান সময়কার উম্মতগণই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। অতপর তাঁদের পরবর্তী সময়ের উম্মতগণ শ্রেষ্ঠ, অতপর তাঁদের পরবর্তী যুগের উম্মতগণ শ্রেষ্ঠ। (১৬) ন্যায়বিচারক রাষ্ট্রনায়ক দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার ছায়াস্বরূপ। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র নিয়োজিত রাষ্ট্রনায়ককে অপমান করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অপমানিত করবেন। (১৭) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ন্যায়বিচার, ইহসান ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাহায্য করার আদেশ করছেন এবং যাবতীয় অশ্লীল, অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ করছেন, যেন তোমরা সদুপদেশ হাসিল করো। (১৮) আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না-শোকরী করো না।

www.pathagar.com

ঈদের খুতবা

ঈদুল ফিত্‌রের খুতবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রহীম

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

(١) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْعِمِ الْمُحْسِنِ الدَّيَّانِ — ذِى الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ وَالْاِحْسَانِ — ذِى الْكَرَمِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْاِمْتِنَانِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٣) وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ — وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ حِيْنَ شَاعَ الْكُفْرُ فِى الْبُلْدَانِ. (٤) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ مَا لَمَعَ الْقَمَرَانِ وَتَعَاقَبَ الْمَلَوَانِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٥) اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ لِّلّٰهِ عَلَيْكُمْ فِيْهِ عَوَائِدُ الْاِحْسَانِ — وَرَجَاءُ نَيْلِ الدَّرَجَاتِ وَالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٦) وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَّ هٰذَا عِيْدُنَا - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٧) وَقَالَ

www.pathagar.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلٰئِكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلاَئِكَتِىْ مَا جَزَاءُ اَجِيْرٍ وَّفّٰى عَمَلَهٗ — قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاءُهٗ اَنْ يُّوَفّٰى اَجْرُهٗ — قَالَ مَلاَئِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَاِمَائِىْ قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ — وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ — فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ — قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَّهُمْ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٨) وَهٰذَا الَّذِىْ ذُكِرَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ كَانَ فَضْلَهٗ — وَاَمَّا اَحْكَامُهٗ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالصَّلٰوةِ وَالْخُطْبَةِ قَدْ كَتَبْنَاهَا فِى الْخُطْبَةِ الَّتِىْ قَبْلَهٗ. (٩) نَعَمْ بَقِيَتِ الْمَسْئَلَتَانِ — فَنَذْكُرُهُمَا اْلاٰنَ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (١٠) اَلْاَوَّلُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. (١١) اَلثَّانِيَةُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ اَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيْرَ فِىْ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ. (١٢) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (١٣) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى — وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى.

উচ্চারণ : (১) আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদু। (২) আলহামদু লিল্লা-হিল মুনইমিল মুহ্‌সিনিদ দাইয়া-ন। যিল ফাদ্বলি ওয়াল জু-দি ওয়াল ইহসা-নি। যিল

www.pathagar.com

কারামি ওয়াল মাগফিরাতি ওয়াল ইমতিনা-ন। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদু। (৩) ওয়া নাশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু- ওয়া নাশহাদু আন্না সাইয়িদানা- ওয়া মাও লা-না- মুহাম্মাদান আবদুহু- ওয়া রসূলুহুল লাযী আরসালা হি-না শা'আল কুফরুফিল বুলদা-নি। (৪) সল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া 'আলা- আ-লিহি ওয়া আসহা-বিহি মা- লামাআল ক্বমারা-নি ওয়া তাআক্বাবাল মালাওয়া-ন। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়ালিল হামদু। (৫) আম্মা-বা'দু ফা'লামু- আন্না ইয়াও মাকুম হা-যা- ইয়াওমু ঈদিন লিল্লা-হি 'আলাইকুম ফি-হি 'আওাইদুল ইহসা-ন। ওয়া বুজা-উ নাইলিদ দারাজা-তি ওয়াল আর্ফরি ওয়াল গুফরা-ন। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল-হামদু। (৬) ওয়া ক্বদ ক্ব-লা রসূলুল্লা-হি সল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সল্লামা ইন্না লিকুল্লি ক্বওমিন ঈদাও ওয়া হা-যা ঈদুনা- আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদু। (৭) ওয়া ক্ব-লা রসূলুল্লা-হি সল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফাইযা কা-না ইয়াওমু ঈদিহিম ইয়ানি ইয়াওমা ফিতরিহিম বাহা-বিহিম মালা-য়িকাতাহু ফাক্ব-লা ইয়া- মালা-য়িকাতি মা জাঝাউ আজি-রিও ওয়া ফি 'আমালাহু- ক্বলু- রব্বানা- জাঝা-উহু- আই ইউওফফা-আজরুহু- ক্ব-লা মালা-য়িকাতি আবি-ফি ওয়া ইমা-য়ি ক্বদ্বাও ফারি-দ্বাতি 'আলাইহিম ছুম্মা খরাজু- ইয়াউজজু-না ইলাদ দু'আয়ি। ওয়া ইঝঝাতি ওয়া জালা-লি ওয়া কারা-মী ওয়া উলুওয়ি ওয়ার তিফা-য়ি মাকা-নি লাউজি-বান্নাহুম ফাইয়াকু-লুর জিউ ক্বদ গফারতু লাকুম ওয়া বাদ্দালতু সাইয়িআ- তিকুম হাসানা-তিন ক্ব-লা ফাইয়ার জিউ-না মাগফু-রাল লাহুম। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদু। (৮) ওয়া হা-যাল্লাযী যুকিরা ফি যা-লিকাল ইয়াওমা কা-না ফাদ্বলাহু- ওয়া আম্মা- আহুকা-মাহু- মিন সদাক্বাতিল ফিতর। ওয়াস সলা-তি ওয়াল খুতবাতি ক্বদ কাতাবনা-হা ফিল খুতবাতিললাতি ক্ববলাহু- (৯) নাআম বাকিইয়াতিল মাসআলাতা-নি। ফানায কুরুহুমাল আ-না। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার

ওয়ালিল্লা-হিল হামদু। (১০) আল আওয়ালু ক্ব-লা 'আলাইহিস সলা-তু ওয়াস সালাম মান স-মা রমা-যানা ছুম্মা 'আতাবাআহু- সিত্তাম মিন শাওওয়া-লিন কা-না কাসিয়া-মিদ দাহর। (১১) আছ ছা-নিয়াতু- কা-নান নাবিয়্যু সল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইউকাব্বিরু বাইনা আত্বআফিল খুতবাতি ইউকছিরুত তাকবীরা- ফি- খুতবাতিল ঈদাইনি। (১২) আউ-যুবিল্লা-হি মিনাশ শয়তা-নির রজীম, (১৩) ক্বদ আফলাহা মান তাঝাক্কা- ওয়া যাকারাসমা রব্বিহি- ফাসল্লা-

অর্থ : (১) আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান। (২) সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার নিমিত্তে যিনি নিয়ামত প্রদানকারী, দয়ালু ও প্রতিফল দানকারী। তিনিই অনুগ্রহ, দান ও ইহসানের অধিকারী। তিনিই দাতা, ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ প্রদানকারী। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের নেতা ও অভিভাবক মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁরই বান্দা ও রাসূল, যাঁকে এমন সময় আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন, যখন কুফরে গোটা জগত ছেয়ে গিয়েছিল। (৪) আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের ওপর রহমত নাযিল করতে থাকুন যতক্ষণ চন্দ্র-সূর্য ও রাত্রি-দিন চালু থাকে। (৫) অতঃপর (জেনে রাখুন) আজকের দিনটি ঈদের দিন, এ দিনে আপনাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বারবার ফিরে আসে এবং এ দিনে ফযীলত, ক্ষমা ও মার্জনার আশা রয়েছে। (৬) নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক জাতির ঈদ রয়েছে। আর এটা হলো আমাদের ঈদ। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। (৭) নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : যখন ঈদের দিন অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন আসে, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন : হে আমার ফেরেশতাগণ! যে শ্রমিক তার কাজ সম্পূর্ণ শেষ করে, তার বিনিময় কি? ফেরেশতাগণ জবাব দেন, হে আল্লাহ! তার বিনিময় হলো, তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার বান্দা ও বাদীগণ তাদের প্রতি আমার নির্দেশিত ফরয আদায় করেছে, অতঃপর তারা তাকবীর পাঠ করতে করতে দু'আর জন্য বের হয়েছে। আমার ইয্যাত, মহিমা, বুযুর্গী, উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চাসনের কসম, নিশ্চয় আমি তাদের দু'আ কবুল করব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : যাও! তোমরা ফিরে যাও! আমি তোমাদেরকে

www.pathagar.com

ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের পাপরাশিকে সওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করলাম। নবী করীম (সাঃ) বলেন : তারা তখন ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে। (বায়হাকী)। (৮) এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা করা হলো, তা ছিল এ দিবসের ফযীলত বিষয়ক। এ দিবস প্রসঙ্গে ছদাকায়ে ফিতর, ঈদের নামায ও খুতবা বিষয়ক বিধি বিধান পূর্ব খুতবায় উল্লেখ করেছি। (৯) হ্যাঁ, তবে দুটি বিষয় আলোচনা অবশিষ্ট রয়েছে। এখন তা আলোচনা করছি। (১০) প্রথম নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম সাধনার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, যে যেন সারা বছর ব্যাপী সিয়াম সাধনা করল। (মুসলিম) (১১) দ্বিতীয়-নবী করীম (সাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় খুতবা দেয়ার সময় অনেক বারই তাকবীর পাঠ করতেন। (ইবনে মাজাহ)। (১২) বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি। (১৩) আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করত নামায আদায় করেছে সেই কৃতকার্য হয়েছে।

www.pathagar.com

ঈদুল আযহার খুতবা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

(١) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ لِكُلِّ اُمَّةٍ مَّنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ — وَعَلَّمَ التَّوْحِيْدَ وَاَمَرَ بِالْاِسْلاَمِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٣) وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ. (٤) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ هَدَانَا اِلٰى دَارِ السَّلاَمِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٥) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا بِاقَامَةِ الْاَحْكَامِ— وَبَذَلُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ — فَيَا لَهُمْ مِّنْ كَرَمٍ — وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٦) اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ شَرَعَ لَكُمْ فِيْهِ مَعَ اَعْمَالٍ اُخَرَ قَدْ سَبَقَتْ فِى الْخُطْبَةِ قَبْلَ هٰذَا الْعَشْرِ ذَبْحَ الْاُضْحِيَّةِ بِالْاِخْلاَصِ وَصِدْقِ النِّيَّةِ— وَبَيَّنَ نَبِيُّهٗ وَصَفِيُّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوْبَهَا وَفَضَائِلَهَا— وَدَوَّنَ عُلَمَاءُ اُمَّتِهٖ مِنْ

www.pathagar.com

سُنَنِهٖ فِیْ كُتُبِ الْفِقْهِ مَسَائِلَهَا- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٧) فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَّوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ- وَاِنَّهٗ لَيَاْتِیْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا- وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٨) وَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِیُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ- قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (٩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ وَّجَدَ سَعَةً لِّاَنْ يُّضَحِّیَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَحْضُرْ مُصَلاَّنَا- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (١٠) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَلْاَضَاحِیُّ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰى- وَعَنْ عَلِیٍّ مِّثْلُهٗ- وَهٰذَا بَعْضٌ مِّنَ الْفَضَائِلِ- وَتَعَلَّمُوْا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَسَائِلَ.

(١١) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (١٢) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ.

www.pathagar.com

উচ্চারণ : (১) আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়ালিল্লা-হিল হ্বামদু। (২) আল হ্বামদু লিল্লা-হিল লাযী জা'আলা লিকুল্লি উম্মাতিম মানসাকাল লিইয়াযকুরুসমাল্লা-হি 'আলা-মা-রঝাক্বাহুম মিম বাহি-মাতিল আন'আ-মি। ওযা 'আল্লামাত তাওহ্বীদা ওয়া আমারা বিল ইসলা-মি। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হ্বামদু। (৩) ওয়া নাশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা- শারি-কা লাহু- (৪) ওয়া নাশহাদু আন্না সায়য়িদানা- ওয়া হাদা-না- ইলা- দা-রিস্ স্বালা-ম। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হ্বামদু। (৫) সল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া 'আলা- আ-লিহি ওয়া আসহা-বিহিল লাযীনা ক্ব-মু- বিইক্বা-মাতিল আহ্কা-মি। ওয়া বাযালু- আংফুসাহুম ওয়া আম ওয়া- লাহুম ফি-সাবি- লিল্লা-হি। ফাইয়া লাহুম মিন কিরামিন ওয়া সাল্লামা তাস্লি-মান কাছীরা- আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়ালিল্লা-হিল হ্বামদু। (৬) আম্মা-বা'দু ফা'আলামু- আন্না ইয়াও মাকুম হা-যা ইয়াওমু ঈদিন শারা'আ লাকুম ফি-হি মা'আ 'আ মা-লিন উখারা ক্বদ স্বাবাক্বাত ফিল খুতবাতি ক্ববলা হা-যাল 'আশরি যাবহাল উযহিয়্যাতি বিল ইখলা-স ওয়া সিদক্বিন নিয়্যাতি। ওয়া বাইয়ানা নাবিয়্যুহু- ওয়া- সফিইয়ুহু- সল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা উজু-বিহা ওয়া ফাযা- ইলাহা- ওয়া দাওওয়ানা 'উলামা-উ উম্মাতিহী- মিন সুনানিহী- ফি- কুতুবিল ফিকহি মাসা-ইলাহা। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়ালিল্লা-হিল হ্বামদু- (৭) ফাক্বদ ক্ব-লা 'আলাইহিস সলা-তু ওয়াসসালামু মা- 'আমিলাবনু 'আ-দামা মিন 'আমালিন ইয়াওমান নাহ্রি আহ্বাব্বা ইলাল্লা-হি মিন ইহরা-ক্বিদ দাম। ওয়া ইন্নাহু লাইয়া'তি ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি বিকুরু-নিহা- ওয়া আশ'আরিহা- ওয়া আয্লা-ফিহা- ওয়া ইন্নাদ দামা লা ইয়াক্বাউ মিনাল্লা-হি বিমাকানিন ক্ববলা আই ইয়াক্বাআ বিল আরদ্বি ফাত্বি-বু-বিহা- নাফসান। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়ালিল লা-হিল হামদু। (৮) ওয়া ক্ব-লা আসহা-বু রসূলিল্লা-হি সল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইয়া রসূলাল্লা-হি মা- হা-যিহিল আযাহিউ ক্ব-লা সুন্নাতু আবি-কুম ইবরা-হি-মা 'আলাইহিস সালাম, ক্ব-লু-

www.pathagar.com

ফামা লানা- ফি্হা ইয়া রসূলাল্লা-হ কু-লা বিকুল্লি শা'আরাতিন হাসানাতুন। কুলু- ফাসসুওফু- ইয়া রসূলাল্লা-হ কু-লা বিকুল্লি শা'আরাতিম মিনাস সুওফি হাসানাতুন। আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়ালিল্লা-হিল হামদু। (৯) ওয়া কু-লা 'আলাইহিস সলা-তু ওয়াস সালামু মাও ওজাদা সা'আতাল লিআই ইউযাহহি ফালাম ইউযাহহি ফালা ইয়াহহুর মুসাল্লা-না- আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়ালিল্লা-হিল হামদু। (১০) ওয়া কু-লা ইবনু উমারা আল আযা-হিউয়ু ইয়াওমা-নি বা'দা ইয়াওমিল আদ্বহা ওয়া'আন 'আলিই য়িম মিছলুহু ওয়া হা-যা- বা'দুম মিনাল ফাযা-য়িলি, ওয়া তাআল্লা-মু মিনাল উলামা-য়িল মাসা-য়িলি। (১১) আউ-যু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রজীম। (১২) লাই ইয়ানা লা ল্লা-হা লুহু- মুহা- ওয়ালা দিমা- উহা- ওয়ালা কিই ইয়ানা-লুহুত তাক্বওয়া মিংকুম কাযা-লিকা সাখখারাহা লাকুম লিতুকাববিরুল্লা-হা 'আলা- মা- হাদা- কুম ওয়া বাশশিরিল মুহসিনীন।

অর্থ : (১) আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান, যাবতীয় প্রশংসার অধিকার আল্লাহ্রই। (২) যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্র নিমিত্ত, যিনি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী করা বিধিবদ্ধ করেছেন যাতে তারা তাঁরই প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহ্র নামে কোরবানী (উৎসর্গ) করতে পারে। তিনি আমাদেরকে তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলামের (আনুগত্যের) নির্দেশ প্রদান করেছেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। (৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও অভিভাবক মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁরই বান্দা ও রাসূল, যিনি তোমাদেরকে জান্নাতের রাস্তা দেখিয়েছেন। (৫) আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের ওপর অশেষ রহমত নাযিল করুন– যাঁরা শরীয়াতের বিধানসমূহ সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদের জান ও মাল উৎসর্গ করেছেন। আহা! কত বুযুর্গী তাঁদের! অজস্র ধারায় শান্তি নাযিল হোক তাঁদের ওপর! (৬) অতঃপর (জেনে রাখুন,) অদ্যকার এ দিনটি পবিত্র ঈদের দিন। এ দিনে আশারায়ে যিলহজ্জ অর্থাৎ, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের আমল প্রসঙ্গে পূর্ব খুতবায় বর্ণিত বিষয়গুলো ব্যতীত শরীয়তে পূর্ণ

www.pathagar.com

ইখলাছ ও সদুদ্দেশ্যে কোরবানী করার বিধান এসেছে। আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর খাঁটি বন্ধু মুহাম্মদ (সাঃ) তা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে এবং তার ফযীলত প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলেম সম্প্রদায় তাঁর হাদীস থেকে তার মাসআলাগুলো ফেকাহ্‌র কিতাবে লিখেছেন। (৭) নবী করীম (সাঃ) বলেছেন : ঈদুল আযহা দিবসে একমাত্র রক্ত প্রবাহিত করণ (অর্থাৎ কোরবানী করা) ছাড়া আদম সন্তানের অন্য কোনো আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি পছন্দনীয় নয়। শেষ বিচার দিবসে ঐ জীব, তার শিং, লোম এবং খুরসহ হাজির হবে। আর কোরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তা'আলার নিকট বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। কাজেই তোমরা কোরবানী করে সন্তুষ্ট থাকো। (৮) নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ আরজ করলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! এ কোরবানীর হাকীকত কি? নবী (সাঃ) বললেন : এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নত। সাহাবায়ে কেরাম বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! তাতে আমাদের কি লাভ হবে? নবী করীম (সাঃ) বলেন : এর প্রতিটি পশমে সওয়াব রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : (ভেড়া ও দুম্বার) পশমের ক্ষেত্রেও কি তাই? নবী করীম (সাঃ) বললেন : তারও প্রতিটি পশমে সওয়াব রয়েছে। (৯) নবী করীম (সাঃ) বলেছেন : কোরবানীর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কোরবানী না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (১০) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেছেন : ঈদুল আযহা দিবসের পর দু'দিন কোরবানী করা যায়। আলী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এখানে কোরবানীর মাত্র কয়েকটি ফযীলত আলোচনা করা হলো। এর বিস্তারিত মাসআলা আপনারা আলেম সাহেবদের নিকট থেকে জেনে নিবেন। (১১) বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। (১২) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট তার (কোরবানীকৃত পশুর) গোশত কিংবা রক্ত কিছুই পৌঁছে না, কিন্তু শুধু তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট পৌঁছে থাকে। এভাবে তিনি তাদেরকে (পশুসমূহকে) তোমাদের (অনুগত) বাধ্যগত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা কর। আর (হে নবী! আমার) নেককার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন।

www.pathagar.com

ওযু

ওযুর ফরয ৪টি ঃ ১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা; ২. দু'হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা; ৩. দু'পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা। ৪. মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মাসাহ্ করা। [সূরা মায়িদা ৬, শামী, হিদায়া]

গোসল

গোসলের ফরয ৩টি ঃ ১. ভালভাবে একবার কুলি করে নেয়া; ২. নাকের নরম স্থানে পানি পৌঁছে দেয়া; ৩. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছে দেয়া। [সূরা মায়িদা-৬, তিরমিযী, শামী]

তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি ঃ ১. পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিয়ত করা; ২. পবিত্র মাটি দিয়ে মুখমণ্ডল মাসাহ্ করা; ৩. পবিত্র মাটি দিয়ে দু'হাত মাসাহ্ করা। [সূরা নিসা ৪৩, আলমগিরী, হিদায়া]

নামায

নামাযের ফরয ১৩টি ঃ ১. শরীর পাক হওয়া; ২. কাপড় পাক হওয়া; ৩. নামাযের জায়গা পাক হওয়া; ৪. কিবলামুখী হওয়া; ৫. ছতর ঢেকে নেয়া; ৬. ওয়াক্ত মত নামায পড়া; ৭. নির্দিষ্ট নামাযের নিয়ত করা। ৮. তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করা; ৯. (ফরয ও ওয়াজিব) নামায দাঁড়িয়ে পড়া; ১০. কুরআন হতে তেলাওয়াত করা; ১১. রুকু করা; ১২. সিজদা করা; ১৩. শেষ বৈঠক করা। [সূরা মায়িদা ৬, মুদদাসসির ৩৪, নিসা ১০৩, আরাফ ৩১, বাকারা ১২৫, ১৪৪, ১৩৮, মুযযাম্মিল ২০, হজ ৭৭, বুখারী, আবু দাউদ]

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি ঃ ১. সূরা ফাতিহা পড়া; ২. ফাতিহার সাথে মিলিয়ে কুরআনের কিছু অংশ বা অন্য একটি সূরা পড়া; ৩. ফরযের প্রথম দু'রাকাতে কিরাত পড়া; ৪. রুকু সিজদায় দেরী করা। ৫/৬. রোকন (রুকু/সিজদা)গুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা; ৭. তিন ও চার রাকাত নামাযে প্রথম বৈঠক করা; ৮. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া; ৯. ধারাবাহিকভাবে ফরয ও ১০. ওয়াজিবগুলো আদায় করা; ১১. বিতরের নামাযে কিরাতের পর দোয়া (কুনুত) পড়া; ১২. ইমাম সাহেবের নামাযে কিরাত আস্তে (জোহর-আছর), জোরে (ফজর, মাগরিব ও এশা) পড়া; ১২. সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা; ১৩. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা; ১৪. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা। আসসালা-মু আলাইকুম বলে নামায শেষ করা। [বুখারী,

www.pathagar.com

মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, নাসায়ী, মিশকাত, আবী শাইবাহ্, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক]

নামায ভঙ্গের কতিপয় কারণ ঃ ১. নামাযে কথা বললে ২. ছালাম দিলে বা উত্তর করলে ৩. আহ্ উহ্ শব্দ করলে ৪. হাঁচির উত্তর দিলে ৫. বিপদে বা কষ্টে কেঁদে উঠলে ৬. শব্দ করে হাসলে ৭. কোন সংবাদের জবাব দিলে ৮. ইমামের মোক্তাদী ব্যতীত অপরের লোকমা নিলে ৯. নাপাক স্থানে সিজদা করলে ১০. কুরআন শরীফ দেখে পড়লে ১১. পারিবারিক কোন বিষয়ে প্রার্থনা করলে ১২. খাইলে বা পান করলে ১৩. দু'হাত লাগিয়ে কোন কাজ করলে ১৪. কেবলার দিক হতে সিনা ঘুরিয়ে নিলে ১৫. ইমামের আগে মোক্তাদী কোন কাজ (সালাম, দাঁড়ান, তাকবীর) করলে। ১৬. অশুদ্ধ আরবী পড়লে ১৭. বিনা উযরে কাশি দিলে ১৮. তসবীহ্ পরিমাণ সময় সতর খুলে রাখলে।

যে সকল অবস্থায় নামায ভঙ্গ করা জায়েয ঃ (১) পরিবার বা মাল নিয়ে যানবাহন চলে যেতে দেখলে (২) সাপ বা ভয়ংকর প্রাণী দেখলে (বিপদের আশংকা থাকলে) (৩) গৃহপালিত প্রাণীর উপর আক্রমণ হলে, তাদের রক্ষার্থে (৪) চোরকে কোন জিনিস নিয়ে পালাতে দেখলে (৫) নামাযে পেশাব, পায়খানার বেগ সামলাতে না পারলে (৬) সামনে কোন অন্ধলোক গর্তে পড়ে যাবার আশংকা থাকলে (৭) ঘরে/পাশে কোথাও আগুন লাগলে (৮) পিতা-মাতা বা বৃদ্ধ লোকদের সাহায্যের আবেদন শুনলে।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (১) ফজরের নামায- ২ রাকাত সুন্নাত, ২ রাকাত ফরয মোট ৪ রাকাত (২) যোহরের নামায- ৪ রাকাত সুন্নাত, ৪ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নাত মোট ১০ রাকাত (৩) আছরের নামায- ৪ রাকাত ফরয (৪) মাগরিবের নামায- ৩ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নাত মোট ৫ রাকাত (৫) এশার নামায- ৪ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নাত, ৩ রাকাত ওয়াজিব (বেতেরের তিন) মোট ৯ রাকাত।

জুমু'আর নামায ঃ শুক্রবার দিনটি অধিক উত্তম। হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিনেই পয়দা হয়েছেন। বেহেশতে প্রবেশ করেছেন। বেহেশত থেকে বের হয়েছেন। কিয়ামত এদিনেই সংঘটিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিনেই মাতা আমেনা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র গর্ভে জন্ম নিয়েছেন (মিশকাত, মুসলিম)। এদিনে এমন একটি সময় রয়েছে যখন দোয়া করলে কবুল হয় (মুসলিম, বুখারী)। এদিনের দরূদ শরীফকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য বিশেষভাবে ফেরেশতারা পৌঁছে দেন। জুমু'আর

www.pathagar.com

দিন আযান শোনার সাথে সাথে কোন প্রকার বেচা-কেনা, কাজকর্ম নিষেধ (আল কুরআনের নির্দেশ)। ভাল ভাবে গোসল করে, নামাযে দ্রুত হাজির হওয়া। চার রাকাত, কাবলাল জুমা সুন্নাত পড়ে খোতবা শোনা ওয়াজিব। এরপর ২ রাকাত ফরয এবং শেষে চার রাকাত বাদাল জুমার সুন্নাত নামায। জুমু'আর নামায মসজিদেই পড়তে হয়। অন্যকোন ভাবে একাকী বা ঘরে জামাত করে আদায় করা যায় না। জুমু'আর দিন গোসলের পর পায়ে হেঁটে (উত্তম পোশাক পরে) মসজিদে গমন করলে এবং দূষণীয় বাক্যালাপ না করলে, প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে পূর্ণ এক বছরের নামাযের নেকী, পূর্ণ এক বছরের রোযার নেকি আমলনামায় যোগ হয়। কোন বিশেষ কারণে জুমু'আর নামায পড়তে না পারলে, যোহর পড়ে নিতে হবে।

ছহু সিজদাঃ নামাযের কোন ওয়াজিব ভুলবশত ছুটে গেলে শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর কেবল ডানে ছালাম ফিরিয়ে দু'টি অতিরিক্ত সিজদা (একে ছহু সিজদা বলে) দিলে নামায সংশোধিত হয়।

মাছবুকঃ ঈমাম দু' বা এক রাকাত (কিছু অংশ ছুটে গেলে) নামায পড়ার পর কোন ব্যক্তি জামাতে শামিল হলে, তাকে আরবীতে মাছবুক বলে। মাছবুক নিয়ত করে নামাযে সামিল হয় এবং ঈমামের সাথে নামায পড়ে, শেষে সালাম না ফিরিয়ে বাকী নামায (ছুটে যাওয়া রাকাত) পুরা করে।

কাযা নামাযঃ কোন বিশেষ কারণবশত সময়মত (ওয়াক্তমত) নামায পড়তে না পারলে, ঐ নামায অন্য সময়ে আদায় করাকে কাযা নামায বলে। কাযা নামায বাকী রেখে ওয়াক্তিয়া নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে না। যেমন আগের দিনের এশার নামায না পড়ে (নামাযের কাযা আদায় না করে) পরের দিনের ফজরের নামায আদায় করা উচিত নয়। তবে কাযা নামায বাকী রেখে ওয়াক্তিয়া নামায নিম্নের তিন কারণে পড়া যায় বলে আলেমরা অভিমত ব্যক্ত করেন : ১. যদি কাযা পড়তে গেলে ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় চলে যেতে পারে, ২. নামাযের কথা স্মরণ না থাকলে, ৩. পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামায কাযা থাকলে। সুন্নাত নামাযের কাযা নাই। জীবনের কাযা নামাযগুলো (ওমরী কাযা) সময় সুযোগ মত আদায় করা, তথা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কান্নাকাটি করা জরুরি।

কছরের নামাযঃ কছর মানে কমাইয়া দেয়া অর্থাৎ চার রাকাত ফরয নামাযের স্থলে দু'রাকাত পড়া। মুসাফির কছর আদায় করবে। আল্লাহ্ মুসাফিরকে সহজ করে দিয়েছেন। গন্তব্যস্থল যদি এতটুকু দূরে হয় যে (তিনদিন তিনরাতের স্বাভাবিক পায়ে চলা পথ বা ৬০ মাইল) অথবা গন্তব্যস্থলে গিয়ে পনের দিনের

www.pathagar.com

কম সময় থাকার নিয়ত করে, তবে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। মুসাফির ফরয নামাযের চার রাকাতের স্থলে দু'রাকাত পড়বে। মুসাফির, মুকীমের পিছে (সাধারণ নামাযী) নামাযের একতেদা করলে, পুরা নামাযই আদায় করবে। কিন্তু মুসাফির ইমাম হলে, দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে এবং মুকীম দাঁড়িয়ে বাকী নামায আদায় করে নিবে।

দু'ঈদের নামায ঃ এ নামাযে আযান একামত নেই। নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর দিতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর করে দিতে হয়। ঈদের নামায ওয়াজিব।

রুগ্ন ব্যক্তির নামায ঃ পাগল না হলে, বালেগ পুরুষ ও মহিলা, কোন অবস্থাতেই নামায ছেড়ে দিবে না। যে কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেও, বসে বসে অথবা শুয়ে শুয়ে অথবা ইশারায় নামায পড়তে হবে। ওযু করার সমস্যা থাকলে তায়াম্মুম করার বিধান রয়েছে। তবুও নামায কাযা করা যাবে না।

নফল নামায ঃ ফরয আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম। ফরয আদায় করলে হুকুম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। নফল আদায় করে বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার নিকটবর্তী হয়। ফরয ওয়াজিব বাদে (ফেকাহ শাস্ত্র মতে) সকল নামাযই নফল।

বিশেষ নামাযের কথা

১। **তারাবীর নামাযঃ** রমযানে এশার পর বিশ রাকাত আদায় করার নামায।

২। **শবে ক্বদরের নামাযঃ** রমযানের শেষ দশদিনের যে কোন রাতই (বিশেষ ভাবে বেজোড় রাতগুলো) শবে ক্বদরের রাত। এ রাতে বেশী বেশী নফল নামায পড়া দুই দুই রাকাতের নিয়তে উত্তম।

৩। **বিশেষ পাঁচ রাতঃ** শবে ক্বদর, শবে বারাত, শবে মিরাজ এবং উভয় ঈদের রাত্রি। এসব রাতে নফল নামায, নফল ইবাদত, যিকির, তওবা, দরূদ, তিলাওয়াত বেশী বেশী করা উত্তম। (শবে বারাত ও শবে মিরাজ রাতের ইবাদতের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। শবে মিরাজ রাতের বিশেষ ইবাদত তেমন জরুরি নয়)

৪। **আশুরা বা মহররমের দিন ও রাতঃ** এ মাসে আল্লাহ্ পৃথিবী সৃষ্টি করেন। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া বেহেশত থেকে বহির্গত হন। তাদের তওবা এ মাসেই কবুল হয়। আইউব আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরারোগ থেকে মুক্তি পান। ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরে পান। ইউনুছ

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাছের পেট থেকে উদ্ধার পান। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাগর পাড়ি দেন ও ফেরাউন দলবলসহ ডুবে মারা যায়। ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে নিস্তার পান। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। অতএব এ মাসকে শোকের মাস না ভেবে ইবাদতের বিশেষ মাসও বলা যায়। দশই মহররমের আগে পরে মিলিয়ে তিনটি রোযা রাখা উত্তম। নফল নামায পড়া, দান খয়রাত করা, ভাল খানা খাওয়া ইত্যাদি করা ভাল। দশই মহররমে মাতম করা, শোকে মূর্ছা যাওয়া, হায় হোসেন বলে চিৎকার করা বিদআত ও গুনাহের কাজ।

৫। **তাহাজ্জুদ নামাযঃ** গভীর রাতের বিশেষ নামায। নবীদের জন্য এ নামায ফরয ছিল। আল কুরআনেও এ নামাযের গুরুত্বের কথা এসেছে। এ নামাযের ফযীলত অনেক। মাঝ রাতের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত এ নামায পড়া যায়। দুই দুই রাকাত করে ৮ বা ১২ রাকাত পড়া যায়। নবীজি কখনই এ নামায ছাড়েননি। এ নামাযের পর দোয়া কবুল হয়।

৬। **ইশরাকের নামাযঃ** সূর্যোদয়ের পর দু বা চার রাকাত নামায। প্রথম দু'রাকাতে ১টি হজ্জ ও ১টি ওমরাসহ চার গোলাম আজাদ করার নেকী পাওয়া যায়। পরবর্তী দু'রাকাতের (ছালাতুল হাজত) বিনিময়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সারাদিনের জিম্মাদার হয়ে যান।

৭। **চাশতের নামাযঃ** সূর্যোদয়ের এক ঘন্টা পর দু বা চার রাকাত নামায। বার রাকাত পড়লে বেহেশতে স্বর্ণের বালাখানা তৈয়ার হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত পড়তেন।

৮। **আউয়াবীনের নামাযঃ** মাগরীব নামাযের পর কিছুক্ষণ বসে থেকে দু, দু রাকাতে মোট ছয় রাকাত নামায বার বছরের ইবাদতের নেকীর সমতুল্য। দু, দু রাকাতের নিয়ত করে ছয় বা ততোধিক রাকাত পড়া যায়।

৯। **ছালাতুত তাছবীহঃ** চার রাকাত নামায। এ নামায ছগীরা, কবিরা, জাহেরী বাতেনী, জানা অজানা গোনাহকে বিনাশ করে। প্রতিদিন বা সপ্তাহে বা মাসে বা বছরে বা জীবনে অন্তত একবার এ নামায পড়া চাই। বুযুর্গানে দ্বীনের প্রিয় আমল। প্রতি রাকাতে ৭৫ বার করে কলেমা সাওম পড়ে, মোট চার রাকাতে সর্বমোট ৩০০ বার কলেমা সওম পড়তে হয়। (ছানা পড়ে ১৫ বার, সূরা কিরাত পড়ে ১০ বার, রুকুতে ১০ বার, দাঁড়িয়ে ১০ বার, প্রথম সিজদায় ১০ বার, সিজদা থেকে বসে ১০ বার, ২য় সিজদায় ১০ বার এভাবে প্রতিরাকাতে ৭৫ বার

www.pathagar.com

কলেমা সওম পড়া হয়)। কলেমা সওম হল "সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।"

১০। **এছতেখারার নামাযঃ** কোন কাজ উপস্থিত হলে অযু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হাম্‌দ ও নবীর উপর দরূদ পড়ে, নিচের দোয়া পাঠ করে নিজের ইচ্ছার আরয করতে হয়। আল্লাহ্ সফলতা দেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ — اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِىْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ — وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاَقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ.

আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাগফিরুকা বিইলমিকা ওয়া আস্তাগফিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আছআলুকা মিন ফাদলিকাল আযীম, ফা ইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তায়লামু ওয়ালা আলামু ওয়া আন্তা আল্লামুল গুইয়ুব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তায়লামু আন্না হাযাল আমরা খায়রুললী ফি দ্বীনি ওমাআশী ওয়াআকিবাতি আমরি, আও আযিলি আমরি ওয়া আ'যিলিহি, ফাকদিরহু লী ওয়ায়াছ্ছিরহু লী ছুম্মা বারিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তায়লামু আন্না হাযালআমরা শাররুল লী ফী দীনী ওমাআশী ওয়াআকিবাতি আমরি, আও আযিলি আমরি ওয়া আ'যিলিহি, ফাছরিফহু আন্নী ওয়াসরিফনী আনহু, ওয়া আকদির লীয়াল খাইরা হাইছু কানা, ছুম্মা আরদিনী বিহী।

("হে আল্লাহ্ তোমার এলেমের সাহায্যে কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের সাহায্যে শক্তি চাচ্ছি। তোমার মহান অনুগ্রহ দ্বারা সফলতা চাচ্ছি। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমতাশালী, আমি অক্ষম। তুমি জান, আমি জানি না। গুপ্ত বিষয়ের একমাত্র তুমিই অধিকারী। হে আল্লাহ্, এ কাজে আমার সর্ববিষয়ে ভাল হলে, তা

www.pathagar.com

আমার পক্ষে সহজ করে দাও। আর আমার পক্ষে ক্ষতিকর হলে, তা আমার কাছ থেকে ফিরাইয়া রাখ। ভাল কাজে সফলতা দাও, তাতে রাজি থাক।)

১১। এসতেসকার নামাযঃ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে, মুসলমানরা মাঠে হাজির হয়ে দু'রাকাত এ নামায পড়ে। খুতবা পাঠ করে ইমাম দুহাত তুলে, সমবেতভাবে দোয়া করে। প্রথম দিন বৃষ্টি না হলে, তিন দিন পর্যন্ত এ নামায পড়া যায়। তিনদিন রোযা রাখাও উত্তম। সকলেই তওবা করবে, দান খয়রাত করবে এবং খালি পায়ে মাঠে গিয়ে এ নামায পড়বে।

১২। ছালাতুল হাজত ও তওবার নামাযঃ দু'রাকাত নামায পড়ে, হামদ ও দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কান্নাকাটি করে চাইতে হবে এবং মাফ চাইতে হবে।

১৩। সকল কাজের শুরুতে ও শেষে দু'রাকাত নামাযঃ ঘর, মসজিদ, চাকুরী, ব্যবসা, সুসংবাদ, দুঃসংবাদ সকল কাজের শুরুতে ও শেষে এবং শুকরিয়া আদায় ও সবুরে দু'রাকাত নামায আদায় করা।

১৪। জানাযার নামাযঃ জানাযার দু'রাকাত নামায (চার তাকবীরের সাথে) ফরযে কেফায়া অর্থাৎ এলাকার কিছু লোক পড়লে, বাকীদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কেউ না পড়লে সবাই গোনাহগার হবে। কাফনের পর লাশ উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শোয়াবে। মোক্তাদীররা বেজোড় কাতারে দাঁড়াবে। জানাযার নিয়ত করে প্রথম তাকবীরে তাহ্রীমা বাঁধবে। ছানা পড়ে ইমাম দ্বিতীয় তাকবীর দিবে। দরূদ পড়ে তৃতীয় তাকবীর দিবে। শেষে দোয়া পড়ে ৪র্থ তাকবীর দিবে। ঈমাম জোরে তাকবীর দিবে, হাত বাঁধাই থাকবে। মোক্তাদীররা চুপ করে থাকবে। শেষে ছালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

জানাযার নামাযের দোয়া দরূদ

জানাযার নামাযের ছানা

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

ছোবহা-নাকা আল্লা-হুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওতায়ালা-জাদ্দুকা ওয়াজাল্লা ছানা-উকা ওয়ালা ইলা-হা গাইরুকা।

জানাযার নামাযের দরূদঃ সাধারণ নামাযের দরূদ (দরূদে ইব্রাহিম)।

www.pathagar.com

জানাযার নামাযের দোয়া

১। মাইয়্যেত বড় পুরুষ বা মহিলা হলে তার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ.

আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী হাইয়ীনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদীনা ওয়া গা ইবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উংছানা আল্লা-হুম্মা মান আহ্য়াইতাহু মিন্না ফাআহ্য়িহি আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান।

২। ছোট ছেলে বাচ্চা হলে তার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

আল্লা-হুমমাজ্য়ালহু লানা ফারতাও, ওয়াজয়ালহু লানা আজরাও, ওয়া-যুখরাও, ওয়াজয়ালহু লানা শাফিয়াও ওয়া মুশাফ্ফায়া।

৩। ছোট মেয়ে বাচ্চা হলে তার দোয়াঃ ছোট্ট মেয়ে বাচ্চা হলে ছোট ছেলের বাচ্চা দোয়াই পড়তে হবে তবে ہ এর স্থানে ها এবং شَافِعَةً وَّمُشَفَّعًا এর স্থানে شَافِعًا وَّمُشَفَّعَةً বলতে হবে।

মৃতকে কবরে রাখার দোয়াঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ.

বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রসূলিল্লা-হ।

নামায সম্পর্কিত ৪০ হাদীস

০১। বিচার দিবসে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে। শরীয়তে নামাযই সর্বপ্রথম ফরয হয়েছে।

০২। তোমরা নামায সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর। একথা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন।

০৩। শিরক ও ঈমানের মাঝে নামায পর্দাস্বরূপ।

০৪। যে বিশুদ্ধভাবে নামায আদায়ে সক্ষম, সে প্রকৃত মু'মিন।

০৫। ঈমান ও নামাযের চেয়ে অতি উত্তম আর কিছুই নেই। এটা ফিরিশতাদের আমল।

০৬। নামাযই দ্বীনের খুঁটি।

০৭। নামায শয়তানের চেহারা মলিন করে দেয়।

০৮। নামায মু'মিনের নূর।

০৯। নামাযই বড় জেহাদ।

১০। নামাযে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তায়ালার কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়।

১১। আসমানী দুর্যোগ মসজিদবাসীকে স্পর্শ করে না।

১২. কান নামাযী দোযখে নিক্ষিপ্ত হলেও, অন্তত তার সিজদার অঙ্গসমূহ দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না।

১৩। সিজদার অঙ্গসমূহ দোযখের জন্য হারাম।

১৪। সে নামাযই আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রিয়, যা যথাসময়ে আদায় করা হয়।

১৫। সিজদার কাকুতি মিনতি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

১৬। সিজদাতে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভ হয়।

১৭। নামায বেহেশতের দ্বার সমূহের কুঞ্জি বা চাবি।

১৮। নামাযরত অবস্থায় নামাযীর জন্য বেহেশতের দ্বার খোলা থাকে। নামাযী ও আল্লাহ্ তায়ালার মাঝে কোন প্রকার পর্দা থাকে না।

১৯। নামাযী যেন, কোন মহান সম্রাটের দ্বারে কড়াঘাত করছে। কড়াঘাত করতে করতে মহান সম্রাট একসময় দরজা খুলে দিবেনই।

২০। দেহের জন্য যেমন মাথা, ধর্মের জন্য তেমন নামায।

২১। নামায ক্বলবের নূর। ক্বলবকে নূরানী করতে নামায লাগবেই।

২২। উত্তমরূপে অযু করে, সহীহভাবে নামায পড়ে, ক্ষমা চাইলে তা কবুল হয়।

২৩। নামাযের জায়গা, অন্যান্য জায়গার উপর গর্ব করে।

২৪। দু'রাকাত নামায পড়ে কিছু চাইলে নামাযী তা লাভ করে, আগে বা পরে।

২৫। যে ব্যক্তি এভাবে নিয়ত করে দু'রাকাত নামায পড়ে যে, আল্লাহ্ ও ফিরিশতা ব্যতীত কেউ টের পায় না, সে ব্যক্তি দোযখ থেকে মুক্তির সনদ পায়।

২৬। এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার অর্থ হল, একটা প্রার্থনা কবুল।

www.pathagar.com

২৭। যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায উত্তম ওযুসহ আদায় করে, তার জন্য দোযখের আগুন হারাম ও বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যায়।

২৮। মুসলমান যে পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে থাকে, সে পর্যন্ত শয়তান তাকে ভয় পায়। নামায ছাড়লে শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে।

২৯। আউয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় সর্বোত্তম আমল।

৩০। নামাযই ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির আত্মোৎসর্গের নিদর্শন।

৩১। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সে নামাযই প্রিয়, যা প্রথম (আওয়াল) ওয়াক্তে আদায় করা হয়।

৩২। ভোরে যে নামাযে বের হয়, তার হাতে ঈমানের পতাকা, আর যে অন্য কাজের দিকে ধাবিত হয়, তার হাতে শয়তানের পতাকা থাকে।

৩৩। যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত, ৪ রাকাত তাহাজ্জুদের সমতুল্য।

৩৪। নামায গোনাহ্সমূহকে ধৌত করে দেয়। নামাযে ছগিরা গোনাহ্সমূহ খসে পড়ে।

৩৫। মানুষ যখন নামাযে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৩৬। মধ্য রাত্রির নামাযই সর্বোত্তম। অথচ এর আদায়কারী বিরল।

৩৭। রাতের শেষ ভাগের দু'রাকাত নামায ইহজগতের সর্ববিষয় থেকে উত্তম।

৩৮। অবশ্যই তাহাজ্জুদের নামায আদায় কর। ইহা পুণ্যবানদের তরীকা। আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের পথ। ইহা অসৎকার্য হতে ফিরাইয়া রাখে। অন্যায় অবিচার ভুল ত্রুটি ক্ষমা হয়।

৩৯। দিনের প্রথম ভাগের ৪ রাকাত নামাযের (ইশরাক) বিনিময়ে আল্লাহ্ সারাদিনের সকল সমস্যার সমাধান করেন।

৪০। মু'মিনের আভিজাত্য নির্ভর করে তাহাজ্জুদের উপর এবং ইজ্জত নির্ভর করে জনসংস্রব পরিত্যাগের উপর (ফাযায়েলে আমল, হাদীস গ্রন্থসমূহ)।

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য নামায ও রোযার চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার

১। নিম্নে বর্ণিত ক্যালেন্ডারে সাহ্রীর জন্য প্রদত্ত সময়ের ভিতরেই সাহ্রী শেষ করা অপরিহার্য। তবে ফজরের আযান পাঁচ মিনিট পরে দিবেন। তাই সুবিধার জন্য পৃথকভাবে ফজর শুরুর একটি সময় দেয়া হয়েছে। সতর্কতামূলক সূর্যাস্তের মূল সময়ের তিন মিনিট পর মাগরিব ও ইফ্তারের সময় দেয়া হয়েছে। সুতরাং

www.pathagar.com

প্রদত্ত সময়েই আযান ও ইফতার করবেন, বিলম্বের প্রয়োজন নেই। নামায-রোযার সময়সূচি মূলত প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অপারগতার ক্ষেত্রে প্রণীত সময়সূচির উপর আস্থা রেখে আমল করা যায়।

২। সূর্যোদয় এবং তারপর ১০ মিনিট, দ্বিপ্রহর এবং তার আগে-পরে ৫ মিনিট এবং সূর্যাস্ত ও তার পূর্বে ১০ মিনিট সর্বপ্রকার নামায পড়া নিষেধ। তবে ঐ দিনের আছরের ফরয নামায প্রয়োজনে উক্ত সময়ে পড়ে নিবেন। ফজরের ফরয নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আছরের ফরয নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সুন্নত ও নফল নামায পড়া নিষেধ। তবে কাযা নামায ও সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত আদায় করা যায়। সূর্যোদয়ের সময় হতে কমপক্ষে ১০ মিনিট পর ইশরাকের সময় শুরু হয়।

৩। **ক) ঢাকার সময়ের সাথে বিয়োগ করুন** **খ) ঢাকার সময়ের সাথে যোগ করুন**

জেলা	সাহ্‌রী	ইফতার
সিলেট	৫ মি.	৭ মি.
চট্টগ্রাম	৩ মি.	৬ মি.
নোয়াখালী	২ মি.	৫ মি.
কুমিল্লা	৩ মি.	৩ মি.
ময়মনসিংহ, টাংগাইল, চাঁদপুর	১ মি.	১ মি.

জেলা	সাহ্‌রী	ইফতার
খুলনা	৫ মি.	২ মি.
রংপুর	২ মি.	১ মি.
বরগুনা, পাবনা	৩ মি.	৩ মি.
বরিশাল, পটুয়াখালী	১ মি.	৪ মি.
রাজশাহী, দিনাজপুর	৬ মি.	৪ মি.
ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া	৭ মি.	৭ মি.

৪। উল্লেখ্য যে, এক জেলার সময়সূচি উল্লেখ করে তার উপর অনুমান করে অন্যান্য জেলার সময়সূচি নির্ধারণ করা ভৌগোলিক ফর্মূলার নিরিখে সঠিক নয়, তাই প্রত্যেক জেলার সময়সূচি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রণয়ন করা জরুরি। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সময়সূচি নির্ধারিণে বসুন্ধরা "ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার" এর সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। তাদের বর্ণিত চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডারের সময়সূচিকে চূড়ান্ত ধরা হয়েছে।

৫। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য "ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার" কর্তৃক প্রণীত চিরস্থায়ী নামায ও রোযার (সাহ্‌রী ও ইফতার) সময়সূচি মাস ও দিন অনুযায়ী দেয়া হল ঃ

www.pathagar.com

জানুয়ারী

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৫-১৯	৫-২৪	৬-৪১	১২-০৩	১২-০৬	৩-৪৬	৫-২৭	৬-৪৫
০২	৫-২০	৫-২৫	৬-৪১	১২-০৩	১২-০৬	৩-৪৭	৫-২৭	৬-৪৬
০৩	৫-২০	৫-২৫	৬-৪২	১২-০৪	১২-০৭	৩-৪৮	৫-২৮	৬-৪৬
০৪	৫-২০	৫-২৫	৬-৪২	১২-০৪	১২-০৭	৩-৪৮	৫-২৮	৬-৪৭
০৫	৫-২১	৫-২৬	৬-৪২	১২-০৫	১২-০৮	৩-৪৯	৫-২৯	৬-৪৮
০৬	৫-২১	৫-২৬	৬-৪২	১২-০৫	১২-০৮	৩-৫০	৫-৩০	৬-৪৮
০৭	৫-২১	৫-২৬	৬-৪২	১২-০৬	১২-০৯	৩-৫০	৫-৩১	৬-৪৯
০৮	৫-২১	৫-২৬	৬-৪৩	১২-০৬	১২-০৯	৩-৫১	৫-৩১	৬-৫০
০৯	৫-২২	৫-২৭	৬-৪৩	১২-০৬	১২-০৯	৩-৫২	৫-৩২	৬-৫০
১০	৫-২২	৫-২৭	৬-৪৩	১২-০৭	১২-১০	৩-৫৩	৫-৩৩	৬-৫১
১১	৫-২২	৫-২৭	৬-৪৩	১২-০৭	১২-১০	৩-৫৩	৫-৩৩	৬-৫১
১২	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪৩	১২-০৭	১২-১০	৩-৫৪	৫-৩৪	৬-৫১
১৩	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪৩	১২-০৮	১২-১১	৩-৫৫	৫-৩৫	৬-৫২
১৪	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪৩	১২-০৮	১২-১১	৩-৫৫	৫-৩৫	৬-৫৩
১৫	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪৩	১২-০৯	১২-১২	৩-৫৬	৫-৩৬	৬-৫৩
১৬	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪৩	১২-০৯	১২-১২	৩-৫৭	৫-৩৭	৬-৫৪
১৭	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪৩	১২-০৯	১২-১২	৩-৫৮	৫-৩৮	৬-৫৫
১৮	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪৩	১২-১০	১২-১৩	৩-৫৮	৫-৩৮	৬-৫৫
১৯	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪৩	১২-১০	১২-১৩	৩-৫৯	৫-৩৯	৬-৫৬
২০	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪৩	১২-১০	১২-১৩	৪-০০	৫-৪০	৬-৫৬
২১	৫-২৩	৫-৮৮	৬-৪২	১২-১০	১২-১৩	৪-০০	৫-৪০	৬-৫৭
২২	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪২	১২-১১	১২-১৪	৪-০১	৫-৪১	৬-৫৮
২৩	৫-২৩	৫-২৮	৬-৪২	১২-১১	১২-১৪	৪-০২	৫-৪২	৬-৫৮
২৪	৫-২২	৫-২৭	৬-৪১	১২-১১	১২-১৪	৪-০৩	৫-৪৩	৬-৫৯
২৫	৫-২২	৫-২৭	৬-৪১	১২-১১	১২-১৪	৪-০৩	৫-৪৩	৭-০০
২৬	৫-২২	৫-২৭	৬-৪১	১২-১২	১২-১৫	৪-০৪	৫-৪৪	৭-০০
২৭	৫-২২	৫-২৭	৬-৪১	১২-১২	১২-১৫	৪-০৫	৫-৪৫	৭-০১
২৮	৫-২২	৫-২৭	৬-৪১	১২-১২	১২-১৫	৪-০৫	৫-৪৬	৭-০২
২৯	৫-২২	৫-২৭	৬-৪১	১২-১৩	১২-১৬	৪-০৬	৫-৪৭	৭-০২
৩০	৫-২১	৫-২৬	৬-৪০	১২-১৩	১২-১৬	৪-০৭	৫-৪৭	৭-০৩
৩১	৫-২১	৫-২৬	৬-৪০	১২-১৩	১২-১৬	৪-০৭	৫-৪৮	৭-০৪

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারী

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৫-২১	৫-২৬	৬-৩৯	১২-১৩	১২-১৬	৪-০৮	৫-৪৮	৭-০৪
০২	৫-২০	৫-২৫	৬-৩৯	১২-১৩	১২-১৬	৪-০৯	৫-৪৯	৭-০৫
০৩	৫-২০	৫-২৫	৬-৩৮	১২-১৩	১২-১৬	৪-০৯	৫-৫০	৭-০৫
০৪	৫-১৯	৫-২৪	৬-৩৮	১২-১৩	১২-১৬	৪-১০	৫-৫০	৭-০৬
০৫	৫-১৯	৫-২৪	৬-৩৭	১২-১৩	১২-১৬	৪-১১	৫-৫১	৭-০৬
০৬	৫-১৯	৫-২৪	৬-৩৭	১২-১৩	১২-১৬	৪-১১	৫-৫২	৭-০৭
০৭	৫-১৮	৫-২৩	৬-৩৬	১২-১৩	১২-১৬	৪-১২	৫-৫২	৭-০৭
০৮	৫-১৮	৫-২৩	৬-৩৬	১২-১৩	১২-১৬	৪-১২	৫-৫৩	৭-০৮
০৯	৫-১৭	৫-২২	৬-৩৫	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৩	৫-৫৩	৭-০৮
১০	৫-১৭	৫-২২	৬-৩৪	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৪	৫-৫৪	৭-০৯
১১	৫-১৬	৫-২১	৬-৩৪	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৪	৫-৫৫	৭-০৯
১২	৫-১৬	৫-২১	৬-৩৩	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৫	৫-৫৫	৭-১০
১৩	৫-১৫	৫-২০	৬-৩৩	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৫	৫-৫৬	৭-১০
১৪	৫-১৫	৫-২০	৬-৩২	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৬	৫-৫৬	৭-১১
১৫	৫-১৪	৫-১৯	৬-৩১	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৬	৫-৫৭	৭-১১
১৬	৫-১৪	৫-১৯	৬-৩০	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৭	৫-৫৮	৭-১১
১৭	৫-১৩	৫-১৮	৬-৩০	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৭	৫-৫৮	৭-১২
১৮	৫-১২	৫-১৭	৬-২৯	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৮	৫-৫৯	৭-১৩
১৯	৫-১২	৫-১৭	৬-২৮	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৮	৫-৫৯	৭-১৩
২০	৫-১১	৫-১৬	৬-২৮	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৯	৬-০০	৭-১৪
২১	৫-১০	৫-১৫	৬-২৭	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৯	৬-০১	৭-১৪
২২	৫-০৯	৫-১৪	৬-২৬	১২-১৩	১২-১৬	৪-২০	৬-০১	৭-১৫
২৩	৫-০৯	৫-১৪	৬-২৫	১২-১৩	১২-১৬	৪-২০	৬-০২	৭-১৬
২৪	৫-০৮	৫-১৩	৬-২৫	১২-১২	১২-১৫	৪-২০	৬-০২	৭-১৬
২৫	৫-০৭	৫-১২	৬-২৪	১২-১২	১২-১৫	৪-২১	৬-০৩	৭-১৭
২৬	৫-০৬	৫-১১	৬-২৩	১২-১২	১২-১৫	৪-২১	৬-০৩	৭-১৭
২৭	৫-০৫	৫-১০	৬-২২	১২-১২	১২-১৫	৪-২২	৬-০৪	৭-১৭
২৮	৫-০৫	৫-১০	৬-২১	১২-১২	১২-১৫	৪-২২	৬-০৪	৭-১৮
২৯	৫-০৪	৫-০৯	৬-২১	১২-১২	১২-১৫	৪-২৩	৬-০৪	৭-১৮

মার্চ

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৫-০৪	৫-০৯	৬-২০	১২-১১	১২-১৪	৪-২২	৬-০৫	৭-১৮
০২	৫-০৩	৫-০৮	৬-১৯	১২-১১	১২-১৪	৪-২৩	৬-০৫	৭-১৮
০৩	৫-০৩	৫-০৮	৬-১৯	১২-১১	১২-১৪	৪-২৩	৬-০৬	৭-১৯
০৪	৫-০২	৫-০৭	৬-১৮	১২-১১	১২-১৪	৪-২৩	৬-০৬	৭-১৯
০৫	৫-০১	৫-০৬	৬-১৭	১২-১১	১২-১৪	৪-২৪	৬-০৬	৭-১৯
০৬	৫-০০	৫-০৫	৬-১৬	১২-১০	১২-১৩	৪-২৪	৬-০৭	৭-২০
০৭	৪-৫৯	৫-০৪	৬-১৫	১২-১০	১২-১৩	৪-২৪	৬-০৭	৭-২০
০৮	৪-৫৮	৫-০৩	৬-১৪	১২-১০	১২-১৩	৪-২৫	৬-০৮	৭-২১
০৯	৪-৫৭	৫-০২	৬-১৩	১২-১০	১২-১৩	৪-২৫	৬-০৮	৭-২১
১০	৪-৫৬	৫-০১	৬-১২	১২-১০	১২-১৩	৪-২৫	৬-০৯	৭-২২
১১	৪-৫৫	৫-০০	৬-১১	১২-০৯	১২-১২	৪-২৫	৬-০৯	৭-২২
১২	৪-৫৪	৪-৫৯	৬-১০	১২-০৯	১২-১২	৪-২৬	৬-১০	৭-২৩
১৩	৪-৫৩	৪-৫৮	৬-০৯	১২-০৯	১২-১২	৪-২৬	৬-১০	৭-২৩
১৪	৪-৫২	৪-৫৭	৬-০৮	১২-০৯	১২-১২	৪-২৬	৬-১১	৭-২৪
১৫	৪-৫১	৪-৫৬	৬-০৭	১২-০৮	১২-১১	৪-২৬	৬-১১	৭-২৪
১৬	৪-৫০	৪-৫৫	৬-০৬	১২-০৮	১২-১১	৪-২৭	৬-১২	৭-২৫
১৭	৪-৪৯	৪-৫৪	৬-০৫	১২-০৮	১২-১১	৪-২৭	৬-১২	৭-২৫
১৮	৪-৪৮	৪-৫৩	৬-০৪	১২-০৭	১২-১০	৪-২৭	৬-১২	৭-২৫
১৯	৪-৪৭	৪-৫২	৬-০৪	১২-০৭	১২-১০	৪-২৭	৬-১৩	৭-২৬
২০	৪-৪৬	৪-৫১	৬-০৩	১২-০৭	১২-১০	৪-২৭	৬-১৩	৭-২৬
২১	৪-৪৫	৪-৫০	৬-০২	১২-০৬	১২-০৯	৪-২৭	৬-১৩	৭-২৭
২২	৪-৪৪	৪-৪৯	৬-০১	১২-০৬	১২-০৯	৪-২৮	৬-১৪	৭-২৭
২৩	৪-৪৩	৪-৪৮	৫-৫৯	১২-০৬	১২-০৯	৪-২৮	৬-১৪	৭-২৮
২৪	৪-৪২	৪-৪৭	৫-৫৮	১২-০৫	১২-০৮	৪-২৮	৬-১৪	৭-২৮
২৫	৪-৪১	৪-৪৬	৫-৫৭	১২-০৫	১২-০৮	৪-২৮	৬-১৫	৭-২৮
২৬	৪-৩৯	৪-৪৪	৫-৫৬	১২-০৫	১২-০৮	৪-২৮	৬-১৫	৭-২৯
২৭	৪-৩৮	৪-৪৩	৫-৫৫	১২-০৪	১২-০৭	৪-২৮	৬-১৬	৭-৩০
২৮	৪-৩৭	৪-৪২	৫-৫৪	১২-০৪	১২-০৭	৪-২৮	৬-১৬	৭-৩০
২৯	৪-৩৬	৪-৪১	৫-৫৩	১২-০৪	১২-০৭	৪-২৮	৬-১৭	৭-৩১
৩০	৪-৩৪	৪-৩৯	৫-৫২	১২-০৩	১২-০৬	৪-২৯	৬-১৭	৭-৩২
৩১	৪-৩৩	৪-৩৮	৫-৫১	১২-০৩	১২-০৬	৪-২৯	৬-১৮	৭-৩৩

www.pathagar.com

এপ্রিল

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর শুরু	জোহর শুরু	আছর ইফতার	মাগরিব	এশা শুরু
০১	৪-৩২	৪-৩৭	৫-৫০	১২-০৩	১২-০৬	৪-২৯	৬-১৮	৭-৩৩
০২	৪-৩১	৪-৩৬	৫-৪৯	১২-০৩	১২-০৬	৪-২৯	৬-১৯	৭-৩৪
০৩	৪-৩০	৪-৩৫	৫-৪৮	১২-০৩	১২-০৬	৪-২৯	৬-১৯	৭-৩৪
০৪	৪-২৯	৪-৩৪	৫-৪৭	১২-০২	১২-০৫	৪-২৯	৬-১৯	৭-৩৫
০৫	৪-২৭	৪-৩২	৫-৪৬	১২-০২	১২-০৫	৪-২৯	৬-২০	৭-৩৫
০৬	৪-২৭	৪-৩২	৫-৪৫	১২-০২	১২-০৫	৪-২৯	৬-২০	৭-৩৫
০৭	৪-২৬	৪-৩১	৫-৪৪	১২-০১	১২-০৪	৪-২৯	৬-২১	৭-৩৬
০৮	৪-২৫	৪-৩০	৫-৪৩	১২-০১	১২-০৪	৪-২৯	৬-২১	৭-৩৬
০৯	৪-২৪	৪-২৯	৫-৪২	১২-০১	১২-০৪	৪-২৯	৬-২১	৭-৩৭
১০	৪-২৩	৪-২৮	৫-৪১	১২-০০	১২-০৩	৪-৩০	৬-২২	৭-৩৭
১১	৪-২২	৪-২৭	৫-৪০	১২-০০	১২-০৩	৪-৩০	৬-২২	৭-৩৮
১২	৪-২১	৪-২৬	৫-৩৯	১২-০০	১২-০৩	৪-৩০	৬-২৩	৭-৩৮
১৩	৪-২০	৪-২৫	৫-৩৯	১২-০০	১২-০৩	৪-৩০	৬-২৩	৭-৩৯
১৪	৪-১৮	৪-২৩	৫-৩৮	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩০	৬-২৩	৭-৪০
১৫	৪-১৭	৪-২২	৫-৩৭	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩০	৬-২৪	৭-৪০
১৬	৪-১৬	৪-২১	৫-৩৬	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩০	৬-২৪	৭-৪১
১৭	৪-১৫	৪-২০	৫-৩৫	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩০	৬-২৪	৭-৪১
১৮	৪-১৪	৪-১৯	৫-৩৪	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩০	৬-২৫	৭-৪২
১৯	৪-১৩	৪-১৮	৫-৩৩	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩০	৬-২৫	৭-৪২
২০	৪-১২	৪-১৭	৫-৩৩	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩০	৬-২৬	৭-৪৩
২১	৪-১১	৪-১৬	৫-৩২	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩০	৬-২৬	৭-৪৩
২২	৪-১০	৪-১৫	৫-৩১	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩০	৬-২৭	৭-৪৪
২৩	৪-০৯	৪-১৪	৫-৩০	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩০	৬-২৭	৭-৪৫
২৪	৪-০৮	৪-১৩	৫-২৯	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩০	৬-২৮	৭-৪৫
২৫	৪-০৮	৪-১৩	৫-২৮	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩১	৬-২৮	৭-৪৬
২৬	৪-০৭	৪-১২	৫-২৭	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩১	৬-২৯	৭-৪৬
২৭	৪-০৬	৪-১১	৫-২৭	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩১	৬-২৯	৭-৪৭
২৮	৪-০৫	৪-১০	৫-২৬	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩১	৬-২৯	৭-৪৭
২৯	৪-০৪	৪-০৯	৫-২৫	১১-৫৬	১২-৫৯	৪-৩১	৬-৩০	৭-৪৮
৩০	৪-০৩	৪-০৮	৫-২৪	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩০	৭-৪৯

www.pathagar.com

মে

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৪-০২	৪-০৭	৫-২৪	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩১	৭-৫০
০২	৪-০১	৪-০৬	৫-২৩	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩১	৭-৫১
০৩	৪-০০	৪-০৫	৫-২২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩২	৭-৫২
০৪	৩-৫৮	৪-০২	৫-২২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩২	৭-৫৩
০৫	৩-৫৭	৪-০২	৫-২১	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩৩	৭-৫৩
০৬	৩-৫৬	৪-০১	৫-২০	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩৩	৭-৫৪
০৭	৩-৫৫	৪-০০	৫-২০	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩২	৬-৩৪	৭-৫৫
০৮	৩-৫৪	৪-৫৯	৫-১৯	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৪	৭-৫৬
০৯	৩-৫৩	৩-৫৮	৫-১৮	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৫	৭-৫৭
১০	৩-৫৩	৩-৫৮	৫-১৮	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৫	৭-৫৭
১১	৩-৫২	৩-৫৭	৫-১৭	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৬	৭-৫৮
১২	৩-৫২	৩-৫৭	৫-১৭	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৬	৭-৫৮
১৩	৩-৫১	৩-৫৬	৫-১৭	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৬	৭-৫৯
১৪	৩-৫১	৩-৫৬	৫-১৬	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৭	৭-৫৯
১৫	৩-৫০	৩-৫৫	৫-১৬	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৭	৮-০০
১৬	৩-৫০	৩-৫৫	৫-১৫	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩৩	৬-৩৮	৮-০০
১৭	৩-৪৯	৩-৫৪	৫-১৫	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩৩	৬-৩৮	৮-০০
১৮	৩-৪৯	৩-৫৪	৫-১৪	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩৩	৬-৩৯	৮-০১
১৯	৩-৪৮	৩-৫৩	৫-১৪	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩৩	৬-৩৯	৮-০২
২০	৩-৪৭	৩-৫২	৫-১৩	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩৩	৬-৪০	৮-০৩
২১	৩-৪৭	৩-৫২	৫-১৩	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৩	৬-৪০	৮-০৩
২২	৩-৪৬	৩-৫১	৫-১৩	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৩	৬-৪১	৮-০৪
২৩	৩-৪৬	৩-৫১	৫-১২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৪	৬-৪২	৮-০৫
২৪	৩-৪৫	৩-৫০	৫-১২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৪	৬-৪২	৮-০৬
২৫	৩-৪৫	৩-৫০	৫-১২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৪	৬-৪২	৮-০৬
২৬	৩-৪৪	৩-৪৯	৫-১১	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৪	৬-৪৩	৮-০৭
২৭	৩-৪৪	৩-৪৯	৫-১১	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৪	৬-৪৩	৮-০৭
২৮	৩-৪৩	৩-৪৮	৫-১০	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৫	৬-৪৪	৮-০৮
২৯	৩-৪৩	৩-৪৮	৫-১০	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৫	৬-৪৪	৮-০৯
৩০	৩-৪৩	৩-৪৮	৫-১০	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৫	৬-৪৫	৮-৯
৩১	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১০	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩৫	৬-৪৫	৮-১০

জুন

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১০	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩৫	৬-৪৬	৮-১১
০২	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১০	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩৬	৬-৪৬	৮-১১
০৩	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১০	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩৬	৬-৪৬	৮-১২
০৪	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১০	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩৬	৬-৪৭	৮-১২
০৫	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১০	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩৬	৬-৪৭	৮-১২
০৬	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩৬	৬-৪৭	৮-১৩
০৭	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩৭	৬-৪৮	৮-১৪
০৮	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩৭	৬-৪৮	৮-১৪
০৯	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩৭	৬-৪৯	৮-১৫
১০	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩৭	৬-৪৯	৮-১৫
১১	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩৮	৬-৫০	৮-১৬
১২	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩৮	৬-৫০	৮-১৬
১৩	৩-৪০	৩-৪৫	৫-১০	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩৮	৬-৫০	৮-১৭
১৪	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩৮	৬-৫০	৮-১৭
১৫	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩৮	৬-৫১	৮-১৭
১৬	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১০	১২-০০	১২-০৩	৪-৩৯	৬-৫১	৮-১৭
১৭	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১১	১২-০০	১২-০৩	৪-৩৯	৬-৫১	৮-১৮
১৮	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১১	১২-০০	১২-০৩	৪-৩৯	৬-৫১	৮-১৮
১৯	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১১	১২-০০	১২-০৩	৪-৩৯	৬-৫২	৮-১৮
২০	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১১	১২-০০	১২-০৩	৪-৪০	৬-৫২	৮-১৮
২১	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১১	১২-০০	১২-০৩	৪-৪০	৬-৫২	৮-১৯
২২	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১১	১২-০১	১২-০৪	৪-৪০	৬-৫২	৮-১৯
২৩	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১১	১২-০১	১২-০৪	৪-৪০	৬-৫৩	৮-১৯
২৪	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১১	১২-০১	১২-০৪	৪-৪০	৬-৫৩	৮-১৯
২৫	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১২	১২-০১	১২-০৪	৪-৪১	৬-৫৩	৮-২০
২৬	৩-৪৩	৩-৪৮	৫-১২	১২-০২	১২-০৫	৪-৪১	৬-৫৩	৮-২০
২৭	৩-৪৩	৩-৪৮	৫-১৩	১২-০২	১২-০৫	৪-৪১	৬-৫৩	৮-২০
২৮	৩-৪৪	৩-৪৯	৫-১৩	১২-০২	১২-০৫	৪-৪১	৬-৫৩	৮-২০
২৯	৩-৪৪	৩-৪৯	৫-১৪	১২-০৩	১২-০৬	৪-৪১	৬-৫৩	৮-২০
৩০	৩-৪৫	৩-৫০	৫-১৪	১২-০৩	১২-০৬	৪-৪২	৬-৫৩	৮-২০

www.pathagar.com

জুলাই

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৩-৪৫	৩-৫০	৫-১৪	১২-০৩	১২-০৬	৪-৪২	৬-৫৪	৮-২০
০২	৩-৪৫	৩-৫০	৫-১৪	১২-০৩	১২-০৬	৪-৪২	৬-৫৪	৮-২০
০৩	৩-৪৬	৩-৫১	৫-১৫	১২-০৩	১২-০৬	৪-৪২	৬-৫৪	৮-২০
০৪	৩-৪৬	৩-৫১	৫-১৫	১২-০৩	১২-০৬	৪-৪২	৬-৫৪	৮-২০
০৫	৩-৪৭	৩-৫২	৫-১৫	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪২	৬-৫৪	৮-২০
০৬	৩-৪৭	৩-৫২	৫-১৬	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪৩	৬-৫৪	৮-২০
০৭	৩-৪৮	৩-৫৩	৫-১৬	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪৩	৬-৫৪	৮-১৯
০৮	৩-৪৮	৩-৫৩	৫-১৭	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪৩	৬-৫৪	৮-১৯
০৯	৩-৪৯	৩-৫৪	৫-১৭	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪৩	৬-৫৩	৮-১৯
১০	৩-৪৯	৩-৫৪	৫-১৮	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪৩	৬-৫৩	৮-১৮
১১	৩-৫০	৩-৫৫	৫-১৮	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪৩	৬-৫৩	৮-১৮
১২	৩-৫১	৩-৫৬	৫-১৮	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫৩	৮-১৮
১৩	৩-৫১	৩-৫৬	৫-১৯	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫৩	৮-১৭
১৪	৩-৫২	৩-৫৭	৫-১৯	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫৩	৮-১৭
১৫	৩-৫২	৩-৫৭	৫-১৯	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫৩	৮-১৭
১৬	৩-৫৩	৩-৫৮	৫-২০	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫২	৮-১৬
১৭	৩-৫৩	৩-৫৮	৫-২০	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫২	৮-১৬
১৮	৩-৫৪	৩-৫৯	৫-২১	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫২	৮-১৫
১৯	৩-৫৫	৪-০০	৫-২১	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫১	৮-১৫
২০	৩-৫৬	৪-০০	৫-২২	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫১	৮-১৪
২১	৩-৫৭	৪-০১	৫-২২	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫০	৮-১৪
২২	৩-৫৮	৪-০২	৫-২৩	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫০	৮-১৩
২৩	৩-৫৯	৪-০৩	৫-২৩	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫০	৮-১২
২৪	৩-৫৯	৪-০৩	৫-২৪	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৪৯	৮-১২
২৫	৪-০০	৪-০৪	৫-২৪	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৪৯	৮-১১
২৬	৪-০১	৪-০৫	৫-২৫	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৪৮	৮-১০
২৭	৪-০১	৪-০৬	৫-২৫	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৪৮	৮-০৯
২৮	৪-০২	৪-০৬	৫-২৬	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৪৭	৮-০৯
২৯	৪-০২	৪-০৭	৫-২৬	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৪৭	৮-০৮
৩০	৪-০৩	৪-০৭	৫-২৬	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪২	৬-৪৬	৮-০৭
৩১	৪-০৩	৪-০৮	৫-২৭	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪২	৬-৪৫	৮-০৬

www.pathagar.com

আগস্ট

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৪-০৩	৪-০৮	৫-২৭	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪২	৬-৪৫	৮-০৫
০২	৪-০৪	৪-০৯	৫-২৭	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪২	৬-৪৪	৮-০৫
০৩	৪-০৫	৪-১০	৫-২৮	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪২	৬-৪৪	৮-০৪
০৪	৪-০৫	৪-১০	৫-২৮	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪১	৬-৪৩	৮-০৩
০৫	৪-০৬	৪-১১	৫-২৯	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪১	৬-৪২	৮-০২
০৬	৪-০৭	৪-১২	৫-২৯	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪১	৬-৪২	৮-০১
০৭	৪-০৭	৪-১২	৫-৩০	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪১	৬-৪১	৮-০০
০৮	৪-০৮	৪-১৩	৫-৩০	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪০	৬-৪১	৮-০০
০৯	৪-০৯	৪-১৪	৫-৩১	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪০	৬-৪০	৭-৫৯
১০	৪-০৯	৪-১৪	৫-৩১	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪০	৬-৩৯	৭-৫৮
১১	৪-১০	৪-১৫	৫-৩১	১২-০৪	১২-০৭	৪-৩৯	৬-৩৯	৭-৫৭
১২	৪-১০	৪-১৫	৫-৩২	১২-০৪	১২-০৭	৪-৩৯	৬-৩৮	৭-৫৬
১৩	৪-১১	৪-১৬	৫-৩২	১২-০৪	১২-০৭	৪-৩৯	৬-৩৭	৭-৫৫
১৪	৪-১১	৪-১৬	৫-৩৩	১২-০৩	১২-০৬	৪-৩৮	৬-৩৬	৭-৫৪
১৫	৪-১২	৪-১৭	৫-৩৩	১২-০৩	১২-০৬	৪-৩৮	৬-৩৫	৭-৫৩
১৬	৪-১৩	৪-১৮	৫-৩৩	১২-০৩	১২-০৬	৪-৩৭	৬-৩৫	৭-৫২
১৭	৪-১৩	৪-১৮	৫-৩৪	১২-০৩	১২-০৬	৪-৩৭	৬-৩৪	৭-৫১
১৮	৪-১৪	৪-১৯	৫-৩৪	১২-০২	১২-০৫	৪-৩৭	৬-৩৩	৭-৫০
১৯	৪-১৪	৪-১৯	৫-৩৪	১২-০২	১২-০৫	৪-৩৬	৬-৩২	৭-৪৯
২০	৪-১৫	৪-২০	৫-৩৫	১২-০২	১২-০৫	৪-৩৬	৬-৩১	৭-৪৮
২১	৪-১৫	৪-২০	৫-৩৫	১২-০২	১২-০৫	৪-৩৫	৬-৩০	৭-৪৭
২২	৪-১৬	৪-২১	৫-৩৬	১২-০১	১২-০৪	৪-৩৫	৬-২৯	৭-৪৬
২৩	৪-১৬	৪-২১	৫-৩৬	১২-০১	১২-০৪	৪-৩৪	৬-২৯	৭-৪৫
২৪	৪-১৭	৪-২২	৫-৩৬	১২-০১	১২-০৪	৪-৩৪	৬-২৮	৭-৪৪
২৫	৪-১৮	৪-২৩	৫-৩৭	১২-০১	১২-০৪	৪-৩৩	৬-২৭	৭-৪৩
২৬	৪-১৮	৪-২৩	৫-৩৭	১২-০০	১২-০৩	৪-৩২	৬-২৬	৭-৪২
২৭	৪-১৯	৪-২৪	৫-৩৭	১২-০০	১২-০৩	৪-৩২	৬-২৫	৭-৪১
২৮	৪-১৯	৪-২৪	৫-৩৮	১২-০০	১২-০৩	৪-৩১	৬-২৪	৭-৪০
২৯	৪-২০	৪-২৫	৫-৩৮	১২-০০	১২-০৩	৪-৩১	৬-২৩	৭-৩৮
৩০	৪-২০	৪-২৫	৫-৩৯	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩০	৬-২২	৭-৩৭
৩১	৪-২১	৪-২৬	৫-৩৯	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩০	৬-২১	৭-৩৬

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৪-২১	৪-২৬	৫-৩৯	১১-৫৯	১২-০২	৪-২৯	৬-২০	৭-৩৫
০২	৪-২২	৪-২৭	৫-৪০	১১-৫৮	১২-০১	৪-২৮	৬-১৯	৭-৩৪
০৩	৪-২২	৪-২৭	৫-৪০	১১-৫৮	১২-০১	৪-২৭	৬-১৮	৭-৩৩
০৪	৪-২৩	৪-২৮	৫-৪০	১১-৫৮	১২-০১	৪-২৭	৬-১৭	৭-৩২
০৫	৪-২৩	৪-২৮	৫-৪১	১১-৫৭	১২-০০	৪-২৬	৬-১৬	৭-৩১
০৬	৪-২৪	৪-২৯	৫-৪১	১১-৫৭	১২-০০	৪-২৫	৬-১৫	৭-৩০
০৭	৪-২৪	৪-২৯	৫-৪১	১১-৫৭	১২-০০	৪-২৫	৬-১৪	৭-২৯
০৮	৪-২৪	৪-২৯	৫-৪২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-২৪	৬-১৩	৭-২৭
০৯	৪-২৫	৪-৩০	৫-৪২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-২৩	৬-১২	৭-২৬
১০	৪-২৫	৪-৩০	৫-৪২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-২৩	৬-১১	৭-২৫
১১	৪-২৬	৪-৩১	৫-৪৩	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-২২	৬-১০	৭-২৪
১২	৪-২৬	৪-৩১	৫-৪৩	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-২১	৬-০৯	৭-২৩
১৩	৪-২৬	৪-৩১	৫-৪৩	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-২০	৬-০৮	৭-২২
১৪	৪-২৭	৪-৩২	৫-৪৪	১১-৫৪	১১-৫৭	৪-২০	৬-০৭	৭-২১
১৫	৪-২৭	৪-৩২	৫-৪৪	১১-৫৪	১১-৫৭	৪-১৯	৬-০৬	৭-২০
১৬	৪-২৮	৪-৩৩	৫-৪৫	১১-৫৪	১১-৫৭	৪-১৮	৬-০৫	৭-১৯
১৭	৪-২৯	৪-৩৪	৫-৪৫	১১-৫৩	১১-৫৬	৪-১৭	৬-০৪	৭-১৭
১৮	৪-২৯	৪-৩৪	৫-৪৬	১১-৫৩	১১-৫৬	৪-১৭	৬-০৩	৭-১৬
১৯	৪-২৯	৪-৩৪	৫-৪৬	১১-৫৩	১১-৫৬	৪-১৬	৬-০২	৭-১৫
২০	৪-৩০	৪-৩৫	৫-৪৬	১১-৫২	১১-৫৫	৪-১৫	৬-০০	৭-১৪
২১	৪-৩০	৪-৩৫	৫-৪৭	১১-৫২	১১-৫৫	৪-১৪	৫-৫৯	৭-১৩
২২	৪-৩১	৪-৩৬	৫-৪৭	১১-৫২	১১-৫৫	৪-১৩	৫-৫৮	৭-১২
২৩	৪-৩১	৪-৩৬	৫-৪৭	১১-৫১	১১-৫৪	৪-১৩	৫-৫৭	৭-১১
২৪	৪-৩১	৪-৩৬	৫-৪৭	১১-৫১	১১-৫৪	৪-১২	৫-৫৭	৭-১০
২৫	৪-৩১	৪-৩৬	৫-৪৭	১১-৫০	১১-৫৩	৪-১১	৫-৫৬	৭-০৯
২৬	৪-৩২	৪-৩৭	৫-৪৮	১১-৫০	১১-৫৩	৪-১০	৫-৫৪	৭-০৭
২৭	৪-৩২	৪-৩৭	৫-৪৮	১১-৫০	১১-৫৩	৪-০৯	৫-৫৩	৭-০৬
২৮	৪-৩৩	৪-৩৮	৫-৪৮	১১-৪৯	১১-৫২	৪-০৯	৫-৫৩	৭-০৫
২৯	৪-৩৩	৪-৩৮	৫-৪৯	১১-৪৯	১১-৫২	৪-০৮	৫-৫১	৭-০৪
৩০	৪-৩৩	৪-৩৮	৫-৪৯	১১-৪৯	১১-৫২	৪-০৭	৫-৫০	৭-০৩

www.pathagar.com

অক্টোবর

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৪-৩৪	৪-৩৯	৫-৪৯	১১-৪৮	১১-৫১	৪-০৬	৫-৪৯	৭-০২
০২	৪-৩৪	৪-৩৯	৫-৫০	১১-৪৮	১১-৫১	৪-০৫	৫-৪৮	৭-০১
০৩	৪-৩৪	৪-৩৯	৫-৫০	১১-৪৭	১১-৫০	৪-০৪	৫-৪৭	৭-০০
০৪	৪-৩৫	৪-৪০	৫-৫০	১১-৪৭	১১-৫০	৪-০৪	৫-৪৬	৬-৫৯
০৫	৪-৩৫	৪-৪০	৫-৫১	১১-৪৭	১১-৫০	৪-০৩	৫-৪৫	৬-৫৮
০৬	৪-৩৬	৪-৪১	৫-৫১	১১-৪৭	১১-৫০	৪-০২	৫-৪৪	৬-৫৭
০৭	৪-৩৬	৪-৪১	৫-৫২	১১-৪৬	১১-৪৯	৪-০১	৫-৪৩	৬-৫৬
০৮	৪-৩৭	৪-৪২	৫-৫২	১১-৪৬	১১-৪৯	৪-০০	৫-৪২	৬-৫৫
০৯	৪-৩৭	৪-৪২	৫-৫৩	১১-৪৬	১১-৪৯	৪-০০	৫-৪১	৬-৫৪
১০	৪-৩৭	৪-৪২	৫-৫৩	১১-৪৬	১১-৪৯	৩-৫৯	৫-৪১	৬-৫৪
১১	৪-৩৮	৪-৪৩	৫-৫৪	১১-৪৬	১১-৪৯	৩-৫৮	৫-৪০	৬-৫৩
১২	৪-৩৮	৪-৪৩	৫-৫৪	১১-৪৬	১১-৪৯	৩-৫৭	৫-৩৯	৬-৫২
১৩	৪-৩৮	৪-৪৩	৫-৫৫	১১-৪৫	১১-৪৮	৩-৫৬	৫-৩৮	৬-৫১
১৪	৪-৩৮	৪-৪৩	৫-৫৫	১১-৪৫	১১-৪৮	৩-৫৬	৫-৩৭	৬-৫১
১৫	৪-৩৯	৪-৪৪	৫-৫৬	১১-৪৫	১১-৪৮	৩-৫৫	৫-৩৬	৬-৫০
১৬	৪-৩৯	৪-৪৪	৫-৫৬	১১-৪৫	১১-৪৮	৩-৫৪	৫-৩৫	৬-৪৯
১৭	৪-৪০	৪-৪৫	৫-৫৭	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৫৩	৫-৩৪	৬-৪৮
১৮	৪-৪০	৪-৪৫	৫-৫৭	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৫৩	৫-৩৩	৬-৪৭
১৯	৪-৪১	৪-৪৬	৫-৫৭	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৫২	৫-৩৩	৬-৪৬
২০	৪-৪১	৪-৪৬	৫-৫৮	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৫১	৫-৩২	৬-৪৬
২১	৪-৪২	৪-৪৭	৫-৫৮	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৫০	৫-৩১	৬-৪৫
২২	৪-৪২	৪-৪৭	৫-৫৯	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৫০	৫-৩০	৬-৪৪
২৩	৪-৪৩	৪-৪৮	৫-৫৯	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৪৯	৫-২৯	৬-৪৩
২৪	৪-৪৩	৪-৪৮	৬-০০	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৪৮	৫-২৮	৬-৪২
২৫	৪-৪৩	৪-৪৮	৬-০০	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৪৮	৫-২৮	৬-৪২
২৬	৪-৪৩	৪-৪৮	৬-০১	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৪৭	৫-২৭	৬-৪১
২৭	৪-৪৪	৪-৪৯	৬-০১	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪৬	৫-২৬	৬-৪০
২৮	৪-৪৪	৪-৪৯	৬-০২	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪৬	৫-২৫	৬-৪০
২৯	৪-৪৫	৪-৫০	৬-০২	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪৫	৫-২৫	৬-৩৯
৩০	৪-৪৫	৪-৫০	৬-০৩	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪৪	৫-২৪	৬-৩৯
৩১	৪-৪৬	৪-৫১	৬-০৪	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪৪	৫-২৩	৬-৩৮

www.pathagar.com

নভেম্বর

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৪-৪৬	৪-৫১	৬-০৪	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪৩	৫-২৩	৬-৩৮
০২	৪-৪৭	৪-৫২	৬-০৫	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪৩	৫-২২	৬-৩৭
০৩	৪-৪৭	৪-৫২	৬-০৫	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪২	৫-২২	৬-৩৭
০৪	৪-৪৮	৪-৫৩	৬-০৬	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪২	৫-২১	৬-৩৬
০৫	৪-৪৮	৪-৫৩	৬-০৬	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪১	৫-২১	৬-৩৬
০৬	৪-৪৯	৪-৫৪	৬-০৭	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪১	৫-২০	৬-৩৫
০৭	৪-৪৯	৪-৫৪	৬-০৮	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪০	৫-১৯	৬-৩৫
০৮	৪-৫০	৪-৫৫	৬-০৮	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪০	৫-১৯	৬-৩৪
০৯	৪-৫০	৪-৫৫	৬-০৯	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৩৯	৫-১৮	৬-৩৪
১০	৪-৫১	৪-৫৬	৬-১০	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৩৯	৫-১৮	৬-৩৪
১১	৪-৫১	৪-৫৬	৬-১০	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৩৮	৫-১৮	৬-৩৪
১২	৪-৫২	৪-৫৭	৬-১১	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৩৮	৫-১৭	৬-৩৩
১৩	৪-৫৩	৪-৫৮	৬-১২	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৩৮	৫-১৭	৬-৩৩
১৪	৪-৫৩	৪-৫৮	৬-১২	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৩৭	৫-১৭	৬-৩৩
১৫	৪-৫৪	৪-৫৯	৬-১৩	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৩৭	৫-১৬	৬-৩২
১৬	৪-৫৪	৪-৫৯	৬-১৩	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৩৭	৫-১৬	৬-৩২
১৭	৪-৫৫	৫-০০	৬-১৪	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৩৬	৫-১৬	৬-৩২
১৮	৪-৫৫	৫-০০	৬-১৫	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৩৬	৫-১৫	৬-৩২
১৯	৪-৫৬	৫-০১	৬-১৬	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৩৬	৫-১৫	৬-৩২
২০	৪-৫৭	৫-০২	৬-১৬	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৩৬	৫-১৫	৬-৩১
২১	৪-৫৭	৫-০২	৬-১৭	১১-৪৫	১১-৪৮	৩-৩৫	৫-১৫	৬-৩১
২২	৪-৫৮	৫-০৩	৬-১৮	১১-৪৫	১১-৪৮	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩১
২৩	৪-৫৮	৫-০৩	৬-১৮	১১-৪৫	১১-৪৮	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩১
২৪	৪-৫৯	৫-০৪	৬-১৯	১১-৪৬	১১-৪৯	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩১
২৫	৫-০০	৫-০৫	৬-২০	১১-৪৬	১১-৪৯	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩১
২৬	৫-০০	৫-০৫	৬-২১	১১-৪৬	১১-৪৯	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩১
২৭	৫-০১	৫-০৬	৬-২১	১১-৪৭	১১-৫০	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩১
২৮	৫-০২	৫-০৭	৬-২২	১১-৪৭	১১-৫০	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩১
২৯	৫-০২	৫-০৭	৬-২৩	১১-৪৭	১১-৫০	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩২
৩০	৫-০২	৫-০৭	৬-২৩	১১-৪৮	১১-৫১	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩২

www.pathagar.com

ডিসেম্বর

তাং	সাহারী শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	দ্বিপ্রহর	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১	৫-০৩	৫-০৮	৬-২৪	১১-৪৮	১১-৫১	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩২
০২	৫-০৩	৫-০৮	৬-২৫	১১-৪৮	১১-৫১	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩৩
০৩	৫-০৪	৫-০৯	৬-২৫	১১-৪৯	১১-৫২	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩৩
০৪	৫-০৫	৫-১০	৬-২৬	১১-৪৯	১১-৫২	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩৩
০৫	৫-০৬	৫-১১	৬-২৭	১১-৫০	১১-৫৩	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩৩
০৬	৫-০৬	৫-১১	৬-২৮	১১-৫০	১১-৫৩	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩৩
০৭	৫-০৭	৫-১২	৬-২৮	১১-৫০	১১-৫৩	৩-৩৫	৫-১৫	৬-৩৩
০৮	৫-০৮	৫-১৩	৬-২৯	১১-৫১	১১-৫৪	৩-৩৫	৫-১৫	৬-৩৩
০৯	৫-০৮	৫-১৩	৬-২৯	১১-৫১	১১-৫৪	৩-৩৬	৫-১৫	৬-৩৩
১০	৫-০৯	৫-১৪	৬-৩০	১১-৫২	১১-৫৫	৩-৩৬	৫-১৫	৬-৩৪
১১	৫-০৯	৫-১৪	৬-৩১	১১-৫২	১১-৫৫	৩-৩৬	৫-১৬	৬-৩৪
১২	৫-১০	৫-১৫	৬-৩১	১১-৫৩	১১-৫৬	৩-৩৭	৫-১৬	৬-৩৫
১৩	৫-১১	৫-১৬	৬-৩২	১১-৫৩	১১-৫৬	৩-৩৭	৫-১৭	৬-৩৫
১৪	৫-১১	৫-১৬	৬-৩৩	১১-৫৪	১১-৫৭	৩-৩৭	৫-১৭	৬-৩৬
১৫	৫-১২	৫-১৭	৬-৩৩	১১-৫৪	১১-৫৭	৩-৩৮	৫-১৭	৬-৩৬
১৬	৫-১২	৫-১৭	৬-৩৪	১১-৫৫	১১-৫৮	৩-৩৮	৫-১৮	৬-৩৭
১৭	৫-১২	৫-১৭	৬-৩৪	১১-৫৫	১১-৫৮	৩-৩৮	৫-১৮	৬-৩৭
১৮	৫-১৩	৫-১৮	৬-৩৫	১১-৫৫	১১-৫৮	৩-৩৯	৫-১৮	৬-৩৭
১৯	৫-১৩	৫-১৮	৬-৩৫	১১-৫৬	১১-৫৯	৩-৩৯	৫-১৯	৬-৩৮
২০	৫-১৪	৫-১৯	৬-৩৬	১১-৫৬	১১-৫৯	৩-৪০	৬-১৯	৬-৩৮
২১	৫-১৪	৫-১৯	৬-৩৬	১১-৫৭	১২-০০	৩-৪০	৬-২০	৬-৩৯
২২	৫-১৫	৫-২০	৬-৩৭	১১-৫৭	১২-০০	৩-৪১	৬-২০	৬-৩৯
২৩	৫-১৬	৫-২১	৬-৩৭	১১-৫৮	১২-০১	৩-৪১	৬-২১	৬-৪০
২৪	৫-১৬	৫-২১	৬-৩৮	১১-৫৯	১২-০২	৩-৪২	৬-২১	৬-৪০
২৫	৫-১৭	৫-২২	৬-৩৮	১১-৫৯	১২-০২	৩-৪২	৬-২২	৬-৪১
২৬	৫-১৭	৫-২২	৬-৩৯	১২-০০	১২-০৩	৩-৪৩	৬-২৩	৬-৪১
২৭	৫-১৭	৫-২২	৬-৩৯	১২-০০	১২-০৩	৩-৪৩	৬-২৩	৬-৪২
২৮	৫-১৮	৫-২৩	৬-৩৯	১২-০১	১২-০৪	৩-৪৪	৬-২৪	৬-৪৩
২৯	৫-১৮	৫-২৩	৬-৪০	১২-০১	১২-০৪	৩-৪৪	৬-২৪	৬-৪৩
৩০	৫-১৮	৫-২৩	৬-৪০	১২-০১	১২-০৪	৩-৪৫	৬-২৫	৬-৪৪
৩১	৫-১৯	৫-২৪	৬-৪০	১২-০২	১২-০৫	৩-৪৬	৬-২৬	৬-৪৪

www.pathagar.com

তাসবীহ, দোয়া, দরূদ, ফযীলতপূর্ণ আয়াত ও আমলের আলোচনা

ইসমে আজমঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

লা- ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা ছোবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালিমিন। (তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই ও তুমি পবিত্র। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি)। বেশী বেশী পাঠ করলে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ হয়। ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া পাঠ করে মাছের পেট হতে মুক্তি পেয়েছিলেন। কোথাও কোথাও "বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম"-কেও ইসমে আজম বলা হয়েছে। "আল্লাহ আকবার" এবং কলেমা তৈয়্যবকেও কোন কোন বুজুর্গ ইসমে আজম বলেছেন।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের মর্তবাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে; আল্লাহ্ তার জন্য ৭০ হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করেন। যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের ও মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় তিলাওয়াত করলে, সারা রাত সমান সংখ্যক ফিরিশতা তার জন্য রহমতের ও মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে।

সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস-এর মর্তবাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা এ তিন সূরা পাঠকারীর সকল জিনিসের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরা তিনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে পানাহ চাইতেন। আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার সহজ পন্থা হল এ তিন কুলের সাথে ৪র্থ কুল সূরা কাফিরুন বেশী বেশী পড়া।

আয়াতুল কুরসী-এর মর্তবাঃ সকল প্রকারের হেফাযতের জন্য যথেষ্ট। পাঠকারীর ঘর এবং প্রতিবেশীরাও হেফাযতে থাকে। আল্লাহ্ পাঠকারীর জন্য নিরাপত্তার ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন। এটি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত (মুসলিম)। আয়াতুল কুরসী মুলত ৩ আয়াত (তাফসীরে জালালাইন)।

www.pathagar.com

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত-এর মর্তবাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত আমি আরশের ধন ভাণ্ডার থেকে লাভ করেছি। তোমরা সবাই এ দুটো আয়াত শিক্ষা কর। এ দু'আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা এবং দোয়া রয়েছে। এর আগে অন্য কোন নবীকে এ আয়াত দেয়া হয়নি। যে ব্যক্তি এর দ্বারা দোয়া করবে, তার দোয়া কবুল হবে। এ দু'আয়াত পাঠকারী সকল প্রকার অকল্যাণ হতে নিরাপদ থাকবে।

কুরআন তিলাওয়াত ও হেফাযতকারীর মর্যাদাঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত, গবেষণা, শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাদান, হেফাযত, হেফয, খেদমত এবং কুরআনের প্রচার প্রসারে নিয়োজিত থাকে; আল্লাহ্ তাকে তার আবেদনের চাইতেও বেশী দান করেন। কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে সর্বোত্তম যিকির (আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ)। তিলাওয়াতের প্রতিটি হরফে ১০টি নেকি হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, দুশ্রেণীর লোক ঈর্ষাযোগ্য : ১। কুরআনের সঠিক ইলম অর্জনকারী ও আমলকারী। ২। ধনসম্পদের মালিক অথচ আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়কারী (বুখারী ও মুসিলম)। আখেরাতে আল্লাহ্ কুরআন পাঠকারীকে বলবেন, পাঠ করতে থাক এবং বেহেশতের দরজাসমূহে উন্নীত হতে থাক (আবু দাউদ ও তিরমিযী)। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং কুরআন সম্পর্কে অবগত হবে, সে ব্যক্তি নেক লোক ও নেককার ফেরেশতাদের সঙ্গে অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি থেমে থেমে কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং পাঠে অধিক সময় ব্যয় করবে; সে দ্বিগুন সওয়াব লাভ করবে (বুখারী ও মুসলিম)। সুললিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ করাকে তারতিল বলে। কুরআনকে তারতিলের সাথেই পাঠ করার নির্দেশ এসেছে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে। নবী বলেন, কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে উত্তম ইবাদত। তিনি আরও বলেন, কাল কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশকারীই কুরআনের চেয়ে বড় মর্যাদার হবে না। তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয় (হাদীস)।

সূরা ফাতিহার ফযীলতঃ সূরা ফাতিহাকে আরশের নিচ থেকে দেয়া হয়েছে (বুখারী, আবুদাউদ, ইবনে মাজা)। সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ ক'টি আয়াতকে বিশেষভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এদেরকে নূর হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে (মুসলিম, নাসাঈ)। সূরা ফাতিহাকে কুরআনের জননী বলা হয়। দু'বার পাঠ করলে একবার কুরআন পাঠের সওয়াব পাওয়া যায়। এ সূরাকে সকল রোগ ও পেরেশানির ঔষধ এবং সাফল্য বা হেদায়াতের মূল বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা বাকারার ফযীলতঃ যে ঘরে এ সূরা পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে (মুসলিম, তিরমিযী)। কুরআনের উচ্চতা, সূরা বাকারা (তিরমিযী)। সূরা বাকারা ও আল ইমরান কিয়ামতের দিন দু টুকরা মেঘের মত বা দু ঝাঁক পাখির মত হাযির হবে। সূরাদ্বয় পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে (মুসলিম)।

সূরা আনআমের ফযীলতঃ এ সূরা অবতীর্ণের সময় এত বেশি ফিরিশতা এসেছিলেন যে, আকাশের দিগন্ত ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

সূরা কাহ্‌ফের ফযীলতঃ জুমার দিন যে এ সূরা পাঠ করবে, তার জন্য পরবর্তী জুমা পর্যন্ত একটি উজ্জ্বল নূর হবে। যে ব্যক্তি এ সূরার প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদ থাকবে (মুসলিম, তিরমিযী)।

সূরা ইয়াসিনের ফযীলতঃ এটি কুরআনের অন্তঃকরণ। যখন কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার শিয়রে এ সূরা পাঠ কর। আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি ও ক্ষমার বিনিময়ের জন্য যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। প্রসব বেদনার সময় এ সূরা পাঠ করে পানিতে দম করে পান করালে সহজে বাচ্চা প্রসব হয়। এ সূরা পাঠ করলে পাঠকারীকে ১০ খতম কুরআন পড়ার ছোয়াব প্রদান করা হয়। (হাদীস)

সূরা মুলক-এর ফযীলতঃ এ সূরা, পাঠকারীর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা না করা হবে। নবী আরও বলেন, আমি চাই প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে এ সূরা থাকুক (হাকেম)।

সূরা ওয়াকিয়াহ্-এর ফযীলতঃ যে ঘরে এ সূরা পাঠ করা হয়, সেখানে অভাব থাকে না (হাদীস)।

সূরা যিলযাল-এর ফযীলতঃ এটি কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান (তিরমিযী)।

সূরা কাফিরূন-এর ফযীলতঃ এটি কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান (তিরমিযী)।

সূরা নাসর-এর ফযীলতঃ এটি কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান (তিরমিযী)।

সূরা ইখলাস-এর ফযীলতঃ এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান (বুখারী ও তিরমিযী)।

সূরা ফালাক ও নাস-এর ফযীলতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি সূরা পড়ে, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইতেন (তিরমিযী, ইবনে মাজা)। নবী বলেন আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দনীয় এবং তার নিকট পৌঁছার মত এ দুটো সূরার চাইতে উত্তম কোন সূরা নাই (হাকেম)।

www.pathagar.com

সূরা আর রহমান-এর ফযীলতঃ বরকত ও রহমতপূর্ণ সূরা। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অতি পছন্দনীয়।

রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম-এর ফযীলতঃ কোন মজলিস আল্লাহ্ তায়ালার যিকিরবিহীন ও রাসূলের প্রতি দরূদবিহীন হলে; কিয়ামতের দিন মজলিসে অংশগ্রহণকারীরা আফসোস করবে। নবী বলেন, জুমুআর দিন আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর; কেননা তোমাদের দরূদ আমার সামনে উপস্থাপন করা হয় (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, নাসাঈ)। সে ব্যক্তিই কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ প্রেরণ করেছে (তিরমিযী)। সে ব্যক্তিই কৃপণ, যার সামনে আমার আলোচনা হয়েছে, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে নাই (তিরমিযী, নাসাঈ)। যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তার প্রতি ১০টি রহমত নাযিল করেন (ইবনে সুন্নী)। দরূদের বরকতে বিপদ দূর হয়, ইচ্ছা পূরণ হয়, পাপ ক্ষমা হয় (তিরমিযী, আহমদ)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালার কিছু ফিরিশতা যমীনে বিচরণ করে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর প্রেরিত দরূদকে তাঁর কাছে পৌঁছে দেন (নাসাঈ, হাকেম)। উম্মতের দোয়া আকাশ ও যমীনের মাঝে ঝুলতে থাকে; কোন কিছুই আল্লাহ্ তায়ালার কাছে পৌঁছে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ প্রেরণ না করা হয় (তিরমিযী)। এজন্য কোন চাওয়ার শুরুতে এবং শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করা উচিত। কোন মজলিসে আলোচনার শুরু ও শেষে দরূদ প্রেরণ করা জরুরি আমল।

কবর যিয়ারতের দোয়াঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ.

আসসালা-মু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল কুবূর; বলে কবরবাসীদের সালাম করতে হয়। এরপর সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস (তিনবার), আয়াতুল কুরসী এবং ১১ বার দরূদ পড়ে এর ছওয়াব কবরবাসীদের রূহের প্রতি ছাওয়াবে রেছানী করা উত্তম।

তাকবীরে তাশরীকঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

www.pathagar.com

আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

দিনের বেলায় পাঠ করার দোয়াঃ

لاَ الٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর।

২০ লাখ নেকীর দোয়াঃ

لاَ الٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আহাদান সামাদান, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউ-লাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

সর্বোত্তম সম্পদঃ

নেক্কার স্ত্রী হচ্ছে সর্বোত্তম সম্পদ। আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন, তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদের উপকারার্থে এ জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরও বলেন, আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই তৈরী করেছি। তাই মানুষ যখন তার প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত মত করবে, তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। হোক তা টয়লেট করা বা নামায পড়া। সব জায়গায় আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ও নবীর সুন্নাতের অনুকরণ করা জরুরি। নবীজি বলেন, যে মহিলা এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার স্বামী তার উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, তাহলে সে সরাসরি জান্নাতে যাবে (তিরমিযী)।

বিপদ দেখলে দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً.

www.pathagar.com

আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আফানী মিম্মাব তালাকা বিহী, ওয়া ফাদ্দালানী আলা কাছীরিম মিম্মান খালাক্বা তাফদ্বীলা।

বাজারে যাওয়ার সময় পাঠ করার দোয়াঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْـــدُ – يُحْـــيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া হাইয়্যুন লা- ইয়ামুতু বিয়াদিহিল খইরি ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

রাত্রিকালে পাঠ করার দোয়াঃ ১. সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত ২. সূরা ফাতিহা ৩. সূরা ইখলাছ (৩ বার) ৪. কুরআনের দশ আয়াত অর্থাৎ (সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত + আয়াতুল কুরসী এবং আয়াতুল কুরসীর পরের দু'আয়াত + বাকারার শেষ দু'আয়াত) ৫. সূরা ইয়াছিন ৬. সূরা মূলক ৭. এস্তেগফার ৮. দরূদ ৯. কলেমা সাওম (ক্রমিক ৭ হতে ৯ পর্যন্ত ১০০ বার করে)।

ঘরে প্রবেশের দোয়াঃ

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لاَيُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا.

তাওবান তাওবান লিরাব্বিনা আওবান, লা-ইয়ুগাদিরু আলাইনা হাওবান। এরপর গৃহবাসীকে সালাম করবে। দরূদ পাঠ করবে। সূরা ইখলাস পড়বে।

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়াঃ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

বিস্‌মিল্লা-হি তাওয়াকালতু আলাল্লা-হ্ লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্। এরপর গৃহবাসীকে সালাম করবে। দরূদ পাঠ করবে। সূরা ইখলাস পড়বে।

নৌকা, জলযান বা আকাশযানে পড়ার দোয়াঃ

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّا رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

বিসমিল্লা-হি মাজরেহা, ওয়া মুরসাহা, ইন্না রব্বী লা গফুরুর রহীম।

যে কোন যানবাহনে আরোহণকালে পড়ার দোয়াঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه _ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِه _ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

ওয়ামা ক্বাদারুল্লা-হ হাক্কা ক্বাদরিহী, ওয়াল আরদু জামিয়্যান কাব্‌দাতুহুল কিয়ামাতী ওয়াছছামাওয়াতু মাতওয়য়াতুন বিয়ামিনিহী, সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আম্মা ইউশরিকু-না।

স্থলযানে আরোহণ কালে পড়ার দোয়াঃ

আলহামদু লিল্লা-হ (৩ বার)। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লা-হু আকবার (৩ বার) اَللّٰهُ اَكْبَرُ।

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা, ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূন।

সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে পড়ার দোয়াঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

আয়িবুনা তায়িবুনা আবিদূনা ছাজিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূন।

খাওয়া সামনে এলে দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْنَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

আল্লা-হুম্মা বারিকলানা ফিমা রযাকতানা, ওয়াকিনা আযাবান্নার।

খাওয়া শুরু করার দোয়াঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَتِ اللّٰهِ.

বিসমিল্লা-হি ওআলা বারাকাতিল্লা-হ।

খাওয়ার শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে পড়ার দোয়াঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَه وَاٰخِرَهٗ.

বিসমিল্লা-হি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।

www.pathagar.com

খাওয়ার পরের দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আত্বআমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমীন।

তিন কাজ বেশী বেশী করলে সুন্নাতের উপর চলা সহজঃ

১. বেশী বেশী ছালাম দেয়া ২. তুলনামূলক ভাল কাজ ডান দিক হতে করা ৩. বিসমিল্লাহ শরীফ পড়ে কাজ শুরু করা ও কাজ শেষে আলহামদু লিল্লাহ, ইসতেগফার ও দরূদ পড়া।

দাওয়াত খাওয়ার পরে দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ.

আল্লা-হুমা আত্বয়িম মান্ আত্বআমানী ওয়াস্‌ক্বি মান সাক্বানী।

নতুন পোশাক পরিধানকালে দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ.

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উওয়ারী বিহী আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতী।

নতুন যানবাহনে চড়ার সময় দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা-জাবাল তাহা আ'লাইহি।

আয়না দেখার দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ.

আলহামদু লিল্লাহ আল্লাহুম্মা কামা হাসসানতা খালকী ফা হাসসিন খুলুকি।

www.pathagar.com

হজ্জের তালবিয়াঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ – لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ _ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়িকা; লাব্বায়িকা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়িকা; ইন্নাল্হাম্দা ওয়া নিয়্যামাতা লাকা ওয়্যাল্ মুলকা লা-শারীকা লাকা।

মন্দ প্রভাব থেকে মুক্তির দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ফিতনাতির ক্বাবর ওয়া আযাবিন নারী ওয়ামিন শাররিল গিনা ওয়াল্ ফাক্বরি।

লেখাপড়া/ ইলম বৃদ্ধির দোয়াঃ

رَبِّیْ زِدْنِیْ عِلْمًا.

রব্বি যিদ্নি ইলমা।

রোগী দেখে দোয়াঃ

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ.

আস আলুল্লাহাল আযীম রব্বাল আরশীল আযীম আন ইয়াশফীয়াকা।

হিফাযতের দোয়াঃ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِیْ وَنَفْسِیْ وَوَلَدِیْ وَاَهْلِیْ وَمَالِیْ.

বিসমিল্লাহি আলা দীনী ওয়া নাফছী ওয়া ওয়ালাদী ওয়া আহ্লী ওয়া মালী।

হেদায়াত লাভের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِیْ رُشْدِیْ وَاَعِذْنِیْ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ.

আল্লাহুম্মা আলহিমনী রুশদী, ওয়া আইয্নী মিন শাররি নাফছি।

জ্ঞান বৃদ্ধি ও হালাল জীবিকার্জনের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَّرِزْقًا طَيِّبًا.

www.pathagar.com

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস আলুকা ইলমান নাফিআন ওয়া আমালান মুতাকাব্বালান ওয়া রিযকান তাইয়্যেবান।

স্ত্রী সহবাসকালে পড়ার দোয়াঃ

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বানা মা রযাক্বতানা।

শয়নকালের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْىٰ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ.

আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়াহু ওয়া আলা কুল্লি শাইন্ ক্বাদীর। লা হাওল ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহি। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

ঘুম থেকে জেগে দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ.

আলহামুদ লিল্লা হিল্লাযী আহ্ ইয়ানা, বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

কলেমা সাওমঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ.

সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার।

খারাপ স্বপ্ন দেখলে পড়ার দোয়াঃ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا.

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীমি ওয়া মিন শাররি হাযিহির রুইয়া।

পেশাব-পায়খানায় গমনের পূর্বে দোয়াঃ

غُفْرَانَكَ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

www.pathagar.com

আল্লাহুমা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ।

পেশাব -পায়খানা থেকে বের হওয়ার পরের দোয়াঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ.

গোফরানাকা। আলহামদুলিল্লা হিল্লাযী আযহাবা আ'ন্নিল আযা ওয়া আ'ফানী।

মৃত্যুকালীন সময়ের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى لَا اِلٰـــهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ.

আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনি ওয়ালহিকনী বির রাফীকিল আলা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইন্না লিলমাওতি সাকরাতুন।

যবানে হালকা, কিয়ামতের দিন মিযানে ভারী কলেমাঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। সুবাহানাল্লাহিল আযীম।

দোযখ হতে মুক্তি ও বেহেশতে পৌছার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ.

আল্লাহুমা আযিরনি মিনান্নার। আল্লাহুমা ইন্না নাসায়ালুকাল জান্নাত।

মসজিদে প্রবেশের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

আল্লাহুম মাফতাহলি আবওয়াবা রহমাতিক।

মসজিদ হতে বের হওয়ার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

আল্লাহুমা ইন্নি আসয়ালুকা মিন ফাদলিক।

সালামঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

আস্ সালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

www.pathagar.com

সালামের জবাবঃ

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

ওয়া আ'লাইকুমুস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

হাঁচির দোয়াঃ

আলহামদুলিল্লাহ্। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

হাঁচির জবাবঃ

ইয়ার হামুকাল্লাহ। يَرْحَمُكَ اللهُ.

ইফতারের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

আল্লাহুমা লাকা ছুমতু ওয়া'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া'আলা রিযকিকা আফতারতু ইয়া আর হামার রাহিমিন।

কোলাকোলির দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِىْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

আল্লাহুম্মা যিদ মহাব্বাতি লিল্লাহি ওয়া রসূলিহি।

মুসাফার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ.

আল্লাহুমা ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম।

কলেমায়ে তাইয়্যেবঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর র'সূলুল্লাহ। (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সাথে এ কলেমা পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সবচেয়ে বেশী সুপারিশ লাভ করবে। যে এ কলেমা পাঠ করবে, এবং অন্তরে জাররা পরিমাণ ঈমান রাখবে সে দোযখ থেকে বের হবে। ঈমান তাজা করার উপায় হচ্ছে বেশী বেশী এ কলেমা পাঠ করা। অন্য কোন আমল এ কলেমার সমতুল্য নয়। পাঠকারীর কোন গোনাহ অবশিষ্ট থাকে না। সাত আসমান জমীনের চেয়েও এ কলেমা ওজনে ভারী ও দামী।

www.pathagar.com

কালিমায়ে শাহাদাতঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদূহু ওয়া রসূলুহ।

কালিমায়ে তাওহীদঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَاحِدًا لاَ ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহিদাল্লা ছানিয়ালাকা মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হি ইমামুল মুত্তাক্বীনা রাসূলু রব্বিল 'আলামীন।

কালিমায়ে তামজীদঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِىَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

লা ইলাহা ইল্লা আনতা নূরাই ইয়াহ্ দিয়াল্লাহু লিনূরিহী মাইয়্যাশাউ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ইমামূল মুরসালীনা খাতামুন নাবিয়্যীন।

ঈমানে মুজমালঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعًا اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ.

আমানতু বিল্লা-হি কামাহুওয়া বিআস্‌মায়িহী ওয়া ছিফাতিহী ওয়া ক্ববিল্‌তু জামীয়া আহ্‌কামিহী ওয়া আরকানিহী।

ঈমানে মোফাছ্ছালঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

আমান্‌তুবিল্লা-হি ওয়া'মালায়িকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়ারুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কদরি খয়রিহী ওয়াশাররিহী মিনাল্ল-হি তায়ালা ওয়াল বাছি বাদাল মাউত। (আমি আল্লাহ্‌র প্রতি, তার ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, নবীগণ, কিয়ামত, তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহ্ তায়ালার হাতে ও মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান আনলাম)

www.pathagar.com

জুমার দিন বাদ আসর আমলঃ নিম্নের দরূদ জুমুআর দিন বাদ আসর নামাযের স্থানে বসে ৮০ বার পাঠ করলে ৮০ বছরের গুনাহ্ মাফ হয় এবং ৮০ বছরের ইবাদতের সওয়াব আমলনামায় যুক্ত করা হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيْ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا.

আল্লা-হুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সল্লিম তাছলীমা।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার ৯৯ নামঃ

يَا اَللّٰهُ – يَارَحْمٰنُ – يَارَحِيْمُ – يَامَلِكُ – يَاقُدُّوْسُ – يَاسَلَامُ –
يَامُؤْمِنُ – يَامُهَيْمِنُ – يَاعَزِيْزُ – يَاجَبَّارُ – يَامُتَكَبِّرُ – يَاخَالِقُ –
يَابَارِئُ – يَامُصَوِّرُ – يَاغَفَّارُ – يَاقَهَّارُ – يَاوَهَّابُ – يَارَزَّاقُ –
يَافَتَّاحُ – يَاعَلِيْمُ – يَاقَابِضُ – يَابَاسِطُ – يَاخَافِضُ – يَارَافِعُ –
يَامُعِزُّ – يَامُذِلُّ – يَاسَمِيْعُ – يَابَصِيْرُ – يَاحَكَمُ – يَاعَدْلُ –
يَالَطِيْفُ – يَاخَبِيْرُ – يَاحَلِيْمُ – يَاعَظِيْمُ – يَاغَفُوْرُ- يَاشَكُوْرُ-
يَاعَلِيُّ- يَاكَبِيْرُ- يَاحَفِيْظُ- يَامُقِيْتُ- يَاحَسِيْبُ- يَاجَلِيْلُ-
يَاكَرِيْمُ- يَارَقِيْبُ- يَامُجِيْبُ- يَاوَاسِعُ- يَاحَكِيْمُ- يَاوَدُوْدُ-
يَامَجِيْدُ- يَابَاعِثُ- يَاشَهِيْدُ- يَاحَقُّ- يَاوَكِيْلُ- يَاقَوِيُّ- يَامَتِيْنُ-
يَاوَلِيُّ- يَاحَمِيْدُ- يَامُحْصِيْ- يَامُبْدِئُ- يَامُعِيْدُ- يَامُحْيِيْ-
يَامُمِيْتُ- يَاحَيُّ- يَاقَيُّوْمُ- يَاوَاجِدُ- يَامَاجِدُ- يَاوَاحِدُ- يَااَحَدُ-
يَاصَمَدُ- يَاقَادِرُ- يَامُقْتَدِرُ- يَامُقَدِّمُ- يَامُؤَخِّرُ- يَااَوَّلُ- يَااٰخِرُ-
يَاظَاهِرُ- يَابَاطِنُ- يَاوَالِيْ- يَامُتَعَالِيْ- يَابَرُّ- يَاتَوَّابُ- يَامُنْتَقِمُ-
يَاعَفُوُّ- يَارَؤُوْفُ- يَامَالِكُ- يَامُلْكُ- يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ-
يَامُقْسِطُ-يَاجَامِعُ- يَاغَنِيُّ- يَامُغْنِيْ- يَامَانِعُ- يَاضَارُّ- يَانَافِعُ-

www.pathagar.com

يَانُوْرُ- يَاهَادِىْ- يَابَدِيْعُ- يَابَاقِىْ- يَاوَارِثُ- يَارَشِيْدُ- يَاصَبُوْرُ.

১. ইয়া আল্লাহু (সত্তাবাচক নাম) ২. ইয়া রহমানু (পরম করুণাময়) ৩. ইয়া রহীমু (অতি দয়ালু) ৪. ইয়া মালিকু (বাদশাহ) ৫. ইয়া কুদ্দুসু (সকল দোষ হতে মুক্ত) ৬. ইয়া সালামু (শান্তিদাতা) ৭. ইয়া মু'মিনু (রেহাইদাতা) ৮. ইয়া মুহাইমিনু (রক্ষাকারী) ৯. ইয়া আযীযু (পরাক্রমশালী) ১০. ইয়া জাব্বারু (ক্ষমতাশালী) ১১. ইয়া মুতাকাব্বিরু (শৌরবান্বিত) ১২. ইয়া খালিকু (সৃজনকারী) ১৩. ইয়া বারীউ (সৃষ্টিকর্তা) ১৪. ইয়া মুসাউবিরু (আকৃতি গঠনকারী) ১৫. ইয়া গাফ্ফারু (পাপ মার্জনাকারী) ১৬. ইয়া কাহ্হারু (কঠিন শক্তিদাতা) ১৭. ইয়া রাযযাকু (রিযিকদাতা) ১৮. ইয়া ফাত্তাহ (ক্ষমা দানকারী) ১৯. ইয়া ফাত্তাহু (বিজয় দানকারী) ২০. ইয়া আলীমু (যিনি সবকিছু যানেন) ২১. ইয়া কাবিদু (আয়ত্তকারী) ২২. ইয়া বাসিতু (প্রসারকারী) ২৩. ইয়া হাফিজু (রক্ষাকারী) ২৪. ইয়া রাফিউ (উন্নতি প্রদানকারী) ২৫. ইয়া মুয়িযযু (সম্মানদাতা) ২৬. ইয়া মুযিল্লু (অপমান প্রদানকারী) ২৭. ইয়া সামীউ (যিনি সককিছু শোনেন) ২৮. ইয়া বাসিরু (যিনি সবকিছু দেখেন) ২৯. ইয়া হুকমু (আদেশ প্রদানকারী) ৩০. ইয়া আদলু (ন্যায় বিচারক) ৩১. ইয়া লাতিফু (সূক্ষ্মদর্শী) ৩২. ইয়া খাবীরু (সবকিছুর যিনি খবর রাখেন) ৩৩. ইয়া হালীমু (ধৈর্যশীল) ৩৪. ইয়া আযীমু (মহান) ৩৫. ইয়া গাফুরু (ক্ষমাশীল) ৩৬. ইয়া শাকুরু (কৃতজ্ঞতা) ৩৭. ইয়া আলীয়্যু (উচ্চ ও উন্নত) ৩৮. ইয়া কাবীরু (বড়) ৩৯. ইয়া হাফিযু (রক্ষাকর্তা) ৪০. ইয়া মুকীতু (খাদ্য ও অন্ন যিনি দান করেন) ৪১. ইয়া হাসীবু (যিনি হিসাব পরীক্ষা করেন) ৪২. ইয়া জালীলু (মহীমান্বিত) ৪৩. ইয়া কারীমু (অনুগ্রহকারী) ৪৪. ইয়া রাকীবু (নিরীক্ষণকারী বা অভিভাবক) ৪৫. ইয়া মুজীবু (যিনি দোয়া কবুল করেন) ৪৬. ইয়া ওয়াসিউ (সীমাহীন) ৪৭. ইয়া হাকীমু (হেকমতসম্পন্ন) ৪৮. ইয়া ওয়াদুদু (শ্রেষ্ঠবন্ধু) ৪৯. ইয়া মাজীদু (বজুর্গী সম্পন্ন) ৫০. ইয়া বায়িসু (সীমাহীন) (পুনরুত্থ্যানকারী) ৫১. ইয়া শাহীদু (সদা বিদ্যমান) ৫২. ইয়া হাক্কু (হক) ৫৩. ইয়া ওয়াকীলু (কার্যসম্পাদনকারী) ৫৪. ইয়া ক্বাবিয়্যু (শক্তিশালী) ৫৫. ইয়া মাতীনু (অটল) ৫৬. ইয়া ওয়ালীয়্যু (বন্ধু) ৫৭. ইয়া হামীদু (প্রশংসিত) ৫৮. ইয়া মুহসী (সংখ্যা ও গণনা রক্ষাকারী) ৫৯. ইয়া মুবদীউ (প্রথম সৃষ্টিকারী) ৬০. ইয়া মুয়ীদু (পুনরায় সৃষ্টিকারী) ৬১. ইয়া মুহয়ী (জীবনদানকারী) ৬২. ইয়া মুমীতু (মৃত্যুদানকারী) ৬৩. ইয়া হাইয়ূ (চিরজীবিত) ৬৪. ইয়া কাইয়্যূমু (বিশ্বসত্তা ও ধারক) ৬৫. ইয়া ওয়াজিদু (বৃহৎ ধনী) ৬৬. ইয়া মাজিদু (গৌরবময়) ৬৭. ইয়া

www.pathagar.com

ওয়াহিদু (তিনি এক অদ্বিতীয় একক) ৬৮. ইয়া সামাদু (যিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নন) ৬৯. ইয়া কাদিরু (শক্তিধর) ৭০. ইয়া মুকতাদিরু (ক্ষমতাশালী) ৭১. ইয়া মুকাদ্দিমু (উন্নতি দানকারী) ৭২. ইয়া মুআখখিরু (অবনতি দাতা) ৭৩. ইয়া আউয়ালু (যিনি প্রথম, অনাদি) ৭৪. ইয়া আখিরু (যিনি সবার শেষে থাকবেন) ৭৫. ইয়া যাহিরু (প্রকাশমান) ৭৬. ইয়া বাতিনু (অদৃশ্য বা অপ্রকাশ্য) ৭৭. ইয়া ওয়ালীউ (মালিক কর্তা) ৭৮. ইয়া মুতাআলিউ (উচ্চ হতে উচ্চ) ৭৯. ইয়া বাররু (পরম উপকারী) ৮০. ইয়া তাওয়াবু (কৃপা বা তওবা গ্রহণকারী) ৮১. ইয়া মুনতাক্বিমু (অপরাধীর শাস্তিদাতা) ৮২. ইয়া আফুউও (ক্ষমাকারী) ৮৩. আর রাউফু (স্নেহবান) ৮৪. ইয়া মালিকুল মুলকী (সমগ্র পৃথিবীর মালিক) ৮৫. ইয়া যুল যালালি ওয়াল ইকরাম (সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী এবং সম্মান ও প্রতিপত্তিদান কারী) ৮৬. ইয়া মুক্বসিতু (ন্যায় বিচারকারী) ৮৭. ইয়া জামিউ (সকলকে যিনি একত্রিত করবেন) ৮৮. ইয়া গানীয়্যু (ধনী) ৮৯. ইয়া মুগনীয়্যু (ধন সম্পদ যিনি দান করেন) ৯০. ইয়া মানিউ (যিনি নিধন বা বিপদহীন করেন) ৯১. আদ্ দাররু (ক্ষতির মধ্যে পতিত করেন যিনি) ৯২. ইয়া নাফিউ (যিনি লাভবান করেন) ৯৩. ইয়া নূরু (তিনি আলো) ৯৪. ইয়া হাদীয়ু (হেদায়েত দানকারী) ৯৫. ইয়া বাদীয়্যু (নমুনা ছাড়াই যিনি সৃষ্টি করেন) ৯৬. ইয়া বাক্বীয়ু (চিরস্থায়ী) ৯৭. ইয়া ওয়ারিসু (যিনি সকলের উত্তরাধিকার) ৯৮. ইয়া রাশীদু (সৎপথ প্রদর্শক) ৯৯. ইয়া সাবূরু (ধৈর্যধারণকারী)।

দোয়া কবুল হওয়ার প্রসিদ্ধ সময়ঃ ১. শবে কদরের রাত। ২. আরাফার দিন। ৩. রমযান মাস। ৪. জুমার রাত্রি। ৫. জুমার দিন। ৬. মাঝরাত, রাতের শেষাংশ, রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ। ৭. সাহেরীর সময়। ৮. জুমার সময় ইমামের মিম্বারে বসার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। ৯. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়। ১০. দাওয়াতে তাবলীগের গাশতে বের হবার সময়। ১১. জামাতে হিজরত করা অবস্থায় পুরো সময় (আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় থাকাকালীন)। ১২. জুমার দিন আসর থেকে মাগরীবের আগ পর্যন্ত। ১৩. জুমার দিন সোবহি সাদিক হতে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত। ১৪. দুই ঈদের দিন (বিশেষ করে ফজরের সময় এবং ঈদের মাঠে নামায পড়া পর্যন্ত) ১৫. হাজীদের হজ্ব পালনের সময়।

দোয়া কবুলের জায়গাসমূহঃ মক্কায় পনেরটি জায়গায় এবং মদীনায় এগারটি জায়গায় দোয়া কবুল হয়। ১. তওয়াফের জায়গায়। ২. মোলতাজেমের নিকট । ৩. মিজাবের নীচে। ৪. কাবার ভিতর। ৫. হাতীমের ভিতর। ৬. যমযমের পাশে। ৭. সাফা মারওয়ায় দাঁড়ানোর সময়। ৮. মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে।

www.pathagar.com

৯. আরাফার ময়দানে। ১০. মোজদালিফায়। ১১. কংকর মারার তিনটি জামরাতের কাছে। ১২. হজরে আছওয়াদের পাশে। ১৩. সায়ীর জায়গায়। ১৪. কাবাঘরের প্রথম দর্শনের সময়। ১৫. মিনায়। ১৬. মদীনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজার পাশে ১৭. মসজিদে নববীর বিভিন্ন জায়গায় দোয়া কবুল হয় : মুছাল্লায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিয়াযুল জান্নাহ ১৮. বিশ্বনবীর মিম্বার শরীফ। ১৯. উস্‌তুওয়ালা-ই-তাওবা। ২০. সুফ্‌ফা। ২১. এছাড়া মসজিদে কুবা। ২২. মসজিদে জুমা। ২৩. মসজিদে গীমামা। ২৪. মসজিদে কিবলাতাইন। ২৫. ময়দানে উহুদ। ২৬. ময়দানে বদর ইত্যাদি জায়গাতেও দোয়া কবুল হয়।

যেসব মানুষের দোয়া কবুল হয়ঃ ১. অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দোয়া। ২. মযলুমের দোয়া। ৩. পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য। ৪. ন্যায়পরায়ণ বাদশার দোয়া। ৫. পুণ্যবান লোকের দোয়া। ৬. মুসাফিরের দোয়া। ৭. সন্তানের দোয়া মৃত পিতা-মাতার জন্য। ৮. এক মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তার অনুপস্থিতিতে অন্য মুসলমান ভাইয়ের দোয়া। ৯. দায়ীর দোয়া। ১০. জিহাদরত মুজাহিদের দোয়া। ১১. হাজীর দোয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জ থেকে ফিরে আসে।

দোয়া কবুল হওয়ার অবস্থাঃ ১. নামাযের আযানের সময়। ২. আযান ও একামতের মাঝামাঝি সময়। ৩. যুদ্ধের ময়দানে কাতারবন্দী মুজাহিদের। ৪. ফরয নামাযের পর। ৫. সিজদার সময়। ৬. কুরআন তিলাওয়াতের পর। ৭. কুরআন খতমের পর। ৮. যমযমের পানি পান করার সময়। ৯. মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ সময়ের দোয়া। ১০. সুবহি সাদিকের সময় (মোরগ ডাকার সময়)। ১১. মুসলমানদের ধর্মীয় মজলিসের দোয়া। ১২. ইমামের সূরা ফাতিহা পড়ার পর একসাথে আমীন বলার সময়। ১৩. যিকির ও আল্লাহ্ তায়ালার হামদ বর্ণনার মজলিসের দোয়া। ১৪. বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সময় দোয়া। ১৫. কাবাঘরের দিকে তাকানোর সময় দোয়া। ১৬. জুমু'আর নামাযের সময় দোয়া। ১৭. আরাফাতের ময়দানে হাজির হয়ে দোয়া (১০ই যিলহজ্জে)। ১৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা শরীফ যিয়ারতের সময় দোয়া। ১৯. ইফতারের সময় দোয়া। ২০. মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় দোয়া। ২১. বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতের সময় দোয়া।

www.pathagar.com

জরুরি ফরযসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

যাকাত ও কিছু কথা

যাকাত জরুরি ফরয। কুরআনে প্রায় সবক্ষেত্রেই নামাযের সাথে যাকাতের আয়াত নাযিল হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থার মূলে আছে যাকাত। আল কুরআনে সত্তরের অধিকবার বলা হয়েছে যে, তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আবু বকর রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, যে যাকাতকে নামায থেকে আলাদা করবে তার সাথে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করছি। যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্রদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে ইসলাম। যাকাত অনাদায়কারীর জন্য কঠিন আযাবের কথা বলা হয়েছে (কুরআন ও হাদীসে)। কুরআনে এসেছে, "আর যে সব লোক সোনা রূপা সঞ্চয় করত নিয়মিত এর যাকাত দেয় না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। সেদিন সোনা রুপা দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের মুখ, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। (এবং বলা হবে) এসব তোমাদের সেসব বস্তু, যা কেবল নিজেদের উপকারার্থে সঞ্চয় করে রেখেছিলে, এখন এর স্বাদ গ্রহণ করতে থাক" (তওবা-৩৪-৩৫)। তোমাদের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্ তায়ালার দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। অথচ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও, তা বৃদ্ধি লাভ করে এবং তারাই সমৃদ্ধিশালী (রুম-৩৯)। যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে; তারাই পরকালে বিশ্বাসী। তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম (লুকমান-৪-৬৫)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মালদার ধনবান ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, বিচারের দিনে তার সম্পদকে বিষাক্ত সাপে রূপান্তর করে ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আর সাপ তাকে দংশন করতে করতে বলবে, আমি তোমার ধনসম্পদ ও অর্থকরী (বুখারী)। প্রশ্ন হল, কারা যাকাত দিবে? পরিবারের আবশ্যকীয় খরচ ও সর্বপ্রকার দেনা বাদ দিয়ে যার নিকট ৫২.৫০ তোলা রৌপ্য বা ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা এর সমমূল্যের টাকা এক বৎসর কাল মজুদ থাকে; তাকেই মালিকে নেছাব বলে। এ ব্যক্তির উপর শতকরা আড়াই ভাগ (বা ৪০ ভাগের একভাগ) যাকাত আদায় করা ফরয। অনেকেই ব্যাংক লোন নিয়ে থাকেন। ভোগ বিলাসের মাঝে জীবন যাপন করেন; ধন সম্পদের মালিক; অথচ

www.pathagar.com

বিভিন্ন অযুহাতে যাকাত দেন না। যাকাত সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেমের সাথে পরামর্শ করে এবং নিজে ইসলামী বিষয়ে লেখাপড়া করলে নিজেই বুঝতে পারবেন, আপনি মালিকে নেছাব কি না? বিভিন্ন অযুহাতে, মানুষকে ফাঁকি দিয়ে পৃথিবীতে যাকাত আদায় না করে রক্ষা পেলেও আখেরাতে, শেষ বিচারের দিনে, ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। কেননা যাকাত আদায় না করা মানে, দরিদ্র ও গরীব মানুষের অর্থ, সম্পদ লুট করা বা চুরি করা বা ছিনিয়ে নেয়ার মতই জঘন্যতম অপরাধ। বর্তমান সমাজের বিরাট অংশই মালিকে নেছাব এর যোগ্য এবং তাদের উপর যাকাত ফরয। যাকাত আদায় করলে সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি পায়। যাকাত না দেয়ার জন্যই সমাজে আজ এত অশান্তি, অস্থিতিশীলতা ও কষ্ট। যাকাতের পূর্ণ বিবরণ ও মাসলা মাসায়েল জানা জরুরি।

রোযা ও কিছু কথা

রমযানের রোযা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরয। সুবহি সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়ত করে সমুদয় খাদ্য, পানীয় দ্রব্যাদি ও যৌন সম্ভোগ বা স্ত্রী সঙ্গম ইত্যাদি হতে পূর্ণভাবে বিরত থাকাকে শরীয়তে রোযা বলে। রোযার ফযীলত বহুবিদ। আল্লাহ্ স্বয়ং আপন কুদরতী হাতে এর পুরস্কার দিবেন। রমযান মাসে বেহেশতের দরজা খোলা হয়, দোযখের দরজা বন্ধ করা হয়। শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। রোযা ঢালস্বরূপ। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট খুবই প্রিয়। রোযাদারের নিদ্রাও ইবাদত। আল্লাহ্ বলেন, হে মুমিনগণ তোমাদের জন্য রোযার বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার (বাকারা-১৮৩)। রমযান মাসেই মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোযা পালন করে (বাকারা-১৮৫)। রোযার প্রকারভেদ নিম্নরূপ : **ফরয** : রমযানের রোযা, **সুন্নাত** : মহররমের রোযা, **ওয়াজিব** : মান্নত ও কাফ্ফারার রোযা, **মোস্তাহাব** : শাওয়ালের ছয়, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা। **নফল** : যে কোন সময়ের রোযা (নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত)। রোযার পূর্ণ বিবরণ এবং মাসলা মাসায়েল জানা জরুরি। বই পড়ে এবং আলেমদের সাথে কথা বলে রোযার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরয। পূর্ববর্তী নবী ও তাদের উম্মতদের জন্যও রোযা ফরয ছিল। আত্মশুদ্ধির ও ইবাদতের শ্রেষ্ঠ মাস হল, রমযান। এ মাসে ফরযের মর্তবা ৭০ গুন বেড়ে যায় এবং নফলকে ফরযের সমতুল্য সওয়াব দেয়া হয়। রমযান ইবাদতের শ্রেষ্ঠতম

www.pathagar.com

মাস। হাত, পা, চোখ, কান, মুখ, পেট, মন সকল অঙ্গের জন্যই সংযম সাধনা করা জরুরি। গিবত, ঝগড়া, অহংকার কুদৃষ্টি, গানবাজনা ইত্যাদিসহ সকল পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা চাই। দু'ঈদের দু'দিন এবং কুরবানী ঈদের পরের তিনদিন এ মোট ৫ দিন রোযা রাখা হারাম বা নিষিদ্ধ। বছরের বাকী ৩৬০ দিন রোযা রাখা যায়। রমযানের পূর্ণ রোযা পালনের পর; শাওয়াল মাসে ৬টি নফল রোযা (ভেঙ্গে ভেঙ্গে বা একনাগাড়ে) রাখলে আল্লাহ্ পুরো বছরের রোযা পালনের সওয়াব বা নেকি বান্দার আমলনামায় দিয়ে দেন। এত বড় সুযোগ আমাদের হাতছাড়া করা উচিত নয়।

হজ্জ ও কিছু কথা

ইসলামী নির্দেশানুযায়ী যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখে হজ্জ আদায়ের নিয়তে কাবাগৃহে পৌছে নিয়মানুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে। এটা ইসলামের একটি জরুরি ফরয। হজ্জের যোগ্যতা এবং এর প্রয়োজনীয় মাসলা মাসায়েল জেনেই হজ্জ করা জরুরি। প্রথমে জানতে হবে, আমার উপর হজ্জ ফরয কিনা? এরপর জানতে হবে, হজ্জ পালনের জরুরি ফরয, ওয়াজিব, ও সুন্নাতের পূর্ণ বিবরণ। এটা একটা শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও পূর্ণাঙ্গ ইবাদত। হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। হাজীদের দোয়া কবুল হয়। এমনকি তারা যার জন্য দোয়া করে তাও কবুল। হজ্জ সম্পন্ন হলে, ফিরিশতারা হাজীদের সাথে মোছাফা করে। হাজীরা হজ্জরত অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার মেহমান। মাতৃগর্ভ হতে মানুষ যেমন নিষ্পাপ জন্মগ্রহণ করে, হাজীরাও হজ্জ করে তেমনি নিষ্পাপভাবে ফিরে আসে (বুখারী ও মুসলিম)। আরাফার ময়দানে ১০ই যিলহজ্জ মাসের দোয়া কবুল হয়, বান্দা যতবড় গুনাহ করে থাকুক না কেন? আরাফার দিন, আরাফার ময়দানে দোয়া কবুল হবে না, এটা ভাবাও পাপ। হজ্জের মত এতবড় গুনাহ মাফির মওকা অন্য কোন ইবাদতে নেই। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধমক হচ্ছে, যার উপর হজ্জ ফরয ছিল অথচ সে তা পালন করে নাই। সে ইহুদী বা নাসারা হয়ে মারা যাবে কি না, আমি বলতে পারব না। হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার সরাসরি নির্দেশ হল, নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো বাক্কায় (মক্কায়) উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। আর কেউ তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক,

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন (সূরা আল ইমরান ৯৬-৯৭)। সঠিক দলের সাথে ও আলেমদের পরামর্শ নিয়েই হজ্জে যাওয়া উচিত। হজ্জে যেহেতু সচরাচর যাওয়া হয় না। তাই হজ্জের মাসলা মাসায়েল জেনে বুঝেই হজ্জে গমন করা জরুরি। হজ্জের সময়ও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখা চাই। আল্লাহ্ পাকের নিকট রমযান শ্রেষ্ঠতম এবং যিলহজ্জ সম্মানিত মাস। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের, প্রতিদিনের রোযায় ও প্রতি রাতের ইবাদতে যথাক্রমে এক এক বছরের নফল রোযা ও নফল ইবাদতের সমান ছওয়াবের ঘোষণা এসেছে (হাদীস)।

পর্দা ও কিছু কথা

পর্দা বলতে সাধারণত আমরা বুঝি, মহিলারা হিজাব পরবে (শরীর ও মাথা ঢেকে রাখবে)। অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে প্রথমে পুরুষদের হিজাবের কথা বলেছেন এবং পর্দা করতে বলেছেন; এরপর মেয়েদের হিজাবের কথা বলেছেন। "মুমিনদের বল তারা যেন, তাদের দৃষ্টিকে হিফাযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে" (সূরা নূর-৩০)। এরপর নারীদের পর্দার কথা বলা হয়েছে একই সূরার পরবর্তী আয়াতে। 'আর হে নবী, মু'মিন স্ত্রীলোকদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে ও নিজেদের সাজ সজ্জা না দেখায়। কেবল সেসব জিনিস ছাড়া, যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর উড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজ সজ্জা প্রকাশ করবে না, কেবল এ লোকদের সামনে; তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, অধীনস্থ পুরুষ যাদের এ বিষয়ে বুঝ (গরয) নেই, সেসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। তারা নিজেদের পা এমনভাবে যমীনের উপর মেরে চলাফেরা করবে না যে নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকে তা জানতে পারে। হে মু'মিন লোকেরা, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তওবা কর, আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে" (সূরা নূর-৩১)। হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের চাঁদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব-৫৯)

www.pathagar.com

হিজাব বা পর্দা সম্পর্কে কুরআন হাদীসের নিয়ম

১. পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকতে হবে। মেয়েদের জন্য মুখ ও হাতের কব্জি ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকতে হবে।

২. উভয়েই এমন পোশাক পরবে না, যাতে আঁটসাঁট হয়ে দেহে লেগে থাকে।

৩. উভয়ের পোশাক যেন স্বচ্ছ না হয়, যাতে ভিতর থেকে দেহ দেখা যায়।

৪. পোশাক এমন হবে না, যা অবিশ্বাসীদের মত হয় বা তাদের অনুকরণ করা যাবে না।

৫. পোশাক এমন হবে না, যা বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে।

৬. বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরা যাবে না।

পর্দা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত এবং মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। পর্দা উভয়ের (নারী ও পুরুষ) জন্যেই ফরয। বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা পুরুষের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে কোন বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীর জন্য হারাম। সুন্দর বালক বা বালিকার প্রতি বদনিয়ত ও কামভাবসহকারে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে যায় তা মাফ। তবে দৃষ্টি দীর্ঘায়িত করা হারাম। দ্বিতীয় দৃষ্টি হারাম।

নারীর জন্য মাহ্‌রাম (পর্দা শিথিলযোগ্য)

১. স্বামী ২. পিতা ৩. দাদা ৪. নানা ৫. চাচা ৬. ভাই ৭. ভাইয়ের ছেলে ৮. বোনের ছেলে ৯. নিজের ছেলে ১০. শ্বশুর ১১. মামা ১২. নাতী (ছেলে/মেয়ের ঘরের ছেলে) ১৩. জামাতা (মেয়ের জামাই)।

পুরুষের জন্য মাহ্‌রাম (পর্দা শিথিলযোগ্য)

১. মা .২ মেয়ে ৩. স্ত্রী ৪. বোন ৫. ফুফু ৬. খালা ৭. ভাইয়ের মেয়ে ৮. বোনের মেয়ে ৯. শাশুড়ী ১০. দাদী ১১. নানী ১২. পুত্রবধূ ১৩. নাতনী (ছেলে/মেয়ের ঘরের মেয়ে)।

মু'য়ামালাত (পারস্পরিক লেনদেন, আয়-ব্যয়) ও কিছু কথা

সম্পদ উপার্জনের সময় ৪টি বিষয় খেয়াল করা জরুরি

১. সম্পদ হালাল ও পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

২. হারাম, মাকরূহ ও সন্দেহপূর্ণ পন্থায় সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত থাকা।

www.pathagar.com

৩. সম্পদ উপার্জনের কাজে লিপ্ত হয়ে কোন ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতের অবহেলা না করা।
৪. সম্পদের মোহ ও ভোগ বিলাসিতার জন্য সম্পদ উপার্জন না করা।
দায়িত্ব পালন, সওয়াবের জন্য, দান খয়রাত ও হালাল রুজির জন্যই সম্পদ উপার্জন করব, এটাই হবে নিয়ত। ফলে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। মনে রাখতে হবে, শরীরের যে মাংসটুকু হারামের দ্বারা-উৎপন্ন, তা জান্নাতে যাবে না, তা জাহান্নামের উপযুক্ত (আহমাদ)।

সম্পদ ব্যয়ের কিছু নীতিমালা

১. সম্পদের উপর শরীয়তের দায়িত্বসমূহ (যাকাত, ফেতরা, কুরবানী, হজ্জ, সাদকা, করজে হাসানা) পরিপূর্ণ এখলাসের সাথে আদায় করা। ২. নিজের ও পারিবারের ভরণ-পোষণ তথা অন্যদের হক আদায় করা। ৩. সাধারণ অবস্থায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি করা অনুচিত। ৪. আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, মেহমান, মুসাফির, এতীম, মিসকীন, বিধবা প্রভৃতি লোকদের জন্য প্রয়োজনমত ব্যয় করা। ৫. অপব্যয় হারাম। ইসলাম যেখানে ব্যয় করতে নিষেধ করছে, তা মানা। ৬. বৈধ স্থানে ও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যয় অনুচিত। ৭. কার্পণ্য (বুখল) না করা। অর্থাৎ প্রয়োজনের স্থানে ব্যয় না করাও অনুচিত। ৮. ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই উত্তম। ৯. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বা ধর্মের প্রচার প্রসারে আন্তরিক ও উদারভাবে ব্যয় করা অতি উত্তম। ১০. শক্তিশালী ঈমান ও অন্তরের অবস্থা না থাকলে সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করার অনুমতি নাই। সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থাই উত্তম। ১১. সুদ সম্পূর্ণভাবে হারাম। আল কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালার সরাসরি নির্দেশ হল, যারা সুদ খায়, তারা সে ব্যক্তির মত দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয় বিক্রয় তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে। তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না" (সূরা বাকারা-২৭৫-২৭৬)। "হে মুমিনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ কর না এবং আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার এবং তোমরা সে অগ্নিকে ভয় কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান -১৩০-১৩১)।

www.pathagar.com

মুসনাদে আহমাদ, শুয়াবুল ঈমান, বায়হাকী এবং সুনানে দায়লামীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তার সার কথা হল : ১. হালাল উপার্জনকে, নামায ও রোযার মতই ফরয মনে করা। ২. হালাল উপার্জনের দ্বারা মানুষের দোয়া কবুল হয়। ৩. এক লোকমা (গ্রাস) হারাম খাদ্য ভক্ষণের ফলে ৪০ দিন পর্যন্ত দোয়া কবুল হয় না। ৪. একশত টাকার পোশাকে এক টাকা হারাম হলে, সে পোশাকে নামায কবুল হয় না। ৫. হারাম মালে দান কবুল হয় না ৬. হারাম মাল ব্যয় করলে বরকত হয় না। ৭. হারাম মাল উপার্জন করে রেখে গেলে, সে মাল তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। ৮. হারাম উপার্জনে (বা মালে) যে দেহ প্রতিপালিত হয়েছে তা জান্নাতে যাবে না, বরং তা দোযখের জন্যই উপযুক্ত।

হালাল খাদ্যের উপকার

হালাল খাদ্য ভক্ষণের বরকতে যে সব গুণ অর্জিত হয় তা হল : ১. অন্তরে নূর পয়দা হয় ২. পূর্ণতা আসে ৩. ইল্‌ম ৪. হিকমত ৫. স্রষ্টার প্রতি প্রেম ৬. ভাল চিন্তা ৭. সাহস ৮. ইবাদতে খুসু খুজু ৯. এখলাস ১০. তাকওয়া ১১. ঈমান একীন পোক্ত হয় তথা দাওয়াতের কাজে মন বসে।

হারাম খাদ্যের অপকার

হারাম খাদ্যের কুপ্রভাবসমূহ হচ্ছে : ১. মানুষ দ্বীন থেকে দূরে চলে যায়। ২. মারেফাতের নূর চলে যায়। ৩. কুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়। ৪. ইবাদতে অলসতা আসে। ৫. দ্বীনদারী নষ্ট হয় ৬. ভোগবিলাস চাঙ্গা হয় ৭. শয়তানি প্রভাব বেড়ে যায়। ৮. পাপের দিকে নফস অগ্রসর হয়। ৯. অন্তর শুকিয়ে বা মরে যায়। ১০. মানুষ ঈমান, একীন হারা হয়ে গাফেল হয়ে যায়। ১১. মন দাওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

হারাম থেকে বাঁচার উপায়

১. অল্পে তুষ্টি (শুকরিয়া)। ২. পোশাক, আশাক, পানাহার এবং সর্বপ্রকার ভোগে সরলতা, মিতব্যয়িতা ও মধ্যপন্থার অনুসরণ। ৩. লোক দেখান, আড়ম্বরতা ও প্রদর্শনী পরিহার করা। ৪. ধৈর্যধারণ করা। ৫. আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা। ৬. আল্লাহওয়ালা লোকজনের সাথে ওঠাবসা করা। ৭. দাওয়াতের কাজ বেশী বেশী করা। ৮. মসজিদের সাথে সম্পর্ক করা। ৯. সুন্নাতি জীবন যাপন করা। ১০. সবসময় দোয়া করা। ১১. দাওয়াতের কাজে মনোনিবেশ করা।

www.pathagar.com

মু'য়াশারাত (মানবসেবা এবং সামাজিকতা) ও কিছু কথা

ইসলাম মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, দরিদ্র মিসকীন, অসহায়, বিপদগ্রস্ত, মযলুমসহ সকল মানবকুলের প্রতি এমনিভাবে পশু-পাখি, গাছপালার প্রতিও যথাযথ দায়িত্বপালন তথা সবার হক আদায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ইসলাম মানবসেবা ও সুন্দর সামাজিকতা বজায় রাখাকে ফরয করেছে। দুঃস্থের সেবা, বিপদে-আপদে সাহায্য সহানুভূতি, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, এতিমের লালন-পালন, অনাহারীকে আহার দান, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান, রোগীর সেবা করা, মুসলমানের হক আদায় করা, প্রতিবেশীর সুখদুখে সাথী হওয়া, জনসেবামূলক কাজ করা, মানুষের কর্মসংস্থান করা, মানুষের কল্যাণে কাজ করা, রাস্তাঘাট মেরামত করা, ঝগড়া বিবাদ মিটান, সম্প্রীতি সৌহার্দের পরিবেশ কায়েম করা, সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা, দ্বীনি ইলম শিক্ষার ব্যবস্থা করা, দাওয়াতের পরিবেশ তৈয়ার করা, মসজিদ, পাঠাগার, মাদ্রাসা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়া, এসব ইসলামের শিক্ষা, নবীজির সুন্নাত ও আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিকভাবে এসব কর্ম ও কর্মপদ্ধতি মুয়াশিরাতের অন্তর্ভুক্ত। মু'য়াশিরাতকে বুঝা ও সে অনুসারে দায়িত্ব পালন করা ফরয। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন একজন বৃদ্ধের হাত হতে পড়ে যাওয়া লাঠি তুলে দেয়া মসজিদে ১০ বছর ইতেকাফের সমান। এইটুকু সেবামূলক কাজে কি পরিমাণ নেকী রাখা হয়েছে। হাদীসে এসেছে বিধবা ও মিসকিনের তত্ত্বাবধানকারী যেন আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় জিহাদকারী, দিনভর রোযা পালনকারী ও রাতভর নামায আদায়কারীর অনুরূপ। এ কাজ যেকোন নারী বা পুরুষই করতে পারে এবং অগণিত কল্যাণ, নেকী ও আল্লাহ্ তায়ালার নিকটবর্তী হতে পারে (বুখারী, মুসলিম)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হল, যে লোক দুনিয়াতে কারো একটি প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তির ৭৩টি প্রয়োজন পূরণ করবেন। তার মাঝে দুনিয়াতে ১টি, আখেরাতে ৭২টি। অতএব আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যের জন্য মানব সেবা পূর্বশর্ত। এজন্যেই বলা হয়েছে খেদমতে খোদা মিলে। পাশাপাশি আমাদের আচার আচরণও ঠিক করতে হবে। সমাজে কার সাথে কি ব্যবহার করতে হবে? সকলকে নিয়ে কিভাবে চলতে হবে? জোড় মিল মহব্বত কিভাবে পয়দা হবে? তা শিখে নিতে হবে। মুয়াশিরাতের আদব শিক্ষা করা এবং সে অনুসারে চলা জরুরি ফরয। এ ব্যাপারে কুরআন হাদীস থেকে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। হে ঈমানদারগণ, যখন তোমাদের বলা হয় যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয় যে, উঠে যাও, তখন উঠে যেও (সূরা মুজাদালা-১১)। "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ পরিচয় না করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করো (সূরা নুর-২৭)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাথে আহার করার সময়, অন্যান্য সাথীদের অনুমতি না নিয়ে দুটি করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন (বুখারী, মুসলিম)। যে ব্যক্তি কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাবে, সে যেন আমাদের (মজলিস) থেকে দূরে থাকে (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ যে কাজে অন্যের কষ্ট হয়, সমাজে সামান্যতম বিঘ্ন ঘটে তাকেও নিষেধ করেছে ইসলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মেহমানের জন্য মেজবানের নিকট এত অধিক সময় অবস্থান করা হালাল নয়, যার দ্বারা মেজবান বিরক্ত হয়ে যায় (বুখারী ও মুসলিম)। মানুষের সাথে আহার করার সময় নিজের পেট ভরে গেলেও অন্যের খাওয়া শেষ করার আগ পর্যন্ত হাত গুটিয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে, কেননা বাকীদের আরও খাওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে (ইবনে মাজা)। ইসলামের শিক্ষা এতটাই গভীর ও সূক্ষ্ম। একবার হযরত জাবির রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজায় হাজির হয়ে দরজায় কড়াঘাত করলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে? সাহাবী রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আমি। নবী তখন বিরক্তভাবে বললেন, আমি আমি? (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেখালেন, তোমার পূর্ণ পরিচয় দাও। সাহাবায়ে কেরামের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউই ছিল না। কিন্তু সাহাবা (রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুরা) কখনই নবী কে দেখে দাঁড়াতেন না, কেননা নবী এটা পছন্দ করতেন না (তিরমিযী)। এটাই ইসলামের শিক্ষা। নবীজি বলেন, এমন দুই ব্যক্তির মাঝে, তাদের অনুমতি ছাড়া বসা জায়েয নেই, যারা ইচ্ছা করে পাশাপাশি রয়েছে (তিরমিযী)। ব্যক্তির অধিকারের মর্যাদা ইসলামে এতটাই বেশী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁচি এলে নিজের মুখ হাত ও কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতেন ও আওয়াজ নিচু করতেন (তিরমিযী)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রুগী দেখতে গিয়ে বেশী সময় বসবে না। তাড়াতাড়ি চলে আসবে। রুগীকে ভাল কথার মাধ্যমে সাহস দিবে (আবু দাউদ, বায়হাকী)। হযরত জাবের রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতাম, তখন যে যেখানে জায়গা পেতাম, সেখানেই বসে যেতাম (আবু

www.pathagar.com

দাউদ)। আয়েশা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, ১৫ই শাবানের রাতে অর্থাৎ শবে বরাতের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আস্তে আস্তে বিছানা থেকে ওঠেন, যেন আমার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। আস্তে করে জুতা পরেন ও খুব সাবধানে দরজা খুলে বের হয়ে যান, জান্নাতুল বাকীর উদ্দেশ্যে (নাসাঈ)। এটাই ছিল, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদব। সদাচরণের ভিত্তি ও মূল হল : কারো দ্বারা যেন অন্য কারো কষ্ট ও আঘাত না লাগে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরিপূর্ণ মুসলমান সে, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে (বুখারী)। আল কুরআনের নির্দেশ হল, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা (তর্কের) কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম (সূরা ফুরকান-৬৩)। ইসলামে এভাবেই উত্তম আচার ব্যবহার ও শিষ্টাচারকে ফরয করা হয়েছে।

আখলাকিয়াত ও কিছু কথা

উত্তম চরিত্র হল, একজন মুসলমানের গুরুত্বপূর্ণ সৌন্দর্য। মুসলমানের হাসি-খুশী অমায়িক ব্যবহারে, সকল মানুষের মুগ্ধ হওয়ার কথা। আল্লাহ্ বলেন, (হে নবী) নিশ্চয়ই আপনি অতি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত/ বিকশিত (সূরা আল কলম, রুকু-১)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের আমলগুলো যখন পরিমাপ করা হবে, তখন সৎস্বভাবের ওজনই সবচেয়ে বেশী হবে। সৎস্বভাবই আসল ধর্ম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম, ঈমানের দিক দিয়ে, সেই পরিপূর্ণ মু'মিন (তিরমিযী)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মু'মিন ব্যক্তি কখনও ঠাট্টা বিদ্রূপকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী এবং অসদাচারী হতে পারে না (তিরমিযী)। আল্লাহ্ যাকে সৎস্বভাব ও সুন্দর চেহারা দিয়েছেন, তাকে দোযখের আগুনের খোরাক বানাবেন না। সৎস্বভাবই সর্ব উৎকৃষ্ট গুণ। আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুলকে পছন্দ করতেন। ফুলের ভিতর চারটি বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে। এ যোগ্যতা যে মানুষ অর্জন করবে, তাকে অন্য মানুষরাও গ্রহণ করতে চাইবে এবং ভালবাসবে। যেমনটি সাহাবা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুদের বেলায় হয়েছিল। ফুলের সে চারগুণ হল ঃ ১. অতুলনীয় নকশা। ২. বর্ণের ভিন্নতা। ৩. আকর্ষণীয় গন্ধ এবং। ৪. অভ্যন্তরীণ মিষ্টতা বা মধু। চারিত্রিক উৎকর্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমেই এসব গুণগুলো হাসিল করা সম্ভব।

মানুষের জরুরি আত্মিক সৎগুণ

এখলাস, তাকওয়া, ছবর, সহনশীলতা, নিজেকে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমের উপর

www.pathagar.com

সোপর্দ করা, আল্লাহ্র ফয়সালার উপর সর্বাবস্থায় রাজিখুশী থাকা, তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্র উপর ভরসা), শোকর, নম্রতা, স্থিরতা, একাগ্রতা, আল্লাহ্র জন্যেই কাউকে ভালবাসা এবং তার নিষেধেই কাউকে বর্জন করা, দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদা বোধ, দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা, কর্যে হাসানা দেয়া, আনুগত্য, আল্লাহ্র ধ্যান খেয়াল রাখা, আল্লাহ্র স্মরণ অন্তরে জাগ্রত রাখা, অল্পে তুষ্টি, কুদরতের চিন্তাভাবনা ও হিসাব নিকাশ করা।

মানুষের মনের কিছু রোগ, যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি

রিয়া (লোক দেখান মনোভাব), আত্মপ্রশংসা ও যশপ্রীতি, দুনিয়া ও মালের মহব্বত, কৃপণতা, লোভ লালসা, ধোঁকা, পদ মর্যাদার মোহ, তাকাব্বুর (অহংকার), আত্মগর্ব, রাগ, মনোমালিন্য, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, কুধারণা রাখা, গুনাহের প্রতি আকর্ষণ, অবৈধ প্রেম, ঝগড়া-বিবাদ আত্মকেন্দ্রিকতা, কার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় প্রহর গোনা, কুদৃষ্টি, গান-বাজনা, নাটক, সিনেমার মোহ।

মানুষের কিছু বদ অভ্যাস ও পাপকর্ম, যা ঈমান ও আমলকে ধ্বংস করে দেয়

মিথ্যা বলা; অহেতুক কথা বলা, খেলাধুলায় মত্ত; রুক্ষ কথা বলা; গান বাজনায় বিভোর; নেশা করা; অপব্যয়; অমিতব্যয়; যেনা; ব্যভিচার; বদনযর; গীবত (পর চর্চা); চোগলখোরী (কথা লাগানো); তোষামদ; গালিগালাজ; ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা; সিনেমা, নাটক, কম্পিউটার ও টিভিতে ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশা দেখা, অশ্লীল নাচগান দেখা; মদ, বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, বিয়ার, তামাক ও যেকোন মাদক দ্রব্য সেবন করা; অশ্লীল কথা বলা; বিধি বহির্ভূত যৌন সম্ভোগ; জুয়া ও অন্যান্য খেলাধুলা যা ইবাদতে ও আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ থেকে মানুষকে গাফেল করে; নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

মানুষের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী

সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা রক্ষা করা, অতিথি পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহমমতা, ত্যাগ ও বদান্যতা, উদারতা, লজ্জাশীলতা, বড়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধা, ছোটকে স্নেহ, মায়া ও দয়া প্রদর্শন, ন্যায়পরায়ণতা, অঙ্গীকার পালন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ভালকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ, সবার সাথে ভাল ব্যবহার করা, পরোপকার করা, বন্ধুভাবাপন্ন মনমানসিকতা, কোমলতা, ক্ষমা করে দেয়ার মানসিকতা, বিপদ-আপদে সাহায্য সহযোগিতা করা, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, কারো ক্ষতি না করা।

www.pathagar.com

উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য বিশ্বনবী কিছু উপদেশ

তুমি অন্যদের খাবার খাওয়াও। চেনা অচেনা সবাইকে সালাম কর (বুখারী)। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ (তিরমিযী, ইবনে মাজা)। সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার দুর্বৃত্তপনা এবং ধ্বংসকারিতা থেকে নিরাপদ নয় (মুসলিম, মিশকাত)। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য পছন্দ করা জিনিস অপর ভাইয়ের জন্যে পছন্দ না করে (বুখারী)। সকল মু'মিন একজন মানুষের মত, যদি তার চোখে ব্যথা হয়, তবে সারা দেহে সে কষ্ট অনুভব হবে। যদি মাথা ব্যথা হয়, সারা দেহে সে ব্যথার কষ্ট অনুভব হবে (মুসলিম)। মু'মিন, মুমিনের জন্য ইমারতস্বরূপ। যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তি যোগায় (বুখারী, মুসলিম)। নিজেদের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ কর না, শত্রুতা পোষণ কর না, একে অন্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখ না। প্রত্যেকে আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে থাক। কোন মুসলমানদের জন্যে নিজের ভাইকে তিনদিনের বেশী ত্যাগ করে থাকা বৈধ নয় (বুখারী)। মুসলমান, মুসলমানের ভাই। একজন মুসলমান যেন অন্য মুসলমানের উপর যুলুম না করে, তাকে যেন শত্রুর হাতে তুলে না দেয়। যে নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর করবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দুঃখসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন, তার দোষ গোপন রাখবেন (বুখারী ও মুসলিম)। তোমরা যমীনের অধিবাসীদের উপর দয়া কর, আকাশের মালিক তোমাদের উপর দয়া করবেন (আবু দাউদ, তিরমিযী)। সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট ভরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে (বায়হাকী, মিশকাত)। মুসলমানকে গালাগাল দেয়া ফাসেকের কাজ। মুসলমানের সাথে মারামারি কাটাকাটি করা কুফরী (বুখারী)। রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সদাকা এবং এ কাজ ঈমানের শাখাসমূহের একটি বলে গণ্য হবে (বুখারী ও মুসলিম)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সদকা গুনাহসমূহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যে, পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয় (তিরমিযী, মিশকাত, আহমদ)। যে মুসলমান কোন নগ্ন মুসলমানকে পোশাক পরিধান করায়, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে সবুজ পোশাক পরাবেন। যে মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করায়, আল্লাহ্ তাকে

www.pathagar.com

জান্নাতে ফল খাওয়াবেন। যে মুসলমান কোন পিপাসিত মুসলমানকে পানি পান করায়, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে ছিপি আঁটা শরাবান তহুরা পান করাবেন (আবু দাউদ, তিরমিযী ও মিশকাত)। যদি সেটুকুর সামর্থ্যও না থাকে, তবে ভাল কথার মাধ্যমে আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর (বুখারী)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকার জন্য তাকিদ দিতেন। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও অল্পে তুষ্টির উপদেশ দিতেন। খেজুরের এক টুকরা দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তিকে ভিক্ষুকের চেহারায় আঁচড় এবং খুজলির যখম বলে আখ্যায়িত করেন (তিরমিযী, ইবনে মাজা, আবু দাউদ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে; সে যেন মেহমানকে সম্মান করে, আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, যবানে ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে (বুখারী, মুসলিম)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সার্বিক বিবেচনায়, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে উত্তম সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা, সম্মান মর্যাদা, উত্তম স্বভাব চরিত্র ও সুন্দর আমলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানুষ ছিলেন। ফলশ্রুতিতে সাহাবা কেরাম রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু তার মুখের কথা পালন করতে ছুটে যেতেন ও জীবন উৎসর্গ করতেন। তার দিকে আপনা আপনি সবাই আকৃষ্ট হতেন ও তার সংস্পর্শে সবাই আদর্শ মানুষে পরিণত হতেন। এজন্যেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুরা) উত্তম স্বভাব চরিত্র গঠন করেছিলেন। মুসলমানের উত্তম আখলাক (চরিত্র) হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগের মূল হাতিয়ার। সাহাবা কেরামদের উত্তম আখলাক দেখেই সারাবিশ্বে এত দ্রুত ইসলামের বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছিল। একজন দ্বীনের দায়ীর সফলতা নির্ভর করবে তার আখলাকের উপর।

দান খয়রাতের (সম্পদের ব্যবহারের) উপকার

আল্লাহ্ দান খয়রাতের প্রতি এতবেশী তাকিদ করেছেন যে, অর্থ সম্পদকে জমা করে রাখাকে চরমতম বোকামী বলে মনে হয়। অর্থ সম্পদ নিজের কাছে রাখার মত জিনিসই নয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনে একথার প্রমাণ রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর এবং নিজেদেরকে নিজ হাতে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ কর না; আর খরচাদি উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনকারীদিগকে ভালবাসেন (বাকারা-১৯৫)। লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কি পরিমাণ দান

www.pathagar.com

করবে? আপনি বলে দিন, যা অতিরিক্ত হয় (বাকারা-২১৯)। এমন ব্যক্তি কে আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালাকে করয দিবে; উত্তম করয? অতঃপর আল্লাহ্ একে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন বহুগুনে (বাকারা-২৪৫)। ওমর রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে করয দেয়া দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করা বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর, সাহাবা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুগণ তাদের বড় বড় সম্পদ (বাগান, ধনসম্পদ, অর্থ, খাদ্য, যানবাহন ইত্যাদি) বিপুল পরিমাণে দান করতে থাকেন। আল্লাহ্ বলেন, হে মু'মিনগণ খরচ কর ঐ সমস্ত বস্তু হতে, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সে দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন ক্রয় বিক্রয় চলবে না এবং কোন বন্ধুত্ব চলবে না এবং কাহারও সুপারিশ চলবে না (বাকারা-২৫৪)। হে মুসলমানগণ, তোমরা নেকী কখনও হাসিল করতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের প্রিয় বস্তু খরচ না করবে (আলে ইমরান-৯২)। আল্লাহ্ মানুষের রিযিক (আয়, রোজগার, সম্মান, পদপদবী, অর্থ, সম্পদ) সম্পর্কে বলেন, হে নবী আপনি বলে দিন, আমার রব, আপন বান্দাদের মাঝে, যার জন্য চাহেন, রিযিক প্রশস্ত করে দেন। আর যার জন্য চাহেন, রিযিক সংকীর্ণ করে দেন। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে, আল্লাহ্ তার বিনিময় প্রদান করবেন এবং তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিকদাতা (যারিয়াত-১৯)। তোমাদের কি হল যে, তোমরা কেন আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর না। অথচ সমস্ত আসমান যমীন অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালারই উত্তরাধিকার হিসেবে থেকে যাবে (হাদীদ-১০)। নিঃসন্দেহে দান খয়রাতকারী পুরুষ ও দান খয়রাতকারিণী নারীরা আল্লাহ্ তায়ালাকে উত্তম ঋণ দান করছে। তাদের সওয়াব বৃদ্ধি করে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে (হাদীদ-১৮)। মহান প্রতিপালক আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, হে মুমিনগণ, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ হতে গাফেল না করে। আর যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি যা তোমাদের দান করেছি, তা হতে সে সময় আসার পূর্বে খরচ কর, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু এসে যায় আর সে বলে, হে আমার রব! আমাকে কেন আরও কিছুদিনের অবকাশ দিলেন না যে, আমি দান খয়রাত করে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আল্লাহ্ কাউকেই অবকাশ দেন না, যখন তার মৃত্যু এসে যায়। তিনি তোমাদের সমস্ত কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন (মুনাফিকুন ৯-১১)। তোমাদের ধন সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের পরীক্ষাস্বরূপ। এর জন্য আল্লাহ্র নিকট বিরাট প্রতিদান রয়েছে। অতএব তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করতে

www.pathagar.com

থাক এবং তার কথা শোন, মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতে থাক। এটা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম হবে। আর যে ব্যক্তি তার নফসের লালসা হতে নিরাপদে রয়েছে, সেই সফলকাম হবে (তাগাবুন-১৫-১৬)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন এবং একজন দোয়া করেন, হে আল্লাহ্‌, খরচকারীকে বিনিময় দান করুন এবং আরেকজন দোয়া করেন, হে আল্লাহ্‌ জমাকারীর মালকে ধ্বংস করুন (বুখারী ও মুসলিম)। ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানোর চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ, আর কোন সদাকা নেই (কানয)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা খরচ কর, গণনা কর না। তবে আল্লাহ্‌ তোমার ব্যাপারে গণনা করবেন এবং জমা করে রেখ না। তবে আল্লাহ্‌ তোমার ব্যাপারে জমা করে রাখবেন (কম দান করবেন) (বুখারী ও মুসলিম)। মানুষ যখন মারা যায়, তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়। অথচ তার এমন তিনটি বিষয় রয়েছে যে, যার সওয়াব (নেকী) মৃত্যুর পরও সে পেতে থাকে: সদাকায়ে জারিয়া, নেক সন্তান ও ঐ ইল্‌ম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

কৃপণতার (সম্পদ জমা করার) অপকার

সম্পদ ও অর্থকড়ি জমা করে রাখা চরম বোকামি। স্বয়ং আল্লাহ্‌ এ ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃপণতাকে মহাপাপ বলেছেন। আল্লাহ্‌ বলেন, শয়তান তোমাদের অভাবের ভয় দেখায়, মন্দ বিষয়ের পরামর্শ দেয়, অথচ আল্লাহ্‌ তোমাদের গুনাহ্‌ মাফ ও অধিক পরিমাণে দেয়ার ওয়াদা করেন। আর আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যের মালিক, সর্বজ্ঞ (বাকারা-২৬৮)। ঐ সমস্ত লোক যারা এমন জিনিস খরচ করতে কৃপণতা করে, যা আল্লাহ্‌ তাদেরকে শুধুমাত্র নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে দান করেছেন, তারা যেন মনে না করে যে, একাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। অথচ এটা তাদের জন্য খুবই অমঙ্গলজনক হবে। কেননা তাদেরকে কেয়ামতের দিন ঐ সম্পদের বেড়ী পরান হবে। যাতে তারা কৃপণতা করেছিল এবং পরিশেষে আসমান ও যমীন তো আল্লাহ্‌ তায়ালারই থেকে যাবে। তিনি তোমাদের সকল আমলের ব্যাপারে অবহিত আছেন (আল ইমরান-১৮০)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ঐ লোকদের ভালবাসেন না, যারা নিজেদেরকে বড় মনে করে, যারা নিজেরা কৃপণতা করে এবং অন্যদেরও কৃপণতার শিক্ষা দেয়। আর ঐ বস্তুকে গোপন করে, যা আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন। আমি ঐরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি (নিসা-৩৬-৩৭)। নিজের হাতকে কাঁধের দিকে সংকুচিত করে রেখ না,

www.pathagar.com

আবার একেবারে প্রসারিতও করে দিও না। কেননা আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দেন এবং যাকে ইচ্ছে সীমিত করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি নিজ বান্দাদের ব্যাপারে জানেন ও দেখেন (বনী ইসরাঈল-২৯-৩০)। এখানে আল্লাহ্ মধ্যপন্থার ব্যাপারে তাকিদ দিচ্ছেন। আল কুরআনে এসেছে, আল্লাহ্ যদি তার সকল বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু আল্লাহ্ যে পরিমাণ রিযিক উপযুক্ত মনে করেন, সে পরিমাণ নাযিল করেন। তিনি তার বান্দাদের ব্যাপারে অবগত আছেন ও দেখেন (শুরা-২৭)। আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা হল, আর তোমাকে আল্লাহ্ যে পরিমাণ দান করেছেন, তাতে পরকালেরও অন্বেষণ কর। আর দুনিয়া হতে নিজ অংশ ভুলে যেও না। আল্লাহ্ তোমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর। দুনিয়াতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না (কাসাস-৭৭)। তোমরা এমন যে, তোমাদের আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার জন্য আহ্বান করা হয়, এতেও তোমাদের মধ্য হতে কেহ কেহ কৃপণতা করে। আর যে কৃপণতা করে, সে স্বয়ং নিজের প্রতিই কৃপণতা করে। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং তোমরা মুখাপেক্ষী (আর এজন্যেই তোমাদেরকে দান খয়রাতের মাধ্যমে ফায়দা লাভ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে)। আর যদি তোমরা বিমুখ হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে পয়দা করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না (মুহাম্মদ-৩৮)। মহান প্রতিপালক কঠিন ভাষায় সতর্ক করেন যে, আর যে ব্যক্তির আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, কতই না ভাল হত, যদি আমার আমলনামা আমাকে দেয়াই না হত! আমার হিসাব নিকাশ নিয়ে কোন কথা না থাকত! মৃত্যুই যদি সবকিছু শেষ করে দিত! আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজে আসল না। আমার সম্মানও বিলুপ্ত হয়েছে। এ ব্যক্তিকে ধর, তাকে বেড়ী পরাও, অতঃপর তাকে দোযখে দাখিল কর, সত্তর গজ লম্বা শিকলে তাকে আবদ্ধ কর। কেননা এ ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখত না। গরীব মিসকীনকে খাওয়ানোর জন্য অপরকেও উৎসাহ দান করত না। অতএব, না আজ এখানে আছে তার কোন বন্ধু, আর না তার খাওয়ার জন্য গিসলীন বা ক্ষত ধৌত পানি ছাড়া আর কোন খাওয়ার বস্তু আছে। এ খাদ্য বড় গুনাহগার ছাড়া আর কেহ ভক্ষণ করবে না (আল হাজ্জ ২৫-৩৭)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক বালতী পরিমাণ গিসলীন যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তবে তার দুর্গন্ধে সমগ্র দুনিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেত। হাদীসে এসেছে, সত্তর গজ লম্বা শিকলের প্রতিগজের দৈর্ঘ্য মক্কা হতে কুফা পর্যন্ত

www.pathagar.com

লম্বা হবে। তারপর শিকল দিয়ে গুনাহ্গারকে পেঁচিয়ে আবদ্ধ করা হবে। গরীব মিসকীনদের খাদ্য খাওয়ালেই দায়িত্ব শেষ নয়। বরং এ ব্যাপারে অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যদেরকে উৎসাহিত করার মাঝে নিজের ভিতরের কৃপণতা দূর হয়ে থাকে। এটা পরীক্ষিত সত্য। সূরা হুমাযায় মহান প্রতিপালকের অতি কঠোর ধমক এসেছে। ভয়াবহতম ধ্বংস রয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য, যে অগোচরে নিন্দা করে, সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়। যে সম্পদ জমা করে রাখে এবং তা বারবার গুনে গুনে দেখে। সে মনে করে যে, তার এ সম্পদ তার কাছে চিরকাল থাকবে। কখনই নয়। আল্লাহ্ তায়ালার কসম! এ ব্যক্তি এমন হবে যে, তাকে এমন আগুনে ফেলা হবে, যা সবকিছু চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলে। তোমাদের কি জানা আছে, সে চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আগুন কেমন? তা আল্লাহ্ তায়ালার প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর সে আগুন তাদের উপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে, সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মাঝে বেষ্টিত হবে (হুমাযাহ্)। বিশ্বনবীর বিখ্যাত হাদীস হল, মুমিন ব্যক্তির মাঝে দুটি বদ গুণ কোনভাবেই থাকতে পারে না; তা হল কৃপণতা ও চরিত্রহীনতা (তিরমিযী, মিশকাত)। দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। অপরদিকে, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ হতে দূরে, জান্নাত হতে দূরে, মানুষ হতে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। নিঃসন্দেহে মূর্খ দানশীল আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ইবাদতকারী কৃপণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় (তিরমিযী, মিশকাত)। শয়তান দানশীল গুনাহ্গারকে ভয় করে। কেননা তার এ দানশীলতার জন্য, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে, হেদায়াত দিয়ে দিতে পারেন। অপরদিকে কৃপণ মুমিন বা পরহেযগার তার কৃপণতার জন্য তথা ইবাদতের উপর অতিরিক্ত ভরসা (অহমিকা) তাকে, জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি দান করে, সে আল্লাহ্ তায়ালার উপর নেক ধারণা করে, আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার উপর খারাপ ধারণা রাখে (কানয)। দানশীলতা জান্নাতের বৃক্ষ। যে দানশীল, সে ঐ বৃক্ষের শাখা ধরল এবং যা দ্বারা সে জান্নাতে দাখেল হয়ে যাবে। কৃপণতা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। যে কৃপণ, সে ঐ বৃক্ষের শাখা ধরল এবং যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দিবে (বায়হাকী, মিশকাত)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট ভরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে (বায়হাকী, মিশকাত)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের নিজস্ব সম্পদ হল, যা সে আগে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যা সে রেখে

www.pathagar.com

গিয়েছে (পৃথিবীতে) তা তার সম্পদ নয়। বরং তা তার ওয়ারিশদের সম্পদ (বুখারী, মিশকাত)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণা হল : এ উম্মতের পরিশুদ্ধির সূচনা একীন ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির মাধ্যমে হয়েছে। এবং এ উম্মতের বিনষ্টের সূচনা কৃপণতা ও দীর্ঘ আশার মাধ্যমে (বায়হাকী, মিশকাত)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, সেখানে অধিকাংশ গরীব লোক প্রবেশ করছে। আর জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, সেখানে অধিকাংশ মহিলা প্রবেশ করছে (মিশকাত)। মহিলাদের অধিক হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবে হাদীসে এসেছে, তারা অধিক পরিমাণে অভিশাপ বা বদদোয়া করে এবং স্বামীর নাশুক্‌রী করে (মিশকাত)। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটা ফেত্‌না রয়েছে। আর আমার উম্মতের ফেত্‌না হল, মাল (অর্থ-সম্পদ) (তিরমিযী, মিশকাত)। মানুষকে যদি স্বর্ণের একটি ময়দান দেয়া হয়, সে দ্বিতীয়টি তালাশ করে। যদি দুটি দেয়া হয়, সে তৃতীয়টি তালাশ করে। মানুষের পেট (কবরের) মাটি ছাড়া কোন জিনিস ভরতে পারে না (বুখারী)।

আবু লায়স (রহ.) বলেন, মানুষের সৌভাগ্যের জন্য ১১টি এবং দুর্ভাগ্যের জন্য ১১টি নিদর্শন রয়েছে (তাম্বীহুল গাফেলীন)।

সৌভাগ্যের ১১টি নিদর্শন

১. দুনিয়ার প্রতি অমনোযোগী এবং আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া ২. বেশী বেশী ইবাদত ও কুরআন পাক তিলাওয়াত করা ৩. অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হতে বেঁচে থাকা ৪. বিশেষ গুরুত্বসহকারে সময়মত নামায পড়া ৫. ক্ষুদ্রতম হলেও, হারাম জিনিস হতে বেঁচে থাকা ৬. নেক লোকজনের সাথে থাকা ৭. বিনয়ী ও নিরহংকার হওয়া ৮. দয়ালু ও দানশীল হওয়া ৯. আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল হওয়া ১০. সৃষ্টিজগতের কল্যাণ করা ১১. মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করা।

দুর্ভাগ্যের ১১টি নিদর্শন

১. সম্পদ জমা করার লোভ ২. দুনিয়াবী ভোগবিলাস ও খায়েশার মধ্যে লিপ্ত হওয়া ৩. অধিক ও অশ্লীল কথা বলা ৪. নামাযে অলসতা করা ৫. হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য খাওয়া এবং বদকার ও দুষ্ট লোকের সাথে মেলামেশা করা

www.pathagar.com

৬. দুশ্চরিত্র হওয়া ৭. গর্ব ও অহংকারী হওয়া ৮. মানুষের উপকার না করা ৯. মুসলমানের প্রতি দয়া না করা ১০. কৃপণ হওয়া ১১. মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া।

৫ টি বিষয়ের প্রতি সময় থাকতেই গুরুত্ব বা কদর

১. বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনের ২. রোগাগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে স্বাস্থ্যের ৩. দরিদ্রতা আসার পূর্বে সচ্ছলতার ৪. ব্যস্ত হওয়ার পূর্বে অবসরের ৫. মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনের।

আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টির চার নিদর্শন

১. পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ, বস্তু, সাগর, আকাশ, নক্ষত্র, প্রকৃতি, সবকিছুই আল্লাহ্ কোন রকম মডেল ছাড়া প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। ২. আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের বিশেষ গুণ দিয়েছেন। আবার তিনি যখন চান, এসব গুণগুলো বদলে যায়, কাজ করে না। আগুন পোড়াতে পারে না (নমরুদ ও ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা), পানি ভাসাতে পারে না (মূসা আলাইহিস সালম এর ঘটনা) ধারাল ছুরি কাটতে পারে না (ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ঘটনা) ইত্যাদি। ৩. আল্লাহ্ যখন চান, বস্তু রূপ বদল করে ফেলে এবং কাজও বদলে যায়। মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি সাপ হয়ে যেত। লোহিত সাগরের পানি দাঁড়িয়ে গেল মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের লোকবলের জন্য, অথচ ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বৃক্ষ, পাথর, প্রাণীরা নবুয়তের সাক্ষ্য দিয়েছে। ৪. আল্লাহ্ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেন একই ক্ষেত্রে। সকল গরুই গরুর মত। গরু কখনো, ছাগল, ভেড়া, বাঘ, পাখির মত নয়। অথচ দুটো গরু কখনই এক নয়। প্রতিটি মানুষের মাঝে সব কিছুতেই পার্থক্য। এজন্যেই DNA টেস্টে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের আলোচনা

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চল্লিশ হাদীস

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্রষ্টা সবার, ফেরেশতা নূরের তৈরি তার। মৃত্যুর পর পুনঃ জীবন আবার, তার কুদরতী হাতেই শেষ বিচার। নবীরা এসেছেন প্রতি জনপদে, দ্বীন শিখিয়েছেন ঐশী কিতাবে। তাকদীরের ভাল-মন্দ খোদার হাতে, মহান সফলতা পরকালের সাথে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই মা'বুদ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, পাঞ্জেগানা নামাযে খোঁজ স্রষ্টার ছবি। যাকাত গরীবের ন্যায্য অধিকার, রমযানের রোযা ফরয সবার। সম্পদশালীরা করবে হজ্জ, সঠিক পথেই মালের খরচ। বার রাকাত সুন্নাত প্রতিদিন, সর্বশেষ নামায বেতেরের তিন। শিরক করা কঠিন পাপ, পিতা-মাতার অবাধ্যতায় নেই মাফ। ইয়াতিমের সম্পদে হয়ো না ভক্ষক, আত্মীয়-স্বজনের হও রক্ষক। যিনা ব্যভিচার আর শরাব পান, পুরোপুরি ধ্বংস তোমার ঈমান। নিজের খেয়াল খুশিমত কর না গীবত, নিষেধ মিথ্যা কসম ও মিথ্যা শপথ। মুসলমানের পরনিন্দায় খোঁজ না আরাম, সতী রমণীর মিথ্যা অপবাদ পুরোপুরি হারাম। মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ নেই, খেলাধুলায় মগ্ন হতে নেই। রং তামাশায় জড়াবে না, অপরের দোষ খুঁজবে না। করবে না ঠাট্টা ও বিদ্রূপ, চোগলখুরী মৃত্যুর কূপ। সকল নিয়ামতের শুকরিয়া কর, যা পাওনি তার তরে ধৈর্য ধর। আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ কর, পরকালের শাস্তির কথা চিন্তা কর। কোন সৃষ্টিকেই লানত দিও না, তিন তসবীহকে কখনও ছেড় না। জুমআ আর ঈদে হাজির থেকো, তাকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখো। [হযরত সালমান রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে, উসওয়ায়ে রাসূল আকরাম স. পৃ. ৩১]

[তিন তসবীহ মানে : সুবহানাল্লাহ (৩৩), আলহামদু লিল্লা-হ (৩৩), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার (৩৪)। পাঞ্জেগানা নামায : দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায। বার রাকাত সুন্নাত : ফজরে ২, যোহরে ৬, মাগরিবে ২, এশায় ২। চোগলখুরী : কথা লাগান, ফলে মুসলমানরা ঝগড়া ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ে। গিবত : কারও অবর্তমানে তাকে নিয়ে মন্দ বলা, যা তাকে কষ্ট দেয়।]

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের আদব

পথিক হয়ে চলি, মুসাফির হয়ে বলি। নিজেকে ছোট ভাবি, আপন আমার সবি। দোষ খুঁজি না কারও, খেদমত করি আরও। সবাইকে করি সালাম, মুসলিম ভাইয়ের দেই দাম। মেহমানের ত্বোয়াম, গভীর রাতের ক্বিয়াম। নাম নিয়ে করি দোয়া, যত পারি দেই হাদিয়া। তারিফ করি পিছনে, ইকরাম করি সামনে। অন্যের সংশোধন আমার নয়, পিছে লাগা মহা অপচয়। মসজিদে দিল লাগাই, খেল তামাশায় না যাই। তালিমে এলেম শিখি, নিজের সংশোধন দেখি। যা পেয়েছি তাতেই খুশী, এলেমের চেয়ে আমল বেশি। জান মালের কুরবানী, সফলতা খোদার মেহেরবানী। আমলের পর এস্তেগফার, সবুরে মহাপুরস্কার। বাহাদুরি আর বড়াই নাই, উম্মতের মহব্বতে শান্তি পাই। দাওয়াতের ফিকিরে ব্যস্ত থাকি, নিজের প্রয়োজন ঢেকে রাখি। অন্যের ভালোটা শিখি, নিজের দোষটাই দেখি। বলি নিজের উপরে, শুনি নিজের তরে। নেক আমলে শোকর, তাঁর কুদরতের উপর। চিন্তা ফিকির করি, যিকিরে নাই দেরি। মানুষের দ্বারে দ্বারে, ঘুরি বারে বারে। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে, নিজের সময় দিয়ে। পরকালে আমার, ভয় নাই আর। নিজেকে দায়ী করে, উম্মতেরই তরে। জীবন সপেছি আমি, কবুল কর তুমি। পরামর্শ করে করি কাজ, ফলাফলে নাহি লাজ। আলেম সুধীজনের সম্মান করি, ছোটদের স্নেহ করি। সাথী ভাইদের ভালবাসি, মিলেমিশে পাশাপাশি। মুরুব্বীদের কথা শুনি, আমীরকে খুব মানি। দুই দুই আড়াই তিন, মাশওয়ারা প্রতিদিন। পাঁচ কাজ (দুই তালিম, দুই গাশত, প্রতিদিন আড়ায় ঘন্টার মেহনত, মাসে তিন দিন, প্রতিদিন মাশওয়ারা) চালু করি, নগদ জামাত বের করি। কাজে লেগে থাকি, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখি। তাওহীদ, আখেরাত, রিসালাত; এ তিন নিয়েই আমার দাওয়াত। জোসে কাজ করে যাই, হুসে আগে বাড়াই। দাওয়াতের কাজ আমার, হেদায়েত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। এ কাজে ক্ষতি নাই, এ কাজ ছাড়া মুক্তি নাই। কলেমাকে বুঝে আমি এনেছি ঈমান, পাঞ্জেগানা নামাযে হলাম মুসলমান। ইলম শিখি আর যিকির খোদার, ইকরামুল মুসলিমীনে দ্বীনের বুঝ আমার। সকল কর্মই ইবাদত তাসহীহ নিয়তে, ইসলামের সঠিক বুঝ তাবলীগের মেহনতে। [তাবলীগি প্রকাশনা, মরুব্বীদের উপদেশ, অন্যান্য]

কবুল দশ দোয়া

শহীদ না হওয়া পর্যন্ত জিহাদকারীর; ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত হজ্জ

www.pathagar.com

পালনকারীর; ঘরে থেকে বের হওয়া মুসাফির; বিদেশে অবস্থানকারী প্রবাসীর; আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত রুগ্ন ব্যক্তির। প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত মযলুমের; ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য ভাইয়ের। ধীর চিত্তে আযানের সময়কার; নামাযে সিজদারত বান্দার; সন্তানের জন্য সার্বক্ষণিক পিতা-মাতার (তিরমিযী, হাকিম, মাআরিফ, বায়হাকী)

ত্রিশ পারা কুরআনে মুমিনের ত্রিশ গুণ

সূরা তাওবায় বর্ণিত দশগুণ: তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রুকুকারী, সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজের বাধাদানকারী, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্ধারিত সীমার হেফাযতকারী, রোযাদার, বিধি বহির্ভূত কাজের সাথে সম্পর্ক ছেদকারী।

সূরা মুমিনূনে বর্ণিত দশগুণ: নামাযে বিনয় অবলম্বনকারী; নামাযে নম্রতা অবলম্বনকারী; অনর্থক বিষয় থেকে দূরে অবস্থানকারী; নিয়মিত যাকাত প্রদানকারী; স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারী; আপন স্ত্রীর সাথে বৈধ ব্যবহারকারী; সীমার বাইরে যৌনতা বর্জনকারী; আমানতের হেফাযতকারী; স্বীয় অঙ্গীকার পালনকারী; নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায়কারী।

সূরা আহযাবে বর্ণিত দশগুণ: মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী; ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী; আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীল নারী; সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী; ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী; বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারী নারী; দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী; রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী; লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী নারী; অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও অধিক যিকিরকারী নারী।

অন্তরের দশ রোগ

পাপ কর্ম লোভে; ধ্বংস তুমি ক্রোধে; কঠিন রোগ আত্মশ্লাঘা; শত্রুতা বাড়ায় হিংসা। খোদা নাখোশ অহেতুক কথায়; কোন লাভ নেই লৌকিকতায়; দুনিয়ার মোহ বাড়ায় বাসনা; পাপে জড়ায় বড়ত্বের কামনা; কৃপণতায় দূরত্ব বাড়ে; নিঃশেষ তুমি অহংকারে। [ফাতওয়ায়ে রাহমানিয়া, পৃ. ৪৫৭]

আত্মশুদ্ধির দশ উপায়

খোদা রাসূলের ভালবাসা রেখে অন্তরে; পাপ ক্ষমা চাও তওবা করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপরই একমাত্র ভরসা; দুনিয়ার অনীহাই পূর্ণ আশা।

www.pathagar.com

তাকদীরে হও সন্তুষ্ট; এখলাস ও নেক নিয়তে হও তুষ্ট। বড় গুণ ধৈর্যশীলতা; নিয়ামত বাড়ায় কৃতজ্ঞতা। ইবাদতে মন মৃত্যু চিন্তায়; স্রষ্টার নৈকট্য খোদাভীরুতায়। [ফাতওয়ায়ে রাহমানিয়া, পৃ. ৪৫৭]

পুরুষদের সার্বক্ষণিক (দায়েমী) ফরয ও সুন্নাত

পুরুষের দায়েমী ফরয তিনটিঃ সর্বদা ঈমান আমলে জুড়ে থাকা; (নাভির উপর হতে হাঁটু পর্যন্ত) সতর ঢাকা; নিজের পরিবারকে পর্দার মধ্যে রাখা।

পুরুষের দায়েমী সুন্নাত আটটিঃ মাথায় টুপি রাখা; তিন নিয়মের এক নিয়মে চুল রাখা (কামানো, সব দিক সমান, বাবরি); গোঁফ খাট করা; দাড়ি লম্বা করা (এক মুষ্টি পরিমাণ); মেসওয়াক করা; প্রতি শুক্রবার হাত পায়ের নখ কাটা; নাভি ও বগলের নিচের লোম পরিষ্কার করা; (৪০ দিনে অন্তত একবার) ঢিলা (পায়খানার পর) কুলুপ (পেশাবের পর) ব্যবহার করা। [হাদীস ও মাসআলা মাসায়েলের গ্রন্থ, তাবলীগের কাজ কি বই]

মহিলাদের সার্বক্ষণিক ফরয ও সুন্নাত

মহিলাদের দায়েমী ফরয পাঁচটিঃ সর্বদা ঈমানের সাথে থাকা; পর্দার সাথে থাকা; সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখা; স্বামীর কথা মেনে চলা; নিচু আওয়াজে কথা বলা।

মহিলাদের দায়েমী সুন্নাত সাতটিঃ মাথার চুল লম্বা রাখা; চুল সুন্দর করে রাখা; মেসওয়াক করা; প্রতি শুক্রবার হাত পায়ের নখ কাটা; নাভি ও বগলের নীচের লোম পরিষ্কার করা; ঢিলা ব্যবহার করা; হায়েজ নেফাসে পট্টি (সেনিটারী নেপকিন) ব্যবহার করা। বিঃ দ্রঃ ঢিলা ও কুলুপ মানে টয়লেট পেপার বা এ জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা। [হাদীস ও মাসআলা মাসায়েলের গ্রন্থ, তাবলীগের কাজ কি বই]

খাওয়ার সুন্নাত

উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া; দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খাওয়া; আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মনে করে খাওয়া; পরিমিতভাবে খানা খাওয়া; নেয়ামত মনে করে খাওয়া; ডানহাতে খাওয়া; সামনের দিকে থেকে খাওয়া; সাথীদের কথা ভেবে খাওয়া; একাধিক ব্যক্তি এক পাত্রে খাওয়া; পড়ে যাওয়া লোকমা উঠিয়ে খাওয়া; হেলান দিয়ে বসে না খাওয়া; তিনভাবের (দুই হাটু বিছিয়ে খাড়া করে, এক হাটু বিছিয়ে) এক ভাবে বসে খাওয়া; ঠোঁট বন্ধ রেখে খানা খাওয়া; জুতা খুলে খানা খাওয়া; পরিবেশিত খানার পাত্রে কিছু ফেরত দেয়া; হালকা কথাবার্তা বলে খানা খাওয়া;

www.pathagar.com

শুরুতে লবণ ও শেষে মিষ্টি খাওয়া; খানা শেষে আঙ্গুল ও পাত্র চেটে খাওয়া; এরপর উভয় হাত ধোয়া। কার বাসায় খানার অপেক্ষা না করে চলে আসা; খানা পরিবেশিত হলে দ্রুত খেতে বসা; দস্তরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা; পেটের এক ভাগ খানা, এক ভাগ পানি ও এক ভাগ খালি রাখা; যুলুমের খানা খাওয়া থেকে বিরত থাকা; নিজেকে অল্পেই তুষ্ট রাখা। একাকী খানা না খাওয়ার চেষ্টা করা; খানার ক্রটি বের না করা; মজলিসের গুরুজন দিয়ে খানা শুরু করা; খানার শুরুতে দোয়া ও বিসমিল্লা-হ পড়া; খানার শেষে আলহামদু লিল্লা-হ পড়া; দস্তরখানা উঠিয়ে, নিজে উঠে, খানা শেষ করা; কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা; শুকরিয়া আদায় করে দোয়া পড়া। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, তাবারানী, হাকেম, মুফতী মনসুরুল হক, মুফতী সামসুদ্দীন, মুফতী নুরুল ইসলাম, অন্যান্য গ্রন্থ]

পান করার সুন্নাত

পানের পাত্র ডান হাতে ধরা; বসে বসে পান করা; পানের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া; পানের শেষে আলহামদু লিল্লা-হ পড়া; তিন শ্বাসে পান করা; শ্বাস, পাত্রে না ছাড়া; পাত্রের ভাঙ্গা দিক দিয়ে পান না করা; পানের পূর্বে দেখে পান করা; পানি ও দুধ, পানে ভিন্ন ভিন্ন দোয়া পড়া; মজলিসের ডান দিক থেকে পান করা; পান করানেওয়ালা ব্যক্তির শেষে পান করা; যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, শামী, মুফতী মনসুরুল হক]

ঘুমানোর সুন্নাত

তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের নিয়তে ঘুমাতে যাওয়া; ঘুমানোর পূর্বে বিছানা ভালভাবে ঝেড়ে নেয়া; সম্ভব হলে চোখে সুরমা দেয়া; ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শোয়া; খারাপ স্বপ্ন দর্শনে পড়তে হবে দোয়া; মোটা কাপড়ের উপর বিছানা নেয়া; মসজিদে ইতিকাফের নিয়তে শোয়া; ঘুম থেকে উঠে মুখ ও চোখ হালকা ঘষা; শুকরিয়ার দোয়া পড়বে সহসা। এশার পর দ্রুত ঘুমানোর চেষ্টা করা; বিছানায় গিয়ে কুরআন থেকে কিছু পড়া; (অন্তত ১০ আয়াত) ওযু করে শয়ন করা; ঘুমের কাপড় পরিধান করা; বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করা; দুপুরের খানার পর হালকা গড়াগড়ি করা; নিজের বিছানা নিজেই করা; ঘুমানোর দোয়া পড়া; সূরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়া; দরূদ, কালেমা সাওম ও ইসতেগফার পড়া। খানাপিনার পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা; বাতি নিভিয়ে রাখা; চুল দাড়ি আঁচড়িয়ে পরিপাটি রাখা; প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস পাশে রাখা; বিছানা

www.pathagar.com

ছেড়ে প্রথমে মিসওয়াক করা; এরপর নামাযের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। ঘুমানোর পূর্বে পরিবারের সবাই মিলে উপদেশপূর্ণ কথা বলা; অহেতুক কল্পকাহিনী না বলা; বালিশ ব্যবহার করা; মাদুর/চাটাই/বিছানায় শয়ন করা; কাঠের/চৌকির/চটের উপর শয়ন করা; স্বামী স্ত্রীর বিছানা বাকীদের থেকে পৃথক করা। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, মুস্তাদরাক, তাবারানী, ইবনে হিব্বান, মুফতী মনসুরুল হক, মুফতী সামসুদ্দীন, মুফতী নুরুল ইসলাম, অন্যান্য গ্রন্থ]

চলার সুন্নাত

একাকী সফর না করা; কমপক্ষে দু'জনে সফর করা; বের হয়ে দোয়া পড়া; কোথাও অবস্থান করলে অন্যের চলাচলে ব্যাঘাত না করা; সফরে সম্মিলিতভাবে কাজ করা; দলের আমীর নির্ধারণ করা; নামায কসর হলে, সেভাবে আদায় করা; পর্দাসহ দ্বীনি পোশাক পরা; আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করা; দৃষ্টির হেফাযত করা; মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করা; বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলাদের সাহায্য করা; যানবাহনের ভাড়া ও মজুরী দ্রুত পরিশোধ করা। গন্তব্যস্থান দৃষ্টি গোচরে দোয়া পড়া; বের হওয়া এবং বাড়ী ফেরার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়া; খবর পাঠিয়ে বাড়ী ফেরার চেষ্টা করা; সফর শেষে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা; দীর্ঘদিনের সফর শেষে এলাকার মসজিদে অবস্থান করা; এরপর দু'রাকাত নামায পড়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করা; সফর শেষে প্রত্যাবর্তনের দোয়া পড়া। যানবাহনে উঠার সময় বিসমিল্লা-হ বলা; যানবাহনে ভালভাবে আসন নিয়ে আলহামদু লিল্লা-হ বলা; উপরে উঠার সময় আল্লা-হু আকবার বলা; নিচে নামার সময় সুবহা-নাল্লা-হ বলা; স্বাভাবিক চলনে আলহামদু লিল্লা-হ বলা; রাস্তার ডান দিকে চলা; উদ্ধতভাবে এবং জোরে পা না ফেলা। সফরে কুকুর, ঘন্টি এসব না রাখা; যিকিরে লিপ্ত থাকা; বৃহস্পতিবার এবং ভোরের সফরে পছন্দ থাকা। ডান পায়ে ঘর থেকে বের হওয়া; সফরের প্রস্তুতি সাথে নেয়া; নাজায়েয জায়গায় না যাওয়া; জনসাধারণকে কষ্ট না দেয়া; সাধারণ জনতাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে না দেয়া; রাস্তার কাটা, আবর্জনা সরিয়ে দেয়া; দাওয়াত, খেদমত ও এলেম শেখার নিয়তে বের হওয়া। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত, তাবারানী, মুফতী মনসুরুল হক, মুফতী সামসুদ্দীন, অন্যান্য]

চুল, দাড়ি ও গোঁফের সুন্নাত

হজ্জ ও ওমরার সময় মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলা; স্বাভাবিকভাবে সবদিক থেকে চুল

ছোট করে ছেঁটে ফেলা; অথবা বাবরী চুল রাখা; মাঝে মাঝে চুল আঁচড়িয়ে রাখা; মাথায় টুপি ও পাগড়ি রাখা। দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা করা; গোঁফ কর্তন করে ছোট করা; দাড়িতে মেহেদী লাগান; দাড়িতে কাল খেজাব না লাগান; বগল ও নাভীর নীচের চুল, প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার করা; এ কাজ প্রতি চল্লিশ দিনে অন্তত একবার করা। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, আলমগীরী, শামী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুফতী জসীমুদ্দীন, মুফতী সামসুদ্দিন, অন্যান্য গ্রন্থ]

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত

বিসমিল্লা-হ পড়া; দরূদ পড়া; প্রবেশের দোয়া পড়া; ডান পায়ে প্রবেশ করা; ইতিকাফের নিয়ত করা। [বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, শামী, মুফতী মনসুরুল হক, অন্যান্য গ্রন্থ]

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত

বিসমিল্লা-হ পড়া; দরূদ পড়া; বের হওয়ার দোয়া পড়া; বাম পায়ে বের হওয়া; ডান পায়ে জুতা পরা। [বুখারী, মুসলিম, হাকেম, আহমাদ, মুস্তাদরাক, মুফতী মনসুরুল হক, মুফতী নূরুল ইসলাম, অন্যান্য গ্রন্থ]

জুমুআর দিনের ছয় সুন্নাত

জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে গোসল করে নেয়া; ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে যাওয়া; পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া; সামনের কাতারে বসার চেষ্টা করা; মনোযোগের সাথে খুতবা শোনার চেষ্টা করা; খুতবার সময় কোন কথা বা কাজ না করা। [তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুযাইমাহ, মুফতী মনসুরুল হক, মুফতী নূরুল ইসলাম, অন্যান্য গ্রন্থ]

ঈদের সুন্নাত

খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া; ঈদুল ফিতরে মিষ্টি খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া; ঈদুল আযহাতে কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া; সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া; পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। মিসওয়াক করা; গোসল করা; সুন্নাতি সাজ সজ্জা করা; উত্তম পোশাক পরা; সুগন্ধি ব্যবহার করা; ঈদুল ফিতরে নামাযের পূর্বেই ফিতরা আদায় করা; ঈদগাহে নামায আদায়ের চেষ্টা করা; ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া ও ফেরা; ঈদুল ফিতরে আস্তে আস্তে তাকবীর পড়া; ঈদুল আযহাতে জোরে জোরে তাকবীর পড়া। [বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, হাকেম, মুফতী মনসুরুল হক, মুফতী সামসুদ্দীন, অন্যান্য গ্রন্থ]

www.pathagar.com

মৃত্যুকালীন সুন্নাত

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির চেহারা কিবলামুখী করা; সামনে বসে কলেমা পড়া; পাশে বসে সূরা ইয়াসীন পড়া; দুনিয়াবী কথা বলার চেষ্টা না করা; মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে, দোয়া পড়া; মুসলমানদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দোয়া পড়া; মৃত ব্যক্তির চোখ ও মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করা; লাশকে খাটে রাখা বা উঠানোর সময় বিসমিল্লা-হ বলা; দ্রুত গোসল, কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা; নিকটস্থ গোরস্থানে দাফনের চেষ্টা করা; লাশ কবরে রাখার সময় দোয়া পড়া; জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত দোয়া নিষেধ; জানাযার পর লাশ দেখা নিষেধ; মৃতের পরিবারের থেকে বিশেষ খানার আয়োজন নিষেধ; কবরে লাশ ডানকাতে কিবলামুখী করে শোয়ানো; আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক মৃতের পরিবারকে প্রথমদিন খাওয়ানো; আগন্তুক মেহমানদের সান্ত্বনা দিয়ে দ্রুত চলে যাওয়া; কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া; ৩, ৭, ১০, ৩০ দিনা, চল্লিশা বা কুলখানী করা পাপ; কবর উঁচু করা বা পাকা করা পাপ; দাফন শেষে মৃতের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করা; কবরে মুর্দার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শুরু থেকে; আর পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার আমানার রাসূল থেকে; শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করা। কবরে হেলান দিয়ে বসা উচিত নয়; দাফনের সময় ধীরে ধীরে মাটি চাপা দিতে হয়; লাশের মাথার দিক হতে কবরে নামাতে হয়; কবর যিয়ারত করতে হয়; কবরের উপর বসা উচিত নয়; কবর উটের পিঠের ন্যায় করতে হয়; কবরবাসীদের সালাম করতে হয়। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, মুস্তাদারাক, মিশকাত, আবী শাইবাহ, আহমাদ, মুসান্নাফে আবুদর রাজ্জাক, শুআবুল ঈমান, মুফতী মনসুরুল হক, মুফতী সামসুদ্দীন, অন্যান্য গ্রন্থ]

ওমরার করণীয়

ওমরার ফরয দু'টি: নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা; তাওয়াফ করা।

ওমরার ওয়াজিব দু'টি: সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সায়ী করা; মাথার চুল ছাঁটা বা মুণ্ডন করা।

ওমরার সুন্নাত নয়টি: নির্দিষ্ট এলাকা থেকে ইহরাম বাঁধা; ইহরামের কাপড় পরে দু'রাকাত নামায পড়া; ওমরার নিয়ত করা; নিয়তের পর তালবিয়াহ পড়া; গায়ের চাদর ইযতেবা করত: তাওয়াফের প্রথম তিন চক্কর রমল করা; সাত চক্কর তাওয়াফ করে চাদর স্বাভাবিক করে দু'রাকাত নামায পড়া; যমযমের পানি নিয়মানুযায়ী পান করে, দোয়া করা; হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে সাফা পহাড়ে গমন করা; সাফা মারওয়াহ সাতবার সায়ী করে চুল ছাঁটা বা মুণ্ডন করা। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত, হজ্জ গাইড]

www.pathagar.com

হজ্জের করণীয়

হজ্জের ফরয পাঁচটি: ইহরাম বাঁধা ও নিয়ত করা; তালবিয়া পাঠ করা; নির্দিষ্ট সময়ে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা; তাওয়াফে যিয়ারতের নিয়ত করা; নির্দিষ্ট দিনের (১০, ১১, ১২ যিলহজ্জ) ভিতর তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

হজ্জের ওয়াজিব আটটি: তাওয়াফের শেষে তাওয়াফের দু'রাকাত নামায পড়া; মুজদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া; ১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর মুযদালিফায় অবস্থান করা, সাফা মারওয়ার মাঝে সাতবার সায়ী করা; মিনায় জামরাসমূহে কংকর নিক্ষেপ করা; কিরান ও তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর কুরবানী করা; মাথার চুল ছাঁটা বা মুণ্ডন করা; মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য বিদায়কালীন তাওয়াফ করা।

হজ্জের সুন্নাত এগারটি: হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে তাওয়াফ আরম্ভ করা; মীকাতের বাহিরের লোকদের তাওয়াফে কুদুম করা; তাওয়াফে কুদুমের প্রথম তিন চক্করে রমল করা; ৮ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা হতে আরাফাতে গমন করা; ৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা হতে আরাফাতে গমন করা; আরাফাতে পৌঁছে জোহর ও আছর একত্রে পড়া; আরাফাতে গোসল করা; আরাফাত হতে মাগরিবের পর রওনা করা; প্রত্যাবর্তনের পথে মুযদালিফায় সুবহে সাদিক পর্যন্ত অবস্থান করা; ৮, ১০, ১১, ১২ যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান করা; ১৩ যিলহজ্জ মিনা হতে প্রত্যাবর্তনকালে মুহাসসাবে যাত্রাবিরতি করা। [বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত, হজ্জ গাইড]

কুরআন তিলাওয়াতের সুন্নাত ও আদব

পাক পবিত্র হয়ে, মিসওয়াক ও ওযুসহ তিলায়াত করা; আদবের সাথে, কিবলামুখী হয়ে, কুরআন উঁচুতে রেখে পড়া; তিলাওয়াতের পূর্বে কয়েকবার দরূদ ও দোয়া পড়া; ধীরে, স্পষ্টভাবে, মধুর স্বরে কুরআন পড়া; কালামের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য চিন্তা করে পড়া; অর্থ বুঝে বা শব্দের প্রতি ধ্যান করে পড়া; স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাকে শুনানোর নিয়তে পড়া; অহংকার দূর করে রবের সন্তুষ্টির জন্য পড়া; আযাবের আয়াত ক্রন্দন স্বরে গম্ভীরভাবে তিলাওয়াত করা; সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করা; রহমতের আয়াত পড়ে রহমতের আশা করা; আযাবের আয়াত পড়ে ভীত ও কম্পিত হওয়া; পবিত্রতা বর্ণনাকারী আয়াত পাঠে সুবহানাল্লাহ পড়া; মুখ থেকে দুর্গন্ধ দূর করে তিলাওয়াত করা; তিলাওয়াতের সময় হাসি তামাশা না করা; গভীরভাবে তিলাওয়াত শোনার চেষ্টা করা; পাঠ শেষে আদবের সাথে কুরআন তুলে রাখা; কুরআনের সাথে যেন বেয়াদবী না হয় তা খেয়াল রাখা। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, শামী, আলগমীরি, মিশকাত, মুফতী জসীমুদ্দীন, অন্যান্য গ্রন্থ]

www.pathagar.com

যিকিরের সুন্নাত ও আদব

পাক পবিত্রাবস্থায় যিকির করা; মনোযোগসহ ধ্যানের সাথে অর্থ বুঝে যিকির করা; সর্বাবস্থায় যিকির করা; নিম্নস্বরে যিকির করা; কার ইবাদতের ক্ষতি না করে বা কষ্ট না দিয়ে যিকির করা; যিকিরকারী সর্বোত্তম গুণের অধিকারী হওয়া; যিকিরকারীর মুখ পরিষ্কার হওয়া; যিকিরের স্থান নির্জন ও পরিষ্কার হওয়া; বসেও যিকিরের অবস্থায় কিবলামুখী থাকা; নিজেকে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ভেবে প্রশান্তির সাথে মাথা নিচু করে থাকা; যিকির অবস্থায় অবহেলা ও অন্যমনস্ক থেকে বিরত থাকা; যিকির অবস্থায় শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ অন্তরে রাখা। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, শামী, আলমগীরি, শামী, মুফতী জসীমুদ্দীন]

রোযাদার ব্যক্তির সুন্নাত

অল্প খাদ্য বা পানি হলেও সাহরী খাওয়া; সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহূর্তে খাওয়া; বেহুদা কথাবার্তা থেকে জিহ্বার হেফাযত করা; বেশি বেশি দান খয়রাত করা; চোখ মুখ ও কানের হেফাযত করা; কম খানাপিনা করা; সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হারাম থেকে রক্ষা করা; ঝগড়া ফ্যাসাদ থেকে বেঁচে থাকা। গীবত, পরনিন্দা হতে বিরত থাকা; তিলাওয়াত, যিকির ও এলেম চর্চায় ব্যস্ত থাকা; সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা; মেঘের দিনে কিছু দেরী করে ইফতার করা; খেজুর, দুধ, লাচ্ছি, মিষ্টি বা পানি দ্বারা ইফতার করা; ইফতারের দোয়া পড়া; রমযান মাসে ক্ষমা চাওয়া ও জান্নাতের দোয়া করা; তারাবীর নামায পড়া; তারাবীতে অন্তত এক খতম কুরআন পড়া; রমযানের শেষ দশে মসজিদে ইতেকাফ করা। [বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, শামী, আলমগীরি, মুফতী জসীমুদ্দীন, অন্যান্য গ্রন্থ]

যাকাত আদায় করার সুন্নাত ও আদব

বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাড়াতাড়ি যাকাত আদায় করা; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ওয়াস্তে যাকাত আদায়ের নিয়ত করা; আপনজন ও সম্মানী গরীবকে যাকাত না বলে দেয়া; নেছাব পরিমাণ টাকা একজনকে না দেয়া; একজনকে এভাবে দেয়া, অন্তত: সেদিন অমুখাপেক্ষী থাকে; ইলমে দীন শিক্ষাকারী যাকাতে সর্বোচ্চ অধিকার রাখে; আত্মীয়স্বজন, গরীব, মিসকিন, বন্ধুজন ও প্রতিবেশীর হক আগে। [বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, আবু দাউদ, শামী, মুফতী জসীমুদ্দিন]

আযানের সুন্নাত

বিশুদ্ধ ও সুন্নাত তরীকায় আযান দেয়া; উচ্চ আওয়াজে আযান দেয়া; ওযুর সাথে

www.pathagar.com

আযান দেয়া; দাঁড়িয়ে আযান দেয়া; মসজিদের বাইরে আযান দেয়া; উঁচু স্থান বা মিনারে আযান দেয়া; কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া; আরবী ভাষায়, শুদ্ধ উচ্চারণে আযান দেয়া; আযানের শব্দগুলো তারতীব ও যথাস্থানে বলা; হাইয়্যা আলাস সালাহ্ মুখ ডানদিকে ঘুরিয়ে বলা; হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ মুখ বাম দিকে ঘুরিয়ে বলা; আযানের প্রত্যেক বাক্যের উত্তর মুয়াযযিনের মত বলা; হাইয়্যা আলাল সালাহ এর উত্তরে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ্ বলা; হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ এর উত্তরে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ্ বলা; আসসালা-তু খাইরুম মিনান নাউমের উত্তরে সাদাকতা ওয়া বারাকতা বলা; আযানাবস্থায় উভয় হাতের শাহাদত আঙ্গুল কানে প্রবেশ করা; আযানের শব্দাবলী থেমে থেমে আদায় করা; মাগরিব ব্যতীত অন্য ওয়াক্তে আযানের পর দেরি করে নামায পড়া; আযানের পর মুয়াযযিন শ্রোতা, উভয়েরই দরূদ ও দোয়া পড়া। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, মুফতী জসীমুদ্দী, অন্যান্য]

ইকামাতের সুন্নাত

ইকামাতের শব্দসমূহ তাড়াতাড়ি বলা; হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ এর পর দু'বার কাদকামাতিস সালাহ্ বলা; এর জবাবে সেটাই বলা, ইকামাত মসজিদের ভিতর দেয়া; একই স্থানে দাঁড়িয়ে ইকামাত দেয়া; মসজিদের ভিতরের মুসল্লীদের শুনিয়ে ইকামাত দেয়া; যিনি আযান দিয়েছেন, তারই ইকামাত দেয়া; ইকামাতে প্রত্যেক শব্দ সাকিনের সাথে দেয়া; মুখমণ্ডল ডানে ঘুরিয়ে হাইয়্যা আলাস সালাহ্ বলা; মুখমণ্ডল বায়ে ঘুরিয় হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলা। [বুখারী, মুসিলম, ইবনে মাজাহ্, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী, শামী, মুফতী, জসীমুদ্দীন, অন্যান্য গ্রন্থ]

মসজিদে থাকার (ইতিকাফের) সুন্নাত ও আদব

মসজিদকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা; মসজিদে নিজের বাড়ির জিনিসপত্র না রাখা; সর্বদা মসজিদের মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখা; মসজিদে সুগন্ধি লাগান; প্রয়োজনমত বিছানা বিছানো বা বাতি জ্বালান; ইতেকাফ ব্যতীত মসজিদে না ঘুমানো; পিঁয়াজ রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধ খানা খেয়ে মসজিদে না যাওয়া; মসজিদে লোবান বা খোশবু জিনিসের ধুনী দেয়া; মসজিদে দুনিয়াবী কথা বার্তায় লিপ্ত না হওয়া; ইতেকাফ ব্যতীত মসজিদে না খাওয়া; মসজিদে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হওয়া; মসজিদের আসবাব অন্য মসজিদকে ধার না দেয়া; মসজিদে শোয়ার পূর্বে মোটা কাপড় বিছিয়ে শোয়া; মসজিদে প্রবেশের ও বাহিরের দরজা নির্দিষ্ট না করা; মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় ও যাবতীয় লেনদেন না করা; মসজিদে বায়ু নির্গত না

www.pathagar.com

করা; মসজিদে উঁচু আওয়াজে যিকির বা তিলাওয়াত না করা; মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়া; ইতেকাফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করা; প্রবেশের সময় আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা ও দরূদ পাঠ করা; মসজিদে ডান পায়ে প্রবেশ করা; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে মসজিদে প্রবেশ করা; মসজিদে প্রবেশের পূর্বে ওযু করা; মসজিদে থুথু না ফেলা; মসজিদে যাওয়ার সময় ছোট কদমে ধীরে চলা; বের হওয়ার সময় বাম পা প্রথমে ফেলা; ময়লা ও দুর্গন্ধ জিনিস মসজিদ থেকে বাইরে ফেলা। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, মুফতী জসীমুদ্দীন, অন্যান্য]

গৃহে প্রবেশের সুন্নাত ও আদব

যিকিরের সাথে গৃহে প্রবেশ করা; গৃহে প্রবেশের দোয়া পড়া; প্রবেশের সময় সালাম করা; পূর্বেই খবর দিয়ে গৃহে প্রবেশ করা; দরজার কড়া নেড়ে, পদধ্বনি বা সতর্ক করে প্রবেশ করা; অন্যের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের আরামের কথা চিন্তা করা; অন্যের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে তিনবার পর্যন্ত অনুমতি চাওয়া; অনুমতি চাওয়ার সময় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যাওয়া; গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে ডান পা প্রথমে দেয়া; প্রবেশের সময় সবাইকে সালাম দেয়া। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, বাইহাকী, শামী, আলমগিরী, হিসনে হাসীন, মিশকাত, মুফতী জসীমুদ্দীন, অন্যান্য]

দাওয়াত ও দায়ীর সুন্নাত ও আদব

দায়ী নিজেকে ছোট, তুচ্ছ ও হীন মনে করবে; দায়ী উত্তম গুণাবলীতে নিজেকে সজ্জিত করবে; যার কাছে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তাকে সম্মানিত ও উত্তম মনে করবে; দায়ী দ্বীনের যথার্থ জ্ঞানার্জন করবে; দায়ী হক ও বাতিলের পার্থক্য করার যোগ্য হবে; দায়ী মনের মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংকার স্থান দিবে না; দাওয়াত পৌঁছানোর সময় কঠোরতা প্রদর্শন করবে না; দাওয়াতের ফলে বান্দার ভিতর বিরূপ ধারণা না হয়, তা দেখবে; দাওয়াতে ধৈর্য ধরবে ও কষ্ট সহ্য করবে; বান্দার সকল প্রশ্নের জবাব নরমভাবে দিবে; মনে করবে, নিজের জন্যেই সম্বোধিত ব্যক্তি ভুল বুঝছে; ধরে নিবে, নিজের ভুলে ও অযোগ্যতায় সে দূরে সরে যাচ্ছে; যাকে দাওয়াত দিবে, তার পূর্ণ পরিচয় জানবে; তার মেজাজ ও ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখবে; দাওয়াতে যিকিরে ফিকিরে থাকবে; সৃষ্টির থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে স্রষ্টার দিকে তাকাবে; সর্বদা দোয়ার দিকে যত্নবান হবে; একমাত্র রবের ভয়কে অন্তরে বসাবে; সৃষ্টি জগতের কাউকেই ভয় করবে না; প্রথমে নিজে অসৎকাজ থেকে বিরত থকবে; এরপর সৎকাজের আদেশ করবে;

www.pathagar.com

নিজেকে সবার কাছে সৎপথের মডেল বানাবে; এরপর নিজ পরিবার পরিজনকে প্রস্তুত করবে; অতঃপর নিজ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গুরুত্ব দিবে; এরপর নিজ এলাকাবাসী, শহরবাসী, দেশবাসী ও বিশ্বে দাওয়াত পৌঁছাবে; দাওয়াতের কাজে বাধা আসলে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য চাবে; সর্বাবস্থায় এ কাজে জুড়ে থাকবে; মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দাওয়াতের কাজে লেগে থাকবে; আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দাওয়াতই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, তা মনে করবে; আল্লাহ্র পছন্দের ও নির্বাচিত লোকেরাই এ কাজ করবে; আল্লাহর বিশেষ রহমত না থাকলে এ কাজ সম্ভব নয়; এ কাজেই মহা সফলতা, এ কাজেই বিশ্বজয়। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত, নাসায়ী, তাবলীগী গ্রন্থ, মুফতী জসীমুদ্দীন, অন্যান্য গ্রন্থ]

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিদায় হজ্জের ভাষণ

আজ লক্ষাধিক মুসলমান আরাফাতের ময়দানে, মানবতা পূর্ণতা পেল বিশ্বনবীর বিদায়ী ভাষণে। মক্কা নগরী পবিত্র যেমন, মুসলমানের জান-মালও পবিত্র তেমন। মুসলমান মুসলমানের ভাই, কোন ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো ধনী ও গরীব, পরহেযগারী আর তাকওয়াই মূল ভীত। যার সম্পদ তারই হক, বিনা অনুমতিতে হইও না ভক্ষক। মুসলিম নর ও নারী; দায়িত্ব যার, কর্তব্য তারী। স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার হবে উদার ও নরম, ক্রীতদাসরা প্রাপ্য তোমার সোহাগ পরম। যা তুমি খাও, যা তুমি পর; তাই তারে দাও, তার ভুল ক্ষমা কর। তোমরা সত্য পথ থেকে ফিরে যেও না, একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। শেষ বিচারে স্রষ্টার সামনে তুমি দাঁড়াবে, প্রতিটি কাজের হিসাব তোমাকে দিতে হবে। তোমরা কুরআন আর নবীর সুন্নাহকে আঁকড়ে থাক, সকল মুসলমানের কল্যাণ আর ঐক্য বজায় রাখ। হে মানুষ, তোমরা একই আদম থেকে সৃষ্ট; আরব বলে গর্ব করো না, অনারব আজমকে ভেবো না নিকৃষ্ট। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষ নবী, আর তোমরাই শেষ উম্মত; ইসলামই পরিপূর্ণ দ্বীন, মানবের মুক্তির পথ। পাঞ্জেগানা নামায কায়েম কর, মালের যাকাতে কার্পণ্য না কর। রমযানে রাখ রোযা, হজ্জকে ভেবো না বোঝা। ঈমান আর খোদাভীরুতায় আখলাক আর ইখলাস চমকায়। সারাবিশ্বে এ দাওয়াত পৌঁছে দাও; বেহেশ্তে তোমার জায়গা করে নাও। (বিশ্বনবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) জীবনী, হাদীস গ্রন্থসমূহ, অন্যান্য)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজে মুক্তির জয়গান

মহানপ্রভু তার প্রিয় হাবীবকে ডেকে নিলেন কাছে; স্রষ্টার সাথে মহামিলন হল, মিরাজ রাতে, দূরাকাশে। ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক ধারা আর সংবিধান; আজ

www.pathagar.com

নিয়ে এলেন দয়ার নবী, মুক্তির সোপান। সকল মানুষ আল্লাহ্ তায়ালারই করবে ইবাদত; কুরআনের হুকুম মতে, চলবে নবীর পথ। মানব সন্তানকে করতে হবে পিতামাতার খেদমত; গরীব মিসকীন আর নিঃস্বের আদায় করবে হক। অন্যায় পথে অর্থব্যয় পুরোপুরি নিষেধ; সকল খরচে মিতব্যয়ী হবে এটা প্রভুর আদেশ। শিশু ও মানব হত্যা অমার্জনীয় পাপ; যিনা-ব্যভিচারে কঠিন শাস্তি, বড় অভিশাপ। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা পুরোপুরি হারাম; এতীম অসহায়ের মাল ভক্ষণে, দিতে হবে কঠিন দাম। ওয়াদা আর চুক্তি পালনে কোন কার্পণ্য নেই; ব্যবসা আর লেনদেনে, পুরো সততা চাই। কারো পিছনে লাগা, গুজবে কান দেয়া, গুরুতর অন্যায়; মিথ্যা সাক্ষী আর অহংকারে মানব ধ্বংস হয়ে যায়। শিরক থেকে বেঁচে থাক, যার নাই কোন ক্ষমা; হও স্রষ্টার অনুপমা। (হাদীসগ্রন্থসমূহ, বিশ্ব নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনী অবলম্বনে)

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাত উপদেশ

গরীব মিসকিনদের ভালোবাস থাক তাদের কাছে; নিম্নস্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখ, এতেই শান্তি আছে। আত্মীয়দের সাথে সৎব্যবহার, সম্পর্ক কর না ছিন্ন; শুধু খোদার কাছে চাইবে তুমি, তিনিই যোগান অন্ন। মানুষ অপছন্দ করলেও, সত্য তুমি বলবে, সবাই মন্দ বললেও, খোদার পথে চলবে। কলেমা মণিমুক্তাসম, খোদার আরশের নিচে; এ সাত উপদেশ মেনে চল, সবাই তোমার পিছে। (আবু যার গিফারী রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুকে বিশ্বনবীর ৭ উপদেশ, উসওয়ায়ে রাসূল আকরাম স. পৃ.১৩৬)

সতের প্রকার কবিরা গুনাহ্

অন্তরে স্রষ্টার অবিশ্বাস রাখা, পাপ কাজে পুনঃপুনঃ ইচ্ছা থাকা, আল্লাহ্ তায়ালার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, স্রষ্টার শাস্তি থেকে নির্ভীক হওয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, মিথ্যা শপথ করা, যাদুমন্ত্র করা। শরাব ও মাদক পান করা, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, পিতা-মাতার মনে কষ্ট দেয়া। যেনা করা, অবৈধ সম্পর্ক করা। চুরি করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা। [কিমিয়ায়ে সাআদাত (৪র্থ খণ্ড), ইমাম গাযযালী রহ. পৃ. ১৮]

আল্লাহ্ তায়ালার আরশের ছায়াতলে ৭ ব্যক্তির বিবরণ

ন্যায়পরায়ণ শাসনকারী, যৌবন হেফাযতকারী, মসজিদের সাথে সম্পর্ককারী, খোদার সন্তুষ্টে ভালবাসাকারী, একাকী অশ্রু বিসর্জনকারী, অশ্লীলতার বিমুখতাকারী, গোপনে দানকারী, আরশের ছায়ার অধিকারী। (বুখারী, মুসলিম)।

www.pathagar.com

নবীর দশ নসিহত

মৃত্যু তোমার শ্রেয় শিরকের চেয়ে; পরিবার-সম্পদ নেই প্রয়োজন, মাতাপিতার অবাধ্য হয়ে। স্রষ্টার দায়িত্ব শেষ, ফরয নামায ছাড়লে; সব অশ্লীলতার শুরু মদ্যপান করলে। খোদার গযব নাযিল হয়, অধিক গুনাহের ফলে; জিহাদ থেকে ফিরতে নেই, যদিও নিধন চলে। সাধ্যানুযায়ী পারিবারিক খরচে, করো না ভয়; মহামারীর সময় পালাতে নাই, যদিও মৃত্যু হয়। পারিবারিক আদব শিক্ষায় প্রয়োজনে শাসন; তাদেরকে আল্লাহ্র ভয় দেখাও, ইবাদতে দাও মন। (মূয়ায ইবনে জাবাল রাদি আল্লাহু আনহু এর হাদীস, উসওয়ায়ে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃ. ১৩২)

নবীর উপর দরূদ পড়ার প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উচ্চারিত হলে : শ্রবণকারীর জন্য দরূদ পড়া ওয়াজিব। জীবনে অন্তত একবার দরূদ পড়া ফরয। যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শ্রবণ করে দরূদ পড়ে না, সে যালেম, হতভাগা, বখিল, জান্নাতের রাস্তাহারা; বদদ্বীনি, জাহান্নামী, এমনকি সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক দেখতে পাবে না। যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ্ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন; দশটি গুনাহ মাফ করে দেন; দশটি নেকি দান করেন; বেহেশতে দশটি দরজা বুলন্দ করেন। দরূদ পাঠকারীর জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে; উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। দরুদ পাঠকারী গযব হতে মুক্তিলাভ; কেয়ামতের বিভীষিকা হতে নাজাত লাভ; মৃত্যুর আগেই বেহেশতে নিজের ঠিকানা করার বিষয়ে ওয়াদা লাভ করে। দরূদ পড়লে দরিদ্রতা ও অভাব দূর হয়; আল্লাহ্ ও রাসূলের নৈকট্য লাভ হয়; দুশমনের মোকাবেলায় সাহায্য লাভ হয়; অন্তর থেকে মুনাফেকী দূর ও পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। আল্লাহু বলেন, আমি নবীর প্রতি দরূদ (অনুগ্রহ করি) পড়ি এবং আমার ফেরেশতারাও নবীর প্রতি দরূদ পড়ে। হে মুমিনগণ তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম জানাও (সূরা আহযাব-৫৬)।

www.pathagar.com

ইসলামের উপকারী ইলম

নামাযের ৫ লাভ ঃ ১. রুজি রোজগারের অভাব দূর করে দেয়া হবে। ২. কবরের আযাব হটিয়ে দেয়া হবে। ৩. কিয়ামতের দিন আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। ৪. পুলসিরাতের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মত পার হয়ে যাবে। ৫. বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

নামাযের ব্যাপারে অলসতায় ১৫ ক্ষতিঃ ১. জীবনের কোন কাজে বরকত থাকে না। ২. চেহারা হতে নেক্কারদের নূর দূর হয়ে যায়। ৩. নেক কাজসমূহের বদলা দেয়া হয় না। ৪. কোন দোয়া কবুল হয় না। ৫. নেক বান্দাদের দোয়ার মাঝেও তার কোন হক থাকে না। (এ পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে) ৬. অপমানের সাথে মৃত্যুবরণ হয়। ৭. ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়। ৮. তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যায়। (এ তিন প্রকার মৃত্যুর সময়)। ৯. কবর তার জন্য সংকীর্ণ হয়, বুকের একদিকের হাড় অন্যদিকে ঢুকে যায়। ১০. কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ১১. বিশাল আকৃতির এক সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হয়। যার চোখ আগুনের, নখ লোহার। সাপটি একদিনের পথ বরাবর লম্বা। তার আওয়াজ বজ্রের মত কর্কশ। সে ফজরের নামায নষ্ট করার জন্য সূর্যোদয় হতে দংশন শুরু করবে আর এক এক নামায নষ্টের জন্য এক এক বেলায় দংশন করতে থাকবে এবং শেষে এশার নামায নষ্ট করার জন্য সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সারারাত দংশন করবে। প্রতি দংশনে মৃত ব্যক্তি সত্তর হাত মাটির নিচে ঢুকে যাবে। সাপটি কেয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। (এ তিন প্রকার কবরে)। ১২. হাশরের ময়দানে হিসাব কঠিন হবে। ১৩. আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর রেগে থাকবেন। ১৪. তাকে জাহান্নামে দাখিল করে দেয়া হবে। (এ তিন প্রকার আখেরাতে)। ১৫. হাশরের ময়দানে তার কপালে বা মুখমণ্ডলে তিন লাইন লেখা থাকবে : হে আল্লাহ্র হক নষ্টকারী। হে আল্লাহ্র রাগে পতিত। দুনিয়াতে যেরূপ, আল্লাহর হক নষ্ট করেছিস; আজ তুই আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যা। (যাওয়াজির ইবনে হজর মক্কী রহ.)

নামাযের ২০টি বৈশিষ্ট্য (তাম্বীহুল গাফেলীন)ঃ ১. উম্মতে মুহাম্মদীর কেয়ামতের দিন ওযু ও সেজদার দরুন, হাত, পা ও চেহারা সূর্যের মত উজ্জ্বল হবে এবং অন্যান্য নবীর উম্মতের থেকে পার্থক্য করা যাবে। ২. নামায আল্লাহ্ তায়ালার

www.pathagar.com

সন্তুষ্টির কারণ ৩. ফেরেশতাদের প্রিয় বস্তু ৪। আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শ ৫. নামাযে মারেফাতের নূর পয়দা হয় ৬। দোয়া কবুল হয়। ৭. রিযিকে বরকত হয় ৮. ঈমানের মূল ৯. শরীরের আরাম ১০. দুশমনের (শত্রুর) বিরুদ্ধে হাতিয়ার ১১. পরকালে সুপারিশকারী ১২. কবরের বাতি ১৩. কবরের নির্জনতার মনোরঞ্জনকারী ১৪. মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর। ১৫. কেয়ামতের প্রচণ্ড রৌদ্রে সুশীতল ছায়া ১৬. পুলসিরাতের অন্ধকারের আলো। ১৭. জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক ১৮. আমলের পাল্লার ওজন ১৯. দ্রুত পুলসিরাত পার করার উপকরণ ২০. জান্নাতের চাবি।

নামাযে নয়'টি জিনিস অর্জনঃ (মুনাব্বিহাত কিতাবে উসমান রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হাদিস) ১. আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা অর্জন করা যায়। ২. সুস্থতা লাভ হয়। ৩) ফেরেশতারা হেফাযত করে। ৪. ঘরে বরকত লাভ হয়। ৫. চেহারায় নূর (বুযুর্গী) ফুটে ওঠে। ৬. অন্তর নরম হয়। ৭. বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার হওয়া যায়। ৮. জাহান্নাম হতে মুক্তি। ৯. জান্নাতে এমন প্রতিবেশীর সাথে বসবাস হবে যে, আল কুরআনের মতে, আর না তাদের কোন ভয়ভীতি থাকবে, না কোন প্রকার চিন্তা থাকবে (বাকারা-৬২)।

নামায দ্বীনের খুঁটি এবং এতে ১০ প্রকার উপকারিতাঃ (মুনাব্বিহাতে ইবনে হজর রহ.) ১. চেহারায় উজ্জ্বলতা ২. অন্তরে নূর ৩. শরীরের আরাম ও সুস্বাস্থ্য ৪. কবরের সঙ্গী ৫. রবের রহমত নাযিলের উসিলা ৬. আসমানের চাবি ৭. আমলের পাল্লায় ওজনদার বস্তু ৮. আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির উপকরণ ৯. বেহেশতের মূল এবং ১০. দোযখের প্রতিবন্ধক।

হজ্জ ও ওমরায় ৬ কাজ নিষিদ্ধ ঃ ১. কোর্তা পায়জামা, মোজা, পাগড়ি পরা ২. সুগন্ধি ব্যবহার করা ৩. চুল মুণ্ডন বা কাটা ৪. স্ত্রীসহবাস করা ৫. স্ত্রীর সাথে এমনভাবে চুম্বন বা কোলাকুলি করা যাতে, মযি বের হয়ে যায় ৬. জঙ্গলের পশু বা প্রাণী শিকার করা।

তওরাত কিতাবের ১০টি অধ্যায়ঃ ১. হে মূসা! আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। ২. নিজের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক। ৩. বিনা কারণে কাউকে হত্যা কর না। ৪. আমার নাম নিয়ে কখনও মিথ্যা শপথ নিও না। ৫. আমি যাদেরকে নেয়ামত দান করেছি, তাদের প্রতি হিংসা করো না। ৬. যে বিষয়ে বুঝ না, দেখ না বা পূর্ণরূপে অনুধাবন করো না, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে যেও না। ৭. কোন অবস্থাতেই ব্যভিচারের মত অন্যায়ে লিপ্ত হয়ো না। ৮. তুমি নিজের জন্য যা

পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা পছন্দ করো। ৯. একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া, অন্য কোন নামে জীবজন্তু যবাই করো না। ১০. তোমার উম্মতের জন্য শনিবারকে (উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য শুক্রবারকে) পবিত্র দিনরূপে বিশেষরূপে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অতএব এদিনটি ইবাদতের জন্য নির্ধারিত রেখ।

যে ৫ কারণে আদমের তওবা কবুলঃ ১. আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাধের কথা স্বীকার করেছিলেন ২. গোনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ৩. দ্রুত তওবা করেছিলেন। ৪. অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিলেন। ৫. আল্লাহ্ তায়ালার রহমত থেকে কখনই নিরাশ হননি।

যে ৫ কারণে শয়তান অভিশপ্ত ও নাফরমানীতে পতিতঃ ১. শয়তান গোনাহের জন্য লজ্জিত হয়নি। ২. স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত না হয়ে, নিজের জেদের উপর অটল থেকেছে। ৩. নিজের প্রকৃতির উপর অসন্তোষ প্রকাশ না করে, বরং অহংকারের উপর অটল থেকেছে। ৪. তওবা করার চেষ্টাই করেনি। ৫. শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার রহমত থেকে চরমভাবে নিরাশ হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর ভরসা করেনি বা আশা ছেড়ে দিয়েছে)।

পৃথিবীর ৫ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ আখেরাতের ৫ জিনিসকে ভুলিয়ে দেয়ঃ (মাকাশাফাতুল কুলুব- ইমাম গাযযালী রহ.) একটা সময় আসবে, তখন মানুষ : ১. পৃথিবীর বিষয়াদির উপর অনুরক্ত হয়ে আখেরাতের কথা ভুলে যাবে। ২. ধনসম্পদের উপর আকর্ষণ প্রবল হওয়ায়, আখেরাতের হিসাব- নিকাশ ভুলে যাবে। ৩. সৃষ্টির প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসায়, স্রষ্টাকেই ভুলে যাবে। ৪. পাপের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়ায়, তওবার কথাই ভুলে যাবে। ৫. বড় বড় অট্টালিকার প্রতি ভালবাসা বেড়ে যাওয়ায়, কবরকেই ভুলে যাবে।

আত্মার ৫ চিকিৎসা (হযরত আবদুল্লাহ্ এন্তাকি রহ.)ঃ ১. বুযুগার্নে দ্বীনের সহর্চ্য (দ্বীনি পরিবেশে মেলামেশা করা)। ২. কুরআন তিলাওয়াত করা। ৩. হারাম থেকে বিরত থাকা। ৪. শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়া এবং ৫. সুবহে সাদেকের সময় খুব বিনয়ের সাথে দোয়া করা।

চার বিষয়ের দাবীদার অথচ কর্মে মিথ্যাবাদীঃ (মুকাশাফাতুল কুলুব-ইমাম গাযযালী রহ.) ১. যে ব্যক্তি জান্নাতকে ভালবাসার দাবী করে অথচ জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে নেক আমল ও ইবাদতে মগ্ন হয় না, সে মিথ্যাবাদী ২. যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি গভীর ভালবাসার দাবী করে,

www.pathagar.com

অথচ দ্বীনের খাদেম আলেম ও ওলামাদের ভালবাসে না, সে মিথ্যাবাদী। ৩. যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনকে ভয় করার দাবী করে, অথচ পাপকর্ম থেকে বিরত হয় না, সে মিথ্যাবাদী। ৪. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভালবাসার দাবী করে, অথচ বালা-মসিবত ও আপদ-বিপদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে ধৈর্যহারা হয়ে নাশোকরী করে, সে মিথ্যাবাদী।

মোনাফিকের আলামত তিনটিঃ ১. কথা বললে মিথ্যা বলে ২. ওয়াদা করলে খেলাফ করে ৩. আমানত রাখলে খেয়ানত করে (বুখারী, মুসলিম)।

১০ প্রকার কুপ্রবৃত্তিতে মানুষের ধ্বংসঃ (মুকাশাফাতুল কুলুব -ইমাম গাযযালী রহ.) ১. ক্রোধ ও কামাসক্তি ২. হিংসা ও লোভ- লালসা, ৩. পেট পুরে আহার করা, ৪. বাড়ী, গাড়ী, পোশাক, গৃহ উপকরণ, সাজসজ্জা এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি অভিলাষী হওয়া ৫. আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে মাখলুকের নিকট আশা করা এবং সাহায্য চাওয়া তথা অর্থ সম্পদের উপর ভরসা করা ৬. কর্মে স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতা ত্যাগ করা। ৭. সোনা-রুপা, ধন-সম্পদ, অর্থ কড়ি এবং দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি আসক্তি ৮. নিজের অর্থ- সম্পদে তৃপ্ত না হয়ে, অভাব অনটনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকা তথা বখিল হওয়া ৯. মাযহাবের ব্যাপারে গোঁড়ামি; প্রবৃত্তি ও কামস্পৃহার গোঁড়ামি, শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা ১০. মুসলমানদের ব্যাপারে মনে খারাপ ধারণা পোষণ করা।

আদম আঃ এর ৫ অসিয়ত (পুত্র শীস আঃ কে): ১. পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আস্থাবান হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতের চিন্তা ছেড়ে দিও না। আমাকে চিরস্থায়ী জান্নাতের উপর নির্ভরশীল হয়ে, তা থেকে বের হতে হয়েছে। ২. স্ত্রীলোকের ইচ্ছা ও আবদারের অনুসরণ করো না। আমি আমার স্ত্রীর কথায় নিষিদ্ধ ফল খেয়ে, চরম লজ্জিত হয়েছি। ৩. কোন কাজ করার পূর্বে, সে কাজের পরিণাম না ভেবে চিন্তে কাজ করে আমাকে দুঃখ জাতনা পোহাতে হয়েছে। ৪. যে কাজে সন্দেহ ও দ্বিধার সৃষ্টি হয়, তা পরিত্যাগ কর। নিষিদ্ধ গাছের কাছে আমার দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছিল। ৫. প্রতিটি কাজের পূর্বে মাশোয়ারা (পরামর্শ) করে নাও। আমি যদি নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পূর্বে ফেরেশতাদের সাথে পরামর্শ করতাম, তবে আমাকে দুর্ভোগ পোহাতে হত না।

তিনটি বিষয়ের কম-বেশীর অনুপাতে ঈমানের মধ্যে তারতম্যঃ (মুকাশাফাতুল কুলূব) ১. এখলাস ২. তাওয়াক্কুল ৩. রেযা (সর্বাবস্থায় ভাগ্যের উপর শুকরিয়া)।

বেহেশত লাভ ও দোযখ থেকে মুক্তির ৬টি গুণঃ ১. যে আল্লাহ্ তায়ালাকে চিনল এবং তার আনুগত্য করল। ২. শয়তানকে চিনল এবং তার অবাধ্য হল, ৩. সত্য

চিনল এবং তার অনুসরণ করল। ৪। বাতিল চিনল এবং তা প্রত্যাখ্যান করল। ৫. দুনিয়া চিনল এবং তা থেকে দূরে থাকল, ৬. আখেরাত চিনল এবং তা অন্বেষণে মশগুল হল (হাদীস)।

৫টি বিষয়ে শোকর গোজার জরুরিঃ ১. আল্লাহ্ শীঘ্রই তোমাদের সম্পদশালী করবেন (তওবা-২৮)। ২. তিনি চাইলে তোমরা যে সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য তাকে ডাকছ, তা থেকে অচিরেই তোমাদের উদ্ধার করবেন (আন আম-৪১)। ৩. আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত জীবিকা প্রদান করেন (বাকারা-২১২)। ৪. আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা (শিরক) ব্যতীত সকল পাপ মাফ করে দেন এবং তওবা কবুল করেন (নিসা-১১৬) ৫. আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার তওবা কবুল করেন (তওবা-১৫)।

ব্যভিচারে ছয় ক্ষতিঃ ১. জীবিকার অভাব ২. আয়ু হ্রাস এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তওবা নসীব হয় না ৩. চেহারা কালো ও মিলন হয়ে যায় (এ তিন প্রকার পৃথিবীতে) ৪. হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ রেগে থাকবেন ৫. হিসাব -নিকাশ কঠিন হবে ৬. দোযখী বা জাহান্নাম অবধারিত (এ-তিন প্রকার আখিরাতে)। (মুকাশাফাতুল কুলুব-ইমাম গাযযালী রহ.)

আবু যর গিফারী কে নবীর ৭ অসিয়তঃ ১. দুনিয়াবী ব্যাপারে যারা উপরে, তাদের দিকে দৃষ্টি দিও না। ২. যারা দুর্বল, কষ্টে আছে তাদের দিকে তাকাও ৩. দরিদ্র ও অভাবীদের সাথে থাক ও মহব্বত রাখ ৪. আত্মীয়-স্বজনকে খুশি রাখ, যদিও তারা অনীহা প্রকাশ করে। ৫. দ্বীনের ব্যাপারে কারো পরোয়া কর না। ৬. তিক্ত হলেও, সত্য প্রকাশ কর ৭. বেশী বেশী লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ পাঠ কর। এটি জান্নাতের ধন ভাণ্ডারের একটি (তাবারানী, ইবনে হিব্বান)।

বিশ্বনবী উম্মতের পাঁচ ধরনের দোষ ও অসৎ স্বভাবঃ ১. যে জাতি অশ্লীলতা ব্যভিচারে নিমজ্জিত হয়, তাদের উপর গযব ও দুরারোগ্য ব্যাধি নাযিল হয়। ২. যে জাতি ওজনে ও মাপে কম দিবে তাদের মধ্যে দরিদ্রতা, অভাব-অনটন আসবে ও যালেম বাদশা দ্বারা শাসিত হবে। ৩. যে জাতি যাকাত আদায়ে গাফেল হবে, তাদের উপর অনাবৃষ্টি আসবে এবং বরকত উঠে যাবে। ৪. যে জাতি, আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদা পালন করে না, তাদের উপর শত্রুরা প্রবল ও বিজয়ী হয়। ৫. যে জাতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আইন পরিত্যাগ

www.pathagar.com

করে অন্যভাবে বিচার কাজ চালায়, তারা সর্বদা অন্তর্দ্বন্দ্বে (পারস্পরিক দ্বন্দ্বে) জড়িয়ে পড়ে (হাদীস)।

অহংকারীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ৬ আয়াতঃ ১. আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনাবলী হতে বিমুখ রাখব ঐসব লোকদের যারা দুনিয়াতে অহংকার করে (আরাফ-১৪৬)। ২. আল্লাহ্ এভাবেই প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারীর অন্তর মোহরযুক্ত করে দেন (মুমিন-৩৫)। ৩. রাসূলরা ফয়সালা চেতে লাগল এবং প্রত্যেক অহংকারী (জেদী) ব্যক্তি ব্যর্থ হল (ইব্রাহিম-১৫) ৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অহংকারীদের ভালবাসেন না (নাহল-২৩)। ৫. যারা অন্তরে অহংকার পোষণ করে তারা মারাত্মক সীমালংঘন করেছে (ফুরক্বান-২১)। ৬. যারা নিজেদের অহংকারের ফলে আমার ইবাদতে অহংকার করে, অচিরেই তারা অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে (মুমিন-৬০)।

আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণের গুরুত্ব সম্পর্কে ৬ আয়াতঃ ১. তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব (বাকারা-১৫২)। ২. তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ কর (আহযাব-৪১)। ৩. তোমরা হজ্জের সকল কাজ যখন পূর্ণ কর, তখন আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে থাক; বরং আল্লাহ্র স্মরণ এর চেয়ে বেশী হওয়া উচিত (বাকারা-২০০) ৪. তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ কর দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় (আলে ইমরান -১৯১)। ৫. অনন্তর যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ কর (নিসা-১০৩)। ৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালার যিকির সর্বাপেক্ষা বড় (আনকাবুত-৪৫)।

তওবার উপকার সম্পর্কে আল-কুরআনের ৬ আয়াতঃ ১. তোমরা তওবা কর আল্লাহ্ তায়ালার কাছে, আন্তরিক তওবা (তাহ্বা-৮) ২. তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন (শুরা-২৫)। ৩. অতঃপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের পাপ পরিবর্তিত করে পুণ্যে পরিণত করে দেন (ফোরকান-৭০) ৪. তোমরা সেসব লোকের মত হইও না। যারা আল্লাহ্কে ভুলে থাকে (হাশর-১৯)। ৫. হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার (নূর-৩১)। ৬. যারা তওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে এবং নেক আমল করতে থাকে, এরূপ লোকদের আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহের বদলে নেকী দান করেন, আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়। আর যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তন করে (ফুরকান-৭০-৭১)।

www.pathagar.com

৫ প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধান্বিতঃ ১. যালেম শাসক ২. যালেম নেতা যে দুর্বলের অধিকারের প্রতি খেয়াল করে না। ৩. যে গৃহকর্তা তার পরিবারকে ইবাদত বন্দেগীতে উদ্বুদ্ধ করে না। ৪. যে লোক শ্রমিকদের থেকে পূর্ণ কাজ আদায় করে অথচ তাদের পূর্ণ পারিশ্রমিক দেয় না। ৫. যে ব্যক্তি স্ত্রীর মহর পুরোপুরি পরিশোধ করে না (হাদীস)।

৫ কাজ ধ্বংসাত্মক ও দোযখে দাখিলের কারণঃ ১. আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক করা। ২. যাদু করা ৩. অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ৪. সুদ খাওয়া ৫. এতীমের সম্পদ খাওয়া (বুখারী, মুসলিম)।

পৃথিবীর ৫ রূপঃ ১. পৃথিবী মৃত পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন ২. পৃথিবী মু'মিনের জেলখানা ৩. পৃথিবীর মোহ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। ৪. পৃথিবী লাভের প্রতিযোগিতায় মানুষ জাহান্নামে পৌঁছে। ৫. পৃথিবী কাফেরের জান্নাত (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)।

মানুষ ৪ প্রকারঃ ১. **সর্বোত্তম শ্রেণী** : যার এলেম ও মাল আছে। সাথে আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ও আছে। এলেম অনুযায়ী মালের হক আদায় করে। ২. **উত্তম শ্রেণী** : যার এলেম আছে, মাল নেই। সে ভাল নিয়ত করে ও আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে ও ধৈর্যধারণ করে। ৩. **নিকৃষ্ট শ্রেণী** : যার এলেম নাই, মাল আছে। হকের পরিপন্থী পথে মাল খরচ করে। ৪. **সর্ব নিকৃষ্ট শ্রেণী** : যার এলেম ও মাল কোনটিই নাই। সে ভুল নিয়ত করে এবং আল্লাহ্ তায়ালার না-শোকর করে। (তিরমিযী, মিশকাত)

মু'মিন ৪ বদ অভ্যাস থেকে মুক্তঃ ১. বিদ্রূপকারী ২. অভিশাপকারী ৩. অশ্লীল ভাষা প্রয়োগকারী ৪. অসদাচারণকারী (তিরমিযী, মিশকাত)।

নবীদের বিশেষ ৪ সুন্নতঃ ১. সকল নবীই লজ্জাশীল ছিলেন এবং খতনা করেছেন। ২. সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন ৩. মিস্ওয়াক ব্যবহার করেছেন ৪. বিবাহ করেছেন (তিরমিযী, মিশকাত)।

প্রশ্নের মাধ্যমে ৪ প্রকার লোক উপকার এবং পুণ্য লাভ করেঃ (ইহইয়াউলূমুদ্দীন-ইমাম গাযযালী রহ.) ১. প্রশ্নকারী ২. জ্ঞানী ব্যক্তি ৩. শ্রোতা ৪. যে লোক তাদের ভালবাসে।

মৃত্যুর পরও মানুষের ৩টি আমল চালু বা অব্যাহত থাকেঃ ১. সে জ্ঞান, যার দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয়। ২. সদাকায়ে জারিয়া, যে দান খয়রাতে কল্যাণ অব্যাহত থাকে ৩. নেক সন্তান ও বংশধর, যারা কল্যাণের দোয়া করে।

www.pathagar.com

অর্থ উপার্জন ও তার খরচের উপর মানুষ ৪ প্রকারের: ১. যে লোক অর্থ উপার্জন করে- অর্থ উপার্জনকারী ২. যে অর্থ উপার্জন করে ও সঞ্চয় করে-বিত্তশালী ৩. যে অর্থ উপার্জন করে, সঞ্চয় করে এবং নিজের প্রয়োজনে খরচ করে-নিজের অর্থে উপকারী ৪. যে অর্থ উপার্জন করে এবং পরোপকারে অন্য মানুষকে দান করে- দানবীর। এটি সর্বোত্তম অবস্থা। (ইহ্‌ইয়া উলূমুদ্দীন-ইমাম গাযযালী রহ.)

ইলমের ব্যাপারে মানুষ চার প্রকার: ১. যে আসলেই জানে এবং সে এটাও জানে যে, সে জানে - অনুসরণযোগ্য আলেম বা জ্ঞানী লোক ২. যে জানে কিন্তু জানে না যে সে কিছুটা জানে অর্থাৎ সে ঘুমন্ত। তাকে জাগানো দরকার। ৩. যে জানে না, কিন্তু এটা জানে যে, সে জানে না। এলোককে হেদায়াত করা দরকার ৪. যে জানে না এবং জানে না যে, সে জানে না । সে হচ্ছে আসল মূর্খ। একে ত্যাগ করা উচিত (ইহ্‌ইয়া উলূমুদ্দীন -ইমাম গাযযালী রহ.)

মোনাফেকের চার বদগুণ: (বুখারী) ১. আমানতের খেয়ানত করে। ২. মিথ্যা বলে ৩. ওয়াদা ভঙ্গ করে ৪. ঝগড়ার সময় গালমন্দ করে

মু'মিনের দু'গুণ: (মুসলিম) ১. তার হাত ও মুখ হতে অন্য ভাইরা নিরাপদ থাকে। ২. সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে প্রতিবেশীর (ভাইয়ের) জন্যও তাই পছন্দ করে।

দ্বীনের সহজ ও সরল রাস্তা হাসিলের পাঁচ উপায়: (বুখারী) ১. দ্বীনে বাড়াবাড়ি করো না। ২. সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। ৩. নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ কর। ৪. সওয়াব (লাভের) সুখবর গ্রহণ কর। ৫. সকাল সন্ধ্যা ও শেষ রাতের আমল দ্বারা স্বীয় কর্মে সাহায্য কামনা কর।

হাশরের ময়দানে চার ধরনের ব্যক্তির মোকাবেলায় চার ব্যক্তি (হাদীস গ্রন্থ) ১. সম্পদশালীদের মোকাবেলায়, হযরত সোলায়মান আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। যিনি সারা বিশ্বের বাদশাহ্ ও ক্ষমতাবান হয়েও ইবাদত বন্দেগীতে গাফেলতি করেননি। ২. চাকর বা গোলামদের মোকাবেলায় হযরত ইউসুফকে (যিনি লম্বা সময় গোলামী করেছেন)। ৩. দরিদ্র লোকদের মোকাবেলায় হযরত ঈসাকে (যিনি সর্বহারা ছিলেন) ৪. রোগা বা অসুস্থ লোকদের মোকাবেলায় হযরত আইয়ুব কে (যিনি ২০ বছর ভয়াবহ রোগে অসুস্থ ছিলেন)।

তিন বিষয়ের উপর আস্থা রাখতে পারলে, দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ: (মাসউদ রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু এর বর্ণিত হাদীস) ১. আল্লাহ্ তায়ালার সব রকম

www.pathagar.com

ফয়সালার উপর রাজি থাকা ২. সব ধরনের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা। ৩. সুখ শান্তির সময় আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোয়া করতে থাকা।

তিন ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিশ্রুতিঃ (তিরমিযী) ১. সদাকা (দান খয়রাতে) দেয়ায় দাতার মাল কখনই হ্রাস পায় না। ২. কারও উপর যুলুম হলে, যুলুমকারী যদি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমতের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, তবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ৩. যে অন্যের নিকট হাত পাতার অভ্যাস গড়ে তুলে, তাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অভাব-অনটনে নিমজ্জিত করেন।

জান্নাত লাভের পাঁচ উপায়ঃ (আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস) ১. যে ব্যক্তি কঠিন শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ করে। সে ক্ষুধার্তদের সব সময় খাদ্য দান করার সমান পুণ্যের ভাগী হবে। ২. কলেমা সাওম, সর্বোত্তম নেকির কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ৩. যে ব্যক্তি যত্ন সহকারে রমযানের রোযা রাখে, সে সর্বদা রোযা রাখার সওয়াব লাভ করে। ৪. যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়দের ও কাছের মানুষকে সালাম করায় অভ্যস্ত, সে ব্যাপক সালাম আদায় করার নেকী লাভ করে। ৫. যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামাতে আদায় করে, সে সমগ্র রাত জেগে ইবাদত করার নেকী লাভ করে।

যুলুম তিন প্রকারঃ (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৫) ১. আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক করা। ক্ষমার অযোগ্য পাপ। ২. আল্লাহ্ তায়ালার হক (হুকুম, আদেশ, নিষেধ) নষ্ট করা। তওবায় ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। ৩. বান্দার হক নষ্ট করা। আল্লাহ্ এ যুলুমের কঠোর বিচার করবেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর পাঁচ নসিহতঃ (হায়াতুস সাহাবা) ১. বেশি হাসাহাসিতে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। ২. বেশি কথা বলায় বেশি ভুল ভ্রান্তি হয়। ৩. বেশি হাসি-ঠাট্টায়, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে মূল্যহীন হয়ে যায়। ৪. লজ্জা-শরম কমে গেলে, পরহেযগারী নষ্ট হয়ে যায়। ৫. যার পরহেযগারী নষ্ট হয়ে যায়। তার আত্মা মরে যায়।

তিন শ্রেণীর লোক দ্বিগুন পুরস্কার পায়ঃ ১. যে ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাসীকে আদর-যত্নে লালন পালন করে, উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেয়। ২. আহলে কিতাবদের কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে ৩. যে ব্যক্তি দুনিয়ার কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্যের কথা ভুলে না যায়।

www.pathagar.com

আল কুরআনের প্রয়োজনীয় ইলম

শয়তানের অনুসারীদের ৪ বৈশিষ্ট্য আর মু'মিনদের ৪ বৈশিষ্ট্যঃ (শু'আরা-২২১-২২৭) শয়তানের অনুসারীরা ১. ঘোর মিথ্যাবাদী, ২. পাপী ৩. কবিদের অনুসরণ করে তথা বিভ্রান্তে পতিত হয়ে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায় ৪. তারা যা বলে, তা করে না। অপরপক্ষে মু'মিনরা ১. ঈমান আনে ২. সৎকর্ম করে, ৩. আল্লাহ্ তায়ালাকে অধিক স্মরণ করে ৪. অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় বান্দার ১৫ গুণঃ (শুআ'রা-৩৬-৪৩): পৃথিবীর সবকিছুই ভোগের ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকট যা রয়েছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তা অর্জন করা ও আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় বান্দার ১৫ গুণ। ১. ঈমান আনে ২. প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে ৩. গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে ৪. রাগের সময় ক্ষমা করে। ৫. প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়। ৬. নামায কায়েম করে। ৭. নিজেদের মাঝে পরামর্শের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। ৮। আল্লাহ্র দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে। ৯. শুধুমাত্র অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ১০. মন্দের প্রতি উত্তরে ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে। ১১. মানুষের উপর অত্যাচার করে না। ১২. অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে না। ১৩. ধৈর্যধারণ করে। ১৪. ক্ষমা করে দেয়। ১৫. ভাল কাজে দৃঢ় সংকল্প করে।

আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের ৪ পুরস্কারঃ (নিসা-৬৯) ৪ ধরনের উত্তম লোকের সঙ্গী (যাদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন;) হবে ১. নবী ২. সত্যনিষ্ঠ ৩. শহীদ ৪. সৎকর্মপরায়ণ।

আল্লাহ্কে ভালবাসা ও রাসূলের আনুগত্য করার দুই পুরস্কারঃ (আল ইমরান-৩১) ১. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের ভালবাসবেন এবং ২. তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

শয়তানের দুই প্রকারের ভয় এবং আল্লাহ্র দুই প্রকারের আশ্বাস (বাকারা-২৬৮): শয়তান মানুষকে ১. দরিদ্রতার ভয় দেখায় ২. অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্ মানুষকে ১. ক্ষমার এবং ২. অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

www.pathagar.com

মুসলমান এবং মু'মিনদের ব্যাপারে আল্লাহ্র দুই প্রকারের প্রতিশ্রুতি : (নিসা-৪৫) ১. অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট এবং ২. মু'মিনদের সাহায্যে আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট।

মুত্তাকীদের ৫ বৈশিষ্ট্যঃ (আল ইমরান-১৩৪-১৩৫) : ১. সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাস্থায় ব্যয় করে। ২. রাগ সংবরণ করে। ৩. মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। ৪. অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। ৫. যা করে ফেলেছে (বা ভুল হয়েছে) জেনে শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মু'মিনের ৫ কাজঃ (নিসা-১৩৫) : ১. মু'মিনদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষীস্বরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে বলা হয়েছে ২. রায় নিজেদের বা বিত্তহীন উভয়ের জন্যই সমান। ৩. প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষেধ। ৪. এক্ষেত্রে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা নিষেধ। ৫. সত্য ঘটনার পাশ কাটিয়ে যাওয়া নিষেধ।

মু'মিনের ৫ লক্ষণঃ (আনফাল-২-৪) মু'মিনের ৫ লক্ষণ এবং পুরস্কার হিসেবে তার জন্য রয়েছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা : ১. আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণের সময় মু'মিনের হৃদয় প্রকম্পিত হয়। ২. আল কুরআনের আয়াত পাঠ করা হলে, মু'মিনের ঈমান বৃদ্ধি হয়। ৩. মু'মিনরা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার উপরই নির্ভর করে। ৪. মু'মিনরা সালাত কায়েম করে এবং ৫। আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জিনিস থেকে ব্যয় করে।

আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার যোগ্য বান্দার ১৫ গুণঃ (ফুরকান ৬৩-৭৪) ১. পৃথিবীতে তারা নম্রভাবে চলাফেরা করে। ২. অজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে তারা তর্কে লিপ্ত হয় না বরং ওদের জন্য শান্তি কামনা করে। ৩. পুরো রাত সিজদায় এবং দাঁড়িয়ে অতিবাহিত করে। ৪. তারা প্রার্থনায় বলে, হে প্রতিপালক, জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। ৫. ব্যয় করার সময় কার্পণ্য করে না; অপব্যয়ও করে না; বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। ৬. আল্লাহ্ তায়ালার সাথে অন্য কোন ইলাহ বা প্রতিপালককে ডাকে না। ৭. যথার্থ কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করে না। ৮. ব্যভিচার করে না। ৯. তারা তওবা করে এবং ক্ষমা চায়। ১০. ঈমান আনে। ১১. সৎকর্ম করে। ১২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। ১৩. অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে, নিজের মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে। ১৪. তাদেরকে প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে, এর প্রতি অন্ধ ও বধিরসদৃশ আচরণ করে না।

www.pathagar.com

১৫. তারা প্রতিপালকের কাছে এভাবে প্রার্থনা করেঃ হে আমাদের প্রতিপালক; আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর। আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য কর।

৫ প্রকার কাজ আল্লাহ্ সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেনঃ (আ'রাফ-৩৩) ১. প্রকাশ্যে ও গোপনে অশ্লীলতা করা। ২. সর্বপ্রকার পাপকর্ম। ৩. অসংগত ও অযৌক্তিকভাবে বিরোধিতা করা। ৪. কোন কিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা। ৫. সনদবিহীন অথবা এমনকিছু বলা, যা সম্বন্ধে মানুষ জানে না।

দুই ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না এবং তারা জাহান্নামীঃ (আ'রাফ -৩৬-৪০) ১. আল্লাহ্র নিদর্শন অস্বীকারকারী। ২. অহংকারী।

দুই প্রকার লোকের উপর আল্লাহ্র কোন দায়িত্ব নেইঃ (আন'আম-১৫৯) ১. যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করে। ২. যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়।

মু'মিনের তিন বন্ধু : (মায়িদা -৫৫) ১. আল্লাহ্, ২. রাসূল, ৩. মু'মিনগণ ।

দুই কাজে পুরস্কার আর দুই কাজে ধ্বংসঃ (নিসা-১৭৩) যে দু'কাজে আল্লাহ্ তায়ালার পুরস্কার : ১. ঈমান আনয়ন ২. সৎকর্ম করা। যে দু'কাজে ধ্বংস ও শাস্তি : ১. স্রষ্টা ও দ্বীনকে হেয় জ্ঞান করা। ২. অহংকার করা।

মুনাফিকের ৫ বৈশিষ্ট্যঃ (নিসা-১৪২-১৪৩) ১. আল্লাহ্ তায়ালার সাথে ধোঁকাবাজি করে। ২. যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়। ৩. লোক দেখানোর জন্য নামাযে পড়ে। ৪. আল্লাহ্ তায়ালাকে অতি অল্পই স্মরণ করে ৫. দোটানায় দোদুল্যমান থাকে। না মুসলমানদের দিকে, না অবিশ্বাসীদের দিকে? আল্লাহ্ মুনাফিকদের পথভ্রষ্ট করেন।

মুনাফিকের দুই পরিণামঃ (নিসা-১৪৫) ১. জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে। ২. তারা কখনও কোন সহায়তা (সাহায্যকারী) পাবে না।

যে কাজের কোন ক্ষমা নেইঃ (এছাড়া যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন) : (নিসা-১১৬) আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা।

মানুষ বা বান্দার হক দশ প্রকার (ক্রমানুসারে): (নিসা-৩৬-৩৭) আল্লাহ্ বলেন, মানুষ একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আল্লাহ্ দাম্ভিকতা, অহংকার, কৃপণতা, কৃপণতার উপদেশ দেয়া এবং তিনি বান্দাকে যে সব অনুগ্রহ করেছেন তা গোপন করা পছন্দ করেন না। বান্দার সদব্যবহারের হকদারের ক্রম নিম্নরূপঃ ১. পিতামাতা ২. আত্মীয়-স্বজন

www.pathagar.com

৩. ইয়াতীম ৪. অভাবগ্রস্ত ৫. নিকট প্রতিবেশী ৬. দূর প্রতিবেশী ৭. সঙ্গী-সাথী ৮. মুসাফির ৯. দাস দাসী। [মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হক আল্লাহ্‌র উপর। এরপর বাকী বান্দার হক]

পৃথিবীর ৬ জিনিসের প্রতি মানুষের স্বহজাত আকর্ষণঃ (আলে ইমরান-১৪) ১. নারী ২. সন্তান ৩. স্বর্ণরৌপ্য (অর্থ-সম্পদ) ৪. অশ্বরাজি (যানবাহন) ৫. গবাদিপশু ৬. ক্ষেত-খামার (ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী, ক্ষমতা, পদবী ইত্যাদি।

পৃথিবীর অস্থায়ী ৬ জিনিসের পরিবর্তে আখেরাতের স্থায়ী ৬ পুরস্কারঃ (আল ইমরান-১৫) ১। জান্নাত ২। প্রবাহিত নদী ৩. পবিত্র সঙ্গী ৪. অনন্তকালের জীবন ৫. স্রষ্টার সুদৃষ্টি ৬. আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি।

১০ প্রকার জিনিস হারামঃ (মায়িদা-৩) ১. মৃত জন্তু ২. রক্ত ৩. শূকর ৪. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য নামে যবেহ্‌কৃত পশু ৫. শ্বাসরোধে মৃত জন্তু ৬. প্রহারে মৃত জন্তু ৭. পতনে (উপর থেকে পড়ে গিয়ে) মৃত জন্তু ৮. ধারাল কিছুর আঘাতে (শৃংগাঘাতে) মৃত জন্তু ৯. হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু ১০. মূর্তি বা পূজার বেদীর জন্য বলিদানকৃত বা উৎসর্গকৃত অথবা জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা জন্তু।

১০ প্রকার কাজ হারামঃ (আনআম ১৫১-১৫৩) ১. আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা। ২. পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করা। ৩. দরিদ্রতার ভয়ে নিজ সন্তানদের হত্যা করা (কেননা রিযিক আল্লাহ্ তায়ালাই দিয়ে থাকেন)। ৪. প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল কাজ করা। ৫. যথার্থ কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা। ৬. ইয়াতীমের ধন- সম্পদ, আত্মসাৎ করা। ৭. পরিমাপ ও ওজনে কম দেয়া। ৮. অন্যায় কথা বলা ৯. আল্লাহ্ তায়ালার অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং ১০. আল্লাহ্ তায়ালার বর্ণিত সরলপথ ব্যতীত অন্য কোন পথের অনুসরণ করা।

দুই কাজে আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারীঃ (বাকারা-১৬৫) ১. আল্লাহ্ ছাড়া, অপরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করা এবং ২. আল্লাহ্ তায়ালাকে ভালবাসার অনুরূপ তাদেরকে ভালবাসা।

তওবা কবুল হওয়ার তিন শর্তঃ (বাকারা-১৬০) ১. অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা ২. নিজেকে সংশোধন করা এবং ৩. সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তিন প্রকার পরীক্ষাঃ (বাকারা -১৫৫) ১. ভয়-ভীতি ২. ক্ষুধা ৩. ধনসম্পদ, জীবন এবং ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি।

www.pathagar.com

শুভসংবাদ তাদের, যাদের তিন প্রকার যোগ্যতা আছেঃ (বাকারা ১৫৫-১৫৬) ১. ধৈর্যশীল ২. যারা বলে, আমরা তো আল্লাহ্ তায়ালারই (সকল অবস্থায় রাজি খুশী থাকে) এবং ৩. যারা বলে, আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।

আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ার তিন শর্তঃ (বাকারা-১৫৩) ১. মু'মিন হওয়া চাই ২. ধৈর্যশীল হওয়া চাই এবং ৩. পূর্ণভাবে সালাত বা নামায আদায়কারী হওয়া চাই।

কেয়ামত ভয়াবহ হওয়ার চার কারণঃ (বাকারা -৪৮) ১. সেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না ২. কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। ৩. কারো নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবে না। ৪. কেউ কোনভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

স্থায়ী অগ্নিবাসীর (দোযখের অধিবাসীর) দুই চরিত্রঃ (বাকারা-৩৯) ১. তারা কুফরী করে এবং ২. আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

তিন প্রকার কাজে মাশোয়ারা (পরামর্শ) করলে কল্যাণঃ (নিসা-১১৪) ১. দান-খয়রাত ২. সৎকর্ম এবং ৩. মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরামর্শে। পরামর্শের মূল শর্ত হল, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাজি খুশী।

সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র তিন হুকুমঃ (বাকারা-২৩৮) ১. সালাতের ব্যাপারে (সর্বপ্রকার সালাত) যত্নবান হবে ২. বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের (আসরের) ব্যাপারে এবং ৩. আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যে (সালাতে) তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

তিনকাজ করলে আল্লাহ্র অনুগ্রহঃ (বাক্বারা-১২৮) ১. ঈমান আনা। ২. আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করা। ৩. আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা (চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করা। দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার্থে যে সংগ্রাম করা হয়)।

জান্নাত লাভের জন্য মু'মিনের পৃথিবীতে চার পরীক্ষাঃ (বাকরা -২১৪) ১. অর্থ - সংকট ২. দুঃখ-ক্লেশ ৩. ভয়-ভীতি ৪. আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যের জন্য গভীর ব্যাকুলতা ও প্রতীক্ষা।

কাফেরদের দুই কাজঃ (বাকারা-২১২) ১. তাদের পৃথিবীর জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে এবং ২. তারা মু'মিনদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দুই নির্দেশঃ (বাকারা-২০৮) ১. তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং ২. শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। কেননা শয়তান - মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

www.pathagar.com

সত্যপরায়ণ এবং মুত্তাকী বান্দার ছয় গুণ: (বাকারা-১৭৭) ১. আল্লাহ্ তায়ালা, পরকাল, ফিরিশতা, কিতাব এবং নবীদের উপর ঈমান আনা। ২. আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য-প্রার্থী এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করা। ৩. নামায কায়েম করা। ৪. যাকাত প্রদান করা। ৫. প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা। ৬. অর্থ-সংকট, দুঃখ-ক্লেশে এবং সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণ করা।

পৃথিবীতে দম্ভ (গর্ব) কারীদের চার ক্ষতি: (আ'রাফ-১৪৬) ১. তাদের দৃষ্টি আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শন হতে ফিরে যাবে। ২. আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শন দেখেও ঈমান নসীব হবে না (হেদায়াত পাবে না)। ৩. তারা সৎপথ দেখলেও, তাকে সৎপথ বলে গ্রহণ করবে না। ৪. ভ্রান্তপথকে, সঠিকপথ হিসেবে গ্রহণ করবে।

মু'মিন হওয়ার তিন শর্ত: (আনফাল-১) ১. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় করা। ২. নিজেদের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং ৩. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা।

আল কুরআন কি? (আ'রাফ-২০৩) ১. প্রতিপালকের নিদর্শন ২. বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত এবং রহমতস্বরূপ।

আল্লাহ্র কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও সফলকাম মানুষের তিন যোগ্যতা: (তাওবা-২০) ১. ঈমান আনে। ২. আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করে এবং ৩. নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় সংগ্রাম (জেহাদ) করে।

আট জিনিস মানুষকে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রামের পথে বাধা দেয়: (তাওবা-২৪)। ১. পিতা ২. সন্তান-সন্ততি ৩. ভাই ৪. স্ত্রী ৫. স্বগোষ্ঠী ৬. অর্জিত সম্পদ ৭. ব্যবসা-বাণিজ্য (চাকুরী, ব্যবসা, রোজগারের কর্ম) মানুষ যার ক্ষতির আশংকা করে। ৮. বাসস্থান, যাকে মানুষ ভালবাসে।

মুনাফিকরা পৃথিবীতে দুই প্রকারের শাস্তি পাবে: (তাওবা-৫৫) ১. তারা নিজেদের সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দ্বারা পৃথিবীতেই শাস্তি পাবে এবং ২. তারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

যাকাতের হক (গ্রহণের যোগ্যতা) ক্রমানুসারে আট প্রকারের: (তাওবা-৬০) ১. নিঃস্ব (সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি) ২. অভাবগ্রস্ত ৩. রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ৪। রাষ্ট্রীয়ভাবে ভিন্নধর্মীদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করার

www.pathagar.com

কাজে ৫. দাসমুক্তির জন্য ৬. ঋণ ভারাক্রান্তদের ৭. আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় সংগ্রাম (জেহাদ) কারীদের ৮. মুসাফিরদের। [বিঃ দ্রঃ আত্মীয়-স্বজন যদি উপরোক্ত আট শ্রেণীর যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে তাকে যাকাত দেয়া উত্তম। কারণ এতে যাকাত আদায় ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা হয়।]

আল্লাহ্র অনুগ্রহ (কৃপা) পাওয়ার ছয় যোগ্যতাঃ (তাওবা-৭১) ১. মু'মিন নর এবং মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু হিসেবে থাকবে। ২. সৎকাজে নির্দেশ দিবে ৩. অসৎকাজে নিষেধ করবে ৪. নামায কায়েম করবে ৫. যাকাত দিবে ৬. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।

আল কুরআনে রয়েছে তিন জিনিসঃ (ইউনুস-৫৭) ১. প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ ২. অন্তরের রোগের আরোগ্য ঔষধ এবং ৩. মু'মিনের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে দুই যোগ্যতা এবং দুই পুরস্কারঃ (ইউনুস ৬২-৬৪) **দুই যোগ্যতা :** ১. ঈমান আনা ২. তাকওয়া অর্জন করা। **দুই পুরস্কারঃ** ১. আল্লাহ্ তায়ালার বন্ধু হবে ২. তারা দুঃখিত হবে না।

আল্লাহ্র ক্ষমা ও মহাপুরস্কারে দুই শর্তঃ (হূদ-১১) ১. ধৈর্য এবং ২. সৎকর্ম

চিরস্থায়ী জান্নাত হাসিলের জন্য নয় যোগ্যতাঃ (রা'দ-২০-২৩) ১. আল্লাহ্ তায়ালার অঙ্গীকার রক্ষা করে। ২. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না ৩. আল্লাহ্ যে সম্পর্ক (আত্মীয়তা এবং ঈমান আমলের সম্পর্ক) অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন তা বজায় রাখে ৪. প্রতিপালককে ভয় করে ৫. বিচারদিনের কঠোর হিসাবকে ভয় করে। ৬. প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে। ৭. সালাত বা নামায কায়েম করে। ৮. আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জীবনোপকরণ থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। ৯. ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত (প্রতিহত) করে।

তিনকাজে কাফিররা ব্যস্ত থাকেঃ (হিজর -৩) ১. খাওয়া-দাওয়ায় মত্ত থাকে ২. ভোগে ব্যস্ত থাকে এবং ৩. আশা আকাঙ্ক্ষায় মোহাচ্ছন্ন থাকে।

রূহ ও (বা আত্মা) কি? (বনী ঈসরাইল-৮৫) ১. রূহ আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম (বা আদেশঘটিত ব্যাপার) ২. মানুষের এব্যাপারে জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

জাহান্নামের ৫ শাস্তিঃ (হাজ্জ-১৯-২২) যারা প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে ও কুফরী করে, তাদের আখেরাতে ৫ প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে। ১. আগুনের

পোশাক পরান হবে। ২. তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢালা হবে। ৩. ফুটন্ত পানিতে তাদের উদরের সবকিছু এবং গায়ের চামড়া গলে যাবে। ৪. লৌহ শিকলে বন্দি করা হবে। ৫. যন্ত্রণাকাতর ভয়াবহ শাস্তির ফলে, তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাবে। অথচ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, আস্বাদন কর দহন-যন্ত্রণা।

জান্নাতের ৫ শান্তিঃ (হাজ ২৩-২৪) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের আখেরাতে ৫ প্রকারের শান্তিময় পুরস্কার দেয়া হবে : ১. জান্নাতে দাখিল ২. যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ৩. তাদের অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা ৪. তাদের পোশাক হবে রেশমের এবং ৫. তারা পূর্বের ন্যায় পবিত্র বাক্যে (কুরআনের) ও আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসায় প্রফুল্লচিত্তে থাকবে।

মানব সৃষ্টির পর্যায়সমূহ ৭টিঃ (মু'মিনুন ১২-১১৪) ১. মানুষের সৃষ্টি মৃত্তিকার উপাদান হতে। ২. শুক্রবিন্দুরূপে নিরাপদ আধারে (মায়ের জরায়ুতে) ৪. এরপর আলাককে, মাংস পিণ্ডে ৫. পিণ্ডকে অস্থিতে ৬. অস্থির উপর গোশতে ঢেকে দেয়া ৭. অবশেষে গড়ে উঠে নতুন এক সৃষ্টি রূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান! এরপর আল্লাহ্ বলেন ১. এরপর তোমরা অবশ্যই মরবে ২. এবং কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদের উত্থিত করা হবে।

আল্লাহ্র দু'টি প্রতিশ্রুতিঃ দু'টি যোগ্যতার বিনিময়ে মানুষকে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়: (নূর-৫৫) ১. যারা ঈমান আনে এবং ২. সৎকর্ম করে।

আল্লাহ্র দুটি প্রতিশ্রুটিঃ জান্নাতে দু'টি চাহিদা পূরণ করা হবে : (ফুরকান-১৬) ১. জান্নাতীরা যা চাবে তাই পাবে এবং ২. জান্নাত স্থায়ী হবে।

ঈমান আনয়ন এবং সৎকর্মের দুই পুরস্কারঃ (আনকাবুত-৭) ১. মন্দ কর্ম মিটিয়ে দিবেন আল্লাহ্ এবং ২. উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।

পবিত্রতা ঘোষণার (নামাযের) সময়সূচীঃ (রূম-১১৭-১১৮) ১. সন্ধ্যায় ২. প্রভাতে ৩. অপরাহ্নে ৪. যোহরের সময়ে। এবং ৫. রাতে (অন্য আয়াতে)

আল্লাহ্র পাঁচ নিদর্শন জ্ঞানীদের জন্যঃ (রূম -২২-২৩) ১. আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি ২. পৃথিবীর সৃষ্টি ৩. মানুষের ভাষার বৈচিত্র্য ৪. বর্ণ বৈচিত্র্য ৫. রাতে ও দিবাভাগের নিদ্রা।

কাফেরদের পাঁচ শাস্তিঃ (আহযাব -৬৪-৬৬) ১. আল্লাহ্ তায়ালার অভিশাপ ২. জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রয়েছে ৩. দোযখে তারা স্থায়ী হবে ৪. সেখানে অভিভাবক

www.pathagar.com

ও সাহায্যকারী পাবে না এবং ৫. সেখানে তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালটা করা হবে।

মানুষের পাঁচ দৃষ্টিশক্তি: ১. সাধারণ চোখের দৃষ্টি (অন্যান্য প্রাণীর মত) ২. জ্ঞানের দৃষ্টি ৩. স্মৃতির বা কল্পনার দৃষ্টি ৪. হেদায়াতের বা নূরের দৃষ্টি ৫. আখেরাতের দৃষ্টি (মৃত্যুর পর যে দৃষ্টিতে কবরে, হাশরে মিযানে, পুলসিরাতে এবং বেহেশত বা দোযখের নাজ নেয়ামত বা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে মানুষ)। [নম্বর-১, সকল প্রাণীর। নম্বর-২-৩, সকল মানুষের। নম্বর-৪, আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দনীয় ব্যক্তির। নম্বর-৫, আখেরাতে সকল মানুষের]

শয়তান ভর করে বা সওয়ার হয় দু'ব্যক্তির উপর: (নামল -২২১) ১. মিথ্যাবাদী এবং ২. পাপী মানুষ।

জান্নাতে চার নহর: (মুহাম্মদ -১৫) ১. পানির নহর ২. নির্মল দুধের নহর ৩. সুস্বাদু (নেশাবিহীন) শরাবের নহর ৪. পরিশোধিত মধুর নহর।

সাহাবীদের চার বৈশিষ্ট্য: (ফাতহ্- ২৯) ১. কাফিরদের প্রতি কঠোর। ২. নিজেদের মাঝে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ৩. আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়, তারা রুকু ও সিজদায় অবনত থাকে। ৪. তাদের মুখমণ্ডল সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুটিত হয়।

মু'মিনদের চার নমুনা: (হুজুরাত-১০) ১. তারা পরস্পর ভাই ভাই ২. তারা নিজেদের মাঝে শান্তি স্থাপন করে। ৩. আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করে। ৪. আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়।

চার কাজ ব্যতীত মু'মিন হওয়া যায় না: (হুজুরাত-১৫) ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ২. কখনই ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ না করা। ৩. জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার পথে জিহাদ (দাওয়াত ও সংগ্রাম) করা ৪. সত্যনিষ্ঠ হওয়া।

মুত্তাকীদের চার কাজ: (যারিয়াত ১৬-১৯) ১. সৎকর্ম করা ২. রাত্রির সামান্য অংশ নিদ্রায় মগ্ন (বেশী অংশ ইবাদতে মগ্ন) থাকা। ৩. রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৪. নিজেদের ধনসম্পদ হতে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের দান করা।

বিশ্বনবীর ব্যাপারে কাফেরদের পাঁচ সন্দেহ: (তুর-২৯-৩৩) ১. তিনি গণক (নাউযুবিল্লাহ) ২. তিনি উন্মাদ (নাউযুবিল্লাহ) ৩. তিনি কবি (নাউযুবিল্লাহ)

www.pathagar.com

৪. তার মৃত্যুতেই দ্বীন মিটে যাবে (নাউযুবিল্লাহ) ৫. কুরআন তার রচিত (নাউযুবিল্লাহ)।

প্রতিউত্তরে আল্লাহ্র দশটি প্রশ্ন কাফেরদের উদ্দেশ্যেঃ (তুর-৩৪-৪৪) ১. কুরআনের সদৃশ্য রচনা উপস্থিত কর? ২. তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? না তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? ৩. তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? ৪. প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট? আর এর নিয়ন্ত্রণ কি তাদের কাছে? ৫. তাদের কি এমন কোন সিঁড়ি আছে যাতে করে তারা গায়েবের খবর শ্রবণ করে? ৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনই তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান না! তবে কেন তারা দ্বীনকে কঠিন বোঝা মনে করে? ৭. তাদের কি অদৃশ্য বিষয়ে কোন জ্ঞান আছে? ৮. তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? ৯. আল্লাহ্ ব্যতীত, তাদের কি কোন ইলাহ্ আছে? ১০. আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে তারা বলবে, এটা তো এক পুঞ্জিভূত মেঘ। এত তুচ্ছ জ্ঞান নিয়ে তারা কি করে এত উদ্যত ও গর্বের আচরণ করে?

অবিশ্বাসীদের ইলাহ্ এর তিন দুর্বলতাঃ (ফুরকান-৩) ১. তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারাই সৃষ্ট ২. তারা নিজেদের উপকার ও অপকার করতে পারে না ৩. মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপর তাদের কোন ক্ষমতা নেই।

কাফেরদের ব্যাপারে বিশ্বনবীকে আল্লাহ্র পাঁচ উপদেশঃ (তুর -৪৪৫-৪৯) ১. কাফেরদের উপেক্ষা করে চল সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হবে, তাদের ষড়যন্ত্র কাজে আসবে না, তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে। ২. ধৈর্যধারণ কর ৩. আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতী চোখের সামনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছেন ৪. প্রতি পালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। ৫. আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা কর, রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর (শেষরাতে)।

আল্লাহ্র দশ সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ (নাজ্ম-৩৮-৪৮) ১. একজনের পাপ অন্যজন বহন করবে না। ২. মানুষ তাই পায়, যা সে করে। ৩. যার যার কর্ম অচিরেই তাকে দেখান হবে ৪. মানুষকে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। ৫. সমস্ত কিছুর সমাপ্তি, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ৬. আল্লাহ্ তায়ালাই মানুষকে হাসান ও কাঁদান ৭. আল্লাহ্ তায়ালাই মানুষকে মারেন এবং বাঁচান ৮. তিনিই যুগল-পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেন, শুক্রবিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয় ৯. তিনিই পুনরুত্থান ঘটাবেন ১০. তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র দশ শক্তি ও ক্ষমতাঃ (সূরা হাদীদ -১-৩) ১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। ২. তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। ৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। ৪. তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। ৫. তিনি সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান ৬. তিনি আদি (প্রথম) ৭. তিনি অন্ত (শেষ) ৮. তিনি ব্যক্ত (প্রকাশ্য) ৯. তিনি গুপ্ত (অপ্রকাশিত) ১০. তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

আল্লাহ্‌র দশ পবিত্রতা ও মহত্ত্বের বর্ণনাঃ (বাকারা ২৫৫-আয়াতুল করসী) ১. আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। ২. তিনি চিরঞ্জীব (যার মৃত্যু নেই)। ৩. তিনি সর্বসত্তার ধারক। ৪. তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। ৫. আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর ৬. কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? ৭. আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। ৮. যা তিনি ইচ্ছা করেন, এছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না। ৯. তার কুরসী (আসন) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, মহাবিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। ১০. তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্‌র উনিশ প্রকারের বড়ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনাঃ (হাশর ২২-২৪) ১. আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। ২. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, ৩. তিনি দয়াময় ৪. তিনি পরম দয়ালু ৫. তিনিই অধিপতি ৬. তিনিই পবিত্র ৭. তিনিই শান্তি ৮. তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক ৯. তিনিই রক্ষক ১০. তিনিই পরাক্রমশালী ১১. তিনিই প্রবল ১২. তিনিই অতীব মহিমান্বিত ১৩। মানুষ যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র ও মহান। ১৪. তিনিই সৃজনকর্তা ১৫. তিনিই উদ্ভাবনকর্তা ১৫. তিনিই রূপদাতা ১৬. তাঁরই সকল উত্তম নাম ১৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। ১৮. তিনিই পরাক্রমশালী ১৯. তিনিই প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ (কর্জ) প্রদানের পুরস্কার দু'টিঃ (হাদীদ-১১) ১. আল্লাহ্ তা বহুগুনে বৃদ্ধি করবেন দাতার জন্য। ২. দাতার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

ঈমানদারদের অন্তরের (হৃদয়ের) ৩টি বৈশিষ্ট্যঃ (হাদীদ-১৬) ১. আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভক্তিতে বিগলিত হয়। এর মূল কারণ তাঁর স্মরণ এবং সত্য বাণী ও দ্বীনের প্রতি ভালবাসা ২. তাদের অন্তঃকরণ কখনই কঠিন হয় না। ৩. তাঁরা সত্যাশ্রয়ী।

পৃথিবীর জীবন পাঁচ জিনিসের সমাহার (সমষ্টি): (হাদীদ-২০) ১. ক্রীড়া কৌতুক ২. জাঁকজমক ৩. পারস্পরিক শ্লাঘা ৪. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। ৫. প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

শয়তানের দলের বৈশিষ্ট্য দু'টিঃ (মুজাদালা ১৮-১৯) ১. মিথ্যাবাদী ২. আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ থেকে গাফেল (শয়তান তাদের আল্লাহ্র স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখে।)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীদের পুরস্কার ৫টিঃ (মুজাদালা-২২) আখেরাতে বিশ্বাসীরা স্রষ্টার কুদরতেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের (যদিও সে নিজের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বা জাতি গোত্রের লোক) ভালবাসবে না। ১. তাদের অন্তর আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান দ্বারা। ২. তাদেরকে আল্লাহ্ শক্তিশালী করেন রূহ (হেদায়াতের আলো) দ্বারা। ৩. আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। ৪. সেখানে তাদেরকে স্থায়ী করবেন ৫. আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।

ঈমানদার নারীদের নমুনা সাতটিঃ (মুমতাহিনা-১২) ১. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্যের শপথ করে ২. কাউকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শরীক করে না ৩. চুরি করে না। ৪. ব্যভিচার করে না ৫. তাদের সন্তানদের হত্যা করে না ৬. জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস বলে দাবী করে না। ৭. ভাল কাজে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবাধ্যতা করে না।

মৃত্যুর ফেরেশতা দু'ভাবে মানব আত্মাকে সংগ্রহ করেঃ (নাযিয়াত ১-২) ১. অবিশ্বাসী ও পাপীদের আত্মাকে নির্মমভাবে উৎপাটন করা হয়। ২. মু'মিন ও নেক্কার বান্দার আত্মার বাঁধনকে মৃদুভাবে খুলে দেয়া হয়।

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার দু'টি ভয়ংকর ক্ষতিঃ (তাকাছুর ১-২) ১. এ প্রতিযোগিতা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে ২. এ প্রতিযোগিতা কবরে উপনীত হওয়ার (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে।

বিশুদ্ধ তওবার পুরস্কার পাঁচটিঃ (তাহ্রীম-৮৮) ১. প্রতিপালক তওবাকারীর মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিবেন। ২. তওবাকারীকে জান্নাতে দাখিল করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ৩. বিচার দিবসে লজ্জা দিবেন না। ৪. এক উদ্ভাসিত জ্যোতি, তাদের সম্মুখে ও ডানপাশে চলতে থাকবে। (যে আলোতে তারা পুলসিরাত পার হয়ে যাবে অর্থাৎ বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে জান্নাতে পৌছবে)। ৫. তারা প্রশান্তচিত্তে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন, আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

www.pathagar.com

জান্নাতী মানুষের দশ বৈশিষ্ট্য: (মা'আরিজ ২০-৩৪) ১. বিপদে হা-হুতাশ করে না। ২. কল্যাণের (ভাল সময়ে, সচ্ছলতায়) সময় কৃপণতা করে না। ৩. নামায আদায় করে ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ৪. নিজেদের সম্পদ হতে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের দান করে। ৫. কর্মফল (বিচার) দিবসকে সত্য বলে জানে ৬. প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত (ভয়ে) থাকে, কখনই এ শাস্তি থেকে নিরাপদ ভাবে না ৭. নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে- তথা বৈধভাবে ব্যবহার করে, কখনই সীমালংঘন করে না। ৮. আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। ৯. সাক্ষ্যদানে অটল থাকে ১০. নামাযে যত্নবান হয়।

আল্লাহ্ তিন কারণে মানুষের পথকে সুগম করে দেন: (লায়ল-৫-৭) ১. যে দান করে (দাতা)। ২. যে মুত্তাকী (পরহেযগারী) অবলম্বন করে। ৩. যা উত্তম, তাকে সে সত্য বলে গ্রহণ করে।

আল্লাহ্ তিন ধরনের মানুষের পথকে কঠোর করে দেন: (লায়ল-৮-১০) ১. যে কার্পণ্য করে (কৃপণ) ২. যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে ৩. যে উত্তম পথকে অস্বীকার করে।

লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশকারী তিন ব্যক্তি: (লায়ল-১৪-১৬) ১. যে নিতান্ত হতভাগ্য (নিজের বোকামির কারণে) ২. যে অস্বীকার করে (স্রষ্টা, তাঁর নেয়ামত ও আখেরাতকে) ৩. যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সত্য ধর্ম, দ্বীন, আল্লাহ্ ও রাসূল থেকে)।

লেলিহান অগ্নি হতে মুত্তাকী তিন বৈশিষ্ট্যের কারণে মুক্তি পাবে: (লায়ল ১৭-২০) ১. যে নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য, স্বীয় সম্পদ দান করে। ২. তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে সম্পদ দান করে না। ৩. কেবলমাত্র মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় সে তা করে।

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার দুই ক্ষতি: (তাকাসুর-১-২) ১. মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে। ২. মানুষকে কবরে উপনীত হওয়া পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত রাখে।

চার কাজ মানুষকে ক্ষতি হতে হেফাযত করে: (আসর -২-৩) ১। যারা ঈমান আনে ২. সৎকর্ম করে ৩. পরস্পরকে সত্যের উপদেশ (দাওয়াত) দেয়। ৪. পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ (দাওয়াত) দেয়।

মানুষের সীমালংঘনের মূল কারণ দু'টি: (আলাক-৭-৮) ১. মানুষ নিজেকে

www.pathagar.com

অভাবমুক্ত মনে করে। ২. প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকে ভুলে যায় বা অস্বীকার করে।

জাহান্নামের সাত শাস্তিঃ (গাশিয়া ২-৭) ১. অবনত মুখমণ্ডল ২. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত দেহ ৩. জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করান হবে। ৪. উষ্ণ (ফুটন্ত) প্রস্রবণ হতে পান করান হবে ৫. কন্টকময় গুল্ম খাওয়ানো হবে। ৬. সে খাদ্যে দেহ পুষ্ট হবে না। ৭. সে খাদ্যে ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে না।

জান্নাতে সাত পুরস্কারঃ (গাশিয়া ৮-১৬) ১. আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল; নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত ২. সেখানে কোন অসার বাক্য শুনতে হবে না ৩. থাকবে বহমান প্রস্রবণ ৪. উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা ৫. প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র ৬. সারি সারি উপাধান ৭. বিছান গালিচা।

দু'ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে নাঃ (আ'লা ১০-১১) ১. যে আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করে না। ২. হতভাগারা (যারা উপদেশকে উপেক্ষা করে)।

উপদেশ প্রত্যাখ্যানকারীদের দু শাস্তিঃ (আ'লা ১২-১৩) ১. মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করবে। ২. সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

সাফল্য অর্জনকারী ব্যক্তির দু'গুণঃ (আ'লা ১৪-১৫) ১. সে পবিত্রতা অর্জন করে। ২. প্রতিপালকের স্মরণ করে ও নামায কায়েম করে।

স্রষ্টার তিন উপদেশঃ (আম্বিয়া-৩৫) ১. জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। ২. মন্দ ও ভাল দিয়ে মানুষের পরীক্ষা হবে এবং ৩. প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দণ্ডায়মান হবে।

আখিরাত বিষয়ে আল্লাহ্র তিন প্রতিশ্রুতিঃ (হাজ্জ ৬-৭) ১. আল্লাহ্ মৃতকে জীবন দান করবেনই ২. কিয়ামত সংঘটিত হবেই এবং ৩. কবরবাসীদের উপস্থিত করা হবেই।

আখিরাত বিষয়ে কাফেরদের তিন ভুল ধারণাঃ (মু'মিনুন-৩৭) ১. একমাত্র পার্থিব জীবনই আসল জীবন। ২. মানুষ পৃথিবীতেই মরে ও বাঁচে এবং ৩. মানুষ কখনই উত্থিত হবে না।

আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্তিতে থাকতে দেনঃ (মু'মিনুন-৫৪) কাফেররা মৃত্যুর সময় বলে, হে প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, যাতে আমি পৃথিবীতে সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি। কিন্তু আল্লাহ্ কখনই সে সুযোগ দেন না (মু'মিনুন : ৯৯-১০০)।

www.pathagar.com

সফলকাম জামাতের তিন বৈশিষ্ট্যঃ (নুর-৫২) ১. আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করা। ২. আল্লাহ্কে ভয় করা। ৩. আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকা।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হওয়া ও সৎকর্মের লাভ ২টিঃ (আহযাব-৩১) ১. আল্লাহ্পাক দু'বার পুরস্কার দিবেন। ২. পৃথিবীতে ও আখেরাতে দু'জায়গাতে সম্মানজনক রিযিক দিবেন।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের ব্যাপারে ২টি ফয়সালাঃ (আহযাব-৩৬) ১. এ ব্যাপারে কোন মুমিনের ভিন্ন মতের কোন অধিকার নাই। ২. এটা অমান্য করলে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট।

পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ্র আয়ত্তেঃ (লুকমান-৩৪) ১. কিয়ামতের জ্ঞান। ২. বৃষ্টির জ্ঞান। ৩. জরায়ুতে যা আছে। ৪. আগামীকল্য কে কি অর্জন করবে। ৫. কোথায় কার মৃত্যু ঘটবে। [শেষের দুটো বিষয়ে মানুষ কখনই কিছু জানবে না]

দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম

তিন লোকের সাথে আল্লাহ্ কেয়ামত দিবসে কথা বলবেন নাঃ (মুসলিম) ১. বৃদ্ধ ব্যভিচারকারী ২. মিথ্যাবাদী বাদশা ৩. অহংকারী দরিদ্র লোক।

পাঁচ ইবাদত পাঁচভাবে সম্পন্ন হয়ঃ (বুখারী) ১. মুখের দ্বারা তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাতে বিশ্বাস বা ঈমান। ২. বর্জন বা ত্যাগ করে যে ইবাদত, রোযা ৩. শরীরের দ্বারা যে ইবাদত, নামায ৪. মালের দ্বারা যে ইবাদত, যাকাত ৫. মাল ও শরীর উভয়ের দ্বারা যে ইবাদত, হজ্জ। এজন্যেই এ পাঁচ ইবাদতকে ইসলামের আরকান বলে।

কবরে তিন প্রশ্নঃ ১. তোমার রব কে? ২. তোমার দ্বীন কি? ৩. তোমার নবী কে?

হাশরের ময়দানে তিন বিচারঃ ১. ঈমান ও কুফরের বিচার ২. বান্দার হকের বিচার ৩. আল্লাহ্ তায়ালার হকের বিচার।

সালামের তিন লাভঃ ১. ছওয়াব পায় ২. দোয়া পায় ৩. প্রশংসা পায়।

হাশরের ময়দানে চার প্রশ্নঃ ১. সারাজীবন কোন কাজে ব্যয় করেছ? ২. যৌবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছ? ৩. মাল কোন পথে আয় করেছ ও কোন পথে ব্যয় করেছ? ৪. ইল্‌ম অনুযায়ী আমল কতটুকু করেছ?

তিন ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেঃ ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশা, ২. কুরআনের খাঁটি বাহক এবং ৩. দায়ী।

মৃত্যুর সময় ৫টি জিনিসের ভাগাভাগীঃ ১. মাল ওয়ারিশের, ২. রূহ আজরাইলের, ৩. রক্ত গোশত পোকামাকড়ের, ৪. হাড় মাটির, ৫. ঈমান ও আমল নিজের।

মানুষ তিন প্রকারেরঃ ১. উত্তম - ঈমান, আমল, দাওয়াত, সব ঠিক জান্নাতী। ২. মধ্যম- ঈমান ও আমল ঠিক, দাওয়াত নাই। জবাব দেয়া লাগবে। ৩. নিকৃষ্ট- ঈমান, আমল, দাওয়াত কিছুই নাই জাহান্নামী।

দশ কাজে দশ ফলঃ ১। বদচিন্তায় হায়াত নষ্ট; ২। গীবতে আমল নষ্ট;

www.pathagar.com

৩। ধোঁকায় রিযিক নষ্ট; ৪। রাগে বুদ্ধি নষ্ট; ৫। দুর্বল ঈমানে দান খয়রাত নষ্ট; ৬। তাকাব্বুরীতে (অহংকারে) ইলম নষ্ট; ৭। তওবায় গুনাহ্ নষ্ট, ৮। ছদাকায় বালা মুছিবত নষ্ট, ৯। নেকীতে বদী নষ্ট এবং ১০। ইনসাফে যুলুম নষ্ট।

আট আমলে আট লাভ: ১। দাওয়াতে শিরক দূর হয়; ২। নামাযে কুফরী দূর হয়, ৩। ইলমে জাহিলিয়াত দূর হয়; ৪। যিকিরে গাফলতি দূর হয়; ৫। ইকরামে অন্যায় দূর হয়; ৬। ইখলাসে রিয়া ও অহংকার দূর হয়; ৭। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হলে বদ্বীনি দূর হয়ে একীন পয়দা হয়; ৮। তাকওয়ায় অন্ধকার দূর হয়ে নূর পয়দা হয়।

পাঁচ অন্ধকারের পাঁচ আলোকবর্তিকা: ১. দুনিয়ার অন্ধকারের, বাতি পরহেযগারী। ২. কবরের অন্ধকারের বাতি কলেমা। ৩. গুনাহের অন্ধকারের বাতি তওবা। ৪. আখেরাতের অন্ধকারের বাতি আমল। ৫. পুলছিরাতের অন্ধকারের বাতি একীন।

মানুষের পাঁচ ভণ্ডামি: ১. আল্লাহ্ তায়ালাকে মালিক বলি; অথচ তার হুকুমের বাইরে চলি। ২. রিযিকের মালিক আল্লাহ্ তায়ালাকে বলি, অথচ রোজগারে কমতি হলে পেরেশানিতে থাকি। ৩. আখেরাতকে আসল বলি, অথচ দুনিয়াকে বেশী গুরুত্ব দেই। ৪. নিজেকে নবীর উম্মত বলি, অথচ নবীর তরীকার বহির্ভূত কাজ করি। ৫. দুনিয়াকে অস্থায়ী বলি, অথচ কাজে কর্মে চিরজীবী হওয়ার আশা রাখি।

হাসতে হাসতে জান্নাতে যাওয়া চার আমল: সালাম, কালাম (মুসলিম ভাইয়ের সাথে নম্র ভদ্র ব্যবহার করা), ত্বোয়াম (মেহমানদারি করা) এবং ক্বিয়াম (তাহাজ্জুদের নামায পড়া)।

মুসলমানের হক ৬টি: ১। দেখলে সালাম করা, ২। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা, ৩। ডাকলে হাজির হওয়া, ৪। বিপদে সাহায্য করা, ৫। হাঁচির জবাব দেয়া, ৬। মৃত্যুর সময় দাফন-কাফনে হাজির থাকা।

তালিমের লাভ ৫টি: ১. নেক কাজে আকর্ষণ বাড়ে। ২. খারাপ কাজে ঘৃণা জন্মে। ৩. আমলে উৎসাহ বা শওক পয়দা হয়। ৪. খারাবী দূর হয়। ৫. অন্তরে ইলমের নূর পয়দা হয়।

মসজিদে নববীতে তিন কাজ চালু ছিল ও আছে: ১। দাওয়াত ২। তালীম ৩। ইবাদত। সকল মসজিদগুলোও মসজিদে নববীর মত হওয়া চাই।

চার কারণে গোসল ফরয হয়: ১. যে কোন কারণে উত্তেজনাবশত বীর্য (ধাতু)

নির্গত হলে। ২. স্বপ্ন দোষ হলে। ৩. স্বামী ও স্ত্রী সহবাস করলে। ৪. স্ত্রী লোকদের হায়েয ও নেফাস (ঋতুবতী) হলে।

দু' কারণে গোসল ওয়াজিব হয়ঃ ১. কোন কাফের লোক মুসলমান হলে। ২. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করান ওয়াজিব।

অযু ভঙ্গের কারণ ১০টিঃ ১. প্রস্রাব পায়খানার দ্বার দিয়ে মলমূত্র, পুজ, কৃমি, রক্ত ইত্যাদি বের হলে। ২. মুখ ভর্তি বমি করলে। ৩. দেহের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে। ৪. নামাযে উচ্চৈঃস্বরে হাসলে। ৫. নেশা জাতীয় বস্তু খেয়ে বেহুশ বা পাগল হলে। ৬. দাঁতের গোড়া বা মুখের কোন স্থান থেকে বেশী পরিমাণে রক্ত বের হলে। ৭. নারী পুরুষের লিঙ্গ একত্রিত হলে। ৮. তায়াম্মুমকারী পানি প্রাপ্ত হলে। ৯. ঘুমাইয়া গেলে। ১০. বেহুশ হয়ে গেলে।

রোযা ভঙ্গের কারণঃ ১. ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে। ২. স্ত্রী সহবাস করলে। ৩. রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে পানাহার, কামাচার করলে। ৪. কানে বা নাকে ঔষধ দিলে। ৫. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা বমি গিলে ফেললে। ৬. কুলি করার সময় কণ্ঠনালীতে পানি গিলে ফেললে। ৭. স্ত্রী বা কোন নারীকে স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত হলে। ৮. কাঠ, লোহা, কাগজ, মাটি, এসব অখাদ্য খেলে। ৯. বিড়ি সিগারেট খেলে বা নেশা করলে। ১০। যেকোন ধুঁয়া ইচ্ছাকৃত নাকে পৌঁছালে। ১১। সুবহে সাদেকের পরে সাহারী খেলে। ১২। ইফতারির আগেই ইফতারি করলে। ১৩। দুপুরের পর রোযার নিয়ত করলে। ১৪। দাঁতের রক্ত (যা থুথুর চেয়ে বেশী পরিমাণে) কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করলে। ১৫. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের কণ্ঠনালীতে কিছু (খাদ্য বা অন্যকিছু) পৌঁছে দিলে। ১৬. দাঁতে লেগে থাকা খাদ্য (ছোলা বুটের সমান বা বেশী) মুখ থেকে বের করে খেয়ে ফেললে। ১৭. হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত করলে। ১৮. পেশাবের রাস্তায় কোন ঔষধ পৌঁছালে। ১৯. পানি বা তেল বা অন্য কোন তরল দ্বারা ভিজা আঙ্গুল যৌনি বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে। ২০. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং সেভাবেই সুবহে সাদিক হয়ে গেলে। ২১. নস্যি গ্রহণ করলে বা কানে তৈল দিলে। ২২. স্ত্রীর অচেতন বা বেহুশ থাকা অবস্থায় তার সাথে সহবাস করলে, উভয়েরই রোযা কাযা করতে হবে। ২৩. নফল রোযা ভঙ্গ করলেও তার কাযা ওয়াজিব হয়। ২৪. রমযানের মাঝে অন্যদেশে গেলে, সেখানে অতিরিক্ত রোযা হলে, তা আদায় করতে হবে। সংখ্যায় কম হলে, ঈদের পর কাযা আদায় করে

www.pathagar.com

নিতে হবে। (প্রথম ১-৩ পর্যন্ত কারণে রোযার কাযা ও কাফফারা উভয় আদায় করতে হবে। বাকী ৪-২৪ পর্যন্ত কারণে শুধু কাযা আদায় করতে হবে। রোযার নিয়ত বাংলায় মনে মনে করলেই হবে। রোযার মাসয়ালা খাঁটি আলেমের কাছে জেনে নিতে হবে)।

আল কোরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াতঃ মোট আয়াত ৬৬৬৬টি। ১. জান্নাতের ওয়াদা- ১০০০। ২. জাহান্নামের ভয় ১০০০। ৩. নিষেধ ১০০০। ৪. আদেশ ১০০০। ৫. উদাহরণ ১০০০। ৬. কাহিনী ১০০০। ৮. হারাম ২৫০। ৯. হালাল ২৫০। ১০. আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা ১০০। ১১. বিবিধ ৬৬ টি।

ঈমানের শাখা ৭৭টিঃ (অন্তরের সাথে ৩০টি; যবানের সাথে ৭টি এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে ৪০টি শাখা সম্পর্কযুক্ত)।

অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত শাখা ৩০টিঃ ১. এক আল্লাহ্ তায়ালার উপর ঈমান আনা। ২. আমরা যা কিছু দেখি আর দেখি না সবই মাখলুক। মাখলুক কিছুই করতে পারে না, আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ছাড়া। আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন মাখলুক ছাড়া। একথার উপর ঈমান রাখা। ৩. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা। ৪. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখা। ৫. আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখা। ৬. তাকদীরের উপর ঈমান রাখা। ৭. কেয়ামতের উপর ঈমান করা। ৮. বেহেশ্তের উপর ঈমান রাখা। ৯. দোযখের উপর ঈমান রাখা। ১০. আল্লাহ্ তায়ালার সাথে মহব্বত রাখা। ১১. মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা ও ত্যাগ করা, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার রাজি খুশীর জন্যই করা। ১২. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মহব্বত রাখা। ১৩. এখলাস অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যেই কোন কিছু করা। ১৪. কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে এবং ভবিষ্যতে তা না করার সংকল্প করে তওবা করা। ১৫. তাকওয়া-অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় করা। ১৬. আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের উপর আশা রাখা। ১৭. আল্লাহ্ তায়ালার রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। ১৮. লজ্জা। ১৯. শোকর। ২০. অঙ্গীকার রক্ষা করা। ২১. ধৈর্য বা সবর করা। ২২. বিনয়, নম্রতা ও বড়দের প্রতি সম্মানবোধ। ২৩. স্নেহ, মমতা ও জীবের প্রতি দয়া। ২৪. তাকদীরের উপর রাজী থাকা। ২৫. তাওয়াক্কুল করা। ২৬. নিজেকে বড় ও ভাল মনে না করা। ২৭. হিংসা বিদ্বেষ না রাখা। ২৮. রাগ না করা। ২৯. কারও প্রতি খুব খারাপ ধারণা না করা। ৩০. দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করা।

www.pathagar.com

যবানের সাথে সম্পর্কযুক্ত শাখা ৭টিঃ ৩১. কলেমা তাইয়্যেবা পড়া। ৩২. কুরআন তিলাওয়াত করা। ৩৩. ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা। ৩৪. আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করা। ৩৫. আল্লাহ্ তায়ালার যিকির বা স্মরণ করা। ৩৬. দাওয়াত ও ইলমে দ্বীন প্রচার করা। ৩৭. বেহুদা কথা থেকে যবানকে হেফাযত করা।

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত শাখা ৪০টিঃ ৩৮. পবিত্রতা অবলম্বন করা। ৩৯. নামায কায়েম করা। ৪০. যাকাত-ছদাকা আদায় করা। ৪১. রোযা। ৪২. হজ্জ। ৪৩. এতেকাফ (মসজিদে থাকা)। ৪৪. হিজরত করা অর্থাৎ দ্বীনের দাওয়াত ও ঈমান অর্জনের জন্য দেশ, এলাকা, বাড়ি ত্যাগ করা। ৪৫. মান্নত পুরা করা। ৪৬. কছম পুরা করা বা কাফফারা আদায় করা। ৪৭. কোন কাফফারা থাকলে তা আদায় করা। ৪৮. ছতর ঢেকে রাখা। ৪৯. কুরবানী করা। ৫০. জানাযা বা আনুষাঙ্গিক কাজের ব্যবস্থা করা। ৫১. ঋণ পরিশোধ করা। ৫২. লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যে সততা অবলম্বন করা। ৫৩. সত্য সাক্ষ্য দেয়া। ৫৪. বিবাহের দ্বারা হারাম ও অবৈধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। ৫৫. পরিবার পরিজনের হক আদায় ও চাকর বাকরদের সাথে সৎ ব্যবহার করা। ৫৬. মাতাপিতার সাথে সৎ ব্যবহার করা। ৫৭. ছেলে মেয়েদের লালন পালন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। ৫৮. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। ৫৯. উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের শরিয়ত সম্মত আদেশের আনুগত্য করা। ৬০. ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা। ৬১. সৎ সঙ্গে এবং মসজিদওয়ালা জামাতের সাথে থাকা। ৬২. শাসন কর্তাদের শরিয়ত সম্মত আদেশের অনুসরণ করা। ৬৩. লোকদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দেয়া। ৬৪. সৎকাজে সাহায্য করা। ৬৫. সৎকাজে আদেশ দেয়া ও অন্যায় কাজে বাধা দেয়া। ৬৬. জেহাদ করা। সীমানা রক্ষা করা। ৬৭. অভাবগ্রস্তকে কর্জ দেয়া। ৬৮. প্রতিবেশীর হক আদায় করা। ৬৯. লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। ৭০. অর্থের উত্তম ব্যবহার করা। ৭১. হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা। ৭২. পরের ক্ষতি না করা ও কষ্ট না দেয়া। ৭৩. সালাম দেয়া ও এর জবাব দেয়া। ৭৪. খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, নাচ-গান থেকে দূরে থাকা। ৭৫ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।

কতিপয় কুফরীর বিবরণঃ * আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ও তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা। * আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলীকে অস্বীকার করা। * তাওহীদ ও আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদে অবিশ্বাস করা। * ফেরেশতাদের অবিশ্বাস করা। * নবী ও রাসূলদের অবিশ্বাস করা। * আল্লাহ্ তায়ালার কিতাবসমূহকে অবিশ্বাস করা। * আখেরাত-কবর, পুনরুত্থান, হাশর, বিচার দিবস, আমলনামা, হাউযে

www.pathagar.com

কাউছার, পুলসিরাত, শাফায়াত, জান্নাত-জাহান্নাম এসবকে অস্বীকার করা। * তাকদীর তথা-সবকিছুই আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে। একথা অবিশ্বাস করা। * কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত কোন বিষয়কে (নামায, নামাযের রাকাত, যাকাত, হজ্জ) অস্বীকার করা। * কোন মুসলমানকে কাফের বলা। * কুরআন-হাদীসের বিপরীত কোন ব্যাখ্যা বের করা। * ভিন্ন ধর্মের বিশেষ নিদর্শন (গলায় ফিতা বাধা, ক্রুশ ঝুলান ইত্যাদি) গ্রহণ করা। * কুরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করা বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। * ইবাদত মনে করে কবরকে চুমু দেয়া। * দ্বীন ও ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা (পর্দা, দাড়ি নিয়ে উপহাস কুফরী)। * আল্লাহ্ ও রাসূলের কোন হুকুমকে খারাপ মনে করা বা দোষ-ত্রুটি বের করা। * হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম মনে করা। * আল্লাহ্ তায়ালাকে যালেম বলা বা গালি দেয়া। * কাউকে কুফ্রী শিক্ষা দেয়া। * হারাম বস্তু পানের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা বা যেনা করার সময় আল্লাহ্ তায়ালার নাম নেয়া। * দ্বীনী ইলমের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবমাননাকর মন্তব্য করা। * উলামা, আলেম, এদেরকে গালি দেয়া। * প্রকাশ্যে গোনাহ্ করে গর্বিত হওয়া। * নবীকে নিয়ে গালি দেয়া বা বেয়াদবী করা। * ঈমানের পরিপন্থী উপায়ে যাদু বা শিরক বা কুফরী কাজ করা (আহকামে জিন্দেগী)।

কতিপয় কবীরা (বড়) গুনাহের বিবরণঃ * শিরক, * মা-বাবার নাফরমানী, * আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন বা হক নষ্ট * যেনা ও ব্যভিচার * হত্যা * আমানতের খেয়ানত * অপবাদ দেয়া- বিশেষ করে যেনার অপবাদ * মিথ্যা কথা * মিথ্যা সাক্ষ্য * সাক্ষ্য গোপন * মিথ্যা কছম * যাদু * যাদু শিক্ষা * অঙ্গীকার ভঙ্গ * গীবত * কার বিরুদ্ধে কাউকে খেপিয়ে তোলা * নেশা * জুয়া *সুদ *ঘুষ *অন্যের সম্পদ/সম্পত্তি হরণ * ইয়াতিম/অনাথ/বিধবা/অসহায়ের সম্পদ গ্রাস * হজ্জ যাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার * গালিগালাজ * অশ্লীল কথা * ধোঁকা * অহংকার * চুরি * ডাকাতি/লুটতরাজ /ছিনতাই/চাঁদাবাজি * মানুষকে কষ্ট দেয়া * যুলুম * নাচ-গান-নাটক-সিনেমা * বান্দার হকের নাফরমানী * জোর-জবরদস্তি করে কারো কিছু ভোগ করা * শ্রমিকদের ঠকানো * মাপে কম দেয়া * পণ্যে ভেজাল দেয়া * ক্রেতাকে ফাঁকি দেয়া * নিজের আওতাধীন নারীদের (মা, বোন, স্ত্রী, মেয়ে) পর্দার বহির্ভূত পরপুরুষদের সাথে মিশতে দেয়া * চোগলখুরী * গণক/রাশিচক্রে বিশ্বাস * মানুষ/প্রাণীর ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখা * পুরুষের স্বর্ণ বা রেশমি পোশাক ব্যবহার করা * পাতলা পোশাক (শরীর বুঝা/দেখা যায়) পড়া * বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরা * পুরুষের গর্বভরে গিঁরার

নীচে কাপড় পরা * পিতৃ পরিচয় বদলানো * মিথ্যা মামলা-মোকাদ্দমা করা বা পরামর্শ দেয়া * মৃত ব্যক্তির শরীয়ত সম্মত অছীয়ত (নির্দেশ) পালন না করা * মুসলমানকে ধোঁকা দেয়া * অসৎ উদ্দেশ্যে গুপ্তচরবৃত্তি করা * জাল টাকা/সার্টিফিকেট/দলিল ইত্যাদি বানানো * কাজে কর্মে ফাঁকি দেয়া * সীমান্ত প্রহরায় ত্রুটি করা * দেশের রসদ /খাদ্য/ যন্ত্র ইত্যাদি চোরাচালান বা পাচার করা * ফরয হজ্জ আদায় না করা * ইসলামের/কুরআনের নামে নিজস্ব মতবাদ দেয়া * রাসূলের নামে মনগড়া কথা বলা * ইলমে দ্বীনকে তুচ্ছ মনে করা/শিক্ষা না করা * বিনা কারণে কারো নামে খারাপ কথা ছড়ানো * নিজের প্রশংসা নিজে করা * রাস্তা/মাঠে/ঘাটে বা ছায়াদার/ফলদার গাছের নীচে মলমূত্র ত্যাগ করা * ঘর-বাড়ি, কাপড়-চোপড়, বাড়ীর আশপাশ নোংরা করে রাখা * হায়েয নেফাছ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা * অবৈধপথে বা ভাবে স্ত্রী সহবাস করা * ইচ্ছা করে নামায কাযা করা * যাকাত না দেয়া * বিনা কারণে রোযা ভাঙ্গা * জুমুআর নামায ছেড়ে দেয়া * লোক দেখান ইবাদত করা * জনতাকে কষ্ট দিয়ে বেশী মুনাফা/লাভের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস/খাদ্য মজুদ রাখা * সিন্ডিকেট করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ানো * প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া * খারাপ নজরে প্রতিবেশীকে দেখা * উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি করা * জোর করে জনতার নেতৃত্ব নেয়া * কারণ ছাড়া স্বামী বা স্ত্রীর সহবাসে অসম্মত হওয়া * পরের/অন্যের দোষ তালাশ করা * অন্যের জান/মাল/সম্মানের হানি করা * কাফেরদের রীতিনীতি পছন্দ করা * বিপরীত লিঙ্গের সাথে অবৈধভাবে গোপনে বসা * বালক/বালিকার দিকে কুনজরে তাকান * অবৈধ যৌন সম্ভোগ করা * বিধি বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক করা * দ্বীনের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া * খাদ্যকে খারাপ বলা * একাধিক স্ত্রী থাকলে সমতা রক্ষা না করা * মুসলমানদের উপহাস করা * মুসলমানকে কাফির বলা * গরীব ও চেহারা পছন্দ না হওয়ায় কারো টিটকারী/ঠাট্টা করা * লুকিয়ে কথা শোনা * অনুমতি না নিয়ে কারো ঘরে প্রবেশ করা * কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা * ইসলামী আইন না মানা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা * যোগ্যতা অনুযায়ী ইসলামী আইন/নিয়ম বাস্তবায়ন/মানার চেষ্টা না করা * কৃপণতা * অপব্যয় * মৃত প্রাণী খাওয়া * হালাল জীবকে অন্য কিছুর নামে যবাই/উৎসর্গ করে খাওয়া * আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ থেকে নির্ভীক হওয়া * আল্লাহ্ তায়ালার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া * কোন জীবকে আগুনে পুড়িয়ে মারা * কুরআন পড়ে/মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া * জীব-জন্তুর লড়াই বাধানো * হারাম দ্রব্য খাওয়া * প্রাণীর ছবি উঠিয়ে/

www.pathagar.com

তৈরী/ব্যবহার করা (বাধানো) * শিক্ষক বা গুরুজনের সাথে বেয়াদবী করা * স্ত্রী সহবাস করে গোসল না করা * প্রিয়জনের মৃত্যুতে চিৎকার করে কান্না করা * গুপ্তাঙ্গ/বগলের নিচের পশম চল্লিশ দিনের মধ্যে না কাটা * কোন সাহাবা কেরামের সমালোচনা করা * নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন তার পরিপন্থী সাহাবাদের নিয়ে কথা বলা * কোন নারী/পুরুষকে তাদের স্বামী/স্ত্রীর কাছে যেতে বাধা দেয়া * অন্ধকে ভুল পথ দেখান * পৃথিবীতে অশান্তি বা ফাসাদ করা/ছড়ানো * পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ বা সহযোগিতা করা * ছোট (ছগীরা) গোনাহে হঠকারিতা করা * পেশাব থেকে সতর্ক না হওয়া * দান বা ছদাকা করে খোঁটা দেয়া * অনুগ্রহকারীর না শোকরী করা * মুসলমানকে অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখানো * যে খেলায় নেশার মত/অর্থ/বাজি ধরা হয় * বিনা কারণে মানুষের সামনে সতর খোলা রাখলে/খুললে * মেহমানের খাতির/যত্ন না করলে * হাসি-ঠাট্টা করে কাউকে অপমান করা * স্বজনপ্রীতি * অন্যায় বিচার * নিজে দাবী/ইচ্ছা/কৌশল করে কোন পদ-পদবী দখল/হক নষ্ট করা * নিজের পরিবারের খবর না রেখে তাদের নষ্ট/ধ্বংস হতে দেয়া * খতনা না করা * অসৎ ও অন্যায় কাজে বাধা না দেয়া * যালেমদের প্রশংসা/তোষামোদ করা * অন্যায়কে সমর্থন করা * স্বেচ্ছায় নিজের অঙ্গ নষ্ট করা * আত্মহত্যা * তোষামোদ/নিজের কোন উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে চাটুকারিতা বা বিধি বহির্ভূত প্রশংসা করা (আহকামে জিন্দেগী)।

কতিপয় ছগীরা (ছোট) গুনাহের বিবরণঃ * ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে হাসা/কাঁদা * ফাসেক (খারাপ) লোকদের সাথে ওঠাবসা করা * মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়া * না জেনে ঝগড়া করা এবং জানার পরও অন্যায় পক্ষে ঝগড়া করা * মানুষ বা প্রাণীকে লা'নত দেয়া * জুমুআর খুতবার সময় কথা বলা * মসজিদে মুসুল্লীদের ঠেলে সামনে যাওয়া * মানুষের চলার পথে নাপাকী ফেলা * মসজিদের ছাদে/ভিতরে নাপাকী ফেলা * সাত বৎসরের অধিক বয়স্ক নিজ সন্তানের সাথে এক বিছানায় থাকা * অহেতুক কথা/কাজে সময় নষ্ট করা * অতিরঞ্জিত প্রশংসা করা * ছন্দ মিলিয়ে বেহুদা কথা বলা * হাসি/ফূর্তি করতে গিয়ে সীমালংঘন করা * কারও গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া * সাথীদের হক আদায়ে ত্রুটি করা * ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাথী /বন্ধু/আত্মীয়/প্রতিবেশীদের যুলুম থেকে রক্ষা না করা * বিনা কারণে হজ্জ বা যাকাতে বিলম্ব করা * মসজিদে পাগল বা ছোট বাচ্চা নেয়ার ফলে পবিত্রতা নষ্ট করা * কেবলার দিকে করে পেশাব পায়খানা করা * স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার কছম করে, অতঃপর

www.pathagar.com

কাফফারা আদায় না করে, পুনরায় সহবাস করা * ইফতারি না করে লাগাতার রোযা রাখা * মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারীর সফর করা * বিয়ের কথাবার্তা চলাকালে এক পক্ষের মতামত শেষ না করে অন্যপক্ষের সাথে কথা বলা (এটা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) * জুমা'র আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় বা দুনিয়াবী কাজ করা * শখ করে কুকুর পোষা * সামান্য কিছু হলেও চুরি করা * দাঁড়িয়ে পেশাব করা * গোসল খানায় বা পানির ঘাটে পেশাব করা * নামাযে অস্বাভাবিকভাবে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা * ফরয গোসল না করে আযান দেয়া বা মসজিদে বসা বা প্রবেশ করা * নামাযে কমরে হাত রেখে দাঁড়ানো * নামাযে লম্বা চাদর এমনভাবে জড়ান যে হাত বের করা কঠিন হয় * নামাযে বিনাকারণে কাপড় ওলট-পালট করা বা অঙ্গ নাড়াচাড়া করা * পচা বা মরে ভেসে ওঠা মাছ খাওয়া * সুন্নাতের পরিপন্থী উপায়ে প্রাণী যবেহ করা * নিকৃষ্ট মাল দিয়ে যাকাত দেয়া * রোযা অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর চুম্বন * নিরাভরণ হয়ে স্বামী-স্ত্রী জড়াজড়ি করা * মসজিদে ইবাদত পরিপন্থী বা দুনিয়াবী কাজ করা * মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা * নামাযে ডানে-বামে-উপরে তাকানো * সন্তানদের মধ্যে খাদ্য/খেলনা/দ্রব্য সমতা রক্ষা না করে দেয়া * বিচারকের বাদী বিবাদী উভয়ের কথা না শুনে বা সমতা রক্ষা না করে বিচার করা * জিম্মী অবস্থায় কাফেরকে কাফের বলে কষ্ট দেয়া * সম্মানী লোকের বৈধ দাওয়াত/হাদিয়া কবুল না করা * হারাম/অবৈধ উপার্জনকারীর দাওয়াত/হাদিয়া বিনা ওযরে কবুল করা * কোন প্রাণীর নাক কান কেটে দেয়া * জোর করে দখল করা জমিতে প্রবেশ করা (এমনকি সেখানে মসজিদ বানালেও গোনাহ হবে) * নামাযে কোন বিশেষ সূরাকে নির্ধারিত করা * নামাযে তিলাওয়াতে সিজদা দিতে বিলম্বিত করা * জানাযার নামায বিনা ওযরে মসজিদের ভিতর পড়া * ডানে-বায়ে-সিজদার জায়গায় ছবি রেখে নামায পড়া * স্বর্ণ দিয়ে বিনা ওযরে দাঁত বাঁধাই করা * মৃত ব্যক্তির চেহারায় চুমু খাওয়া * শিশুদের পোশাক বিধর্মীদের মত হওয়া * স্ত্রীর সাথে (বুঝমান ঘুমন্ত) শিশুর উপস্থিতিতে সহবাস করা * রাস্তায় এমন স্থানে দাঁড়ান বা বসা, যাতে অন্যদের চলতে অসুবিধা হয় * আযান শোনার পরও ওযর ব্যতীত নামাযে যেতে দেরী করা * ওযর ব্যতীত ক্ষুধা না লাগলেও খানা খাওয়া * পেট ভরার পরও অতিরিক্ত খাওয়া (আহকামে জিন্দেগী)।

কতিপয় কুসংস্কার ও কুপ্রথা (রসম): * শবে বরাতে হালুয়া রুটি করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজী করা * শবে বরাত বা কদর বা মিরাজ কে ফরয/ওয়াজিব থেকে বেশী গুরুত্ব দেয়া * বিবাহ শাদীতে গায়ে হলুদ/পান-চিনি/বৌভাত ইত্যাদি

www.pathagar.com

করা * বিবাহশাদী/খাতনার অনুষ্ঠানে উপঢৌকন দেয়া * কুকুর পালন-এটাকে স্ট্যাটাস/জাতে ওঠা মনে করা * মৃত ব্যক্তির কাপড় চোপড়কে দূষণীয় ভাবা * বিবাহশাদীতে অন্য ধর্মাবম্বলীর নিয়ম নীতি অনুসরণ করা * বংশের গৌরব করা * বিধবা বিবাহকে দূষণীয় ভাবা * সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও বিবাহ্ অনুষ্ঠানের নামে অপব্যয় করা * হালাল পোশাককে অপমান মনে করা * চল্লিশা/ত্রিশা বা ঈছালে ছওয়াব করা * তারাবীর নামাযে কুরআন খতম করে মিষ্টি বিতরণ করা * বিপদ আপদ দূর হলে, ছদাকা করা ভাল-তবে জানের বদলে জান বলে, গরু/খাসী যবেহ্ করা কুপ্রথা * ধর্মীয় কারণে পীড়াপীড়ি করে চাঁদা আদায় করা * মুয়াযযিনের জন্য জায়নামায বিছিয়ে জায়গা নির্দিষ্ট করা * মসজিদে বা ঈদগাহে তসবীহ/জায়নামায দিয়ে জায়গা দখল করা * ব্যাপকহারে ঈদমোবারক কথাকে ব্যবহার করা * ঈদে উত্তম পোশাকের কথা বলে বিধর্মীদের পোশাক কেনা ও পরা (আহকামে জিন্দেগী)।

কতিপয় শিরকের বিবরণঃ * আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। * কাউকে ক্ষমতাবান, নিজের ভাল-মন্দের মালিক মনে করা। * মাখলুক হতে হওয়া দেখা। * অর্থ, সম্পদ, পদবী, ক্ষমতা এসব দিয়ে সব হয় একথা ভাবা ও বিশ্বাস করা। * কোন পীর/বুযুর্গ আমার ভাল মন্দ সম্বন্ধে জানেন, এ বিশ্বাস রাখা। * পীর বুযুর্গকে দূর থেকে ডাকা এবং মনে করা যে তিনি তা জানতে পারেন। * কোন কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া। * কবরকে সিজদা করা। * আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বুযুর্গের নামে যিকির করা মান্নাত করা, শিন্নি দেয়া। * কারও দোহাই দেয়া। * কারও নামের কিড়া বা কছম খাওয়া। * জ্যোতিষীদের তিথি, নক্ষত্রের প্রভাব মানা। * গণক, ঠাকুর, জ্বিনের প্রভাবে অদৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানা বিশ্বাস করা। তাদের ভবিষ্যৎবাণী বা গায়েবের খবর বিশ্বাস করা। * তাবিজ/কবজ বিশ্বাস ও ব্যবহার করা। * কোন কাজ বা জিনিস দেখে কুযাত্রা বা কুলক্ষণ ইত্যাদি মনে করা। * কোন দিন, মাস, সময়কে অশুভ মনে করা। * এমন বলা যে খোদা রাসূলের মর্জি থাকলে এ কাজ হবে। উপরে আল্লাহ্ নিচে আপনি। পরম পূজনীয়। কষ্ট না করলে কেষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ) মিলে না। জয়মাকালী সহায় হও। এসব বলা শিরক। * পীর, বুযুর্গ, জিন, পরী, ভূত ইত্যাদিকে লাভ লোকসানের ক্ষমতাবান বা মালিক ভাবা। * কোন দরগাহ বা কবর বা অন্যকোন জায়গাকে তওয়াফ করা (তওয়াফের জায়গা শুধু মাত্র কাবা)। * কোন দরগাহ বা কবর বা পীর বুযুর্গের বাড়ীকে কাবা শরীফের মত পবিত্র ভাবা। * কোন ব্যক্তি বা দল বা জাতিকে ক্ষমতার উৎস বা ক্ষমতাবান ভাবা।

www.pathagar.com

* কারো কৃপায় ভাগ্য পরিবর্তন বা উন্নতি হওয়াকে বিশ্বাস করা। * টাকায় সব হয় বলা বা ভাবা (আহকামে জিন্দেগী)।

কতিপয় বিদআতের বিবরণঃ * কোন পীর/বুযুর্গের মাজারে মেলার আয়োজন করা। * উরস, কাওয়ালী পালন করা। * জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা। * মৃতের কুলখানী, চেহলাম, চল্লিশা, ত্রিশা ইত্যাদি করা। * কবরের উপর চাদর বা ফুল দেয়া। * কবর পাকা করা। * মাজারে চাদর, শামিয়ানা টাঙ্গানো, মিষ্টান্ন বিতরণ করা। * প্রচলিত মিলাদ এবং মিলাদে কেয়াম করা। * জানাযার নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা। * জানাযা বহনের সময় জোরে জোরে কলেমা পড়া। * দাফনের পর কবরের পাশে আযান দেয়া। * ঈদের নামাযের পর মুসাফাহা ও কোলাকুলি করা। * আযানের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা। * আযান/ইকামতে রাসূলের নামে বৃদ্ধা আঙ্গুলে চুমু খাওয়া ও চোখে লাগান। * আমীন বলে মুনাজাত শেষ না করে কলেমা দিয়ে শেষ করা। * জুমাতুল বিদা বলে কিছু নেই। * জানাযার উপর কলেমা লেখা বা ফুলের চাদর বিছান (আহকামে জিন্দেগী)।

নামাযের ৫ কাজে ৫ লাভেঃ ৫টি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে নামায পড়লে (একীনের সাথে, ধ্যানের সাথে, ফরয সুন্নাত মাসলা মাসায়েল জেনে, এখলাসের সাথে, খুসু খুজুর সাথে) ৫টি পুরস্কার পাওয়া যায় (রিযিক, কবরের আযাব মাফ, ডান হাতে আমল নামা, বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার ও বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ)।

মুসলমানের দু'টি দল (বা জামাত) কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবেঃ মোহাজের (হিজরতকারী) ও আনসার (নুসরাতকারী)। এরাই সফলকাম জামাত।

মসজিদওয়ালা জামাতে দু'টি লাভঃ ঈমান আমলে জুড়ে থাকা যায় এবং আযাব গযব বন্ধ হয়ে যায়।

মানুষের দুশমন ৪টিঃ ১. দুনিয়া ২. শয়তান ৩. মহল বা পরিবেশ এবং ৪. নফ্স বা খায়েশাত।

মসজিদের সাথে সম্পর্ককারীর পাঁচ পুরস্কারঃ ১. আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে রহমত ২. শান্তি ৩. সন্তুষ্টি ৪. পুলসিরাত পার এবং ৫. জান্নাতে দাখিল।

পাঁচ জিনিসের জ্ঞান মানুষের নেইঃ ১. কেয়ামত কখন হবে? ২. মানুষ আগামী কাল কি করবে? (কখন ঘুমাবে ও কখন উঠবে? কি খাবে ইত্যাদি) ৩. মেঘ থেকে

www.pathagar.com

বৃষ্টি কখন হবে বা আদৌ হবে কিনা? ৪. মাতৃ গর্ভে কি/কেমন আছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে? ৫. কোথায় ও কখন কার মৃত্যু হবে? (সূরা লুকমান-৩৪)

নামাযের লাভসমূহঃ ১. তাক্বীরে উলা : প্রথম তাক্বীরের সাথে শরীক হওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে, তার চেয়েও উত্তম। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় এক হাজার উট সদাকা করার চেয়েও উত্তম। ২. কেরাত : প্রতি হরফে ৫০ নেকী, দাঁড়িয়ে পড়লে ১০০ নেকী। ৩. ক্বিয়াম : নামায সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ। দাঁড়িয়ে নামাযী বান্দার উপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ৪. রুকু : রুকুতে থাকাবস্থায় নামাযী নিজের শরীরের ওজন বরাবর স্বর্ণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাস্তায় সদাকা করার সওয়াব পায়। ৫. সিজদা : যখন সিজদা করে, সমস্ত জীন ও ইনসানের সংখ্যা বরাবর সওয়াব পায়। ৬. আত্তাহিয়াতু : পড়ার জন্য বসার মাধ্যমে আইয়ুব ও ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত ছবরকারীর সওয়াব প্রাপ্ত হয়। ৭. দরূদ শরীফ : যতক্ষণ পর্যন্ত দরূদ শরীফ পড়া না হয় সে পর্যন্ত দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যভাগে ঝুলে থাকে। ৮. **সালাম** : নামাযী সালাম ফেরানোর সাথে সাথে জান্নাতের ৮টি দরজা খোলা হয়। নামাযী যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে।

বিয়ে-শাদী ও ইসলামঃ বিয়ে সকল নবী রাসূলের সুন্নাত। ঈসা আলাইহিস সালাম বাদে সকল নবী রাসূলই বিয়ে করেছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন এবং বিয়ে ও ঘর সংসার করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম হল : তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা অধিকতর (সূরা নিসা-৩)। তোমাদের বিধবাদের বিয়ে দাও। আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী, সন্তান দিয়েছি। তারা বলে হে আমাদের রব! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির তরফ থেকে চক্ষুর শীতলতা দান কর; আর আমাদেরকে মোত্তাকীদের ইমাম নিযুক্ত কর (আল কুরআন)। বিয়ের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত হল : বিবাহ আমার অন্যতম সুন্নাত। যে আমার আদর্শকে মহব্বত করে ও আমাকে ভালবাসে, সে যেন আমার সুন্নাত পালন করে। যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। যার যৌন ক্ষমতা আছে সে যেন বিবাহ করে। কারণ এতে নজর বেশী নত থাকে ও লজ্জাস্থানের অধিক হেফাযত হয়। যে লোক আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিয়ে করবে অথবা অন্যকে বিয়ে করিয়ে দিবে, সে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ওলী হওয়ার হকদার হয়ে যাবে। যে বিয়ে করে, সে তার অর্ধেক দ্বীন সংরক্ষিত করে নেয়। অবশিষ্ট অর্ধেকের জন্য তার উচিত, আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করা (আল-হাদীস)।

বিবাহের উদ্দেশ্য পাঁচটি: ১। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত এবং মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা করা আল্লাহ্ তায়ালার মর্জির অনুকূল। এতে মানব জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকে। ২। বিয়ে করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা পাওয়া যায়। মুসলমানের সংখ্যাধিক্য নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ব করতেন। ৩। মৃত্যুর পর নেককার সন্তানের দোয়া আশা করা যায়। ৪। শিশু সন্তান মারা গেলে, সে সুপারিশকারী হবে বলে, আশা করা যায়। ৫। বিবাহের মাধ্যমে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা করা হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার নামায উত্তম, পরিবার পরিজন অধিক, অর্থসম্পদ কম; গিবত করে না; সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে।

কনের গুণাবলীর ক্রমধারা: ১। কনে সতী ও দ্বীনদার হওয়া চাই। ২। সদাচারী হওয়া চাই ৩. গুণ ও রূপ লাবণ্য থাকা চাই। ৪. মোহরানা অল্প হওয়া ৫. কনে বন্ধ্যা না হওয়া ৬. কুমারী হওয়া ভাল ৭. দ্বীনদার পরিবারের। ৮. কনে নিকটাত্মীয়া না হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এতে দুর্বল সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অন্য কোন যোগ্যতা না থাকলেও দ্বীনদারীর ব্যাপারে শিথিলতা নিষেধ। এটাই বর ও কনের মূল যোগ্যতা (ইহ্ইয়া উলূমুদ্দীন)।

বিবাহ্ বন্ধনের শর্ত পাঁচটি: ১. অভিভাবকের অনুমতি ২. বর-কনের সম্মতি ৩. অন্তত দুজন সাক্ষীর উপস্থিতি ৪. ইজাব কবুল হওয়া ৫. বর-কনের মুসলমান হওয়া (ইহ্ইয়া উলূমুদ্দীন)।

বিয়ে তিন ধরনের: ১. যারা রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করে, তারা খ্রীষ্টানদের তরিকার অনুসরণ করছে। ২। যারা ধন-সম্পদ অর্থ কড়ি দেখে বিয়ে করে, তারা ইহুদীদের তরিকার অনুসরণ করছে। ৩। যারা দ্বীনদারী ও আমানতদার দেখে বিয়ে করে, তারা বিশ্বনবীর (সা.) তরিকার অনুসরণ করছে।

স্বামীর কর্তব্য দশটি: ১। বিয়ের ওলিমা মুস্তাহাব। ২। স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা ও দয়া পরবশ হয়ে উৎপীড়ন সহ্য করা। ৩। স্ত্রীর সাথে আনন্দ ফূর্তি করা। ৪। শরীয়ত ও হকের পরিপন্থী স্ত্রীর চাহিদার অনুসরণ না করা। ৫। স্ত্রীর প্রতি খারাপ ধারণা করে গোপন বিষয়ের তালাশ না করা। ৬। একাধিক স্ত্রীর মাঝে

www.pathagar.com

খরচের সমতা প্রতিষ্ঠা করা। ৮। মেয়েদের ঋতু বা হায়েযের হুকুম শিক্ষা করা। ৯। সুন্নাত মত স্ত্রী সহবাস করা। ১০। স্ত্রী ও স্বামীর মাঝে বিবাদ হলে, উভয় পক্ষের একজন করে লোক দিয়ে সালিস ও মীমাংসা করা (ইহ্ইয়া উলূমুদ্দীন)।

ভূমিষ্ঠ সন্তানের প্রতি পাঁচ কাজঃ ১। ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামত দেয়া। ২। ইসলামী ও সুন্দর নাম রাখা। ৩। মুখে মিষ্টি দেয়া। ৪। আকীকা করা। ৫। বড় হতে থাকলে প্রথমে আল্লাহ্ , কলেমা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা এবং দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া।

তালাকঃ ইসলামের বৈধ কাজসমূহের মাঝে এটি নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। অন্যায় উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে তালাক দেয়া হারাম, মহাপাপ। এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা জরুরি।

[বিঃ দ্রঃ অত্র গ্রন্থে বর্ণিত ইসলামী ইলম্ এবং প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নিয়ম, কানুন, আমল ইত্যাদি খুব সতর্কতার সাথে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভেজাল কিতাবাদি থেকে সংগ্রহের পর বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও ভুল হওয়া বা ভুল থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। যেকোন ধরনের দ্বিমত পোষণ বা ভুল মনে হলে গ্রহণযোগ্য কিতাবাদি দেখুন বা যোগ্য আলেম বা ইসলামী চিন্তাবিদ বা মুফতি সাহেবদের সাথে কথা বলুন এবং উত্তর জেনে নিন আর সেভাবেই আমল করুন।]

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
দাওয়াতের কাজের মূলকথা

ছয় নম্বর

নাহ্মাদুহু ওয়া'নুসাল্লী আলা রসূলিহিল কারীম। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অশেষ মায়া, দয়া এবং এহ্সান যে আমরা আশারাফুল মাখলুকাত এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর শতকোটি দরূদ ও সালাম। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হল, দ্বীন। সারাবিশ্বের মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী (সফলতা) রাখা হয়েছে দ্বীনের মধ্যে। দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। দ্বীনের উপর চলাই হচ্ছে মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য। কয়েকটি গুণের উপর মেহনত করে আমল করতে পারলে দ্বীনের উপর চলা সহজ। গুণগুলো হল : ১. কলেমা ২. নামায ৩. ইলম ও যিকির ৪. ইকরামুল মুসলিমীন ৫. তাসহীহে নিয়ত ও ৬. দাওয়াতে তাবলীগ।

১. কলেমাঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লা-হ অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল।

উদ্দেশ্যঃ আমরা যা কিছু দেখি এবং দেখি না, আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু মাখলুক (সৃষ্ট)। মাখলুক কিছুই করতে পারে না, আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ছাড়া। আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন মাখলুক ছাড়া। একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী তরীকায় দুনিয়া এবং আখেরাতের শান্তি ও কামিয়াবী (সফলতা)।

লাভঃ ১. আল্লাহ্ আল কুরআনে ঘোষণা করেছেনঃ বল, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ এবং সফলকাম হয়ে যাও। ২. যে ব্যক্তি একীন ও এখলাসের সাথে এ কলেমা একবার পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার পূর্বের সব গুনাহ্ মাফ করে দিবেন ৩. যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

প্রতিদিন এ কলেমা ১০০ বার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে ৪. হাদীসে এসেছে যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে কলেমা শাহাদাত পাঠ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেন, সে ব্যক্তি যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। ৫. এ কলেমার চেয়ে বড়, আমল আর নেই এবং এ কলেমা, পাঠকারীকে মাফ না করিয়ে ছাড়ে না। ৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঈমানের ৭৭ টি শাখার মধ্যে সর্বোত্তম হল, কলেমা তাইয়্যেব পাঠ করা। শিশুরা যখন কথা বলতে শুরু করে, তখন তাদের এ কলেমা শিক্ষা দাও ৭. শ্রেষ্ঠ যিকির হল, কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা (তিরমিযী) ৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দা যখন এ কলেমা পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তার সমর্থনে বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। ৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে বান্দা অন্তরে বিশ্বাস রেখে এ কলেমার সাক্ষ্য দিয়ে ইন্তেকাল করল, সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে ১০. যখন কোন পাপী ব্যক্তি ইখলাসের সাথে এ কলেমা পাঠ করে, তার শত কোটি পাপ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন। আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহের কোন সীমারেখা নেই। ১১. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে পাক জাতের কসম, যার হাতে আমার জান; যদি সমগ্র আসমান যমীন এক পাল্লায় রাখা হয় আর কলেমা তৌহিদ বা তাইয়্যেব অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কলেমার পাল্লা ভারি হবে। ১২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দিন বা রাতের যখন তখন এ কলেমা পাঠ করবে, তার আমলনামা হতে পাপসমূহ মুছে তার পরিবর্তে নেকী লেখা হতে থাকবে। ১৩. আল্লাহ্ বলেন, নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও কিয়ামতের উপর এবং সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে, তাদের রবের পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না (আল বাকারা-৬২)। ১৪. কুরআনে এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে এমন জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে। সে তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। আর এটাই মহা সফলতা (আন নিসা-১৩) ১৫. ইসলাম ৫টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কলেমা হচ্ছে মাঝের স্তম্ভ (বুখারী, মুসলিম)। ১৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরবর্তী যামানায় যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান আনবে, তারা আমার ভাই (আহমাদ)। ১৭. ফেৎনা ফাসাদের যামানায় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে

www.pathagar.com

ধরবে, তারা শহীদের সওয়াব পাবে (তাবরানী, তারগীব)। ১৮. আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের সাথে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই (পৃথিবীতে) নেতৃত্ব (খেলাফত) দান করবেন (নূর-৫৫)। ১৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার বিরোধিতা করল, সে আমাকে অস্বীকার করল (বুখারী)। ২০. যার অন্তর কলেমা (পড়ার) দ্বারা প্রশান্তি লাভ করবে; তাকে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করবে না (বায়হাকী)।

হাসিলের তরীকা: এ কলেমা আমি বেশী বেশী পাঠ করি আর লাভ জেনে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই এবং দোয়া করি।

২. নামায উদ্দেশ্য: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন এবং সাহাবা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুদেরকে যেভাবে নামায শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে নামায পড়ার যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করা।

লাভ: ১. আল্লাহ্ বলেন, যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ করতে থাক; দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে। যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তখন নামায পড়তে থাক যথা নিয়মে। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া ফরয (সূরা আন নিসা-১০৩)। ২. আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হল, হে মু'মিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন (বাকারা-১৫৩)। ৩. আল্লাহ্ তায়ালার গ্যারান্টি হল, অবশ্যই সফল হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয় ও ধ্যান-খেয়ালের সাথে নামায পড়ে (সূরা মু'মিনূন-১)। ৪. হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে গুরুত্বসহকারে আদায় করবে, আল্লাহ্ তাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ৫. যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হবে, আল্লাহ্ তার জিম্মাদারী নিবেন। ৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোন ব্যক্তির জামাতের নামায একাকী পড়ার চেয়ে ২৫ গুন বেশী ছওয়াব রাখে। ৭. যদি কোন লোক উত্তমরূপে অযু করে নামায আদায়ের নিয়তে মসজিদে গিয়ে দেখে যে, নামায শেষ হয়ে গেছে, তবে সে জামাতে নামায আদায়ের ছওয়াব পাবে। এক বিন্দুও কম করা হবে না (আবু দাউদ)। ৮. আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন যে, হে নবী আপনার পরিবার পরিজনদেরকে নামাযের হুকুম করুন এবং আপনি নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হোন। আপনার নিকট আমি কোন রিযিক চাই না। কেননা রিযিক তো আমিই আপনাকে দান করব (ত্বাহা-১৩২) ৯. নবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাতের অন্ধকারে যারা বেশী বেশী মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামত দিবসে পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান কর (ইবনে মাজা)। ১০. কষ্টের সময় অযু করা, মসজিদে গমন করা এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকা, গুনাহসমূহকে ধৌত করে দেয় (জামে ছগীর)। ১১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার চোখের তৃপ্তি হল, নামায ১২. কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি এটা ঠিক সাব্যস্ত হয়, তবে বাকী আমলও ঠিক বলে প্রমাণিত হবে। আর নামাযে ত্রুটি থাকলে, বাকী আমলও ত্রুটিপূর্ণ হবে। ১৩. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ১৪. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াস্তে চল্লিশ দিন যাবত প্রথম তাকবীরের সাথে জামাতে নামায পড়বে, তার দু'টি লাভ : জাহান্নাম হতে রক্ষা এবং মুনাফেকী হতে মুক্ত থাকা (তিরমিযী)। ১৫. নামায ত্যাগ করা মুসলমানকে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌছে দেয় (মুসলিম)। যে নামাযে ক্বেরাত লম্বা হয়, তা শ্রেষ্ঠ নামায। ১৬. যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করবে, সে নামায কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে, প্রমাণ হবে ও শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় হবে (আহমাদ)। ১৭. কুরআনে এসেছে, মসজিদসমূহকে ঐ সমস্ত লোকই আবাদ করে, যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখে (আত-তাওবা-১৮)। ১৮. জান্নাতের চাবি হল, নামায আর নামাযের চাবি অযু (আহমাদ)। ১৯. যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে (সূরা ইখলাসের কথাও এসেছে) তার বেহেস্তে প্রবেশ করতে শুধু মৃত্যুই বাধা হয়ে রয়েছে (তাবারানী)। ২০. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায গুরুত্ব ও সঠিক সময়ে আদায়ের পুরস্কার পাঁচটি : রিযিকের ফায়সালা, কবরে আযাব মাফ, আমলনামা ডান হাতে পাওয়া, বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার এবং বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ।

হাসিলের তরীকা: পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করি। ওয়াজিব ও সুন্নাতের প্রতি যত্নবান হই। কাযা নামাযগুলো সময় ও সুযোগ মত আদায় করি। নামাযের লাভ জেনে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য দোয়া করি।

৩. ইলম ও যিকির: ইলমের উদ্দেশ্য: আল্লাহ্ কখন কি আদেশ নিষেধ করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা।

www.pathagar.com

ইলমের লাভঃ ১. আল্লাহ্ বলেন, আপনি কুরআন পাঠ করুন, আপনার প্রভু অত্যন্ত দানশীল। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে ঐসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না (সূরা আলাক্ব : ৩-৫)। ২. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, আমি দৃষ্টান্তসমূহ মানুষের উদ্দেশে বর্ণনা করি, বস্তুত জ্ঞানী লোকেরাই তা বুঝতে পারে (আনকাবুত-৪৩)। ৩. আল্লাহ্ তায়ালাকে তার সে বান্দাই ভয় করে যারা জ্ঞানী (আল ফাতির-২৮) ৪. আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে বলেন, হে নবী বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনও এক হতে পারে। আলো ও অন্ধকার কি কখনও এক ও অভিন্ন হতে পারে? (সূরা রা'দ-১৬) ৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন (আল মুজদালা-১১)। ৬. যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন হাসিল করার সময় মারা গেল, সে শহীদি মর্তবা লাভ করবে। ৭. বিশ্বনবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী হল, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্ব শ্রেষ্ঠ, যিনি কুরআন শরীফ শিখেছেন ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছেন (বুখারী)। ৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতের রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতারা তার সম্মানের জন্য পাখা বিছিয়ে দেন। আসমান যমীনের সকল মাখলুক তার জন্য ইস্তেগফারের দোয়া করে। (৯) কোন ব্যক্তি যখন কোন সূরা পাঠ করে, ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে (সূরা শেষ না করা পর্যন্ত)। (১০) যার অন্তরে কুরআনের শিক্ষা নেই, তা বিরান ঘর সমতুল্য (তিরমিযী)। (১১) কালামে পাক অন্তরের যাবতীয় রোগ দূর করার এবং সূরা ফাতিহা যাবতীয় রোগ মুক্তির উপায়। (১২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সঞ্চয়ের জন্য কুরআন পাক তিলাওয়াত করাই যথেষ্ট। (১৩) ইলম শিক্ষা করার জন্য যে লোক ঘর হতে বের হয় এবং সে অবস্থায় মারা যায়, সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। (১৪) তুমি যদি দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা হতে মুক্ত থাকতে চাও, তবে কালামে পাকে লিপ্ত (সম্পৃক্ত) হও। (১৫) ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরয (ইবনে মাজা)। (১৬) যে কুরআন শরীফ পড়বে এবং এর উপর আমল করবে, তার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন, নূরের মুকুট পরান হবে (আবু দাউদ) (১৭) আল কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা ১০০ রাকাত নফল (নামায) হতে উত্তম। ইলমের ১টি অধ্যায় শিক্ষা করা, চাই তা আমল করা হোক বা না হোক; হাজার রাকাত নফল পড়া হতে উত্তম (ইবনে মাজা)। (১৮) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কুরআনের চাইতে, বড়

www.pathagar.com

সুপারিশকারী আর কেহ হবে না, কোন নবীও নয় এবং কোন ফেরেশতাও নয় (শরহে ইহইয়া)। (১৯) যে ব্যক্তি রাতে ১০টি আয়াত পাঠ করল, সে রাতে সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না (হাকেম)। (২০) যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়েছে, তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, এর হালাল ও হারামকে সঠিকভাবে জেনেছে; আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন ১০জনকে কবুল করবেন, যাদের জন্য দোযখ অবধারিত ছিল (তিরমিযী)।

হাসিল করার তরীকা: ইলম দুভাবে শিখি। ফাযায়েলে ইলম ও মাসায়েলে ইলম। ফাযায়েলে ইলম, আমরা কিতাবের তালীমি হালকা থেকে শিখি। আর মাসায়েলে ইলম, উলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে জেনে নেই। ইলমের লাভ জেনে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও সবার জন্য দোয়া করি।

যিকিরের উদ্দেশ্য: সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণকে অন্তরে জিইয়ে রাখা।

যিকিরের লাভ: (১) আল্লাহ্ বলেন, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আমার শোকর আদায় কর, আমার না শোকরী কর না (বাকারা-১৫২)। (২) আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যিকিরের শিক্ষা দেন এভাবে, তথায় তাহাদের বাক্য হবে সুবাহানাল্লাহ; পরস্পরের সালাম হবে, আসসালামু আলাইকুম এবং তাদের শেষ বাক্য হবে আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন (ইউনুস)। ৩. যারা আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর ইবাদতে লজ্জা বোধ করে না এবং ক্লান্তও হয় না। দিনে ও রাতে বিরামহীনভাবে তাসবীহ পাঠ করবে (আম্বিয়া-২০)। ৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতারা নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ, তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ পাঠাতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক (আল আহযাব-৫৬)। ৫. যে ব্যক্তি যিকির করতে করতে জিহ্বাকে তর তাজা রাখবে, কিয়ামতের দিন সে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ৬. যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পর সুবহানাল্লাহ-৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ-৩৩ বার, আল্লাহু আকবার-৩৪ এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহু আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির" একবার পড়বে; তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হলেও তা মাফ হয়ে যায় (মুসলিম)। ৭. যারা যিকিরে মগ্ন থাকবে, তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ৮. যিকিরের মজলিস ফিরিশতাদেরই মজলিস ৯. আল্লাহ্ বলেন, তুমি ফজর আর আসর নামাযের পরে কিছুক্ষণ করে আমার যিকির কর। আমি মধ্যবর্তী সময়ের জন্য যথেষ্ট হব। ১০. আল্লাহ্

যিকিরকারীদের জন্য ফিরিশতাদের উপর গর্ব করে থাকেন। ১১. যিকির আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ। তাই আরামের সময় আল্লাহ্ তায়ালার যিকির করবে; বিপদের সময় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে স্মরণ করবেন। ১২. যিকিরের সাথে নির্জনে ক্রন্দন করলে, কিয়ামতের ভয়াবহ রৌদ্রতাপে, মানুষ যখন দিশাহারা হয়ে যাবে, তখন সে আরশের নীচে ছায়া পাবে। ১৩. যিকির বেহেশতের চারা গাছের সমতুল্য ১৪. যিকির অন্তর হতে চিন্তাকে দূর করে দেয়। মাছের জন্য পানি যেমন জরুরি, অন্তরের জন্য যিকির তেমন জরুরি। যিকির পেরেশানি (টেনশন) থেকে রক্ষা করে ১৫. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর একবার দরূদ পাঠ করলে, আল্লাহ্ ১০টি গুনাহ মাফ করেন, ১০টি রহমত নাযিল করেন, ১০টি দরজা বুলন্দ করেন এবং ১০টি নেকী আমলনামায় যোগ করেন। ১৬. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম আমল সম্বন্ধে বলেন যে, এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসে যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহ্ তায়ালার যিকিরে ভিজা থাকে (ইবনে সুন্নী, মাজমায়ে যাওয়াযেদ)। ১৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বেহেস্তবাসীরা ঐ সময়ের জন্য আফসোস করবে, দুনিয়াতে যে সময় আল্লাহ্ তায়ালার যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে (তাবারানী, বায়হাকী)। ১৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে লোক আল্লাহ্ তায়ালার যিকির করে আর যে করে না, তাদের উদাহরণ হল, জিন্দা ও মুর্দার ন্যায় (বুখারী, মুসলিম)। ১৯. যে মজলিসে আল্লাহ্ তায়ালার আলোচনা হয় বা মানুষ যিকিরে মগ্ন থাকে, ফিরিশতারা উক্ত জামাতকে ঘিরে লয়; আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাদেরকে ঢেকে লয়; তাদের উপর সাখীনা (শান্তি) অবতীর্ণ হয়; ফিরিশতারা সে মজলিস নিয়ে আলোচনা করে (মুসলিম)। ২০. আল্লাহ্ বলেন, বান্দা যখন প্রত্যেক গুনাহের পর কাকুতিমিনতির সাথে তওবা করতে থাকে, আমি তার তওবা কবুল করতে থাকি (বুখারী)।

যিকির হাসিল করার তরীকা: শ্রেষ্ঠ যিকির লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। উত্তম যিকির কুরআন তিলাওয়াত করা। সকাল বিকাল তিন তাসবীহ্ আদায় করা। কলেমা সাওম : সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার (১০০ বার)। ইসতেগফার : আসতাগফিরুল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যোয়ালিমিন (১০০ বার)। দরূদ শরীফ : আল্লাহুমা সাল্লিয়ালা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যাল উম্মিয়ে ওয়া আলা আলি সাল্লিম তাসলিমা (১০০ বার)। যিকিরের লাভ জেনে সবাইকে দাওয়াত দেই ও দোয়া করি।

www.pathagar.com

৪. একরামুল মুসলিমীনঃ উদ্দেশ্যঃ প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের কিমত ও মূল্য জেনে তার সম্মান করা। সমস্ত মাখলুকের উপকারের চেষ্টা করা।

লাভঃ ১. মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (আল হুজুরাত-১০)। ২. আর তারা আল্লাহ্র মহব্বতে দরিদ্র, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই খাদ্য দান করে, এর বিনিময়ে না কোন প্রতিদান, না কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আশা করে (আদ-দাহ্র ৮-৯)। ৩. আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হল, তোমরা আল্লাহ্রই ইবাদত কর, তার সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, আত্মীয় স্বজনের সাথে, ইয়াতীমদের সাথে, দরিদ্রদের সাথে, নিকট ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথে, সহচরদের সাথে, পথিকদের সাথে, নিজেদের অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এরূপ লোকদের ভালবাসেন না, যারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্মগর্ব করে (সূরা আন নিসা-৩৬)। ৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ এবং তোমরা একে অপরকে হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু (আন নিসা-২৯)। ৫. যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করার চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে দশ বছর ইতেকাফ করার ছওয়াব দিবেন (তাবরানী)। ৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো কোন দ্বীনি বা দুনিয়াবি প্রয়োজনে তাকে খুশী করার জন্য কোন হাজত বা ইচ্ছা পুরা করল, তাতে নিঃসন্দেহে আমাকেই খুশী করল। যে আমাকে খুশী করল, বস্তুত সে আল্লাহ্ তায়ালাকেই খুশী করল। যে আল্লাহ্কে খুশী বা সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ৭. যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের একটি হাজত (প্রয়োজন) পুরা করবে, সে হজ্জ বা ওমরা পালনকারী ব্যক্তির ন্যায় ছওয়াব পাবে। ৮. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে (মুসলিম, আবু দাউদ)। ৯. যে লোক (দুনিয়াবাসীর) উপর দয়া করে, আল্লাহ্ তার উপর দয়া করেন। তোমরা যমীন বাসীদের উপর দয়া কর, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন (আবু দাউদ)। ১০. কোন মুসলমান ভাইয়ের একটি হাজত পুরা করলে, আল্লাহ্ তার ৭৩ টি হাজত পুরা

www.pathagar.com

করেন। একটি পৃথিবীতে ৭২ টি আখেরাতে। ১১. তিন প্রকার লোককে সম্মান করা আল্লাহ্ তায়ালাকে সম্মান করার মতই- বৃদ্ধ মুসলমান, কুরআনের বাহক যিনি কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন করেন না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা (আবু দাউদ, তারগীব)। ১২. যে বিপদগ্রস্ত মুসলমানকে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তাকে সেদিন সাহায্য করবেন, যেদিন সে সাহায্যের মুহতাজ (মুখাপেক্ষী) হবে। ১৩. এক দুষ্টচরিতা মেয়েলোককে শুধু একারণেই মাফ করা হয়েছে যে, সে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক কলিজা ধারীর প্রতি দয়া করার মধ্যে সওয়াব রয়েছে (বুখারী, মুসলিম)। ১৪. যে মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে সকালে দেখতে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করে আর যখন সন্ধ্যায় দেখতে যায়, সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং বেহেশতে সে একটি বাগান পায় (তিরমিযী)। ১৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে তার উচিত, সে যেন আপন মেহমানের একরাম করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তিনবার বলেছেন (আহমাদ)। ১৬. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ বান্দা সবচেয়ে সম্মানিত, যে প্রতিশোধ নেয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অপরকে ক্ষমা করে দেয় (বায়হাকী)। ১৭. হযরত আনাস রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ বৎসরের খেদমত করেন। তিনি বলেন, বিগত দশ বৎসরে তিনি আমাকে উহ্ পর্যন্ত বলেন নাই এবং কখনও বলেন নাই যে, তুমি অমুক কাজ কেন করলে না? বা অমুক কাজ কেন করলে? (আবু দাউদ)। ১৮. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ঐ সময় পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য উহাই পছন্দ না করবে, যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে (বুখারী)। ১৯. কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখল এবং ঐ অবস্থায় মারা গেল, সে দোযখে যাবে (আবু দাউদ)। ২০. ঐ ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না, যে নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে (তাবারানী)।

রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আলেমকে তাজিম করে না এবং বড় কে শ্রদ্ধা করে না সে আমার উম্মত নয়।

হাসিল করার তরীকাঃ আমরা আলেমদের তাজিম করি, বড়দের শ্রদ্ধা করি,

www.pathagar.com

ছোটদের স্নেহ করি। এর ফযিলত জেনে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও সবার জন্য দোয়া করি। ইখলাসই আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য।

৫. তাসহীহে নিয়তঃ উদ্দেশ্যঃ আমরা যে কোন কাজ করি, তা আল্লাহ্ তায়ালাকে রাজি খুশী করার জন্যই করি। ইখলাসই আল্লাহপাকের কাছে গ্রহণযোগ্য।

লাভঃ ১. নিয়তকে সহী করে সামান্য খুরমা দান করলে আল্লাহ্ তাকে বাড়িয়ে উহুদ পাহাড় পরিমাণ ছওয়াব কিয়ামতের দিন দান করবেন। আর নিয়ত সহীহ না করে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। ২. আল্লাহ্ বলেন, বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য (যুমার-৩)। ৩. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশ হল, আপনি বলে দিন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, এরূপে আল্লাহ্র ইবাদত করি, যেন তারই জন্য ইবাদতকে খাঁটি রাখি (আল যুমার-১৯)। ৪. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখে, তবে সে যেন নেক কাজ করতে থাকে এবং আল্লাহ্র ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে (আল কাহফ-১১০)। ৫. আল্লাহ্ সমীপে না উহাদের (কুরবানীর) গোশত পৌছে, আর না উহাদের রক্ত; তার নিকট তোমাদের তাকওয়া পৌছে থাকে (সূরা আল হাজ-৩৭)। ৬. কেহ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে আর কেহ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে (যিলযাল ৭-৮)। ৭. আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হল, অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না (সূরা লোকমান-১৮)। ৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল (বুখারী)। ৯. আল্লাহ্ মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে শুধু সে আমলকেই পছন্দ করেন, যা ইখলাসের সাথে করা হয়েছে এবং উহাতে শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাজি খুশীই উদ্দেশ্য ছিল (নাসাঈ)। ১০. যে ব্যক্তি লোকদেরকে নারাজ করার চিন্তা ছেড়ে, আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির খোঁজে লেগে যায়, আল্লাহ্ তাকে মানুষের নারাজির ক্ষতি হতে রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার চিন্তা ছেড়ে মানুষকে রাজি করার পিছনে লেগে যায়, আল্লাহ্ তাকে মানুষের হাওলা করে দেন (তিরমিযী)। ১১. যে লোক তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নিয়তে রাতে ঘুমাতে যায়, কিন্তু ঘুম বেশী হওয়ার কারণে যদি উঠতে নাপারে সকালেই চোখ খোলে। তার আমলনামায় তাহাজ্জুদের সওয়াব লেখা হয় এবং তার ঘুম রবের পক্ষ থেকে হাদীয়াস্বরূপ দেয়া হয় (নাসাঈ)। ১২. নবী

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি যা কিছু আল্লাহ্ তায়ালার রাজী করার জন্য খরচ কর, তোমাকে অবশ্যই এর সওয়াব দেয়া হবে। এমনকি স্ত্রীর মুখে যে লুকমা দাও। ১৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সামান্য লোক দেখানও শিরক (ইবনে মাজা)। ১৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দ্বীনের কাজে এখলাসের প্রতি গুরুত্ব দিবে। এখলাসের সাথে অল্প আমলই যথেষ্ট। ১৫. কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করা হবে, যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন আজ তার প্রতিদান তার কাছ থেকেই চেয়ে নেয়। কারণ আল্লাহ্ যে কোন প্রকার অংশীদারিত্ব হতে মুক্ত (তিরমিযী ও মিশকাত)। ১৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইলম শিখেছে বা শিখিয়েছে, সে যেন দোযখে আপন ঠিকানা বানিয়ে লয় (তিরমিযী)। ১৭. আল্লাহ্পাক তোমাদের বাহ্যিক আকার আকৃতি এবং তোমাদের ধনসম্পদ দেখেন না বরং তোমাদের দিল (অন্তর) ও তোমাদের আমল দেখেন (মুসলিম)। ১৮. যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নাম ও খ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরিয়ে, তাতে আগুন ধরিয়ে দিবেন (ইবনে মাজা) ১৯. যে চক্ষু আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে ক্রন্দন করে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। ২০. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়েছে সে শিরক করেছে। যে লোক দেখানোর জন্য রোযা রেখেছে, সে শিরক করেছে। যে লোক দেখানোর জন্য সাদাকা করেছে। সে শিরক করেছে (মুসনাদে আহমদ)।

হাসিল করার তরীকা: প্রত্যেক কাজ করার পূর্বে লক্ষ্য করি যে, এতে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা ঠিক আছে কিনা? আল্লাহকে রাজি খুশী করার জন্য করছি কি না? কাজের মাঝে নিজের নিয়্যতকে পুনরায় যাচাই করি এবং কাজের শেষে তওবা ও এস্তেগফার পড়ি। এর লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই এবং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য দোয়া করি।

৬. দাওয়াত ও তাবলীগ: উদ্দেশ্য: আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দেয়া জান মাল সময় নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়ে জান মাল ও সময়ের সহীহ ব্যবহার শিক্ষা করা। ঈমান ও আমলের উপর মেহনত করে তা হাসিল করা।

লাভ : ১. কুরআনে এসেছে, তোমাদের মাঝে এরূপ একটা দল থাকা আবশ্যক, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করে; সৎকাজের আদেশ করে ও

www.pathagar.com

অসৎকাজ করতে নিষেধ করে। আর এরূপ দলই পূর্ণ সফলকাম হবে (আল ইমরান-১০৪)। ২. তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদেরকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ (আল-ইমরান-১১০)। ৩. আল্লাহ পাক বলেন, হে মু'মিনগণ তোমাদিগকে কি এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দান করব, যা তোমাদেরকে কঠোর আযাব হতে রক্ষা করবে? তা হল, তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর ঈমান আনবে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে মেহনত করবে। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ (সূরা আস সফ-১০)। ৪. হে ঈমানদারগণ তোমাদের কি হল? যখন তোমাদেরকে বলা হল যে, বের হও আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায়, তখন তোমরা মাটি কামড়িয়ে থাক; তবে কি তোমরা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত দুনিয়ার জীবনের ভোগ বিলাস তো, আখেরাতের তুলনায় কিছুই নহে, অতি সামান্য (আত-তওবা-৩৮)। যদি তোমরা (আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায়) বের না হও, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করবেন, আর তোমরা আল্লাহপাকের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহপাক সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান (আত তাওবা-৩৯)। ৫. সে ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্ তায়ালার দিকে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং বলে, আমি মুসলমানদের মধ্য হতে একজন (হা-মীম সিজদাহ-৩৩)। ৬. আল্লাহ্ তায়ালার মসজিদ আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (আত তাওবা-১৮)। ৭. হে নবী আপনি বলুন, এটাই আমার রাস্তা, আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্‌র দিকে (মানুষকে) ডাকি এবং যারা আমার অনুসারী তারাও (তাদেরও একই কাজ) (ইউসুফ-১০৮)। ৮. হে বস্ত্রাবৃত রাসূল, আপনি উঠুন, আর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং আপনার রবের বড়ত্ব বর্ণনা করুন (মুদদাসসির ১-২)। ৯. হে নবী! আপনি দ্বীনের আলোচনা (স্মরণ) করতে থাকুন; নিশ্চয়ই এ স্মরণ করানো তাদের উপকার করবে (আল যারিয়াত-৫৫)। ১০. যারা আমার দ্বীনের জন্য মেহনত করে আমি তাদের জন্য আমার হেদায়েতের রাস্তা খুলে দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন (আনকাবুত-৬৯)। ১১. হালকা হও বা ভারী হও

(সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হও এবং মেহনত কর আল্লাহ্র পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে (আত তাওবা-৪১)। ১২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার (পৌছে দাও) কর (বুখারী)। ১৩. যখন আয়াত নাযিল হল, আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে উচ্চঃস্বরে দাওয়াত দিলেন। সে দাওয়াত শুনে তার আপন চাচা আবু লাহাব নবীজির ধ্বংস কামনা করল ও পাথর মারল (নাউযুবিল্লাহ) এবং তখন সূরা লাহাব নাযিল হয়। ১৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এভাবে শুরু হল যে, তারা পরস্পরকে অসৎ কাজে নিষেধ করত এবং তাদের সাথে খানাপিনা, ওঠাবসা অব্যাহত রাখত। একসময় আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার ত্যাগ করল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর দিয়ে বলেন যে, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের হুকুম কর এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান কর; যালেমের যুলুমের হাতকে ফিরিয়ে রাখতে থাক; তাকে হক কথার দিকে টানতে থাক; তাকে হকের উপর বলবৎ রাখ (আবু দাউদ)। ১৫. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে এত ভয় দেখান হয়েছে যে, কাউকে এত ভয় দেখান হয় নাই। আল্লাহ পাকের রাস্তায় আমাকে এত যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে যে, আর কাউকে এত যন্ত্রণা দেয়া হয় নাই। ৩০ দিন ৩০ রাত আমার উপর এরূপ অতিবাহিত হয়েছে যে, আমার ও বেলালের জন্য এমন কোন খাবার জিনিস ছিল না, যা কোন প্রাণী খেতে পারে। শুধু এ পরিমাণ ছিল যা, বেলালের বগলতলা ধারণ করতে পারে অর্থাৎ অতি সামান্য (তিরমিযী)। ১৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি দুনিয়ার দাম আল্লাহ্ তায়ালার কাছে একটি মশার পাখার সমানও হত, তবে আল্লাহপাক কোন কাফেরকে দুনিয়া হতে এক ঢোক পানি পান করাতেন না (তিরমিযী)। ১৭. যে ব্যক্তির চেহারা আল্লাহ্র রাস্তায় ধূলিময় হয়, আল্লাহপাক অবশ্যই ঐ চেহারাকে কিয়ামতের দিন রক্ষা করবেন। যার পা আল্লাহ্র রাস্তায় ধূলিময় হবে, আল্লাহপাক তার পা'কে জাহান্নামের আগুন হতে অবশ্যই রক্ষা করবেন (বায়হাকী)। ১৮. আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল, দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম (বুখারী)। ১৯. আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা, আপন ঘরে সত্তর বছর নফল নামায পড়া থেকে উত্তম

www.pathagar.com

(তিরমিযী)। ২০. আল্লাহ্র রাস্তায় থাকাবস্থায় যার সামান্য মাথাব্যথাও হয়, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় (তাবারানী)। ২১. আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তার একবেলা জমিনের উপর ও দুনিয়ার ভিতর যা কিছু আছে, তা খরচ করার চেয়েও উত্তম (তিরমিযী)। ২২. যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে বসে আল্লাহ্র তায়ালার রাস্তায় দান করে, সে এক টাকার বিনিময়ে ৭০০ টাকা ছদাকা করার সওয়াব প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহ্র রাস্তায় গিয়ে খরচ করে, সে এক টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকা ছদাকা করার সওয়াব পায়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন, "যাকে ইচ্ছে আল্লাহ অগণিত সওয়াব দান করেন" (ইবনে মাজা)। ২৩. আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় নামায, রোযা ও যিকিরের সওয়াব আল্লাহ্র রাস্তায় খরচের তুলনায় ৭০০ গুন অধিক (আবু দাউদ)। ২৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় যে কোন আমলের সওয়াব = ৭ লক্ষ × ৭০০ গুন = ৪৯ কোটি গুন পাওয়া যায়। এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় গিয়ে একবার সুবহানাল্লাহ বলা, সাধারণভাবে একবার সুবহানাল্লাহ বলার তুলনায় ৪৯ কোটি গুন অধিক সওয়াব হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, একজন লোক যদি দিনরাত সারাক্ষণ (২৪ ঘণ্টা) সুবহানাল্লাহ এর যিকির করে, তবে ৪৯ কোটি বার তা বলতে, তার ১৬ বছর সময় লাগবে। তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাস্তায় বের হয়ে প্রতিটি আমলের মর্তবা কত হতে পারে তা স্বাভাবিক ভাবেই অনুমেয়। ২৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ্র নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের (জিসমসাদারের) আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের নাফরমানী করল, সে আমার নাফরমানী করল (ইবনে মাজা)। ২৬. আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় একরাত পাহারা দেয়া ঐরূপ হাজার রাতের চেয়ে উত্তম, যাতে সারারাত দাঁড়িয়ে নামায পড়া হয় এবং সারা দিন রোযা রাখা হয় (মুসনাদে আহমাদ)। ২৭. হে লোকসকল! আল্লাহপাক বলেন, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে থাক। হয়ত, এমনসময় আসবে, যখন তোমরা প্রার্থনা করবে, আমি কবুল করব না, তোমরা সওয়াল করবে, কিন্তু আমি তা পূর্ণ করব না, আর তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য চাইবে কিন্তু আমি সাহায্য করব না (ইবনে মাজা) ২৮. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয় এবং কওমের লোকেরা শক্তি থাকার পরও, তাকে বাধা

www.pathagar.com

প্রদান না করে, তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই সে কওমের (জাতির) উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতীর্ণ হবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)। ২৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে ব্যক্তি আমার উম্মত নহে, যে আমাদের ছোটদের দয়া করে না, আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান করে না, সৎকাজে আদেশ করে না এবং অসৎকাজে নিষেধ করে না (তিরমিযী)। ৩০. আল্লাহপাকের রাস্তার একদিন, হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম (নাসাঈ)। ৩১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, যদিও তোমরা নিজেরা সকল প্রকার সৎকাজের অনুসারী হতে সক্ষম না হও এবং মন্দ কাজ হতে অন্যদেরকে বিরত থাকার আহ্বান জানাবে, যদিও তোমরা নিজেরা মন্দকাজ পুরাপুরি বর্জন করতে সক্ষম না হও। ৩২. যারা দাওয়াতে তাবলীগের মেহনতকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে কাজ করবে, তাদের হাশর, নবী, সালেহীন, শহীদ সিদ্দিকীনদের সাথে; তাদের হাশর মুহাজির ও আনছারদের সাথে। ৩৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মেহনত ও উপদেশ দ্বারা যদি একজন লোকও সৎপথে (দ্বীনের পথে) আসে, তবে তা তোমার লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করা অপেক্ষাও অধিক শ্রেয়। (কেননা দ্বীনের পথে আগত নতুন মুসলমানের পরবর্তী বংশধরসহ আমলের বদলা চালু থাকবে আর তোমার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে।) ৩৪. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বেশী গুরুত্ব দিবে তখন ইসলামের মর্যাদা তাদের মন হতে উঠে যাবে; যখন তারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ছেড়ে দিবে, তখন ওহীর বরকত হতে বঞ্চিত হবে। আর যখন তারা পরস্পর গালিগালাজ করবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে (তিরমিযী)। ৩৫. নিঃসন্দেহে আল্লাহপাক মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের জান ও মালকে, জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন (আত তওবা-১১১)। ৩৬. হে মু'মিনগণ! ব্যয় কর সেসব বস্তু যা আমি তোমাদের দিয়েছি; সেদিন আসার পূর্বে যেদিন না কোন ক্রয় বিক্রয় হবে; না কোন বন্ধুত্ব হবে; না কোন কোন সুপারিশ চলবে। আর কাফিররাই অবিচার করে (বাকারা-২৫৪)। ৩৭. হে ঈমানদাররা, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্য কর তবে আল্লাহ্‌পাকও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় তোমাদের দৃঢ়পদ রাখবেন (মুহাম্মদ-৭)। ৩৮. যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় আমি তাঁর ফসলে উন্নতি দান করব। আর যে দুনিয়ার ফসল চায়, আমি তাকে দুনিয়া হতে সামান্য কিছু দিব, কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নাই (শুরা-২০)। ৩৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম

www.pathagar.com

করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের (জান্নাতের) উদ্যান (কাহফ্-১০৭)। ৪০. আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ (নাহ্ল-১২৮)।

হাসিল করার তরীকা: জীবনে তিন চিল্লা (৪০×৩ = ১২০ দিন) দিয়ে একাজকে শিখি। এরপর বছরে ৪০ দিন, মাসে ৩ দিন, সপ্তাহে দুই গাশ্‌ত, প্রতিদিন আড়াই ঘন্টার মেহনত, দুই তা'লীম এবং মহল্লার মসজিদের সাথীদের সাথে মাশোয়ারা করি। মৃত্যু পর্যন্ত একাজ করার নিয়ত করি। ইনশাআল্লাহ্ আমি দাওয়াত ও তাবলীগের নবীওয়ালা একাজ করতে রাজি আছি। আপনারা তৈরী আছেন তো। ইনশাল্লাহ! খুশী খুশী মনে বলুন। নিয়ত করি ভাই।

www.pathagar.com

Six Points of Dawate Tabligh

It will be very easier for us to act on the whole of Din (Islam) if we can attain some qualities by hard labour. These qualities are: 1) Kalima. 2) Salaat (Namaz). 3) Ilm and Zikir. 4) Ikramul Muslemin. 5) Tashiha Neiyat & 6) Dawate Tabligh.

1. Kalima: La ilaha illallahu, Muhammadur-Rasullallah.

Meaning: There is no God except Allah and Hazrat Muhammad Sallallahu Alihe Ossallam or Peace Be Upon Him (PBUH) is His Messenger.

Aim: Whatever we see or don't see, all around us except Allah, they are all Moqluk (or creatures). The Moqluk cannot do anything without the commandment of Allah. Allah does every thing without the help of anything. Peace and success lies only in the way of Hazrat Muhammad (PBUH) both in this world and in the hereafter, There is no peace and success in any other way.

Benefit: 1. Whoever reads this Kalimah once with Yakin and Ikhlas (i, e with pure believe), Allah will forgive all his past sins. 2. Prophet Muhammad (PBUH) said, A person who recites this kalima 100 times daily, he will be raised up with his face shining like the full moon on the day of Resurrection (Kiama). 3. According to one Hadith, read the Kalima 100 times daily. For it's best compensation for one's sins, and no good deed is better than it. 4. Prophet Muhammad (PBUH) said, Kalima is havier than whole universe, more costly than entire creation by Almighty. 5. Keep your faith fresh by reading & observing this kalima. 6. Allah says, Any who believe in Allah and the last

www.pathagar.com

day, and work righteousness, shall have their reword with lord on them shall be no fear, nor shall they grieve (Baqarah-62). 7. Allah says, those who believe Allah and his messenger will be admitted to gardens with rivers following beneath, to abide there in (forever) and that will be the supreme achievement (Nisa-13).

Process of gain: We should read this kalima more and more and by knowing it's benefits we shall invite others also to do so and we shall pray.

2. Namaz (or salaat): Aim: The way our Prophet Muhammad (PBUH) offer His prayers and taught His followers (i. e Sahaba R.) we must try to offer our prayers in the same way.

Benefit: 1. Allah says, to His Prophet (PBUH) : And enjoin salaat upon thy people & be constant therein. I ask not of thee a provision. I provide it for thee and the hereafter is for the righteousness. 2. Prophet (PBUH) Says, whoever gave up the prayer, he will be raised among Karun, Haman, Ubai bin Khalf on the day of resurrection (kaima). 3. One's sins between one prayer (salaat) to another are forgiven by Allah. 4. If one has a rivers (stream) at his/her door. And he/she has a bath in it, five times a day, he/she will have no dirt on his body. Similarly if one Performs the prayer five times a day his/her sins will be pardoned (forgiven) by Allah and he will be clean of them. 5. According to a Hadith, the Holy prophet intened to burn the houses of those who did not visit the Mosque to perform the prayer (Salaat) with Jamaat (congregation); but He abstained from doing so, because of children and women. 6. Prophet (PBUH) says, If one's offer his salaat properly, he will get five benefit : Allah will give provision, protection in kabhr (grave), Hashr, Pulsiraat and give Heaven without judgements. 7. To

www.pathagar.com

discard salaat is to be linked with kufr (non-belief). 8. A salaat with Jamaat is twenty seven times superior to salaat performed individually. 9. The Prophet (PBUH) says, A person who in all sincerity, is constant in his salaat with jamaat for 40 days without missing the first Takbir, receives two awards : one for deliverance from hell and the other for freedom from Nifaq (hypocracy).

Process of gain: We should say our fardh (mandatory) salaat with jamaat and should be regular in offering wazibats, Sunnats & Umri kaza with care. By knowing its benefit we shall invite others also to do so and we shall pray for all.

3. Ilm and Zikir: Aim of Ilm: After fully knowing the orders and prohibitions of Allah, we should execute them according to the way of Hazrat Muhammad (PBUH).

Benefit of Ilm: 1. Whoever goes out in search of religious knowledge, Allah makes easy for him the way to heaven. 2. Allah says in the Quran, say, are those who know, equal to those who know not? 3. Prophet (PBUH) says, the acquisition of islamic knowledge is incumbent (the must) on every muslim, is like one who has already observed Allah's commandments. 4. Any one who shows the right path to a muslim, is like one who has already observed Allah's commandments. 5. Anyone who died during the period of attaining knowledge about islam, his class in paradise will be one stage below the holy prophet. 6. The best person among you is he, who has learned the holy Quran and then teaches it to other muslim. 7. Whoever left his home for the sake of knowledge, he will be honoured as one, who has entirely devoted himself to Allah.

Process of gain Ilm: We should learn Ilm in two ways : Fajael Ilm and Masael Ilm. We shall learn Fajael Ilm from Halkae

Talim and Masael Ilm from any experienced & honest Alim (Muslim Scholar, intellectual). By knowing the benefits of Ilm, we shall invite others to do so and pray for all of them.

Aim of Zikir: Zikir means the remembrance of Allah. Always to keep in mind the name of Allah, not to forget him even in a single moment. We must remember him in every work of our life. Such as- while walking, sleeping, in marriage, business, working, making relation etc.

Benefit of Zikir: 1. Allah says in Quran, remember me, I will remember you, and be grateful to me and never be ungrateful to me. 2. Allah says, I am with my slave, who remembers me. 3. The prophet (PBUH) says, those whose tongues remain busy in the Zikir of Allah will enter paradise rejoicing. 4. When any gathering ended without remembering Allah, be sure that, such an assembly will be a sorrow to them on the day of judgement. 5. One who remember Allah most often is among the negligent just as a lamp in a dark house. 6. The prophet (PBUH) says, one who remembers Allah, is remembered by Him among His angels. 7. According to a Hadith, any one who remembers Allah most often is so much preferable to a person, who distributes a great amount of money in the way of Allah.

Process of gain Zikir: We shall do the zikir of Allah more and more. We should also complete three tasbies in every morning and evening in the following way : Kalima Saum 100 times; Any Aestegfar -100 times; Any Darud sharif 100 times. And also dua Masnun in all necessary places. By knowing its benefit we should invite others to do so and pray for all of them.

4. Ikramul Muslemin: Aim: To honour every muslim according to one's status and value. We should also do good to all creatures of Allah.

www.pathagar.com

Benefit: 1. The prophet (PBUH) says, If any muslim goes out to help his muslim brother in his necessity, that service shall be better for him than to perform Itikaaf for Ten years in mosque. 2. Prophet (PBUH) says, Allah will not show mercy to him, who does not show mercy to others. 3. As per one Hadith, he is not one of us, who does not respect our elders and does not show mercy to our youngers and is not respectful to our scholars. 4. According to a Hadith, only a hypocrite could insult three persons : an aged muslim, a religious scholar, a muslim king observes justice. 5. Holy prophet (PBUH) says, a true muslim is he, who does not offend any other muslim with his tongue or hand. 6. When a muslim leaves his home to see another muslim, 70 thousand angels see him off and all of them bless him with the marcy of Allah. 7. Only that person in your chief in a journey, who serves his companions best, no one can supercede such a person except a martyr.

Process of gain: We shall respect our elders, shall show mercy to our youngers, and shell pay due respect to our muslim scholars. We shall do Ikram more and more and invite others to do so and we shall pray for all.

5. Tashiha Niyyat: Aim: Whatever we do, we must do that only for the pleasure of Allah. Intention should be pure.

Benefit: 1. If any body gives a date with Ikhlas (only to satisfy Allah), Allah will increase it, like the mountain of Uhud. On the other hand, If any body gives a whole mountain of gold without Ikhlas (to satisfy any one except Allah), Allah will not accept if even like a date. 2. Prophet (PBUH) says, The reward for your deeds depends entirely on your intention, and every one is paid in accordance with the nature of his intentions. 3. According to a Hadith, All the deeds of human being will be gathered

together before Allah, on the day of judgement of them, only the deeds which one purely done for Allah will be separated and the rest will be thrown into hell. 4. Prophet (PBUH) says, another name of faith is Ikhlas (sincerity to Allah). 5. Prophet (PBUH) says; observe sincerity in your deeds then ever few good deeds will have the reward of great virtues for you. 6. Prophet (PBUH) says, only that person fights in the way of Allah, who wants to propagate & establish the truth, will be rewarded otherwise your heroism will not accept to Allah. 7. The inspiration has come to me that your God is one God whoever expects to meet his lord, let him work righteousness and in the warship of his lord admit to one as partner (Al kahf-110).

Process of gain: We should do every amal with Ikhlash from the beginning to the end of our amals, we must some times justify our niyyat wheather our niyyat is right or wrong. If it is ok, we will continue, if not, then we should rectify it with aestagfar. By knowing its benefit we shall invite others and pray for all.

6. Dawat O Tabligh: Aim : To go out in the path of Allah with Allah's gifted wealth and life to learn their proper use.

Benefit: 1. If anybody spends only one taka or, dollar for his necessity in the path of Allah, he would get virtues of 7 lac taka or dollar sadaka and would get virtues of 49 crore multiple of any physical amal. 2. In Quran Allah says, there must be a group among you, who should invite people good and should induce them to legal things and should prevent them from illegel things : certainly these will attain salvation (success). 3. In an other verse in Quran Allah says, O muslim you one the best nation, who has been chosen for the guidence of other

www.pathagar.com

nations, you command people with virtue (good deeds) and prevent them from vice (bad deeds) and have a firm faith in Allah (Al Imran-110). 4. Whoever spends a single morning or evening in the way of Allah, his rewards will be much better than the whole world and whatever is in it. 5. You who believe, what is the matter with you? That when you are asked to go forth in the cause of Allah, you cling heavily to the earth. Do you prefer the life of this world to the hereafter? But little is the comfort of this life as compared with the hereafter (Tawbah-38) unless you go forth He will punish you with a grievious penalty, and put others in your place (Tawbah-39). 6. And those who strive for Din, I will certainly guide them to my path. For verily Allah in with those, who do right (Ankabut-69). 7. Go you for the (in the path of Allah) lightly and heavily and strive and struggle, with your goods and your persons, in the couse of Allah. That is best for you, if you knew (Tawbah-41).

Process of gain: To go out in the path of Allah for four months at a time to learn the Din; then 40 days in every years, 3 days in every month, 2 Gaushts in enery week, 2 Talims in every day, 2 and half hours Mehnat in local area and daily Mashawara in the local mosque. We should continue this five deeds till our death. We will keep continue to give Dawat to others throughout our rest of the life. Inshallah I am ready to do so. Are you ready? Please raise your hand. Alhamdu lillah.

www.pathagar.com

দা'য়ীর গুণাবলী

* 'মন চায়' জীবন ছেড়ে, 'আল্লাহ্ চায়' জীবন বেছে নেয়।
* আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ও নবীর তরীকা মত চলে।
* আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম না মানাকে (নাফরমানী করাকে) আগুনে ঝাঁপ দেয়ার মত মনে করে।
* আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় পাঁচ লাইনে মেহনত করে : ঈমানিয়াত, ইবাদাত, মোয়ামিলাত, মোয়াশিরাত এবং আখলাকিয়াত।
* নিজের জান, মাল ও সময়কে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় করে।
* দুনিয়া তাকে ত্যাগ করার আগে, সে দুনিয়া ত্যাগ করে।
* কবরে যাওয়ার আগে কবরের পাথেয় (ছামানা) তৈরী করে।
* আল্লাহ্ তায়ালার কাছে হিসাবের জন্য তৈরী হয়।
* যে তার উপর যুলুম করে, সে তাকে ক্ষমা করে।
* যেখানে তার সম্মানের (ইজ্জত) জায়গা, সেখানে সে পিছে থাকে
* যেখানে তার অপমানের (যিল্লত) জায়গা, সেখানে সে আগে থাকে।
* যাকে দেখলে আল্লাহ্ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, আখেরাতের কথা মনে পড়ে, সে তার সঙ্গী হয়।
* যার কথা শুনলে জ্ঞান বাড়ে, আমলের শওক পয়দা হয়, সে তার সাথে থাকে।
* উটের মত কষ্ট সহিষ্ণু; আকাশের মত উদার; মাটির মত নরম, কৃষকের মত ধৈর্য, দাওয়াতের কাজে পাহাড়ের মত অটল; সূর্যের মত দাতা, নবীদের মত হিকমত ওয়ালা।
* এখলাসের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমের পরিপন্থী কাজ থেকে বেঁচে থাকে।
* এদিক সেদিক না ভেবে একাগ্রচিত্তে দাওয়াতের কাজ করে।
* দাওয়াতের কাজে কোন সন্দেহ প্রকাশ না করে (ইস্তেকামাতের সাথে) লেগে থাকে।

www.pathagar.com

* দাওয়াতের কাজে কামিয়াবীর তিন পন্থা অবলম্বন করে :

জোশ (উদ্যম), হুশ (সাবধানতা) এবং এস্তেকামাত (অটল-অনড়)।

* এখলাছ ওয়ালা অর্থাৎ ৩ কাজ থেকে বিরত থাকে; অর্থ, শর্ত ও ব্যক্তিত্ব।

* মেহনতওয়ালা অর্থাৎ নিরলসভাবে কাজে লেগে থাকে।

* শফকৃতওয়ালা অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী (জরুরাত মত) কাজ সমাধা করে।

* পাঁচ কাজ বেশী বেশী করে। সালাম, ইকরাম, হাদিয়া ও নাম নিয়ে দোয়া, অসাক্ষাতে তারিফ করা।

* পাঁচ কাজের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। হালাল, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল কাজ বুঝে শুনে করে।

* বর্জনীয় পাঁচ কাজ। কুফর, শিরক, হারাম, বেদায়াত ও মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকে।

* জামাতে পাঁচ কাজ। সাথীর খেদমত করে, একরাম করে, কাজে বসে (আঠার মত লেগে) থাকে, সাথীর সংশোধনের পিছে লাগে না।

* সাথীকে কাজে জমার জন্য ফিকিরে পড়ে না।

* কথা শোনে নিজের জন্য। কথা বলে নিজের জন্য। আমলের পর শুকরিয়া আদায় করে। একাকী আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব ও কুদরাতের চিন্তা করে।

* ৪ জিনিসের ব্যবহার ভাল করে ঃ দেখা, শোনা, বলা ও চিন্তা করা।

* আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া ৪ আমানতকে (যথা-জান, মাল, সময় ও মেহনতের যোগ্যতা) আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে।

* সারা বিশ্বে দ্বীন জিন্দা করার সংকল্প করে ও সে মতে দোয়া করে।

* ছোট হয়ে চলে, নত হয়ে বলে।

* রাগকে হজম করে, মানুষকে ক্ষমা করে।

* সাথীদেরকে আসহাবে কাহফ মনে করে, নিজেকে আসহাবে কাহফের কুকুরের মত (তুচ্ছ) মনে করে অহংকার থেকে মুক্ত থাকে।

* সাথীদের সাথে জোর মিল মহব্বতের সাথে থাকে।

* প্রত্যেক সাথীকে নিজ নিজ জাতি আমলের প্রতি খুবই সজাগ (চৌকান্না) থাকে।

www.pathagar.com

* সারাবিশ্বে সকল মানুষের (উম্মতের) প্রতি ভালবাসা (মহব্বত) রাখে।
* নিজের সংশোধনের জন্য দাওয়াত দেয়।
* বাহাদুরি, বড়াই, রিয়া এসব থেকে বেঁচে থাকে।
* সফলতাকে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য মনে করে।
* লোকেরা দাওয়াত গ্রহণ না করলেও (বা না মানলেও) নিরাশ হয় না।
* প্রত্যেক নেক আমলের পর তওবা ইস্তেগফার করে।
* লোকেরা কষ্ট দিলেও সবর করে।
* মাল, ক্ষমতা ও কারো সাহায্য চায় না।
* আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হয়ে দুনিয়ার আলোচনা করে না। কেননা এর ফলে অন্তরে দুনিয়া বেশি প্রবেশ করে। ক্ষতি হয় বেশি।
* মানুষের সাথে বন্ধুত্ব অর্জন করার মধ্য দিয়ে দাওয়াত পেশ করে।
* সবার যথোচিত সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে দাওয়াত পেশ করে।
* নিজের ও উম্মতের হেদায়েতের জন্য কান্নাকাটি করে দোয়া করে।

www.pathagar.com

হেদায়েতের কথা, সাথীদের কাজ

দাওয়াত ও তাবলীগের সাধারণ কাজসমূহ

জিম্মাদারের (আমীরের) ৪ কাজঃ সাথীদের মহব্বত করা; সাথীদের জন্য দোয়া করা; সাথীদের ভুল (বেউছুলি) না ধরা এবং প্রতিটি সাথীকে জ্ঞানী, গুণী, কর্মঠ কর্মী, দ্বীনের দায়ী বানানোর চেষ্টা (মেহনত) করা।

সাথীদের ৪ কাজঃ জিম্মাদারকে মহব্বত করা, জিম্মাদারের জন্য দোয়া করা, জিম্মাদারের মন বুঝে চলা, সময়ের পাবন্দির সাথে এজতেমায়ি আমলে জুড়ে থাকা।

জামাতে সবার ৪ কাজঃ আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন শিখব অন্যকে শিখাব। দ্বীনের মেহনত শিখব, অন্যকে শিখাব। দ্বীনের মেহনত করব, অন্যকে করাব এবং আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনের উপর চলব, অন্যকে চালাব।

দাওয়াত ও তাবলীগের সাথী ভাইদের কাজসমূহ

৪ কাজ বেশি বেশি করাঃ দাওয়াত, তা'লীম, ইবাদত, (খেদমতসহ) যিকির।

৪ কাজ কম কম করাঃ কম খাওয়া, কম ঘুমান, কম কথা বলা এবং কম মসজিদের বাইরে যাওয়া।

৪ কাজ মোটেই না করাঃ কিছু না চাওয়া, চাওয়ার ভান না করা, অনুমতি না নিয়ে কার জিনিস ব্যবহার না করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ না করা।

দাওয়াত ও তাবলীগে জামাত চলাকালীন ২৪ ঘন্টার আমলসমূহ

খেদমত; তালীম-সকাল, বিকাল; এলান; প্রথম দিনের তায়ারুফী কথা ও বাদ যোহর তালীম; গাশ্তের আদাব; যিকির ও দোয়া; ঈমান একীনের কথা; এস্তে কবাল; বাদ মাগরিব বয়ান; তশকিল; বাদ এশা কিতাব, মোজাকারা; মোহাছাবা; বাদ ফজর বয়ান। (হেদায়েতের কথা+ওয়াপাসী কথা)।

নতুন সাথী তৈরীর মেহনত

নতুন সাথীদের প্রথমে নিম্নের তিনটি কাজ শিখাতে হবেঃ ১) এলান, ২) গাশ্তের

www.pathagar.com

আদব, ৩) ছয় নম্বর। নতুন সাথীকে শেখানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে; সাথীর সংশোধন ফরয, অথচ সাথীর দিল ভাঙ্গা হারাম। উৎসাহের মাধ্যমে শেখাতে হবে। দায়ীর সিফাতগুলো খেয়াল রাখতে হবে। দাওয়াতের আদব অনুসরণ করতে হবে। জোশ ও হুশের সাথে কাজ করতে হবে। বেশী বেশী দোয়া করতে হবে ও কাঁদতে হবে। হেদায়েত আল্লাহ্ তায়ালার হাতে।

ওয়াপাসী কথা

আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ্ তায়ালার লাখো কোটি শোকর। আল্লাহ্র কাছে যে যত বেশী প্রিয়, আল্লাহ্পাক তাকে ততবেশী প্রিয় কাজে ব্যবহার করেন। পৃথিবীতে যত নেক্কাজ আছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল, দাওয়াতের কাজ। এজন্যেই আল্লাহ্ যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী রাসূল দিয়েই দাওয়াতের কাজকে করিয়েছেন। আমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় তিনদিন কাটালাম। আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার বিশেষ রহমতের জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে। আমাদের না আছে ঈমানী যোগ্যতা, না আছে গায়েবী ইল্ম। অথচ দাওয়াতের মত নবী ওয়ালা একাজকে আল্লাহ্ এ জামানাতে উম্মতে মুহাম্মদীকে দিয়ে করাচ্ছেন। আমরা খুব বেশী শুকরিয়া আদায় করি। আসলে যেভাবে দাওয়াতের কাজ করার কথা ছিল; তা আমরা করতে পারিনি। কেননা সে যোগ্যতা আমাদের নেই। এ জন্যে বেশী বেশী ইস্তেগফার পড়ি। শুধুমাত্র উম্মতে মহাম্মদী হওয়ার জন্যেই, আজ আমরা একাজ করতে পারছি। এজন্য বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়ি। এ তিনদিনে আমাদের মাঝে একটা বুঝ এসেছে যে, কত ব্যাপকভাবে একাজ করা উচিত। আজ কত কালেমাওয়ালা মুসলমান, ঈমানহারা আমলহারা হয়ে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের দাওয়াত দিতে হবে এবং সারা বিশ্বের মানুষের হেদায়াতের জন্য দোয়া করতে হবে। আজ যে শিশু ইহুদী, নাসারা, মুশরিকের ঘরে জন্ম নিচ্ছে সেও উম্মতে মুহাম্মদী। তাদের কাছেও দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। এখানে যেভাবে আমরা জামাতের সাথে দাওয়াতের কাজ করার চেষ্টা করেছি; এলাকায় গিয়েও একাজ করে যাব। আমাদের পরিবার ও এলাকার পরিচিত বা অপরিচিতজনেরা যেন বুঝতে পারে, দাওয়াতের এ মেহনতের ফলে আমাদের মাঝে ঈমান, আখলাক, মুয়ামালাত, মুয়াশারাত ও ইবাদতে উন্নতি সাধন হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ এলাকায় গিয়ে আমরা মুসজিদওয়ার জামাতের সাথে, ইস্তেকামাতের সাথে লেগে থাকবে এবং মজবুতের সাথে ৫ কাজের মধ্যে লেগে থাকব। পাঁচকাজ হল ঃ দুই দুই আড়াই তিন, মাশওয়ারা প্রতিদিন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একাজ করে যাব। এক মুহূর্তের জন্য হলেই বিপদ। বর্তমানের

www.pathagar.com

ফেতনা ফ্যাসাদের যামানায় ঈমানের সাথে থাকার একমাত্র পথ হল, দাওয়াতের কাজ করা। আমরা দাওয়াতে তাবলীগের একাজকে জীবনের আসল মাকসাদ বা উদ্দেশ্য বানাব। এলাকায় এমন মজবুতির সাথে একাজ করব যে, সামনের মাসে তিন দিনের জামাতে নতুন নতুন সাথী ভাইদের নিয়ে আসতে পারি। আমরা দাওয়াতের কাজ নিজেদের পরিবার থেকে শুরু করে সারা বিশ্বে পৌঁছাব এবং সবার জন্য দোয়া করব। নিজেদের ঈমান আমলকে পরিশুদ্ধ এবং সুন্দর করব। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দাওয়াতের এবং ঈমানের মেহনতের কাজকে অব্যাহত রাখব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ বলেন, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক ব্যতীত কিছু নয়। পরলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত (আনকাবুত-৬৪)। যারা আমার উদ্দেশ্যে একাজ করে, আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন (আনকাবুত-৬৯)।

www.pathagar.com

গাশ্‌ত ও গাশতের আদাবের বয়ানের নমুনা

গাশ্‌ত একটি ফার্সি শব্দ। যার অর্থ দ্বীনের কাজে ঘোরাফেরা করা। দ্বীনের কাজে এক সকাল বা এক বিকাল, সামান্য ঘোরাফেরা করা পৃথিবীর যত নেক আমল আছে, তার চেয়ে উত্তম। দ্বীনের দাওয়াত সমস্ত আমলের মেরুদণ্ড। দাওয়াত থাকবে তো, দ্বীন থাকবে, দ্বীন থাকবে তো দুনিয়া থাকবে। দ্বীনের জন্য দাওয়াত এত জরুরি যে, মাছের জন্য যেমন পানি জরুরি; গাছের জন্য যেমন মাটি, প্রাণীর জন্য বাতাস জরুরি; দেহের জন্য যেমন মাথা জরুরি, গাড়ী চলার জন্য যেমন পেট্রোল জরুরি; দ্বীনের জন্য তেমন দাওয়াত জরুরি। দ্বীনকে, দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে লক্ষাধিক নবী ও রাসূল একই কলেমার দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে, কলেমা নিয়ে বারে বারে গাশ্‌ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কলেমা বল, আর দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম (কামিয়াব) হয়ে যাও। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী এসেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার পরে আর কোন নবী আসবেন না। উম্মতে মুহাম্মদী নবীওয়ালা এ মূল্যবান কাজ করবে এটাই আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নির্দেশ। নবীওয়ালা মেহানতের প্রথম পদক্ষেপ তথা সবচেয়ে দামী আমল হল গাশ্‌ত করা।

গাশ্‌ত পাঁচ প্রকারঃ ১. উমুমী। ২. খুছুছী। ৩. তা'লীমী। ৪. তাশকিলী এবং ৫. উসূলী গাশ্‌ত।

উমুমী গাশতের নিয়ম : গাশ্‌ত সকল নবীর সুন্নাত। গাশতের আদাবের বয়ানে ৪টি বিষয়ের আলোচনা হবে। (১) প্রথমে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা, দ্বীন ও দাওয়াতের গুরুত্ব। (২) এরপর নবী রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা কেরাম রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুদের দ্বীনের দাওয়াতের জন্য যে কষ্ট করেছেন তার আলোচনা। (৩) এরপর গাশতের উদ্দেশ্য ও লাভের আলোচনা। (৪) শেষে উমুমী গাস্তের আদব ও মসিজদের ভিতরে বাইরে জামাতের আলোচনা।

গাশতের আদাবের বয়ানের নমুনাঃ নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী আলা রাসূলিহিল

www.pathagar.com

করীম। আম্মাবাদ, ভাই দোস্ত বুজুর্গ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পৃথিবীর দেখা ও অদেখা সকল কিছুকে (ক্বায়িনাতকে) মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এসবকিছু হচ্ছে মাখলুক (সৃষ্টি)। আর মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত ও তার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ আল কুরআনে বলেন, আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা আসরের নামায জামাতের সাথে পড়েছি। এ এলাকা/মহল্লার অনেক মানুষের মাঝে থেকে কিছু নির্বাচিত লোককেই, আল্লাহ্ মসজিদে নামায পড়ার তৌফিক দিয়েছেন। এরপর দ্বীনের এক উঁচু মজলিসে আমাদেরকে বসার তৌফিক দিয়েছেন। এলাকার যারা আল্লাহ্র এতবড় হুকুমকে মানতে পারেনি, তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে। মানুষের শরীরের জন্য যেমন রূহ জরুরি; মাছের জন্য যেমন পানি জরুরি, দ্বীনের জন্য তেমনি দাওয়াত জরুরি। রূহ ছাড়া যেমন দেহ লাশ হয়ে যায়; নিথর নিস্তেজ ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। দ্বীন ছাড়াও তেমনি, পৃথিবীর কোন কিছুই ঠিকমত চলতে পারে না। পৃথিবীতে যখন দ্বীন থাকবে না, তখন পুরো পৃথিবীকেই আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিবেন। দ্বীন থাকলেই দুনিয়া থাকবে। আবার দাওয়াত থাকলেই দ্বীন থাকবে অর্থাৎ দ্বীনই হল, দুনিয়া কায়েম রাখার পূর্বশর্ত। আর এ দ্বীনকে দুনিয়াতে জিন্দা রাখার নিয়ম-বলেছেন নবীদের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর তরীকা অনুযায়ী দাওয়াতের মাধ্যমেই দ্বীন জিন্দা থাকবে।

আল্লাহ পাক দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য প্রত্যেক যুগে যুগে এবং প্রত্যেক এলাকায়, সকল ভাষা-ভাষীর জন্যে নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ এক বা দুই লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রাসূল দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এবং সবাই বলেছেন, হে আমার জাতি (কওম) তোমরা বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সফলকাম হয়ে যাও। প্রত্যেক নবী রাসূল তাদের জানমাল ও সময়কে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বর্ণনাতীতভাবে কষ্ট করেছেন। নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতে গিয়ে পাথরের আঘাত খেয়েছেন, ইউনুছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাছের পেটে গিয়েছেন। ইয়াহিয়া আলাহি ওয়াসাল্লামকে কতল করা হয়েছে। যাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করাত দিয়ে কাটা হয়েছে। ইব্রাহিম

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এলাকা ছাড়া করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তায়েফবাসীরা পাথর মারতে মারতে বেহুশ করে, রক্তাক্ত করে দিয়েছে; উহুদের প্রান্তরে দাঁত শহীদ করেছে। সাহাবা কেরাম রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুরা ঘরছাড়া, এলাকা ছাড়া, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া হয়েছেন। জ্বলন্ত কয়লার উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তীর, তরবারীর আঘাতে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। জ্বলন্ত তেলে ডুবে অঙ্গার হয়েছেন। তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াত এবং মানুষের কল্যাণ। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি মক্কার অলি-গলিতে, রাস্তাঘাটে, ঘরে দুয়ারে হেদায়েতের কলেমার দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি তার অনুসারী সাহাবাদেরকেও বলেছেন, আমার যে কাজ, তোমাদেরও সে কাজ। তাঁর ২৩ বছরের নবুয়তি জিন্দেগীর মূল কাজ ছিল দাওয়াতে তাবলীগের মেহনত। দ্বীনের জন্যই তাঁকে মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় পাড়ি জমাতে হয়েছিল। সেখানে গিয়েও সে একই কাজ, দাওয়াত দিয়েছেন এবং পুরো আরব ভূমিতে দ্বীনি রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন।

দোস্ত বুজুর্গ, নবী রাসূল আর তাদের অনুসারীরা দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য দিনরাত, শীত-গ্রীষ্ম, সুখে-দুখে সকল সময় দাওয়াতের মেহনতকে অব্যাহত রেখেছিলেন। দাওয়াতের মাঝেই তারা দুনিয়া ও আখেরাতের জিন্দেগীর সফলতা দেখেছিলেন। আজ আমরা আমাদের মূল দায়িত্বকে ভুলে গেছি। কতবড় আফসোসের কথা। এর মাঝেও আল্লাহ্ আমাদের যাদেরকে দ্বীনের দাওয়াতের ফিকিরে এ মজলিসে বসিয়েছেন তারা শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদু লিল্লাহ। চলুন দ্বীনকে জিন্দা করার এ ফিকির নিয়ে আমরা অত্র এলাকা, নিজেদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, শহর, সারা দেশ এবং পৃথিবী সফর করার নিয়ত করি। আমরা দাওয়াতের ফেরিওয়ালা হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গাশ্ত করে বেড়াব। গাশতের অনেক লাভ।

১। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেয়, নিজেও নেক আমল করে আর বলে যে, আমি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে একজন (হামীম আস সেজদা-৩৩)।

www.pathagar.com

২। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার রাস্তায় গিয়ে এক একটি কথা বলা বা শোনা এক, এক বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

৩। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাস্তায় কিছু সময় অবস্থান করা, শবে কদরের রাতে, হাজরে আসওয়াদকে পার্শ্বে রেখে সারারাত্র ইবাদত করার চেয়েও উত্তম (তিরমিযী)।

৪। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এটাই যে, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান কর এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আন (আলে ইমরান-১১০)।

৫। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল, দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম (বুখারী, মুসলিম)।

৬। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হয়ে নিজের প্রয়োজনে এক টাকা খরচ করে, আল্লাহ্ তাকে ৭ লক্ষ টাকা সদাকা করার ছওয়াব দান করবেন এবং সাধারণ একটি নেক আমল করলে, তার জন্য ৪৯ কোটি নেক আমলের সওয়াব দান করবেন (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)।

৭। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় ধুলাবালি যুক্ত বান্দার পা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না (তিরমিযী)।

৮। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় একটি কদম দিলে ৭০০ নেকী, ৭০০ গোনাহ মাফ এবং বেহেশতে ৭০০ দরজা বুলন্দ হয় (তাবারানী, আহমাদ)।

৯। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বান্দা যখন বের হওয়ার নিয়তে প্রথম কদম ওঠায়, সাথে সাথে তার জিন্দেগীর পূর্বের গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। (হাদীস)

তাহলে ভাই-আমরা কারা এ কাজ করতে চাই? হাত উঠান। আলহামদু লিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ সবাই একাজ করব। প্রতিটি কাজের একটি নিয়ম বা তরতীব আছে। দাওয়াতের কাজেও একটা তরতীব আছে। একাজে এক জামাতের দুটো অংশ থাকবে। একটি অংশ মসজিদে থাকবে। মসজিদের অংশে চার শ্রেণীর লোক থাকবে। ১. একজন মুতাকাল্লেম যিনি দ্বীনের আলোচনা করবেন। ঈমান ও আমলের কথা বলবেন। ২. কিছু মা'মুর; আলোচনা শুনবেন ৩. একজন যিকিরে থাকবেন। যিকির হচ্ছে পাওয়ার হাউজ। ৪. একজন বা দুজন এস্তেকবালে থাকবেন। কেউ মসজিদে এলে, তাদের সাদরে গ্রহণ করে, আলোচনায় বসিয়ে

www.pathagar.com

দিবেন। জামাতের মসজিদের বাইরের অংশে চার শ্রেণীর লোক থাকবে। ১. একজন রাহ্বার। রাহ্বার স্থানীয় হলে ভাল হয়। সব নবীই তাদের উম্মতদের রাহ্বারী করেছেন। আলী রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু বালক বয়সে আবু যর গিফারী রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু কে রাহবারী করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। রাহবার মু'মিনদের নিয়ে জান্নাতে রাহ্বারী করতে করতে প্রবেশ করবে। রাহ্বার পুরো জামাতকে কোন বাড়ীতে বা দোকানে নিয়ে গিয়ে লোকজনকে কাজ থেকে আলাদা (ফারাক) করে এনে, মুতাকাল্লেমের নিকট পৌঁছাবেন। রাহবার মানুষকে এভাবে ডাকবেন : ও ভাই, আল্লাহ্র ঘর থেকে, আল্লাহ্র মেহমান, আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। ২. মুতাকাল্লেম ভাই খুব নরম ও আদবের সাথে তাওহীদ, আখেরাত ও রিসালাতের দাওয়াত দিবেন। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মানায় ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় যে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও কামিয়াবী, সে কথা বলবেন। কথা এভাবে, এতটুকু পরিমাণে বলবেন, দাওয়াত যেন বয়ানের মত লম্বা না হয়ে যায়, আবার এলানের মত ছোট না হয়ে যায়। এর মাঝামাঝি কথা বলতে হবে। জানাতে হবে মসজিদে ঈমান ও একীনের কথা হচ্ছে। এর দাওয়াত দিতে হবে। নগদ নগদ লোকদের নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। নগদ না আসলেও কখন আসবে তার উপর (হ্যাঁ এর উপর) রাজি করিয়ে আসতে হবে। ৩. কিছু লোক মামূর থাকবেন। তারা মুখে কোন কথা বলবেন না। তাদের দিলে থাকবে ফিকির, আর মুখে থাকবে যিকির। তারা এভাবে দোয়া করবেন, হে আল্লাহ্ মুতাকাল্লেমের মুখ দিয়ে এমন এমন কথা বের করুন, যাতে ঐ ব্যক্তির দিল মসজিদ মুখী হয়ে যায়। ৪. একজন জিম্মাদার। পুরো জামাতকে পরিচালনা করবেন। জামাতে কোন সমস্যা (বেঅসুল) হলে আল্লাহ্ আকবার বলে, জামাতকে মসজিদে ফিরিয়ে আনবেন বা অন্য কোন দিকে দাওয়াতের কাজে নিয়ে যাবেন। জামাত ডান দিক দিয়ে যাবে। চোখের হেফাযত করতে হবে। পথচারীদের যেন কোন সমস্যা না হয়। এলাকা লম্বা হলে, শেষ প্রান্ত থেকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদের দিকে আসতে হবে। এলাকা গোলাকার বা আয়তাকার হলে, ডানদিক থেকে দাওয়াত দিয়ে ফিরে আসতে হবে। দাওয়াত শেষ করে এস্তেগফার পড়তে পড়তে মসজিদে পৌঁছতে হবে। মসজিদে এসে জরুরত (ওযু এস্তেনজা) মিটিয়ে আলোচনায় বসে যাবে। ভাই দোস্ত ও বুজুর্গ যারা আমরা বাইরে গাশ্তে যাব তারা দাঁড়িয়ে যাই। মাশাআল্লাহ। বাকীরা মসজিদে বসব।

www.pathagar.com

খুছুছী গাশ্তের নিয়মঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। এর মাধ্যমে এলাকার এমন এমন সাথীদের সাক্ষাৎ করব, যারা এলাকা ও মসজিদের মধ্যে তথা সমাজে অনেক মর্যাদাশীল ব্যক্তি। কেহ অর্থ, ধন, পদবী, ইলমের অথবা তাবলীগের পুরান সাথী। এসব লোক দাওয়াতের কাজ বুঝলে এবং আমলের সাথে শরীক হলে দাওয়াতের প্রসারে ও কাজে বেশ আগে বাড়ান যায়। সাহাবাদের মাঝেও আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু এবং খাস খাস লোক ইসলামের দাওয়াতের প্রচারে প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। জামাতের দুই দুইজন সাথীকে যোগ্যতা অনুযায়ী বেছে, স্থানীয় রাহবার নিয়ে সাক্ষাৎ করতে যেতে হবে। সালাম, কালাম করে হালত জিজ্ঞেস করতে হবে। পরিচয় হলে, তার দুনিয়াবী মর্যাদার খেয়াল রেখে দাওয়াত দিতে হবে। তার ধন, মান, পদবীর কথা বলে, আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করতে হবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কথা বলতে হবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের কথা বলতে হবে। পূর্বেই তার সম্বন্ধে জেনে নেয়া উচিত। তাকে মসজিদে দাওয়াত দিয়ে আসতে হবে। শুনে আসতে হবে যে তিনি কখন সময় দিবেন। উলামা কেরামদের জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে গেলে ভাল হয়। তাদেরকে দাওয়াত না দিয়ে বা আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত না করে, বরং তাদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত করতে হবে এবং দেশী-বিদেশী জামাতের কার গুজারী শুনানো যেতে পারে। পুরানো সাথীদের এভাবে দাওয়াত দিতে হবে যে, আমরা আপনার মহল্লায় এসেছি। আপনি একটু রাহাবারি করলে এবং জামাতকে এলাকায় ঘরে ঘরে নিয়ে গেলে অনেক উপকার হয়। মসজিদে এসে কাজে তারতীব বাতলে দিলে বা পরামর্শে শরীক হলে, আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে খাইর, বরকত দিবেন।

www.pathagar.com

তালিম

তালিমের উদ্দেশ্যঃ ফাযায়েলে তালিমের বর্ণনা দ্বারা দিলে দ্বীনি ইলেমের শওক বা খায়েশ পয়দা করা অর্থাৎ আমলের তলব বা ইচ্ছা পয়দা করা।

ফায়দাঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নেক আমলের ফযিলত এবং বদ আমলের ক্ষতি জানা যায়। ফলে আমাদের অন্তরে নেক আমলসমূহের শওক ও উৎসাহ পয়দা হয় এবং খারাপ আমলসমূহের প্রতি ঘৃণা পয়দা হয়। পরবর্তীতে যখন আমাদের মধ্যে এ গুণ পয়দা হয়ে যাবে, তখন আমাদের জন্য নেক আমলসমূহের দিকে আসা এবং সমস্ত গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যাবে।

তালীম ৪ প্রকারঃ ১. কিতাবী তালিম (ফাযায়েলে আ'মাল ও ফাযায়েলে সাদাকাতের সকল অধ্যায়সমূহ)। ২. কুরআনী তালিম (প্রত্যেক হরফ মাখরাজসহ আদায় করা এবং শুদ্ধভাবে কুরআন মশক করা। সূরা ফাতেহাসহ আমপারার শেষ দশ সূরা পড়া। নামাযের সবকিছুকে শুদ্ধ করা)। ৩. ছয় নম্বরের আলোচনা/মোযাকারা এবং ৪. ফরযিয়াতের (ফরযসমূহের) আলোচনা।

লাভঃ ১. ইলম অর্জন এবং আমল সুন্দর হয়। ২. দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত বৃদ্ধি হয়। ৩. আসমানি নূর হাছিল হয়। ৪. অন্তরের জাহেলিয়াত ও অজ্ঞতা দূর হয়। ৫. অহির বরকত লাভ হয়। ৬. আল্লাহ্ তায়ালার খাস রহমত লাভ হয়। ৭. তালিমের মজলিসকে ফেরেশতারা চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে রাখে। ৮. তালিমের মজলিসকে আসমানবাসীরা এমন উজ্জ্বল দেখে, যেমন দুনিয়াবাসীরা আসমানের তারকারাশিকে উজ্জ্বল ঝলমল করতে দেখে। ৯. আল্লাহ্ বলেন, হে নবী আপনি ঐ সমস্ত লোকের সাথে ওঠাবসা করুন- যারা সকাল সন্ধ্যায় স্বীয় ররেব সন্তুষ্টি তালাশে ব্যস্ত থাকে এবং আপনার নযর যেন, দুনিয়ার জাঁকজমকের দিকে চলে না যায় (সূরা কাহ্ফ-২৮)। ১০. যখন আল্লাহ্ তায়ালার ঘরসমূহের মধ্য হতে কোন এক ঘরে কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং তার বড়ত্বের আলোচনা করে : তখন তাদের উপর ছাকিনা (বা একধরনের শান্তি) নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাদেরকে ঢেকে

www.pathagar.com

ফেলে। ফেরেশতারা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ্ নিজে ফেরেশতাদের সাথে তাদের কথা বলে গর্ববোধ করেন (মুসলিম)।

তালিমের আদবঃ বসার আদব : ১. সুন্নাত তরিকায় বসা। ২. গোলাকার হয়ে গায়ে গায়ে মিলে বসা। ৩. মুজাহেদার সঙ্গে বসা। ৪. জরুরত (টয়লেট, অন্যান্য) দাবাইয়া বসা।

শোনার আদবঃ ১. দিলের কানে শোনা। ২. আমলের নিয়তে শোনা। ৩. অন্যের কাছে পৌঁছানোর নিয়তে শোনা। ৪. যে পড়ছেন (মুতাকাল্লেম) তার দিকে তাকিয়ে শোনা।

অন্যান্য আদবঃ ১. আমাদের নবীর নাম শুনলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; নবী রাসূলদের নাম শুনলে আলাইহি ওয়াসাল্লাম; সাহাবীদের নাম শুনলে রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু বা আনহা এবং বযুর্গদের নাম শুনলে রহমতুল্লাহি আলাইহি বলা। ২. তালিমের বসার আগে অযু করে, খুশবু লাগিয়ে আত্তাহিয়াতুর ছুরতে বসার চেষ্টা করা। ৩. তালিম চলাকালীন, কোন কিছু বুঝে না আসলে, তালিম শেষে তা জিজ্ঞাস করা। তালিমের মাঝে কোন কিছু জিজ্ঞাস না করা। মতানৈক্যের মাসআলার বয়ান না করা। সব ধরনের মাসআলা ব্যক্তিগত আমলের অংশ হিসেবে পরে শিক্ষা করা। ৪. তালিমের শেষ পর্যন্ত শরীক থাকা।

www.pathagar.com

মাশওয়ারা (পরামর্শ করা)

উদ্দেশ্যঃ সারা আলমের দ্বীনের তাকাযাকে (প্রয়োজন বা গুরুত্ব) সামনে রেখে, সাথী ভাইদের খেয়াল নিয়ে, এলাকায় দাওয়াতী কাজের তারতীবের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা।

তিনটি বিষয়ের উপর পরামর্শ করাঃ ১. এলাকা থেকে নগদ জামাত বের করার চেষ্টা ফিকির করা। ২. নিজে এবং সাথী ভাইরা যেন জ্ঞানী-গুণী-কর্মঠ কর্মী ও দ্বীনের দায়ী বনে যায়, তার চেষ্টা (বা কোশেশ) করা। ৩. এলাকার মসজিদে পাঁচ কাজ চালু না থাকলে, তা চালু করা। আর ৫ কাজ চালু থাকলে, কাজকে জোরদার করা। (পাঁচ কাজ অর্থাৎ দুই দুই আড়াই তিন, মাশওয়ারা প্রতিদিন)।

মাশওয়ারা কেন করা হয়ঃ ১. আল্লাহ্ বলেন, হে নবী, গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহাবা কেরামদের সাথে মাশওয়ারা (পরামর্শ) করে কাজ করুন (সূরা আলে ইমরান-১৫৯)। ২. দান খয়রাত, সৎকাজ, মিল মহব্বতের জন্য শলাপরামর্শ কর (সূরা আন নিসা-১১৪)। ৩. আল্লাহ্ বলেন, যখন তোমরা সৎউদ্দেশ্যে দু'জন পরামর্শ কর, তখন তৃতীয়জন আল্লাহ্ এবং তিনজন পরামর্শ কর, তখন ৪র্থ জন হিসাবে আল্লাহ্কে পাবে। ৪. পরামর্শ করা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম, নবীর সুন্নাত এবং মুমিনের সিফাত। ৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এস্তেখারকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং মাশওয়ারাকারী লজ্জিত হয় না। ৬. পরামর্শে উত্তম বদলা মিলে এবং খাইর বরকত পাওয়া যায়।

লাভঃ খাইর ও বরকত; জোর মিল মহাব্বত; ক্ষতির থেকে হেফাযত; হতে হয় না বে-ইজ্জত; জিন্দা হয় সুন্নাত।

আদবঃ ১. পরামর্শের পূর্বে একজন জিম্মাদার নিয়োগ করা। জিম্মাদার যেন, পাগল, নাবালেগ বা মহিলা না হয়। ২. এলাকার পুরান সাথীদের মাশওয়ারায় শামিল করা। ৩. ডান দিক থেকে খেয়াল পেশ করা। ৪. কারও খেয়াল কেউ না কাটা। ৫. দিল থেকে দ্বীনের দিকে তাকিয়ে (মুতাওয়াজ্জা হয়ে) খেয়াল পেশ করা। ৬. নিজের খেয়াল অনুযায়ী রায় হলে খুশী না হয়ে এস্তেগফার পড়া। কারণ খারাবি হলে আমিও দায়ী থাকব। ৭. নিজের খেয়াল অনুযায়ী রায় না হলে,

www.pathagar.com

অখুশী না হয়ে, আলহামদু লিল্লাহ্ পড়া। ৮. পরামর্শের আগে কোন পরামর্শ না করা। পরামর্শের পরেও কোন সমালোচনা না করা। ৯. জিম্মাদার যে ফয়সালা দেন, বিনা আপত্তিতে তা মেনে নেয়া। ১০. জিম্মাদার ইচ্ছা করলে, সাথীদের খেয়াল না নিয়েও ফায়সালা দিতে পারেন। ১১. প্রত্যেক সাথীর দ্বীন এবং এলাকার কাজের নিয়মের ও উন্নয়নের ফিকির করে পরামর্শ দেয়া। ১২. স্বীয় নফসকে খুশী করার জন্য রায় পেশ না করা। ১৩. কোন কাজের মাঝে খারাপ প্রকাশ পেলে, সাথী ভাইদের খেয়ালকে দোষারোপ না করা। বরং নিজের দুর্বলতাকে দেখা। নিজের দোষকে বের করে শুধরানোর চেষ্টা করা। অপরের গুণগুলোকে বের করে নিজের মধ্যে সেসবের উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করা।

এলান

১. **আসর বা'দ এলানঃ** ইনশাআল্লাহ্ দোয়া বাদ দাওয়াতের আমল নিয়ে জামাত মহল্লায় যাবে; গাশতের আদব ও তারতীব সম্বন্ধে আলোচনা হবে এবং মসজিদে ঈমান ও একীনের কথা হবে। আমরা সব ভাই বসি। বহুত লাভ বা ফায়দা হবে।

২. **মাগরিব বা'দ এলানঃ** ইনশাআল্লাহ, বাকী নামায বাদ ঈমান ও আমলের মেহনত সম্বন্ধে জরুরি বয়ান হবে। আমরা সব ভাই বসি। বহুত ফায়দা হবে।

৩. **যোহর বা'দ এলানঃ** (তারুফি বয়ানের পূর্বে) সারাবিশ্বের মানুষের কামিয়াবী বা সফলতা রয়েছে দ্বীন মানার ভেতর। আমাদের ভিতর কিভাবে দ্বীন এসে যায়, সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, আপনাদের মসজিদে এক মোবারক জামাত এসেছে। নামাযের পর এলাকার সাথীরা বসবেন, পরামর্শ হবে।

৪. **ফজর বা'দ এলান (যদি প্রয়োজন হয়):** আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মানা আর নবীজির নূরানী সুন্নাতি তরিকার ভিতরেই আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জিন্দেগীর সফলতা। দোয়া বাদ ঈমান ও একীনের উপর সামান্য কিছু কথা হবে, আমরা সব ভাই বসি। বহুত ফায়দা হবে।

www.pathagar.com

তারুফি বয়ানের নমুনা

(জামাতের প্রথম দিন, মসজিদে, সাধারণত যোহরের নামাযের আগে/পরে)

আলহামদু লিল্লাহ্। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনেক বড় রহমত, এহছান, করম ও ফযল তিনি নিজ দয়া ও মায়ায় আমাদের সকলকে মসজিদে আসবার তৌফিক দিয়েছেন। তিনি যাকে পছন্দ করেন, তাকেই মসজিদের সাথে সম্পর্ক করে দেন। এ মুহূর্তে কত লোক হাসপাতালে ভয়াবহ অসুস্থতা নিয়ে শুয়ে আছে, কতলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কতলোক কত সমস্যা, পেরেশানিতে আছে। সে সময় আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান মসজিদের মধ্যে বসে আছি দ্বীনের এক জরুরি ফিকিরকে সামনে নিয়ে। এক বা দু লাখ চব্বিশ হাজার নবী রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তা হচ্ছে কলেমার দাওয়াত। আল কুরআনের ঘোষণা হল, হে দুনিয়ার মানুষ। তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে এক বলে স্বীকার কর, আর সফলকাম হয়ে যাও, অর্থাৎ জান্নাতি হয়ে যাও। (ইয়া আইয়ুহাল ইনসানু কুলূ, লা ইলাহা ইলাল্লাহ, তুফলিহুন)। দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমস্ত পয়গাম্বর আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কষ্ট ও মুজাহেদা সহ্য করেছেন। নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর মারা হয়েছে। যাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাছের পেটে যেতে হয়েছে। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেশছাড়া করা হয়েছে। তবুও সকল নবীই দ্বীনকে জিন্দা করতে দাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন। হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে ৬০০ বছরের উর্ধ্বে দ্বীনের দাওয়াত না থাকায় কাবাগৃহে ৩৬০টি মূর্তি উঠে এসেছিল। এরপর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কার দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে পথে প্রান্তরে, হাটে বাজারে, বারে বারে, দাওয়াতের কাজকে পুনরায় চালু করেন। তিনি অবর্ণনীয় যুলুম, অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার সম্মুখীন হন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহকে মশামাছি বসা হারাম ছিল। সে দেহকে তায়েফবাসীরা পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। ওহুদের প্রান্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাঁত

www.pathagar.com

মোবারক শহীদ হয়েছিল। তবুও তিনি তাঁর জাতিকে অভিশাপ দেননি এবং দ্বীনের দাওয়াতকে বন্ধ করেননি। মক্কাবাসী, বিশ্বনবীকে হত্যার পরিকল্পনা করলে, আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে তিনি মদীনায় হিজরত করেন, খালি হাতে। মদীনাবাসী তাঁকে জান মাল ও সময় দিয়ে নুছরত করেন এবং মদীনায় দ্বীন জিন্দা হয়। যারা দ্বীনের জন্য মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিল, তারা মুহাজের আর যারা মদীনায় তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল (নুছরত করেছিল), তারা আনসার নামে পরিচিত। দ্বীন প্রচারের এটাই সুন্নাত। মুহাজের ও আনসারের আদলে হিজরত ও নুছরতের মাধ্যমেই দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে করবে। আল্লাহ্ আল কুরআনেও মুহাজের ও আনসারদের এবং তাদের অনুসরণকারীদের উপর সন্তুষ্টি ও সফলতার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা যদি একটি বাণীও জান, তবে অন্যের নিকট পৌঁছে দাও। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ হল, দ্বীনের একটি কথা বা বাণী, হলেও অন্যদের তা পৌঁছে দাও। বিদায় হজ্জে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদীকে কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা লোকদের, তার কথা পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

দাওয়াতের কাজের মাধ্যমেই পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদ, মসজিদে নববীর মত হবে। প্রতিটি মহল্লা মদীনার মত হবে। প্রতিটি মসজিদে ২৪ ঘণ্টা (সারাক্ষণ) দ্বীনের কাজ চলবে। দাওয়াত, তালীম ও ইবাদতে মশগুল থাকবে মুসল্লীরা। উপস্থিত ভাইয়েরা, দ্বীনের দাওয়াতের নবীওয়ালা এক নকল হরকত নিয়ে, এক মুবারক জামাত, আপনাদের মসজিদে উপস্থিত। জামাত এ মসজিদে তিন দিন থাকবে। এলাকার কোন কোন ভাই নুছরত করার জন্য তৈরী আছেন? খুশী খুশী মনে বলি মাশাআল্লাহ। এলাকার সাথীরা পরামর্শে বসলে ভাল হয়। কাজের তরতীব ঠিক করা যাবে।

ফজর বাদ বয়ানের নমুনা

আলহামদু লিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে জাগিয়ে, তার জরুরি হুকুম ফজরের দু'রাকাত ফরয নামায মসজিদে, তাকবীর উলার সাথে জামাতে আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন। এশার নামায বাদে একদল লোক রাতকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সারারাত ইবাদতে মশগুল ছিল। আরেকদল লোক রাতকে সুযোগ মনে করে চুরি, ডাকাতি, যেনা, আকাম কুকাম করে কাটিয়ে দিয়েছে। কারও নিদ্রা চিরনিদ্রায় রূপ নিয়েছে। কেউ আবার হাসপাতালের বেডে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে। আবার এলাকার কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি, যাদের আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পছন্দ করেন : তারা ফজরের আযান শুনে উত্তম রূপে অযু করে মসজিদের দিকে রওনা হয়েছেন। তাদের প্রতি কদমে দশ নেকি, দশ গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন আল্লাহ্। আর মসজিদে আপনারা যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ যেন নামাযের মধ্যেই ছিলেন, এমনভাবে সওয়াব লেখা হবে। যারা এশার ও ফজরের নামায জামাতে পড়েছেন, তারা যেন পুরো রাত্রিই ইবাদতে কাটিয়েছেন। এসব হাদীসে এসেছে।

নামাযী ব্যক্তি যতসময় নামাযে থাকে, আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বৃষ্টির মত তার উপর বর্ষিত হয়। দাঁড়িয়ে নামায পড়লে প্রতি হরফে ১০০ নেকি ও বসে পড়লে প্রতি হরফে ৫০ নেকি। প্রথম তাকবীরে শরীক হলে, দুনিয়ায় যত নেক আমল আছে, তার চেয়েও উত্তম। নামায সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ। নামাযী যখন রুকুতে যায়, তার নিজের ওজন বরাবর স্বর্ণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাস্তায় দান করার মত সওয়াব তার আমলনামায় যুক্ত হয়। যখন সিজদা করে, তখন সমস্ত জ্বীন ও ইনসানের সংখ্যা বরাবর সওয়াব প্রাপ্ত হয়। যখন আত্তাহিয়াতু পড়ার জন্য বসে, তখন আইয়ুব ও ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত ছবরকারীর সওয়াব পেয়ে যায়। যখন দরূদ শরীফ পড়ে, যমীন থেকে দোয়া আসমানে পৌঁছায়। এরপর যখন ডান দিকে ছালাম ফেরায়, বেহেশেতের ৮টি দরজা খুলে যায় এবং যখন বামদিকে ছালাম ফেরায়, দোযখের ৭টি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। নামায শেষে যখন যিকিরকারীর পাশে বসে, তখন ৪টি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পেয়ে যায়।

www.pathagar.com

এরপর সূর্য উদয়ের ১০ বা ১৫ মিনিট পর বান্দা যখন দু'রাকাত ইশরাক নামায পড়ে, তখন একটি কবুল হজ্জ ও একটি ওমরার সওয়াব তার আমল নামায় লেখা হয়। আরও দু'রাকাত সালাতুল হাজাত নামায পড়লে স্বয়ং আল্লাহ্ সারাদিনের জন্য তার জিম্মাদার হয়ে যান। এরপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়লে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। আবার সন্ধ্যার সময় মাগরিবের পর একইভাবে উক্ত তিন আয়াত পড়লে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। এভাবে ১০০ বার সুবাহানাল্লাহ্, ১০০ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পড়লে যথাক্রমে ১০০ গোলাম আজাদ, যুদ্ধের ময়দানে মালসহ ১০০ ঘোড়া দান এবং আসমান যমীনের মাঝে ফাঁকা জায়গা নেকীতে পূর্ণ করে দেয়া হয়। এরপর যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারিকা লাহু, আহাদান সামাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ" পাঠ করবে, তাকে বিশ লক্ষ নেকী দেয়া হবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস হল, যে ব্যক্তি ফেৎনা ফাসাদের যামানায় আমার একটি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে, সে ১০০ শহীদের ছওয়াব লাভ করবে। এক ওয়াক্ত নামায যে আদায় করল সে, ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ নেকী লাভ করবে।

এ এলাকায় কত হাজার লোক আছে? তার মাঝে কতজন এখানে নামাযে এসেছেন? যারা নামাযে আসেনি, তারা মহাক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। মানুষ আজ, দৌড়ে দৌড়ে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। এসব মানুষদের দ্বীনের দিকে ডাকার জিম্মাদারী, আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন এবং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর তার দায়িত্ব রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে যাওয়া মানুষদের, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেয়াই উম্মতে মুহাম্মদীর কাজ। এটা নবীওয়ালা কাজ। যারা একাজ করবে তারা ঐ ব্যক্তির সকল কবুল আমলের সমান সওয়াব পাবে। তাদের হাশর হবে নবী, রাসূল, শহীদ, সিদ্দিক, সালেহীন বান্দাদের সাথে। কারা ভাই এ দাওয়াতী কাজের সাথে যুক্ত হতে চান। খুশি খুশি মনে হাত তুলুন। আলহামদু লিল্লাহ।

www.pathagar.com

মাগরিব বাদ বয়ানের নমুনা

(সাথী ভাইরা, ছয় নম্বরের উপর সংক্ষিপ্ত বলার চেষ্টা করুন। এটাই মাগরিবের বয়ান।)

আল্হামদু লিল্লাহ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অশেষ রহমত, এহ্ছান, ফযল ও করম। এলাকার হাজার হাজার মানুষের মাঝে থেকে, আল্লাহ্ তায়ালা তার বিশেষ পছন্দের বান্দাদের মসজিদে এনে মাগরিবের নামাযকে জামাতের সাথে পড়ার তৌফিক দিয়েছেন। এরপর খাস করে কিছু বান্দাকে দ্বীনের এক উঁচা ফিকিরকে সামনে নিয়ে, মহান রবের বড়ত্ব মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা তথা শুকরিয়া আদায় করার জন্য এ মজলিসে বসিয়েছেন। এ মজলিস আল্লাহ্ তায়ালার কাছে খুব পছন্দনীয়। এ মজলিস নিয়ে, আল্লাহ্ আসমানে ফেরেশতাদের মাঝে গর্ব করেন। এ মজলিসকে ফেরেশতারা ঘিরে রাখেন। মজলিসে সাকিনা বা শান্তি, রহমত আকারে বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ্ আল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন, আমার নেয়ামত পেয়ে যারা শোকর গুজারী করে, আমি তাদের নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেই। আর যারা নেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তাদের নেয়ামতকে ছিনিয়ে নেই ও আযাবে গ্রেপ্তার করি।

সমগ্র মানব জাতির সুখ শান্তি ও সফলতা, আল্লাহ্ একমাত্র দ্বীনের মাঝেই রেখেছেন। দ্বীন জীবনে তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন তার জন্য মেহনত করা হবে। ঘরে বসে থেকে যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল ও কার্যকরী কোন ডিগ্রী হাসিল করা যায় না, তেমনি দ্বীনও ঘরে বসে হাসিল হয় না। হওয়ার জিনিস নয়। অতএব যে সহীহ্ নিয়তে নিজের জান মাল ও সময় নিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হয়ে, সঠিক নিয়মে মেহনত করবে, ইনশাআল্লাহ অতি সহজেই তার মাঝে দ্বীনের উপর চলার যোগ্যতা পয়দা হবে। দ্বীন আল্লাহ্ তায়ালার কাছে খুবই প্রিয়। আল্লাহ্ তার অতি মাসূম বেগুনাগার বান্দা অর্থাৎ নবী ও রাসূলদের দিয়েই দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করিয়েছেন। দ্বীনের খাতিরে তারা বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করেছেন। দ্বীন দুনিয়ার বুকে নবীদের ও তাদের অনুসারীদের দাওয়াতের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাওয়াত হচ্ছে ঈমান অর্জনের পূর্বশর্ত। হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর ৬০০ বছরের উর্ধ্বে দাওয়াতের কাজ বন্ধ থাকায়

www.pathagar.com

মক্কার কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তির আশ্রয় হয়েছিল। দ্বীনের দাওয়াত না থাকায় সারাবিশ্বে বদ্বীনে ছয়লাব হয়ে গিয়েছিল। আবার শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ২৩ বছরের অক্লান্ত দাওয়াতী মেহনতের ফলে কাবাঘর মূর্তিশূন্য হয়েছিল।

আল্লাহ্ বলেন, দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের ক্ষেতস্বরূপ। দুনিয়া হল, কামাই রোজগারের জায়গা। আখেরাত হল, উপভোগের জায়গা। এখন কেউ যদি, কামাইয়ের জায়গায় আরাম আয়েস করে, খালি হাতে বাড়ী ফিরে বা আখেরাতের অনন্ত জীবনে হাযির হয়। তার মত বোকা ও হতাশাগ্রস্ত আর কেউ হবে না। দুনিয়ার ক্ষুদ্র জীবনে মুমিন কষ্ট করে ঈমান ও আমল বানাবে আর আখেরাতের অনন্ত জীবনে মহানান্দে উপভোগ করবে। আখেরাতে কোন শরিয়ত নেই; কোন আমল নেই। জীবন উপভোগের জায়গা। এখন আমাদের ভাবতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দুনিয়ার কদিনের জীবনে (দুনিয়ার ৭০-৮০ বছরের জীবন আখেরাতের তিন মিনিটের সমান) আখেরাতের কোটি কোটি বছরের অনন্ত জীবনের কামাই না করে, কিছু আরাম আয়েশ ভোগবিলাস করে খালিহাতে হাযির হলে কেবল কষ্টই আর কষ্ট। আগুন আর আগুন। মুক্তি নেই।

আল্লাহ্ আল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন, আমি জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, শুধুমাত্র আমার ইবাদত বন্দেগীর জন্য। আর আল্লাহ্ লক্ষ কোটি মাখলুক ও পৃথিবীর নাজ নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের খেদমতের জন্য। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ছায়াপথ, কৃষ্ণ গহ্বর, সবকিছুই একটা নিয়মের ভিতর চলছে। পৃথিবীর দিনরাত, পানিচক্র, বায়ুচক্র, খাদ্য চক্র, কার্বনচক্র, সবকিছুই সুষম এবং মানুষের জন্য পরিমিত। আল্লাহ্ বলেন, যেখানে যতটুকু থাকা দরকার আমি সেখানে ততটুকুই রেখেছি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, মানুষের সফলতা, ধনসম্পদ, অর্থ, বাড়ী গাড়ী, সন্তান সন্ততি, পদ পদবীর মাঝে নেই। আল্লাহ্ শান্তি ও সফলতা রেখেছেন ঈমান ও আমলের মধ্যে। আল্লাহ্ বলেন, আসল সফলতা তো আমলনামা ডানহাতে পাওয়া তথা বেহে্শতে যাওয়ার মাঝে এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার মাঝে। যে ৫টি বিষয়ের জন্য মানুষ সবসময় আকাঙ্ক্ষিত। তা আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতি হাতে। আর আল্লাহ্ তা পূরণ করবেন কাল কিয়ামতে। মানুষ শত চেষ্টা করেও এগুলো দুনিয়াতে অর্জন করতে পারবে না। সে ৫টি জিনিস হল ঃ অনন্ত জীবন, অনন্ত যৌবন, কোমল ও আনন্দময় শয্যা ও বাড়ী; সীমাহীন খাদ্য সামগ্রী ও তা খাওয়ার যোগ্যতা; এবং উত্তম সঙ্গী (চিরস্থায়ী)। আল্লাহ্ বলেন, যদি তুমি আমার হুকুম ও

www.pathagar.com

রাসূলের ত্বরীকা মত দুনিয়ায় বসবাস করে ঈমান ও আমল তৈরী করে আস; তবে আখেরাতে তোমার চাহিদা মত জীবন উপহার দেয়া হবে। আখেরাত হচ্ছে সব চাহিদা পূরণের জায়গা। সেখানে কোন আমল ও কষ্ট নেই। আমরা যা কিছু দেখি বা দেখছি না, সব হল মাখলুক। মাখলুক কিছু করতে পারে না, আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ছাড়া। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবকিছুই করেন, মাখলুক ছাড়া। পৃথিবীর সবকিছুই ধোঁকা। আল্লাহ পাককে দেখা যায় না। না দেখা জিনিসের উপর বিশ্বাস হল ঈমান, আর আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদার উপর বিশ্বাস হল একীন। আখেরাতে বেহশত পাওয়ার পূর্বশর্তই হল ঈমান ও একীন। বেহেশতে মর্যাদা বৃদ্ধির জিনিস হল আমল। ঈমান কিনতে পাওয়া যায় না। ঈমান অর্জন করার জিনিস। দাওয়াতের মাধ্যমেই ঈমান হাছিল হয়। দাওয়াত থাকবে তো, দ্বীন থাকবে। দ্বীন থাকবে তো দুনিয়া থাকবে। দ্বীন থাকলে পৃথিবীতে কিয়ামত কায়েম হবে না। আল্লাহ্ আমাদের অতি অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এ সামান্য সময়ের মধ্যেই জান মাল ও সময় দিয়ে ঈমান ও আমল অর্জন করে, আখেরাতের অনন্ত জীবনের সফলতা লাভ করতে হবে। আল্লাহ্ কোন নবীকেই হিজরত না করিয়ে বা জান মালের কুরবানী না দিয়ে; হেদায়াত দেননি, সফলতা দেননি। আমাদেরও ঈমান আমল শেখার জন্য তথা হেদায়েতের জন্য, জান মাল ও সময়ের কুরবানী করে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হতেই হবে। চলুন ভাই, ১২০ দিন বা তিন চিল্লার নিয়ত করি। জীবনে প্রথম সুযোগেই তিন চিল্লা দিয়ে দাওয়াতের মেহনতকে শিখব, ঈমান আমলকে বানাব এবং মৃত্যু পর্যন্ত দাওয়াতের কাজ করে যাব। খুশি খুশি নিয়ত করি। মাশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

মসজিদ ওয়ার জামাতের ৫ কাজ

জামাতের ৫ কাজঃ দুই দুই আড়াই তিন; মাসওয়ারা প্রতিদিন। যে মসজিদে যে সমস্ত মুসল্লী একাধিক ওয়াক্তের নামায জামাতে পড়ে তারাই মসজিদের, মসজিদওয়ার জামাতের সাথী। যারা তাবলীগের দাওয়াতের সাথে জড়িত, তারাই মসজিদওয়ার জামাতের সাথী, এমন মনে করা ঠিক নয়। পাঁচ কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলঃ

১। **প্রতিমাসে তিনদিন আল্লাহ্র রাস্তায় দেয়াঃ** প্রতিমাসে সপ্তাহ্ নির্ধারণ করে তিন দিনের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় নিজের জান মাল নিয়ে জামাতবদ্ধ হয়ে বের হতে হবে।

২। **সপ্তাহে দু'টি গাশ্তঃ** একটি গাশ্ত মহল্লার মসজিদে। নিজেদের এলাকার মুকামী কাজকে শক্তিশালী করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, মুকামী গাশ্ত। গাশ্ত হল দাওয়াতী কাজের মেরুদণ্ড। সরকারী ছুটির দিন বা মহল্লায় যেদিন বেশী লোকের সমাগম হয়, সেদিন এলাকার মুকামী গাশ্ত করা। গাশ্তের মাধ্যমে দ্বীনের পরিবেশ চালু হয়। দ্বীনদার ও নামাযী বাড়ে। এলাকা থেকে মাসে তিনদিনের জামাত বের করার চেষ্টা ফিকির করা। সাপ্তাহিক গাশ্তের দিনকে খুশির দিন বা ফসল কাটার দিন মনে করা। দ্বিতীয় গাশ্ত পার্শ্ববর্তী মহল্লায় করা। পার্শ্ববর্তী মহল্লার খারাপী থেকে, নিজ মহল্লাকে হেফাযতের জন্য সেখানে ২য় গাশ্ত করা জরুরি। দ্বিতীয় গাশ্তের মজবুতির উপর নিজ মহল্লার গাশতের মজবুতি বৃদ্ধি পায়।

৩। **প্রতিদিন দুই তালিমঃ** ১টি তালিম নিজ মহল্লার মসজিদে। নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে (যে ওয়াক্তে মুসল্লীর বেশি সমাগম হয়, সে নামাযের পর) মুনতাখাব হাদীস, ফাযায়েলে আ'মাল ও ফাযায়েলে সাদাকাত কিতাবের তা'লিম করা। এটি মসজিদে নববীর একটি জরুরি আমল। ২য় তালিম নিজ ঘরে করা। ঘরের মহিলা, শিশু, চাকর বাকর সবার জন্যেই দ্বীন জরুরি। ঘরের মাহরাম, সবাইকে নিয়ে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে তালিম করবে। ফলে ঘরের মাঝে, মা-বোন-পুত্র-কন্যাদের মধ্যে দ্বীনি পরিবেশ কায়েম হবে। ঘরে ফেৎনা-ফাসাদ ঢুকতে পারবে না। ঘরে বদ্দীনি চালু হতে পারবে না।

www.pathagar.com

৪। প্রতিদিন আড়াই ঘন্টার মেহনতঃ প্রতিদিন আড়াই থেকে আট ঘন্টা সময় মহল্লার প্রতিটি অলি-গলি, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, বারে বারে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে। আড়াই ঘন্টা সময় একসাথে না লাগাতে পারলে, ভাগে ভাগে কয়েকবারে লাগাতে হবে। নিজের কর্মস্থলেও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। হাটে বাজারে, অফিসে, ব্যবসায়, দোকানে, পথে প্রান্তরে, দেশে বিদেশে, সর্বত্র দাওয়াতের কাজ চলবে।

৫। প্রতিদিন মাশওয়ারা (পরামর্শ) করাঃ প্রতিদিন যে কোন নামাযের পর, সমস্ত মুসল্লি নিয়ে, নিজ এলাকায় এবং সারা দুনিয়ার দ্বীন জিন্দা করার ফিকির নিয়ে, পরামর্শ করতে হবে। বিশেষভাবে এলাকায় কিভাবে দ্বীন জিন্দা হয়, নামাযীর সংখ্যা বাড়ে, মানুষের মসজিদের সাথে সম্পর্ক হয়, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক হয়, তার জন্য চেষ্টা ফিকির করতে হবে। অল্প সময়ের জন্য হলেও, একাকী হলেও, পরামর্শ অব্যাহত রাখতে হবে।

মেহনতের তারতীব বা তরীকা বের করাঃ এলাকায় ৪০০ ঘর থাকলে আর ৪ জন দাওয়াতের সাথী থাকলে। সব ঘরের লিস্ট করে, এক এক সাথী ১০০ করে ঘর নিয়ে, দাওয়াতের কাজ করা চাই। পরামর্শে কাজের হালত ও কারগোজারি পেশ করা যেতে পারে। মুরুব্বীদের খেয়াল নেয়া যেতে পারে। দ্বীনের কোন তাকাযা (প্রয়োজন) থাকলে, তা পূরা করতে হবে।

www.pathagar.com

চিল্লার হাকীকত এবং এস্তেকামাতের উপায়

দাওয়াত ও তাবলীগের চিল্লা (চল্লিশ দিন) সম্পর্কে কিছু কথা: চল্লিশ দিনের একটা ফযিলত রয়েছে। মাতৃগর্ভে প্রতি চল্লিশ দিনে মানব শিশুর বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন হয়। ৪০ দিন লাগাতার তাকবীরওলার সাথে জামাতে নামায পড়লে, দোযখের আগুন ও মুনাফেকী থেকে বাঁচা যায় (মুসলিম, মিশকাত)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়তি লাভ করেন। ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ দিন নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে অবস্থান করেছেন ও আল্লাহ্ তায়ালার দিদার লাভ করছেন। ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ দিন মাছের পেটে ছিলেন এবং মুক্তি লাভ করেন ইসমে আজমের বরকতে। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ রাত ধ্যানমগ্ন থেকে তাওরাত প্রাপ্ত হন (আরাফ-১৪২)। ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ বৎসর পর, তার বাবা ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দেখা পান (সূরা ইউসুফ)। আল্লাহ্ মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জাতি, বনী ঈসরাইলকে ৪০ দিন বেহেস্তি খানা খাইয়েছেন (মান্না ও সালওয়া)। বৈজ্ঞানিকভাবেও পরীক্ষিত যে, ৪০ বছর বয়সে মানুষের মাঝে স্থিরতা ও পরিপক্কতা আসে। ৪০ দিন লাগাতার বিশেষ কোন পরিবেশ থেকে বিশেষ কোন গবেষণা বা ট্রেনিং করলে একটা সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায়।

তিন চিল্লার হাকীকত: তিন চিল্লার বরকত হল, মানব শিশু যেমনিভাবে মাতৃগর্ভে তিনচিল্লার (১২০ দিন) পর রূহ প্রাপ্ত হয়, তেমনিভাবে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় তিন চিল্লা বা ১২০ দিন সময় দিলে ঈমানী মজবুতি পয়দা হয়। মানুষের জন্য মাতৃগর্ভ দেহ গঠনের স্থান আর দুনিয়া হল, ঈমান আর আমল গঠনের স্থান। তিন চিল্লার প্রথম চিল্লায় দিলের জং দূর হয়; ২য় চিল্লায় ঈমানে রং লাগে, ৩য় চিল্লায় আমলের ঢং পয়দা (শওক) হয়। যে মহলে থেকে মানুষের ঈমান আমল নষ্ট হয়েছে। সে মহল ছাড়তে হবে। যদি অফিস, আদালত, ব্যবসা দোকান, বাজার, কলকারখানা, বাড়ী গাড়ীতে থেকে মানুষের ঈমান আমল ঠিক হত, তবে বয়সে যারা বৃদ্ধ তারাই সবচেয়ে বড় ঈমানওয়ালা হওয়ার কথা ছিল। ঈমান চুল দাড়ি পাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। গাড়ী নষ্ট হয় রাস্তায় আর ঠিক হয় গ্যারেজে। মানুষ অসুস্থ হয় বাড়ীতে, আর চিকিৎসা হয় হাসপাতালে। পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হল মসজিদ এবং আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল কাজ হল দাওয়াত। আর পৃথিবীর সকল মানুষের দুনিয়াবী ও আখেরাতের সফলতা রয়েছে দ্বীনের ভেতর। দ্বীন কায়েম হয়, দাওয়াতের

www.pathagar.com

মাধ্যমে। তাই মসজিদের পরিবেশে থেকে, তিনচিল্লা বা ১২০ দিনের দাওয়াতের মেহনতের ফলেই ইন্‌শাআল্লাহ ঈমান ও একীনের নূর বা বুঝ এসে যাবে এবং উভয় জাহানের সফলতা অর্জন হবে। বাকী জীবনে দ্বীনের উপর চলা সহজ হবে। আমরা দাওয়াতের কাজ করতে করতে শিখব আর দাওয়াতের কাজ শিখতে শিখতে মরব। আমৃত্য একাজে লেগে থাকতে হবে। মসজিদ ওয়ারী পাঁচ কাজের সাথে লেগে থাকলে ঈমান ও আমলের মাঝে বরকত হবে। ঘরে বসে কেউ বড় বড় বই পড়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, উকিল, ব্যারিস্টার হয় না। এর জন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কার্যক্ষেত্রে গিয়ে হাতে কলমে শিখতে হয়। ঈমান শিখার জিনিস। নবী রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকে ঈমান শিখেছেন। নবী রাসূলরা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গী সাথীদের ঈমান হাতে কলমে শিখিয়েছেন। এভাবেই দাওয়াতের ময়দানে মেহনতের মাধ্যমে ঈমান শিখতে হয়। এটাই ঈমান শেখা বা অর্জনের রাস্তা।

এস্তেকামাতের ১৭টি উপায় সম্পর্কে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব বলেনঃ ১. যে কেহ দিলের একীনের সাথে একাজ করবে সে জমবে (লেগে থাকবে)। ২. যে রোজানা (প্রত্যেহ) দাওয়াত দিতে থাকবে তার জজবা বনতে থাকবে। ৩. যে দাওয়াতি পরিবেশের (মসজিদে) মধ্যে থাকবে সে জমবে। ৪. যে একাজে বাধা সৃষ্টি করবে, সে কেটে পড়বে। ৫. যে আমীরের অনুগত ও পরামর্শে চলবে। সে জমবে, ৬. যে সাথীদের দোষ দেখবে বা ধরবে, সে কেটে পড়বে। ৭. যে অহংকার করবে, সে কেটে পড়বে। ৮. যে এমন সব গোনাহ (গীবত, অপরের দোষ তালাশ, বদ নজর, মন চাহি কাজ) করবে, সে জমতে পারবে না। ৯. যে নাদামাত, তওবা ও এস্তেগফারের সাথে চলবে, সে জমবে। ১০. যে অন্যের ত্রুটি নিজের উপর নিবে, সে জমবে। ১১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুনাফেক চলেছে, ফায়দা হয়নি, ঈমানও নসীব হয়নি। ১২. যে অন্যের অন্যায় বিষয়ের ভাল দিক ব্যাখ্যা করবে, সে জমবে। যে সব কথাই উল্টো মনে করবে, সে কেটে পড়বে। ১৩. যে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে চাইবে, সে জমবে। ১৪. যে এখলাসের সাথে কুরবানী দেবে, আল্লাহ্ তাকে সব অবস্থায় (হার হালাতে মজবুত রাখবেন, উঁচু মর্যাদা দিবেন। ১৫. যে বলবে আমার উছিলায় কাজ হচ্ছে। সে বঞ্চিত হবে। মানুষ যার সম্পর্কে মনে করবে তার উছিলায় কাজ হচ্ছে। আল্লাহ্ তাকে উঠিয়ে নিবেন। ১৬. যে বড়দের (মুরুব্বীদের নকলের উপর আছাড় খাবে, সে আমলের উপর উঠবে। ১৭. যে পুরা উম্মতের ব্যথা নিয়ে চলবে, তার দিলের অবস্থার আছরকে আল্লাহ্ পুরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিবেন।

www.pathagar.com

দাওয়াত দেয়ার নিয়ম

দাওয়াতের কাজে (বয়ানে, তাশকীলে, গাশতে, মুযাকারায়) ১২ রকম কথা বলা/আলোচনা করা নিষেধ

১। রাজনৈতিক আলোচনা; ২। দেশ ও বিদেশের চলমান পরিস্থিতি; ৩। মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, বংশগত, জাতিগত, এলাকাগত, ভাষাগত, দেশভিত্তিক দোষ, বদঅভ্যাস ও খারাপ বিষয়ে যে কোন আলোচনা; ৪। মুসলমানদের ধর্মাবলীর আচার ব্যবহার কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদির আলোচনা; ৫। মাছআলা মাছাইল ও ফতোয়া বিষয়ে যে কোন আলোচনা; ৬। মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য বা ভিন্নতা বিষয়ে আলোচনা; ৭। কোন বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির বা জীবিত দায়ির অলৌকিক ঘটনা, কারামতি বিষয়ক আলোচনা; ৮। আদবের খেলাপ হয় এমন কথাবার্তা; ৯। আযাব, গযব, মহামারী, ক্ষয়ক্ষতির আলোচনা; ১০। মুদ্রাদোষ বা কোন কথা বার বার বলা (যেমন-এই রকম, তাইনা, তারপর, পরিবর্তীতে, এরপর, ঠিক আছে না, আপনারা কি বলেন, ভাই ও দুস্ত, বুজুর্গ, হ্যাঁ ভাই, ইত্যাদি); ১১। ইসলামের নামে নানা রকম কাহিনী, নবী রাসূলের সনদবিহীন কিসসা, ধর্মের নামে অতিরঞ্জিত ঘটনা (যেমন- মাখলুকাতের সংখ্যা বলা, পৃথিবীর বয়স বলা, আদম (আ.) এর আকৃতির বিবরণ, ইউনুস/ইউছুফ (আ.) এর অতিরঞ্জিত বিবরণ, অন্যান্য নবীরা আমাদের নবীর উম্মত হতে চেয়েছিলেন, বিশ্বনবী (সা.) প্রথমে মিষ্টি ছেড়ে এক বাচ্চাকে মিষ্টি খেতে নিষেধ করেছেন, নূহ (আ.) এর বন্যার অতিরঞ্জিত বিবরণ, খ্রিস্টান/ইহুদিদের রচিত কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থের মুখরোচক কাহিনী/এমন কোন কাহিনীর বিবরণ যার উল্লেখ রয়েছে তাওরাত/যবুর/বাইবেলে); ১২ তাওহীদ, আখিরাত, রিসালাত ও ছয় নম্বরের যার উল্লেখ ফাযায়েল/লাভের বাইরে কথা না বলাই উত্তম।

দাওয়াতের কাজে (জামাতে থাকাকালীন) ১২ রকম কাজ করা নিষেধ

১। অতিরিক্ত ব্যয় করা; ২। দুনিয়াবি কিছু চাওয়া বা পাওয়ার লোভ, ভান করা; ৩। অনুমতি ব্যতীত কারো জিনিস ব্যবহার করা; ৪। বেডিং, বিছানা, কাপড় জুতা দিয়ে শব্দ করা; ৫। ফ্যান, লাইট, এসি ইত্যাদির সুইচ টিপাটিপি বা চাপাচাপি করা; ৬। খাওয়ার সময় হা করা, মুখ থেকে খাবার পাত্রে ফেলা বা শব্দ করা; ৭। যিকির, তিলাওয়াত ও ব্যক্তিগত আমলে শব্দ বা অন্যভাবে কাউকে

www.pathagar.com

সামান্যতম কষ্ট দেয়া। ৮। দরজা-জানালা ইত্যাদি বন্ধ/খোলা বা অযথা শব্দ করা। ৯। থালাবাসন ধুতে গিয়ে বা অন্য কোনভাবে খাদ্য ফেলা বা নষ্ট করা; ১০। হাড়ি, পাতিল, থালা বাসন ইত্যাদি দিয়ে শব্দ করা; ১১। হাক-ডাক, ঘড়ি-মোবাইল, হাছি-কাছি, আঙ্গুল-ঘাড় মটকানো; যেকোনোভাবে এলার্ম/রিংটোনে শব্দ করা; ১২। শুয়ে ও বসে গল্প করা বা নাক ডেকে ঘুমানো। এমন কোন কাজ না করা, যাতে সাথী ভাইদের এবং এলাকার মসজিদের মুসল্লীদের কোনরূপ মনোকষ্ট হয়।

আল্লাহুর রাস্তায় থাকাকালীন দৈনিক ২৪ ঘন্টার আমল/তরতীব/নিয়ম

১। ঘুমঃ ৬ ঘন্টা। রাত ১১টা হতে ভোর ৪টা পর্যন্ত। শীতকালে রাতেই ঘুম পুরা করা। গ্রীষ্মকালে দুপুরে কিছু সময় ঘুমানো।

২। সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানা গোছানো, টয়লেট, অযু, তাসবীহ, তিলাওয়াত, ফজর নামায, ফজরবাদ ঈমান একীনের কথা, তাশকীলি গাশতঃ ২ ঘণ্টা।

৩। নাস্তা/সকালের খানাপিনা ঃ ১৫ মিনিট।

৪। ইশরাক নামায, তিলাওয়াত, যিকির ঃ ১ ঘণ্টা।

৫। ব্যক্তিগত/ইনফারাদি আমল ঃ ৪৫ মিনিট।

৬। সকালের তালিম ও মাশওয়ারা (কিতাবী, সূরা কিরাত মসক, ছয় নম্বরের আলোচনা, মুযাকারা, মাশওয়ারা, খিদমত ও আমল বন্টন করে নেয়া) ঃ ৩ ঘন্টা (১২ টা পর্যন্ত)।

৭। গোসল, নফল ইবাদত, ব্যক্তিগত/ইনফারাদি আমল ঃ ১ ঘণ্টা।

৮। যোহর নামায, কিতাবী তালিম, তাসবীহ ঃ ১ ঘণ্টা।

৯। দুপুরের খানা ঃ ৩০ মিনিট।

১০। নফল/ব্যক্তিগত/ইনফারাদি আমল ঃ ৩০ মিনিট (৩টা পর্যন্ত)।

১১। বিকালের কিতাবী আমল ঃ ১ ঘণ্টা (শীতকালে ৩টা থেকে শুরু। গরমের দিনে ১ ঘণ্টা ঘুমিয়ে ৪ টা থেকে শুরু)।

১২। আসরের নামায, গাশতের আদব, উমুমী গাশত, ঈমান একীনের কথা, মাগরিবের নামায, মাগরিব বাদ বয়ান, তাশকীলঃ এশার নামাযের আধা ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে ঃ মোট ৪ ঘণ্টা।

১৩। এশার নামায, খুসূসি গাশত, কিতাবী তালিম ঃ ১ ঘণ্টা।

www.pathagar.com

১৪। মাশওয়ারা, মুযাকারা ঃ ১ ঘণ্টা।

১৫। রাতের খানা ঃ ৩০ মিনিট।

১৬। ঘুমের প্রস্তুতি ঃ ৩০ মিনিটি (রাত ১১ টায় বাতি, চোখ, মুখ সব বন্ধ করা)।

পৃথিবী ও আখিরাতের (অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের) তুলনা

১। পৃথিবী/ইহকাল ছোট, তুচ্ছ, সাময়িক। অথচ আখিরাত/পরকাল বড় মূল্যবান, অনন্ত। আল্লাহ, মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী; জান্নাতই উত্তম বাসস্থান। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও এটাই মহাসাফল্য (তওবা-৭২)। আল্লাহ বলেন, জেনে রাখ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার (আনফাল-২৮)।

২। পৃথিবী/ইহকাল সামান্য, অনুমোদিত, অস্থায়ী ও ভোগের। অথচ আখিরাত/পরকাল অনাদি, সীমাহীন, নিশ্চিত ও স্থায়ী। আল্লাহ বলেন, তোমাদের যা কিছু রয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ। অথচ আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী, তাদের জন্য; যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (শুরা-৩৬)।

৩। পৃথিবীর শান্তি, সুখ ও সফলতা নিমিষেই শেষ হয়ে যায়। অথচ আখিরাতের শান্তি, সুখ ও সফলতা দীর্ঘস্থায়ী ও চিরস্থায়ী। এজন্যই পরকালের সফলতাকে, মহা সফলতা বলা হয়েছে আল কুরআনে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে (আহযাব ৭০-৭১)।

৪। পৃথিবী পরীক্ষাক্ষেত্র, আখিরাত ফলাফল উপভোগ এবং শান্তি বা শাস্তির জায়গা। আল্লাহ বলেন, মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি; একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? (আনকাবুত-১)। আল্লাহ আরও বলেন, মহিমান্বিত প্রভু সর্বময় কর্তৃত্ব তার, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল (মুলক ১-২)। আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন -সম্পদ, জীবন ও ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে (বাকারা-১৫৫)।

৫। পৃথিবী চাষাবাদের জায়গা; আখিরাত ফসলে তোলার জায়গা। আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে; আমি তাকে তারই কিছু দেই, আখিরাতের তার জন্য কিছুই থাকবে না (শুরা-২০)। বিশ্বনবী (সা.) বলেন, পৃথিবী হল, আখিরাতের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট করে ফসল চাষ করবে অর্থাৎ ঈমান ও আমল বানাবে। পরকালে কোন আমল নাই, কষ্ট কুরবানি নাই, শুধু উপভোগ করবে। যারা পৃথিবীতে সাময়িক ভোগ বিলাস করবে, তারা আখিরাতে চিরস্থায়ী ও ভয়াবহ শাস্তিতে পতিত হবে।

৬। পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী, আখিরাত চিরস্থায়ী। আল্লাহ্ বলেন, আমি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতে দাখিল করাব; যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তাদের পাপ মোচন করব। এটাই মহাসাফল্য (ফাতহ্-৫)। তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা পার্থিক জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা উত্তম, স্থায়ী; তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে, তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (শুরা-৩৬)। আল্লাহ্র ঘোষণা হল, ভূ-পৃষ্ঠের উপর সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আপনার রবের সত্তাই বাকি থাকবে, যিনি মহত্ত্ব ও করুণার অধিপতি (আর রহমান ২৬-২৭)। পৃথিবীর যা কিছু রয়েছে, তা শেষ হয়ে যাবে। আর যা কিছু আল্লাহ্র কাছে রয়েছে, তা চিরদিন বাকি থাকবে; আর যারা ধৈর্যধারণ করবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব; তাদের পৃথিবীর ভাল কাজের বিনিময়ে (নাহল-৯৬)। আল্লাহ্ সেদিন (কিয়ামতের দিন) বলবেন, তোমরা পৃথিবীর হিসাবে কতটুকু সময় পৃথিবীতে কাটিয়ে এসেছো? তারা বলবে, হয়ত একদিন বা একদিনের চেয়েও কম সময়; অতএব গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করুন? (মুমিন ১১২-১১৩)। আল্লাহ্ বলেন, বলে দিন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অতিসামান্য, আর আখিরাত ঐ ব্যক্তির জন্য সর্বাদিক দিয়ে উত্তম, যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্র বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে এবং তোমাদের প্রতি সামান্যতমও যুলুম করা হবে না। তোমরা যেখানে থাক না কেন, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু আসবে, যদিও তা সুদূর দুর্গের মধ্যে (নিসা ৭৭-৭৮)। আমাদের পৃথিবী নামক স্টেশনে ডাক আসলে অর্থাৎ ট্রেন/বিমান/গাড়ি ছাড়ার সময় হলে; এক মুহূর্ত ফিরে তাকানোর সময় থাকবে না। পিছে পরে থাকবে পৃথিবীর নামক ক্ষণস্থায়ী আবাস। কেউ আমাকে স্মরণ করবে না বা করলেও তা আমার কোন উপকার আসবে না। আমরা হাজির হব চিরস্থায়ী পরকালে; থাকবো বেহেশতে বা দোযখে- মহাশান্তিতে বা ভয়াবহ বিপদে।

৭। পৃথিবী একবিন্দু, আখিরাত মহাসিন্দু। বিশ্বনবী (সা) বলেন, আখিরাতের তুলনা এরূপ, তোমাদের যে কেউ মহাসমুদ্রে আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখুক, তার আঙ্গুলে কতটুকু পানি লেগেছে অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত শান্তি, সুখ সফলতা একসাথে করলে পরকালের তুলনায় তা অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র এবং এত সাময়িক যে, ঠিক এক বিন্দু পানির সামনে মহাসমুদ্র যত ব্যাপক ও বিস্তৃত; পরকাল তার থেকেও দীর্ঘায়িত ও বড়।

৮। পৃথিবী হচ্ছে নমুনা, আর পরকাল হচ্ছে খাজানা। Show Room, যেমন কোন জিনিসির নমুনা প্রদর্শনের জায়গা। আর গোডাউন বা Store Room তেমনি ঐ জিনিসের ভাণ্ডার বা মজুদ করার জায়গা। Show Room এ দু-একটি নমুনা রাখা হয়। Store Room এ লক্ষ কোটি গুন জমা রাখা হয়। পৃথিবীর আনন্দ, আয়েশ, শান্তি, সুখ, সফলতা; তথা কষ্ট, বেদনা, দুঃখ যাতনা, বিফলতা সবই নমুনা মাত্র। এসবের আসল ভাণ্ডার হল পরকাল। পৃথিবীর তুলনায় পরকালে এসবের পরিমাণ হবে লক্ষ, কোটি, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন গুন বেশি এবং অবশ্যই তা হবে চিরস্থায়ী এবং অফুরন্ত। আল্লাহ বলেন, জীবিকা উপযোগী যত বস্তু আছে তার ভাণ্ডার/খাজনা/Store পুরোটাই আমার কাছে; এবং আমি তা থেকে নির্ধারিত পরিমাণ (নমুনাস্বরূপ) নাযিল করে থাকি (হিজর-২১)।

৯। পৃথিবী মূল্যহীন, আর আখিরাত মহামূল্যবান। বিশ্বনবী (সা) বলেন, আল্লাহর কাছে যদি পৃথিবীর মূল্য একটা মাছির পাখার তুল্য হত, তবে তিনি কোন কাফিরকে পৃথিবী থেকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। আখিরাতের মত মহামূল্যবান বিষয়কে উপভোগ করার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে; শুধুমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দা অর্থাৎ মুমিনদের জন্য। পৃথিবীর সাময়িক এবং অতি সামান্য ভোগ বিলাসকে ছেড়ে রাখা হয়েছে কাফির, মুশরিক, পাপীদের জন্য। আমাদের কারো বাড়ির উৎচ্ছিষ্ট, মলমূত্র যদি অন্য বাড়ির কুকুর বা বিড়াল এসে পেট ভরে খেয়ে যায়; তবে আমরা কেউ রাগ করি না। বরং খুশি হই। তেমনি পৃথিবী নামক মূল্যহীন, নোংরা, তুচ্ছ ভোগ বিলাসকে কাফির, মুশরিক, বেঈমান, পাপীরা উপভোগ করলেও, আল্লাহর কিছু যায় আসে না। মহান প্রতিপালক তাঁর প্রিয় বান্দা ও বান্দীদের জন্য মহামূল্যবান ও চিরস্থায়ী ভোগবিলাসের জন্য জান্নাতকে সাজিয়ে রেখেছেন।

১০। পৃথিবী মুমিনের সাময়িক জেলখানা; আর আখিরাত সারা জীবনের আয়েশী/বাদশাহী। আল্লাহ কাফির, মুশরিক ও পাপীদের বলেন, তারা অল্প

www.pathagar.com

ক'দিন হেসে খেলে নিক, আর আখিরাতে অনন্তকাল কাঁদতে থাকবে; সে সকল কাজের বিনিময়ে, যা তারা পৃথিবীতে অর্জন করেছিল (তওবা-৮২)। বিশ্বনবী (সা) বলেন, পৃথিবী মুমিনের জন্য জেলখানা, আর কাফিরের জন্য জান্নাত (মুসলিম)। ব্যাপারটা এমন যে, এক লোককে একদিন জেলখানায় থাকার বিনিময়ে সারা জীবনের জন্য রাজত্ব ও রাজ্য দান করার মত। এমন প্রস্তাবে সবাই রাজি হবে। আল্লাহ, বিশ্বনবীকে বলেন, আপনাকে যেন শহরের জাকজমকপূর্ণ চলাচল ধোঁকায় না ফেলে, প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কদিনের উপভোগ, অতপর তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নামে, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান (আল ইমরান ১৯৬-১৯৭)।

১১। পৃথিবী প্রমোদতরী, আর আখিরাত ক্যাপ্টেনের হুঁশিয়ারি। পৃথিবীর মানুষরা এর ভোগ বিলাসে মত্ত। পৃথিবী অর্জন করার জন্য ব্যতিব্যস্ত। অথচ পৃথিবী ফুরিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নবী রাসূল (সা), তাদের অনুসারী, দায়ী এবং আল্লাহর কিতাবসমূহ হচ্ছে হুঁশিয়ারি, সতর্ককারী, মহাবিপদ সংকেত প্রদানকারী। যে এ হুঁশিয়ারি শুনবে এবং সেমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; সে রক্ষা পাবে। অন্যথায় ধ্বংস ও বিনাশ হবেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পৃথিবী হচ্ছে প্রমোদতরী আর এর মানুষরা হচ্ছে উপভোগকারী। নবী রাসূল তাদের অনুসারী ও দায়ীরা হচ্ছে সতর্ককারী/ঘোষণাকারী ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন, পৃথিবীর ভোগবিলাসে মত্ত মানুষের সতর্ক করেছেন, আল্লাহর কিতাব থেকে সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। প্রমোদতরীর ক্যাপ্টেন যেমন, ঝড়ের অশনি পূর্বাভাষ হিসাব মহাবিপদ সংকেত শোনান। প্রমোদতরীতে রক্ষিত লাইফ জ্যাকেট, লাইব বয়, লাইফ বোট, লাইফর‍্যাফট সংগ্রহ করতে ও ব্যবহার করতে ঘোষণা ও উপদেশ দেন। নবী রাসূল ও দায়িরাও তাই করেছেন। এখন যেসব যাত্রীরা ক্যাপ্টেনের সতর্কবাণীকে তোয়াক্কা না করে খেয়াল খুশিমত মোজ মাস্তিতে মত্ত থাকবে, তাদের ধ্বংস ও বিপদ অনিবার্য।

১২। পৃথিবী বাকি, আর আখিরাত নগদ। শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়, ভোগবিলাসে ডুবে থাকতে বলে। ভুলিয়ে রাখতে চায় আখিরাতকে। আজ মানুষ বলছে, যা পাও হাত পেতে নগদ নাও; পরকাল বহুদূর-পরাহত। আর মহান আল্লাহ বলছেন, ওরা (কাফিররা) ঐ দিবসকে, পরকাল/আখিরাতকে বহু দূরবর্তী দেখছে। আর তাকে আমি খুব নিকটবর্তী দেখছি (মাআরিজ : ৬-৭)। হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য রাখা উচিত সে আগামীকালের (আখিরাতের) জন্য কি প্রেরণ করেছে। আর তোমরা

www.pathagar.com

আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন (হাশর-১৮)। সত্যিকারভাবে আখিরাত হল, নগদ এবং সঞ্চিত সম্পদ উপভোগের জায়গা। অপরদিকে পৃথিবী হল বাকি, ধোঁকা, সাময়িক, বেহুদা সম্পদ জমিয়ে উপভোগহীন চলে যাওয়া। বুদ্ধিমানরা পৃথিবীতে থেকেই ঈমান-আমালকে ঠিক করে; আখিরাতের ব্যাংকে অর্থ সম্পদ (নেকীরূপে) জমা করেন। সে অর্থে ঈমানদাররাই আসল বুদ্ধিমান।

১৩। পৃথিবীতে মানুষ ঘুমন্ত, নেশাগ্রস্ত, মাতালের মত। আর পরকালে চির জাগ্রত, শাশ্বত, সুস্পষ্ট। ঘুমন্ত লোকের টাকা পয়সা যে কেউ নিয়ে যেতে পারে। সে বুঝতেই পারে না। ঘুম থেকে জেগে দেখে তার সর্বস্ব খোঁয়া গেছে, চোরে নিয়ে গেছে। মানুষ তেমনি আখিরাতের ব্যাপারে ঘুমন্ত। পৃথিবীর মহা মূল্যবান সময়কে তুচ্ছ, সাময়িক জিনিস অর্জনের জন্য ব্যয় করে ফেলে। ঈমান ও আমালহারা হয়ে মৃত্যু নামক পর্দা অতিক্রম করে পরকালে জেগে উঠে এবং সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে, সে কি পাঠিয়েছে অনন্ত জীবনের জন্য। শুরু হয় শতকোটি আফসোস। নেশাগ্রস্ত বা মাতাল ব্যক্তি যেমন রাস্তায় পচাঁ দুর্গন্ধময় ড্রেনের ধারে পরে থাকে। তার বোধশক্তি লোপ পায়। পৃথিবী এবং এর ধন-সম্পদ অর্জনের পিছে লেগে থাকা মানুষ, নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায়। ক্ষণস্থায়ী, তুচ্ছ, পৃথিবী কামাই করতে গিয়ে পরকালে নিঃস্ব হয়ে হাজির হয় মহান প্রভু আল্লাহর কাছে, ঈমান ও আ'মালের মত চিরস্থায়ী ও মূল্যবান সম্পদ কামাই না করে। তুচ্ছ ও দুর্গন্ধময় দুনিয়ার ভোগবিলাস কামাই করে আজ আমরা ঘুমন্ত ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় ডুবে আছি পৃথিবীর মাঝে। মৃত্যুর পর চির জাগ্রত আখিরাতে কতই না আফসোস নিয়ে হাজির হব আল্লাহর দরবারে?

১৪। পৃথিবী মরীচিকা, ধোকা ও খেল তামাশার বস্তু, আর আখিরাত বাস্তব অবিনশ্বর, যুক্তিসংগত শতভাগ সত্য। আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করছেন এভাবে; জেনে রাখ, পার্থিব জীবন কখনও কামনার/অর্জনের যোগ্য হতে পারে না। কেননা এটাতো কেবল খেলাধুলা ও তামাশা এবং বাইরের চাকচিক্য মাত্র (হাদীদ-২০)। অথবা এভাবে বলা যায়, পার্থিব জীবন কেবল প্রতারণার উপকরণমাত্র। এ পার্থিব জীবন খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই না; বস্তুতঃ আখিরাতের জীবনই হল সত্যিকারের জীবন; যদি তারা এটা জানত (আনকাবুত-৬৪)। আল্লাহ অবিশ্বাসী কাফিরদের সম্বন্ধে বলেন, কাফিরদের আমল ও কার্যকলাপ যেন একটি মরুভূমির মরীচিকা, পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে; এমনকি যখন এর কাছে পৌছে, তখন কিছুই পায় না; সেখানে পায় আল্লাহর নির্ধারিত মৃত্যু। আর আল্লাহ

www.pathagar.com

তার আয়ুর হিসাব পুরোপুরি শেষ করে দেন এবং আল্লাহ অতি তড়িৎ হিসাব গ্রহণকারী (নূর-৩৯)। ছোট বাচ্চারা যেমন খেলাধুলার সময় মিছেমিছি রান্না করে, ঘরবাড়ি বানায়, পুতুল বিয়ে দেয়। পৃথিবীর জীবনও তেমনি খেল তামাশা। আর শিশু হয়ে জন্ম নিয়ে আমরা তরুণ-যৌবন-বৃদ্ধ এবং মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হই। পৃথিবী আমাদের ধোঁকা বা প্রতারণার মাঝে জীবনের মূল্যবান সময়কে ছিনিয়ে নেয়। বাচ্চারা যেমন খেলা শেষে খালি হাতে বাড়ি ফিরে। আমরা তেমনি ঈমান-আ'মল হারা হয়ে মৃত্যুর পর্দা অতিক্রম করে শূন্য হাতে অন্য জীবনে হাজির হই। একমাত্র ঈমানদার বা হিদায়াত প্রাপ্তরাই বুদ্ধিমানের মত ঈমান ও আ'মালকে সুন্দর করে; হাসতে হাসতে আখিরাতে পাড়ি জমায়। বাজারে যাদুকর চোখের সামনেই সাদা কাগজকে টাকার নোটে পরিণত করে। মানুষকে ধোঁকা দেয়। যাদু দেখিয়ে, যাদুকর মানুষের কাছে টাকা চায়। আসলে সে কাগজকে টাকায় পরিণত করতে পারে না। যদি পারত, তবে সে মানুষের কাছে টাকা কামনা করত না। আসলে তার পুরো কর্মই হল ধোঁকা, প্রতারণা। পৃথিবীও আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। আমরা পুরো জীবন শেষ করে ফেলছি পৃথিবী কামাই করতে। অথচ পৃথিবী আমাদের প্রতারণা করছে। আমরা কিছুই কামাই করছি না। আমাদের ধন-সম্পদ, অর্থ-চাকচিক্য সবই থেকে যাচ্ছে। আমরা খালি হাতে চলে যাচ্ছি পরকালে। আখিরাতে পৃথিবীর কোন সম্পদই নিয়ে যাওয়া যায় না। আমাদের একমাত্র সাথী হচ্ছে ঈমান ও আ'মল। স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য যতটুকু পৃথিবী কামাই করা দরকার, এটাই যথেষ্ট। আমাদের জীবন হওয়া উচিত আখিরাতমুখী।

১৫। ঈমান অর্জন হয় হিজরত ও নুসরতের দ্বারা। ঈমান অর্জন/কামাই করার বিষয়। আল্লাহর রাস্তায় হিজরত ও নুসরতের মাধ্যমে ঈমান হাসিল হয়। আল্লাহ চাইলে এক মুহূর্তেই পৃথিবীর সকল মানুষকে হিদায়েত দান করতে পারেন। কিন্তু তা আল্লাহ পাকের কুদরত বা সুন্নাত বা নিয়ম নয়। তবে হ্যাঁ আল্লাহপাকের কুদরতে বা অসীম ক্ষমতায় তা মুহূর্তেই সম্ভব। আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্টিজগতে একটা নিয়ম সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং সর্বদা তা চালু রেখেছেন। পৃথিবীর মানুষের ঈমান ও হিদায়েত পাওয়ার জন্য শর্ত রাখা হয়েছে। জান, মাল, সময়, দিল, দিমাগ, হিকমত, কৌশল, জ্ঞান, গরিমা সব কিছুর কুরবানি করতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় মেহনত বা কদম উঠানোর মদ্যেই হিদায়েত বা ঈমান অর্জনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোন নবী রাসূলই হিজরত না করে শুধু নিজ এলাকায় বসে থাকেননি। যদিও তারা বেগানা/মাসুম/নিঃস্পাপ ছিলেন, তবুও তারা মেহনত ও

হিজরত করেছেন। এমনকি শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে মদনীয় হিজরত করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল বর্ষপঞ্জি গণনা শুরু হয়েছে কোন না কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর সাল থেকে। যেমন খ্রিস্টাব্দ বা ইংরেজি সাল গণনা করা হয় যিশুখ্রিস্ট বা ঈসা (আ.) এর মৃত্যু থেকে। যদিও নবী ঈসা (আ.) এর মৃত্যু হয়নি। তিনি ঊর্ধ্বালোকে আল্লাহর হিফাযতে আছেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন। বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ শুরু হয়েছে রাজা কনিশকো বা অন্য কোন হিন্দু রাজার জন্ম/মৃত্যুর সাথে। অথচ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম বা মৃত্যুর সাথে হিজরী সাল সম্পর্ক যুক্ত নয়। হিজরী সাল গণনা শুরু হয়েছে বিশ্বনবীর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দিন থেকে। এর আগেও বিশ্বনবী ১৩ বছর মক্কায় কাটিয়েছেন, অথচ মুসলমানদের বর্ষপঞ্জি চালু করা হয়নি অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য হিজরত একটাই গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান তার জান, মাল, সময়, দিমাগ, হিকমত, কৌশল নিয়ে ঘরে থাকলে দ্বীন মিটে যাবে, হিদায়েত আসবে না, ঈমান অর্জিত হবে না। মুসলমানের সবচেয়ে বড় সম্পদ অর্থাৎ ঈমান অর্জিত হবে, হিজরতের মাধ্যমেই। আল্লাহ পাক বলেন, যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাব এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ খাঁটি লোকদের সাথে রয়েছেন (আনকাবুত-৬৯)। হিজরতের সাথেই নুসরত জড়িত। বিশ্বনবী (সা.) যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় আসলেন, তখন মদীনাবাসী বিশ্বনবী (সা.)কে সদরে গ্রহণ করলেন। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বনবী (সা.) কর্তৃক জন্মভূমি বিজিত হওয়ার পরও পুনরায় তাতে ফিরে যাননি। মদীনার চত্তরে চিরদিনের জন্য রয়ে গেলেন এবং এখনও শুয়ে আছেন। বিশ্বনবী আনসারদের জন্য এভাবে দোয়া করেছেন, "হে আল্লাহ" আমাদের আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই একমাত্র আখিরাতের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া। অতএব, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন।" এখানে বিশ্বনবী (সা.) আনসারদের (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম বলেছেন। পৃথিবীর সকলে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি রাজি হয়েছেন, আর তারা সকলে আল্লাহর প্রতি রাজি হয়েছেন; আল্লাহ তাঁদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, এটাই হল শ্রেষ্ঠতম সফলতা (তওবা-১০০)। এখানে আল্লাহর ঘোষণায় এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, দ্বীনের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করে হিজরত করেছেন (অর্থাৎ মুহাজির) এবং যারা তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন (অর্থাৎ আনসার) তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহ রাজি খুশি

www.pathagar.com

হয়ে গেছেন। আর শুধু এটাই নয়; কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল মানুষের জন্যও আল্লাহ, এ রাস্তা খোলা রেখেছেন অর্থাৎ যারা মুহাজির ও আনসারদের সরল অন্তকরণে বা ইসলামের জন্য তাঁদেরকে অনুসরণ বা অনুকরণ করবে; তাদের প্রতিও আল্লাহ্ রাজিখুশি হয়ে গেছেন। অতএব, আল্লাহকে রাজিখুশি করার একটাই সহজ সরল পথ। আর তা হল মুহাজির এবং আনসারদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা অর্থাৎ হিজরত এবং নুসরতের মধ্যেই আল্লাহ্ রাজিখুশি হবেন। আল্লাহর ঘোষণা হল, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর, তবে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং (শত্রুর মোকাবেলায়) তোমাদিগকে দৃঢ় পদ রাখবেন (আল কুরআন)। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য পেতে চাইলে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করতে হবে। দ্বীন প্রচারে, আল্লাহর রাস্তায় যারা মেহনত/মুজাহাদা/সংগ্রাম করেছে এবং যারা (তাদেরকে) নিজেদের নিকট আশ্রয় দান করেছেন (আনসাররা) এবং তাদেরকে সাহায্য করেছে তাঁরাই হল ঈমানের পূর্ণ হক আদায়কারী। তাঁদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অতি সম্মানজনক রিযিক (আনফাল-৭৪)। দ্বীনের জন্য মুহাজির ও আনসারদের মেহনত ও কুরবানির ফলে, সে যামানায় দ্বীনের এমন এক পরিবেশ/মহল কায়েম হয়েছিল যে, সেখানে সকলের জান, মাল, ইজ্জত সর্ববিষয়ের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। সর্বস্তরের মানুষ শান্তি, সুখ ও সফলতার মাঝে জীবন যাপন করতে পেরেছিল। ঝগড়া-বিপদ, হানাহানি-মারামারি, চুরি-ডাকাতি, যুলুম-অত্যাচার, অশান্তি-পেরেশানি, পুরোপুরি দূর হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে; সূদূর ইয়েমেনের রাজধানী ছানা থেকে মক্কায় হজ্ব পালন শেষে মদীনায় ফিরে যেতে পারত যে কোন সুন্দরী যুবতী। কেউ তার দিকে চোখ তুলে তাকাত না। অথচ ইসলাম পূর্ব আরবরাই ছিল চরমতম বর্বর, নিষ্ঠুর এমনকি যারা নারী শিশুদের জীবন্ত কবর দিত। মুহাজির-আনসারদের, হিজরত-নুসরাত তথা মেহনত বা সংগ্রম বা কুরবানির বিনিময়ে দ্বীন জীবন্তরূপ ধারণ করেছিল আরব ভূ-খণ্ডে। বর্তমান সময়েও তা সম্ভব। এটাই আল্লাহপাকের ওয়াদা। তিনি একাজে গায়েবী মদদ দিয়ে সাহায্য করবেন।

১৬। দাওয়াতে তাবলীগের তিন মূল কাজ (বয়ান তাশকিল এবং তাহছিল অর্থাৎ মজলিসে কথা বলা, বেতলব লোকদের তৈরি করা এবং আল্লাহর রাস্তায় বের করা)ঃ মানুষের ঘরে ঘরে, দ্বারে, দ্বারে বারে বারে গিয়ে বেতলব লোকদের বুঝান, অনুরোধ করে হাতে পায়ে ধরে তোশামোদ করে আল্লাহর রাস্তার জন্য তৈরি করে, বের করে আনাটাই আসল কাজ। সাধারণ একজন লোকের তাশকিল

হওয়ার জন্য তার অন্তরের পরিবর্তন হওয়া দরকার। এক টুকরো লোহা থেকে, দা, বটি, ছুরি বানাতে হলে ঐ লোহাকে প্রথমে অগুনে গরম করে, নরম করে পিটিয়ে নির্দিষ্ট আকার দিতে হয় এবং ফাইল দিয়ে ধার দিতে হয় (Sharp)। চাল এবং ভাত এক বস্তু নয়। চাল থেকে ভাত তৈরি করতে চালকে ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে চুলায় বসাতে হয়। এরপর আগুনে জ্বাল দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর ভাত তৈরি হয় অর্থাৎ লোহা থেকে দা বানাতে অথবা চাল থেকে ভাত বানাতে উভয় ক্ষেত্রেই হরকত, মেহানত, কৌশল এবং হিকমত করতে/জানতে হবে। অনুরূপভাবে তাশকিল এবং তাহছিলের জন্য চাই উপযুক্ত কথা অন্তরে ধরার মত তোশামোদ, অন্তর বিগলিত করার মত দাওয়াত। দাওয়াতের উত্তাপ বা গরম যখন হৃদয়ের হাঁড়িতে লেগে যায়, তখন বেতলব অন্তর তৈরি হয়ে পুরো মানুষটিই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আসে। তবে সব জায়গাতেই ভেজাল থাকে। চালের মধ্যে কাঁকড়া, ইট, পাথর থাকে। ওসব ভাতে রূপান্তর হবে না। তেমনি মুনাফিক, কঠোর কাফির, মুশরিক বা ভয়াবহ নাস্তিক, সহজ পথে আসবে না। তবে যখন দাওয়াতের কথায় আশেপাশে দওয়াতের ও দ্বীনের পরিবেশ কায়েম হয়ে যাবে, তখন ঐসব ভেজাল ও কঠোর হৃদয় লোকও ইসলাম বা দ্বীনের ছায়াতলে চলে আসবে। দাওয়াতের কাজে দ্বীনের পথে কিছু লোক খুশি খুশি ও সহজেই চলে আসবে। কিছু লোক বিপদে পরে, পেরেশান হয়ে আসবে। আর চরমতম কঠোর হৃদয়ের লোকেরাও ভয়াবহ মুছিবত এবং আপদ-বিপদ তথা মনোকষ্টে পতিত হয়ে বা প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েই দ্বীনের পথে আসবে। নদী-নালা পুকুরে মাছ ধরা হয় কয়েক পদ্ধতিতে। (১) প্রথমে বরশিতেঃ এক্ষেত্রে ইচ্ছামত ধরা দিলে মাছ মারা পড়ে। (২) এরপর জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়। মনের বা ইচ্ছার বাইরে এসেও কিছু মাছ জালে ধরা পড়ে। (৩) সর্বশেষ হল পানি কমে এলে পুকুর, খাল, বিল সেঁচে সব মাছ ধরা হয়। এক্ষেত্রে কোন মাছই রেহাই পায় না। এভাবে ইনশাআল্লাহ একটা সময় আসবে, যখন ইসলামের পথে, দ্বীনের লাইনে, দাওয়াত ও তাবলীগের ছায়াতলে সবাইকেই আসতে হবে। তাশকিল ও তাহছিলের জন্য ছয় ধরনের কথা বলা চাই। ১) আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা। ২) তাওহিদের কথা। ৩) রিসালাতের কথা। ৪) আখিরাতের সুসংবাদ ও কিছুটা শাস্তি ও ওয়াদার কথা। ৫) দাওয়াত ও তাবলীগ ও দ্বীনের লাভ বা ফযীলতের কথা এবং ৬) নেয়াতমতের কথা। তাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বা দ্বীনের লাইনে কথা বলা শিখতে হবে। এ ব্যাপারে নিচে বেশকিছু উদাহরণ দেয়া হল:

দাওয়াত/তাবলীগের চমক কথা বলা শিক্ষা ঃ

(১) ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, বারে বারে যেয়ে বেতলবের মাঝে তলব তৈরী করাই

(দ্বীনের ব্যাপারে, বেখবর, লোকের অন্তরে দ্বীনের বুঝ দেয়াই) ছিল নবী-রসূল-সাহাবা এবং দায়ীদের কাজ। আমরাও একইভাবে মানুষের ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, বারে বারে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, শহরের এক প্রান্ত হতে শেষ প্রান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে যেয়ে দ্বীনের মেহনত করব।

(২) হায়াত মউত ও রিযিক দৌলত, পদ-পদবী, মান-সম্মান, মর্যাদা, ধন-সম্পদ ক্ষমতা এসব আল্লাহই মানুষকে দান করেন। তাই আমরা এসবকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করব বা সুযোগকে কাজে লাগব।

(৩) আল্লাহ মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের শান্তি-সুখ-সফলতা রেখেছেন একমাত্র দ্বীনের মাঝে। মাছের শান্তি পানিতে, গাছের শান্তি জমিনে, পাখির শান্তি বাতাসে। তেমনি মানুষের শান্তি দ্বীনের মাঝে। শান্তি আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহ স্মরণেই শান্তি। আল্লাহ নিজেই শান্তি।

(৪) আমাদের চেষ্টা ফিকির, মেহনত করতে হবে। কেননা চেষ্টা, পরিশ্রম, মেহনত ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই অর্জন করা যায় না। ঈমান ও হিদায়াত মেহনতের ফসল।

(৫) অর্থ সম্পদ পদবী, ব্যবসা চাকুরী ডিগ্রি, পাতিল পেয়ালা আরদালী এসব মাখলুক। মাখলুকের দেয়ার বা নেয়ার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হলেন সত্যিকারের ক্ষমতাবান এবং দেনেওয়ালা। তিনি যখন, যেখানে, যাকে যতটুকু চান, দিয়ে দেন। মানুষকে দেয়া-নেয়ার ব্যাপার তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

(৬) মানুষের রিযকের যতটুকু আছে তা সে অর্জন করবেই। তকদীরে লেখা রিযিক, মানুষের কাছে পৌছে যাবেই। এক্ষেত্রে মেহনত, মুজাহাদা শর্ত নয়। হিদায়াত, ঈমান ও দ্বীন অর্জনের বিষয়। আল্লাহর রাস্তায় যতটুকু মেহনত, মুজাহাদা করবে ততটুকু সে হিদায়াত, ঈমান ও দ্বীন অর্জন করবে।

(৭) আমাদের চলাফেরা, উঠাবাস, লেন-দেন, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, বাজার-ঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকরি, থেকে কবর পর্যন্ত, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রতিটি কাজ কর্ম, কথাবার্তা, ধ্যান খেয়াল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নূরানী তরিকায় হতে হবে। কেননা আল্লাহ আমাদের শান্তি, সুখ, সফলতা আল্লাহর হুকুম এবং নবীর তরিকার মাঝেই রেখেছেন। এটাই হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ঈমানের কলেমার দ্বিতীয় অংশ।

www.pathagar.com

(৮) একই হাড়ির রান্না, একই Plate এ, একই ঘরে খেয়ে দাদা দিন দিন আরও বৃদ্ধ হন, আর নাতি দিন দিন আরও মোটা তাগড়া যুবক ও শক্তিশালী হন। খানা-পিনার মাঝে শক্তি নাই। শক্তি আছে আল্লাহর হুকুমের মাঝে। আমরা যা কিছু দেখি আর যা কিছু দেখি না, সবই মাখলুক। মাখলুক কিছুই করতে পারে না, আল্লাহর হুকুম ছাড়া। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন, মাখলুক ছাড়া। এ বিশ্বাস অন্তরে রাখার নাম ঈমান। আর ঈমানের কলেমা হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

(৯) দ্বীনের মেহনত চালু থাকলে, দাওয়াতের কাজ চলতে থাকলে; দ্বীনের ফসল অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইবাদাত, মু'য়ামিলাত, মুআ'শারাত, আখলাক, ইনসাফ, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাব পৃথিবীতে জিন্দা হবে, টিকে থাকবে, চালু থাকবে।

(১০) দ্বীনের মেহনত করতে গিয়ে কোন নবীকে আগুনে ফেলা হয়েছে, কাউকে দেশ ত্যাগ করে পর্বতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কাউকে মাছের পেটে যেতে হয়েছে। কারো গায়ের গোশত খসিয়ে নেয়া হয়েছে। কাউকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, কারো মস্তক, গর্দান থেকে আলাদা করা হয়েছে, কারো দেহ পাথরের আঘাতে রক্ত রঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু কেউ দ্বীনের মেহনতে সামান্যতম কম করেননি।

(১১) উম্মতে মুহাম্মদীর সৌন্দর্য বা Beauty হল আমাল ও ইবাদাতঃ কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, আখলাক, ইনসাফ, উত্তম, মু'য়ামিলাত, মুআ'শারাত। আর এ উম্মতের দায়িত্ব বা Duty হল-দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা। বেগরজভাবে মানুষের মাঝে তলব পয়দা করা। জান, মাল, সময়, দিল, দিমাগ, হিকমাত দিয়ে দ্বীনের রাস্তায় মেহনত করা। সারা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে কলেমার দাওয়াত পৌছান। কলেমা ছাড়া যেন কোন মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় না নেয়, জাহান্নামে চলে না যায়-এ খেয়ালকে অন্তরে পয়দা করা এবং সারাবিশ্বের মানুষের হিদায়াতের জন্য দেয়া করা। এসব হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, কাজ বা Duty.

(১২) ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, যে লোক লজ্জা ও অহংকার করবে, সে ইলম হাসিল করতে পারবে না। আর বিলাসিতা ও অলসতার মধ্যে দিয়ে কখনও ইলম অর্জন হয় না। দাওয়াতের কথার মধ্যে কর্কষ বা কড়া ভাষা প্রয়োগ নিষেধ। এটা অহংকারের লক্ষণ। অথচ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে

www.pathagar.com

(গোপনে হলেও), সে কখনও জান্নাতে যাবে না। অহংকার থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। এভাবে বলতে হবে, হে আল্লাহ আমাকে অহংকারমুক্ত অন্তর দিন। আমার যবানকে নরম, মিষ্টি ও সুন্দর করে দিন। আমার ব্যবহারকে বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, শান্ত, সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে দিন। গীবত, শেকায়াত, পরশ্রীকারতা, কারো পিছে লাগা, চোগলখুরী, কথা লাগানোর মত জগন্য পাপ থেকে বেঁচে থাকা, দাওয়াত দেনেওয়ালা বা দায়ীর জন্য জরুরি।

(১৩) দাওয়াতের মেহনতের তুলনায় শতগুন বেশি দোয়া করতে হবে। হে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে (নাম ধরে ধরে) জানে, মালে, ঈমানে, আমলে, বরকত দান করুন। সকল রোক আউট (সমস্যা) দূর করুন। তার পুরা বংশকে কবুল করুন। তার জান, মাল, ঈমান, আমল, ইজ্জত, আবরুর হিফাযত করুন। আমাদের সবার মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান, সবাইকে দ্বীনের মেহনতের জন্য কবুল করুন। হে আল্লাহ, আপনার ইলমে যেসব কাফির, মুশরিক, মুনাফিকের, হিদায়াত নেই। অথচ তারা মুসলমান ও ইসলামকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দিতে চায়; বাতিলের শক্তি জোগায়; তাদেরকে আপনি বেছে বেছে পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে দিন।

(১৪) হযরত জ্বী মাওলানা ইউসূফ (রহ.) দাওয়াতের কাজের ব্যাপারে বলতেন, করতে রহো, রোতে রোহ, মানতে রহো, মাঙতে রহো। দাওয়াতের কাজ এভাবেই করতে হবে। মাওলানা ওমর পালনপুরী সাহেব (রহ.) বলতেন এক হ্যায় ঈমান পাকানা, এক হ্যায় ঈমান বাঁচানা, এক হ্যায় ঈমান ফ্যায়লানা। ঈমান বনেগা কায়ছে? ঈমান বনেগা দাওয়াতছে। ঈমান পাকেগো কুরবানিছে। ঈমান বাঁচেগা মাহালছে। ঈমান ফালায়গা হিজরতছে। এতে ঈমানের ফল পেতে থাকবে। ঈমান দাওয়াত দেয়ার দ্বারা তৈরি হয়। ঈমান জান, মাল, সময়, দিল দিমাগ, কৌশলের কুরবানি দ্বারা পাকবে। ঈমান বাঁচবে দ্বীনি পরিবেশে বা দাওয়াত ও তাবলীগের পরিবেশে। ঈমানের ফল পাওয়া যাবে হিজরতের মাধ্যমে। যতবেশি হিজরত বা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া যাবে, ততবেশি হিজরতকারী ও নুসরতকারীরা উপকৃত হবে। কাফির, মুশরিক, নাস্তিকরা ঈমানের মত শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করবে।

(১৫) পৃথিবীতে যেমন মরুভূমি আছে। তেমনি আছে উর্বর ফসল উৎপাদনকারী ভূমি। শুধুমাত্র উর্বর ভূমিতে সফল হয়। মানুষ চাইলেই মরুভূমি বা পাথরের উপরে ফসল ফলাতে পারে না। আবার একই জমিতে আম, কাঠাল, লিচু,

www.pathagar.com

আমড়া, বরই, কমলা, লেবু, আমলকি, চিরতা, স্ট্রবেরি, নারিকেল ইত্যাদি ফল ফসল হচ্ছে। যাদের কোনটা মিষ্টি, টক, তিতা। আবার এদের গঠন, স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। কারো সাথে কারো মিল নেই। কি বিশাল বৈচিত্র। আবার প্রতিটি ফল/গাছই পানি ও বাতাসকে তাদের খাদ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ তাদের আছে কত ভিন্নতা ও বৈচিত্র। এসবই আল্লাহর কুদরত ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ।

(১৬) তিন ভাই একই মায়ের পেটের। চেহারা, কথায়, চলা ফেরায়, কোথায় যেন একটা মিল আছে। আবার তিনজনই তিন ধরনের। লম্বায়, গায়ের রং, মেধা, চিন্তা, চেতনা সবকিছুতেই পার্থক্য স্পষ্ট। এই যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য এটা আল্লাহর সৃষ্টি। এভাবে লক্ষ কোটি মায়ের সন্তান রয়েছে। সবাই, সবার থেকে আলাদা। কিয়ামত পর্যন্ত এমন বৈসাদৃশ্য চলতে থাকবে। এটা আবার সকল, পশু, পাখি, কিট, পতঙ্গ, সর্বত্রই বিরাজমান। অথচ মানুষ যে, গাড়ি, বাড়ি, ট্রেন, জাহাজ, খেলনা যাই কিছু নির্মাণ করে না কেন; তাদের মডেল অনুসারেই সব হয়। প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন হয় না। এত ভিন্নতা করা সম্ভব নয়। জড় বস্তু নির্মাণ করতেই এত জটিলতা। সেক্ষেত্রে স্রষ্টার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কত বিশাল। আবার একই মায়ের তিন ছেলের ঘরে কি একই রকম সন্তান হচ্ছে? কারো চার ছেলে। কারো ছয় মেয়ে এক ছেলে। কারো কোন সন্তানই নাই। এসব কে করেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ। আবার তিন ভাই একই জায়গায় পাশাপাশি তিনটি দোকান দিল। কারো দোকান খুব চলে। রাতারাতি সে ধনী হয়ে গেল। কারো দিন এনে দিন যায়। আবার কারোটা চলেই না। সে খুব গরিব হয়ে গেল। কেন এমন হল? কার ইশারা, এর পিছে? নিশ্চয়ই আল্লাহর । দেখা গেল, যে একটু বোকা ধরনের, তার সংসারে উন্নতি বেশি। যে মেধাবী, লেখাপড়ায় ভাল করেছিল; সে বাস্তব জীবনে পিছিয়ে আছে। কে এসবের পিছে কল-কাঠি নাড়ছেন? রিযিক, অর্থ, সম্পদ, পদবী, সম্মান, সন্তান, স্বাস্থ্য, সুস্থতা সবই আল্লাহর কাছে। সবকিছুরই ফয়সালা হয় আসমানে। তিনিই সব করেন।

(১৭) পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী; যে রিযিকের জন্য ব্যবসা, চাকুরি, ডিগ্রি মেহনত, কৌশল, ধান্দা করে। অন্যান্য প্রাণী, পতঙ্গ, পাখি মাটিতে, ভূগর্ভে, পানিতে, বাতাসে বসবাসকারীরা তাদের বাঁচার জন্য কোন রকম, চাকুরি, ব্যবসা, মেহনত, কৌশল, ফিকির, ধান্দা করে না। আল্লাহ উছিলা ছাড়া সারা বিশ্বকে পালন করছেন। মানুষকেও পালছেন। অথচ মানুষ ভাবে তার বাঁচার জন্য উছিলা দরকার। আল্লাহ, ইব্রাহিব (আ.)কে অসীম কুদরতে পেলেছেন। শিশু ইব্রাহিম

দোলনায় শুয়ে তাঁর মুখে হাতের আঙ্গুল ভরে দিতেন। তাঁর এক আঙ্গুল দিয়ে মধু, আর অন্য আঙ্গুল দিয়ে দুধ বের হত। ঈসা (আ.) এর মা মরিয়ম (আ.) কে আল্লাহ্ বেহেশতের ফল খাওয়াতেন। আসহাবে কাহফের ঘটনায় এসেছে; আল্লাহ ৭ জনকে ৩০০ বছর ঘুমের মধ্যে কোনরূপ পানাহার ছাড়াই পেলে দেখিয়েছেন। এরপর ঘুম থেকে জেগে, তারা আরও ৯ বৎসর স্বাভাবিক জীবন-যাপন করেছেন। এসব আল্লাহর কুদরত। এভাবে আল্লাহ, উছিলার দ্বারা এবং উছিলা ছাড়াই প্রতিপালন করেন। আল্লাহ যদি চান, তবে মাটি থেকে কোন ফল-ফসল নাও ফলাতে পারেন। এইতো জাপানে ভয়াবহ সুনামি হয়ে সব ভেসে গেল। নিউক্লিয়ার পাওয়ার Plant ধ্বংস হয়ে গেল। আবার সমুদ্র ঝড়ে আমেরিকার শহরগুলো উলট পালট হল। চীন, তুরস্কে ভূমিকম্পে সব চূরমার হয়ে গেলে। এসব কি মানুষ ঠেকাতে পেরেছে? না কখনই পারেনি। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রকৃতির কাছে এমনই তুচ্ছ ও অসহায়। তাই আমাদের উদ্ধত, অহংকার ও আত্মগর্ব করা উচিত নয়। আল্লাহর দেয়া প্রতিটি নেয়ামতের শুকরিয়া করে, তার বড়ত্বের প্রশংসা করা উচিত। আজ যদি আমার আপনার দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যানসার বা এইডস্ হয়, বা দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে যায়, বা পুরো লিভার নষ্ট হয়ে যায় বা প্রেসার বেড়ে স্টোক করে পুরো দেহ প্যারালাইসিস হয়ে অকেজো হয়ে যায়; কে ঠেকাতে পারবে এ দুর্যোগ থেকে? এই সুস্থতা, সচলতা কে দিলেন? কে এসবের একচ্ছত্র মালিক? নিশ্চয়ই আল্লাহ। সেক্ষেত্রে আমাদের কতটুকু, কত বিলিয়ন ট্রিলিয়ন শুকরিয়া আদায় করা উচিত? আমাদের মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখতে হবে? এজন্যেই প্রতিটি নামাযে আমরা সূরা ফাতিহার মাঝে রবের সন্তুষ্টি ও শুকরিয়া আদায় করি। হৃদয় দিয়ে এ শুকরিয়া অনুভব করতে হবে। শোকর অন্তর নিয়ে নামাযে দাঁড়াতে হবে।

(১৮) মানুষ দুধরনের শিরক করে। শিরকে জাহেল বা প্রকাশ্যে শিরক। মূর্তি বা মাজার বা পীরের কাছে কিছু চাওয়া। আর শিরকে বাতেন হল- গোপনে বা নিজের অসতর্কতার কারণে শিরক করা। সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর উপর আস্থা বা ভরসা করা বা উছিলা মনে করা। অর্থ, সম্পদ, চাকুরি, ডিগ্রি, ব্যবসা, বস, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/সচিব/মন্ত্রী এদের উপর নির্ভর করা বা নিজের সমস্যার সমাধান খোঁজা; শিরকে বাতেন। মানুষের ব্যাধি যেমন দুধরনের। প্রকাশ্য ও গোপন। তেমনি প্রকাশ্য শিরক ধরা এবং এর চিকিৎসা সহজ। গোপন শিরক বের করা এবং এর চিকিৎসা কঠিন। আর যে কোন শিরকের ফলাফল একটিই। তাহল, রোগীর ঈমান ও আমলের ধ্বংস বা মৃত্যু। সূরা লোকমানে এসেছে; লোকমান

www.pathagar.com

(আ.) উপদেশাচ্ছলে তার পুত্রকে বললেন, হে বৎস, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শিরক করা গুরুত্বর যুলুম, মহা অন্যায়। সূরা নিসায় এসেছেঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না এবং তাছাড়া অন্যান্য পাপগুলো তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক সাব্যস্ত করে, সে গুরুতর পাপে পাপী হয়ে যায় (নিসা-৪৮)। আর হযরত মূসা (আ.) বললেন, যদি তোমরা এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সকলে মিলিত হয়েও কুফরি করতে থাক; তবে আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে বেনিয়ায বা অমুখাপেক্ষী, প্রশংসাভাজন (ইব্রাহিম-৮)। এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর জাত ও সিফাতের সাথে কুফরি করবে, শিরক করবে, তাঁর নাফরমানী করবে; সে আল্লাহর কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। সে তার নিজেরই ক্ষতিসাধন করবে। কাফির, মুশরিক, নাস্তিকরা মূর্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি; এসবের পূজা করে সরাসরি শিরকে লিপ্ত। আর আজকালের মুসলমান বা আমরা অর্থ, সম্পদ, পদবী, ক্ষমতা, চাকুরি, ব্যবসা, ডিগ্রি, ইত্যাদির পূজা করে গোপন শিরকে লিপ্ত। আমাদের অন্তরে ঈমানের কলেমার হাকিকত ফিট হওয়া, তথা কলেমার বিশ্বাস জরুরি। শুধু মুখে কালেমা বললেই গোপন শিরক থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। আর অন্তরে কলেমা ফিট করতে হলে, আল্লাহর রাস্তায় জান, মাল, সময়, দিল, দিমাগ, হিকমত দিয়ে মেহনত করতে হবে। এ ভাবেই ঈমান ও হিদায়াত অর্জিত হয়। এটাই একমাত্র রাস্তা।

(১৯) ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছেঃ বিশ্বনবী (সা) বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা স্থাপন কর, তবে তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে ঐরূপ রিযিক দিবেন, যেমন পাখিসমূহকে দান করে থাকেন, তারা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলা ভরা পেটে ফিরে আসে (তিরমিযী, ইবনে মাজা)। আরেকটি হাদিসে এসেছেঃ কেবল ঐ সমস্ত লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর পাখিদের অন্তরের মত হবে (মুসলিম) অর্থাৎ যাদের বিশ্বাস এবং আল্লাহর উপর ভরসা; পাখির বিশ্বাস ও ভরসার মত হবে না; তারা কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পাখিরা ভোরে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে। ওরা আল্লাহর উপর যেমন ভরসা করে, আল্লাহ্ তেমনি ওদের পূর্ণ রিযিক দিয়ে থাকেন। শিশুর বিশ্বাস ও ভরসার একমাত্র স্থান হল তার মা। সে তার মা'র প্রতি এমন নিবিড় ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে; সেভাবে তার খাওয়া-দাওয়া সুখ-শান্তি আসবে তার মার কাছ থেকেই। সে বিশ্বের নামী-দামী রাজা বাদশাদের চোখ রাঙানিতে ভয় পায় না;

www.pathagar.com

কারো কাছে কিছু চায় না। একমাত্র চায় আর ভয় পায় তার মাকেই। এ ধরনের দৃঢ় এবং সঠিক বিশ্বাস থাকতে হবে মুমিনের অন্তরে। মুমিন বা ঈমানদার দৃঢ়ভাবেই আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং তার কাজ কর্মে এ বিশ্বাসের প্রমাণ করবে। একমাত্র ও শুধুমাত্র করনেওয়ালা জাত হল আল্লাহ্। তাকেই ভয় করব। তার উপর ভরসা করব। তার কাছেই সাহায্য চাব এবং তিনিই আমার সকল চাহিদার যোগান দিবেন। এই যে ভরসা ও ভয় করা; দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, এটা হতে হবে নির্ভেজাল। একশত ভাগ খাঁটি। এতে কোন প্রকার কিন্তু বা অন্য কোন দ্বিতীয় চিন্তা-চেতনা যুক্ত হলেই ঈমান পূর্ণ হবে না। ব্যাপারটি বাইনারী বা ডিজিটাল-এক বা শূন্য। নির্ভেজাল ও ভেজালমুক্ত। এর মাঝামাঝি বলে কিছু নাই।

(২০) কবরে তিন প্রশ্নঃ (১) তোমার রব কে? (২) তোমার দ্বীন কি? (৩) তোমার রাসূলকে কি তুমি চেন? হাশরে পাঁচ প্রশ্নঃ (১) তোমার জীবন কিভাবে কাটিয়েছ? (২) ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ? (৩) যৌবন কোথায় ব্যবহার করেছ? (৪) কিভাবে সম্পদ অর্জন করেছ? এবং (৫) সম্পদ কোথায় ব্যবহার করেছ?- এ আট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করেই আমাদের কবরে যেতে হবে। অন্যথায় পরকালের ঘাটিগুলো পার হতে পারব না। পরকালের অনন্ত জীবনের সফলতা অথবা পাকড়াও/ভয়াবহ শাস্তি, আমাদের চিন্তা, নিয়ত, কর্মের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর প্রস্তুতের পূর্ব শর্ত হল ঈমান ও একীনকে সঠিক করা। ঈমান ও একীন ঠিক হয়ে গেলে আমল এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বা রব চাই জীবন গঠন করা সম্ভব হবে।

(২১) হযরত নূহ (আ.) তার জাতিকে ৯৫০ বছর কলেমার/ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি দিনে রাতে, আস্তে, জোরে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি দাওয়াত দিতেন, তার জাতির লোকেরা মুখ ঢেকে ও কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিত। নূহ নবী (আ.) চিৎকার করেও তাদের কাছে দাওয়াত পৌছে দিতে পারতেন না। মাত্র ৮০ বা ৯০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ বা ঈমান এনেছিল। এরপর ভয়াবহ বন্যায় পুরো জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর জমিনে শুধুমাত্র ঈমানদাররাই অবশিষ্ট থাকেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন। নমরুদ ঈমান না আনায় আল্লাহ্ তার দলবলসহ তাকে ধ্বংস করে দেন এবং ইব্রাহিম (আ.) কে রক্ষা ও সফল করেন। হযতর মূসা (আ.) এর জাতি অর্থাৎ ফেরাউন ও তার দলবল ঈমান আনেনি। নবী মূসার (আ.) দাওয়াত গ্রহণ করে নি। ফলে ক্ষমতাধর ফেরাউনকে সাগরে ডুবিয়ে এবং তার মন্ত্রী সম্পদশালী কারুনকে ভূমিতে ধসিয়ে

www.pathagar.com

আল্লাহ ধ্বংস করে দেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর জাতির যারা ঈমান এনেছেন এবং তাকে অনুসরণ করেছেন, তারা পৃথিবী ও আখিরাতে সফলকাম হয়েছেন। আল কুরআন তাদের ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিয়েছে। অপরদিকে যারা ঈমানের পথ থেকে দূরে থেকে এর বিরোধিতা করেছে; তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়েছে। এভাবেই ঈমানের কালেমার উপর চলাতেই সফলতা।

(২২) আজ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে নিজেদের মুসলমান ও ঈমানদার দাবি করছি। অথচ ঈমান, একীন, আকিদা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা, রোজগার, লেনদেন, আচার ব্যবহার; অর্থ-সম্পদ, যৌবন ব্যবহার কি আল্লাহর হুকুম এবং নবীর (সা.) সুন্নত মত হচ্ছে? এ আমরাই তাবলীগওয়ালাদের বলছি, ঈমান আ'মালের দাওয়াত দিতে, আমাদের কাছে তাবলীগ করতে আসবে না? কাফির মুশরিকদের কাছে যাও। এবার একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একলোকের কাছে দশ টাকা আছে (আজ কাল ফকিরের কাছেও শত টাকা থাকে)। তাকে কি টাকাওয়ালা বলা যাবে? যাবে-তবে তার সে টাকায় বর্তমান যামানায় কিছুই হবে না। আবার আরেক লোকের কাছে দশ হাজার কোটি টাকা আছে। সে কি টাকাওয়ালা নয়? অবশ্যই সে তার টাকা দিয়ে অনেক অনেক ইচ্ছা পূরণ করেত পারবে। আজ আমরা সবাই ঈমানদার। তবে বেশিরভাগই দশ টাকাওয়ালার মত। কোটি টাকাওয়ালার মত নই। আমাদের এ ঈমান পরকালে কতটুকু কাজ দিবে; আমাদের ভেবে দেখতে হবে। সুখ নিদ্রায় ঘরে বসে আকাশ কুশুম ভেবে লাভ নেই। মৃত্যুর পর সবচেয়ে দামি বিষয় ঈমান। মুমিন বেহেশতে যাবে, ঈমানের কারণে; আর বেহেশতে মর্যাদা নির্ধারিত হবে, আমালের কারণে; বেহশত কামাইয়ের মত ঈমান আমরা কি অর্জন করতে পেরেছি?

(২৩) বেহেশত দোযখের কথা কুরআন হাদিসে যেভাবে এসেছে; সেসব শতভাগ সত্য। যে সেসব কথা বিশ্বাস করবে না; সামান্যতম অবিশ্বাস করবে; সে অবিশ্বাসী, কাফির হয়ে যাবে। উর্দূতে বলা হয়েছেঃ জায়ছা করনী অয়ছা ভরনী; জান্নাত ভী হ্যায় জাহান্নাম ভী হ্যায়; মানে তো করকে দেখ; না মানেতো মরকে দেখ অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। জান্নাতও আছে জাহান্নামও আছে। যদি একথা বিশ্বাস কর তবে জান্নাতের আমল কর। আর যদি না মানো, তবে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত হও। যে ছাত্র ক্লাস ওয়ানে ফেল করে; তাকে উপরের ক্লাসে পরপর পরীক্ষা দেয়ালে, ফলাফল ফেলই হয়ে থাকে। আখিরাতেও সাতটি ঘাঁটি বা দরজা বা পরীক্ষা রয়েছে। সেসব হলঃ মৃত্যু, কবর, হাশর, মিযান, পুলসিরাত, জাহান্নাম ও জান্নাত। যে প্রথম ঘাঁটি বা দরজা বা পরীক্ষায় ফেল

www.pathagar.com

করবে; তার পরবর্তী ঘাঁটিতে ফেল ছাড়া উপায় নাই। আখিরাতের ঘাঁটিগুলোতে কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, পাপীদের ফেল করার পর যে আফসোস হবে এবং তারা যা বলবে; সেসবের কিছু বিবরণ এসেছে আল কুরআনে। (১) যখন তাদের মাঝে কারও মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়; তখন সে বলে, আমি এখন তওবা করছি (নিসা-১৪) (২) (সেদিন মানুষ) বলবে হায়! যদি আমি আবার এ জীবনের জন্য কোন কাজ (নেক আমল) পূর্বেই পাঠিয়ে রাখতাম (ফজর-২৪)। (৩) (সেদিন কাফির/পাপীরা) আফসোস করে বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম (নাবা-৪০)। (৪) এমনকি যখন তাদের মধ্য হতে কারও মৃত্যু এসে যায়, সে বলতে থাকে, হে রব! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন। তবে আমি যে স্থান ছেড়ে এসেছি, সেখানে (গিয়ে) নেক কাজ করব। কখনও না, এটা একটা বাজে কথা মাত্র; যা সে বলছে; আর তাদের সম্মুখে এক অন্তরাল রয়েছে। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (মুমিন ৯৯-১০০)। (৫) সে (মানুষ) বলবে, হে আমার রব! আমাকে কিছু দিনের সময় দিলেন না যে, আমি দান খয়রাত করে নিতাম এবং নেক লোকদের দলভুক্ত হতাম। আর আল্লাহ কখনও কাউকে অবকাশ দেন না, যখন তার নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে। আর আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন (মুনাফিকুন)। মৃত্যুর সময় আখিরাতের পাস ফেল জানা হয়ে যাবে। অনন্তর যে ব্যক্তি (পৃথিবীতে) অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ পাপ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে (যিলযাল ৭-৮)।

(২৪) মানুষের সার্বক্ষণিক চাওয়াগুলো হল- চিরজীবন, চিরযৌবন, উজ্জ্বল চেহারা, সুমধুর কণ্ঠস্বর, উত্তম চরিত্র, অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা, দাপট, রাজত্ব, সাজসজ্জার পোশাক, উত্তম যানবাহন, মনমত সঙ্গী, সাথী, রুচিপূর্ণ খানাপিনা এবং সেসব খাওয়ার মত বিশাল পেট/রুচি; সর্বশেষ সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাত। এসবই পুরা হবে জান্নাতে। অপরদিকে জাহান্নামে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি, বিপদ ও কষ্ট। ভয়াবহ আগুন, গর্ত, উত্তাপ, গরম, পাথর, পুঁজ, কাটাযুক্ত যাক্কুম ফল, দুর্গন্ধময় গিসলিন, ফুটন্ত পানি, সাপ-বিচ্ছু, পাপী ও দুষ্ট লোকজন তথা শয়তানের সাক্ষাৎ। জাহান্নামীরা, জাহান্নাম থেকে বের হতে চাবে; অথচ সেখানে অনন্ত কাল থাকবে। আল্লাহ বলেন, অতঃপর সে সেখানে (দোযখে) মরবেও না, আর বাঁচবেও না (ত্বহা-৭৪)। এটাই আখিরাত। চরমতম সত্য।

(২৫) এক বড় অফিসার/সচিব/বস বাসায় বাবুর্চি রেখেছেন। বাবুর্চির মূল কাজ হল রান্না করা। একদিন বস অফিস থেকে যথাসময়ে ফিরে এলেন বিকালে, তিনি

www.pathagar.com

ক্ষুধার্ত। বাসার বাবুর্চি এসে বলল, আমি আপনার বাসা পরিষ্কার করেছি, জুতা-জামা পরিষ্কার করেছি, সব কিছু গুছিয়ে রেখেছি ইত্যাদি। কিন্তু সময় না পাওয়ায় রান্না করিনি। বস নিশ্চিত এ বাবুর্চিকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিদায় করবেন। তার বাকি কাজ জরুরি নয়। আসল কাজ রান্না-বান্না। তেমনি এ উম্মতের আসল কাজ হলো-দাওয়াতের কাজ করা; মানুষকে আল্লাহর দিকে, দ্বীনের পথে ডাকাডাকি করাই হল আসল কাজ বা মূল কাজ। এ ছাড়া বাকি কাজ হল অতিরিক্ত, জরুরি নয়। আল্লাহর সামনে গিয়ে যদি বলি, আমি ব্যবসা, বাণিজ্য, ডিগ্রি হাসিল, চাকুরি ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি করেছি; কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগ করতে সময় পায়নি তবে আমাদের অবস্থা হবে ঐ বাবুর্চির মত। আজ আমাদের অবস্থা এমন হয়েছেঃ চাকুরি, অর্থ, ব্যবসা, স্ত্রী-পুত্র, জমি-জমা এসব কার? প্রশ্ন করলে জবাব আসে আমার। আর ইসলাম, দ্বীন, দাওয়াত ও তাবলীগ, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এসব কার? প্রশ্ন করলে, জবাব আসে-আমাদের। নদী-নালা, সরকারী রাস্তা, হাসপাতাল, সরকারী গুদাম, রেস্ট হাউজ-যখন সরকারি বা আম-জনতার হয় তাতে মহব্বত থাকে না, তা হয়ে যায় আমাদের। যেমন আমাদের রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা ইত্যাদি। কিন্তু যখন আমার হয়ে যায় তাতে মহব্বত, মায়া, টান অন্যরকম। আজ ঈমান দ্বীন, ইসলাম, দাওয়াত, এসব আমার কাজ হতে পারেনি। অতএব ঐসব দামি জিনিস আমরা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। এর জন্য আমরা আফসোস করব পরকালে। মৃত্যুর সাথে সবকিছু খোলাসা হয়ে যাবে। তখন চরমতম কাফির বা অবিশ্বাসীও বড় ঈমানদার বা বিশ্বাসী হয়ে যাবে। কিন্তু তখন তার সে বিশ্বাসে কোন লোভ বা উপকার বয়ে আনবে না। তার সাথী হবে হতাশা, আফসোস এবং কান্না-দুঃখ হবে অনন্ত কালের সাথী।

www.pathagar.com

তাশকিল এবং কিছু উদাহরণ

তাশকিলের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে আকার বা রূপ দান করা। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। যেমন চাল থেকে ভাত; আটা থেকে পরটা তৈরি করা হয়। তেমনি, কোন বেতলব বান্দাকে আল্লাহর রাস্তায় বের করার জন্য অর্থাৎ দ্বীনের মেহনত করার জন্য জান, মাল, সময়, দিল, দিমাগ ও হিকমত লাগানোর বা ব্যবহার করার জন্য মন থেকে রাজি করাকে তাশকিল বলে। এরপর মনের দিক থেকে তাশকিল হওয়ার পর আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাওয়ার জন্য কোন লোক হাতে এসে যাওয়াকে তাহাছিল বলে। সর্বশেষ পর্যায়ে খুরুজ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় পুরোপুরি বের হওয়া। তাশকিল ও তাহাছিল যতদিন চালু থাকবে; দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ততদিন চালু থাকবে। এ দু'কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে, দাওয়াত ও তাবলীগ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে, এক সময় মিটে যাওয়া। একাজ দুটোর, নদীর স্রোতের সাথে তুলনা চলে। নদীর স্রোত হারিয়ে গেলে, একসময় নদীও শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। বর্তমানে এ যামানায় উম্মতকে চেনাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পোশাক, আশাক, চালচলন, লেনদেন, আচার-আচারণ, কথাবার্তা, ধর্মে-কর্মে আমরা আজ মুসলমানিত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছি বা গেছি। বেতলব লোকেরা যখন ৬ নম্বরের উপর ঈমান একীনের উপর, কুরআন হাদিসের উপর, নবী রাসূল ও সাহাবীদের উপর কথা শুনে; তখন লোহা যেমন আগুনের তাপে নরম হতে থাকে-সামান্য ঈমান ওয়ালা মানুষও তেমন নরম হতে থাকে। তাদের অন্তরে পরিবর্তন আসতে থাকে। এরপর তাশকিল ও তাহাছিলের মাধ্যমে বেতলব বান্দা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আসে।

বেতলব বান্দাকে তাশকিল করার ব্যাপারে কিছু ঘটনা, উদাহরণ ও আলোচনাঃ

(১) সাঁতার না জানা লোক যখন পানিতে ডুবে মৃতপ্রায় হয়ে যায়; অর্থাৎ তার নাক, মুখ দিয়ে দেহে পানি ঢোকে। এমতাবস্থায় উদ্ধারকর্মীরা যদি লোকটিকে পানিতে রেখেই চিকিৎসা শুরু করে; তবে সে নির্ঘাত মারা যাবে। এ লোকটিকে প্রথমে, পানি থেকে তীরে এনে, ধীরে ধীরে তার পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করে সুস্থ করতে হবে। অনুরূপভাবে আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ঘরে বাইরে সর্বত্রই

www.pathagar.com

শিরক, কুফর, নাফরমানী ও পাপে ঠাসা। এর মধ্যে কাউকে রেখে যতই দ্বীনের কথা বলা হোক না কেন; কাজ হবে না। অন্তরের চিকিৎসা বা ঈমানের সুচিকিৎসার জন্য তাকে ঈমানী পরিবেশ অর্থাৎ মসজিদে এনে এবং আল্লাহর রাস্তায় বের করে; কাজ করতে হবে। অন্যথায় কোন বয়ান বা ওয়াজ তাকে উপকার পৌঁছাবে না।

(২) যারা মেথরের কাজ বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ময়লা পরিষ্কার করে; প্রথম প্রথম তাদের নাকে দুর্গন্ধ লাগে। নাড়ি-ভুঁড়ি উল্টে বমি আসে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই; তারা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। এমতাবস্থায় তাদেরকে যদি সুগন্ধি স্প্রে বা আতর বিক্রেতার দোকানে কিছুদিন পুনরায় রাখা হয়, তবে তাদের বোধদ্বয় হয় এবং নাকের স্বাভাবিক ক্রিয়া ফেরত আসে। বর্তমান সময়ে আমদের ঈমান, আমল ও ইবাদত ছুটতে ছুটতে এমন এক পর্যায়ে এসে গেছে যে, এখন কোন ধর্মীয় কাজ-কর্মই ভাল লাগে না। এমনকি ধর্মীয় কথা ও পরিবেশ অসহ্য লাগে। এমতাবস্থায় আমরা যদি ফিরিশতাদের পরিবেশে, জান্নাতের পরিবেশে, মসজিদে ক'দিন কাটাই অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় বের হই তবে আশা করা যায় যে, আমাদের অন্তরে ঈমানী নূর ও হিদায়াতের আলো জাগ্রত হবে।

(৩) একটা লোক যদি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কোন ম্যানহলের গর্তে বা ড্রেনে পড়ে যায়। আর লোকজন দৌড়ে এসে তার মাথায় পানি ঢালতে থাকে; এবং এত পরিমাণ পানি ঢালে যে, লোকটিকে গলা পর্যন্ত নর্দমায়/ড্রেনে ডুবিয়ে দেয়। তবে লোকটির শরীর আরো নোংরা বা দুর্গন্ধময় হবে। এমনকি মৃত্যুর ঝুকি বেড়ে যাবে। আসলে লোকটিকে নর্দমা (ড্রেন) থেকে উঠিয়ে; তারপর তার গায়ে পানি ঢেলে পরিষ্কার করে; সাবান পাউডার দিয়ে পবিত্র করতে হবে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তেমনিভাবে বর্তমান সময়ে আমরা পাপের ড্রেনে পরে হাবুডুবু খাচ্ছি। প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। ঈমান আমল দ্বীন শেষ হওয়ার উপক্রম। এ পরিবেশে যত ওয়াজ নছিহত বা বয়ান শোনানো হোক না কেন, অন্তরে ঈমানের নূর আসবে না। ঘর হতে, নোংরা পরিবেশ হতে বের হতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় জান, মাল, নিয়ে মসজিদের পরিবেশে থাকলে অন্তরে ঈমানের নূর আসতে পারে।

(৪) মাটির চুলায় যুগযুগ রান্না করলেও; চুলার মাটি দিয়ে ইট হয় না, আর সে ইট দিয়ে ইমারত হয় না। চুলার মাটি ইটের মত লাল হলেও; তা ইটের মত শক্ত

www.pathagar.com

হয় নয়। কেননা চুলার মাটির চারিপাশে কাঁচা মাটির বিশাল ভাণ্ডার; ফলে চুলার মাটিকে ইট বানানো যায় না। অথচ ঐ একই মাটিকে সরিয়ে নিয়েঃ পৃথকভাবে তার উপর মেহনত করলে ইট বানানো সম্ভব। কাঁচা মাটিকে গুলে নরম করে; সাচে/ফর্মায় ফেলে; ইটের নমুনায় রূপ দিয়ে; রোদে শুকিয়ে; ইটখোলায় পোড়ালে; পাকা ইট হয়ে যায় এবং এ ইট দিয়ে বিশাল বিশাল দালাল-কোঠা ও প্রাসাদ বানানো সম্ভব। অনুরূপভাবে যারা পুরো জীবন ঘরে বসে ঈমান, একীন, হিদায়াত পেতে চায় তারা ভুল করছে। হিদায়াত হিজরতে মিলে; আল্লাহর রাস্তায় জান, মাল সময়ের কুরবানির বিনিময় অর্জন হয়। ঈমানী পরিবেশে, মসজিদে বেশি বেশি সময় দিলে ঈমানী নূর অর্জিত হয়। ঘরে বসে ঈমান/হিদায়াত পাওয়া নবী-রাসূলদের সুন্নত নয়।

(৫) গৃহপালিত পশুরা নরম, সবুজ, কচি ঘাস পেলে, পুকুরে নেমে মনের আনন্দে তা খেতে থাকে। এমনকি পশুরা খাওয়ার সময় এমনই বিভোর থাকে যে, এক সময় নরম কাঁদায় আটকে গেলেও খাওয়া অব্যাহত রাখে। অবশ্য যখন ওদের হুস হয় বা কাঁদার মাঝে/পানিতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। অবশ্য সে সময় পশুর মালিক থাকলে রক্ষা; অন্যথায় নির্ঘাত অপমৃত্যু। আজ আমরাও তেমনি পৃথিবী অর্জনের জন্য; অর্থাৎ ধন-সম্পদ, পদবি-ডিগ্রি, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও অর্থ; এসবের পিছে বিভোর হয়ে আছি। কতটুকু দরকার, তাও জানি না। আরও চাই। পৃথিবীর সবকিছু চাই। পৃথিবী কামাইয়ের নেশায় আমরা মাতাল প্রায়। হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। আখিরাত, ঈমান, আমল সব ভুলে বসে আছি। একটি বারও স্রষ্টার দেয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছি না। হয়তোবা কোন সমস্যা, অসুস্থতা বা জটিল কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে একেবারে লেজে গোবরে করে ফেলি। এমনকি এক সময় দেখি জীবন সাহাহ্নে হাজির। মৃত্যু পথযাত্রী এক পরাজিত সৈনিক। তখন আর কিছুই করার থাকে না। ঈমান, আমল হারা হয়ে কবরে ঢুকে যাই। আমাদের সাথী হয়, শতকোটি আফসোস আর পরকালের অনন্ত জীবনের ভয়াবহ শাস্তি। এ জন্য সামান্য সময় আলাদা করে, ঘর হতে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হবে। ফিরিশতাদের পরিবেশে ক'দিন কাটালে অন্ততঃ ঈমানী নূরের ঝলক লেগেও যেতে পারে। পেয়ে যেতে পারি আসল পথে দিশা।

(৬) এক রাজার এক সুন্দর ময়না পাখি ছিল। সে দারুণ কথা বলতে পারত। একবার রাজা অন্য দেশে বেড়াতে যাবেন এবং ফেরার পথে শিকার করে দেশে ফিরবেন। রাজা বিদেশ ভ্রমণের আগে সবাইকে তাদের ইচ্ছা বা শখের কথা

উপস্থাপন করতে বললেন। রাজ্যের রাজপুত্র, রাজকন্যা ও রাজরাণী বিভিন্ন আবেদন/বায়না করল। রাজার প্রিয় ময়নাও এক অভিনব বায়না করল। ময়না বলল, "শিকারে থাকা অবস্থায় আমার জাতি ভাই, অন্যান্য ময়নাদের সাথে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের এক ময়না খাঁচায় বন্দি আছে, সে তোমাদের সালাম দিয়েছে।" যথাসময়ে, রাজা বিদেশ ভ্রমণে বের হলেন। একমাস ধরে বিদেশ সফর করে, শেষে রাজা এক বনে গেলেন শিকারে। শিকারে গিয়ে সত্যি সত্যি এক ঝাঁক ময়নার সাক্ষাত পেলেন। রাজা তার প্রিয় ময়নার অনুরোধ অনুসারে বন্য ময়নাদের বললেন, " তোমাদের এক ময়না খাঁচায় বন্দি আছে, সে তোমাদের সালাম দিয়েছে।" এ কথা শোনা মাত্র ঝাঁকের সবগুলো ময়না গাছ থেকে চোখ বন্ধ করে মরে পড়ে গেল জঙ্গলে। রাজা এমন ব্যাপারে আশ্চর্য হলেন এবং নিজ দেশে ফিরে এলেন। রাজ প্রাসাদে ফিরে রাজা তার প্রিয় ময়নাকে, জঙ্গলের ময়নাদের আশ্চর্যজনক ঘটনাটি বললেন। এবার আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো। রাজার প্রিয় ময়নাও চোখ বন্ধ করে, খাঁচায় মরে পড়ে রইল। রাজা দ্বিগুন আশ্চর্য হলেন ও দুঃখ পেলেন। তিনি মৃত ময়নাকে খাঁচা থেকে বের করে, রাস্তায় ছুড়ে মারলেন। এবার রাজাকে চারগুন আশ্চর্য করে ময়না উড়ে গিয়ে বসল গাছের ডালে। রাজা চিৎকার করে বললেন, ময়না তুমি এ কেমন প্রতারণা করলে। ময়না সুন্দর করে বলল, আমার সাথী ভাইরা আমার সালামের জবাবে, আমার মুক্তির পয়গাম পাঠিয়েছিল। তা ছিল, মরার আগে মরে যাও অর্থাৎ মরার ভান কর, আর মুক্তি পেয়ে যাও। আজ আমি যদি খাঁচার মধ্যে মরার ভান না করতাম, তবে আমিও কোনদিন মুক্তি পেতাম না। তেমনিভাবে মৃত্যু আসার আগে আমাদেরও মরার ভান করতে হবে। আজ আমরা পৃথিবীর মিছে মায়ায় খাঁচায় বন্দি হয়ে, জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছি। আমাদের পৃথিবীর একটি মুহূর্ত, মিনিট, ঘন্টা, দিন ও রাত অনেক দামি। অথচ আমরা পৃথিবীকে কামাই করার জন্য; ধন-সম্পদ, অর্থ, ক্ষমতা, পদবি ও মর্যাদা; এসব অর্জনের জন্য, জীবন এবং সময়কে কুরবানি করছি। আর শূন্য হাতে ঈমান, আমলহীন হয়ে ঘুটঘুটে কবরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। তাই আজ আমাদের মরার আগে মরার ভান করে, পৃথিবীর মায়ার খাঁচা থেকে মুক্তি পেতে হবে। এভাবেই আমাদের দামি সময়কে ঈমান, আমালের লাইনে তথা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সম্ভব হবে এবং এটাই আসল কামাই। যা হবে দীর্ঘস্থায়ী এবং সত্যিকারের চিরস্থায়ী সম্পদ।

(৭) একলোক তার পোষা টিয়া পাখিকে দু'বছর একটা ছবক শিখিয়েছে। "আমি বাগানে ঘুরে বেড়াব অথচ কোন ফুল খাব না।" টিয়াটি এ কথাটি খুব ভালভাবে

www.pathagar.com

রপ্ত করেছে। সে সারাদিন এ কথাটি, যিকিরের মত বলতে থাকে। একদিন লোকটি তার মূল্যবান ফলের বাগানে, টিয়াটিকে ছেড়ে দিল। বাগান আঙ্গুর, আপেল, ডালিম, নাসপাতি, পেঁপে আরও দামি-দামি ফলে ভরা। টিয়া বাগানে ঢুকেই তার মুখের জব বা যিকিরকে আরও জোরে জোরে বলতে লাগল এবং যথারীতি ফলের উপর ঠোকর মারতে লাগল। এভাবে টিয়া, প্রতিদিন তার মুখের বুলি বা যিকির চালিয়ে গেল এবং বাগানের ফল নষ্ট করতে লাগল। লোকটি হতাশ হয়ে বলল, টিয়া তোর যবান ও কর্ম ভিন্ন। আজ আমাদের মুখের কালেমা, যিকির ও ইবাদত ঐ টিয়ার মতই হয়েছে। আমরা কালেমা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, শত সহস্র বার পড়ছি। কিন্তু পাপ থেকে, শিরক থেকে, কুফুরি থেকে বেঁচে থাকতে পারছি না। আমরা কালেমার হাকিকত বুঝাতে পারছি না। কালেমা আমার কাছ থেকে কি চায়? আমাকে কি শেখায়? তা আমরা বুঝিনি। টিয়ার মত দিনরাত মুখে কলেমার যিকির করে যাচ্ছি এবং কাজকর্মে ও চিন্তা চেতনায় পুরোটাই কালেমার বিপরীত দিকে আগাচ্ছি। এ যিকির বা মুখের বলায় কোন লাভ নেই। পণ্ডশ্রম বই কিছু নয়। কালেমাকে অন্তরে ফিট করতে বা বসাতে চাইলে; আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করে তা অর্জন করতে হবে। এছাড়া কালেমার হাকিকত থেকে আমরা দূরেই থেকে যাব। শুধু মুখের যিকির দিয়ে কবরের জীবনে মুক্তি মিলবে না।

(৮) এক ছোট পাখিকে একবার এক ঈগল তাড়া করল। পাখি প্রাণপণে উড়ে এসে গাছের ঝোঁপে লুকিয়ে গেল। ঈগল গাছের উপর চক্কর দিয়ে উড়তে লাগল। পাখি খুব সংগোপনে লুকিয়ে রইল। এমন সময় ছোট পাখিটি নিচে তাকিয়ে দেখল; এক শিকারী তীর ধনুক নিয়ে পাখিকে নিশানা করছে। ছোট পাখিটি ভাবছে, এখন যদি আমি উড়ে পালাতে যাই তবে, ঈগল আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। আর চুপচাপ বসে থাকলে, শিকারী আমাকে তীর ছুড়ে মেরে ফেলবে। এ যেন শাখের করাত; উভয় সংকট। এমতাবস্থায় সে আল্লাহকে খুব করে ডাকতে লাগল। যাকে বলে ইসমে আযম। প্রতিপালকের কাছে নতুন করে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। আল্লাহ পাকের কাছে ছোট পাখিটির আকুতি মিনতি খুব পছন্দ হল। আল্লাহপাক তার সৃষ্টি এক ক্ষুদ্র মাখলুক অর্থাৎ এক লাল/বিষ পিপঁড়াকে সেখানে পাঠালেন। বিষ পিপঁড়ে শিকারির পায়ে কষে এক কামড় বসাল। ফলে শিকারির নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। তীর গিয়ে লাগল ঈগলের গায়ে। অর্থাৎ ছোট পাখির দু'শত্রুই সর্বশান্ত বা শেষ হলো। পাখি মহান স্রষ্টার শুকরিয়া করতে করতে আকাশে উড়তে লাগল। বাস্তবেও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তওবা ও ইস্তেগফার

www.pathagar.com

করে, কেউ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়; তবে মহান প্রতিপালক তাকে সাহায্য করেন। এজন্য চাই মন ও পরিবেশ। ফিরিশতাদের পরিবেশ হল, মসজিদ। তাই আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে, মনকে নরম করে; তওবা ও ইস্তেগফার করে; যদি আমরা আল্লাহর কাছে নিজেকে সপে দেই । আশা করা যায়, তিনি আমাদের ক্ষমা করে কবুল করবেন এবং আমাদের মুক্তির পথ বাতলে দিবেন।

(৯) অনেকদিন আগের কথা। এক রাজার ছিল এক রাজপুত্র। রাজা বৃদ্ধ। রাজপুত্রের ভীষণ অসুখ হয়েছে। Blood ক্যান্সার। সে সময় ঐ দেশে এক কবিরাজ ক্যান্সারের ঔষধ জানত। কবিরাজ সুযোগ বুঝে রাজাকে কঠিন এক শর্ত দিলেন। যদি রাজা কবিরাজের পোষা কুকুরের খাবারের পাত্রে পানি খেতে পারেন, তবেই রাজপুত্র ক্যান্সারের ঔষধ পাবে। রাজা এমন প্রস্তাব শুনে প্রথমে পেট ওলটে বমি করলেন। এদিকে রাজা, কবিরাজকে শাস্তিও দিতে পারছে না। সেক্ষেত্রে রাজপুত্র বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। মনকষ্ট হলেও রাজা কবিরাজের প্রস্তাবে রাজি হলেন। দিনক্ষণ ধার্য হলো। রাজা কবিরাজের বাড়িতে এলেন। কবিরাজের কুকুর ঝুটা, নোংরা খাবার এক পাত্রে খেল। ঐ পাত্রেই পানি দেয়া হলো রাজাকে। রাজা পানির পাত্র হাতে তুলে নিলেন। চোখ বন্ধ করে রাজা পানির পাত্র মুখের কাছে নিয়ে চুমুক দিতে যাবেন। এমন সময় কবিরাজ রাজার হাত থেকে পানির পাত্র কেড়ে নিয়ে বললেন, রাজা দৃঢ়ভাবে সংকল্প করেছেন, কুকুরের পাত্রে পানি খাবেন- ব্যাস। তাই করতে প্রস্তুত আপনি। দৃঢ় সংকল্পের কারণেই, রাজা হয়ে আপনি, কুকুরের পাত্রে পানি খেতে প্রস্তুত। আপনার রাজ্য, ক্ষমতা, দাপট, অহমিকা, মর্যাদা কিছুই আপনাকে টলাতে পারেনি। এভাবে আমরাও যখন দৃঢ়ভাবে কোনকিছু করতে চাই; কেউ আমাদের টলাতে পারবে না। তাই পৃথিবীর ভিতর সব চেয়ে দামি কাজ হলো, ঈমান আমলকে সহীহ্ করা, অর্জন করা এবং শান্তি, সুখ ও সফলতার জন্য চেষ্টা, তদবির ও মেহনত করা। আর ঈমান ও হিদায়াত অর্জনের একমাত্র পথ হল, আল্লাহর রাস্তায় জান, মাল, সময়; দিল, দিমাক, হিকমাত, ব্যয় করে তা অর্জন করা। তাই চলুন, আমরা দৃঢ় সংকল্প করি। খুশি মনে আল্লাহর রাস্তায় বের হই। দৃঢ় নিয়ত করি।

(১০) অনেক দিন আগের কথা। ইতিহাসে গজনী ছিল, বর্তমান আফগানিস্তানের একটি শহর। গজনীর সুলতান ছিলেন মাহমুদ। সুলতান মাহমুদ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশা এবং আল্লাহর অলি ছিলেন। আয়াজ নামে তার এক খাদেম ছিল। সুলতান আয়াজকে, অসম্ভব স্নেহ ও ভালবাসতেন। সুলতানের মন্ত্রীবর্গ এটাকে ভালে চোখে দেখতো না। সামান্য এক খাদেমকে কেন সুলতান সবচেয়ে

www.pathagar.com

বেশি ভালবাসবেন? সুলতান মাহমুদ বিষয়টি আঁচ করতে পেরে এক বুদ্ধি/ফন্দি করলেন। তিনি রাজ্যের সকল মন্ত্রী, নামি দামি ব্যক্তি এবং আয়াজকে ডেকে আনলেন। তাদের সামনে, এক টুকরা দামি হিরক এবং লোহার এক বিশাল হাতুড়ি রাখলেন। সুলতান মাহমুদ নির্দেশ দিলেন, তোমরা এ হিরক টুকরাটিকে ভেঙ্গে ফেল। বুদ্ধিমান রাজ্যসভা এবং মন্ত্রীবর্গ কেউ এ কাজ করল না। সুলতান মাহমুদ আয়াজকে নির্দেশ দিলেন। আয়াজ নির্দেশ পেয়ে দ্রুত লোহার হাতুড়ি দিয়ে হিরক খণ্ডটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। মন্ত্রীবর্গ আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করতে লাগল, হায় বোকা, গর্দভ আয়াজ! তুই ব্যাটা এ দামি হিরক খণ্ডটি ভেঙ্গে ফেললি? আয়াজ রাজার অনুমতি নিয়ে জবাব দিলেন; মনিবের মর্যাদা/শান হল হুকুম করা। আর গোলামের মর্যাদা/শান/কাজ হল হুকুম পালন করা। এমনকি সে হুকুম সাথে সাথে পালন করে, তা তালিম করা। রাজ, মন্ত্রী, জ্ঞানীদের চোখে অনেক দামি জিনিস থাকতে পারে। কিন্তু গোলামের চোখে দামি জিনিস একটি। তা হল মনিবের হুকুম পালন করা। তাই মনিবের হুকুমের সামনে, এমন একটা হিরক খণ্ড কেন? লক্ষ কোটি হিরক খণ্ডের কোন মূল্য নেই আমার কাছে। সুলতান মাহমুদ আয়াজকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, বান্দাদের আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা, উৎসাহিত করা, তথা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা; তার চেয়েও জরুরি। আজ অতি তুচ্ছ কারণে ও অকারণে আল্লাহর হুকুম ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। আর আমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে ঘরে বসে আছি। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর হুকুম বা দ্বীনকে বাঁচাতে হলে, আমাদের আল্লাহর রাস্তায় বের হতেই হবে। কেননা, বান্দার কাছে আল্লাহর হুকুমের চেয়ে বড় কিছু নেই। এতেই হিদায়াত।

(১১) গজনীর সুলতান মাহমুদের খাদেম আয়াজের আরেকটি ঘটনা আছে। আয়াজ ছিলেন প্রখর মেধাসম্পন্ন। তার বুদ্ধিমত্তার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। এ নিয়ে রাজদরবারের অন্যরা হিংসা করত। সুলতান অন্যদের শিক্ষা দেয়ার জন্য একবার এক অভিনব কাজ করলেন। সুলতান রাজ্য সভায় ঘোষণা দিলেন, আগামীকাল রাজভাণ্ডার খুলে দেয়া হবে; যে, যে জিনিস ধরবে, সেটা তার হয়ে যাবে। পরদিন ভোরে সুলতান, রাজদরবার খুলে দিলেন। রাজসভার মন্ত্রী ও নামি-দামিরা হুমরি খেয়ে পড়ল। কে কোনটা ধরতে পারে বা নিতে পারে! সবাই অনেক অনেক জিনিস ধরতে লাগল। আর আয়াজ সুলতানের পাশে দাঁড়িয়ে' রাজাকে ধরে রইল। ঘন্টা খানিক পর, সুলতান এমন আজগুবি অনুষ্ঠান শেষ করে বললেন, আয়াজ তুমিতো কিছুই ধরলে না? আয়াজ বলল, সুলতান, আপনি

www.pathagar.com

বলেছেন; যে, যে জিনিস ধরবে তার মালিক হয়ে যাবে। বাকিরা অনেক কিছুই ধরেছে। আর আমি, স্বয়ং সুলতানকেই ধরে আছি। বাকিদের নজর মালিকের জিনিসের উপর; আর আমার দৃষ্টি স্বয়ং মালিকের উপর। মালিক যদি আমার হয়ে যায়; তবে মালিকের জিনিস, তো কোন ব্যাপারই নয়। ফলে, অন্যরা এতক্ষণ হুড়াহুড়ি করে যেসব জিনিস সংগ্রহ করেছে, ওসব আমার। একটা সুতাও কেউ নিতে পারবে না। আয়াজের মুখে একথা শুনে সকলে বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর নিজেদের হতবুদ্ধির উপলব্ধি করতে লাগল। সত্যি, আয়াজই রাজ্যের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক। ভাই আজ যদি আমরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সবকিছু করি; তবে আল্লাহর সৃষ্টি সবকিছু আমার হয়ে যাবে। মালিক যদি আমার হয়ে যায়; মাল তো কোন ব্যাপারই না। অথচ আজ আমাদের সকল দৃষ্টি পৃথিবী বা মালের দিকে। মালিকের ব্যাপারে সবাই উদাসীন। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছেন সকল নবী-রাসূলরা। একাজে তারা আল্লাহর সরাসরি সাহায্য পেয়েছেন। পৃথিবী তাদের পদতলে আঁছড়ে পড়েছে। আজও যদি আমরা শেষ নবীর সে মূল্যবান কাজকে আঁকড়ে ধরতে পারি; নিশ্চয়ই পৃথিবীর সকল চিজ আসবাব, তথা পুরো পৃথিবী আমাদের পদতলে আঁছড়ে পড়বে। আজ আমাদের মাল ছেড়ে, মালিকের সাথে সম্পর্ক করতে হবে। আর সে কাজের জন্যই আল্লাহর রাস্তায় জান, মাল, সময় নিয়ে বের হতে হবে। এটাই একমাত্র পথ, মালিকের সাথে খাঁটি সম্পর্ক গড়ার।

(১২) আরেকবার গজনীর সুলতান মাহমুদ, তার প্রিয় খাদেম আয়াজকে পরীক্ষা করার জন্য খুবই তিক্ত কিছু ফল হাতে দিয়ে বললেন, খাও। আয়াজ ফলগুলি হাতে নিয়ে শ্রদ্ধাভরে মুখে, গালে, চোখে লাগিয়ে খেতে লাগল। এমন মজা করে আয়াজ দু'টি ফল খেয়ে, তৃতীয়টি খেতে উদ্যত হল; যেই, সুলতান, আয়াজের হাত থেকে ফলটি কেড়ে নিয়ে নিজেই মুখে কামড়ে ধরল। সুলতানের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। এত বিঃস্বাদ ও তিক্ত ফল, আয়াজ কিভাবে এত তৃপ্তির সাথে খেল? সুলতান, আয়াজকে বললেন, তুমি এমন বিভৎস ও তিক্ত ফল এতটা তৃপ্তির সাথে কিভাবে খেলে? আয়াজ বলল, হে আমার প্রিয় মনিব; আপনি শুধু ফলের বিঃস্বাদ ও তিক্ত দিকটাই দেখলেন। আমি কার কাছ থেকে ফলগুলো পেয়েছি? কে আমাকে ভালবেসে ফলগুলো দিল? আমার মনিব খুশি হয়ে যে ফল আমাকে দান করেছে, তা শত-সহস্র গুন সুমিষ্ট ও উপাদেয় বস্তু। এতে আমি কোন তিক্ত স্বাদ পাইনি। সুলতান, খুশি হয়ে আয়াজকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক তেমনি, আল্লাহর হুকুম তথা আদেশ-নিষেধকে, আজ আমাদের মানতে একটু কষ্ট হলেও;

www.pathagar.com

আমাদের ভাবতে হবে হুকুম কে দিয়েছেন। তিনি আমাদের মালিক, মনিব। তার কাছেই আমরা পুনরায় ফিরে যাব। পৃথিবীতে তার কৃপাতেই আমরা বেঁচে আছি। আজ আল্লাহর রাস্তায় জান, মাল ও সময়ের সামান্য কুরবানি করতে আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে; অথচ এ জান, মাল, সময় আমাদের কে দিয়েছেন? তার জন্য কি কিছুই করব না। তার হুকুমকে মানব না? সামান্য কিছু কি কুরবানি করব না? এতটা না শোকরী করলে, মালিক আবার নাখোশ হয়ে না যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাই মহাবিশ্বের একমাত্র মালিক।

(১৩) এক কৃষক তার জমিতে চাষাবাদ করতে গিয়ে লাঙ্গলের ফলায় এক গুপ্তধনের সাক্ষাত পেল। কৃষক গুপ্তধন উঠিয়ে দেখল, আসলে তা গুপ্তধন নয়; অনেকগুলো কালো কালো পাথর। তিন কলসি ভরা কয়েক হাজার পাথর। কৃষক আর কি করে? জমির এক কোণায় পাথরগুলোকে ফেলে রেখে দিল। পরে জমিতে ফসল খেতে আসা পাখিকে ঢিল মারার কাজে পাথরগুলো ব্যবহার করতে লাগল। এভাবে ব্যবহার করতে করতে, কালো পাথর প্রায় শেষ হয়ে আসল। একদিন ঐ কৃষক এক পাথর দিয়ে এক পাখিকে ঢিল মেরেছে। আর ঐ ঢিল গিয়ে পড়ল, এক সওদাগরের মাথায়। সওদাগর কালো পাথর কুঁড়িয়ে দৌড়ে এল কৃষকের কাছে। ভাই কৃষক, আমার কাছে তোমার এ পাথর বিক্রি করবে? আমি এর প্রতিটি পাথরের দাম দিব ৫ লাখ টাকা। চাইলে আরও বেশি। এ পাথরগুলোতেই হিরকের টুকরা লুকিয়ে আছে। কৃষক আশ্চর্য হয়ে তার কলসি হাতরে দেখল; তাতে মাত্র ১০-১২ টা পাথর অবশিষ্ট রয়েছে। কৃষক হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগল; হায়! আমি এত দামি পাথর দিয়ে ঢিল ছুড়ে পাখি তাড়িয়েছি। কৃষক নিজের বোকামির জন্য বাকশূন্য হয়ে গেল। নিজের হাতে মাথার চুল ছিড়তে লাগল। আসলে ভাই, আমাদের জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস, সেকেন্ড, মিনিটের দাম কোটি কোটি টাকার চাইতেও বেশি। আখিরাতকে কামাই করার জায়গা হলো পৃথিবী। এখানে যতবেশি ঈমান আমলকে তৈরি করা যাবে; জান-মাল-সময়-দিল-দিমাক-হিকমতের কুরবানি ও সঠিক ব্যবহার করা যাবে। চিরসত্য আখিরাতে এতবেশী সুখে থাকা যাবে। আর পৃথিবীর সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে না পারলে, সহস্র কোটি আপসোস করতে হবে আখিরাতে। পৃথিবীর সময়ের সবচেয়ে এবং শ্রেষ্ঠতম ব্যবহার হল, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে জান, মাল ও সময়ের কুরবানি করা। আল্লাহর রাস্তার প্রতিটি আমল, ৪৯ কোটি গুন দামি। নিজের জন্য এক টাকা খরচ ৭ লক্ষ টাকার চেয়েও উৎকৃষ্ট। এর চেয়ে বড় ব্যবসা, কি আর হতে পারে? আল্লাহর কাছে দায়ী, অনেক মর্যাদাবান।

www.pathagar.com

আগের দিনে, সৈনিকদের ভালভাবে খাইয়ে দাইয়ে হিফাযতে রাখা হত। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও সৈনিক থাকতো নিরাপদ। জনগণ মরুক, তবুও সৈনিক যেন না মরে। কেননা সৈনিকরাই দেশকে রক্ষা করত। ঠিক অনুরূপভাবে, আবিদ (যিনি সারাক্ষণ ঘরে বসে ইবাদত করেন) আল্লাহর কাছে স্বাভাবিক জনগণের মত; অথচ দায়ী (যিনি দাওয়াতের কাজ করেন) আল্লাহর কাছে সৈনিকের মত। কেননা, দায়ী দ্বীনের রক্ষক, প্রচারক ও দ্বীন জিন্দা করার কাজে ব্যস্ত। দায়ীকে, আল্লাহ্ সরাসরি সাহায্য করেন এবং হিফাযত করেন। আবিদ, নিজের ঈমান-আমাল নিয়ে ব্যস্ত। আর দায়ী, পুরো মুসলমানের, তথা পৃথিবীর মানুষের ঈমান-আমালের ফিকির করে। এ জন্যই আল্লাহ দায়ীকে এতবেশি মর্যাদা দান করেছেন। হাশরের ময়দানে সত্যিকারের দায়ীর বিচার হবে না। দায়ী বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। হাশরে আল্লাহ্ সত্যিকারের দায়ীর বিচার করতে লজ্জাবোধ করবেন।

(১৪) আমরা জানি পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। এটা এমন রোগ যে, রোগী পানি পিপাসায় চিৎকার করে; অথচ পানি দেখলে ভয় পায়। এ ধরনের রোগীকে বেঁধে পানি খাওয়াতে হয়। এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে, কুকুরে কামড়ানোর সাথে সাথে নাভীর গোড়ায় ৬টি কষ্টদায়ক ইঞ্জেকশন নিতে হয়। কুকুর প্রফেসর/ডাক্তার/ সচিব/মিনিস্টার/বিচারপতি যাকেই কামড়াক না কেন-তাকেই ঐ কষ্টদায়ক ইঞ্জেকশন নিতে হবে। কারো জন্য মাফ নেই। বর্তমান সময়ে আমাদেরকেও; সে আমি যেই হই না কেন, একই চিকিৎসা। ঈমান আমালকে তৈরি করতে এবং পরকালের প্রস্তুতির জন্য তিন চিল্লা বা চার মাস সময় আল্লাহর রাস্তায় দিতেই হবে। এ উম্মতকে পৃথিবী থেকে আখিরাতমুখী করতে চিকিৎসা একটিই; আল্লাহর রাস্তায় সময় দেয়া। তা যতই খারাপ লাগুক না কেন। জলাতঙ্ক রোগীর মত, যে পানির পিপাসায় মরে গেলেও, পানি খেতে চায় না। তখন জোর জবরদস্তি করে হলেও তাকে পানি খাওয়াতে হবে। হাতে-পায়ে ধরে হলেও উম্মতকে রাজি করাতে হবে।

(১৫) একবার এক জমিদার ঘোষণা করলঃ সে তার প্রজাকে দু'টি কাঠি দিবে। একটি কাঠি মাটিতে গেড়ে সে সামনে যেতে থাকবে; যতদূর সে যেতে পারে, সেখানে গিয়ে দ্বিতীয় কাঠি গেড়ে, পুনরায় ফিরে আসতে হবে। যদি সে সূর্য ডোবার পূর্বে ফিরে আসতে পারে; তবে ঐ দু'কাঠির মাঝের সব জমি ঐ প্রজার। এক প্রজা এসে তার কর্ম শুরু করল। সে একটি কাঠি জমিদারের পায়ের সামনে গেড়ে; সামনে যেতে থাকল। সে যতই সামনে যায়, ততই তার লোভ বাড়তে

থাকল এবং বিশাল বিশাল পরিকল্পনা ও লোভ তার মাথায় আসতে লাগল। সে দ্রুত দৌড়ে সামনে আগাতে লাগল। এভাবে সে দুপুর পার করে বিকালে উপনীত হল। হঠাৎ তার ফিরে আসার কথা স্মরণ হল। সে উল্টো ঘুরে প্রাণপনে ফিরতে লাগল। কিন্তু সূর্য ডোবার আগেই সে ফিরতি পথে উত্তেজনা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে হার্টফেল/স্টোক করে মারা গেল। অথচ তখন তার সামনে মাত্র কয়েক হাত জায়গা বাকি ছিল। সে যদি কিছু লোভ কম করত, তবে খুব সহজেই বিশাল জমি জমার মালিক হতে পারত। লোকটির এমন অকাল মৃত্যুতে, জমিদার তার প্রজাদের প্রশ্ন করল-একটি মানুষের কতটুকু জমির প্রয়োজন? জনতা বলল, মাত্র সাড়ে তিন হাত বাই দুই হাত অর্থাৎ কবরের মাটি। অতটুকুই তার প্রয়োজন। অতচ আমরা ঐ প্রজার মত বিশাল জমির জন্য লালায়িত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে; শরীরের রক্ত পানি করে, ছুটে চলছি উর্ধ্বাকাশে-দীর্ঘশ্বাসে-সবকিছু গোগ্রাসে গিলতে। কিন্তু তা কখনোই সম্ভব নয়। আসলে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। কবরের, আখিরাতের। কারো আজ সময় নেই। মৃত্যুর কোন গ্যারান্টি ও দিনক্ষণ ঠিক নেই। অথচ মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত্যুই একমাত্র চরমতম সত্য। যা প্রতিটি জীবনের অবধারিত লক্ষ্য। মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আখিরাতের দামি জিনিস হল-ঈমান ও আমাল। আর ঈমান ও হিদায়াত রয়েছে হিজরতে। আল্লাহর রাস্তায় মেহনতের মাঝেই ঈমান অর্জন সম্ভব। তাই খুশি খুশি আমাদের সবাইকে নিয়ত করতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হবে।

(১৬) আজ কাউকে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে বললে, জবাব আসে-সময় নেই। চাকুরি, পরিবার, জমি, ব্যবসা, চিকিৎসা, বৃদ্ধা মা, ঘরে বড় মেয়ে; ইত্যাদি হাজারটা কারণ। কিন্তু এখন যদি বলা হয়, আপনার আমেরিকার ভিসা হয়েছে এবং পাঁচ লক্ষ টাকার চাকুরি প্রস্তুত। তবে পরিবার, ব্যবসা, বড় মেয়ে, স্ত্রী কোন বাঁধাই আপনাকে আটকাতে পারবে না। সবাই জোর করে হলেও আপনাকে বাঁধা মুক্ত করে আমেরিকা যেতে দিবে। বলবে, সবকিছু ম্যানেজ করে নিব-তুমি আমেরিকা চলে যাও। পাঁচ বছর কাটিয়ে আস। কিংবা আপনার শরীরের সকল টেস্ট করে (ডায়াগনোসিস) করে দেশের বড় ডাক্তার বললেন, আপনার ক্যান্সার হয়েছে। মাত্র ৬ মাস আয়ু আছে। তখন আপনার কাছে চাকুরি, ব্যবসা, পরিবার ইত্যাদি কেমন লাগবে? তখন সবাই বলবে, তুমি মুক্ত, রেস্ট নাও। আজ আমরা রুহের ক্যান্সারে আক্রান্ত । আমাদের অন্তরে মাখলুক ও দুনিয়া ঢুকে বসে আছে। এ অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নাম নিশ্চিত। শিরক্, কুফর, বিদআত, পাপে অন্তর জর্জরিত। আমাদের বিশ্বাস মাখলুকে। অন্তরে খালেকের বিশ্বাস নেই। এ ক্যান্সার

www.pathagar.com

থেকে বাঁচার বা ক্যান্সারের একমাত্র চিকিৎসা হল- আল্লাহর রাস্তায় জান মাল সময় দিল দিমাগ হিকমাতকে কুরবানি করে এবং ঈমান-আমলকে সহীহ-শুদ্ধ করা। একটা লোক এসএসসি পাশ করে পিয়ন/আরদালীর চাকুরিও পায় না। অথচ এসএসসি পাশ করতে তাকে অন্তত ১০ বছর পড়তে হয়েছে। আর আমরা আশা করছি আল্লাহর রাস্তায় কোন সময় না দিয়েই অনন্ত জীবনের জন্য পরকাল কামাই করব। বেহেশতকে কামাই করতে, অনেক কাঠখোর পোড়াতে হয়। প্রথমে তিনচিল্লা বা চার মাস দিয়ে দাওয়াতের কাজ শিখব। এরপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ কাজের সাথে লেগে থাকব।

(১৭) একজন সচিব/চিফ ইঞ্জিনিয়ার/প্রফেসর/সামরিক কর্মকর্তা/পুলিসের ডিআইজি LPR (Leave Prior to Retirement), (অন্যভাবে Lost Paradise Retreat বা জান্নাত হাতছাড়া হল) এ যাচ্ছেন। চাকুরি শেষ; তাই বাসা খালি করার প্রস্তুতি। লোকটা কত লেখাপড়া করেছে? ২৫-৩০ বছরের লেখাপড়া। কত কোর্স; দৌড়-ঝাপ; যোগাযোগ; তদবির; ট্রেনিং; প্রমোশন; চরাই-উৎরাই করে চূড়ান্ত পদে উপনিত এবং একদিন সব শেষে-বাড়ি যাও। পুরোনা অফিসের কাছ দিয়ে গেলে, মনটা খা খা করে। পুরোনা ক্ষমতা-দাপট-দম্ভ-শান-সৈকত; আর নেই। যারা স্যালুট করত, সটান দাঁড়িয়ে যেত? ওরা আজ পাত্তাই দেয় না! সব খারাপ স্মৃতিগুলো মনে রেখেছে ব্যাটারা। টিপ্পনি কাটে। আসলে মনে হয় জীবনের এত ভাল রেজাল্ট, কোর্স, ডিভিশন, সার্টিফিকেট পৃথিবীর জীবনেই এক সময় কাছে আসছে না। এক সময়ের VVIP এখন VVI হারিয়ে শুধু Person (ব্যক্তি)। এটাই মানুষের শেষ সম্বল। অথচ আল্লাহ্র কাছে যারা একবার VIP হতে পারে, তারা সারাজীবন এবং মৃত্যুর পরও অনন্ত জীবন VVIP হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করলে, সফলতা অনন্তকালের। আর পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক করলে, পৃথিবী এক সময় সব ভুলে দূরে সরিয়ে দেয়। HSC বা A লেভেল পাশ করতে সময় লাগে ১২ বছর। পৃথিবী কামাই সত্যিই কঠিন। সেখানে আখিরাত কামাই সহজ। ঈমান-আমল ঠিক করতে মাত্র ৪ মাসের ট্রেনিং। মানুষ স্থায়ী। দুনিয়াতে ও আখিরাতে মানুষ থাকবে। অথচ পৃথিবী অস্থায়ী। তাই স্থায়ী জিনিসের সাথে অস্থায়ী জিনিসের সম্পর্ক হতে পারে না।

(১৮) আমরা জীবনে, শত-সহস্র প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে, পরীক্ষায় পাশ করি। একজন ছাত্রের HSC বা A লেভেল পর্যন্ত অন্তত: দু'হাজার প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করতে হয়। প্রতিবছর অন্তত: দুটো করে টার্ম পরীক্ষা এবং ৫ থেকে ১০টি করে বিষয় পড়তে হয়। এছাড়াও রয়েছে কতগুলো মডেল টেস্ট ও ভর্তি পরীক্ষা।

www.pathagar.com

অর্থাৎ এতটুকু বিদা অর্জন করতে এত খাটুনি। অথচ HSC বা A লেভেল পাশ দিয়ে কতটুকু চাকুরি মিলে? তা সবাই জানি। অপরদিকে মৃত্যুর পর কবরে ৩টি প্রশ্নের এবং হাশরে ৫টি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করতে পারলে অনন্ত জীবনের জন্য জান্নাত। কবরের ৩টি প্রশ্ন হলোঃ (১) তোমার রব (প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, বিধানদাতা) কে? (২) তোমার দ্বীন কি? (কোন আদর্শ, পন্থা, জীবন বিধান অনুসরণ করেছ?)। (৩) তুমি কি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে চিন? (তার নূরানী জীবন অনুসরণ করেছে?)। আর হাশরের ময়দানে ৫টি প্রশ্ন হলঃ (১) তোমার পৃথিবীর জীবন কিভাবে কাটিয়েছ? (২) তোমার যৌবনকাল কিভাবে ব্যয় করেছ? (৩) তোমার জ্ঞান/ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ? (৪) জীবনে অর্থ-সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছ? এবং (৫) অর্জিত অর্থ-সম্পদ কিভাবে/কোথায় ব্যয় করেছ? প্রশ্নপত্র আউট করে দেয়া আছে; উত্তর প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হবে। এর ভিত্তিতেই আখিরাতের অনন্ত জীবনের দুটো পরীক্ষায় পাশ করলে; হাশরের ময়দানেও পাশ। যে ব্যক্তি কবরের জীবনের শুরুতেই তিন প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারবে; সে হাশরের ময়দানেও সফল হবে অর্থাৎ কবরের জীবনে পাশ করলে; হাশরের ময়দানেও পাশ। আবার যে ব্যক্তি কবরের জীবনের শুরুতেই তিন প্রশ্নের মধ্যে, শুধু প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে; সে বাকি সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। ফলাফল বা মর্মকথা দাঁড়াল এই, আখিরাতের সফলতার জন্য একটি মাত্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলেই সবকিছুতেই পাশ। আর সে প্রশ্নটি হল-তোমার প্রভু/রব/প্রতিপালক/সৃষ্টিকর্তা কে? আর এটি এমন একটি প্রশ্ন-যার জবাব মুখস্থ করে দেয়া যায় না। কেননা, মৃত্যুর পর মানুষের মস্তিষ্ক বা মুখস্থ বিদ্যা কোন কাজে আসে না। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা বা সাবালক মানুষ) তার পুরো জীবনকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী অতিবাহিত করেছে; রব চাই জীবন বানিয়েছে। মন চাই জীবন উপভোগ করেনি। শিরক, কুফর, ভোগ বিলাসে মত্ত থাকেনি। সে ব্যক্তিই ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। যার অন্তরের ভিতর একথা শতভাগ প্রথিত আছে যে, অর্থ/সম্পদ/পদবি/ক্ষমতা/যোগাযোগ/অন্য কোন চিজ আসবাব বা বস্তু বা অদৃশ্য কোন শক্তি কিছুই করতে পারে না। শুধুমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন, যেভাবে, যতটুকু চান; তাই হয়। এখন প্রশ্ন আসে আল্লাহর হুকুম জানব কিভাবে? এটা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর বাণী, কুরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়া, জানা, চর্চা, গবেষণা করা এবং এ জন্য বিশ্বনবীর জীবন এবং তার হাদিস জানতে হবে। কেননা কুরআনের সরল ব্যাখ্যাই হল, বিশ্বনবীর জীবন

www.pathagar.com

চরিত্র এবং হাদিস। এভাবেই আমরা আল্লাহর হুকুম বা আদেশ-নিষেধ জেনে, সেভাবে চলে, আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি কবরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর জীবনে ফিট করতে পারি। আর জানলেই হবে না; তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং অন্যকেও জানাতে হবে। এ জন্যই আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করে, দ্বীনি পরিবেশে থেকে আমাদের ২৪ ঘন্টার জীবনকে গড়তে হবে। এর মাঝে কোন ধরনের সর্টকাট নেই বা অন্য পন্থা নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রতিটি কর্মের অডিও, ভিডিও রেকর্ড হচ্ছে। এমনকি প্রতিটি নিয়ত বা চিন্তা /ইচ্ছার রেকর্ড হচ্ছে। হাশরের ময়দানে প্রতিটি মানুষ তা সচক্ষে দেখবে।

(১৯) ঘুম হচ্ছে অর্ধেক মৃত্যু। আমরা প্রতিদিন মরছি এবং জেগে উঠছি আল্লাহর অশেষ কৃপায়। এটা বিশ্বনবীর বাণী। এক গবেষণায় বের হয়েছে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭০০০ জন লোক ঘুমের মাঝেই মারা যায়। ঘুমের দোয়ার অর্থ হলঃ হে আল্লাহ, আপনার নামের সাথে আমি মরছি এবং জীবিত হই। এজন্যেই ঘুমের আগে অযু করে কমপক্ষে ১০ বা ১০০ আয়াত পড়ে শোয়া। অযু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, ঈমানদার ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা লাভ করে। আর ১০ আয়াত তিলাওয়াত করলে যাকেরিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়। সূরা ইয়াছিন পড়তে পারলে দশ খতম কুরআন পড়ার মর্যাদা এবং ফিরিশতারা তার জন্য পাহারায় নিয়োজিত থাকে (ইয়াছীন ৮৩ আয়াত + সূরা ফাতেহা ৭ আয়াত + তিনবার ইখলাস ১২ আয়াত)। সূরা ওয়াকিয়া পড়লে দারিদ্র্যতা দূর হয়। যে লোক বহুবার পড়ে, পড়ে কুরআন মুখস্থ করে, তার নেকি বেশি। কুরআনের একটা হরফ পড়লে ১০ নেকি (অযু ছাড়া) এবং ২৫ নেকি (অযু সহ)। আলিফ, লাম, মীম পড়লে ৭৫ নেকি। আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে যেকোন আমল করলে; তা ৪৯ কোটি গুন বেড়ে যায়। এখন আমাদের ভাবতে হবে, আমরা কি করব? এবং কেন করব? এবং সে ক্ষেত্রে সময় অপচয় করব কতটুকু? কোন পথে আসব? পরকালের ব্যাংকে নেকি হল কারেন্সি। সেখানে টাকা, ডলার, পাউন্ড চলে না।

(২০) দুধ পানিতে মিশে যায়। এক লিটর দুধে ১০০ গ্রাম পানি মিশালে এটা বুঝা যায় না? কিন্তু ১০০ লিটার পানিতে এক লিটার দুধ দিলে তাকে কেউ দুধ বলবে না। মজার ব্যাপার হলো, দুধের উপর পরিশ্রম করলে, দুধ হতেই মাখন তৈরি হয়। মাখন কিন্তু পানিতে মিশে না। তা সে নদীর হোক, আর সমুদ্রের পানিতেই হোক। মাখন তার বৈশিষ্ট ধরে রেখে পানিতে ভাসবে। তেমনিভাবে আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে সহীহ ঈমান ও আমাল বানাতে পারলে, ভেজালের পৃথিবীতে দ্বীনের উপর চলা সহজ হবে। অন্যথায় দুধের মত ভাসাভাসা ঈমান

www.pathagar.com

নিয়ে এ যামানায় ঈমানের উপর বেঁচে থাকা কঠিন। আমাদের দেহ এবং আত্মা দুটো ভিন্ন বিষয়। দেহ যদি ঘোড়া/ Horse হয়, আত্মা হল, চালক/Rider. দেহের তৃপ্তির জন্য দিনে ৫/৬ বার খাচ্ছি। কিন্তু Rider/আত্মার জন্যও দিনে অন্ত তঃ ৫ বার খানা দরকার। তাই প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায। এখন যদি কেউ দিনে ৫ বার খায়; অথচ ইবাদত করে একবার। সেক্ষেত্রে তার Rider বা চালক বা আত্মা দুর্বল হয়ে যাবে এবং দেহ বা Horse কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এজন্যেই আমরা পাপে জড়িয়ে পড়ছি। দ্বীন মানা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। দেহের ভোগবিলাস, মোজ মাস্তিকে দমিয়ে বা লাগাম টেনে ধরে রাখে, আত্মা নামক চালক বা Rider. আত্মার খাদ্য পরিমাণ মত হওয়া চাই। মজবুত ঈমান চাই।

(২১) আমরা নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসেনি এবং নিজের ইচ্ছায় যেতেও পারব না। তাহলে জন্ম-মৃত্যুর সময়টুকু কি নিজের ইচ্ছায় চলা উচিত? আসলে এ সময়টুকু জন্ম-মৃত্যুর স্রষ্টা, মহান আল্লাহর হুকুম মত চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহর ইচ্ছা বা হুকুম যদি না মানি? তবে চলব কিভাবে? এজন্য দ্বীনি ইলম জানা জরুরি। আমাদের যোগ্যতা এত সীমিত যে, আল্লাহর সৃষ্টির আকাশটার উচ্চতা কত? এটাই আমরা সঠিকভাবে জানি না। আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন, তাদের জীবনে দুটো পরিষ্কার চিহ্ন জ্বলজ্বল করবে, এ পৃথিবীর বুকেই। তা হল: (১) আল্লাহ তাদের সঠিক ধর্ম/দ্বীনি জ্ঞান/ইলম দান করেন (২) তারা পাপ করলে দুনিয়াতে তাদের সাময়িক শাস্তি দেয়া হয়। যেন তারা আখিরাতে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করে। এজন্যই দেখা যায়, ক্লাসের ভাল ছাত্র সামান্য গাফলতি বা অলসতা করলে, শিক্ষক রেগে যান বা মারধর করেন; অথচ খারাপ ছাত্রের অনেক ভুলভ্রান্তি শিক্ষক এড়িয়ে যান। অনরূপভাবে, আল্লাহর পছন্দীয় বান্দারা দুনিয়ার জীবনে, সাময়িক সমস্যা, রোগ-শোক, সম্পদ-সম্মানহানি ইত্যাদিতে স্বল্পকালীন কষ্ট পান। এ সময় তাদের ধৈর্যধারণ করা শ্রেয়। কেননা এভাবেই পৃথিবীর জীবনে, তাদের পাপমোচন হয়ে যায়। আমাদের দেখতে হবে, ফেরাউন, নমরুদ এরা কত বড় ক্ষমতাধর মহারাজা ছিলেন? কারুন কত বড় সম্পদশালী ছিলেন? তার গুদামের চাবি বহন করতে সত্তরটি উট লাগত। এভাবে কতশত নামি দামি মন্ত্রী, বাদশা, মহারাজা গত হয়েছে। তাদের কেউ শ্রদ্ধাভরে মনে রাখেনি। তাদের নামে কারো বাচ্চার নাম রাখা হয় না। তারা ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত। অথচ বিলাল (রা.) একজন কালো/নিগ্রো গোলাম ছিলেন। সুমাইয়া (রা.) একজন দরিদ্র দাসি ও নারী ছিলেন। তাদের মর্যাদা কত উপরে! কত

www.pathagar.com

বাচ্চার নাম রাখা হয় তাদের নামে। ইতিহাসে তারা এক একটা নক্ষত্র; তারা পৃথিবী ও আখিরাতে উভয় জগতেই সফলতম মানুষ। দ্বীন, মানুষকে এতটাই মর্যাদায় উন্নীত করে।

(২২) একলোক পুকুরের ধারে বসে বরশি ফেলেছে। পানিতে মাছের জন্য লোভনীয় টোপ/আদার দেয়া হয়েছে। টোপ দেখেই বড় একটি মাছ, তার স্বজাতির ছোট একটি মাছকে বলল, ঐ টোপ থেকে দূরে থাকবি। না খেয়ে থাকলেও ওটা ধরা যাবে না, বা খাওয়া হারাম। কেননা টোপের ভিতর আছে বরশি। বরশির ওপাশে আছে এক চতুর মাঝি। মাঝি তোকে এক ঝটকায় উপরে তুলে নিয়ে ওর বউকে দিবে। ওর বউ তোর চামড়া খুলে, মরিচ-মশলা লাগিয়ে, আগুনের উপর রাখা খোলায় ভেঁজে, সবাই মিলে খাবে। ছোট মাছ, বড় মাছের এ রহস্যময় কথার কোন আগামাথা বুঝতে পারে না। তার দিমাকে কিছুতেই ঢুকে না? এ টোপের পিছে এতবড় কাহিনী লুকিয়ে থাকতে পারেই না! সে বড় মাছের কথাকে ভুলে, বড় মাছের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় টোপের দিকে। প্রথমে টোপ থেকে সামান্য খেয়ে দেখে। দারুণ সুস্বাদু খাদ্য। সে ভাবে বড় মাছ হয়তো আমাকে ফাঁকি মারার জন্য ঐ সব কথা বলেছে। সে লোভ সামলাতে পারে না। খপ করে গিলে ফেলে টোপ এবং অনুভব করে, তার গলায় কি একটা বিঁধছে। আর মাঝি, যথারীতি ঝটকা টান দিয়ে মাছটি তুলে ফেলে উপরে। এরপর ছোট মাছটি দেখতে পায়, মাঝি, মাঝির বউ, চামড়া খোলার জন্য দা/বটি, উত্তপ্ত চুলা ইত্যাদি। সব কিছু তার কাছে খোলাসা হয়ে যায়। কিন্তু তখন কিছুই করার থাকে না। আজ যখন বলা হয়, এক ওয়াক্ত নামায কাযা করলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। তখন অতি বুদ্ধিমান মানুষ ভাবে এসব কি সত্যই হবে? বরশির টোপ হল, পৃথিবীর মায়া; আরাম আয়েশ; মোজ-মাস্তি; ভোগবিলাস। ছোট মাছটির বরশির টান এসেছিল উপর থেকে; আর আমাদের টান আসবে নিচ থেকে। এখন আমরা মাটির উপরে আছি। টান আসলে, আমরা মাটির নিচে চলে যাব। তখন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। পৃথিবীতে আগত লক্ষাধিক নবী-রাসূলের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলতে থাকবে। আখিরাত শতভাগ খোলসা হবে। অথচ তখন কিছুই করার থাকবে না। এ জন্য আমরা পৃথিবীতে সামান্য যতটুকু সময় পাচ্ছি; তাকে কাজে লাগাতে হবে।

(২৩) কবরের জীবন সত্য। আযাব এবং আদর আপ্যায়ন সত্য। এর উদাহরণ হল, ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে বিভোর থাকে। সে কত কি দেখে; ঘুরে বেড়ায়। ভয়াবহ বিপদ দেখে, অত্যাচার আক্রমণ দেখে, আত্কে উঠে। মনোকষ্টে অস্থির হয়ে

www.pathagar.com

যায়। নিদ্রা থেকে উঠে অন্তরে শান্তি পায়। অথচ ঘুম না ভাঙলে, তার ভয়ংকর স্বপ্নগুলো চলতে থাকতো; আর সে ভয়াবহ কষ্ট পেতে থাকতো। অপরদিকে, ভাল স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে মনে কষ্ট হয়; আহা স্বপ্নটা যদি আরও লম্বা হতো! মৃত্যুর পর ব্যাপারটি অনেকটা এমনই। শান্তি বা শাস্তি আল্লাহ নির্ধারণ করে দিবেন। আর আত্মা সেমতই শান্তি বা শাস্তি উপভোগ করতে থাকবে। আসলে মনকে বুঝাতে হবে। গভীরভাবে আল্লাহর কুদরতকে চিন্তা করতে হবে। ঈমান ও হিদায়াতের জন্য আল্লাহর রাস্তায় সময় দিতে হবে। ৪ মাস সময় দিতে হবে। তিন চিল্লার এ ট্রেনিং বছরের যে কোন সময়, যেকোন বয়সে শুরু করা যায়। ছেলে-বাবা-নাতি-ভাই-চাচা-সবাই একসাথে একই ট্রেনিং নিতে পারে। ট্রেনিং এর হোস্টেল/সিট ভাড়া ফ্রি, বেতন ফ্রি, বইখাতা-ফিস নাই, খাওয়া ও পথ খরচ লাগবে খুব সামান্য। এখন আমাদের মনস্থির করতে হবে; কখন এবং কত তাড়াতাড়ি এ ট্রেনিং (বা চিল্লা) শুরু করব?

(২৪) পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর ও প্রাণীর ধর্ম তার মধ্যে প্রথিত করে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র মানুষকে দেয়া হয়েছে Code of Conduct, নবী-রাসূলের মাধ্যমে। মানুষ চাইলে সে বিধি-বিধান মেনে পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সফল হতে পারে। অন্যথায় সে পৃথিবীর যেকোন বস্তু বা প্রাণীর চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর জীবের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে মহাশাস্তির যোগ্য হবে। আখিরাতে শুধুমাত্র মানুষ ও জ্বীনের শাস্তি বা মহাশাস্তির ফয়সালা হবে। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর নিজস্ব ধর্ম, তাদের মাঝে প্রথিত করে দেয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যার দরকার আছে। চার ডিগ্রি তাপে পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং ১০০ ডিগ্রি তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয়। এটা পৃথিবীর যেকোন স্থানের পানির জন্যই প্রযোজ্য। আবার কুকুর যখন সাবালক হয়, তখন পা উঁচু করে প্রস্রাব করে। এটা সব কুকুরের জন্যই প্রযোজ্য। অথচ মানুষ বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে প্রস্রাব করে এটা তার স্বাধীনতা। আল্লাহ্‌র থেকে বিধান হল, মানুষ বসে প্রস্রাব করবে। এখন মানুষ যদি আল্লাহর দেয়া Code of Conduct অনুসরণ করতে চায়; তবে তাকে বসেই প্রস্রাব করতে হবে। আর যদি সে খেয়াল খুশিমত চলে, তবে তার রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। এখন মানুষকে নির্ধারণ করতে হবে, সে কি চায়? আল্লাহ মানুষের প্রতিটি কাজের সঠিক পদ্ধতি বা Code of Conduct বলে দিয়েছেন এবং বিশ্বনবী (সা.) কে দিয়ে সব করে দেখিয়েছেন। ইসলাম/দ্বীন পূর্ণ Demonstration করে দেখানো হয়েছে। এজন্যই বিশ্বনবী (সা.) নূরানী তরীকাতেই মানুষের পূর্ণ সফলতা রাখা হয়েছে। রাসূল (সা.) কে অনুসরণ বা অনুকরণ হচ্ছে দ্বীন। এতেই পৃথিবী ও আখিরাতের

www.pathagar.com

সফলতা নিহিত রয়েছে। হাতের নখ কিভাবে কাটতে হবে? টয়লেটে কি করণীয়? মুখের মধ্যে দাঁতের গোড়ায় খাদ্য লেগে থাকলে কি করতে হবে? যেমন জিহ্বার চাপে দাঁতের গোড়ায় আঁটকানো কোন খাদ্য বের হয়ে আসলে; তবে তা খাওয়া যাবে। অথচ খিলাল বা Tooth Pick দিয়ে বের করা খাদ্য ফেলে দিতে হবে। এটাই বিশ্বনবীর (সা.) সুন্নত। এখন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, খিলাল করা খাদ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে; যা পরিপাকের জন্য ক্ষতিকর। অথচ আলগা খাদ্যে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকে না। ইসলাম এতটা গভীরে ও ক্ষুদ্রতম বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। এভাবে জীবনের প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ/বিধান রয়েছে কুরআন-সুন্নাহের মাঝে। এসবকে জানার জন্য দ্বীনি পরিবেশে গিয়ে প্রথমে ঈমানকে অর্জন করতে হবে। তারপর জানার ও মানার অন্তর প্রস্তুত হয়ে গেলে; দ্বীনের উপর চলা সহজ হবে।

(২৫) পার্বত্য অঞ্চলে বানর ধরার এক অভিনব কৌশল রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে Monkey Catcher বা শিকারীরা নারিকেলের ডালপালা দিয়ে এক ধরনের ফাঁদ পাতে। ডালের ভিতর ছোট করে ছিদ্র করা হয়। সেখানে খুব কষ্টে বানর তার হাতদ্বয়কে ঢুকাতে পারে। এবার শিকারী, ডালপালাকে মাটির গর্তের উপর পেতে রাখে। আর মাটির গর্তে দিয়ে রাখে সাদা মুড়ি বা খই। শিকরীরা দূরে টং পেতে বসে থাকে। বানর এসে নানা কৌশলে মুড়ি নিতে চায়। সাদা মুড়ি বানরের খুব প্রিয়। অবশেষে ঐ ছিদ্র দিয়ে বানর তার দু'হাত ঢুকিয়ে বড় মুঠ ভরে মুড়ি ধরে। এবার হাত বের করতে গিয়ে দেখে, হাত আর বের হচ্ছে না। শিকারী যখন দেখে, বানর আর দুহাতের মুঠ ভরে মুড়ি ধরে টানাটানি করছে; তখন তারা দৌড়ে এসে বানরকে বেঁধে ফেলে। এখানে মজার বিষয় হলো; বানর যদি মুড়ি ছেড়ে দিয়ে হাত টান দেয়; তবে খুব সহজেই হাত বের করে আনতে পারে। অথচ ৯০% বানর, মুড়িকে মুঠ পাকিয়ে ধরে, হাত বের করতে চেষ্টা করে। ফলে শিকারীর কাছে ধরা পড়ে। আজ আমাদের অবস্থাও হয়েছে ঐ বানরের মত। আমরা শেষ পর্যন্ত দুনিয়াকে আঁকরে ধরে আখিরাতকে পেতে চাই। পৃথিবীর সব ঠিক রেখেই ঈমান-আমালকে অর্জন করতে চাই। কিন্তু সেটা কখনই সম্ভব না। পৃথিবীকে ছাড়তে হবে। যতটুকু দুনিয়া না হলে চলে না; ততটুকু অর্জন করলেই হলো। অথচ দেখা যায়, মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে, ধন-সম্পদ-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লোভ বেড়ে যায়। মানুষ বিভোর হয়ে যায়, দুনিয়া কামাই করতে। ফলে দুনিয়ার মায়ার জালে জড়িয়ে; মানুষ ঈমান-আমাল হারিয়ে শূন্য হাতে পরপারে পাড়ি জমায়। কতই না আফসোস তাদের জন্য। ঐ বানরও যদি মুড়ির লোভ

ছেড়ে, শেষ মুহূর্তে হলেও নিজের হাত টেনে বের করে নিত; তবে শিকারীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যেত। অথচ মুড়ির লোভে বানর এতই মত্ত থাকে যে, তার নিজের জীবন বিপন্ন করে শিকারীর হাতে ধরা পড়ে যায়। দুনিয়ার লোভ এবং দুনিয়ার লালসা হতে মুক্ত না হতে পারলে; এই দুনিয়াই শেষমেষ সর্বনাশ ডেকে আনবে। আজ আমরা আল্লাহর রাস্তায় সামান্য সময় ব্যয় করতে পারছি না। দুনিয়ার সাথে এমনভাবে লেগে আছি যে, দম ফেলার সময় নেই। অথচ দুনিয়া অর্জনের কোন সীমারেখা নেই। আমরা যতই দুনিয়াকে পেতে চাইব, দুনিয়ার চিজ-আসবাবকে অর্জন করতে চাইব; ততই দুনিয়া আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেলবে। মরার আগ পর্যন্ত কোন সময় বের করতে পারবে না। একজন সরকারী চাকুরীজীবী চাকুরী জীবনে ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অফিস করে। তারপর অবসর নিয়ে পুনরায় নতুন কাজে জড়ায়। অবসরের পরে অফিস জীবন, ৯টা থেকে ৯টা পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এভাবে সে কাজ করতে থাকো। এভাবে একদিন দেখে, তার আর চলে না। শরীর স্বাস্থ্য শেষ। তখন মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে স্মৃতি রমান্থন করে এবং শেষে রীতিমত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, কবরে ঢুকে যায়। এদিকে দীর্ঘ জীবনে ঈমান-আমাল ঠিক করার, কোন ট্রেনিং নিয়েছে কি? না কোন সঠিক পথে তা অর্জন করেছে? অথচ তার কবরের জীবনে এ দুটোই সবচেয়ে বড় সাথী। আখিরাতের অনন্ত জীবনে এ দুটো ছাড়া উপায় নেই। কতই না আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে পুরো জীবন দিয়ে দুনিয়া কামাই করে গেল। অথচ তার উপার্জিত দুনিয়া উপভোগ করবে, অন্য কেউ। সে তখন কবরের গহীন অন্ধকারে ঈমান-আমাল হারিয়ে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির সম্মুখীন। আর আখিরাতের জীবন অনন্ত কালের। এর শুরু আছে শেষ নেই। আখিরাত শাশ্বত, সত্য, শতভাগ বাস্তব। পৃথিবীতে কেউ চিরকাল ছিল না, থাকবেও না। আমাদেরও যেতে হবে। তাই আখিরাতকে বুঝার জন্য এবং কামাইয়ের উপায় হলঃ আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল-সময়-দিল-দিমাগ-হিকমত ব্যয় করে; পৃথিবী থেকেই পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের আল্লাহর রাস্তায় কবুল করুন। আমাদের অন্তরকে নরম করে, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে দিন। আমীন।

www.pathagar.com

৫ম অধ্যায়

মহিলাদের মর্যাদার মূলকথা

www.pathagar.com

স্রষ্টার বিধানে নারীর বিস্ময়কর মর্যাদা

ইসলামে নারীর গুরুত্ব ও মর্যাদা

আল-কুরআনে নারীদের নামে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে (সূরাতুন নিসা)। অথচ পুরুষের নামে কোন সূরা নাই। বিশ্বনবী (সা.) বলেন, তিনটি জিনিস আমার সবচেয়ে প্রিয়ঃ নারী, সুগন্ধি ও নামায। নবীজি (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন একজন মহিলা - খাদীজাতুল কুব্‌রা (রা.)। সর্বপ্রথম আল কুরআনে হাফিযা হওয়ার গৌরব (কুরআন মুখস্থ করেন) একজন নারী - হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)। ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শহীদ হন একজন নারী - হযরত আম্মারের (রা) মা, হযরত সুমাইয়া (রা.)। সাহাবা কেরামের মধ্যে সরাসরি ইল্‌মে নববী হাসিল করেন একজন নারী। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)। নবী করিম (সা.) বলেন, তোমরা ওহীর অর্ধেক ইল্‌ম আয়েশার কাছ থেকে গ্রহণ কর। নারীদের মধ্যে যারা নম্র, ভদ্র, পর্দানশীলা, পরহেযগার, দ্বীনদার, আদর্শ, চরিত্রবান ও আল্লাহওয়ালা ছিলেন; তাদের গর্ভে এবং ঘরেই সারাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষরা অর্থাৎ নবী-রাসূল, ওলী, বুজুর্গ, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনায়ক, বিচারক, সবাই জন্মগ্রহণ করেছেন। সকল নবী, সাহাবী, পীর, মনীষী যেমন ইমাম বুখারী (রহ.), আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.), সুলতান মাহমুদ গজনবী সবার জন্মদাত্রীই আদর্শ নারীরা। পাশাপাশি বেপর্দা, লম্পট, নির্লজ্জ, দুঃচরিত্রা, অর্থাৎ কুচক্রী নারীদের ঘরেই জন্ম নিয়েছে বেঈমান, যালিম, দূরাচার, খুনি, বেহায়া, খোদাদ্রোহী মানবের কলঙ্ক ফিরআউন, নমরুদ, সাদ্দাদ, কারুন হামান, আবু জাহেল, আবু লাহাব, হিটলার, সুলিমীনি, মিরজাফর, পাপিষ্ঠরা। মহিলারা যখনই স্ব অবস্থানে, পর্দার সাথে হিফাযতে অবস্থান করেছেন, তখনই আল্লাহর সাথে তাদের সু-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। নবী করিম (সা.)-এর যামানায় এক নারী সাহাবী (রা.) তার মৃত সন্তানের জন্য দোয়া করায় কাফন পরিহিত সন্তান জীবিত হয়ে মাতার কোলে ফিরে আসে এবং সে ছেলে উসমান (রা.)-এর খেলাফত পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। হযরত ইমাম বুখারী

www.pathagar.com

(রহ.) ৮ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে গেলে; তার আল্লাহওয়ালা মা, খোদার কাছে দোয়া করেন। ইমাম বুখারীর চোখ ভাল হয়ে যায়; এমনকি ইমাম সাহেব পরবর্তীতে রাতে চাঁদের আলোতে বসে বুখারী শরীফ সংকলন করেন। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মা এতই পরহেযগার ছিলেন যে, সন্তান মাতৃগর্ভে থেকেই আল-কুরআনের হাফিয হয়ে ছিলেন। ঈসা (আঃ)-এর মা এতটাই আল্লাহওয়ালা ছিলেন যে, তার জন্য বেহেশত থেকে ফলমূল পাঠানো হত। আল্লাহ পাক পরহেযগার নারীদের এতটাই মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহওয়ালা নারীদের দোয়ার মাঝে বিলিয়ন বিলিয়ন টনের শক্তি রেখেছেন। পর্দানশীল নারীরা হালাল খান ও হালাল পরিধান করেন. এজন্য তাদের দোয়ার বরকত এতটাই শক্তিশালী।

মনে রাখতে হবে, নারীদের বাহ্যিক শারীরিক গঠন, শক্তি, ক্ষমতা ইত্যাদিতে পুরুষের সাথে পার্থক্য রয়েছে। এটা প্রকৃতিগত বা সহজাত। স্বার্থবাজ সমাজ, লোভী গোষ্ঠী, এবং শঠ ও দুষ্ট লোকেরা প্রগতিবাদীর শ্লোগান তুলে নারী পুরুষের সমান অধিকার ক্যাপসুল খাওয়াতে ব্যস্ত। নারীকে ঘর থেকে বের করে মাঠে ঘাটে নামিয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দ্বারা তাদের সৌন্দর্য কোমলতা, রূপ লাবণ্য নষ্ট করে; বেহায়া, নির্লজ্জ বানিয়ে; সতীত্বের বারোটা বাজিয়ে; পশুত্বের জিন্দেগীতে প্রবেশ করাতে উৎসাহিত করছে। তথাকথিত আধুনিকতা ও প্রগতিবাদীরা। অধিকারের কথা বলে, অধিকার হরণে ব্যস্ত কুচক্রী পুরুষরা। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বয়স্ক নারীদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে, উঠতি, লাবণ্যময়ী, তরুণী, অল্পবয়সী, টসটসে যৌবনা নারীদেরকে পুনরায় মাঠে নামাতে তৎপর আধুনিকতার শ্লোগান তোলা পুরুষ সমাজ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ওদের ফাঁদে পা দিয়ে প্রতিনিয়তই নিঃস্ব হচ্ছে কোমলমতি নারীরা। অথচ আল্লাহ পাক নারী জাতির জন্য বারো আনা অধিকার আর চার আনা নামে মাত্র দায়িত্ব দিয়েছেন। নারীরা ইসলামী আইনে বাবা, ভাই, স্বামী এবং সন্তানের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদের বৈধ অধিকারী হয়। পুরুষ শুধুই দান করবে। সন্তান, মা, বোন, মেয়ে, স্ত্রীকে দিয়ে যাবে। স্ত্রী যতই সম্পদশালী হোক, তার খাওয়াদাওয়া বসবাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। নারীদের বিবাহপূর্ব জীবনে সকল খরচের ব্যবস্থা করবে তার বাবা এবং ভাই। আর বিবাহ পরবর্তী সকল খরচ বহন করবে তার স্বামী এবং ছেলে। এর ব্যতিক্রম হলে দুনিয়া ও আখেরাতে স্বামী, বাবা, ভাই ও ছেলেরা দায়ী থাকবেন। তদুপরী নারীদের অর্জিত সম্পদের ব্যবহার এবং ভোগকারী একমাত্র নারীরাই। সেখানে অন্য কারো অধিকার নাই। আল্লাহপাক নারীদের

www.pathagar.com

এতটাই মর্যাদা দিয়েছেন। ইসলামে নারীর গুরুত্ব এতটাই উন্নত নবী করিম (সা.) বলেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, স্বামীর সাহায্য-সহযোগিতা (খেদমতের আঞ্জাম দিবে) করবে, নিজেকে পর্দায় রেখে সতীত্বের হেফাযত করবে সে বেহেশেতের দরজাসমূহের যেকোনো একটি দিয়ে (নিজ ইচ্ছামত) প্রবেশ করবে। (তাবারানী)

নারীদের পুরো মাস নামায পড়তে হয় না। প্রতি মাসে ৩ থেকে ১০ দিন (মাসিকের সময়) নামায মাফ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রায় ৪০ দিন নামায মাফ। এভাবে বৎসরের প্রায় এক চতুর্থাংশ সময় তাদের নামায মাফ থাকে। সেখানে পুরুষদের মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়া অত্যাবশ্যকীয়। অথচ নারীরা সঠিক সময়ে ঘরের কোনে নামায পড়ে নিলেই সমান সওয়াবের অধিকারী হয়ে যান। রোযার মাসে মহিলাদের শরীর অপবিত্র হলে (মাসিকের সময়) সে সময়ের রোযা বদলে অন্য সময়ে (সুবিধামত) রাখলেই চলে। নবী করিম (সা.) বলেন. যদি কারো ৩ বা ২ বা ১টি মেয়ে থাকে এবং সে তাদেরকে আদর-যত্ন ও দ্বীনের সাথে প্রতিপালন করে পাত্রস্থ করে, তবে আল্লাহ্ পাক তাকে (এর বিনিময়) জান্নাত দান করবেন। অথচ ছেলে সন্তানের ব্যাপারে এ ধরনের কোন নিয়ম নেই। ইসলাম পুরুষকে নির্দেশ দেয় যে, নিজের স্ত্রীকে যতবেশি ভালবাসবে ও যত্ন করবে, ততবেশি সওয়াবের অধিকারী হবে। এমনকি ভালবেসে একটি লোকমাও যদি তার মুখে উঠিয়ে দেয় তবে তার বিনিয়য়ে সদাকার নেকী স্বামীর আমলনামায় যোগ করা হবে। স্ত্রীকে ভালবাসলেও পুরুষের জন্য সওয়াব। ইসলাম সন্তানদের শিখিয়েছে, জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে। যে সন্তান তার মায়ের পা চুম্বন করল, সে যেন বেহেশতের দরজা চুম্বন করল (হাদীস)। অথচ বাবার ব্যাপারে এ ধরনের কথা কোথাও বলা হয়নি। নারীদের এ অধিকার ও মর্যাদা দিতে, যে পুরুষ কার্পণ্য করবে বা উদাসীন হবে; সে দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থ হবে। নবী করিম (সা.) তাঁর অন্তিম সময়ে মা আশেয়া (রা.)-এর কোলে মাথা রেখে মাতৃজাতি ও ক্রীতদাসের হক আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বিশ্বনবীর বিখ্যাত হাদীসের: ব্যাখ্যায় এটা দাঁড়ায় যে, মা'র হক ও মর্যাদা বাবার পূর্বে এবং মা'র হক ৭৫% হলে বাবার হক ২৫% অর্থাৎ মা'র প্রাপ্য (অধিকার) পিতার তুলনায় তিনস্তরে বেশি। এখানেই নারীদের মর্যাদা এবং গুরুত্বের ব্যাপারে ইসলামের ব্যাখ্যা স্পষ্ট এবং প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের জন্য মিছিল মিটিং এবং শ্লোগানের প্রয়োজন পড়ে নি। স্বয়ং স্রষ্টা, তার বিধানে (আল কুরআনে) নারীকে মর্যাদাবান

www.pathagar.com

করে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আখিরাতে পুরুষরা আল্লাহর সাক্ষাতে গিয়ে আবির্ভূত হবে। অথচ আখিরাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা নারীদের সাক্ষাতে বেহেশতে নিজেই আসবেন। আল্লাহওয়ালা পর্দানশীলা পবিত্র নারীদের সম্মান, শান ও মর্যাদা এতটাই উর্ধ্বে আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে বুঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমাদের মা-বোনদের জীবনকে ঈমানের এবং হেদায়েতের নূরে আলোকিত করুন। জাহেলিয়াত এবং তথাকথিত আধুনিকতার নোংরামী থেকে হেফাযত করুন। আমাদের মনে রাখতে হবে গরু, ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগি তথা সকল ইতর প্রাণীর বংশের হেফাযতের দরকার নেই। এজন্যেই গাভীর নিজের ষাঁড় সন্তানের সাথে মেলামেশায় কিছুই আসে যায় না। হাঁস-মুরগির মা-বাবা-বোন বলে কিছু নেই। তথা মেলামেশায় (অবাধ যৌনক্রিয়া বা লিলাখেলায়) কোন সমস্যা নেই। যেহেতু ইতর প্রাণীর বংশের হেফাযতের দরকার নেই; তাই তার মেলামেশায় কোন সমস্যাও নেই। মনে রাখতে হবে সাধারণ ছাপাখানায় যে কেউ যেতে পারে; অথচ সরকারের টাকা ছাপানো কারখানায় সবাই যেতে পারে না। কড়া প্রহরী ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় সরকারি টাকশালে। তা না হলে ভেজাল টাকায় দেশ দেউলিয়া হয়ে যাবে। ঠিক তেমনিভাবে মাতৃজাতি মানব সভ্যতার প্রোডাকশনের প্রেস। এখানে কড়া নিরাপত্তা না থাকলে জাতি জারজ, বেহায়া ও হারাম সন্তানে ভরে যাবে। মানুষ ইতর প্রাণী নয়। সম্মানিত প্রাণী। আল-কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, নিশ্চয়ই আমি মানব জাতিকে অত্যন্ত সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি। তাই আমাদেরকে সে সম্মান বজায় রাখতে হবে। পর্দা তথা মেলামেশায় পশুত্বকে পরিহার করতে হবে। নারীদেরকে যথার্থ অবস্থানে রেখে তাদের প্রতি সম্মান করতে হবে। নারীদেরও নিজেদের মর্যাদাকে বুঝতে হবে।

ইসলামে নারীর অধিকার

অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুসারে, নারীর অধিকার হল, সে সকল অধিকার, যা একজন নারীকে সামাজিক ও আইনগতভাবে সমতার দিক দিয়ে পুরুষের পর্যায়ে উন্নীত করে। যেমন ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নারীকে আধুনিক করা ইত্যাদি। আবার ওয়েস্টার ডিকশনারী অনুসারে নারীর অধিকার মানে, তাকে আধুনিক করা, নতুন বৈশিষ্ট্য বা আকৃতি দান করা। এভাবে আধুনিক পণ্ডিতগণ ও বিজ্ঞানীরা তাদের আরাম চেয়ারে বসে নারীর অধিকারের ব্যাপারে কথা বলেছেন। অথচ নারী অধিকারের নামে নারী স্বাধীনতার সুর তুলে পশ্চিমা পুরুষরা বাস্তবে নারীর দেহ ভোগের ছদ্মবেশী প্রতারণা; তার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা এবং তার

www.pathagar.com

নারী সত্তাকে অবমূল্যায়নের শতভাবে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ডা. জাকির নায়েক বলেন, পশ্চিমা সমাজ তথা আমাদের তথাকথিত আধুনিক সমাজ, যারা নারীর মর্যাদাকে উন্নত করতে চায়, বাস্তবে তারা নারীদেরকে গৃহকর্ত্রী থেকে উপপত্নীর স্তরে নামিয়ে আনতে চায়; তাদেরকে অধিপতি নয় বরং সেক্স এর কারবারী ও আনন্দ অন্বেষণকারীর হাতের ক্রীড়ানক বানাতে চায়। যা কিনা কৃষ্টি ও কালচারের রঙিন পর্দার আড়ালে ছদ্মবেশে বিদ্যমান। পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক বৈপ্লবিক আদর্শ, মহিলাদের উপযুক্ত অধিকার ও মর্যাদা সেই জাহেলিয়াতের যুগেই (১৪০২ বছর পূর্বে) প্রদান করেছে। ইসলামের মূল লক্ষ্য হল- মানুষের চিন্তাকে আধুনিক করা, জীবন-যাপন-দেখাশোনা-চলাচলকে শৃঙ্খলামুক্ত করা। নারীর মর্যাদা সমুন্নত রাখা। "ইসলামে নারীর অধিকার" এর বিচার করতে হবে, ইসলামের মূল সূত্রের আলোকে। বর্তমান সময়ের কোন এলাকার মুসলমানরা কি করে বা আশে পাশে কি হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করে নয়। আল কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করেই আলোচনা হতে পারে। ইসলামে প্রত্যেকটি মুসলিম নারী-পুরুষ, যাই হোক না কেন তার দায়িত্ব হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে দ্বীনের উপর চলা তথা সেভাবে কাজ করা। নিজের মতের উপর চলে আত্মিক তৃপ্তি ও খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করা ইসলাম পরিপন্থী কাজ। ইসলাম নারী পুরুষের সমতায় পূর্ণ বিশ্বাসী। তবে মনে রাখতে হবে, সমতা মানে অভিন্নতা নয়। ইসলামে নারী-পুরুষের ভূমিকা সম্পূরক, বৈপরীত্যের নয়; সম্পর্ক অংশীদারিত্বের, বিরোধিতার নয়। আল্লাহপাক মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার সন্তুষ্টি সম্পর্কে এভাবে, হে মানবমণ্ডলী! ভয় কর তোমাদের সে রবকে যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করে উভয়ের মাধ্যমে অজস্র নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা ভয় কর সে আল্লাহর, যার দ্বারা তোমরা পরস্পর অধিকার তলব কর, আর সম্মান কর সে মাতৃগর্ভকে (যা তোমাকে ধারণ করেছে)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন (নিসা : ১-২)। আল কুরআনে এসেছে, তাদের মত নারীদেরও একই ন্যায়সঙ্গত অধিকার; তবে পরুষের মর্যাদা এক স্তরে উপরে (বাকারা-২২৮)। পুরুষরা নারীদের সংরক্ষক এবং ব্যবস্থাপক, কেননা আল্লাহপাক একজনের চেয়ে অন্যজনকে বেশী (শক্তি) দান করেছেন; আরো কারণ এই যে, পুরুষরা তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের পিছে (নিসা-৩৪)। প্রকৃতিগতভাবেই এবং নৃবিদ্যার নিরিখে পুরুষ, নারীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী এবং পৃথক প্রকৃতির অধিকারী।

www.pathagar.com

জীববিজ্ঞানও একই কথা বলে। এ বিষয়ে পুরুষের যেমন কোন কৃতিত্ব নেই, নারীরও তেমন অসম্মান নেই। পাশাপাশি, আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের কথা ভাবা দরকার, পুরুষ নারীদের সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপক এবং আল্লাহ্ একজনকে অপরের তুলনায় অধিক (শক্তি) দান করেছেন। ইসলামে নর-নারীর ভূমিকা সম্পূরক। উভয়কেই ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে স্ব স্ব ভূমিকায় অগ্রসর হতে হবে। রবি ঠাকুরের সে বিখ্যাত উক্তিকে স্মরণ করা যাক একটি বাতি অপর বাতিকে আলোকিত করতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার নিজের শিখাকে প্রজ্বলিত না করে। জ্ঞানী থমাস জেফারসনের কথা হল, তাঁরা মুসলমান হয়েই যুগের সম্মানিত ছিলেন; আর তোমরা কুরআন ছেড়ে দিয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছ।

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা হল, তারা ভাবে ইসলামে শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যেই জান্নাত। নারীরা জান্নাতে যাবে না। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা হল- তোমাদের যে কেউ, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক; মুমিন, সৎ আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না (নিসা-১২৪)। যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় সৎ আমল করবে সে নারী-পুরুষ যাই হোক না কেন তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যে আমল করে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব (নাহল-৯৭)। অথচ সপ্তদশ শতকের পশ্চিমাদের (বিত্তবানদের) কাউন্সিল রোমে সমবেত হয়েছিল এবং তারা সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছিল যে, নারীর কোন আত্মা নেই। আধুনিক বাইবেলে, মানবতার পতনের জন্য হাওয়া (আ.) কে দায়ী করা হয়। বাইবেলের জেনেসিস ৩য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে- হাওয়ার কারণেই মানবতার মধ্যে সকল পাপের জন্ম নিয়েছে। পাশাপাশি আল কুরআনে সূরা আরাফের ১৯ থেকে ২৭ নং আয়াতগুলোতে আদম ও হাওয়া (আ.) কে বহু বার সম্বোধন করে বলা হয়েছে তারা উভয়েই আল্লাহ্ পাকের আদেশ অমান্য করেছিল; উভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করেছিল এবং উভয়কে ক্ষমা করা হয়েছিল। আধুনিক বাইবেলে গর্ভধারণ ও শিশু-জন্মদানকে নারীদের জন্য অসম্মানজনক এবং প্রসববেদনাকে এক ধরনের শাস্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আল্ কুরআনে বলা হয়েছে, আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর সময় লেগেছে। তাই আমি নির্দেশ দিলাম, তোমরা পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে (লুকমান-১৪)। আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার

সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে (আহকাফ-১৫)। এভাবেই আল্লাহ পাক, নারীকে মর্যাদা দান করেছেন এবং সবাইকে তাদের প্রতিসম্মান প্রদর্শন করতে বলেছেন। ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই ঈমান আনতে, সালাত কায়েম করতে, রোযা রাখতে, যাকাত আদায় করতে এবং হজ্জ পালন করতে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ইসলাম নারীদের জন্য বিশেষ শিথিলতা প্রদর্শন করেছে। যখন নারী ঋতুবর্তী বা গর্ভবতী হয়, তাঁকে রোযা রাখতে হয় না–পরবর্তীতে কাযা পালন করলেই চলে। ঋতু ও সন্তান জন্মদানের সময় নামাযও পড়তে হয় না। এমনকি যার কাযাও আদায় করতে হয় না। আসলে আল্লাহর দৃষ্টিতে বিচারের মাপকাঠি হল তাকওয়া তথা খোদাভীতি। হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের একজোড়া মানব-মানবী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত করেছি তোমাদের পরিচিতির জন্য। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে (হুজুরাত-১৩)। আমি তোমাদের কারো কাজ নষ্ট করি না, হোক সে নারী বা পুরুষ; তোমরা পরস্পরের সঙ্গী (ইমরান-১৯৫)।

ইসলাম ও নারীর দায়-দায়িত্ব

১৮৭০ সালে সভ্যতার প্রতীক ইংল্যান্ডে প্রথমবারের মত বিবাহিত নারীকে কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই সম্পদ অর্জন ও বণ্টন করার আইনগত অধিকার দান করেছে। অথচ ইসলাম, নারীকে পশ্চিমাদের ১৩০০ বছর পূর্বে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে। এজন্যে কোন আন্দোলন, সভা-সমিতির দরকার হয়নি। একজন পূর্ণবয়স্কা মুসলিম নারী, তিনি বিবাহিত বা অবিবাহিত হন; কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই সম্পদের মালিক হতে পারেন, বিলি-বণ্টন করতে পারেন, মালিকানা আদান-প্রদান করতে পারেন। আবার ইসলামে, একজন মহিলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বাধ্য-বাধকতা বা দায়-দায়িত্ব নেই। এসব পুরুষের উপর ন্যস্ত। অতএব জীবিকার্জনের জন্য তার কোন দায়-দায়িত্ব নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকটকালে তার কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তবে তাকে কখনই বাধ্য করা যাবে না। তার নিজস্ব ও সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় সে কাজ করতে পারে। যদি কোন নারী বাইরে কাজ করতে চায়, এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞামূলক কোন দলীল নেই ইসলামে। তবে তাকে ইসলাম সমর্থিত পোশাক পরিধান করেই যেতে হবে এবং ইসলামিক পরিবেশেই তাকে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ইসলামে নারী-পুরুষের মেলামেশায় বিধিনিষেধ রয়েছে। কেননা নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা থেকেই সকল পাপের সৃষ্টি।

www.pathagar.com

নারী ব্যবসা করতে পারে। খাদীজা (রা.) একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো– ইসলামে নারীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব বিয়ের পূর্বে পিতা ও ভাইদের উপর এবং স্বামী ও ছেলেদের উপর, বিয়ের পরে। আল্লাহ্ পাক নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এমন দৃঢ়ভাবেই করেছেন। এরসাথে নারীর রয়েছে বিশেষ কিছু অর্থনৈতিক অধিকার। পিতা-মাতা-স্বামী-সন্তানের সম্পদে নারীর নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে এবং বিয়ের সময় নারীকে দেনমোহর দিয়েই পুরুষকে তার সম্মান দেখাতে নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। নারীর কাছে যৌতুক দাবী করা ইসলামে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ–। এমনকি পরোক্ষভাবে করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোন মহিলা চাকুরী করে, ব্যবসা করে বা শরিয়ত সম্মত ব্যাংকে টাকা রেখে আয় করে তবে তাতে কারো কোন অধিকার নাই। ইসলামে সূরা নিসা, বাকারা ও মায়িদার বহু আয়াতে আল্লাহ্ কর্তৃক নারীকে অর্থনৈতিক মর্যাদা ও উত্তরাধিকার দান করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে নারী শিশুকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করা হত। ভারত উপমহাদেশেও সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। এমনকি বর্তমানেও প্রতিবছর ভারত ভূখণ্ডেই বছরে দশ লক্ষের অধিক ভ্রূণ-নারী শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে। আধুনিকতার বড় বড় বুলি আউড়িয়ে লাভ কি? অথচ ১৪০২ বছর পূর্বে, মহান প্রভুর ঘোষণা হল, যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? (তাকভীর-৮)। আর তোমরা খাদ্য দানের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; আমিই তোমাদের ও তাদের খাদ্য যোগাই (আনআম-১৫১)। আলহামদু লিল্লাহ, ইসলাম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারী শিশুকে হত্যা করার শয়তানী প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। আধুনিক ভারতে একটি ভয়াবহ বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়বে (তামিলনাড়ু, রাজস্থান, ইত্যাদি স্থানে) ৫০০ রূপী খরচ করুন; ৫ লাখ রূপী বাঁচান। এর ভিতরের কথা হলঃ আলট্রাসনোগ্রাফীতে ৫০০ রূপী খরচ করে জেনে নিন আপনার গর্ভের সন্তান ছেলে কিনা মেয়ে? মেয়ে হলে গর্ভপাত করুন আর পাঁচ লাখ রূপী বাঁচান (ভবিষ্যতে বিবাহের যৌতুক থেকে)। কত বড় ভয়াবহ কথা? তামিলনাড়ুর সরকারী হাসপাতালে প্রতি ১০টি কন্যা শিশুর মধ্যে ৪টি শিশুকে মারা যাওয়ার জন্য ফেলে রেখে যাওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে ভারতে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশী। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ভারতে ১০০০ পুরুষের বিপরীতে ৯২৭ জন নারী। ইসলামে নারী শিশু বা শিশুভ্রূণ হত্যা করা নিষিদ্ধ। এমনকি ইসলাম পুত্র সন্তানের জন্মের আনন্দকেও ঘৃণা করে। কুরআনে এসেছে, যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সু-সংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে

www.pathagar.com

যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়ে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে কন্যাকে রাখবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তাদের ফায়সালা কতই না নিকৃষ্ট (নাহল-৫৮-৫৯)। নবীকরীম সা. বলেন, যে ব্যক্তি দুটি কন্যাকে যথাযথভাবে লালন করবে, সে শেষ বিচারের দিন এরকম (হাতের দুটি আঁঙ্গুল দেখিয়ে) আমার সাথে থাকবে (আহমাদ)। আরেক হাদীসে এসেছে, যেকোন ব্যক্তি ২টি কন্যাকে সঠিকভাবে লালন-পালন করবে, তাদের ভালভাবে যত্ন করবে, তাদেরকে স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইসলামে ছেলেমেয়ে লালন পালনের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা যাবে না।

পূর্ববর্তী সকল সভ্যতাই নারীকে শয়তানের যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করত। অথচ কুরআন নারীকে "মুহসানা" বা "শয়তান থেকে সুরক্ষিত" বলে আখ্যা দিয়েছে। বিয়ের মাধ্যমে ভাল নারীরা, পুরুষদের শয়তানী পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। এজন্যেই ইসলামে তথাকথিত বৈরাগ্যবাদ নাই। নবী করিম সা. বলেন, যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, তারা যেন বিয়ে করে। এটা তাদের চোখ অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে (বুখারী)। যে বিয়ে করে সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করে (হাদীস)। যখন তুমি বিয়ে করলে তখন অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করলে; এর অর্থ হল যখন তুমি বিয়ে করলে, এটা তোমাকে অবাধ যৌনতা, ব্যভিচার, সমকাম ইত্যাদি অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রাখে, যা এ পৃথিবীর অর্ধেক পাপ (হাদীস)। শুধু বিয়ের মাধ্যমেই আমরা স্বামী বা স্ত্রী হতে পারি, বিয়ের মাধ্যমেই আপনি পিতা-মাতা হওয়ার সুযোগ পেতে পারি। আল্লাহ পাকের নির্দেশ হল, আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার, তদুপরি তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও সৌহার্দ সৃষ্টি করে দিয়েছেন (রূম-২১)। বিবাহের জন্য নারীদের জোড়-জবরদস্তি করাও নিষেধ; কেননা বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি (নিসা-২১)। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য নারীদের জোর করে অধিকারভুক্ত করা জায়েয নাই (নিসা-১৯) অর্থাৎ ইসলামে উভয়ের অনুমতি ও সম্মতিক্রমেই বিয়ে হবে। এমনকি পিতামাতাও কন্যার অসম্মতিতে জোর করতে পারবেন না। সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে, এক নারীর বিয়ে তার অসম্মতিতে তার পিতা দিয়েছিলেন। তিনি মহানবীর কাছে গেলেন, নবীকরিম সা. তার বিয়ে বাতিল করে দেন। আল কুরআনের নির্দেশ অনুসারে নর-নারী, স্বামী-স্ত্রী সকল ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সমঅধিকার উপভোগ করবে; শুধুমাত্র পরিবারের নেতৃত্ব ছাড়া। আল্লাহ্ পাক বলেন, নারীদের, পুরুষের উপর তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে; যেমনি রয়েছে পুরুষের নারীদের উপর; তবে তাদের উপর পুরুষের মর্যাদা এক স্তর বেশী (বাকারা-২২৮)। আর এই এক স্তর উপরে শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে নয়– আসলে পুরুষরা দায়িত্বের দিক থেকে একস্তর উপরে। আর এ দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতিতে পালিত হবে। আল্লাহ্ পাক এ বিষয়ে ঘোষণা করেছেন, তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক (বাকারা, ১৮৭)। আল্লাহ্ পাকের হুকুম হল– যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে পছন্দ নাও কর; তবুও তার সাথে ভাল ব্যবহার কর; কেননা আল্লাহ্ পাক তার মাধ্যমে প্রকৃত কল্যাণ দান করবেন (নিসা-১৯)।

ইসলামে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলাম নারীকে 'মা' হিসাবে বিশেষ এবং শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা দিয়েছে। মায়ের সম্মানের উপর এক সম্মানই বাকী আছে, তাহল, আল্লাহ্‌র মর্যাদা। আল্লাহ্ পাক বলেন, আর আপনার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না; আর পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে (বনী ইসরাইল-২৩)। সম্মান কর সে মাতৃগর্ভের যা তোমাকে বহন করেছে (নিসা-১)। আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য; তার মাতা তাকে কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে গর্ভধারণ করেছে; দুবছর যাবৎ দুধ দান করেছে; তোমরা আমার প্রতি ও পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও (লুকমান-১৪)। আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমার পিতামাতা যখন বৃদ্ধ হয়, তাদের সামনে এমন কোন শব্দ করবে না, যেন তারা কষ্ট পায়। বরং তাদের সম্মান করবে; তোমাদের দয়ার ডানাকে তাদের উপর ছড়িয়ে দিবে এবং বলবে হে প্রভু তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা স্নেহ দিয়ে আমাদের ছোটবেলায় লালন-পালন করেছে (বনী ইসরাইল-২৩-২৪)। বিশ্বনবীর বিখ্যাত হাদীস হল, জান্নাত মায়ের পদতলে (ইবনে মাজা ও আহমাদ)। আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর সকল পুরুষের, এমনকি নবীদের মাতাও ছিলেন নারী। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস অনুসারে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী সদ্ব্যবহার ও সম্মান পাওয়ার হকদার হলেন মা (৭৫%) এবং এরপর বাবা (২৫%)। আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে মহান প্রভুর কথা, আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক (তওবা-৭১)।

www.pathagar.com

আল কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা ইকরার প্রথম পাঁচ আয়াতে পড়া এবং শিক্ষার আলোচনাই করা হয়েছে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, এসব কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে, পড় তোমার প্রভুর নামে। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু নাপাক রক্ত (আলাক) দ্বারা। পড়, তোমার প্রভু বড়ই সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না (সূরা ইকরা-৯৬)। ইসলাম নারী পুরুষ সকলের জন্যেই শিক্ষাকে ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় করেছে। নবীকরিম (সাঃ) পিতামাতা ও স্বামীকে যথাক্রমে কন্যা ও স্ত্রীর শিক্ষা দানের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। নবীকরিম সা. নারীদের শিক্ষার জন্য নিজেই মজলিসে কথা বলতেন, প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং সহকারীদের প্রেরণ করতেন। মা আয়েশা (রা.) নবীকরিম (সা.) এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি (রা.) রাসূলের সাহাবা, এমনকি খলিফাদের পর্যন্ত দিকনির্দেশনা দিতেন। তিনি নিজে ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি ৮৮ জনের অধিক ইসলামী পণ্ডিতকে শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি পণ্ডিতদের মহাপণ্ডিত ছিলেন। তার ভাগিনা উরওয়া ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, আমি কুরআনের ব্যাপারে আয়েশা রা. এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠতম মুফাসসিরে কুরআন ছিলেন। তিনি ফরয, হালাল, হারাম, আরবী সাহিত্য, কবিতা ও ইতিহাসের একজন দক্ষ পণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞও ছিলেন। যে বিষয়ে সাহাবীরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন না; আয়েশা রা. তার সমাধান দিতেন। মা. সুফিয়া (রা.) ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মা. সালমা রা. ৩২ জন ইসলামী বিশেষজ্ঞকে শিক্ষা দিয়েছেন। ফাতিমা রা. ফিকাহ্‌বিদ ছিলেন। উম্মে হাসান (রা.) শিক্ষিকা ছিলেন। উম্মে দারদা রা. বিজ্ঞানী ছিলেন। এভাবে জাহেলিয়াতের যুগেই মুসলিম নারীরা ফিকাহ, কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, আইন, সাহিত্য, ধর্মীয় ক্ষেত্রে দক্ষতা ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। কেননা ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা হল, প্রত্যেক নারী হবে শিক্ষিত।

ইসলামে নারীর সমতা

ইসলামে নর-নারী সমান। তাদের উভয়ের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ইসলাম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কুরআনের ঘোষণা হল, চোর সে নারী বা পুরুষ হোক না কেন, তার হাত কেটে দাও, তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত (মায়িদা-৩৮)। কেউ যদি ব্যভিচার করে, সে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন, তাকে ১০০ দোররা মার (নূর-২)। তবে এসব শাস্তি পূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের

www.pathagar.com

পরই কার্যকর হবে। মন চাইলেই কারো উপর যুলুম হিসাবে এসব বাস্তবায়ন করা যাবে না। ইসলামে মহিলাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। অথচ আধুনিক কালের ইহুদীরা আজও বিবেচনা করছে, নারীদের সাক্ষ্যদানের অধিকার দেয়া হবে কিনা? নারীর নামে বেহুদা অপবাদের শাস্তি ভয়াবহ। কুরআনের ঘোষণা হল, যদি কেউ কোন নারীর সতীত্ব নিয়ে কথা তোলে বা গালমন্দ করে; তাকে চারজন সাক্ষী হাজির করতে হবে; না পারলে তাকে ৮০ দোররা (বেত্রাঘাত) মারতে হবে (নূর-৪)। নারী-পুরুষ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের সহযোগী। ইসলাম ১৪০২ বছর পূর্বেই নারীকে ভোটাধিকারের সুযোগ দিয়েছে। আল্লাহ পাকের কথা হল, হে নবী! মুমিন নারীরা যখন আপনার নিকট আনুগত্যের শপথ নিতে আসবে (মুমতাহিনা-১২)। আয়াতে বায়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ, আধুনিক সময়ের ভোটের চেয়েও অধিক ক্ষমতাবান। কেননা, নবী মুহাম্মদ সা. শুধু নবীই ছিলেন না, তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। এবং তখনকার নারীরা তার কাছে আসতেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সম্মতি দিতেন বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেন। নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করতেন। বুখারী শরীফের পূর্ণ একটি অধ্যায়ে রয়েছে এর বিবরণ। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীরা পানি সরবরাহ করেছেন, সৈন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন, সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। নাসিবা (রা.) নামের এক নারী সাহাবী ওহুদ যুদ্ধে নবী করিম (সা.) এর প্রতিরক্ষায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। অথচ ১৯৭৬ সালে আমেরিকা, নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের রিপোর্ট মোতাবেক (২৩ এপ্রিল ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত) তাদের একটি কনভেনশনে ৯০ জন লোক যৌন নিপীড়নের স্বীকার হয়, যার মাঝে ৮৩ জন নারী। এছাড়া ১১৭ জনকে শৃংখলা ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। যারা নারীদের যৌন অঙ্গ অনাবৃত করে উলঙ্গ অবস্থায় প্যারেড করতে বাধ্য করেছিল; নারীদের পোশাক ছিনিয়ে নিয়েছিল। কত বড় অনাধিকার চর্চা (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র)। আমাদের মনে রাখতে হবে ইসলাম, নারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বাধা দেয়নি। পর্দাও কিছুটা শিথিল ছিল। নারীদের পা অনাবৃত ছিল (বুখারী শরীফ)। তবে কোন অবস্থাতেই নারী পুরুষের অবৈধ মেলামেশা এবং পর্দার ব্যাপারে শিথিলতার স্থান নেই ইসলামে।

নারী ও রিসালাত

অনেকেই প্রশ্ন করে নারীরা কেউ নবী ছিলেন না কেন? ইসলামে পুরুষ হল, পরিবারের প্রধান। তবে কিভাবে নারী সমগ্র মানুষের নেতৃত্ব দিবে? কেননা নবীরা

www.pathagar.com

সমগ্র মানুষের নেতা ছিলেন (যার যার সময়ের জন্য)। নারী যদি নবী হত এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে গর্ভবতীও হত; তবে তার জন্য কয়েকমাস নবুওয়াতের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হত না। এছাড়াও সন্তান পালনের মত গুরু দায়িত্ব রয়েছে তার উপর। অপরপক্ষে একজন পুরুষের ক্ষেত্রে পিতৃত্ব ও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন কারা বেশ সহজতর। তবে নবী বলতে যদি আমরা বুঝি, একজন খাঁটি, পবিত্র এবং আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় বান্দা। তবে এ ধরনের যোগ্যতা অনেক নারীই অর্জন করেছেন এবং যাদের কথা আল কুরআনে উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ঈসা, আ. এর মাতা মরিয়াম আ.। কুরআনে এসেছে, যখন ফিরিশতারা মারইয়ামকে বললেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন বিশ্বজগতের নারীদের উপর (আল ইমরান-৪২)। কত বড় মর্যাদা ভেবে দেখুন। এভাবে ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া (আ.)-এর কথাও উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর অবস্থান বর্ণনা করছেন, হে আমার রব আমার জন্য বেহেশতের মধ্যে আপনার সন্নিকটে গৃহ নির্মাণ করুন, আর আমাকে ফিরাউন হতে এবং তার আচরণ হতে রক্ষা করুন, আর আমাকে সমস্ত অত্যাচারী লোকজন হতে রক্ষা করুন (সূরা তাহরীম-১১)। কত বড় মর্যাদা ঐ নারীর, যার প্রার্থনাকে আল্লাহ্ পাক আল কুরআনে হুবুহু তুলে ধরেছেন এবং তাকে পরম মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এভাবে ফাতেমা (রা.) এবং খাদিজা (রা.) এর মর্যাদাও অনেক উপরে। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং জিবরাইল মারফত পৃথিবীতেই খাদিজা (রা.)কে সালাম প্রেরণ করেছেন।

ইসলাম ও বিয়ে

অনেকে আবার প্রশ্ন তুলেন বিশ্বনবী সা. কেন এতগুলো (১১টি) বিয়ে করেছেন? চলুন, এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। বিশ্বনবীর পুরো জীবন ছিল, মুমিনের জন্য শিক্ষা, আদর্শ এবং আল্লাহপাক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। রাজনৈতিক, সামাজিক সংস্কার, বিরোধ নিরসন এবং দ্বীনের খাতিরেই বিশ্বনবীর অধিকাংশ বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি (সা.) ২৫ বছর বয়সে সর্বপ্রথম খাদিজা (রা.)কে বিবাহ করেন। খাদিজা (রা.) বিয়ের সময় ছিলেন ৪০ বছর বয়স্কা এবং দু'বারের বিধবা এবং খাদিজা (রা.) এর জীবন দশায় নবী মুহাম্মদ (সা.) আর কাউকে বিয়ে করেননি। খাদিজা (রা.) এর মাধ্যমেই নবী করিম (সা.)-এর বংশধারা বিস্তৃত হয়েছে। নবী করিম (সা.) এর ৫০ বছর বয়সে খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর কেবলমাত্র ৫৩ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে নবী মুহাম্মদ (সা.) অন্য সব স্ত্রীগ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রা.) ছিলেন কুমারী। বাকী স্ত্রীরা ছিলেন বিধবা এবং ৩৬ হতে ৫০ বছর বয়স্কা। তাই যারা নানারকম প্রশ্ন তোলেন, তাদের ভাবা উচিত যুবক নবী, ২৫ বছর বয়সে বিধবা ৪০ বছর বয়স্কা স্ত্রীকে নিয়েই ঘর সংসার শুরু করেছেন এবং ২৫ বছরের দীর্ঘ সংসার জীবন যাপন করেছেন, দ্বিতীয় কোন স্ত্রী গ্রহণ ছাড়া। এরপর দ্বীনের খাতিরে ও বিরোধ নিরসন বা সমাজ সংস্কারের কারণেই নবীকরিম সা. বাকী বিয়েগুলো করেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়ঃ বনু মস্তালিক গোত্রের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উম্মে যোহায়রিয়াকে; বনী নাজাদ গোত্রের সাথে বিরোধ মিটাতে উম্মে মাইমুনাকে এবং ইহুদী নেতার কন্য বিবি সাদিয়াকে বিয়ে করেন তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। মক্কার প্রধান নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করায় মক্কা বিজয়ে মুসলমানদের কাজ খুব সহজ হয়েছিল। এভাবে প্রিয়নবীর প্রতিটি বিয়েতেই রয়েছে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মিটানোর কোন দূরদর্শীপূর্ণ উদ্দেশ্য। ইসলামে সহশিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ নিষিদ্ধ। পর্দা এবং নারীপুরুষের সতন্ত্র কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা ইসলামে জরুরী। যারা পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে তথা অবাধ মেলামেশার কথা বলেন, তাদের জন্য একটি ভয়ংকর পরিসংখ্যান দিচ্ছি। আমেরিকাতে ৫০% নারী কর্মক্ষেত্রে এবং সহশিক্ষার স্থলে ইউনিভার্সিটিতে ধর্ষণের শিকার হন। এখন যারা নারীদের ধর্ষিতা হওয়াকে আধুনিকতা বলেন, তাদের সাথে তর্ক করার কোন যৌক্তিকতা নেই। দেখা গেছে সহশিক্ষার নামে ব্রিটেনের মত অন্যান্য ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানচর্চা বাদ দিয়ে ক্লাসমেটদের কাছ থেকে যৌনশিক্ষাই বেশী শিখছে। 'লার্নিং' এর চেয়ে ডেটিং' এ বেশী সময় ব্যয় হচ্ছে। আজ ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছেলে মেয়েদের আলাদা একক শিক্ষা দানকারী স্কুল কলেজের কথা ভাবছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে (যা নিউইয়র্ক টাইমস্-এ এসেছে) আমেরিকার স্কুল ও ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যে ২৫% ধর্ষিতা হচ্ছে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে। কতবড় ভয়াবহ সংবাদ।

ইসলাম ও ডিভোর্স/তালাক

ডিভোর্স বিষয়ে ইসলামে পাঁচ ধরনের ব্যবস্থা আছে। তবে তালাক একটি আরবী শব্দ; যা স্বামীই স্ত্রীকে দিতে পারে। এর মানে এই নয় যে, স্ত্রী কোনভাবেই স্বামীকে ত্যাগ করতে পারবে না। প্রয়োজনে বা দ্বীনের খাতিরে স্ত্রী-স্বামী আলাদা হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর ডির্ভোসের উপায়গুলো হল : (১) দুজনে এ চুক্তির মাধ্যমে আলাদা হয়ে যাবে যে, ব্যাস আমরা আর একসাথে ঘর করব না।

(২) স্বামী, তার স্ত্রীর প্রদেয় মোহর পরিশোধ করে তালাক দিয়ে দিবে। (৩) নিকাহনামায় স্ত্রীর এ অধিকার দেয়া থাকবে যে, স্ত্রীও স্বামীকে এককভাবে ডিভোর্স দিতে পারবে। একে বলে ইস্‌মা। (৪) স্বামী যদি স্ত্রীকে ন্যায্য অধিকার না দেয়; স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার বা আচরণ করে, তবে স্ত্রী মুসলিম আদালতে গিয়ে বিয়ে বাতিলের আবেদন করতে পারেন। একে নিকাহ্-ই-ফাসেদ বলে। (৫) স্ত্রী যদি ইচ্ছা করেন এবং স্বামীকে কোন কারণে পছন্দ না করেন; তখনও স্বামীর কাছে ডিভোর্স দেয়ার অনুরোধ করতে পারেন। যাকে বলে খোলা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো স্ত্রী যে স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারেন, এটি অনেক নারী জানেন না। ইসলাম এভাবেই নারীকে তার যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। আরেকটি মজার বিষয় হল, কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে এমন কোন বক্তব্য নাই যাতে করে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে। নবী করিম সা. মহিলাদের সুবিধা ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করেই ঘরে নামায পড়ার কথা বলেছেন এবং তাতে মসজিদে যাওয়ার সমান সওয়াবের কথাও বলেছেন। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে; যাতে করে পর্দার বরখেলাফ না হয়; নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রশ্ন না উঠে। নীরা আলাদাভাবে দাঁড়াবে; আলাদা দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং আলাদা জায়গায় ওযু-টয়লেট করবে। এটাই জরুরী। এটাই বিজ্ঞান সম্মত। কেননা বিজ্ঞান বলে, পুরুষ এবং মহিলা যদি পাশাপাশি দাঁড়ায় (কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে); মহিলাদের দেহের তাপমাত্রা কিছুটা বেশী এবং তাদের কোমলতার কারণে উভয়েই নামাযে মনোনিবেশ করতে পারবে না।

নারী ও পুরুষদের সহ অবস্থানের ব্যাপারে আল কুরআন

আল্লাহ্ বলেন, আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হল, তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা তাদের থেকে শান্তি লাভ কর। আর আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছি। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নির্দেশনাবলী রয়েছে, (সূরা রূম-২১)। হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি। যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় জানতে পার। তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক ধার্মিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্যক জ্ঞাতা ও সর্ববিদিত (সূরা হুজুরাত-১৩)। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী পরস্পর একে অন্যের বন্ধু (কল্যাণকামী)। তারা সৎকাজে

www.pathagar.com

উৎসাহ দেয় এবং অসৎ কাজ বারণ করে আর সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এ সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহ্ অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমতাবান ও হিকমতওয়ালা (সুকৌশলী) (সূরা তওবা-৭১)। আল্লাহ্ নারী পুরুষকে একে অপরের পরিচ্ছদ বা পোশাক বলেছেন অর্থাৎ নারী পুরুষ, একজন অপরজনের পরিপূরক ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। নারী পুরুষের সহ অবস্থানের (যার যার কর্ম ও মর্যাদানুযায়ী) ফলেই সমাজে শান্তি কায়েম সম্ভব। এটাই ইসলামের শিক্ষা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দ্বীন হচ্ছে সহজ। যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি আরোপ করবে, দ্বীন তার উপর প্রবল হয়ে যাবে (অর্থাৎ দ্বীন পালন করা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে এবং সে দ্বীন থেকে পালাবে) (বুখারী)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন, যারা কথায় ও কাজে বাড়াবাড়ি করেছে। তারা ধ্বংস হয়েছে। তিনি একথা তিনবার বলেছেন (মুসলিম)।

পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম ও নারী

অনেকে বলেন পশ্চিমা বিশ্বে (ইউরোপ, আমেরিকায়) বিধর্মী নারীরা মহাশান্তিতে স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। তাদের জন্য ডা. জাকির নায়েক এর দেয়া ক'টি তথ্য দিচ্ছি। আমেরিকায় আড়াই কোটির বেশী পুরুষ হল গে (পুরুষে পুরুষে যৌনসঙ্গী বা সমকামী)। অনুরূপ সংখ্যা নারীদের ক্ষেত্রেও অর্থাৎ লেসবিয়ন (নারীতে নারীতে যৌনসঙ্গী বা সমকামী)। পশ্চিমা বিশ্বে মানুষ রক্ষিতা রাখে। আমেরিকায় গড়ে একজন মানুষের ৮ জন যৌনসঙ্গী থাকে। বিয়ে করার আগে সে তার যৌন সঙ্গীদের সাথে লিভিং টুগেদার করে। এর ফলে তাদের কোন দায়িত্ব নেই। সংসার নেই। বাচ্চা-কাচ্চা নেই। অনেকটা পশুর মত জীবন যাপন। উদার, স্বাধীন, লাগামহীন, মুক্ত বিহঙ্গ। ইসলামে ব্যভিচার নিষেধ ও হারাম এবং প্রমাণ হলে মৃত্যুদণ্ড। এবার অন্যদিকে তাকাই, এফবিআই (FBI) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় ১৯৯০ সালে ১০২৫৫৫টি ধর্ষণের কেস রিপোর্ট হয়েছে। বলা হয়েছে, মোট ধর্ষণের ১৬% কেস, রিপোর্ট আকারে পেশ হয়েছে। এর অর্থ হল, ১৯৯০ সালে, মোট ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৬৪০৯৬৮ অর্থাৎ ১৯৯০ সালে গড়ে প্রতিদিন ১৭৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে আমেরিকায়। আবার ১৯৯২ সালে গড়ে প্রতিদিন ১৯০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণের ঘটনা উত্তরোত্তর বাড়ছেই। এ হিসাবে বর্তমানে আমেরিকাতে প্রতি মিনিটে ২টি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। অবস্থা কত ভয়াবহ; একবার ভেবে দেখুন। নারীদের জীবন কত বিপদ

www.pathagar.com

সংকুল। FBI এর রিপোর্টে বলা হয়েছে ধর্ষণের কেস রিপোর্ট হয়েছে ১৬%। যতগুলো কেস রিপোর্ট করা হয়েছে তার ১০% আসামী এরেস্ট হয়েছে। তার অর্থ, ধর্ষকদের মাত্র ১.৬% এরেস্ট হয়েছে। যারা এরেস্ট হয়েছে তাদের বিচার হওয়ার আগেই ৫০% মুক্তি পেয়েছে অর্থাৎ মাত্র .০৮% ধর্ষকের বিচার হয়েছে। এর অর্থ হল, একজন আমেরিকান ধর্ষক ১২৫টি ধর্ষণ করলে তার এরেস্ট ও বিচার হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র একবার। লোকটি ধর্ষণ করল ১২৫ বার, আর বিচার হল একবার। আর যাদের বিচার হয় তাদের ৫০% শাস্তি পায় ১ বছরের কম কারাদণ্ড। আইনে ৭ বছরের কারাদণ্ড থাকলেও, জজ সাহেব, প্রথমবার ধর্ষণ করেছে বলে শাস্তি কমিয়ে এক বছর কারাদণ্ড দেয়। কি চমৎকার খেলা। কত ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর নারীদের সতীত্বের মর্যাদা। যেখানে কুরআন ঘোষণা করেছে, ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আরেকটু আগালে দেখা যায়, পরিসংখ্যান মতে আমেরিকায় যে ধর্ষণ সংঘটিত হয়, তার বেশীর ভাগ (মানে ৯৫%) ক্ষেত্রে হয় ধর্ষক মাতাল থাকে, নতুবা দুর্বল জন বা যে ধর্ষিতা হয়, সে মাতাল থাকে। বেশীর ভাগ ঘটনাই হল, অজাচার (অর্থাৎ নিকটাত্মীয়ের সাথে যৌনকর্ম। যেমন বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন।) অতিরিক্ত মদপান বা মাতলামির কারণেই এমনটি হচ্ছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণায় এসেছে এইডসের অন্যতম কারণ হল মদ পান (এলকোহলিজম)। আল কুরআন মদ পানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মদপান হারাম এবং অন্যান্য পাপের মূল কারণ (হাদীসের বাণী)। পশ্চিমাদের অনেকেই বলে, আমরা সোস্যাল ড্রিংকার, ঠাণ্ডা দেশ তাই শরীর গরম রাখতে মদ খাই। শরীর যদি গরম করতেই হয় ফায়ার প্লেসের পাশে বসুন। মধু খান। আসলে শান্তির জন্যে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। শত বৈরিতা সত্ত্বেও আমেরিকায় প্রতিবছর গড়ে কমপক্ষে দেড় লক্ষ মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে অর্থাৎ প্রতি চার মিনিটে একজন করে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে। যারা ইসলামে আসছেন, তাদের বেশীর ভাগই নারী (লস এঞ্জেলস টাইমস্ ১০/১২/১৯৯৫)। আজ আমেরিকা, জার্মানী ও ফ্রান্সে (যারা ইসলাম বিদ্বেষী) মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি। গত বছরগুলোতে এসব দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিশাল বিশাল মসজিদ হয়েছে। শত অপপ্রচার সত্ত্বেও ইসলাম পাশ্চাত্য মানুষের মনকে জয় করে চলেছে। বিশেষ করে নও মুসলিম নারীরাই ইসলামে আকৃষ্ট হচ্ছে বেশী (লন্ডন ডেইলী টাইমস্ ৯/১১/৯৩)।

মহিলাদের কিছু প্রশ্নের জবাব

১. একজন পূর্ণবয়স্কা মুসলিম নারী, তিনি বিবাহিত বা অবিবাহিত হন; কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই সম্পদের মালিক হতে পারেন, বিলি-বন্টন করতে পারেন, মালিকানা আদান-প্রদান করতে পারেন। আবার ইসলামে, একজন মহিলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বাধ্য-বাধকতা বা দায়-দায়িত্ব নেই। ওসব পুরুষের উপর ন্যস্ত। অতএব জীবিকার্জনের জন্য তার কোন দায়-দায়িত্ব নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকটকালে তার কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তবে তাকে কখনই বাধ্য করা যাবে না। তার নিজস্ব ও সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় সে কাজ করতে পারে। যদি কোন নারী বাইরে কাজ করতে চায়, এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞামূলক কোন দলীল নাই ইসলামে। তবে তাকে ইসলাম সমর্থিত পোশাক পরিধান করেই যেতে হবে এবং ইসলামিক পরিবেশেই তাকে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ইসলামে নারী-পুরুষের মেলামেশায় বিধিনিষেধ রয়েছে। কেননা নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা থেকেই সকল পাপের সৃষ্টি।

২. আরেকটি মজার বিষয় হল, কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে এমন কোন বক্তব্য নাই যাতে করে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে। নবী করিম সা. মহিলাদের সুবিধা ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করেই ঘরে নামায পড়ার কথা বলেছেন এবং তাতে মসজিদে যাওয়ার সমান সওয়াবের কথাও বলেছেন। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে; যাতে করে পর্দার বরখেলাফ না হয়; নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রশ্ন না উঠে। নীরা আলাদাভাবে দাঁড়াবে; আলাদা দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং আলাদা জায়গায় ওযু-টয়লেট করবে। এটাই জরুরী। এটাই বিজ্ঞান সম্মত। কেননা বিজ্ঞান বলে, পুরুষ এক মহিলা যদি পাশাপাশি দাঁড়ায় (কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে); মহিলাদের দেহের তাপমাত্রা কিছুটা বেশী এবং তাদের কোমলতার কারণে উভয়েই নামাযে মনোনিবেশ করতে পারবে না। এজন্যেই ইসলাম, নারীকে পুরুষের পিছনে বা সতন্ত্রভাবে দাঁড়াতে বলেছে। এছাড়া নারী পুরুষের আগে দাঁড়ালে মনোনিবেশ করা আরও কঠিন হয়ে যাবে। নারীরা যে মসজিদে যেতে পারে, তা মক্কা ও মদিনাতে গেলেই বুঝা যায়। তবে সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুম পর্দার বিষয়টি

www.pathagar.com

মাথায় রেখেই সকল বৈধ কাজে বা ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমরা যেন তর্কের খাতিরে তর্ক না করে; আবেগের উপর বিবেকের স্থান দেই এবং সবার উপরে হল আল্লাহ পাকের হুকুম এবং নবীর সুন্নাত।

৩. অনেকে প্রশ্ন করেন মহিলারা জান্নাতে গেলে কি পাবে? পুরুষরা তো হুর পাবে। এর জবাবে বলা যায়, পবিত্র কুরআনে সূরা দুখানে-৫৪; তুরে-২০, আর রহমানে-৭২ এবং ওয়াকিয়ায়-২২ নম্বর আয়াতে হুরের কথা বলা হয়েছে। হুর শব্দটি আহুওয়ার এবং হাওয়ার শব্দের বহুবচন। আহুওয়ার পুরুষের জন্য প্রযোজ্য এবং হাওয়ার মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। যার শাব্দিক অর্থ সাদা, বড় ও সুন্দর চোখ বিশিষ্ট সঙ্গী। মুহাম্মদ আসাদ (রহ.) হুরের অনুবাদ করেছেন "Spouse" বা বিপরীত লিঙ্গের সাথী হিসাবে। আবদুল্লাহ ইউসূফ আলী (রহ.) হুরের অনুবাদ করেছে "Companion" বা সঙ্গী হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ হল, সঙ্গী বা সাথী। এভাবে বলা যায়, পুরুষরা বেহেশতে পাবে বড় বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট নারী সাথী আর নারীরা বেহেশতে পাবে বড় বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট স্মার্ট পুরুষ সঙ্গী।

৪. আরেকটি কথা চালু আছে, সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এক জন পুরুষের বিপরীতে দুইজন নারী। আলোচনা করা যাক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কথাটি ঠিক। কুরআনে এসেছে, যখন তোমরা অর্থনৈতিক লেনদেন কর ভবিষ্যতের জন্য, তা লিখে রাখ এবং দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখ। যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না পাও তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী রাখ, যেন তাদের একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে (বাকারা-২৮২)। বিপরীত দিকে কুরআনের এ কথাটিও লক্ষ্য করা যাক, যদি স্বামী অথবা স্ত্রী একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায় এবং কোন সাক্ষী না পায় তবে তাদের একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে (নূর-৬)। অনুরূপভাবে চন্দ্র দেখে রোযা শুরু বা ঈদের দিন ধার্য করতে এক জন পুরুষ বা নারী সাক্ষীর সাথে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়নি।

৫. আধুনিক সময়ে ইসলামকে নিয়ে নারীদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, ইসলামে পুরুষকে কেন একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন, তুমি তোমার পছন্দ মত মেয়েকে বিয়ে কর। দু'টি, তিনটি বা চারটি। কিন্তু তুমি যদি ন্যায় বিচার করতে না পার, তবে, কেবল একজন নারীকে বিয়ে কর (নিসা-৩)। আসলে কুরআনই পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে, কেবল একজনকে বিয়ে কর। অন্য সকল ধর্মগ্রন্থেই একাধিক বিয়ের অনুমতি রয়েছে।

www.pathagar.com

গীতা, বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, বাইবেল কোথাও কেবল একজনকে বিয়ের কথা বলা হয়নি। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহের হার ৪.৩১% এবং হিন্দুদের মধ্যে ৫.০৬%। আর ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে তো বিবাহের ব্যাপারটি উঠেই যাচ্ছে। সেখানে সমকামীদের পক্ষে রায় এসেছে। মূল আলোচনায় আসা যাক; ইসলাম পূর্বযুগে পুরুষদের একাধিক স্ত্রী ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে শতাধিক স্ত্রী পর্যন্ত দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ইসলাম একটি সীমা নির্ধারণ করেছে। সর্বোচ্চ চার। সেক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও সাম্য বা সমতা বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় কেবল মাত্র একজন। স্ত্রীদের মাঝে সাম্যতা বজায় রাখা পুরুষের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। তাই ইসলামে বহুপত্নীক ও বহু বিবাহ হল, ব্যতিক্রম। বহুবিবাহ ইসলামে সাধারণ ঘটনা নয় এবং আইনও নয়। বরং একটি এবং কেবলমাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ ইসলামে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। ইসলাম কোথাও বলে নাই, যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছে সে ভাল মুসলমান বা বেশি নেকির কাজ করেছে। তবে ইসলাম কেন একাধিক বিবাহের পথ খোলা রেখেছে? চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, মেয়ে ভ্রূণ, ছেলে ভ্রূণের চেয়ে শক্তিশালি এবং অধিক প্রতিরক্ষা করার যোগ্যতা সম্পন্ন। এজন্যই ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর হার বেশি। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় পুরুষরাই বেশি নিহত হয়। পুরুষ বেশি সিগারেট পান, মদ্য পান, এমনকি মাদকদ্রব্য খেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মেয়ের সংখ্যা বেশি। যেখানে ছেলে বেশি, সেখানে মেয়ে ভ্রূণ হত্যা হয় বেশি। যেমন ভারত ও নেপালে হয়ে থাকে। নিউইয়র্কে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ১০ লাখ বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে ৭৮ লাখ নারী বেশি। এর সাথে রয়েছে আড়াই কোটি সমকামী লোক। ব্রিটেনে ৪০ লাখ নারী বেশি। জার্মানিতে ৫০ লক্ষ; রাশিয়ায় ৮০ লাখ নারী বেশি। ইন্দোনেশিয়ায় নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় দ্বিগুন অর্থাৎ ঐসব দেশে একটি পুরুষ যদি, শুধুমাত্র একটি নারীকেই বিয়ে করে; তবে নারীদের বিরাট অংশ অবিবাহিতই থেকে যাবে। এখন যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি আপনার বোনকে বা কন্যাকে জনগণের সম্পদে (বহুগামী) দেখতে চান, না এমন পুরুষের কাছে বিয়ে দিতে রাজি যেখানে তার আরেকটি স্ত্রী আছে। কেউ চাবে না, তার প্রিয়জন রাস্তাঘাটে বহুগামী বা অবৈধ জীবন যাপন করুক। অনেকে বলেন, আমি আমার বোনকে চিরকুমারী রাখব। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, অবৈধ সম্পর্ক ছাড়া সারা জীবন কেউ চিরকুমার বা চিরকুমারী থাকতে পারে না। কারণ প্রতিদিন শরীরে যৌন হরমোন তৈরি ও নিসৃত হচ্ছে। যে সব সাধকরা নিজেদের চিরকুমার বলে দাবি করেন তাদের জটিল কোন সমস্যা আছে অথবা অবৈধ কোন

www.pathagar.com

সম্পর্ক আছে। রিপোর্টে বের হয়েছে- পাদ্রীদের বা সন্ন্যাসিদের অধিকাংশই ব্যভিচার বা সমকামিতায় লিপ্ত। এ জন্যেই সকলের গণ-সম্পত্তিতে পরিণত না হয়ে বিয়েই হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন যাপন এবং পৃথিবীর জীব জৈবিক ব্যবস্থার একমাত্র সমাধান এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ কারণে পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ যুক্তিসংগত। তবে ইসলাম যে সঠিক শর্তটি দিয়েছে অর্থাৎ ন্যায় বিচার ও সমতা রক্ষা করে চলতে হবে। যে কাজটি সমাজের খুব অল্প সংখ্যক পুরুষ করতে পারবে বলে ধরা যায়। এ জন্যেই আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত নির্দেশ হচ্ছে: কিন্তু তুমি যদি ন্যায় বিচার করতে না পার, তবে একজনকে বিয়ে কর (নিসা-৩)।

৬. আরেকটি প্রশ্নও উত্থাপিত হচ্ছে, তবে নারীরা কেন এক সঙ্গে একাধিক বিয়ে করতে পারবে না। বৈজ্ঞানিকভাবেই একজন স্ত্রী একাধিক স্বামীর চাহিদা সন্তোষজনকভাবে পূরণ করতে পারে না। এক রিপোর্টে (আমেরিকার) পাওয়া যায় মাসিকের সময় স্ত্রীরা/নারীরা অপরাধে বেশি জড়ায় বা স্বামীদের সাথে বেশি ঝগড়া করে। ফলে স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে তার পক্ষে সমস্যা আরও জটিল হয়ে যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এটা বলে যে, কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে, যৌনরোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সর্বশেষ সমস্যা হল- কোন নারীর একাধিক স্বামী থাকলে, সন্তানের বাবাকে সনাক্ত করাও কঠিন। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কোন সন্তান যখন তার বাবার পরিচয় পায় না, সে অশান্তিতে ভোগে। এভাবে নারীদের বহুপতি বিবাহের পক্ষে কোন যুক্তি নাই; বরং বিপক্ষে শত শত যুক্তি রয়েছে এবং আল্লাহ পাকের বিধানে শান্তি ও সফলতা। এর মধ্যে কোন জটিলতা ও অযৌক্তিক কিছু নেই। আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার ও মানার তৌফিক দিন।

www.pathagar.com

মা বোনদের মর্যাদা এবং দাওয়াত ও তাবলীগ

মা বোনদের আট কাজঃ ১. আযানের সাথে সাথে আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া ২। প্রতিদিন ঘরে তালীম করা ৩। প্রতিদিন ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা ৪। সকাল বিকাল তিন তছবিহ্ আদায় করা ৫। সাধাসিদা জীবন যাপন করা ৬। আত্মীয় স্বজনদের (মহিলা) দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে তাদের পুরুষদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের করার চেষ্টা করা ৭। স্বামীর খেদমত করা এবং সংসার দেখে রাখা ৮। ঘরে দ্বীনি পরিবেশ কায়েম করা এবং বাচ্চাদের দ্বীনি ইলম্ শিক্ষা দেয়া।

মা বোনরা পাঁচটি কাজ করলে বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে যায়ঃ ১। পর্দার সাথে থাকা। ২। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করা। ৩। রমযানের রোযা রাখা। ৪। সতীত্বের হেফাযত করা। ৫। স্বামীর খেদমত করা (মুসনাদে আহমাদ)।

স্বামী স্ত্রীর কর্মের উপর নির্ভর করে মানুষ চার ভাগে বিভক্তঃ ১। স্বামী স্ত্রী উভয়ে জান্নাতি : যেমন ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাজেরা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার নেক স্ত্রীরা ২। স্বামী স্ত্রী উভয়ে জাহান্নামি : আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ৩। স্বামী জান্নাতি, স্ত্রী জাহান্নামি : নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার স্ত্রী ৪। স্বামী জাহান্নামি, স্ত্রী জান্নাতিঃ ফিরআউন ও তার স্ত্রী আছিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মহিলাদের উদ্দেশে মাওলানা সাঈদ আহমদ খানের মূল্যবান নসীহতঃ ১। সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, হযরত খাদিজা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা। ২। সর্বপ্রথম শহীদ হন হযরত সুমাইয়া রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা। ৩। দ্বীনের জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বেশী সম্পদ ব্যয় করেন হযরত খাদিজা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা। ৪। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা। ৫। দ্বীনের জন্য সীমাহীন কষ্ট করেছেন হযরত আছিয়া রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা (ফেরাউনের স্ত্রী)। ৬। একজন নেক্কার নারী ৭০ জন অলীর চেয়ে উত্তম। ৭। একজন বদকার

www.pathagar.com

নারী ১০০০ জন বদকার পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট। ৮। একজন গর্ভবতী নারীর ২ রাকাত নামায একজন সাধারণ নারীর নামাযের ৮০ রাকাতের সমান। ৯। মা যখন সন্তানকে দুধ খাওয়ায়, প্রতি ফোঁটা দুধের বিনিময়ে এক একটি নেকী হয়। আর একটি নেকি পৃথিবী ও আসমান বরাবর। ১০। চিন্তাযুক্ত স্বামীকে যখন স্ত্রী সাহস দেয়, তা জিহাদের অর্ধেক নেকী বরাবর। ১১। যে মহিলা বাচ্চার জন্য রাতে ঘুমাতে পারে না, তাকে ২০টি গোলাম আজাদের নেকী দান করা হয়। ১২। স্বামী স্ত্রী যখন একে অপরকে নেক/রহমতের নজরে দেখে, আল্লাহ্ উভয়কে রহমতের নজরে দেখেন। ১৩। যে মহিলা, স্বামীকে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় পাঠিয়ে দেয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কষ্টকে খুশীমনে গ্রহণ করে, সে মহিলা পুরুষ অপেক্ষা ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। ৭০ হাজার ফেরেশতা তার এস্তেকবাল করবেন। ১৪। যে মহিলা অসুখের কারণে কষ্ট করে, সন্তানদের সেবা-যত্ন করে, আল্লাহ্ তার পিছনের গোনাহ্ মাফ করে দেন ও ১২ বছরের নেকী দেন। ১৫। যে মহিলা গরু, মহিষ ও ছাগল ইত্যাদির দুধ দোহন করে (বিস্‌মিল্লাহ বলে), পশু তার জন্য দোয়া করে। ঘরের কাজের সময় যখন বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু করে, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে। ১৬। মহিলা যখন বিসমিল্লাহ বলে খাবার (রান্না) তৈরী করে, সে খাবারে বরকত হয়। ১৭। নারীর, পরপুরুষকে যেকোনভাবে দেখা হারাম, তেমনি পুরুষের পর নারীকে দেখা হারাম। ১৮। যে মহিলা যিকিরের সাথে ঘর পরিষ্কার করে (ঘর ঝাড়ু দেয়) তার আমল নামায় কাবাঘর ঝাড়ু দেয়ার সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯। যে মহিলা নামায রোযার পাবন্দি করে, পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং স্বামীর খেদমত করে, সে জান্নাতি। ২০। দু ব্যক্তির নামায কালাম আসমানে পৌঁছে না- পলায়নপর গোলাম ও স্বামীর নাফরমানী করা স্ত্রী। ২১। গর্ভবতী মহিলা দিনে রোযা ও রাতে নামাযরত মহিলার সমান অতিরিক্ত সওয়াব পান। ২২। সন্তান প্রসবকালীন মায়ের প্রসবের যে কষ্ট হয়, প্রতিবার ব্যথার জন্য হজ্জের নেকী দান করা হয়। ২৩। সন্তান প্রসবের কারণে বা ৪০ দিনের মধ্যে মারা গেলে শাহাদতের সওয়াব লাভ করে। ২৪। সন্তান কান্নার কারণে যে মাতা ধৈর্যধারণ করে, লালন পালন করে, তাকে এক বছরের নফল নামাযের নেকী দেয়া হয়। ২৫। মাতা, যখন সন্তানকে দুধ পান করায়, একজন ফেরেশতা সুসংবাদ দেয় যে, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। ২৬। স্বামী যখন সফর থেকে আসে, স্ত্রী সংসার দেখে রাখে এবং স্বামীর হকের খেয়ানত করে না, তখন তাকে ১২ বছরের নফল নামাযের নেকী দেয়া হয়। ২৭। স্ত্রী যখন স্বামীর

www.pathagar.com

খেদমত করে, ৭ তোলা স্বর্ণ সাদাকা করার সওয়াব দেয়া হয়। ২৮। যে স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে মারা যায়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। ২৯। যে স্বামী, স্ত্রীকে একটা মাসালা শিখাবে, তাকে (স্বামীকে) ৭০ বছরের নফল ইবাদতের সওয়াব দেয়া হবে। ৩০। সকল জান্নাতীরা (পুরুষরা) আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষাতে যাবে, আর পর্দানশীল মহিলাদের কাছে আল্লাহ্ সাক্ষাতে আসবেন। ৩১। যে মহিলারা পর্দা করে না, পর পুরুষকে আকর্ষণ করে, তারা জান্নাতে যাবে না, এমনকি জান্নাতের খুশবুও পাবে না। ৩২। যে নারী, স্বামীর দ্বীনের উপর চলার তাকিদ করে, সে হযরত আছিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জান্নাতে থাকবে।

মা-বোনদের দ্বীনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে হাদীস : ১। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে রমণী নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছে, রমযান মাসে রোযা রেখেছে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করেছে, স্বামীর আনুগত্য করেছে, সে বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। ২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি একবার এক যুবককে বেগানা যুবতীর সাথে নির্জনে দেখতে পেয়ে আশংকা করলাম যে, শয়তান হয়ত এ সুযোগের অপব্যবহার করে তাদেরকে পাপকাজে লিপ্ত করার চেষ্টা করবে। ৩। তোমরা মহিলাদের নিকট যাতায়াত করা থেকে বেঁচে থাক। দেবর (ভাবীর জন্য) মৃত্যুতুল্য (বুখারী, মুসলিম)। ৪। পরপুরুষদের সামনে সেজেগুঁজে হেলে দুলে চলাচলকারিণী রমণীগণ কিয়ামতের অন্ধকারের মত (মিশকাত)। ৫। পরহেযগার বিধবা রমণীকে আকাশে শাহীদা (শাহাদাত প্রাপ্ত) উপাধিতে ভূষিত করা হয় (দাইলামী)। ৬। যে ব্যক্তি স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বিবাদ বাধিয়ে দেয়, সে আমার উম্মতের আওতাভুক্ত নয় (আবু দাউদ)। ৭। যে রমণী সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষদের মজলিসের (বা আসরের) কাছ দিয়ে যাতায়াত করে, সে যেন যিনাকারিণী (তিরমিযী)। ৮। যে স্ত্রীলোকের তিনজন নাবালেগ শিশু মারা যায়, আর সে সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে (মিশকাত)। ৯। সন্তানহারা রমণীকে যে সান্ত্বনা দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে বেহেশতের পোশাক পরাবেন (মিশকাত)। ১০। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে রমণীগণ, তোমরা তাসবীহ, তাহলীল, তাকদীস বেশি বেশি পড়তে থাক। আঙ্গুল গুনে গুনে গণনা কর। কিয়ামতের দিন আঙ্গুলগুলো সাক্ষ্য দিবে (তিরমিযী)। ১১। সে স্বামীই নিকৃষ্ট, যে স্ত্রীর গোপন কথা অপরের কাছে বলে বেড়ায় (এমনিভাবে স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) (মুসলিম)। ১২। কোন রমণী যেন কোন পুরুষকে নিজে বিবাহ করে তার সুযোগ সুবিধা

www.pathagar.com

ভোগ করার হীন আশায় আর অপর বোনকে (ঐ পুরুষের পূর্বের স্ত্রীকে) তালাক দিতে প্ররোচিত না করে। কারণ তুমি ততটুকুই পাবে, যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে (বুখারী, মুসলিম)। ১৩। বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দানকারী পুরুষ এবং বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দানকারিণী নারী, উভয়ের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার লানত (বায়হাকী)। ১৪। যখনই কোন পুরুষ কোন বেগানা নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হয়, তখন তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে হাযির হয় শয়তান (তিরমিযী)। ১৫। ঐ বিবাহ্ সবচেয়ে বরকতময় যে বিবাহ্ বোঝার (খরচ) দিক দিয়ে হালকা হয় (বায়হাকী)। ১৬। মেয়েলোক যখন (বিনা দরকারে পর্দার ভেতর থেকে) বের হয় তখন শয়তান তার পেছনে লেগে যায় (তিরমিযী)। ১৭। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম (একজন অন্ধ সাহাবীর) সাথেও হযরত উম্মে সালমা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহাকে পর্দা করতে বলেছেন। কেননা যে দেখছেন (সচল চক্ষুওয়ালা) তার জন্য তো পর্দা জরুরি (তিরমিযী)। ১৮। শোকরকারী হৃদয়, যিকিরকারী যবান, ধৈর্যধারণকারী মন, স্বামীর মাল হেফাযতকারিণী স্ত্রী– এ চার বস্তু যে প্রাপ্ত হয়েছে, সে ইহকাল ও পরকালে সফল। ১৯। যখন কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী বিধবা রমণী স্বীয় সন্তান সন্ততি লালন-পালনে ব্যস্ত থেকে দৈহিক কোমলতা বিনষ্ট করেছে, (প্রয়োজনের খাতিরে) সে রমণী বেহেশতে নবীজির খুব কাছাকাছি স্থান লাভ করবে। ২০। একলোক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বললেন, তার প্রতিবেশী এক মহিলা অত্যধিক নফল নামায পড়ে এবং রোযা পালন করে, অথচ তার অসদ্ব্যবহারে প্রতিবেশীরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বর্ণিত স্ত্রীলোক জাহান্নামী। পাশাপাশি জনৈকা স্ত্রীলোক সম্পর্কে বললেন, যে অত্যধিক ইবাদতে সক্ষম নহে, অথচ তার প্রতিবেশীরা তার প্রতি মুগ্ধ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহিলার জন্য বেহেশতের সুসংবাদ দেন। ২১। স্ত্রীলোকের স্বীয় হজ্জ কার্য সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হলে, জিহাদের সমতুল্য নেকী অর্জন করা যায়। ২২। যে রমণী ঈমান রক্ষার্থে হিংসা পরিত্যাগ করেছে, সে স্ত্রীলোক শহীদগণের নেকীর সমতুল্য ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। ২৩। স্ত্রীর ব্যক্তিগত গৃহ কার্যে স্বামীর অংশগ্রহণ করা ছদাকা করার সমতুল্য। ২৪। স্ত্রীলোকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ঐসব রমণী, যাদের বেশভূষা ও মেলামেশা স্বামীকে আনন্দিত করে। ২৫। নিজগৃহে থেকে ঘরের কাজের পরিচালনা করা স্ত্রীলোকের জন্য জিহাদে যোগদানের সমতুল্য। ২৬। স্ত্রীরা, স্বামী গৃহে সুসজ্জিত অবস্থায় থেকে স্বামীর হক আদায় করলে পুরুষ

www.pathagar.com

লোকদের মত, নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদের নেকী অর্জন করবে। ২৭। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন স্ত্রী যখন সাজসজ্জা ত্যাগ করে, নেক আমলে মগ্ন হয়, সে জান্নাতবাসী হয় (স্বামী ঈমানদার না হলে শহীদের স্ত্রীরূপে জান্নাতে বসবাস করবে)। ২৮। যেসব স্ত্রীরা ধার্মিক, তারা তাদের স্বামীদের পূর্বেই জান্নাতে যাবে। ২৯। তোমরা ঈমানদার স্ত্রীর সাথে বিদ্বেষ ভাব পোষণ কর না, তাদের কোন এক অভ্যাস পছন্দ না হলেও, অবশ্যই অন্য কোন অভ্যাস পছন্দনীয় হবে। ৩০। চরিত্রবানরা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈমানদার। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেসব লোক, যারা স্বীয় স্ত্রীর কাছে অধিক প্রিয়। ৩১। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্ত্রীলোকদের অধিকাংশের দোযখের শাস্তি ভোগের কারণ হচ্ছে, তারা সর্বদা লানত করে এবং নাফরমানী করে; স্বামী প্রদত্ত দ্রব্যাদিকে তুচ্ছ মনে করে। ৩২। এক স্ত্রীলোক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জ্বর ব্যাধিকে ভর্ৎসনা করছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান রোগাক্রান্ত হলে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। ৩৩। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে ধার্মিক নারীগণ, তোমরা পরস্পরকে পাঠানো উপঢৌকন (হাদিয়া) কে ঘৃণা বা তুচ্ছ মনে কর না। ৩৪। এক স্ত্রীলোক একটি বিড়ালকে না খাইয়ে মেরে ফেলায়, কঠিন আযাবে পতিত হয়েছিল। ৩৫। অনেক স্ত্রী-পুরুষ পঞ্চাশ ষাট বছর আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতে লিপ্ত থেকে, মৃত্যুর আগে এমন ধর্ম বিরোধী অসঙ্গত অছিয়ত করে যায়, যাদ্বারা তারা নরকবাসী হয়। ৩৬। এমন এক সময় আসবে, যখন স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রাদি পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে। ৩৭। যে স্ত্রীলোক স্বীয় নিদ্রা ত্যাগ করে, তার স্বামীকে জাগ্রত করে, উভয়ে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে, সে স্ত্রীলোকের প্রতি আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করেন। ৩৮। সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাদিক সম্মানিতা স্ত্রীলোক চারজন-মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আছিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খাদিজা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা এবং ফাতেমা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা। ফাতেমা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা বেহেশতে নারীদের সর্দার হবেন। ৩৯। হে উম্মত, তোমরা বিবাহ কর, তালাক প্রদান কর না। কেননা তালাকে আল্লাহ্ তায়ালার আরশ কম্পিত হয়। ৪০। স্বামী স্ত্রী একে অন্যের প্রতি যখন ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকায়। আল্লাহ্ তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। ৪১। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হল, তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচরণের উপদেশ গ্রহণ কর। কারণ নারী পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা তৈরি হয়েছে। তাই তোমরা তাকে সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা

www.pathagar.com

হল, তালাক দেয়া। আর যদি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তাহলে সে বাঁকাই থাকবে। বিধায় তাদের বিষয়ে সদাচরণের উপদেশ গ্রহণ কর (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। ৪২। একবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় কন্যা ফাতিমা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পাশে বসালেন (বুখারী, মুসলিম)। ৪৩। ফাতিমা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা নিজ হাতে যাঁতা ঘুরানোর ফলে হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। তিনি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন বাদী/সাহায্যকারীর আবেদন করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমার কাছে, যা চেয়েছিলে তার চেয়েও অধিক কল্যাণকর জিনিসের কথা বলছি : তুমি রাতে যখন ঘুমাতে যাবে, তখন পড়বে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার (বুখারী, মুসলিম)।

নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্বনবীর বাণীঃ ১) পর্দানশীল কন্যাগণই উত্তম সন্তান। ২) তোমাদের সন্তানদের মধ্যে মেয়েরাই উত্তম। ৩) কন্যা হল সুগন্ধি, আমি তার গন্ধ নেই, আর তার রিযিক তো আল্লাহ্ তায়ালার হাতে। ৪) তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যার প্রথম সন্তান মেয়ে। ৫) যে ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তানের ভরণ পোষণ করেছে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গেছে। ৬) বাজার থেকে বাচ্চাদের জন্য উপহার কিনে আনা, দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের জন্য দান খয়রাতের মত মহৎ কাজ। ছেলে, সন্তানদের পূর্বে মেয়ে সন্তানদের উপহার দিবে। ৭) যার একটি কন্যা সন্তান আছে, সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেনি এবং তার উপরে পুত্র সন্তানকে প্রাধান্যও দেয়নি; আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (আবু দাউদ)। ৮) তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম (ইবনে মাজা)। ৯) মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। ১০) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল (আয়েশা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা কর্তৃক হাদীস) আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয় কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার পিতা আবু বকর রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু (বুখারী ও মুসলিম)। ১১) হযরত আয়েশা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, আমি হযরত খাদিজা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা এর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ঈর্ষা করতাম, অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু প্রায়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা মনে করতেন। কখনও কখনও বকরী যবাই করে গোশ্‌ত বানিয়ে খাদিজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দিতেন (বুখারী,

www.pathagar.com

মুসলিম)। ১২) একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে কতিপয় আনসার নারী ও শিশুকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালার শপথ, তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। একথাটি তিনি তিনবার বললেন (বুখারী, মুসলিম)। ১৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের কোন কাজকে ছোট করে দেখেননি। মেয়েদের দ্বীনি আগ্রহকে মর্যাদা দিয়েছেন। আগ্রহী মেয়েদেরকে জিহাদে শরীক হতে সুযোগ দিতেন। আগ্রহী নারীদের মসজিদ নির্মাণে, মসজিদ ঝাড়ু দিতে সুযোগ দিতেন। ১৪) নবীজীর কোন উম্মত কখনও মেয়েদের সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ কিম্বা আচরণ করতে পারে না। ১৫) নারী হল পুরুষের বোন (আবু দাউদ)। ১৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে প্রথমে কন্যা ফাতেমা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা এর সাথে দেখা করতেন। ১৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সর্বাধিক সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাবার সবচেয়ে বেশী হকদার কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মা। তিনি পরপর তিন বার মা'র কথা উল্লেখ করেন এবং ৪র্থ বার একই প্রশ্ন করা হলে, বাবার কথা বলেন। মা'র মর্যাদা বাবার উপর এতটাই প্রবল (বুখারী, মুসলিম)। ১৮) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের (তিনটির মধ্যে) প্রথমেই উল্লেখ করেন নারী জাতি। ১৯) পুরুষদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকলেও, এমন কোন মুহাজির নারীর কথা জানা যায়নি যিনি ঈমান আনার পর পুনরায় অধর্মে ফিরে গেছেন। এটা আয়েশা রাদি আল্লাহু আনহা এর উক্তি (বুখারী)। ২০) সন্তান যখন, মায়ের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন কবুল হজ্জের সওয়াব হয় (বুখারী)।

মাছতুরাতের (মহিলাদের) মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনাত

মহিলাদের ঘরে এবং এলাকায় দ্বীনের মেহনতের তরতীব: (১) মাছতুরাতের মূল করণীয় মেহনত হচ্ছে, প্রত্যেক ঘরের মাহরাম পুরুষ, মহিলা ও ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে দৈনিক তালিম করা। তিলাওয়াত, যিকির ও ইবাদতে বেশী সময় ব্যয় করা। ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যিকির করা। তালিমে আগত মহিলাদের দাওয়াত দেয়া। (২) কোন সাথীর বাড়িতে মাছতুরাতের সাপ্তাহিক যে ইস্তেমায়ী আমল হয়ে থাকে, তা চালু রাখা। কাকরাইলের (মারকাজ) জিম্মাদার সাথীদের পরামর্শানুসারে চলা। (৩) পুরো এলাকা/শহরে সাপ্তাহিক/মাসিক ইস্তেমায়ী তালিমের পর পুরুষ সাথী দিয়ে বয়ানের তরতিব চালু রাখা। (৪) দৈনিক তালিমের পর ছয় নম্বরের আলোচনা করা (বসে বসে) (৫) ঘরে

ইসলামী পোশাক পরা। (৬) সাধাসিদা জীবন যাপন করা। (৭) মাছতুরাতের জামাতে সফরে বের হলে, অলংকারাদি ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ব্যবহার না করা। (৮) তালিমের মজলিসে মহিলাদের দাঁড়িয়ে বয়ান না করা। (৯) তিন দিনের মাছতুরাতের জামাত বের হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া।

মাছতুরাতের জামাত বের হওয়ার শর্তাবলী: (১) মাহরাম পুরুষ যিনি সাথে থাকবেন। তিনি কমপক্ষে তিনদিন লাগানেওয়ালা এবং দাড়িওয়ালা হওয়া চাই। ২) অবিবাহিত মেয়েদের সাথে না আনা। (৩) ফাযায়েলে আমল পড়নেওয়ালা ক'জন থাকা চাই। (৪) মাহ্‌রাম থাকা জরুরি, স্বামী উত্তম। (৫) অসুস্থ, বেশী বয়স্কা বা গর্ভবতী মহিলাদের জামাতে না যাওয়াই ভাল। (৬) জামাতের সংখ্যা ১০ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলার উর্ধ্বে না হওয়া। সাথীদের অধিকাংশ একই শহরের হওয়া ভাল। (৭) পুরুষ জিম্মাদার, উভয় জামাতেরই জিম্মাদার হবেন। (৮) মাছতুরাতগণ সাথে বাচ্চা নিবেন না। (৯) মারকাযের (কাকরাইল মসজিদের) পরামর্শ কামরায় (সোমবার বাদ মাগরিব) পরামর্শ করে জামাত বের করা। (১০) মারকাযে আসার সময় জামায়াতের মাছতুরাত ও তাদের মাহরাম সাথীদের অবস্থা সম্পর্কে লিখিত (স্থানীয় জিম্মাদার সাথীদের) চিঠি সাথে আনতে হবে।

মাছতুরাত জামাতে বের হওয়ার পরে করণীয় কর্মসূচী: ১) দৈনিক আমলের তরতীব (কর্মসূচী) পুরুষদের পরামর্শ মোতাবেক হবে। টুকরা কাগজে লেখার মাধ্যমে মহিলাদের অবগত করতে হবে। পুরুষগণ নিজ নিজ মাছতুরাত থেকে রায় নিয়ে পুরুষদের পরামর্শে পেশ করতে পারেন। তবে প্রতিদিন মাছতুরাতের রায় নেয়ার প্রয়োজন নেই। পুরুষদের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই করা যাবে না। ফজর বাদ জামাতের নতুন সাথী দুই দুই করে ছয়নম্বর শিখাবে। অথবা সবাই মিলে ছয় নম্বরের মোযাকারা করবে। নাস্তার পর সূরা কেরাত সহীহ করার মশক করবে। জামাতে সহীহ্ কেরাত ওয়ালা মাছতুরাত জরুরি। যিনি এ ব্যাপারে মেহনত করবেন। সকালের তালীমে মাছতুরাতের সংখ্যা কম হলে বয়ান দরকার নেই। অন্যথায় সকাল ও বিকাল বয়ান হবে। যোহরের পূর্বে জামাতের খানা পিনা জামাতের পুরুষরা রান্না করে মাছতুরাতের কাছে পাঠাবে। আসরের পূর্বে, পুরুষদের বয়ানের পর ১০/১৫ মিনিট তাশকিলের সুযোগ দিবে। যাতে জামাতের সকল বোন বয়ানে আগত মোকামী (স্থানীয়) বোনদের ব্যক্তিগত দাওয়াত দিতে পারে। এজন্য আসরের আগে (১০/১৫ মিনিট পূর্বে) বয়ান শেষ করতে হবে। বাদ আসর, জামাতের মাছতুরাতরা তাজবীহ্ পুরা করে ছয় নম্বরের মোযাকারা ও

www.pathagar.com

ফাযায়েলের হাদীস ইয়াদ করবে। স্থানীয়রা চলে যাবে। বাদ মাগরিব, মাছতুরাতগণ নিজেরাই পরস্পর বিভিন্ন আমলের আদব আলোচনা করবে। যেমন- দাওয়াতের, তাবলীগের, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাস্তায় বের হওয়ার আদব, যিকিরের আলোচনা, ধৈর্য, শুকর, এখলাস, তাকওয়া ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবে। দোয়া, যিকির, তিলাওয়াত ও ইবাদতের তারগীব (উৎসাহ) দিবে। নবী রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুমদের ঘটনাবলী আলোচনা বা তালিম করবে। বাদ এশা, নবী রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুমগণের জীবনের ছয় নম্বর সংক্রান্ত ঘটনাবলী আলোচনা ও তালীম করবে। নুছরতের সকল বোনদের সাধারণভাবে সকল আমলে অংশ গ্রহণ করাবে এবং ব্যক্তিগত দাওয়াতের মধ্যে বেশী বেশী ব্যবহার করবে। সূরা ইয়াসিন খতম বা যিকিরের হালকা বা এশার পর হেকায়াতে সাহাবা পড়া মাছতুরাতের জন্য জরুরি নয়। দেশের মধ্যে যে সকল মাছতুরাতের জামাত কাজ করে, তারা তাশকিল করে তিন দিনের জামাত তৈয়ার করবে। নগদ নাম মোকামি (স্থানীয়) জিম্মাদার সাথীদের কাছে দিতে হবে, যেন ফিকির করা সম্ভব হয়। জামাতের ভিতর অন্তত একজন পুরাতন মাছতুরাতের সাথী থাকা জরুরি, যিনি সব সামলাতে পারেন। মাছতুরাতের মেহনত খুব সতর্কতার সাথে, হিকমতের সাথে, ধৈর্যসহকারে এবং সঠিক নিয়মে করতে হবে।

www.pathagar.com

সাহায্যকারী গ্রন্থ, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য তথ্য মাধ্যম

১। কুরআনুল করীম– ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
২। তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন– সৌদী আরব কর্তৃক প্রকাশিত
৩। বাংলা বুখারী শরীফ– সিদ্দিকীয়া প্রকাশনী
৪। বাংলা মুসলিম শরীফ– মিনা প্রকাশনী
৫। বাংলা তিরমিযী শরীফ– সিদ্দিকীয়া প্রকাশনী
৬। বাংলা মেশকাত শরীফ– মিনা প্রকাশনী
৭। বাংলা আবুদাউদ শরীফ– মিনা প্রকাশনী
৮। বাংলা নাসাঈ শরীফ– সিদ্দিকীয়া প্রকাশনী
৯। রিয়াদুস সালেহীন – বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত
১০। হেকায়াতে সাহাবা – দারুস সালাম প্রাঃ লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত
১১। হায়াতে সাহাবা – তবলীগী কুতুবখানা
১২। সিরাতুন নবী – মদীনা প্রকাশনী
১৩। বিশ্বনবী – গোলাম মোস্তফা
১৪। কাসাসুল কুরআন – এমদাদিয়া লাইব্রেরী
১৫। আর রাহীকুল মাখতুম – আল কুরআন একাডেমী লন্ডন
১৬। দাওয়াতে তাবলীগ – তাবলীগি লাইব্রেরী
১৭। তাবলীগই উত্তম জেহাদ – সীরাত লাইব্রেরী
১৮। ফাজায়েলে আমল – তবলীগি কুতুবখানা
১৯। সীরাতুন নবী – আল্লামা শিবলী নোমানী
২০। সাহাবায়ে কেরামের বিস্ময়কর ঘটনাবলী – আল কাওসার প্রকাশনী
২১। সীরাতে খাতামুন্নাবীঈন – মদীনা প্রকাশনী
২২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের বিরল ঘটনাবলী – দারুল কিতাব
২৩। ইসলামী সমাজে নারী – আধুনিক প্রকাশনী
২৪। মহিলা সাহাবী – আল আমিন প্রকাশনী
২৫। উম্মতের ঐক্য – মুহাম্মদী লাইব্রেরী
২৬। ইসলামের ইতিহাস – ডঃ এস এম হাসান
২৭। স্পিরিট অব ইসলাম – সৈয়দ আমীর আলী

www.pathagar.com

২৮। ফাজায়েলে সাদাকাত- তবলীগি কুতুবখানা
২৯। দাওয়াতে তাবলীগ– মদীনা প্রকাশনী
৩০। ডাঃ জাকির নায়েক-এর বাংলা পুস্তিকাসমূহ
৩১। ডঃ আহমদ দীদাতের বক্তৃতামালা
৩২। আলোকিত নারী– মাওলানা তারিক জামিল
৩৩। তাবলীগের ৬ নাম্বার– মাওলানা কামরুল ইসলাম
৩৪। ৭৭ ফযিলসহ ৬ নম্বর– মোহাম্মাদীয়া কুতুবখানা
৩৫। তাবলীগের কাজ কি – মুফতী হাবীব সামদানী
৩৬। কুরআন শরীফের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ– আল কুরআন একাডেমী লন্ডন
৩৭। পিস পাবলিকেশন প্রকাশিত ডাঃ জাকির নায়েকের গ্রন্থসমূহ
৩৮। হিস্‌নে হাসীন – ইমাম মোহাম্মদ আল জাজরী রহমতুল্লাহি আলাইহি
৩৯। আহকামে যিন্দেগী – মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন
৪০। ইসলামী নেসাব – মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহি
৪১। কুরআন নির্দেশিকা – আবদুল মতীন জালালাবাদী
৪২। Arabic English Dictionary - F. Steingass.
৪৩। Al Quran the ultimate Miracle - Ahmed Deeda.
৪৪। ডঃ রাশীদ খলিফা মিশরী – অনুবাদ ফরিদ উদ্দিন মাসউদ
৪৫। বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান - ডঃ মরিস বুকাইলি
৪৬। হিস্ট্রি অব সিরামিনস – স্যার সৈয়দ আমীর আলী
৪৭। Space Time Physics- Edwin F Taylor, John A Wheeler.
৪৮। Oxford Encyclopedia.
৪৯। National Geography.
৫০। Star & Planets- Ian Ridpath.
৫১। The Expanding Universe- John Grribbin.
৫২। Galaxies & Quasars- William J Kaufmann.
৫৩। Light upon Light- Md. Ferdous Khan.
৫৪। The New Kexton Encyclopedia.
৫৫। পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞান – আহ্মদ হোসেন, গাজী সিরাজুল ইসলাম
৫৬। Nature, Sprituality & Science - Sukhraj Tarneja.
৫৭। Dawn of New Era - Sir Bernerd Lovell.
৫৮। Sky & Telescope - John B-Irwin.
৫৯। The Encyclopedia of Space & Astronomy - Carl Sagan
৬০। The study of physical world - Cheronis, Parsons & Ronneberg.

www.pathagar.com

৬১। To the Edge of Eternity - Joh 62। The Evidence of God in Expanding Universe- Frank Alen.
৬৩। The story of our Earth - Richard Camington.
৬৪। Annual Review of Astronomy & Astrophysics - USA.
৬৫। The Stars - Roger Hall
৬৬। Translation of holy Quran - Md Ali
৬৭। The Meaning of Holy Quran - Md Marmaduke Pickthal.
৬৮। Translation of the Holy Quran - A Yusuf Ali.
৬৯। বাংলা কুরআন শরীফ- তাজ প্রকাশনী
৭০। The Solar Family - Peter Francis
৭১। আল কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ- কাজী জাহান মিয়া
৭২। আল কুরআনে বিজ্ঞান-ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৭৩। Planet Earth - Peter Owen
৭৪। Science in USSR
৭৫। শারদীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সাময়িকী, কম্পিউটার জগৎ পত্রিকা
৭৬। The Living Void - Ian Ridpath.
৭৭। Encyclopedia Britannica- UK.
৭৮। The France work of the Star - Nigel Henbest.
৭৯। The life & Death of star - Geoffrey Bath.
৮০। Joy English Dictionary.
৮১। আল কাউসার আরবী বাংলা অভিধান- মদীনা প্রকাশনী
৮২। Introducing Science - Alen Isaacs.
৮৩। The Cambridge Atlas of Astronomy.
৮৪। Hamlyn Encyclopedia of Space.
৮৫। Sputnik- Magazine.
৮৬। মহাকাশের ঠিকানা- অমলদাস গুপ্ত
৮৭। Race Against time - Vasile Zakarchenko.
৮৮। Science Report - India.
৮৯। Investigating Earth - Honghton Mifflin Company.
৯০। The Quest for order - James S. Trefil.
৯১। বিজ্ঞানময় কুরআন- মুহাম্মদ আবু তালেব
৯২। মুনতাখাব হাদীস- তবলীগি কতুবখানা।
৯৩। প্রথম আলো, ইত্তেফাক, ইনকিলাব, নয়াদিগন্ত, Daily Star ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকা

www.pathagar.com

৯৪। The Origin of Man - Dr. Maurice Bucaile.
৯৫। Science in the the Quran- Md. Akbar Ali.
৯৬। What is Al-Quran- Md. Ferdouse Khan.
৯৭। The Encyclopedia of Islam.
৯৮। The Meaning of the Glorious Quran - Ad. Yusuf Ali.
৯৯। Bangla Academy Science Encyclopedia.
১০০। The first Three Minutes - Steven Weindbeng.
১০১। The Ultimate Fate of the Universe - Jamal N Islam. & Gribbin.
১০২। Quranic Sciences- Afzalur Rahman.
১০৩। A Brief History of Time - Stephem Hawking.
১০৪। Astronomy the Cosmic Journey - William K Hatmam.
১০৫। Science Magazine.
১০৬। Al- Quran & Modern Science - M Shamsuddin Ahmed.
১০৭। Science Encyclopedia - Bangla Academy.
১০৮। The Birds, Time life International, Nederland - R.T Peterson.
১০৯। Text Books on Science for Colleges.
১১০। Text Book on cell Biology for Medical Colleges.
১১১। Medical Embryology for Medical Colleges.
১১২। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডায়েরী-
আল্লামা মাখদুম মুহাম্মদ হাশেম সিন্ধী রহমতুল্লাহি আলাইহি
১১৩। সীরাত ইবনে হিশাম
১১৪। মোসনাদে আহমদ, ইমাম আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাম্বল
১১৫। Fact or Fantasy - Macdonald Pub Ltd. UK.
১১৬। দাওয়াতে তাবলীগের দেশী-বিদেশী মুরুব্বীদের বয়ান (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি)
১১৭. মাসিক মদীনা, হক পয়গাম, আত্ তুরাগ, আল ফালাহ্, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান সাময়িকী ইত্যাদি
১১৮. ডেল কার্নেগী রচনা সমগ্র
১১৯. মহনবী আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী - মীনা প্রকাশনী
১২০. কাসাসুল আম্বিয়া বা নবীদের কথা - মীনা প্রকাশনী
১২১. হজ্জ ওমরাহ্ ও যিয়ারতে মদীনা - মীনা প্রকাশনী
১২২. জান্নাতী এগারজন রমণী - আত তাওহীদ প্রকাশনী
১২৩. মরণের আগে ও পরে - মাওলানা আশেক এলাহী বলন্দ শহরী রহমতুল্লাহি আলাইহি

www.pathagar.com

১২৪. বিষয় ভিত্তিক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-মীনা প্রকাশনী
১২৫. আল কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী - সিদ্দিকীয়া প্রকাশনী
১২৬. সচিত্র হজ্জ ও যিয়ারতে মদীনা- আলহাজ্ব মুস্তাফীজুর রহমান
১২৭. ফয়যুল কালাম- মুফতী আল্লামা ফয়যুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি
১২৮. মুকাশাফাতুল কুলুব -ইমাম গাযযালী রহমতুল্লাহি আলাইহি
১২৯. দাড়ি পাগড়ী, মেসওয়াক এবং দস্তরখানার গুরুত্ব ও ফযীলত- মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ
১৩০. ইসলামী আদব কায়দা - কোহিনুর লাইব্রেরী
১৩১. প্রিয় নবীজীর সুন্নাত ও মাছায়েল - কোহিনুর লাইব্রেরী
১৩২. মাযহাব মানবো কেন? - আল কাউসার প্রকাশনী
১৩৩. দুনিয়ার ওপারে - জাস্টিসে মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী
১৩৪. আহকামুন নিসা- মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন
১৩৫. কুরআনের ডাক ও আমাদের জীবন - প্রফেসর মুহাম্মদ হামীদুর রহমান
১৩৬. ডা. লুৎফর রহমানের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী
১৩৭. কুরআনের আলোকে মানব জীবন - অধ্যাপক ইউসুফ আলী
১৩৮. ইসলামের দাবী ও আমাদের বাস্তব জীবন -প্রফেসর মুহাম্মদ হামীদুর রহমান
১৩৯. ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি - জাস্টিস মুহাম্মদ তাকী উছমানী
১৪০. বেহেশতের চাবি - মুহাম্মদ হুসাইন
১৪১. বেহেশতের পথ ও পাথেয়- হাফেজ্জী হুজুর রহমতুল্লাহি আলাইহি
১৪২. কিতাবুল মোকাদ্দম -বিবিত্রস
১৪৩. কে সে জন- শফিউল্লাহ কুরাঈশী
১৪৪. সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান (১-৮) - আল কাউসার প্রকাশনী
১৪৫. দি চয়েস - আহমদ দিদাত - অনুবাদ ঃ আখতারুল আলম
১৪৬. দ্য স্পিরিট অব ইসলাম এ্যান্ড শর্ট হিস্ট্রি অব দ্যা স্যারাসিনস - স্যার সৈয়দ আমীর আলী- জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
১৪৭. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তলোয়ার- মেজর জেনারেল এ আই আকরাম
১৪৮. Fundamentals of HR Management - David A Decenzo & Stephen P Robbins.
১৪৯. আধুনিক মালয়শিয়ার রূপকার - ড. মাহাথির মুহাম্মদ - নির্বাচিত ভাষণ
১৫০. কুরআন মজিদের কিছু গোপন রহস্য - হারুন ইয়াহিয়া- অনুবাদ ঃ আবুল বাশার
১৫১. The Nature of the Fossil Record - Derek A Ager, Uk
১৫২. Science on Trial - Douglas J Futuyma, USK
১৫৩. Origin of life - Alexander I Oparin - USK
১৫৪. Molecular Evolution of life - Stanley Miller

www.pathagar.com

১৫৫. ইলমের ফজীলত - মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি
১৫৬. ইসলামী ফিকাহ্ - মাওলানা মুজীবুল্লাহ নদভী রহমতুল্লাহি আলাইহি
১৫৭. বেহেশতী জেওর - মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহি
১৫৮. তোহফায়ে আবরার - হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক রহমতুল্লাহি আলাইহি
১৫৯. হায়াতুল মুসলিমীন- হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহি
১৬০. সর্বরোগের মূল- শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি
১৬১. কাফন দাফনের মাসলা মাসায়েল - হযরত মাওলানা সামছুল হাসান
১৬২. ফাতাওয়া ও মাসায়েল - ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
১৬৩. মা বাপ ও সন্তানের অধিকার - মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি
১৬৪. নীতি দর্শন - হিফজুল রহমান সিওহারভী
১৬৫. ইসলামী মনবিজ্ঞান - মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন
১৬৬. মুসলিম রমণী- ইনসাফ প্রকাশনী
১৬৭. উম্মতের ঐক্য - হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহি, মুহাম্মদী লাইব্রেরী
১৬৮. ইসলামের ইতিহাস - ড. এস এম হাসান

ওয়েব সাইটসমূহ

www.fordham.edu
www.esnips.com
www.searchtruth.com
www.islamfortoday.com
www.ummah.com
www.al-bab.com
www.wikipedia.org
www.adherents.com
www.islamhouse.com
www.IslamReligion.com
www.muslimmatch.com
www.islamicarea.com
www.islamic-world.com
www.whyislam.org
www.islam qa.com
www.ikhwanweb.com
www.talkislam.com
www.islamicity.com
www.islam-invitation.com
www.annoor bd.com

www.pathagar.com

www.emunion.com
www.muslimphilosophy.com
www.bestmuslim.com
www.turntoislam.net
www.shariahprogram.ca
www.oneummah.net
www.shinaqvi.com
www.islaam.net
www.equraninstitute.com
www.mirajschool.org
www.muslima.com
www.islamic-awareness.org
www.harunyahya.com
www.2muslims.com
www.muslimheritage.com
www.islamicsupremecouncil.org
www.islamicthinkers.com
www.muslima.ca
www.irf.net
www.islamicreform.org
www.thereligionofpeace.com
www.muslimcenter.org
www.saudiacademy.net
www.oxcis.ac.uk
www.islamicbankingandfinance.com
www.islam.about.com

www.pathagar.com

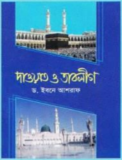

Makka Publications

ISBN : 978-984-8808-40-5

www.pathagar.com